

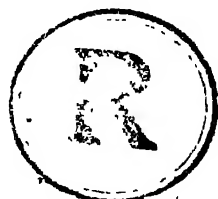
সচিত্র বৃহদ্ধারম-পুরাণ ।

ভগবন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত মূলের অবিকল অনুবাদ ।

S. L. = 6171
REFERENCE

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক

অনুবাদিত ও পরামর্শাদি ছন্দে গ্রথিত ।



১৪ নং চিৎপুর রোড সাধারণ প্রস্তুকালয় দ্বারা

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য কর্তৃক

প্রকাশিত ।



কলিকাতা ।

১৪১ নং চিৎপুররোড জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ।

ইং ১৮৯০ ।

মূল্য ২৭ মাত্র ।

সূচীপত্র ।

পূর্বখণ্ড ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায় । নবিসারগো মৃতের আগমন এবং তৎকর্তৃক ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও ধর্ম্মা- ধর্ম্ম কথন		৭ম অধ্যায় । ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য ও তুলসী উপাখ্যান ৩৩	
২য় অধ্যায় । সম্বের ভেদ কথন ও পিতৃ-মাতৃ ভক্তি বর্ণন		৮ম অধ্যায় । তুলসী-প্রাদুর্ভাব এবং তন্মাহাত্ম্য ৩৯	
৩য় অধ্যায় । তপোদেবের ও তৎপুত্র রুত- বোধের অদ্ভুত উপাখ্যান	১	৯ম অধ্যায় । বৈকুণ্ঠে নারায়ণের স্বপ্নদর্শন, লক্ষ্মী সহ নারায়ণের কৈলাসে যাত্রা, পশ্চিমমুখে শিবসাক্ষাৎ ও কথোপকথন	৫
৪র্থ অধ্যায় । ওকলক্ষণ, ওকভক্তি, পুরুষলক্ষণ, স্ত্রীলক্ষণ, পুত্রলক্ষণ ও পতি- ভক্তি কথন	২	১০ম অধ্যায় । বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী সহ বিষ্ণুর কথোপ- কথন, শিব-মাহাত্ম্য, লক্ষ্মী কর্তৃক শিবপূজা ও স্তন-কটন এবং বিস্ময়কের জন্ম	৮
৫ম অধ্যায় । তীর্থ নির্ণয়, জয়া বিজয়া সহ শঙ্ক- রীর তীর্থযাত্রা, জয়া-বিজয়ার নিকটে গঙ্গা-মাহাত্ম্য বর্ণন, গঙ্গাস্নাত্ত্ব ও তীর্থ উৎপত্তি কথন	১৩	১১শ অধ্যায় । বিল্বরুক্ষ মাহাত্ম্য	৪৬
৬ষ্ঠ অধ্যায় । হীর্য়গণের কর্তব্য, মৌভাগ্যের কারণ, তীর্থ প্রাদুর্ভাব এবং তীর্থসাহিত্য প্রভৃতি বর্ণন	১৮	১২শ অধ্যায় । প্রভাসে শিবানি দেবগণ ও হৈম- বতী লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণের গমন, লক্ষ্মী সহ পার্কটীর কথোপকথন, আমলকীর উৎ- পত্তি ও তন্মাহাত্ম্য	৫১
	২১	১৩শ অধ্যায় । কলির ভয়ে ব্রহ্মার নিকট ঋষি- গণের গমন, ব্রহ্মার চক্ষু হইতে	৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিমিষ-দেবের উৎপত্তি, নৈনি- ষারণের উদ্ভব	৫৭
১৩শ অধ্যায়।	
বিবিধ তীর্থ কথন ও তৎপ্রসঙ্গে জাতি-মাহাত্ম্য ও শালগ্রাম শিলা বিবরণ	৫৯
১৫শ অধ্যায়।	
দেহেন্দ্রিয়াদি তীর্থ, কাল-তীর্থ ও বৈশাখাদি কৃত্যকথন	৬৩
১৬শ অধ্যায়।	
কাল তীর্থ বিশেষ কথন ও অগ- স্ত্যাদি দান	৬৯
১৭শ অধ্যায়।	
পিতৃ কৃত্যাদির কাল কথন	৭৩
১৮শ অধ্যায়।	
দেবগণ সহ ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠে গমন, দশাননের দৌরাহ্ম্য কথন, নারায়ণের নরলোকে অবতীর্ণ হইতে প্রতিজ্ঞা, ব্রহ্মা এবং নারায়ণের কৈলাসে গমন, অষ্টাদশ ভূজার উৎপত্তি এবং দেবগণের ও মূলপাণির বান- রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে অঙ্গীকার	৭৫
১৯শ অধ্যায়।	
রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম, বিশ্বামিত্র সহ রামের গমন, তাড়কা বধ, সীতা পরি- ণয়, পরশুরামের দর্পতূর্ণ ও সীতা হরণ প্রভৃতি কথন	৭৮
২০শ অধ্যায়।	
হনুমানের লঙ্কায় গমন, সীতা- দর্শন ও তৎসহ কথোপকথন,	

বিষয়	পৃষ্ঠা
লঙ্কাদাহ, চণ্ডিকা দর্শন প্রভৃতি বর্ণন	
২১শ অধ্যায়।	
হনুমান কর্তৃক রামের নিকট, সীতারোত্তর কথন, সাগর বন্ধন, লঙ্কাপুরে সঠৈন্যে রামের উপস্থিতি, বহুগুণ্যক রাক্ষস নিধন, দেবগণ কর্তৃক ভগবতীর স্তুত এবং দেবীর বোধনোদ্যোগ	
২২শ অধ্যায়।	
ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক দেবীর বোধন ও পূজা, কৃষ্ণকন্যেদে নাদ রাবণাদি বধ, সীতার অগ্নিপৰীক্ষা, বিভীষিকাকে রাজ্যদান, সেতুবন্ধে শিব- হোমন, রামের অসোধ্যাগমন প্রভৃতি বর্ণন	
২৩শ অধ্যায়।	
কোজাগরী কৃত্য দীপাদিত্য কৃত্য ও অন্যান্য কালতীর্থ কথন	১১
২৪শ অধ্যায়।	
বিশেষ বিশেষ পুণ্যদিন কথন	১১১
২৫শ অধ্যায়।	
বাম্ভাহাত্ম্য, বাকোর উৎপত্তি, পুরাণ উপপুরাণ, ও রামায়ণা- দির উৎপত্তি, সরস্বতীর জন্ম, ধরাতলে সরস্বতীর ভ্রমণ ও বাল্মীকি মুখে অধিষ্ঠান এবং পরাণ সংহতি কথন	

বিষয়

পৃষ্ঠা

২৬শ অধ্যায়।

রামায়ণে বর্ণিত বিষয় ও রামা-
য়ণ মাহাত্ম্য

১২২

২৭শ অধ্যায়।

বেদব্যাঙ্গের জন্য, সুমেরু পর্বতে
দেবগণের সভা, ঋষিগণের
সভার আগমন, ব্রহ্মা কর্তৃক
ঋষিগণকে পুরাণ ও ভারত
প্রণয়নে অনুমোদন, সকলের
পরামর্শ এবং জনক রাজার
নিকট ঋষিগণের গমন

১২৫

২৮শ অধ্যায়।

জনক রাজার কর্তৃক ব্যাসকে
ভারত ও কতিপয় পুরাণ
রচনে এবং অন্যান্য পুরাণ
রচনে নিরূপণ, সকলকে
বাল্মীকির নিকটে গমন
করিতে উপদেশ, বাল্মীকি
নিকটে ঋষিগণের প্রস্থান

১২৮

বিষয়

পৃষ্ঠা

২৯শ অধ্যায়।

মুনিগণ কর্তৃক বাল্মীকি সকাশে
আগমন-কারণ নিবেদন,
বাল্মীকি কর্তৃক ব্যাসকে
ভারত ও অন্যান্য পুরাণ
এবং অন্যান্য ঋষিগণকে স্ব
মতানুসারে ধর্মশাস্ত্র প্রকাশে
অনুমতি প্রদান, ঋষিগণের
প্রস্থান, বাল্মীকি সকাশে
ব্যাসের অবস্থিতি

১৩১

৩০শ অধ্যায়।

কাব্যবীজ উপদেশ প্রসঙ্গে
বাল্মীকি কর্তৃক ব্যাসের নিকট
বর্ণ চতুষ্টয়ের উৎপত্তি ও কর্ণ
নিরূপণ, মহাভারতের তত্ত্ব-
মাহাত্ম্য ও কবচাদি বর্ণন

১৩৩

উত্তরখণ্ড।

বিষয়

পৃষ্ঠা

১ম অধ্যায়।

প্রকৃতি হইতে মনু, রজঃ, তম,
গুণত্রয়ের উৎপত্তি; ব্রহ্মা
বিষ্ণু প্রভৃতির জন্ম; জল ও
বায়ুর সৃষ্টি, প্রকৃতির নারায়ণ
রূপ ধারণ, ব্রহ্মার চতুর্ভুজ
উৎপাদন, লবরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু
শিবের নিকট প্রকৃতির গমন,
শিবের লিঙ্গরূপ ও প্রকৃতি
যোনিরূপ ধারণ, এবং গঙ্গা
দুর্গা সাবিত্রী লক্ষ্মী সরস্বতীর
মূল কারণ নির্দেশ

১৩

বিষয়

পৃষ্ঠা

২য় অধ্যায়।

সৃষ্টি-বিসৃষ্টি প্রকরণ

১৪০

৩য় অধ্যায়।

সতীর জন্ম, দক্ষ কর্তৃক সতীর
স্বয়ম্বরানুষ্ঠান, অন্যের অজ্ঞাতে
শিবের সভাতলে আগমন ও
বরমাল্য গ্রহণ এবং দধীচি
মুনি কর্তৃক দক্ষ সকাশে
শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন

১৫৩

৪র্থ অধ্যায়।

সতীকে দর্শনার্থ, রুদ্ধবেশে দক্ষ-
লয়ে মহেশ্বরের আগমন,

বিষয়	পৃষ্ঠা
সতীর সখী নিলকুন্তলার রম্য রূপ ধারণ, দক্ষের অনুচর নন্দীসহ শিবের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন	১৪৭
৫ম অধ্যায়।	
শিব কর্তৃক সতীহরণ ও কন্যা- শোকে দক্ষের খেদ	১৫১
৬ষ্ঠ অধ্যায়।	
দক্ষালয়ে নারদের গমন, দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান, দক্ষযজ্ঞে গমনে শিব সকাশে সতীর প্রার্থনা ও তর্ক বিতর্ক, সতীর কালী- বেশ ও দশমহাবিদ্যা মূর্তি ধারণ, বেদ ও আগমের মাহাত্ম্য, শাক্ত ও বৈষ্ণবের অভেদ কথন এবং সতীর দক্ষযজ্ঞে যাত্রা	১৫৬
৭ম অধ্যায়।	
পিত্রালয়ে কালীবেশে সতীর উপস্থিতি, দক্ষের ছাগমুণ্ড হওন ও পতিনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ	১৬২
৮ম অধ্যায়।	
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস	১৬৭
৯ম অধ্যায়।	
দক্ষ কর্তৃক শিবের স্তব, যজ্ঞ সমাপ্তি ও দেবাদি সকলের প্রস্থান	১৭২
১০ম অধ্যায়।	
সতীশোকে দক্ষ ও শিবের বিলাপ, সতীদেহ শিরোপরি ধারণপূর্বক শিবের নৃত্য ও বিষ্ণুকর্তৃক সুদর্শন দ্বারা সতী- দেহ কর্তৃক	১৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
১১শ অধ্যায়।	
দেবগণ সহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর কামরূপে শিবের নিকটে গমন, শিবকে প্রবোধ প্রদান, সতীর স্তব, সহস্র মারীরূপে সতীর আবি- র্ভাব ও পুনরায় নিজমূর্তি ধারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে সতী কর্তৃক শাপ প্রদান, সতী কর্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বর- দান ও নারায়ণের নাম কীর্তন এবং মেনকাগর্ভে গঙ্গা ও উমারূপে সতীর গমন	১৮১
১২শ অধ্যায়।	
হিমালয়ে গঙ্গার জন্ম, দেবগণ কর্তৃক স্বর্গে অনিয়ন, ব্রহ্মা প্রভৃতি কর্তৃক গঙ্গাস্তব, হিমা- লয় কর্তৃক গঙ্গাকে শাপ প্রদান এবং গঙ্গা দশনাপে শিবের সুরপুরে গমন	১৮৭
১৩শ অধ্যায়।	
শিব-গঙ্গা-সমুগম	১৯২
১৪শ অধ্যায়।	
রাগরাগিণীর পরিচয়, বৈকুণ্ঠে শিবের গান, সঙ্গীত শ্রবণে দেবগণের মোহ ও নারায়ণের দ্রবভাব ধারণপূর্বক গঙ্গা জলে প্রবেশ	১৯৭
১৫শ অধ্যায়।	
দৈত্যরাজ বলি কর্তৃক দেবগণের রাজত্ব হরণ, পুত্র ভ্রূংখে কাতরা হইয়া অদিতির তপস্যা ও হরি সাক্ষাৎ, বিষ্ণু কর্তৃক অদितिগর্ভে বামরূপে জন্ম ধারণে প্রতিজ্ঞা	২০০

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৬শ অধ্যায়।	
হরির বামন রূপে জন্ম, অদিতি প্রভৃতি কর্তৃক স্তব, বৃহস্পতি সকাশে বামনের শিক্ষা এবং ভিক্ষার্থ বামনের প্রস্থান	২০৮
১৭শ অধ্যায়।	
বামনের বলিপাশে গমন, বলির নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণ ও বলির পাতালে গমন	২১৩
১৮শ অধ্যায়।	
সগর রাজার ষষ্ঠ-অনুষ্ঠান, ষষ্ঠীয় অশ্ব-হরণ, কপিলশাপে সগর সন্তানগণ ভস্ম এবং সগরাদি কর্তৃক সগর আরাধনা	২১৯
১৯শ অধ্যায়।	
গঙ্গাহেতু ভগীরথের তপস্যা, গঙ্গাকে মর্তে গমনে শিবের আদেশ ও গঙ্গাকে মস্তকে ধারণে শিবের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বর্ণন	২২৩
২০শ অধ্যায়।	
৩২ রথের গঙ্গা সংস্কার, ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গার স্তব, গঙ্গা কর্তৃক ভগীরথকে বর- দান ও শিবের আরাধনা করিতে আদেশ	২২৯
২১শ অধ্যায়।	
মর্তে গঙ্গাবতরণ	২৩৬
২২শ অধ্যায়।	
গঙ্গার পাতালে গমন ও সগর সন্তানগণের উদ্ধার	২৪১
২৩শ অধ্যায়।	
হিমালয়ে উমার জন্ম, উমার	

বিষয়	পৃষ্ঠা
তপস্যা, মদনভস্ম ও শিবের উমালাভ	২৪৫
২৪শ অধ্যায়।	
জাহ্নবীতে কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ	২৫১
২৫শ অধ্যায়।	
গঙ্গার স্নানার্থ যাত্রাকাল এবং স্নানাদি সময়ের কর্তব্যাকর্তব্য কথন	২৫৪
২৬শ অধ্যায়।	
গঙ্গামরণ ফল ও তৎপ্রসঙ্গে কাক- কর্ণ রাজার উপাখ্যান	২৬৫
২৭শ অধ্যায়।	
গঙ্গাতে দেবপুত্রাদির মাহাত্ম্য কীর্তন	২৭১
২৮শ অধ্যায়।	
গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ জন্ম ফল কথন ও গঙ্গাপ্রসঙ্গে অষ্টমুখ এবং বোড়শমুখ ব্রাহ্মার বিবরণ	২৭৫
২৯শ অধ্যায়।	
মহন্তর ও রাজবংশ বর্ণন	২৭৯
৩০শ অধ্যায়।	
গণেশের জন্ম, তাঁহার শিরঃপতন, নন্দী সহ ইন্দ্রের যুদ্ধ ও ঐরা- বতের মস্তক আনয়ন এবং গণেশের স্কন্ধে যোজন	২৮২
৩১শ অধ্যায়।	
বর্ণাশ্রম ধর্ম কথন	২৮৮
৩২শ অধ্যায়।	
ব্রাহ্মণাদির কর্তব্য কথন	২৯১
৩৩শ অধ্যায়।	
কত্রিরের ধর্ম কথন	২৯৫
৩৪শ অধ্যায়।	
বৈশ্য ও শূদ্রধর্ম কথন	২৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
০৫৭ অধ্যায়। সামান্যতঃ দেবী-পূজার্থ মণ্ডল- পূজা, মুদ্রা, বলিদানের ফল, আদান, বস্ত্র, ধূপ, নৈবেদ্য, নমস্কার প্রভৃতির নিয়মাদি বর্ণন	৩০১
০৬৭ অধ্যায়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রম কথন	৩১৪
০৭৭ অধ্যায়। ধাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম বর্ণন	৩২২
০৮৭ অধ্যায়। স্বীধর্ম কথন	৩২৪
০৯৭ অধ্যায়। ব্রহ্মাদি পূজা ধর্ম ও তৎপ্রসঙ্গে গণেশত্রয়, সূর্য্যত্রয়, প্রভৃতি ত্রয় কথন	৩২৫
১০৭ অধ্যায়। বৈষ্ণব-ত্রয় কথন	৩২৮
১১৭ অধ্যায়। গ্রহস্তুব	৩৩৩
১২৭ অধ্যায়। চতুষ্টয়ের পরিমাণ, হিংসা, কামনা এবং ব্যাধি প্রভৃতির উৎপত্তি কথন	৩৩৭
১৩৭ অধ্যায়। লঙ্কর-জাতির উৎপত্তি কথন	৩৪৩
১৪৭ অধ্যায়। লঙ্কর-জাতির রক্তি নিরূপণ	৩৪৬
১৫৭ অধ্যায়। দান কথন	৩৫১
১৬৭ অধ্যায়। বরাহাবতার কথন	৩৫৪
১৭৭ অধ্যায়। মথুরাপুরীর উৎপত্তি, বহুদেবের	

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিবাহ, কংস কর্তৃক আকাশ- বাণী শ্রবণ ও দৈবকীবধে উপক্রম প্রভৃতি বর্ণন ও কৃষ্ণের জন্ম	৩৫৯
১৮৭ অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মেন্দোৎসব, কৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা, পৃথনা বধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তাদি বিবিধ অমুর সংহার, অকুর সংবাদ ও কংসবধ এবং কৃষ্ণের দ্বার- কায় প্রস্থান	৩৮১
১৯৭ অধ্যায়। বকাসুর এবং প্রলম্বাদি দৈত্য সংহার, গোপ-গোপী সহ কৃষ্ণের রন্দাবনে বাস, রন্দা- বনের সাবতীয় লীলা, কৃষ্ণ বলরামের মথুরাগমন, কুন্তা সংবাদ, রজক বধ, বহু সংখ্যক মল্লনাশ, কংসবধ ও কৃষ্ণের সবান্ধবে দ্বারকায় গমন।	৩৮৬
২০৭ অধ্যায়। রুক্মিণীহরণ, জাম্বুবানের নিকট হইতে কৃষ্ণ কর্তৃক যণি উদ্ধার, জাম্বুবতীলাভ, শিশুপালাদি বধ প্রভৃতি বর্ণন	৪০৬
২১৭ অধ্যায়। কলিধর্ম কথন	৪১৮
২২৭ অধ্যায়। মহাপাপ প্রভৃতি কথন	৪২১
২৩৭ অধ্যায়। পুরাণ ফলপ্রতি	৪২৩

বৃহদ্রথপুরাণ ।

পূর্বখণ্ড ।

প্রথম অধ্যায় ।

নৈমিষারণ্যে সূতের আগমন এবং তৎকর্তৃক ঋষিগণের
প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও ধর্ম্যার্থ বর্ণন ।

পবিত্রে নৈমিষক্ষেত্রে দিনে সাধুসেবিত্তে ।

দৃষ্টয়া সমারোহঃ সূতৌ বদবিকাশমাং ॥



নৈমিষারণ্যে সূতমনি কতিপয় ঋষিগণ সম্মুখে বাসদেব বসিত
বৃহদ্রথপুরাণ বর্ণন করিতেছেন ।

ভারত মাঝারে খ্যাত নৈমিষ কানন । কত যোগী কত ঋষি আছে
অগণন ॥ ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি কিবা শোভা । নয়ন জুড়ায় আহা অতি
মনোলোভা ॥ নাহি শোক নাহি দুঃখ নাহি কোন ক্লেশ । হিংসা দ্বেষ
অসুরার নাহি কোন লেশ ॥ সাজিয়া প্রকৃতি সতী অভিনব সাজে । বির্য-
জিহ্নে মরি কিবা তপোবন মাঝে ॥ শাল তাল তমালাদি পাদপ-নিকর ।

শোভিতেছে চারিদিকে অতি মনোহর ॥ হরিণ-হরিণীকুল পুলকিত-মনে ।
 বিহরিছে চারিদিকে নব শিশু সনে ॥ ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় পবন ।
 জুড়ায় শরীর তাহে জুড়ায় জীবন ॥ মদাকুল শিখিকুল বসি তরুপরে ।
 নাচিতেছে তালে তালে হরিষ অন্তরে ॥ কুহু কুহু রব করে যত পিককুল ।
 বিরহী জনের হয় স্বদয় ব্যাকুল ॥ ফুটিয়াছে নানানফুল কানন ভিতর ।
 সুবাসে বাসিত হয় দিক দিগন্তর ॥ মধু আশে মধুকর ব্যাকুল হইয়া ।
 পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে গিয়া ॥ গুন গুন রবে সবে করে আলিঙ্গন ।
 মনে আশা মম আসা তোমার কারণ ॥ তব পরিমল ধন লভিবার আশে ।
 ব্যাকুল হইয়া আসি তোমার সকাশে ॥ বায়ুভরে মাথা নাড়ি কুসুম নিকর ।
 বলিতেছে “যাও ফিরে ওহে মধুকর ॥ প্রেমদান নাহি দিব কভু হে তোমায় ।
 যাও যাও ফিরে যাও বাসনা যথায় ॥ কমলিনী ভালবাসা পরম নপসী ।
 পান কর সেই মধু থাক দিবানিশি ॥ নলিনী-জীবন তুমি ওহে মধুকর ।
 মিছা তব ভালবাসা জেনেছি অন্তর ॥” পতিপ্রেমে আদরিণী মাধবী সুন্দরী ।
 নাচিতেছে হেলি তুলি পতিধনে ধরি ॥ সিংহ ব্যাগ্র গজ আদি যত পশুগণ ।
 প্রেমভরে পরস্পর করে বিচরণ ॥ মরাল মারস আদি সরোবর নীরে ।
 কেলি করে প্রেমভরে হরিষ অন্তরে ॥ শাদুল সহিতে ক্রীড়া করে মৃগগণ ।
 ভুজঙ্গের সঙ্গে করে নকুল ভ্রমণ ॥ রুকোপরি রাখিয়াছে তাপস নিকর ।
 আপন আপন যত অজিন অঘর ॥ নিরখি মে সব মনে অনুমান হয় ।
 তপস্যা করিছে বুঝি পাদপ নিচয় ॥ নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া যত ঋষিগণ ।
 আছেন একত্রে বসি হরিরে মগন ॥ হেনকালে মহামতি স্মৃত মহাশয় ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা সমাগত হয় ॥ নিরখি তাঁহারে যত তাপস প্রবর ।
 অভ্যর্থনা করি তাঁরে করেন আদর ॥ কুশের আসন দেন বসিবার তরে ।
 প্রণমিয়া বসে স্মৃত হরিষ অন্তরে ॥ আদরে তাপসগণ জিজ্ঞাসেন তায় ।
 কুশল বলহ স্মৃত জিজ্ঞাসি তোমায় ॥ আজি কিবা শুভ দিন করি নিরীক্ষণ ।
 ভাগ্যবশে লভিলাম তোমার দর্শন ॥ এত বলি চারিদিকে স্মৃতকে খেরিয়া ।
 বসিলেন মুনিগণ হরিষ হইয়া ॥ নক্ষত্র মাঝেতে যথা শোভে শশধর ।
 তেমতি শোভিল কিবা স্মৃত বিজ্ঞবর ॥ পুনরায় শৌনকাদি যত ঋষিগণ ।
 কহিলেন স্মৃত প্রতি মধুর বচন ॥ পুরাণে পণ্ডিত তুমি জগত মাঝারে ।
 হীনজ্ঞান ঘোরা সবে আছি ভবঘোরে ॥ অনুমানি বদরিকা আশ্রম হইতে ।
 নৈমিষে এসেছ আজি ওহে মহামতে ॥ মহামতি ব্যাসদেব সবার প্রধান ।
 কি কি কথা তাঁর পাশে শুনেছ ধীমান ॥ কেবা তথা শ্রোতা ছিল কি কথা
 হইল । বিস্তারিয়া শুনিবারে কোতুক জন্মিল ॥ তোমারে হেরিয়া আজি বড়
 শুভদিন । শুনিব পবিত্র কথা ইচ্ছা অনুদিন ॥” সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি
 মহামতি । বলহ সবার কাছে পুরাণ ঠারতী ॥ পবিত্র পুরাণ কথা করিয়া

শ্রবণ । তদ্বজ্ঞানে ভববন্ধ করিব ছেদন ॥ যে পথে জীবন ত্যাগি ভকত
নিকর । অবহেলে চলি যায় বৈকুণ্ঠ নগর ॥ পুরাণ শুনিয়া মোরা সে পথ
জানিব । তব কৃপাবশে হৃদে সূজ্ঞান লভিব ॥

তাপসগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ । উত্তরে বলেন সূত মধুর বচন ॥
তীর্থ হতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করিয়া । বদরিকশ্রমে শেষে উত্তরিয়া গিয়া ॥
তথায় বন্দিবু ব্যাসদেবের চরণ । জাবালি ঋষিরে তথা করি দরশন ॥
দ্বৈপায়নে ধর্ম্যকথা জাবালি জিজ্ঞাসে । প্রত্যুত্তরে ব্যাস ঋষি কহে তাঁর পাশে ॥
শুনিয়াছি পুণ্যকথা আমিও তখন । মন দিয়া ঋষিগণ করহ শ্রবণ ॥ বৃহদ্রথ
নামে এক পুরাণ আখ্যান । রচিয়াছে ব্যাসদেব মহামতিমান ॥ জাবালি
নিকটে তাহা করেন বর্ণন । তাহাতে বর্ণিত আছে অপূর্ব কথন ॥ গুরু
উপদেশ আর গুরুর নির্ণয় । পিতৃ মাতৃ গুরু ভক্তি তীর্থ পরিচয় ॥ দেবতা
পূজনবিধি বিবিধ প্রকার । তিথি গো ব্রাহ্মণ আদি মাহাত্ম্য প্রচার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাংপত্তি বিশ্বের সৃজন । কল্পে প্রকৃতি জন্মে সব বিবরণ ॥
দেব দৈত্য পশু পক্ষী নর আদি করি । রক্ষ যক্ষ পন্নগাদি নদ নদী গিরি ॥
শঙ্করী কুলদী গঙ্গা বাক্যের ঈশ্বরী । যেকপে জন্মিল আর রাখিকা সুন্দরী ॥
ক্রীরাম চরিত কথা রুকের জনম । নন্দোৎসব আদি করি অপূর্ব কথন ॥
বামনাবতার কথা অতি মনোহর । দক্ষযজ্ঞ বিনাশাদি কথা বহুতর ॥ সে
পুরাণে বর্ণিত আছে বিবিধ কাহিনী । শুনিলে পিপাসা বাড়ে বাঞ্ছা হয় শুনি ॥
এই সব শুনি তথা পেয়ে দিবাজ্ঞান । ব্যাসের চরণ বন্দি করিবু প্রশ্নান ॥
দূর হতে তোমাদের করি নিরীক্ষণ । আসিয়াছি ভক্তিভরে বন্দিতে চরণ ॥
দেব বিপ্র কিম্বা গুরু দেখিয়া নয়নে । যে জন প্রণমে নাহি ভক্তিযুত মনে ॥
তার সম মহাপাপী নাহি কোন জন । নরক মাঝারে পড়ে অন্তিমে সে জন ॥
যাবত ধরণীতলে চন্দ্র সূর্য্য রয় । তত দিন তার নাহি শুভগতি হয় ॥
ব্রাহ্মণেরে নেত্রপথে করি নিরীক্ষণ । যে জন প্রণাম করে সেই পুণ্যজন ॥ ঈশ্বর
প্রসাদে তার শুভগতি হয় । বিপ্রদেহে বিকৃদেহে কিছু ভিন্ন নয় ॥ ব্রাহ্মণে
বিকৃতে ভেদ করে যেই জন । অধম পাপাত্মা সেই বিদিত ভুবন ॥

সূতের বচন শুনি তাপস নিকর । কহিলেন মিষ্টভাষে ওহে বিজ্ঞবর ॥
পুরাণে অভিহিত তুমি জানে সর্বজন । তব সম ধর্ম্যমতি নাহিক ভুবনে ॥
জাবালি নিকটে সেই ঋষি দ্বৈপায়ন । কল্পে পবিত্র কথা করেন বর্ণন ॥
কল্পে বৃহত ধর্ম্য পুরাণ আখ্যান । কীর্তন করিল বেদব্যাস মতিমান ॥
সে সব বিচারি তুমি করহ বর্ণন । তব মুখে সূধাকথা করিব শ্রবণ ॥

শোমহর্ষণের পুত্র সূত মহোদয় । কহিলেন মিষ্টভাষে শুন ঋষিচর ॥
তাপস প্রধান যিনি মহামতিমান । তেজ্জে ধরাধামে নাহি যাহার সমান ॥
জটাজট ভার যার শোভে শিরোপরে । পুরাণ-প্রণেতা যিনি সংসার

মাঝারে ॥ সহস্র সহস্র মহাতেজা ঋষিগণ । যাঁহার নিকটে করে বেদ
অধ্যয়ন ॥ সেই বেদবাস-পদে করি নমস্কার । বর্ণিব শুনহ সবে পুরাণের
সার ॥ একদা জাবালি ঋষি কণ্যাপনন্দন । বদরিকাশ্রমে আসি উপনীত
হন ॥ শিষ্য উপশিষ্য তাঁর সহিত বিস্তর । উপনীত সবে আসি আশ্রম
ভিতর ॥ ব্যাসদেবে তপোবনে করি নিরীক্ষণ । জাবালি তাঁহার পদে
করেন বন্দন ॥ যথাবিধি সমাদর করি দ্বৈপায়ন । সবারে বসিতে দেন
কুশের আসন ॥ জাবালি কণেক পরে ব্যাসের নিকটে । জিজ্ঞাসেন সব-
নয়ে কুতাঞ্জলিপুটে ॥ সর্বদা সুবক্তা তুমি ওহে ঋষিবর । জানিতে বাসনা
বড় করিছে অন্তর ॥ কলিতে কিরূপ হয় ধর্ম আচরণ । বর্ণাশ্রম বিবরণ
করহ বর্ণন ॥ মুক্তিলভ কিমে বল করে জীবন । শুনিতে কৌতুকী
বড় হতেছে হৃদয় ॥ পুণ্যকথা বর্ণিবারে হয়ে কুতূহলী । কহিলেন ব্যাস ঋষি
শুনহ জাবালি ॥ সতত ধর্ম্মেতে মতি থাকুক সবার । ধর্ম্ম বিনা পরলোকে
গতি নাহি আর ॥ সাধুগণে সদা ধর্ম্ম করিবে পালন । অধর্ম্ম পথেতে মতি
না দিবে কখন ॥ ধর্ম্ম পিতা ধর্ম্ম মাতা ধর্ম্ম পিতামহ । ধর্ম্ম গুরু ধর্ম্ম গতি
নাহিক সন্দেহ ॥ ধর্ম্ম সম নাহি বন্ধু জগত মাঝারে । ধার্ম্মিক জনেরে ধর্ম্ম
সদা রক্ষা করে ॥ ধর্ম্ম আত্মা ধর্ম্ম ক্রিয়া ধর্ম্ম তীর্থ হয় । সর্বদন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম
নাহিক সংশয় ॥ ধর্ম্ম বিনা বার্থ হয় জীবের জীবন । সদমত-কর্ম্ম-সাক্ষী
ধর্ম্ম সনাতন ॥ ধর্ম্মে মতি থাকে যার তাহার মঙ্গল । অধর্ম্মে থাকিলে তার
বিনাশে মকল ॥ চাতুরী যদ্যপি করে ধর্ম্ম রক্ষা করি । তাহারে শাস্ত্রেতে
বলে প্রকৃত চাতুরী ॥ সহস্র বিপদে পড়ি বেই সাধুজন । ধর্ম্ম হতে বিচলিত
না হয় কখন ॥ সুধীর তাহারে কহে শাস্ত্রের লিখন । পদে পদে সুমঙ্গল
পায় সেই জন ॥ ধর্ম্ম হেতু দারগ্রহ করিতে হইবে । ধর্ম্ম হেতু ভাষ্যাগর্ভে
পুত্র উৎপাদিবে ॥ ধর্ম্মার্থে গৃহেতে বাস করিবে সুজন । ধর্ম্ম হেতু করিবেক
ধন উপার্জন ॥ ধর্ম্মার্থে শরীর ধরে শুন পরিচয় । ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত পৃথ্বী
নাহিক সংশয় ॥ ধর্ম্মার্থে কিরণ দেন দেব দিবাকর । ধর্ম্মার্থে ইন্দের বাস
অমর নগর ॥ ধর্ম্মার্থে পবন দেব হতেছে বহন । ধর্ম্মার্থে জ্বলিছে সদা দেব
হতাশন ॥ যাবত পুরাণ হয় ধর্ম্মের কারণ । ধার্ম্মিক জনেরে পূজা করে
সর্বজন ॥ অধার্ম্মিক-মুখ যদি দেখে অকস্মাৎ । করিবে সূর্য্যের প্রতি আশু
দৃষ্টিপাত ॥ তবে ত তাহার পাপ হইবে মোচন । বেদের লিখন এই শাস্ত্রের
বচন ॥ যথায় সতত হয় ধার্ম্মিকের বাস । তীর্থরাজ বলি তথা আছয়ে
প্রকাশ ॥ ধার্ম্মিক জনের নাহি কভু বিদ্র হয় । যতো ধর্ম্মস্ততো জয় নাহিক
সংশয় ॥ রুবরূপে চারিপাদ ধর্ম্ম মহামতি । পালিছে সতত এই সমাগর
ক্ষিতি ॥ তাঁহার চরণে সদা করি নমস্কার । অধর্ম্মে না যায় যেন মানস
আমার ॥ শুন শুন মন দিয়া তাপস প্রধাত্রী । চারি পাদে পরিপূর্ণ ধর্ম্ম মতি-

মান ॥ সত্যযুগে চারিপাদ পরিপূর্ণ ছিল । ত্রেতাযুগে একপাদ বিনষ্ট হইল ॥ হইল দ্বাপর যুগে দুইপাদ ক্ষয় । একপাদ কলিযুগে রহিল নিশ্চয় ॥ কলি অন্তে চারিপাদ বিনষ্ট হইবে । দারুণ অধর্মপথে মানব ভুবিলে ॥ সেই হেতু দেব দৈত্য মানব নিকর । সদা যেন রাখে মতি ধর্মের উপর ॥ অস্পৃশ্যত্ব ধর্মের করে মহাভয়ে ত্রাণ । কনিকার অধর্ম করে মহাভয় দান ॥ সত্য দয়া শান্তি আর চতুর্থ অহিংসা । ধর্মের চারিটী পাদ শাস্ত্রের প্রশংসা ॥ পূর্বকালে ব্রহ্মধামে দেব পদ্মাসন । সমত-কুমার পাশে করেন বর্ণন ॥ সমত-কুমার মোরে করি কৃপা দান । বলিলেন বিবরিয়া ধর্মের বাধান ॥ সদত ধর্ম পথে থাকে যেই জন । স্পর্শিতে তাহার কেশ না পারে শমন ॥ চরমে সে জন তাজি নিজ কলেবর । অবহেলে চলি যায় অমর নগর ॥ পাপ-ভেদে নরকেতে যেইরূপে পড়ে । বলিব এফণে তাহা তোমার গোচরে ॥ অধর্মের ফলে জীব নানা দুঃখ পায় । মন দিয়া শুন তাহা বলিছি তোমায় ॥ নরক বিবিধ শাস্তে শমন আগয় । তাহে পড়ি কষ্ট পায় যত পাপীচয় ॥ পুণ্যজনে নরকেতে না করে গমন । নরকে ভুবিয়া মরে যত পাপীগণ ॥ পুরাণে বর্ণনা তার যেইরূপ আছে । মন দিয়া শুন সব বলি তব কাছে ॥ বিষ্ঠাকুণ্ড বহ্নিকুণ্ড অতি দুনিবার । লোমকুণ্ড তপ্তকুণ্ড কেশকুণ্ড আর ॥ অস্থি-কুণ্ড হৃদয়কুণ্ড মজ্জাকুণ্ড আদি । চূর্ণকুণ্ড দৃতকুণ্ড আছে নিরবধি ॥ তেজকুণ্ড দধিকুণ্ড মহা ভয়ানক । শবকুণ্ড জলন্ধর নামেতে নরক ॥ অসংখ্য নরক আছে যমের তপায় । তাহে পড়ি পাপীজন বড় কষ্ট পায় ॥ নিরন্তর ধর্ম-পথে থাকে যেই জন । কভু নাহি হয় তার নিরয়ে পতন ॥ সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যবান্ তাপস নিকর । চরমে সানন্দে যায় অমর নগর ॥ সদা হিংসা ঘেব করে যেই অভাজন । অন্তকালে বহ্নিকুণ্ড সে করে গমন ॥ তৃষাভুর বিপ্রে যেই জল নাহি দেয় । সূতপ্ত নরক কুণ্ডে সে পড়ে নিশ্চয় ॥ যেই জন অস্রাঘাত করে বিপ্রজনে । ইন্দ্ৰদেবে মারে কিয়া সেকোপিত মনে ॥ রক্তকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায় । যাতনা পাইয়া তার প্রাণ বাহিরায় ॥ আত্মীয় বন্ধুর প্রতি হিংসে যেই জন । বন্ধু হেরি গর্ভভরে ফিরায় বদন ॥ গাত্রমল কুণ্ড নামে নিরয় দুর্ব্বার । তাহার মাঝেতে পড়ে সেই দুরাচার ॥ বহুদিন তথা থাকি বহু কষ্ট পেয়ে । শৃগাল-জঠরে জন্মে মানব আনয়ে ॥ দান করি পুন তাহা হরে যেই জন । অথবা ব্রহ্মস্ব করে সবলে হরণ ॥ বিষ্ঠাকুণ্ড পড়ি সেই করে বিষ্ঠা ভোগ । বিধির লিখন ইহা ললাটের ভোগ ॥ বিপ্র হয়ে স্নেহধর্মী যদি কভু হয় । অসিকুণ্ড নরকেতে পড়িবে নিশ্চয় ॥ পরের অনিষ্ট চেষ্টা করে যেই জন । তাহার পাপের ফল কি করি বর্ণন ॥ চরম সময়ে তার না হয় উদ্ধার । দারুণ নরকে পড়ি করে হাহাকার ॥ নানামতে কষ্ট পায় যমের আগারে । অনন্ত সে মর বর্ণিবারে নাহি পারে ॥ সমদ্রত

পাপীগণে মারে অনিবার । ছট্ফট করি পাপী করে হাহাকার ॥ স্তূতীক
 খঞ্জার পরে পড়ি কোন জন । ত্রাহি ত্রাহি বলি করে সদত রোদন ॥ কোন
 কোন দুঃসহ যন্ত্রণা পেয়ে যায় গড়াগড়ি ॥ স্থানে
 স্থানে কুকুরেরা ধরি পাপীগণে । ছিন্ন ভিন্ন করি খায় আনন্দিত মনে ॥ বিষ্ঠা-
 হুদে মূত্রহুদে পড়ি অনিবার । রক্ষ রক্ষ বলি সদা দিতেছে সাঁতার ॥ অতি
 তপ্ত বালুকায় পড়ি কোন জন । গড়াগড়ি দিয়া করে ঈশ্বর স্মরণ ॥ ক্ষার-
 জল পান করি পাতকী নিকর । ক্ষারকুণ্ড মাঝে কষ্ট পায় বহুতর ॥ যমদূত-
 গণ কেহ আনিয়া সঘনে । লোহার কণ্টক বিঁধে কাহার নয়নে ॥ এইরূপে
 পাপীগণ কত কষ্ট পায় । সহস্র বদনে তাহা বলা নাহি যায় ॥ অধর্মের ফল
 ভুঞ্জে যত জীবগণ । ঋগিবারে নাহি পারে বিধির লিখন ॥ 'শরীর পতন
 হয় তাহে কিবা ক্ষতি । কনাপি অধর্মপথে নাহি দিবে মতি ॥ অধর্মোত্তে
 রাজ্যেশ্বর হয়ে কিবা ফল । ইহকাল পরকাল সকলি বিফল ॥ গহন কাননে
 কিয়া দুর্গম প্রাপ্তুরে । সাগর গর্ভেতে কিয়া পর্বত কন্দরে ॥ ধর্মপথে মতি
 রাখি যথা ইচ্ছা যাও । অধর্মে মজিয়া যেন ভরা না ভূবাও ॥ ধর্মধর্ম
 তব পাশে করিতু কীর্তন । আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ তপোধন ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ধর্মের ভেদ কথন ও পিতৃ-মাতৃভক্তি বর্ণন ।

যত্নাৎ পিতৃবৎ যন্তু কিংবদন্ত্যাক কাব্যেৎ ।

স তৎপুণ্যফলং কোটিগুণমাপ্নোত্যসংশয়ং ।

জাবালি জিজ্ঞাসে পুন বেদবাস প্রতি । সত্যাদি ধর্মের ভেদ কহ মহা-
 মতি ॥ ব্যাস বলে মন দিয়া শুন তপোধন । ধর্মের চারিটা পাদ করিব কীর্তন ॥
 বিবরিয়া কহ দেব সত্যাদি বর্ণন । মধুমাখা কথা শুনি জুড়াক জীবন ॥
 সত্যবাক্য প্রিয়বাক্য গুরু আরাধনা । পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি ত্রতের সাধনা ॥
 আন্তিকা সাধুর সঙ্গ স্বীকার পালন । ত্রিবিধ শুচিত্ব এই সত্যের লক্ষণ ॥
 দান দ্বিত-আলাপন পর-উপকার । বিনয় সুধীর-মতি ন্যূনতা স্বীকার ॥ এই
 সবে দয়া কহে শাস্ত্রের বিচারে । শান্তির লক্ষণ যত শুন অতঃপরে ॥ অসূয়া-
 রাহিত্য আর ইন্দ্রিয় সংযম । যৌনত্রেত দেবপূজা নারী অসঙ্গম ॥ গান্ধীর্ষ্য
 অভয় আর সুস্থির-চিত্ততা । সর্বত্র অরুক্ষভাব বাসনাশূন্যতা ॥ কিবা মান
 অপমান সবে সমজ্ঞান । অকার্য্য বর্জন প্রক্ষচর্য্যের বিধান ॥ ক্ষমা ধৃতি
 জপ হোম সন্যাস ভাবনা । পরগুণ সংকীর্তন আর্ঘ্য-আরাধনা ॥ তীর্থসেবা

অমাংসগ্য অতিথি পূজন । সুখ-দুঃখ-সহিষ্ণুতা কার্পণ্য বর্জ্জন ॥ শাস্ত্রের
লক্ষণ এই শাস্ত্রের বিচার । লক্ষণ শুনহ এবে বলি অহিংসার ॥ পরেরে
পীড়ন নাহি করিবে কখন । সর্বথা ইন্দ্রিয় জয় করিবে সৃজন ॥ করিবে
অতিথি সেবা ভক্তিযুত মনে । পরজনে আত্মবত ভাবিবেক মনে ॥ সবার
নিকটে হবে শাস্ত্র দরশন । অহিংসা ইহারে বলি ওহে তপোধন ॥ শুনিয়া
এতেক বাণী কশ্যপতনয় । পুন বেদবাসে কহে ওহে মহোদয় ॥ কোন
জনে গুরু বলি করিব পূজন । গুরু ভেদাভেদ প্রভু করহ বর্ণন ॥ কাহারে
পূজিলে বল কিবা ফল হয় । তুমি হে জগত গুরু কহ সমুদয় ॥ জাবালি-
বচন শুনি বাস মহামতি । কহিলেন শুন শুন কর অবগতি ॥ মাতা পিতা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর পিতামহ । শশুর মাতুল মনুদাতা যাতামহ ॥ জ্যেষ্ঠ
মহোদরা আর পিতার ভগিনী । পিতামহাদির পত্নী মাতার ভগিনী ॥
পিতার কনিষ্ঠ কিম্বা জ্যেষ্ঠ মহোদর । গুরু বলি এই সব খ্যাত চরাচর ॥
ইহার মধ্যেতে পিতা মহাগুরু হয় । পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতা সমুদয় ॥
পিতার হইলে তৃপ্তি তৃপ্ত দেবগণ । সর্ব তপ সম পিতা শাস্ত্রের বচন ॥
পিতা যদি জন কষ্টে তাঁহার সন্ততি । অন্তিমে না হয় কভু তাহার যুগতি ॥
জপ দান তপ হোম তীর্থ দরশন । পিতা কষ্টে সব নষ্টে সব অকারণ ॥
পিতৃ সেবা তাগ করি যেই দৃঢ় নর । দেবপূজা ভক্তিভরে করে নিরন্তর ॥
পিতৃ অনুতাপানলে দহে সেই জন । যাবত ধরায় ধরে আপন জীবন ॥
মরুভূমি বিনিকিপ্ত বীজের সমান । বিফল সকল তার জপ তপ দান ॥
সৎপ্রভু যেই হয় ধরণী মাঝারে । পিতৃ-হেতু পুণ্যকর্ম সেই জন করে ॥
পিতৃ অনুমতি শিরে করিয়া ধারণ । সেই জন আত্মাবহ থাকে অনুক্ষণ ॥
শোক দুঃখে অবসন্ন কভু নাহি হয় । সর্বত্র কল্যাণ লভে নাহিক সংশয় ॥
যেই জন পুণ্য কর্ম পিতারে করায় । সে পুণ্যের কোটিগুণ ফল সেই পায় ॥
শুনহ কশ্যপযুত মহাতপোধন । মহাপুণ্য পিতৃস্তোত্র করিব কীর্তন ॥ পূর্ব-
কালে পদ্মযোনি এই স্তব করি । সন্তুষ্ট করিয়াছিল বৈকুণ্ঠ-বিহারী ॥ সর্ব-
দেবময় পিত তোমার চরণে । পুনঃপুনঃ নতি করি ভক্তিযুত মনে ॥
সুখদ মোক্ষদ তুমি ভূমি মহাত্মন । তোমা হতে নরতনু করিনু ধারণ ॥
সর্ববজ্ররূপ তুমি প্রসীদ প্রসীদ । নিরন্তর হৃদিমাঝে চিন্তি তব পদ ॥ তুমি
স্বর্গ তুমি মর্ত্য তুমি রসাতল । অতল সুতল তুমি তুমি তলাতল ॥ পরমেষ্ঠী
তুমি তাত করুণা আধার । সর্বতীর্থ ফল হয় দর্শনে তোমার ॥ শিবরূপী
তুমি পিত তুমি আশুতোষ । তুমি ডুখে সর্ব দেব লভেন সন্তোষ ॥ ক্ষমা-
গুণে সদা তুমি ক্ষম অপরাধ । তোমার চরণে পিতঃ করি প্রণিপাত ॥
সর্বতীর্থ ফল হয় যাঁহার দর্শনে । গুরু হতে গুরু যিনি এ তিন ভুবনে ॥
সেই পিতৃদেব পদে করি নমস্কার । তাঁহার চরণ চিন্তি হৃদে অনিবার ॥

যাঁহারে ভক্তি ভরে করিলে স্তবন । অশ্বমেধ শত ফল পায় সর্ব জন ॥
 সেই পিতৃদেবপদে করি নমস্কার । তাঁহার চরণ চিন্তি হৃদে অনিবার ॥ পিতৃ-
 শ্রাদ্ধদিনে কিম্বা স্বজন্মদিবসে । প্রত্যহ প্রভাতে কিম্বা পিতার সকাশে ॥
 ভক্তিভরে এই স্তব পড়ে যেই নর । তাহার তুল্য কিবা ভুবন ভিতর ॥
 নানাবিধ অপকর্ম করি যেই জন । ভক্তিভরে পিতৃ স্তব করে অধ্যয়ন ॥
 সমূলে বিনাশ হয় পাতক তাহার । সেজন 'সুজন' সুখী ধরণী মাঝার ॥
 পিতার অধিক মাতা শুন তপোধন । যে হেতু জন্মে ধরি করেন পোষণ ॥
 মাতৃসম গুরু কেহ নাহিক ধরায় । জননী বিহীন নর অনাথের প্রায় ॥
 কোন তীর্থ নহে যথা গঙ্গার সমান । যিকু সম প্রভু যথা নাহি বিদ্যমান ॥
 সকলের পূজ্য যথা দেব পঞ্চানন । মাতৃ সম নাহি গুরু জানিবে তেমন ॥
 জামাতা সমান পাত্র কভু কোথা নাই । কন্যাদান সম দান দেখিতে না পাই ॥
 ভ্রাতার সমান বন্ধু নাহি কোন স্থান । জগতে নাহিক গুরু মাতার সমান ॥
 গঙ্গাতীর সম দেশ কে দেখেছ কোথায় । তুলসী সমান পত্র নাহি পাওয়া যায় ॥
 বর্ষাষ্যে বিপ্র শ্রেষ্ঠ জানে সর্বজন । জননী গুরুর গুরু জানিবে সুজন ॥
 জনক জননী যদি রহে এক স্থানে । প্রণাম করিবে আগে মাতার চরণে ॥
 তবে ত পিতার পদ করিবে বন্দন । নতুবা পাতকে মগ্ন হয় সেই জন ॥
 লয়াত্রৈ হৃদয়া শিবা জননী পরিদ্রী । দেবী ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠা গৌরী দুঃখহরী ॥
 নির্দোষা ও জয়া শান্তি পদ্মারামিনীরা । দয়া ক্ষমা শান্তি সর্বদুঃখহা
 বিজয়া ॥ স্বধা স্বাহা মাতা এই একবিংশ নামে । জননীকে ভজ্যে সেই
 ভক্তিযুত মনে ॥ একবিংশ নাম যেই করে অধ্যয়ন । অথবা শ্রবণ করে
 অথবা ধারণ ॥ সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত হয় সেই নর । অন্তিমে বিমানে যার
 অমর নগর ॥ সহস্র সহস্র দুঃখ লভি যেই জন । 'জননী' ঈশ্বরী পদ করে
 দরশন ॥ যে আনন্দ হয় তার হৃদয় মাঝারে । লেখনী লিখিতে তাহা কভু
 নাহি পারে ॥ মহাপুণ্য ফলপ্রদ মাতার স্তবন । তব পাশে ঋষিবর করি
 কীর্তন ॥ পূর্বকালে কোন ব্যাধ ভক্তিযুত মনে । সেবিত সতত পিতৃমাতৃর
 চরণে ॥ সেই পুণ্যফলে ব্যাধ সর্ববেত্তা হয় । তাহার সমান নাহি ছিল
 ঋষিচর ॥ অতএব পিতৃমাতৃ পদে নতি করি । অন্তিমে যে পদ হবে ভবের
 কাণ্ডারী ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

তপোদেবের ও তৎপুত্র কৃতবোধের অদ্ভুত উপাখ্যান ।

কোহমে) ব্যাধো ধম্মবেত্তা পিত্তোঃ সংসেবকঃ পবঃ ।

কা বা সৰ্বজ্ঞতা তস্য বিজ্ঞত্বেতি মুনীশ্বব ।

ব্যাসের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । জাবালি জিজ্ঞাসে পুন ওহে তপো-
ধন ॥ কেবা ছিল সেই ব্যাধ কোথা তার বাস । সৰ্বজ্ঞতা হল তার কিরূপে
প্রকাশ ॥ শুনিবারে সেই সব কুতূহলী মন । রূপা করি বল তাহা ওহে
তপোধন ॥ গোপনীর যদি হয় সে সব আখ্যান । তথাপি আমার পাশে কহ
মতিমান ॥ পূর্বদেবার ত হয় যেই ভক্তজন । তার কাছে গুপ্ত কিছু না
থাকে কখন ॥ ভক্তজনে গুরুদেব রূপা করি দান । প্রকাশ করিয়া বল
ব্যাপেব আখ্যান ॥ জাবালির বাক্য শুনি ব্যাস ধ্বনিবর । মিস্ত্রভাবে ধীরে
মোরে করেন উত্তর ॥ শুনহ জাবালি বনি পূর্ব ইতিহাস । মোর পাশে পূর্বে
পিনা করিল প্রকাশ ॥ তপোদেব নামে বিপ্র আছিল ভুতলে । কৃতবোধ
তার পুত্র বিদিত সকলে ॥ তপোদেব গৃহীলোক জানে সৰ্বজন । গৃহস্থ
আচারে করে ধর্মের পালন ॥ কৃতবোধ একদিন মনে বিচারিল । একমাত্র
তপ ধন বিপ্রেস কেবল ॥ তপ না করিলে তার রথায় জীবন । বিনা তপে গতি
নাহি বিপ্রেস কখন ॥ রথ গৃহে গৃহী হয়ে কেন বা বন্ধিব । দুর্গম কাননে পশি
ঈশ্বরে চিন্তিব ॥ যাহার সৃজিত এই অখিল সংসার । যাহার আভ্যায় সূর্য
ভমে অনিবার ॥ যাহার আদেশে বায়ু হতেছে পবন । যাহার আদেশে চন্দ্র
বিতরে কিরণ ॥ যাহার কটাক্ষে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয় । যাহার রূপায় হয়
ব্রহ্মাণ্ড বিজয় ॥ মানব জনম ধরি তাঁরে না ভজিলে । কি ছার মিছার তনু
ধরি ভ্রমণে ॥ ইহলোকে গৃহীজনে কিবা পায় সুখ । নারাবশে মুক্ত হয়ে
পায় নানা দুখ ॥ এত ভাবি কৃতবোধ তপস্যা কারণে । প্রতিজ্ঞা করেন
যেতে গহন কাননে ॥ পিতৃ-মাতৃ অনাদর করি মূঢ়মতি । গহন কাননে যেতে
করিলেক মতি ॥ পুত্রের তাদৃশ ভাব করি দরশন । কহিলেন পিতা তাঁরে
সম্মেহ বচন ॥ অতি বৃদ্ধ আমি বৎস আমারে ত্যজিয়া । কি ফল তোমার
তাঁত বনমাঝে গিয়া ॥ গৃহমাঝে তব ভাখা অতি সুকুমারী । তাহারে ত্যজিয়া
যাবু কি মনে বিচারি ॥ গৃহমাঝে থাকি কর ধর্ম আচরণ । পুত্র উপাধি
কর ধর্মের পালন ॥ গৃহে থাকি সদা কর দেব আরাধনা । পিতৃ-পূজা কর

আর অতিথি অর্চনা ॥ যে সকল বিদ্যা তুমি করেছ অর্জুন । গৃহে থাকি সেই সব কর আন্দোলন ॥ গৃহস্থ-ধর্মের শ্রেষ্ঠ কভু কিছু নাই । এ হেতু বলিছি বৎস শুন তব ঠাই ॥ আমার আদেশে কর গৃহে অবস্থান । মহাপুণ্য হবে তব গৃহে মতিমান ॥ গৃহে থাকি ধর্মকর্ম করে যেই জন । শত যজ্ঞ-ফল সেই করে উপার্জন ॥ ঋষির বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় । শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ ভাৰ্য্যাগর্ভে সুসন্তান করি উৎপাদন । যথেষ্ট তাহারে তুমি করহ পালন ॥ উপযুক্ত পুত্র-হাতে গৃহভার দিয়া । চরমে সাধিবে তপ কাননেতে গিয়া ॥ মোর পিতা পিতামহ প্রভৃতি সকলে । গিয়াছেন সুরপুরে গৃহধর্ম ফলে ॥ চরমে তাঁহারা পুত্রে গৃহভার দিয়া । সাধিয়াছিলেন তপ কাননে পশিরা ॥ অতএব শুন বৎস আমার বচন । পিতার আদেশ কভু না কর লঙ্ঘন ॥ কাননে পশিরা এবে কি ফল হইবে । পিতার আদেশ রক্ষা সুফল ফলিবে ॥

পিতার প্রবোধবাক্য না করি শ্রবণ । কৃতবোধ তপস্যার্থ করিল গমন ॥ পিতৃবাক্য নাহি শুনি করি অনাদর । পশিল তাপসসূত কানন ভিতর ॥ কোন এক দেবপীঠে করিয়া গমন । কৃতবোধ তপস্যাতে হল নিমগন ॥ প্রতিদিন হবি-ষ্যন্ন করিয়া আহ্নার । দিবানিশি চিন্তে ঈশে স্বয়ং মানার ॥ এইরূপে কিছুদিন করিলে যাপন । নানাবিধ বিভীষিকা করে দরশন ॥ তথায় থাকিতে ঋষি কভু না পারিল । ভীত হয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করিল ॥ সূর্য্য জাহ্নবী তীর কিবা শোভা পূর্ণ । পাতক নিকর যথা ভস্ম হয়ে যায় ॥ যথায় সাধিলে পুণ্য কোটি-গুণ হয় । কলকল রবে নদী ধীরে ধীরে বয় ॥ তপোদেবসূত তথা করিয়া গমন । একান্ত অন্তরে তপে হল নিমগন ॥ প্রত্যহ বিধানেন স্নান পূজা আদি করি । স্বদ্রব্য মাঝারে ভাবে কোথায় জীহরি ॥ মনেতে দৃঢ় করি করি পদাশ্রয় । সহ-স্রারে হৃদিপদ্ম করিয়া স্থাপন ॥ চিন্তামণি-ধনে ভাবে মুদিত নয়নে । দিবানিশি ঋষিসূত থাকে অনশনে ॥ এইরূপে কিছুকাল করিয়া যাপন । তথায় থাকিতে নারে ঋষির নন্দন ॥ গঙ্গানুচর লোকে ঋষির নন্দনে । নানামতে উৎপীড়িত করে ঘনে ঘনে ॥ তাহাদের প্রপীড়নে থাকিতে না পারি । সাগর-পুলিনে যায় স্রিয়ী জীহরি ॥ মানবের গতি নাহি জলধির তীরে । উপনীত তথা ঋষি হরিষ অন্তরে ॥ তথায় নিশ্চলদেহে রহি অনশনে । দিবানিশি চিন্তে হৃদে চিন্তামণি-ধনে ॥ এরূপে দ্বাদশ বর্ষ বিগত হইল । দৈবের ঘটন দেখে আশ্চর্য্য ঘটিল ॥ জলধি-তীরেতে বসে যত জলচর । যুগ পক্ষী নানা-বিধ বিচরে বিস্তর ॥ কৃতবোধে হেরি তারা কেহ না পলায় । তাঁহারা বেড়িয়া সবে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ তাঁহার শরীরে বসে বসে কেশোপরে । নিশাপাত করে কেহ থাকি দেহোপরে ॥ কালেতে বল্লীকপিও ঢাকে তপোধনে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ষ কত তাহাতে জনমে ॥ পিণ্ডোপরি জ্ঞানমিল গর্ত বহুতর । তাহাতে বসতি

করে ভুজঙ্গ নিকর ॥ কোন কোন গর্তে হল মুখিকের বাস । সুখে বসি করে
সবে আনন্দ প্রকাশ ॥ কোন কোন গর্তে বাস করে ভুজঙ্গম । মুখিক-ভুজঙ্গ-
শিশু জন্মে বহুজন ॥ পুত্র পৌত্র সহ সবে ঋষিদেহপরে । হরিশ্ব হৃদয়ে
সবে নিবসতি করে ॥ কিছুদিন পরে হয় বর্ষার আগম । বল্লীক উপরি হয়
জঙ্গ বরিশণ ॥ সলিল ধারায় হয় বল্লীক গলিত । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সব হয়
নিপতিত ॥ রক্ষেতে আছিল যেই পক্ষী সমুদয় । ঋষি-শিরোপরে সবে লইল
আশ্রয় ॥ কেশমধ্যে নীড় করি বিহগনিকর । অনারাসে করে বাস হরিশ্ব
অন্তর ॥ কিছুদিনে নীড়মধ্যে বিহগিনীগণ । শাবক প্রসবে কর্ত না যায়
গণন ॥ তাহা দেখি মুনিমুত আনন্দে মাতিল । আপনারে সিদ্ধযোগী মনেতে
করিল ॥ “বল্লীক হইল মম শরীর উপরে । ভুজঙ্গ মুখিক আদি তাহে বাস
করে ॥ শীর্ষকেশে পক্ষীগণ করিল কুলায় । মোরে হেরি ভীত হয়ে কভু না
পলায় ॥ আমার সমান যোগী আছে কোন্ জন ।” এত ভাবি গর্ব্ব করে
ঋষির নন্দন ॥ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ঋষির কুমার । কাননে কাননে ভ্রমে থাকি
নিরাহার ॥ একদা জলধি-জলে স্নানের কারণ । ধীরে ধীরে ঋষিমুত করিছে
গমন ॥ হেমকালে বক এক আকাশে থাকিয়া । বিষ্ঠা ত্যাগ করি যায় মৃগনে
উড়িয়া ॥ সেই মল পড়ে আসি ঋষিমুত-দেহে । অমনি সরোবনেতে ঋষিবর
চাহে ॥ জ্বলন্ত অনল যেন যুগল নয়ন । ঘন ঘন অধরোষ্ঠ হইতে কম্পন ॥
যেমন সরোবনেতে চাহে ঋষিবর । ভস্মীভূত হয়ে পড়ে বক-কলেবর ॥ বকে
হরিয়া ভস্ম ঋষির নন্দন । সাগর সলিলে স্নান করি সম্পাদন ॥ আবানে
গমন হেতু কনি মনন । পদব্রজে ধীরে ধীরে চলেন তখন ॥ দেখিতে দেখিতে
দিবা হল বিপ্রহর । উর্দ্ধভাগে শূন্যভরে ধর রবিকর ॥ প্রমার্ত হইয়া ঋষি
ধীরে ধীরে যান । বিপ্রের আলয় এক দেখিবারে পান ॥ ধীরে ধীরে উপ-
নীত তাঁহার আলয় । মনে আশা পাব হেথা বিশ্রাম-আশ্রয় ॥ দেখিলেন বিপ্র-
বটু একান্ত অন্তরে । পিতৃপদ সেবা করে ভকতির ভরে ॥ শিশুর উরুতে
পদ করিয়া স্থাপন । পিতৃদেব নিদ্রাবশে আছে অচেতন ॥ তাপসে
হেরিয়া শিশু কিছু না বলিল । কৃতবোধ-ছনি-মাঝে রোষ উপজিল ॥ জ্বলন্ত
অনল সম যুগল নয়নে । ঘন ঘন চাহিতেছে বিপ্রশিশু পানে ॥ মুহূর্ত দাঁড়ায়ে
থাকি ঋষির নন্দন । শিশুরে সযোধি কহে সরোষ বচন ॥

ওহে বিপ্রশিশু হেরি একি ব্যবহার । অভ্যাগতে নাহি কর অতিথি সৎ-
কার ॥ অতিথি দাঁড়ায়ে আছে তোমার প্রাক্ষনে । বারেক ভ্রভঙ্গী নাহি কর তার
পানে ॥ বল দেখি তব গৃহে ধর্ম্ম কিহে নাই । অতিথি বিমুখ বুঝি হয় তব
চাই ॥ শুন শুন বিপ্রশিশু কহি যে বচন । অতিথি নিরাশ হয়ে করিলে
গমন ॥ গৃহীর যত্নে পুণ্য হয় যে বিনাশ । ভুবন বিদিত ইহা শাস্ত্রেতে
প্রকাশ ॥ অতিথি সাহার গৃহে হইবে বিমুখ । সে জন দুর্ভাগ্য অতি পায়

নানাদ্রুখ ॥ অতিথি গৃহীত পুণ্য করিয়া গ্রহণ । নিজ পাপরাশি দিয়া করেন
গমন ॥ অতিথি ধরমরূপী গৃহস্থের হয় । অতিথি সংকারে ধর্ম নাহিক সংশয়
অতএব সেই ধর্ম করিও পালন । নতুবা বিপদে হবে নিশ্চয় পতন ॥ গৃহী
হয়ে অতিথিরে যদি নাহি পূজে । অধম তাহারে বলে মানব সমাজে ॥ চণ্ডাল
আলয় সম তাহার আগার । স্পর্শিলে তাহারে হয় পাপের স্কার ॥ অতিথি
আসিলে গৃহে মধুর সজ্জাবে । একান্ত অন্তরে তাঁর অন্তর না তোবে ॥ দারুণ
নরকে তার হয় দুরগতি । শাস্ত্রের লিখন ইহা ওহে শিশুমতি ॥ চণ্ডাল যদ্যপি
আসে অতিথি হইয়া । তাহারে ফিরায়ে দিলে বিদ্রুখ করিয়া ॥ নরাধম বলি
তারে শুনহ বচন । তার মুখ কভু নাহি করিবে দর্শন ॥ বরঞ্চ নরকমাঝে করিবে
গমন । না হেরিবে তবু সেই পাপীর বদন ॥ ওহে বিপ্রশিশু ভূমি অতি মূঢ়-
মতি । বচনে সম্বন্ধ নাহি করিলে অতিথি ॥ ইহার উচিত কল ভুঞ্জহ এখন ।
অভিশাপ দিয়া আমি করিব গমন ॥

তাপনের বাক্য শুনি বিপ্রের নন্দন । ধীরে ধীরে হুতু হাসি কহিছে তখন ॥
কি নোবে সরোষ দৃষ্টি করিতেছ মোরে । শুন শুন শাস্ত্রকথা বলি যে তোমারে ॥
অতিথি ধরমরূপী বিদিত ভূতলে । অতিথি পূজার যোগ্য জানে হে সকলে ॥
গৃহীর উচিত হয় অতিথি পূজন । উভয়ে মধুম এই কহিছু বচন ॥ কিন্তু এক
কথা বলি শুন ঋষিবর । পিতৃ আক্রমণে আমি রহি নিরন্তর ॥ পিতৃ-গত-
ধীন আমি জানিবে সূজন । যাহা কিছু করি আমি পিতার কারণ ॥ যাহা
কিছু ধনোপায় আমি হতে হয় । সকলি পিতার তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥ দারা
পুত্র কিম্বা ভ্রাতৃ এই তিন জন । স্বাধীন ইহারা কভু নহে কদাচন ॥ যাহা কিছু
করে সব প্রভুর কারণে । প্রভুত্ব তাদের নাহি উপার্জিত ধনে ॥ পিতার
অধীন আমি কহি যে তোমারে । গৃহীমধ্যে গণ্য নাহি করিও আমারে ॥ গৃহী
নহি আমি যবে ওহে মহাশয় । অতিথি ভূমিও নহ জানিবে নিশ্চয় ॥ পিতা
মম গৃহী বটে শুনহ সূজন । কিন্তু পিতা নিদ্রাগত কর দরশন ॥ নিদ্রাভঙ্গ
করা মম ধর্ম কভু নয় । মাদু-বিগর্হিত তাহা নাহিক সংশয় ॥ যে গৃহে সুশীল
পুত্র সুশীলা বনিতা । সে গৃহ ধরমপূর্ণ নাহিক অন্যথা ॥ সে গৃহ সদত হয়
সুখের আগার । সে জন পরম সুখী ধরণী মাঝার ॥ পুত্র প্রতি কিম্বা নিজ
জারার উপরে । গৃহভার দিয়া গৃহী আনন্দে বিহারে ॥ দারাপুত্র ধর্মপথে রাখি
নিজমন । পালিবে প্রভুর আজ্ঞা শাস্ত্রের বচন ॥ অধিক বলিব কিবা তাপন-
প্রবর । তপোগর্ভে মত্ত হয়ে ভ্রম নিরন্তর ॥ বিহগে করিয়া ভ্রম অহঙ্কারমতি ।
হেরিতেছ মরা সম এই বসুমতি ॥ নিরন্তর দেবি আমি পিতার চরণ । আমারে
বকের সম না ভাব বচন ॥ কেন দুঃখী রোবদৃষ্টি আমারে দেখাও । শান্তি
অবলম্বি সদা ভ্রমিয়া বেড়াও ॥ শান্তিতে পরম গতি পাইবে সূজন । ঋষির
পরম ধন শান্তি আচরণ ॥ অতিথি ভূমিও দত্ত কভু ধর্মগ্যা নয় । কিন্তু নিদ্রা-

গত গৃহী হের এ সময় । দণ্ডমোগ্য গৃহী ইথে নহে কদাচন । অতিথি সৎ-
কার কভু চাড়ে সাধুজন ॥

শিশুনাথে বাণী শুনি জ্ঞানীর সমান । বিস্ময়ে কহেন পুন শ্বশির সন্তান ॥
কৌণবরে ভস্মীভূত করিয়াছি আমি । কিরূপে জানিলে তুমি কহ দেখি শুনি ॥
পরোক্ষে ঘটিল কাজ দূর দুরান্তরে । কিরূপে জানিলে তাহা আপন অন্তরে ॥
সুত্রফর তপস্ক্রেশ সহি বহুদিন । যে জ্ঞান নাহিক পাই আমি মতিহীন ॥
কিরূপে লভিলে তাহা নবীন বয়সে । কহ কহ বিপ্রশিশু আমার সকাশে ॥
কহ কহ বিপ্রশিশু করিব শ্রবণ । ভস্মীভূত সেই বক হয় কি কারণ ॥ কিরূপে
লভিব জ্ঞান তোমার সমান । উপদেশ দেহ তাহা ওহে মতিমান ॥ যদ্যপি
নবীন বয়ঃ হেরি যে তোমার । উপদেষ্টা গুরু হও এ ভিক্ষা আমার ॥

তুলাধার নামক ব্যাধের উপাখ্যান ।

গতি বাবাণসীঃ বিপ্রঃ স্তন কণ্ঠদসমুদ্রাত ।
ব্যাধঃ সাধুদম্ভশব্দস্তুলাধার ইতি শ্রুতঃ ॥
মাত্রে নিসংশয়ং সমঃ কথয়িষ্যতি বাহিকঃ ।
দৃষ্টে ব চবিত্তং তজ্ঞা তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥

বিজের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । ধীরে ধীরে বিপ্রশিশু কহিছে তখন ॥
পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী ভারত মাঝারে । যাহ তথা যাহ বিপ্র হরিষ অন্তরে ॥
তথায় বসতি করে ব্যাধ একজন । তুলাধার নাম তার ধর্মপরাধন ॥ তাহার
নিকট সব শুনিতে পাইবে । সেজন তোমারে সব বর্ণন করিবে ॥ তাহার চরিত্র-
কথা করিয়া শ্রবণ । দিব্যজ্ঞান হবে তব ওহে তপোদন ॥ জাবালি শ্বশিরে
সেহ দিল দিব্যজ্ঞান । পরম ধার্মিক সেই ব্যাধ মতিমান ॥ সেই নিদর্শনে
করি ধর্ম আচরণ । বলিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে তপোদন ॥ ফণেক অপেক্ষ কর
ওহে মহোদয় । যাবৎ আমার পিতা জাগরিত হয় ॥ যথাবিধি পূজা তব
করিলে সাধন । জ্ঞান লাভ হেতু পরে করিবে গমন ॥ বিপ্রশিশু-নাথে শুনি
অদ্ভুত কাহিনী । বিস্ময়ে শ্বশির স্রুত হইলেন মৌনী ॥ ভাল মন্দ মুখে কিছু
বাণী না দুষায় । গমনে উদ্যত হয়ে চারিদিকে চায় ॥ হেনকালে গৃহস্থের নিদ্রা-
ভঙ্গ হল । অতিথি হেরিয়া হৃদে বিস্ময় মানিল ॥ সমুদ্রমুখে হায় কি কাজ
করিয়া । অতিথি ব্রাহ্মণে দুঃখ কত যেন দিনু ॥ হায় হায় কালিদ্রা ধরিল
আমারে । রহিলাম নিদ্রাবশে অজ্ঞান অন্তরে ॥ ধর্মভীত মম পুত্র সুশীল
সুজন । না করিল ধর্মভয়ে নিদ্রা বিভঞ্জন ॥ ধীরে উরুদেশে মম চরণ রাখিয়ে ।
সেবিতোছে একচিন্তে ভক্তিযুক্ত হয়ে ॥ অতএব অপরাধ হয়েছে আমার ।

অঙ্গনে অতিথি সম না হয় সৎকার ॥ এইরূপে অনুতাপ করি গৃহীজন । যথা-
 শক্তি অতিথিরে করিল পূজন ॥ সৎকারে অতিথি বড় পরিতুষ্ট হৈল । বিপ্র-
 গৃহে থাকি এক রজনী বঞ্চিল ॥ প্রভাতে উঠিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া ।
 বিজ বিজসুতে পরে প্রণাম করিয়া ॥ বারাগসী-পায়ে ঋষি করিল গমন ।
 যথায় বিরাজে তুলাধারের ভবন ॥ দুর্গম কানন আর কত বা কান্তার । পদ-
 ত্রেজে যায় ঋষি শ্রান্তি নাহি আর ॥ অনাহারে দিবাভাগ করিয়া যাপন ।
 সন্ধ্যাকালে শিবপুরী করেন দর্শন ॥ আহা কিবা পুরীশোভা যাই বলিহারি ।
 বিরাজিছে জাকুবীর মলিল উপরি ॥ প্রবেশিয়া পুরীমাঝে ঋষির নন্দন ।
 তুলাধার ব্যাধপাশে করেন গমন ॥ দেখিলেন বিপণিতে ব্যাধ মহোদয় ।
 করিতেছে নানাবিধ আমিষ বিক্রয় ॥ ধর্মভেজে মহাতেজা ব্যাধ তুলাধার ।
 উপবিষ্ট দোকানেতে সহিতে ভাষ্যার ॥ তেজঃপুঞ্জকলেবর কিবা শোভা
 পায় । মুনিগণে তত তেজ না হেরি কোথায় ॥ ধীরে ধীরে পুরোভাগে করিয়া
 গমন । দাঁড়ালেন করপুটে ঋষির নন্দন ॥ দেখিয়া সম্মুখভাগে আগত অতিথি ।
 মধুর সম্ভাষে কহে ব্যাধ মহামতি ॥ আদিয়াছ তুমি বিপ্রসুতের আদেশে ।
 তত্ত্বজ্ঞান লভিবারে আমার সকাশে ॥ তব শিরে নীড় করে বিহঙ্গমগণ । উন্মত্ত
 হয়েছ তাহে ওহে তপোধন ॥ তপোগর্ভে মহাগর্ভী তোমার অন্তর । সন্দেহ
 নাশিব তব ওহে বিপ্রবর ॥ অতিথি হইলে তুমি সন্ধ্যার সময় । চল চল বিপ্র-
 বর আমার আলয় ॥ এত বলি ঋষিবরে সঙ্গেতে করিয়া । তুলাধার নিজা-
 বাসে উপনীত গিয়া ॥ সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী পতিরতা মতী । বিন্ময়ে অকুল
 হেরি ঋষির সমুত্তি ॥ বাক্য নাই মুখে কিছু মৌনভাবে চলে । অন্তর ত্রিবিধে
 তাঁর অতি কুতূহলে ॥ উপনীত হল যবে ব্যাধের ভবন । গৃহশোভা দেখি
 ঋষি বিস্ময়ে মগন ॥ উপনীত হয়ে ক্রমে আপন আগার । মাতা-পিতা-পদে
 নতি করে তুলাধার ॥ পতিরতা ভার্যা সঙ্গে ভকতির ভরে । শ্বশুর-শাশুড়ী-
 পদে নমস্কার করে ॥ প্রণমিয়া ভক্তিভরে ব্যাধ ভক্তিমান । করপুটে পুরো-
 ভাগে করে অবস্থান ॥ পুত্রের সম্বোধি পিতা কহেন তখন । মাহ বৎস কর
 এবে অতিথি পূজন ॥ পিতার আদেশে ব্যাধ উচিত বিধানে । অতিথি সৎকার
 করে ঋষির নন্দনে ॥ বিপ্রমাত্তে ঋষিবর সুখেতে বসিলে । মাতা-পিতা-পাশে
 ব্যাধ যায় কুতূহলে ॥ মাতৃ-পিতৃ-পূজা করি হরিসে মগন । ভার্য্যারে সম্বোধি
 কহে মধুর বচন ॥ থাক থাক প্রিয়তমে মাতা-পিতা-পাশে । ভোজনাদি
 আরোজ্য করিবে নিমেষে ॥ ভোজনাদি যোগাইতে পিতার মাতার । ভার্য্যারে
 নিযুক্ত করি ব্যাধ তুলাধার ॥ অতিথি সকাশে পুন করিয়া গমন । ধীরে ধীরে
 তাঁর পাশে বসিল তখন ॥ বিস্ময়ে অকুল যদি তাহারে হেরিয়া । জিজ্ঞাসেন
 বিপ্রবর নিকটে বসিয়া ॥ কহ কহ তুলাধার জিজ্ঞাসি তোমায় । কিরূপে
 লভিলে জ্ঞান পাইলে কোথায় ॥ কি হৈতু তোমার হেন জ্ঞান উপজিল ।

জানিতে হৃদয়ে বড় কৌতুক হইল ॥ ভস্মীকৃত করিয়াছি সেই বিহঙ্গম । বল
বল সেই বক হয় কোন জন ॥ বহুদিন তপ করি না পাই যে জ্ঞান । কিরূপে
লভিলে তাহা ওহে মতিমান ॥

ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । ধীরে ধীরে তুলাধার কহিল তখন ॥
একদিন যুগ পক্ষী ধরিবার তরে । কুতূহলে যাই আমি কানন ভিতরে ॥ নানা-
পক্ষী নানা যুগ করিয়া নিধন । গহন কাননে আমি করি বিচরণ ॥ সহসা
নয়নে হেরি বিপ্রেস তনয় । জ্বলন্ত অনল মেন তেজের নিলয় ॥ তাঁহারে
হেরিয়া আমি পুলকিতমনে । ধীরে ধীরে উপনীত তাঁর সন্নিধানে ॥ এদিকে
শুনহ এক দৈবের ঘটন । জাল পাতি রেখেছিনু পক্ষীর কারণ ॥ সহসা বিহগ
এক তাহাতে পড়িল । অদূরে তাহার শিশু তরুপরি ছিল ॥ পিতারে হেরিয়া
বন্দী বিহগনন্দন । চীৎকারে ব্যাকুল হৃদে করয়ে রোদন ॥ অবশেষে চক্ষুপুটে
সলিল লইয়া । ধীরে ধীরে পিতৃমুখে সমর্পিল গিয়া ॥ কিন্তু হায় দৈববশে
পক্ষীর তনয় । সহসা জালেতে পড়ি বন্দীভূত হয় ॥ যেমন পড়িল আর তখনি
মরিল । আশ্চর্য ঘটনা শুন অমনি ঘটিল ॥ পক্ষীদেহ ত্যজি সেই বিহগনন্দন ।
অবিলম্বে দিব্য বপু করিল ধারণ ॥ ত্রিদিববাসীরা সবে থাকি শূন্যোপরে ।
হ্রতিবাদ করে তার হরিশ্ব অন্তরে ॥ তাহা হেরি মম হৃদে বিস্ময় সঞ্চার ।
স্বামারে সম্বোধি কহে বিপ্রেস কুমার ॥ শুন শুন যোর বাক্য ব্যাধের নন্দন ।
সেই বিহঙ্গমে তুমি করেছ বন্ধন ॥ উহার তনয় এই জল দিতে গিয়া । বিস-
ম্ভিন্ন নিজপ্রাণ জালেতে পড়িয়া ॥ নিজের বিপদ নাহি করি বিবেচনা । গিয়া-
ছিল করিবারে পিতার অর্চ্চনা ॥ এই পুণ্যফলে পক্ষী শুভগতি পায় । দিব্য
দেহে সুরপুরে বিমানোত্তেয়ায় ॥ এখন শুনহ ব্যাধ আমার বচন । সদা
মাতা-পিতা-পদ কর আরাধন ॥ দিব্য জ্ঞান পাবে তুমি তাঁদের রূপায় । মত
মত ব্যাধপুত্র কহিনু তোমায় ॥ বিপ্রেস এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । আনন্দে
বগুহে আমি ফিরিনু তখন ॥ প্রীতজ্ঞ করিয়া আমি আপন অন্তরে । মাতা
পিতা পূজা করি ভকতির ভরে ॥ নাহি করি তপ জপ নাহি করি দান । নাহি
জানি ব্রত যজ্ঞ ওহে মতিমান ॥ একমাত্র জানি পিতা-মাতার চরণ । ধরা-
ধামে অন্য পুণ্য না জানি কখন ॥ পিতৃসেবা-ফলে আমি লভিয়াছি জ্ঞান ।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে মতিমান ॥ সেই দিন বনমাঝে বিপ্রেস নন্দন । জ্ঞান
উপদেশ মোরে করেন অপর্ণ ॥ সেই দিন বিপ্রগৃহে করি অবস্থিতি । প্রভাতে
উঠিয়া বিপ্রে করিয়া প্রণতি ॥ গৃহে আসি পিতৃপদে করিনু প্রণাম । তদ-
বধি পিতৃসেবা করি অবিরাম ॥ যুগমাংস ব্যবসারে বৈশ্বর্য করি । পিতৃসেবা
করি দিন-যামিনী বিহরি ॥ ভাগ্যফলে লভিয়াছি পতিরতা সতী । পিতৃ-
ভক্তি ফলে উহা জানিবে স্মৃতি ॥ কলত্র সহিত ধর্ম করি আচরণ । অতিথি
অর্চ্চনা আর পিতার সেবন ॥ পিতৃ-আজ্ঞা বিলজিয়া তুমি হে সৃজন । গিয়া-

ছিলে সিন্ধুতীরে তপস্যা কারণ ॥ তথায় দুখিক আদি কত জীবচর । তব
 কেশোপরি সবে লইল আশ্রয় ॥ সেই মদে মত্ত হয়ে কর বিচরণ । শুন শুন
 বলি শুন বিপ্রেস নন্দন ॥ তোমারে না হেরি তব পিতা ঋষিবর । দিব্যানিধি
 মনস্তাপে কাতর অন্তর ॥ সেই হেতু তব তপ হির কভু নয় । যাঁহা কর তাহে
 নাহি ফল কিছু হয় ॥ বক্রূপে তব তপ থাকিয়া আকাশে । করিল পুরীষ
 ত্যাগ তব শিরকশে ॥ তব পিতৃ-মনস্তাপে ভস্মীভূত হয়ে । পড়িল তোমার
 তপ ভূতলে খসিয়ে ॥ সেই ভস্ম হেরিয়াছ ওহে তপোধন । ইথে গর্ব কর
 তুমি কিসের কারণ ॥ তব তপে বক্রভস্ম কভু নাহি হয় । কহিলু নিগূঢ় তব
 ওহে মহোদয় ॥ এখন আমার বাক্য ধর তপোধন । গৃহে গিয়া সেবা কর
 পিতা মাতার চরণ ॥ মাতা-পিতা তেরাগিয়া পশিয়া কাননে । অথবা সাগর তীরে
 ঐকান্তিক মনে ॥ যাঁহা কিছু তপ জপ করিয়াছ তুমি । বিফল সকলি তব
 কহিলাম আমি ॥ সত্য বটে অনশনে করিয়াছ তপ । একাসনে কতকাল করি-
 য়াছ জপ ॥ স্বপ্নে নিরখি তব শরীর শোষণ । হয়েছে বিফল কিন্তু সব অকা-
 রণ ॥ এখন আমার বাক্য শুন মন দিয়া । অবিলম্বে যাও তুমি গৃহেতে কিরিয়া ॥
 মাতা-পিতা সেবা কর ভক্তিযুত মনে । মনোরথ সিদ্ধ হবে কহি তব স্থানে ॥
 দুরদৃষ্টবশে জীব জনমে ধরায় । এ ভৌম নরকে আসি কত কলং পায় ॥ পুষ্ক-
 ষের রক্ত পড়ি জননী জঠরে । দুরদৃষ্টবশে জীব উৎপাদন করে ॥ দশমাস
 দশদিন জঠরে থাকিয়া । অশেষ যাতনা ভুঞ্জি কাতর হইয়া ॥ পূর্বজন্মকৃত
 কাৰ্য্য করিয়া স্মরণ । জঠরে থাকিয়া জীব কাদে অনুক্ষণ ॥ বলে কোথা ওহে
 হরি জগত নিধান । এ ঘোর বিপদে নাথ কর পরিত্রাণ ॥ রক্ষ রক্ষ দীনবন্ধো
 দিয়া পদাশ্রয় । জঠর-যাতনা সদা দহিছে হৃদয় ॥ কি বলে তোমারে ডাকি
 আমি মতিহীন । জঠর-যাতনা ভুঞ্জি হইতেছি ক্ষীণ ॥ ও পদ তরণী দেহ এ
 অধম জনে । পার কর গুণসিন্ধো জঠর যন্ত্রণে ॥ ভবের কাণ্ডারী তুমি সৰ্ব-
 শাস্ত্রে কয় । তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি তোমাতে প্রলয় ॥ সগুণ নিগুণ তুমি
 গুণের অতীত । তুমি নিত্য তুমি সত্য জগতে বিদিত ॥ দেবের দেবতা তুমি
 সবার ঈশ্বর । তব পদে নতি করি ওহে সৃষ্টিধর ॥ তুমি সত্য নিরঞ্জন কলুষ-
 নাশক । তুমি তু তুমি তুমি স্বর্লোক-পালক ॥ তুমি জীব তুমি শিব তুমি নিত্য-
 ময় । অজ্ঞানীর জ্ঞান তুমি ক্ষীণের আশ্রয় ॥ কখন কি রূপ ধর ওহে বিশ্ব-
 প্রাণ । তোমা বিনা এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ ॥ তোমার মহিমা নাথ যেই
 জন জানে । তাহার অসাধ্য কিবা এ তিন ভুবনে ॥ কখন সাকার তুমি
 কভু নিরাকার । কে বুঝিবে তব তত্ত্ব ওহে গুণাধার ॥ স্বরূপ তোমার কিবা
 ওহে বিশ্বধামনি । মূঢ়মতি হয়ে বল কি বুঝিবে আমি ॥ কতবার এ যাতনা সহি-
 বারে হয় । তবু হৃদয়কে কেন দুর্ঘতি উদয় ॥ বিশ্বের বিধাতা তুমি সংসারে
 প্রচার । তবু কেন নাহি বুকে মন দ্রুতচারণ ॥ সবার বিধাতা তুমি করুণা-

নিধান । জঠর-যাতনা হতে কর পরিভ্রাণ ॥ জ্ঞানদাতা তুমি দেব নিত্য সনা-
তন । তব কৃপাবশে জ্ঞান লভে জীবগণ ॥ ত্রেকাণ্ড ঈশ্বর তুমি ওহে কৃপাময় ।
অধম জনের প্রতি হও দয়াময় ॥ ভক্তেরে করহ ভ্রাণ ভিক্ষা তব পায় । পরি-
ভ্রাণ পায় পাপী তোমার কৃপায় ॥ পুরুষ-প্রধান তুমি বিশ্বের ঈশ্বর । অনাদি
অনন্ত দেব তুমি দণ্ডধর ॥ দয়ার আধার তুমি কর্মফলদাতা । বিকার-বিহীন
নাথ ত্রেকাণ্ডের পাতা ॥ তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার । দয়া কর কর
দেব অধমে নিস্তার ॥ কোটি কোটি নমস্কার তোমার চরণে । পাতকী উপরে
চাহ করুণ-লোচনে ॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে সনাতন । কোটি কোটি
করি তব শ্রীপদে বন্দন ॥ শরণ লইনু পদে কর পরিভ্রাণ । পুনঃপুনঃ করি
তব চরণে প্রণাম ॥ এ ঘোর বিপদে নাথ উদ্ধার এবার । ভ্রমে কভু পাপপথে
নাহি যাব আর ॥ পরমাত্মা তুমি নাথ ত্রেক সনাতন । প্রণামি ভক্তিভরে
যুগল চরণ ॥ তুমি যুগ্ম তুমি স্থূল জগত সংসারে । বিরাজ করিছ সদা বিবিধ
আকারে ॥ তুমি হে পরম তত্ত্ব জীবের জীবন । তোমারে চিন্তিয়া মুক্তি লভে
যোগীজন ॥ নন্দন সন্তান তুমি তুমি নিরাকার । তোমার চরণে নাথ কোটি
নমস্কার ॥ তোমার মায়ার মুগ্ধ হয়ে জীবগণ । পুনঃপুনঃ আসে যায় কে করে
গণন ॥ অবল মাহিমা তব কি বলিব আর । ভক্তি ভরে তব পদে করি নম-
স্কার ॥ যোগীর অন্তরে তুমি সদত থাকিয়া । মনসাধে কর ক্রীড়া আনন্দে
মাতিয়া ॥ নাদাত্মক দেব তুমি তুমি নাদবীজ ॥ বিধাতা হয়েন তব নাভি-মর-
সিঙ্গ ॥ তব রাঙ্গা পদে করি কোটি নমস্কার । জঠর যাতনা হতে করহ উদ্ধার ॥
তুমি হর্ষা তুমি কর্তা ত্রিলোকের পাতা । কিবা সুখ কিবা দুঃখ তুমি ফলদাতা ॥
যেই জন যেইরূপ করে আচরণ । কর্ম অনুসারে ফল করহ অর্পণ ॥ তোমা
হতে জন্মে জীব তোমা হতে লয় । কুর্কর্ম ফলেতে দুঃখ পায় জীবচয় ॥ এখন
মিনতি নাথ তোমার চরণে । জঠর যাতনা হতে রক্ষ এই জনে ॥ তোমারে
সাদিব হয়ে একান্ত অন্তর । পিতৃ-মাতৃ-পদে ভক্তি রাখিব অটল ॥ পুনঃ
যাতে জন্ম মৃত্যু লভিতে না হয় । কায়মনে তা করিব ওহে দয়াময় ॥ এইরূপে
গর্ভে থাকি করিয়া রোদন । পূর্ণকালে গর্ভ হতে লভয়ে জনম ॥ স্মৃতিকা-
বায়ুর ভরে আকৃষ্ট হইয়া । গর্ভ হতে পড়ে জীব মারায় মোহিয়া ॥ কোটি
কোটি রশ্মিকেতে করিলে দংশন । ধেরূপ যাতনা পায় ভবে জীবগণ ॥
ভূমিষ্ঠ হবার কালে সেইরূপ হয় । কহিনু তোমার স্থানে ওহে মহোদয় । যখন
আসন্ন কাল হয় উপনীত । তখনো তদ্রূপ কষ্ট পাইবে নিশ্চিত ॥ পিতা মাতা
শিশুগণে করেন পোষণ । তাঁদের সমান গুরু নাহি কোন জন ॥ পিতা মাতা
তুষ্ট হলে তুষ্ট দেবগণ । পিতৃলোকে মহাতৃপ্তি পায় পিতৃজন ॥ পিতারে পরম
গুরু ধৈর্য জন ভাবে । সঙ্কটে না পড়ে সেই থাকি এই ভাবে ॥ ইহকালে সুখে
পাকি অস্তিত্বে সে জন । বিমানে চড়িয়া যায় অমর-ভবন ॥ যেই জন্ম এসে-

ছিলে ওহে তপোধন । বলিহু তোমার পাশে সে সব কথন ॥ ব্যাধমুখে জ্ঞান-
বানী শুনি ঋষিবর । আনন্দে বিহ্বল হয় হরিশ-অন্তর ॥ পিতা মাতা পূজিবারে
একচিত্ত হয়ে । ব্যাধেরে সস্তাষি গেল গৃহহতে কিরিয়ে ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

গুরুলক্ষণ, গুরুভক্তি, পুরুষলক্ষণ, স্ত্রীলক্ষণ, পুত্র লক্ষণ ।

ও পতিভক্তি কথন ।

শাস্ত্রঃ স্ত্রীলক্ষঃ ধর্মজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞাকুরদশনঃ ।
দম্বালঃ পুষ্টিপৎ দাস্তঃ গৃহস্থঃ গুরুমাশ্রয়েৎ ॥
দোমানিক গুরুগাক ভেষে দালাদিনা কৃতঃ ।
পাত্বেষন্নবকে ভীরে গুরুভেদকবঃ নতঃ ॥
পতিবেদ গুরুঃ স্ত্রীপাং যদি স্যাৎ পতিতোহপি নঃ ।
ভাযায়ো দেবপজ্যামমুকুলো ভবেৎ পতিঃ ॥
গহেষু তনয়ো ভূষা ভূষা নন্দস্য পতিঃ ।
স্বপুত্রিঃ পুংসু ভূষা স্যাৎ স্ত্রীসু ভূষা মনজ্জতা ॥

অনন্তর বাস ঋষি আনন্দিতমনে । কহিলেন সন্মোখিয়া জ্ঞানি মদনে ॥
দুর্জ্জ্বল গুরুর কথা বলিব এবার । গুরু বিনা নাহি গতি তদের মাঝার ॥
দুর্জ্জ্বল মানুষজন্ম করিয়া ধারণ । গুরুমন্ত্রে সুদীক্ষিত নহে যেই জন ॥ গুরুর
প্রসাদে পরব্রহ্মে নাহি ছেরে । সে জন অধম বলি খ্যাত চরাচরে ॥ বাহ্য কিছু
সেই জন করয়ে ভোজন । বিষ সম করি সব করি যে গণন ॥ অজ্ঞান তম-
সারিত মানব হৃদয় । গুরু-উপদেশে হয় জ্ঞানের উদয় ॥ জ্ঞানদানে গুরুদেব
করেন মার্জ্জম । গুরুর সমান নাহি এ তিন ভবন ॥ একমাত্র গুরু ভিত্ত
কাহার শক্তি । মূঢ়মতি জনে নিতে সুজ্ঞান সুমতি ॥ গুরুর প্রসাদে হয় শমন
বিজয় । গুরু ভুটে নাহি থাকে সমদুঃখভর ॥ সবহে গুরুর সেবা করিবে
সুজন । ভববন্ধ হবে মুক্ত শাস্ত্রের বচন ॥ সুশীল ধর্মজ্ঞ শান্ত চারু দরশন ।
শাস্ত্রবেত্তা পূজবন্ত দয়ালু সুজন ॥ এ হেন গৃহস্থ জন গুরুযোচ্য হয় । শাস্ত্রের
বচন ইহা কহু মিথ্যা নয় ॥ শাঠ্যশূন্য ধর্মরত দান্ত যেই জন । অন্তর নির্মল
যাঁর সহাস্য বদন ॥ সুখভোগে অমানসিত সদা ধর্ম্যে মতি । গুরুপদ-বাচ্য হয়
সেই মহামতি ॥ গুরুপূজ কিয়া পৌত্র যেই কেহ হয় । সবারে গুরুর সম
ভাবিবে নিশ্চয় ॥ গুরু মনে ভেদ কহু নাহিক ভাবিবে । ভেদজ্ঞানে গুরু-
হত্য পাপে লিপ্ত হবে ॥ গুরুবংশ-জাত জন যদি মুখ হয় । তথাপি তাহার

পূজা করিবে নিশ্চয় ॥ নানা মূর্তি ধরে যথা অমর নিকর । সেইরূপ গুরুদেব
বহু মূর্তিধর ॥ পুত্র পৌত্র আদি রূপে বিরাজে সদাই । কহিলাম শাস্ত্র কথা
আজি তব চাঁই ॥ দেব সনে গুরুদেবে ভেদ না ভাবিবে । ভাবিলে নরকে
সেই পতিত হইবে ॥ গুরুর নিকটে সদা রহিবে দাঁড়ায়ে । বসিবে তাঁহার
কাছে অনুজ্ঞা লইয়ে ॥ গলবস্ত্রে সযত্নে রবে সর্বক্ষণ । ভীতভাবে সদা
রবে গুরুর সদন ॥ যবে গুরু দাঁড়াবেন তখনি দাঁড়াবে । বসিলে আদেশ লয়ে
তবে ত বসিবে ॥ গুরুদেব যেইকালে করিবে শয়ন । তাঁহার চরণ সেবা করিবে
তখন ॥ যবে গুরুদেব কোথা গমন করিবে । আপনি তাঁহার পাছু অনুগামী
হবে ॥ চপলতা না দেখাবে গুরুর সদন । গীত-বাদ্য অহঙ্কার করিবে বর্জন ॥
জিহ্বামিলে তবে বাক্য কহিতে হইবে ॥ জিহ্বাসা না কৈলে মদা মৌনভাবে
রবে ॥ করিবেন গুরুদেব যাহা আচরণ । নিষেধ করিবে নাহি তাহে কদাচন ॥
গুরুপাদোদক সদা যন্তকে ধরিবে । ভক্তিভরে পদপূজা সদত করিবে ॥ নানা-
বিধ মিত্তদ্রব্য করাবে ভোজন । সদত গুরুর পদে রাখিবেক মন ॥ গুরুদেব
আহারানি বস্ত্রাদি পরে । তাঁহার প্রসাদ খাবে ভকতির ভরে ॥ গুরু যদি
প্রত্যক্ষেতে করে অবদান । পৃথক পূজা না করিবে শুন মতিমান ॥ তাঁহার
চরণপূজা করিতে হইবে । সুরপুরে তবে তার সুরগতি হইবে ॥ পিতৃ-মাতৃ-
ভক্ত আর শাস্ত্র যেই জন । শিবপূজারত সাধু ভক্তিপরায়ণ ॥ শিবের হৃদয়-
ভাব সেই জন জানে । সে জন গুরুর নোদ্য শাস্ত্রের বিধান ॥ চারিবার মধ্যে
শ্রেষ্ঠ বিপ্রাঙ্গণ হয় । ব্রাহ্মণ নারীর গুরু জানিবে নিশ্চয় । জ্ঞানেতে প্রবীণ
হয় সেই বিপ্রজন । বয়সে কনিষ্ঠ হলে করিবে পূজন । গুরুতত্ত্ব গুরুমন্ত্র
রাখিবে গোপন । প্রকাশে মিছির হানি শিবের বচন ॥ গুরু সহ দেবতারে
বিভিন্ন ভাবিলে । সে জন অধম যায় নরক মাঝারে ॥ গঙ্গা দুর্গা কিবা হরি
অথবা ঈশান । ইহাদের ভেদ নাহি যথা মতিমান ॥ সেইরূপ গুরুতে দেবে
করিবে ভাবনা । দেবভাবে গুরুদেবে করিবে অর্চনা ॥ শুন এবে পতিভক্তি
করিব বর্ণন । পতির সমান নাহি ভবে কোন জন ॥ রমণীর গুরু পতি পতি-
ষাত্র সার । চিন্তিবেক পতি-পদ রূপে অনিবার ॥ পতি সম স্ত্রীর কেহ নাহি
কোন স্থান । পতিত হলেও পতি গুরুর সমান ॥ যখন রমণী করে দেবতা
পূজন । একান্ত অন্তরে পতি সহায় তখন ॥ পতি বিনা নাহি আর রমণীর
গতি । বিফল জীবন তার বিহনে সে পতি ॥ তপ জপ দান যজ্ঞ নহে পতি
কাছে । পতি সম বল কেবা ধরাধামে আছে ॥ কিবা পূজা কিবা তীর্থ কিবা
ধর্মজ্ঞান । কিছুই কিছুই নহে পতির সমান ॥ পতি বিনা রমণীর সকলি
অমার । পতিধন বিনা স্ত্রীর নাহি কিছু আর ॥ যেই নারী পতিরতা তারে
বলি সার । অবহেলে যায় সেই ভবসিন্ধু পার ॥ সেই ভাষ্যা নিরন্তর পতি-
প্রমকরী । যে জন অগ্রিম যায় অমর-নগরী ॥ ইহলোকে মহাপুণ্য সেই নারী

পায় । তাহার নিকটে নাহি যমদূত যায় ॥ যেমন জনমি পুত্র ভক্তিয়ুত মনে । সেবিবে সদত মাতা-পিতার চরণে ॥ সেইরূপ নারীজন্ম করিয়া ধারণ । করিবেক নিরন্তর পতি-আরাধন ॥ পতিরতা যেই নারী থাকে নিরন্তর । পাতক না স্পর্শে কভু তাহার অন্তর ॥ নারীজাতি লজ্জাশীলা সদত হইবে । কিছুতেই লোভ নাহি কদাচ করিবে ॥ পতির সহিত যবে করিবে শয়ন । নির্লজ্জা হইবে নারী কেবল তখন ॥ নারীজাতি সদা রবে সহাস্ত বদনে । মনোব্যথা না বলিবে পতির সদনে ॥ সদা প্রীতি প্রকাশিবে পতির সকাশ ॥ তবে ত তাহার কীর্তি হইবে প্রকাশ ॥ সন্তান সন্ততি যত্নে করিবে পালন । দেখিবে পুত্রের সম পরের নন্দন ॥ নারীজাতি সদা হবে পতিযুখে সুখী । পতির দুঃখেতে নারী সদা হবে দুঃখী ॥ যদি পতি কভু করে বিনেশে গমন । সুখ-ভোগ সব নারী দিবে বিসর্জন ॥ গৃহদ্রব্য সাবধানে সদত রাখিবে । সমস্তে সকল জনে ভোজন করাবে ॥ পতিভক্তি সেই নারী না জানে কখন । খাইলে তাহার অন্ন পাতকী সে জন ॥ একান্ত অন্তরে যেই পতিধনে ভজে । পতিব্রতা তারে বলে জগতসমাজে ॥ কামবশে দুই পতি করে যেই নারী । কুলটা তাহারে বলে শাস্ত্রের বিচারি ॥ যদি ভজে তিন পতি ধর্ম্মী সে হয় । চারি স্বামী হলে পরে পুংসলী নিশ্চয় ॥ পঞ্চ পতি যেই নারী করে কামবশে । বেশা বলি সেই দুষ্টা ধরাধামে ঘোষে ॥ তাহার অধিক পতি যদি কভু করে । মহাবেশা বলি সেই খ্যাত চরাচরে ॥ এরূপ রমণী সহ করিলে রমণ । দুস্তর নিরয়ে পড়ে সেই অভাজন ॥ বহু বহু বর্ষ থাকে নরকে পড়িয়া । তিথ্যকৃষোনি ধরে শেষে ধরাধামে গিয়া ॥ যেই কোন কারণেতে রমণী সুন্দরী । যদি চাহে পতি প্রতি রোষনেত্র করি ॥ উল্কাযুগল নরকেতে সে করে গমন । মহাকষ্ট দেয় তারে যমদূতগণ ॥ সেই নারী দেহে ধরে যত রোমচয় । ততকাল নরকেতে নিপতিত রয় ॥ সপ্ত জন্ম পতিহীন হয় সেই নারী । মহাকষ্ট পার ভূমে দিবস শরবরী ॥ ব্রাহ্মণী হইয়া যেই পতির ছাড়িয়া । অপর ব্রাহ্মণ মনে বিহরে মাতিয়া ॥ তপুজল নামে আছে নরক দুর্বার । তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় অনিবার ॥ ক্ষত্রিয়ের নারী কিছা বৈশ্যের রমণী । অথবা শূদ্রের গৃহে হইয়া শূদ্রাণী ॥ নিজ নিজ পতি ছাড়ি স্বজাতি অপরে । লইয়া আনন্দে মাতি কামেতে বিহরে ॥ অন্ত্রিমে তাহার গতি নরক-যাবার । নরকে পড়িয়া কষ্ট পায় অনিবার ॥ পতিরতা যেই নারী জগত-মাঝারে । বিধানে গৃহের কাজ যেই নারী করে ॥ ভক্তিভরে সদা ধর্ম্ম যে করে পালন । পতি বিনা অন্য জনে নাহি যার মন ॥ জগতে তাহারে পূজা করে সর্বলোকে । ইহকালে বাস করে সেই নারী সুখে ॥ ধরাধামে সেই নারী দেবতারূপিণী । তাহে প্রতিষ্ঠিতা রহে নিখিল অরণী ॥ পতির ভূষণ কবি বলিহে তোমায় । তুমি বিহনে গৃহ শোভা নাহি পায় ॥ পতির ভূষণ কবি বলিহে তোমায় ।

সুবুদ্ধি পুরুষ-ভূষা জানিবে নিশ্চিত ॥ সলজ্জশীলতা ভূষা রমণীর হয় ।
শাস্ত্রের বচন ইহা করু মিথ্যা নয় ॥ মুখ বিপ্র যুত সম জানিবে সূক্ষ্ম ।
সভাতলে যুতসম বুদ্ধিহীন জন ॥ মিলিছে রমণী হয় দ্বার সমান । অন্ধিণ
যুক্ত যুত জানিবে ধৈর্যমান ॥ মলিলবহিনী নদী যেম প্রপাৎ । কুশলিনী বুদ্ধি
যথা শোভা নাহি পায় ॥ রাজাহীন রাজা যথা দুঃখের কারণ । পতিহীন
নারী জাতি জানিবে তেমন ॥ বিবিধ ভূষণ কিম্বা নবীন যৌবন । চারুবর
কেশপাশ সুবেণী ধারণ ॥ যাহা কিছু মধুরতা নারীজাতি করে । কিছু নাহি
পায় শোভা বিধবা-শরীরে ॥ গুরুচরিত্র কথা পরম পবিত্র । পিতৃ-মাতৃ-
ভক্তি আর নারীর চরিত্র ॥ শিষ্যকর্ম পুত্রকর্ম করিনু বর্ণন । এবে কি শুনিতে
বাঞ্ছা কর তপোধন ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

তীর্থনির্ণয়, জয়া বিজয়া সহ শঙ্করীর তীর্থযাত্রা, জয়া-বিজয়ার
নিকটে গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণন, গঙ্গাস্তোত্র ও
তীর্থ-উৎপত্তি কথন ।

তীর্থানি সস্ত্যসংখ্যানি দিবি ভূমৌ নভস্যপি ।

তেষাং প্রাধান্যতঃ প্রাহ তীর্থানাং বায়বেব হি ॥

ঐত্বাক্ত্য সহ তাভ্যাং সা মুনিভাভ্যাং শিবা নতী ।

দ্বিমালযমগাদয়ত্র গঙ্গা বহন্তি যোগিতা ॥

দ্বায়ে শিবে ভাঃ শশিগুরুবর্ণাং, চতুর্ভাঃ পরববাত্মযায়িতঃ ।

সুস্তাক্ত্য শুক্রে মকবে দসস্তীং, ত্রিলোচনাং দেবরত্নামলকুতাং ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ বেদব্যাস প্রতি । তুমি হে জগত-গুরু ওহে মহা-
মতি ॥ কত তীর্থ আছে বিশ্বে কর তপোধন । শুনিবারে কুতুহলী হইতেছে
মন ॥ ভুতলে আকাশে কিম্বা আর সুরপুরে । কোন্ কোন্ তীর্থ আছে বলহ
আমারে ॥ কোন্ তীর্থে কিবা কল কর মহাশয় । তীর্থের স্বরূপ আর কার্য
সমুদয় ॥ ব্যাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন । বহুসংখ্য তীর্থ আছে কে করে
গণন ॥ কতক স্বর্গেতে আর কতক ভুতলে । কতক বিরাজ করে আকাশ-
উপরে ॥ সার্কি তিন কোটি আছে তীর্থের নির্ণয় । কত বা বলিব বল ওহে
মহোদয় ॥ সামান্যত বায়ু হয় তীর্থের প্রধান । সূক্ষ্ম তত্ত্ব এইমাত্র কহি অব
স্থান ॥ সার্কি তিন কোটি হয় তীর্থের গণন । কতিপয় বাক্যরূপী জানিবে

শুভ্রজন্ম ॥ কতগুলি দেহরূপী কত কালানুকূল । ইন্দ্ৰিয়রূপক কত পাদপন্নপক ॥
 দেবগণ অধিষ্ঠান করেন যথায় । তীর্থ বলি সেই স্থান বিখ্যাত ধরায় ॥ তাহার
 স্বরূপ ফল করিব বর্ণন । মন দিয়া শুভ্র ওহে মহাতপোধান ॥ বিজয়া ও জয়া
 নামে গৌরী সহচরী । তাদের নিকটে পূর্বের কহিল ঈশ্বরী ॥ সেই সব বিস্তা-
 রিয়া বসিব তোমায় । শুনিলে পাতক কহু নিকটে না যার ॥ বার্যদের এতেক
 বাক্য করিয়া শ্রবণ । জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে উপোধান ॥ কোথায়
 রুদ্রাণী দেবী ত্রিলোক জননী । সখীদ্বয়-পাশে কহে তীর্থের কাহিনী ॥ কি
 হেতু করেন তিনি তীর্থের বর্ণন । জিজ্ঞাসি তোমারে প্রভু বলহ এখন ॥ রুদ্রা-
 ণীর মুখপদ্ম-বিগলিত বাণী । শুনিয়া যুড়াক প্রসতি কহ মহামুনি ॥ অমৃত সমান
 তীর্থমাহাত্ম্য কখন । তব পাশে বিবরিয়া বলে কোন জন ॥ তব মুখে শুনি
 আমি চরিতার্থ হই । হুমি হে জগত-গুরু সবার গোঁসাই ॥

জাবালিরে সমুৎসুক দেখি বৈপারন । ধীরে ধীরে দিষ্টে নামে বহেন
 তখন ॥ একদা পার্বতী দেবী কৈলাসনিধারে । সখীদ্বয়-পাশে বসি
 করে ॥ নিজ্জনে আছেন বসি জগত-ঈশ্বরী । তাহা দেখি শিবসিদ্ধি
 চরী ॥ গিরিজা জননি দুর্গে গিরিশ্ৰীভামিনি । সখীদের মত বাঞ্ছা পুরাত
 রুদ্রাণী ॥ দেবের আরাধ্য তুমি জননী সবার । তব জনে তব দয়া আছে
 অনিবার ॥ যত তীর্থ ধরাধামে আছে গো জননী । দেখাও মোদের মাত
 রুদ্রের ঘরণী ॥ সব তীর্থে স্থান করি এই আকিঞ্চন । পুরাত্ন মোদের বাঞ্ছা
 ধরি গো চরণ ॥ সখীদের বাক্য শুনি কৈলাস ঈশ্বরী । হাসিতে হাসিতে কন
 শুন সহচরী ॥ মম সহ চল সখী বিজয়ে গো জয়ে । দেখাব সকল তীর্থ আনন্দ-
 ক্ষদয়ে ॥ তোমাদিগে সর্বতীর্থে করাইব স্থান । অুমারো বাসনা তীর্থে করিব
 পূরণ ॥ এত বলি শিবা সতী সখীযুগ মনে । চলিলেন হিমালয়ে পুলকিত-
 মনে ॥ ক্রমে ক্রমে উপনীত গিরি হিমালয় । যথায় জাহ্নবীদেবী বেগবতী
 বয় ॥ উপনীত হয়ে তথা সখীদ্বয় মনে । জাহ্নবী-সলিলে স্থান করেন
 বিধান ॥ কৈলাসে ফিরেন পুনঃ হরষিত হয়ে । তাহা দেখি সখীদ্বয় জিজ্ঞাসে
 বিস্ময়ে ॥ কোথা যাও মহাদেবি বুঝিবারে নারি । মনোবাঞ্ছা পূর্ণ নাহি করিলে
 ঈশ্বরী ॥ সর্বতীর্থে বিচরিব বাসনা অন্তরে । একমাত্র তীর্থ হেরি গাইতেছ
 ফিরে ॥ সখীদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । যুড়তাসে মহাদেবী বলেন তখন ॥
 সর্বতীর্থ-স্থান-ফল হয়েছে সবার । জাননা কি গঙ্গাদেবী জগতের মার ॥
 জাহ্নবী ভূতলে সর্বতীর্থ-প্রসবিনী । জাহ্নবী সমান তীর্থ নাহি দেখি শুনি ॥
 সকল লোকের মাতা ধর্মের দেবতা । জাহ্নবী সমান স্থান নাহি দেখি কোথা ॥
 জাহ্নবী-সলিলে পুত অখিল ভুবন । ত্রিলোকে বিরাজে দেবী কর দরশন ॥
 কিবা স্বর্গ কিবা শূন্য কিবা ধরাতল । পাতালে বিরাজে দেবী পর্বত-শিখর ॥
 জাহ্নবী সমান নাহি গুণে গুণবতী । গঙ্গার সমান নাহি বিশ্বে পুণ্যবতী ॥

যথার বিরাজে গঙ্গা পবিত্র সে দেশ । সুখদ মোক্ষদ তথা নাহি শোকলেশ ॥
 সুখের বসতি তথা নাহি কোন ভয় । এমন পবিত্র স্থান কোথা সখীদ্বয় ॥
 স্বর্ণলাভ সুখলাভ মোক্ষলাভ আর । সম্পত্তি সুকীৰ্ত্তি এই পঞ্চদা প্রকার ॥
 এই পঞ্চ ফল হয় জাহ্নবী দর্শনে । কহিলাম মার কথা তোমাদের স্থানে ॥
 ত্রাঙ্গিণ আশ্রয় বিনা সৃষ্টি নাহি হয় । সেরূপ জাহ্নবীযোগে তীর্থ সমুদয় ॥
 বত তীর্থ ধরাধামে আছে বিরাজিত । জাহ্নবী-উদরে তাহা বিরাজে নিশ্চিত ॥
 ক্রমহত্যা গুরুহত্যা করি যেইজন । জাহ্নবী সলিলে ধরে দেহ-বিসর্জন ॥
 গঙ্গাদেবী যাতুম তাঁরে দেন স্থান । যমদণ্ডে পাপীগণে করে পরিত্রাণ ॥ কিবা
 দান কিবা যজ্ঞ তপস্চারণ । কিবা দান কিবা অন্য ধরম করম ॥ এই সব
 অনুষ্ঠানে যেই পুণ্য হয় । জাহ্নবী আশ্রয়ে বাসে সেই সমুদয় ॥ এই সুরনদী
 গঙ্গা ত্রিপথগামিনী । ইহঁরে স্মরিলে নাহি বিপদ যে গণি ॥ গঙ্গা প্রতি ভক্তি
 নাহি করে যেই জন । তাহার উদ্ধার নাহি হয় কদাচন ॥ সর্বধর্মহীন সেই
 পাতকীপ্রবর । সে জন অন্তিমে পায় দুর্গতি বিস্তর ॥ কিবা আমি কিবা শিব
 কিবা নারায়ণ । গঙ্গার নিগূঢ় তত্ত্ব না জানি কখন ॥ অধিক কি বলি আর
 ওগো সখীদ্বয় । সর্বতীর্থকল এই পাইলে নিশ্চয় ॥ সর্বতীর্থ-দানফল হইল
 দোহার । সর্বতীর্থ দর্শন গঙ্গাতেই মার ॥ শিবের বচন শুনি কহে সখীগণ ।
 নিকটে প্রতীতি করি তোমার বচন ॥ প্রত্যক্ষ না হোরে যাহা তাহে সুধীগণ ।
 অগত্যক্ষে বিশ্বাস নাহি করে কদাচন ॥ বিজয়া-জয়ার বাক্য শুনিয়া রুদ্রাণী ।
 কহিলেন ধীরে ধীরে সুমধুর বাণী ॥ শুন শুন সখীদ্বয় আমার বচন । আমার
 মাফাতে কর গঙ্গার স্তবন ॥ স্তবে দ্রুত কর তাঁরে তকতির ভরে । সর্বতীর্থ-
 ভব গঙ্গা দেখিবে অচিরে ॥ লাহা মুখে আসে তাহা করি উচ্চারণ । ভক্তিভরে
 জাহ্নবীরে করহ স্তবন ॥ যাহা বলি আরাধনা করিবে দোঁহায় । গঙ্গাস্তব বলি
 তাহা রটিবে ধরায় ॥ শিবের এতক বাক্য শ্রবণ করিয়া । জয়া সহ গঙ্গাস্তব
 করিল বিজয়া ॥ ভক্তিভরে স্তব করে দুই সহচরী । নিকটে দাঁড়ায়ে দেখে
 কৈলাস ঈশ্বরী ॥

নমস্তে জননী গঙ্গে ত্রিলোকপাবনী । বিষ্ণুপাদসমুদ্ভবা দুঃখবিনাশিনী ॥
 পরম পবিত্র সেই বিষ্ণুর চরণ । লভিয়াছ তুমি মাত অখিল কারণ ॥ জীবের
 হিতার্থ তুমি ত্রিলোক মাঝারে । ত্রিপথগামিনী হলে সদয় অন্তরে ॥ নাহি
 জানি স্তব-স্তুতি করি নমস্কার । নাহি জানি জননী গো স্বরূপ তোমার ॥
 অজ্ঞান আঁধার নাশি দোঁহার অন্তরে । তোমার স্বরূপজ্ঞান দেহ রূপা করে ॥
 কিবা ব্রহ্মা কিবা বিষ্ণু কিবা পঞ্চানন । কিবা সিদ্ধ কিবা যোগী অমর মগণ ॥
 তব তত্ত্ব নাহি বুঝে মোরা যতমতি । কিরূপে করিব স্তব ওগো ভগবতী ॥
 তব আগমনে ধন্য অবনী হইল । পূণ্যবতী ধরাদেবী ভুবনে রটিল ॥ তব
 তত্ত্ব কে বুঝিবে যুটবুদ্ধি নর । অজ্ঞান আঁধারে মবে আছে নিরস্তর ॥ কিবা

মর কিবা নারী কিবা জন্তুগণ । তব সুধাঙ্গল পান করে অনুক্ষণ ॥ সতত তোমার পদে করে নমস্কার । ওপদে ভকতি মাগে জানিবে দৌহার ॥ তব ভটে নিবসতি করে যেই জন । তোমার পবিত্রনীরে দেহ বিগর্জন ॥ অপবা তোমার তীরে আনন্দ অন্তরে । তোমার পবিত্র নাম সদা গান করে ॥ ভববন্ধ মুচে তার নাহিক সংশয় । অন্তিমে তাহারে তুমি দেও পদাশ্রয় ॥ তোমা বিনা পাতকীর নাহিক উপায় । তব নামে যমদূত দূরেতে পলায় ॥ সকল দেবের দেব সেই পকানন । নিজ শিরোপরি তোমা করিয়া ধারণ ॥ আপনারে ধন্যবান করেছেন জ্ঞান । কে আছে জননী বল তোমার সমান ॥ সর্বত্র কাহারো গতি না করি দর্শন । কিন্তু তব গতিবাধা না দেখি কখন ॥ অখণ্ড গমন তব ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে । কার শক্তি আছে তব গমন নিবারে ॥ শশি সম শুভ্রবর্ণা তুমি গো জননী । চতুর্ভুজ শ্বেতবর্ণ মকরবাহিনী ॥ পদ্মাবরাতয়ত চারি ভুজে শোভে । ত্রিনয়না মনোরমা কিবা মনলোভে ॥ দেবগণে অহর্নিশ করিছে বন্দন । তব অঙ্গে শোভে মাত বিবিধ ভূষণ ॥ তুমি শান্তা তুমি শিবা করি নমস্কার । তুমি গঙ্গে তব পদে প্রণাম দৌহার ॥ কোটি চন্দ্র সম কান্তি মকরবাসিনী । তব পদে পুনঃপুনঃ নমামি নমামি ॥ অভয় কমল বর শোভিতোছে ভুজে । অমৃত-পূরিত ঘট আছা কি বিরাজে ॥ ভূষণে ভূষিতা দেবী ত্রিলোকে ধারিণী । শ্বেতাননা গৌরবস্ত্রা নূপুর-শোভিনী ॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-রাধ্যা করি নমস্কার । কলুষ-নাশিনী দেবী পাতকী-নিস্তার ॥ লোকের জননী মাত তোমারে প্রণাম । সর্বতীর্থভাবে দেবী দেহ জ্ঞানদান ॥

এইরূপে স্তব করে সখী দুই জন । অকস্মাৎ সমুজ্জ্বল নিখিল ভুবন ॥ সচকিতে চারিদিকে চাহে সখীদ্বয় । দেখে গঙ্গা দয়াময়ী হয়েছে উদয় ॥ সম্মুখে আগত দেবী মকরবাসিনী । জয়া-বিজয়ার মুখে নাহি সরে বাণী ॥ মৌনভাবে দাঁড়াইল নিষ্পন্দ হইয়া । সবনে রোমাক উঠে কাঁপিতেছে হিয়া ॥ দেখিতে দেখিতে আসে যত দেবগণ । কত সিদ্ধ কত ঋষি কে করে গণন ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ আদি করি । অঙ্গুরা আদিল কত কহিবারে নারি ॥ মহরি বাল্মীকি তথ করে আগমন । আমিও ছিলাম তথা ওহে তপোধন ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেবতা নিকর । সাজায় কুসুম দিয়া গঙ্গা-কলেবর ॥ সুগন্ধি চন্দন দেয় নানা অলঙ্কার । জাহ্নবী-অঙ্গের শোভা অতি চমৎকার ॥ দেবী-অঙ্গ হতে আসি তীর্থ বাহিরায় । নানাবর্ণ সেই তীর্থে ব্যাপিল ধরায় ॥ পূর্ণমূর্তি ধরি আর ধরি বিভূষণ । গঙ্গার শরীর হতে হয় নিঃসরণ ॥ সবার সাক্ষাতে তীর্থরাজি প্রকাশিয়া । গঙ্গারে করিল স্তব হরিষ হইয়া ॥ বিমলবদনা দেবী ত্রিলোকপাবনী । জ্যোতিরূপা তুমি মাত অমৃত-ধারিণী ॥ কোটিচন্দ্র সম কান্তি তুমি দ্রবময়ী । সুরধুনী গঙ্গে দেবী সদানন্দময়ী ॥ প্রসীদ প্রসীদ দেবী করি নমস্কার । পাপীগণে রূপা করি কারলে উদ্ধার ॥ শ্বেতরূপা তুমি দেবী

ত্বিনেত্রভূষণা । ত্রক্ষা বিকৃত শিব করে তোমার সাধনা ॥ বেণুতে ত্রক্ষাও তুমি
 পার নাশিবারে । রতন-কিরীট শোভে তব শিরোপরে ॥ কামরূপা তুমি দেবী
 কামপ্রদায়িনী । শ্যামল কুন্তল-ধরা তীর্থপ্রসবিনী ॥ তুমি দেবী শিবারাধ্যা
 শঙ্করের প্রিয়ে । বসতি তোমার দেবী শিবশালায়ে ॥ অচ্যুত চরণ হতে
 তোমার উদ্ভব । তোমা হতে গুণাময় হইতেছে ভব ॥ ত্রক্ষানন্দময়ী তুমি
 ত্রক্ষ-স্বরূপিণী । ত্রক্ষনদী সুরধুনী ত্রক্ষত্বদায়িনী ॥ ভেদশূন্যা তুমি দেবী তুমি
 ভেদকরী । দোষহীনা নিন্দাহীনা তুমি দিগম্বরী ॥ কমলা বিমলা তুমি প্রপক-
 রহিতা । তত্ত্ব-ত্রক্ষ পরাত্মিকা সকলের মাতা ॥ সঙ্কহীনা ভোগহীনা করুণা
 আধার । দীনহীনে কর তুমি সঙ্কটে নিস্তার ॥ দিগম্বরপ্রিয়া তুমি বীররূপধরা ।
 আকাশ বাসিনী দেবী মার হতে মারা ॥ স্বর্ণ মর্ত্য রসাতলে তব অবস্থান ।
 ভূগতি-হারিণী কর দুঃখে পরিত্রাণ ॥ হংস বক কারুণ্য আদি জলচর ।
 আনন্দে বিহরে তব সলিল উপর ॥ তব তটে বসি দেবগণ স্তম্ভনে । পরমাত্ম-
 মনে সিন্ধে মুদিত-নয়নে ॥ তোমার পবিত্র নাম করিলে স্মরণ । ত্রক্ষহত্যা
 আদি পাপ হই বিনাশন ॥ সুখদা মোক্ষদা তুমি বিশ্বের জননী । প্রণবস্বরূপ
 তুমি ত্রীক্ষার-রূপিণী ॥ ভীষ্মপ্রসবিনী মাত করি নমস্কার । ভগবতী তুমি দেবী
 করুণা আধার ॥ ক্ষেত্রাদি বীজরূপী তুমি চন্দ্রমুখী । তোমাতে চিত্তিয়া বোগী
 নিজস্বদে স্থখী ॥ গৃহের গৃহিণী তুমি রাজার কমলা । তব পদে মতি যেন রহে
 না অচলা ॥ সন্যাসীর মতি তুমি বোগীর বোগিনী । তুমি প্রতি তুমি স্মৃতি
 কবিত্বদায়িনী ॥ কালরূপা কপালিনী তরুণী কুমারী । অগতির গতি তুমি শঙ্কর-
 স্তম্বরী ॥ মন্দাকিনী রূপে তুমি অহ সুরপুরে । ভোগবতী রূপে রহ পাতাল
 নগরে ॥ জাহ্নবী রূপেতে মত্ত্যে করিছ বিহার । মিতারূপে পৃথ্বীকে আছ
 অনিবার ॥ ভদ্রারূপে উত্তরেতে আছ দিবানিশি । তোমার মহিমা বল কে জানে
 মহেশ্বরি ॥ দক্ষিণে অলকানন্দা রূপে শোভমান । ধরার কে আছে বল তোমার
 সমান ॥ তুমি ত্রাক্ষী তুমি শৈবী বৈষ্ণবী যুবতী । কুমারী বিকটা তুমি বনি
 সরস্বতী ॥ শ্যামবাসিনী দেবী কপালমালিনী । পদ্মনুখী ভাগীরথী কন্যা-
 বাসিনী ॥ আনরা যতক তীর্থ এ বিশ্ব মাঝারে । তোমা হতে ভক্তিরাহি নদামি
 তোমাতে ॥ তোমা প্রতি যেই জন অতি ভক্তিমান । তাহাবে করিব মোরা
 সঙ্কটেতে ত্রাণ ॥ তোমার প্রতি ভক্তিগুণ্য হয়ে যেই নর । লম্বিবে সকল তীর্থ
 দেশ-দেশান্তর ॥ তাহারে না দিব স্থান আমরা সকলে । কহিনু জননী তব
 শরণ-কমলে ॥ দেবের জননী তুমি তীর্থের জননী । লোকের জননী মাগো
 ধর্মের সাক্ষিণী ॥ তোমা হতে আমা সব জনম ধারণ । তব পদে শত শত
 করিগো বন্দন ॥ তব দরশনে ত্রক্ষপদ লাভ হয় । তব পদে নতি করি তীর্থ
 সমুদয় ॥ এইরূপে স্তব করি যত তীর্থগুণ । অবিলম্বে অন্তর্ধান হইল তখন ॥
 রত্নাঙ্গী সহিত, গঙ্গা একরূপা হৈল । বিজয়া জয়ার সহ ভাবিয়া ব্যাকুল ॥

চক্ষিতে চারিদিকে ঘন ঘন চায় । কেবল পার্শ্বভী তথা দেখিবারে পায় ॥ দেব-
গণ গ্নিগ্ন নাহি কেহ আর । সম্মুখে দাঁড়ায়ে শিবা সখী দৌহাকার ॥ বিম্ময়
মানিয়া জয়া আর সে বিজয়া । সতী সহ যায় দৌহে কৈলাসে ফিরিয়া ॥

ସର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ।

গৃহীগণের কর্তব্য, সৌভাগ্যের কারণ, তীর্থ প্রাপ্তিভাব ও
তীর্থমাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণন।

साधुसङ्गे मतिर्यथा सदा सत्तापवायनः ।

তদগ্ধে নিবসেলক্ষ্যে স রমানন্দপুলকঃ ॥

ସ୍ତୋତ୍ରଃ ସଃ ଅଥର୍ବଃ ତୃତୀୟଃ ଗନ୍ଧାର୍ବଃ ମାତମ୍ବରୀୟଃ ।

असाधनानि तीर्थानि कथयामि समावध० ॥

তদ্বিস্তোঃ পরমং পদং সত্যং পশুস্তি মুনয়ঃ ।

ସମ୍ମାନ ଗଳ୍ପା ପ୍ରଭାତି ତୃତୀୟଃ ପ୍ରଥମଂ ଗତଂ ।

জীবালি জিজ্ঞাসে ব্যাসে ওহে ভপোধন । শুনিয়া অদ্ভুত কথা কুহলী মন ॥
শুনিতে বাসনা কিন্তু পরিতৃপ্ত নয় । যত শুনি তত হৃদে অভিলাষ হয় ॥ কিরূপ
করিলে গৃহী ধর্মলাভ করে । লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয় কিসে বলহ আমরা ॥ কিরূপে
সৌভাগ্য লাভ করে জনগণ । কত তীর্থ কোথা আছে করহ ব ১ ১ ১
বচন শুনি ব্যাস মহামতি । বলিলেন শুন শুন কর অবগতি ॥ গঙ্গা-দরশন
পরে জয়া ও বিজয়া । হৈমবতী প্রতি কহে ওগো ভবজায়া ॥ তব রূপাবলে
গঙ্গা করি দরশন । সর্বতীর্থফল লাভ করিহু এখন ॥ তীর্থকৃত পুণ্যসুখ
করিহু শ্রবণ । শুনিলে দুর্গতি যাহে হয় বিমোচন ॥ অশ্বমেধযজ্ঞ-ফল যাহে
লাভ হয় । গয়াশ্রাদ্ধ-শত ফল লভয়ে নিশ্চয় ॥ তব রূপাবশে দেবি সকল
লভিহু । সর্বতীর্থস্নান-ফল আমরা পাইহু ॥ যে বাক্যে আমরা সুখ করেছি
গঙ্গায় । সুখ বলি খ্যাত হল তোমার রূপায় ॥ এখন জিজ্ঞাসি তোমা ওহে
ভবজায়া । সুচাই মনের সন্দ সব বিবরিয়া ॥ কি কাজে সংসারে নর খ্যাতি
লাভ করে । ধর্মকর্মে জন্মে মতি কিসে মান বাড়ে ॥ পরলোকে স্বর্গসুখ
কিসে লাভ হয় । প্রকাশিয়া বল দেবী হইয়া সদয় ॥ লক্ষ্মীরূপা নাহি যার
সে জন দুর্ভল । সংসার-মাঝারে রহে হইয়া অচল ॥ মনে নাহি সুখ তার সদা
ক্ষুণ্ণ মন । স্নানমুখে দিবামিশি রহে অনুক্ষণ ॥ অর্থ বিনা পদে পদে বিপদ
ঘটন । তাহার হৃদয়ে সুখ না থাকে কখন ॥ কিবা উচ্চ কিবা নীচ যেই কেন
হয় । ভাগ্য বিনা কেহ নাহি আদর করয় ॥ অর্থ বিনা গণ্য মান্য কেহ নাহি

করে । লক্ষ্মীহীনে বাঁচি বল কি ফল সংসারে ॥ কিরূপে সে লক্ষ্মীকৃপা সদা লাভ হয় । অমা দোহা পাশে বল হইয়া সদয় ॥ সংক্ষেপে তীর্থের কথা করিণু শ্রবণ । বিস্তারি শুনিতে বাঞ্ছা করিতেছে মন ॥ কোন্ তীর্থ কোথা আছে কহ কৃপা করি । কোন্ তীর্থে কিবা ফল কহ গো ঈশ্বরী ॥ এতেক গুনিয়া বাণী রুদ্রের ধরণী । কহিলেন ধীরে ধীরে সুমধুর বাণী ॥ শুন শুন যন দিয়া প্রাণ-সহচরী । একে একে বিবরিব সকল বিস্তারি ॥ বিধির সৃজিত জীব যাবত সংসারে । তাঁহার ইচ্ছায় সদা বিচরণ করে ॥ যাবত জীবের মধ্যে মানব প্রধান । চিন্তা বুদ্ধি জ্ঞানে নাহি তাহার সমান ॥ কৰ্ম্মগুণে নরজন্ম ধরে জীবগণ । ক্ষত্র বৈশ্য কেহ শূদ্র কেহ বা ব্রাহ্মণ ॥ চারি বর্ণ নর-মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান । সে হেদ সংসারে বিপ্র পায় বহুমান ॥ তপ জপ ক্রিয়া কাণ্ড ব্রাহ্মণে করিবে । শাস্ত্রমতে বেদবিধি যথা আচরিবে ॥ তিন সন্ধ্যা সন্ধ্যাবিধি করিবে ব্রাহ্মণ । ধর্ম্মশাস্ত্র ভক্তিভরে করিবে পঠন ॥ করিবেন বেদপাঠ পড়িবে পুরাণ । করিবেক যথাবিধি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ॥ লোভ ছাড়ি করিবেক ধর্ম্মের রক্ষণ । সুকীর্ষি লভিতে বিপ্র করিবে যতন ॥ অপবাদে ভয় যার সদত অন্তর । লোভ নাহি করে যেই পরদ্রব্যোপর ॥ পরস্বখে হিংসা নাহি করে যেই জন । ভক্তিভরে ধর্ম্মকথা করয়ে শ্রবণ ॥ ধর্ম্ম বিনা অন্যে কছু মন নাহি দেয় । গুরুদত্ত মন্ত্রণন ভক্তি করি নেয় ॥ সদা বিকৃপদে রাখে অটলা ভক্তি । তাহারে ব্রাহ্মণ বলি কর অবগতি ॥ তাঁহার তেজেতে কাঁপে কিবা দেব নর । সত্য বিভ্রমণে শোভে তাঁহার অন্তর ॥ অগ্নির দাহিকাশক্তি তাহারে হেরিয়ে । ভীত হয়ে দূরে যায় মদনে পলায়ে ॥ ব্রহ্মতেজ তাঁর কাছে নিস্তেজ সমান । তাঁহাকে প্রকৃত বলি ধর্ম্ম নিষ্ঠাবান ॥ বেদময় তাঁর বাক্য জানিবে নিশ্চয় । সর্বভূতে তাঁর জ্ঞান সমভাবে রয় ॥ এরূপ বিপ্রেস মান্য জগতে বিদিত । তাঁর সম প্রভাবান নাহিক নিশ্চিত ॥ যথার্থ ক্ষত্রিয় যেই ধরণী ভিতর । শাস্ত্রমত গুণবান হবে সেই নর ॥ দাতা নাহি রবে কেহ তাহার সমান । ধর্ম্মগুণে বিভূষিত সেই যতিমান ॥ সমরে সুদক্ষ হবে সেই মহাজন । না করিবে দুর্ব্বলেসে অস্ত্র নিক্ষেপণ ॥ প্রাণান্তে কখন নাহি রণে ভঙ্গ দিবে । সমরে মরিলে তবু দিব্য গতি পাবে ॥ ভয়ান্তে আশ্রিতে নাহি মারিবে কখন । ক্ষত্রিয় নামের যোগ্য হয় সেই জন ॥ ইহকালে সুখে থাকি সেই মহামতি । পরকালে নিবাধামে হয় তার গতি ॥ বৈশ্যের লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ । সরল-স্বভাব শান্ত হবে হিরমণ ॥ অতিথি অর্জনা বৈশ্য সদত করিবে । একান্ত অন্তরে মিথ্যা বচন ত্যজিবে ॥ করিবে ভক্তিভরে ঈশ্বর চিন্তন । গোসেবা করিবে হয়ে ঐকান্তিক মন ॥ সর্বজীবে আত্মভাব সদত দেখিবে ॥ দ্বেষ্ট হিংসা হুণা হৃদে কছু না রাখিবে ॥ অতিথি-আলয় আর দেবতা-মন্দির । সাধ্যমতে করিবেক বৈশ্য মহাধীর ॥ তীর্থস্থানে সাধ্যমতে দিবে অর্থদান । যথার্থ বৈশ্যের

চিহ্ন এই ত ধীমান ॥ সেই বৈশ্য ধরাণামে বড়কীর্তি পায় । পরকালে দিবারণে
 সুরপুরে যায় ॥ শূদ্রের উচিত কাজ পূজিবে ব্রাহ্মণে । রাখিবেক সদা মতি
 বিপ্রে'র চরণে ॥ ভৃত্যসম আজ্ঞাধীন রবে চিরদিন । পালিবে বিপ্রে'র আজ্ঞা
 শূদ্র অনুদিন ॥ শূদ্রের দেবতা বিপ্র শাস্ত্রের বচন । বিপ্র ভূটে চরিতার্থ শূদ্রের
 জীবন ॥ বিপ্র ভূটে ধর্মলাভ করে শূদ্রগণ । সঙ্কটে তারণকর্তা বিপ্র মহাজন ॥
 শূদ্র হষে বেদমন্ত্র কভু না পড়িবে । কভু নাহি ভ্রমবশে তপ আচরিবে ॥ এই
 সবে অধিকারী নহে শূদ্রগণ । বিপ্র সহবাসে হয় জ্ঞান উপার্জন ॥ বিপ্রে'র
 রূপার সেই দিবাগতি পায় । অন্তিমে সে জ্ঞানবলে সুরপুরে যায় ॥ দেবতা ব্রাহ্মণে
 ভক্তি যেই নারী করে । বার ত্রত উপবাসে সদা কাল হরে ॥ সেই নারী ইহ-
 লোকে সুখলাভ করি । চরণে বিনামে চড়ি যায় সুরপুরী ॥ বিধবা হইয়া যেই
 সুখ আশা করে । হিংসা বেব সদা রহে বাহার অন্তরে ॥ রাক্ষসী সমান হাত
 নাড়ি কথা কর । ধরণী সরার মত যার জ্ঞান হয় ॥ পদভরে শব্দহয় ধরণী উপরে ।
 অন্তর মদত পূর্ণ গর্দ-অহঙ্কারে ॥ কপটে মুখেতে করে অমৃত বর্ষণ । তাদৃশা রমণী
 থাকে বাহার ভবন ॥ সপ্ত উল্ল সপ্ত পর পুরুষ তাহার । বিসম যাতনা পায়
 নরক মাঝার ॥ তাহার পাপেতে পতি পুণ্যবান হয়ে । দারুণ যাতনা পায়
 পড়িয়া নিরয়ে ॥ পত্নী-দোষে নরকেতে হয় নিমগন । আপনার পুণ্যরাশি করে
 বিসর্জন ॥ সেই নারী পতিব্রতা পতি-পরায়ণা । সদা ভক্তি করি করে পতির
 অর্চনা ॥ পতি গুরু পতি ধ্যান পতিমাত্র মার । স্বামীর চরণে মতি রাখে
 অনিবার ॥ পতিরে যদ্যপি হেরে মলিন বদন । অন্তর বিনীর্ণ হয় পুড় যায় মন ॥
 পতির সহানু মুখ নয়নে হেরিলে । অন্তর ভাসয়ে যার আনন্দমণ্ডলে ॥ পতি
 যদি করে কভু বিদেশে গমন । অহর্নিশি যেই নারী বিষণ্ণ বদন ॥ কভু নাহি
 মন্দবাক্য বাহার বদনে । অদন্তোদ মন্দভাব নাহি যার মনে ॥ একমাত্র পতি
 যার অঙ্গের ভূষণ । পতি বিনা নাহি চাহে অন্য কিছু ধন ॥ কিমে পাবে
 ভাবে সদা পতির আদর । শশুর শাশুড়ীপরে ভকতি অন্তর ॥ পুত্র সম দেব-
 রেয়ে করয়ে পালন । যার ব্যবহারে সদা খুশী সর্বজন ॥ বিধবা হইয়া যেই
 নিরামিব খায় । যামিনী যাপন করে কুণের শয়ান ॥ আহারে বিহারে কভু
 না রহে বাসনা । একান্ত অন্তরে করে পতির ভাবনা ॥ কবরী বন্ধন নাহি
 করে কোন কালে । মদত হৃদয় ভাসে বিবাদ-মণ্ডলে ॥ সকল বিলাস ভোগে
 করি বিসর্জন । নির্জ্ঞানে মদত করে সময় যাপন ॥ যে শয্যা উপরে পতি করিত
 শয়ন । প্রদক্ষিণ করে যেই অকপট মন ॥ অহর্নিশি ঈশ্বরের নাম জপ করে ।
 আজীবন বাস করে পিতার আগারে ॥ কভু নাহি যার যেই অপর আশয়
 উৎসবে কদাচ নাহি আনন্দ উদয় ॥ বিশুদ্ধ বসন সদা করে পরিধান । সদা
 কাল করে যেই ধর্ম অনুষ্ঠান ॥ তাদৃশ বিধবা নারী অতি পুণ্যবতী । তার যশে
 প্রাপ্তির সমাগরা ক্ষিতি ॥ পরকালে ধর্মবাস তাহার নিশ্চয় । পিতৃ-মাতৃকু

তার পায় অন্ধানয় ॥ যেই বংশে সেই নারী ধরেছে জনম । সে বংশ পরম
পুণ্য করে উপার্জন । রমণী সংসারে মার শাস্ত্রের বিচার । কল্যাণকারিণী
নারী জগতে প্রচার ॥ গৃহিণী বিহনে কভু গৃহী নাহি হয় । আদরের বস্তু
নারী শাস্ত্রে হেন কয় ॥ চিরকাল পরাধীন রমণীর জাতি । একেই আশ্রয়
করি করে অবস্থিতি ॥ বাল্যকালে থাকে নারী পিতার আশ্রয়ে । ক্রীড়ায়
কৌতুকে হরে আনন্দ স্বদয়ে ॥ যথাকালে পতিকরে করিয়া অর্পণ । শান্তিলাভ
করে পিতা শাস্ত্রের বচন ॥ বিবাহ অবদি পতি সকলের মার । পতি গতি
পতি মুক্তি শাস্ত্রের বিচার ॥ তরুর আশ্রয়ে থাকে লতিকা যেমন । পতি তরু
ধরি রহে রমণী তেমন ॥ রুদ্ধকালে পুত্রবশ নারীজাতি হয় । রমণীর স্বাধী-
নতা কভু নাহি রয় ॥ পরের গৃহেতে নারী কভু না রাখিবে । রাখিলে আপন
দোষে অনর্থ বাধিবে ॥ যতনে রূপ ধন সদা যতন করিয়া । ছায়া সম নিজপাশে
দিবেক রাখিয়া ॥ পিঞ্জরের পক্ষী যদি দ্বার খোলা পায় । অমনি কোথায়
উড়ি তখনি পলায় ॥ নারী জাতি সেইরূপ করিয়া বিচার । যতনে রাখিবে
সদা ছায়া আগার ॥ লজ্জারূপ আবরণে ঢাকা নারীজাতি । আবরণ বিনা
কভু না করিবে ত্রিতি ॥ একমাত্র পতিভক্তি রমণীর মার । তার কাছে নহে
কিছু তীর্থ ত্রৈলোক্য ॥ পতি যদি ভুলে রহে পত্নীর উপর । পদে পদে সুমঙ্গল
ভার সহচর ॥ সংসার-সাগরে নারী সুখের তরণী । ছায়ারূপে সমাগত মানব
অবনী ॥ দয়া শান্তি ক্ষমা আদি যত গুণ আছে । সকলি বিরাজে নারী-স্বদয়ের
মাঝে ॥ এত গুণ ধরে তবু রমণীর পাশে । সর্বনাশ ঘটে গুপ্ত কথার প্রকাশে ॥
গুপ্তকথা নারীপাশে করিবে গোপন । নারীর বুদ্ধির বশ না হবে কখন ॥ নারী
পরে যদি করে অধিক বিশ্বাস । পরিণামে সেই জনে ঘটে সর্বনাশ ॥ যেই
নারী ক্রতপদে করয়ে গমন । পদভরে বসুমতী কাঁপে ঘনে ঘন ॥ উচ্চভাষে
কহে কথা করিয়া চীৎকার । হাসিয়া চলিয়া পড়া স্বভাব সাহার ॥ উৎসবের
নাম শুনি অমনি দৌড়ায় । তানাসা দেখিতে যথা ইচ্ছা তথা যায় ॥ অন্যেরে
বিবরণ দেখি আনন্দিত মন । শুনিতে পরের গুহ আকুল শ্রবণ ॥ পতিরে
ছাড়িয়া থাকি অন্যের আগার । পরিচর্যা করি তথা আনন্দ অপার ॥ ঈদৃশ
রমণীজনে যে করে আদর । মনস্তাপে দগ্ধ হয় তাহার অন্তর ॥ তাহার সংসারে
সুখ কভু নাহি রয় । পদে পদে বিষ তার অবশ্যই হয় ॥ নীচের সহিত বাস
কভু না করিবে । সংসর্গ-দোষেতে নারী মলিন হইবে ॥ যেই নারী উচ্চবংশে
ধরেছে জনম । সাহার পবিত্র গুণ বিদিত ভুবন ॥ সে যদি কদাপি করে নীচ-
সহবাস । বুদ্ধি নষ্ট ধর্ম নষ্ট ঘটে সর্বনাশ ॥ বেশ্যারে কদাপি নাহি বিশ্বাস
করিবে । বিশ্বাস করিলে পরে প্রমাদ ঘটিবে ॥ ধর্মের বিদ্রোহী যেই নাস্তিক
যে জন । মুক্তিপথ যেই নাহি করয়ে চিন্তন ॥ বেদাচারে নিন্দা করে যেই মূঢ়-
মতি । সর্বধর্ম-বিবর্জিত সাহাদের মতি ॥ তাহাদের সঙ্গে বাস কভু না

করিবে । আলাপেতে ধৰ্ম্মনষ্ট নিশ্চয় হইবে ॥ চণ্ডাল হইয়া হয় ধৰ্ম্মপরাণ ।
 ঈশ্বর-চরণে সদা রাখে যদি মন ॥ দেব হিংসা কভু যদি না থাকে অন্তরে ।
 পূজ্য বলি সেই জন খ্যাত চরাচরে ॥ শুদ্ধভাবে জগদীশে যে করে চিন্তন ।
 ধৰ্ম্ম প্রতি ভক্তি রাখে সেই অনুক্ষণ ॥ সমভাবে সৰ্ব্বজীবে সদা রাখে দয়া ।
 অহঙ্কারে মত্ত নাহি হয় যার হিয়া ॥ হিংসা দ্বেষ কভু নাহি যাহার অন্তরে ।
 সদা সত্য ধনে সেই রাখে সমাদরে ॥ সাধু-সঙ্গ লভিবারে যাহার যতন ।
 লক্ষ্মীর কুপার পাত্র হয় সেই জন ॥ রম্য করুণা হয় যাহার উপরে । সদা-
 কাল নারায়ণ রহে তার ঘরে ॥ পিতৃ-মাতৃপদে ভক্তি করে সেই জন ।
 আত্মীয় স্বজনে করে মিলে সজ্জাষণ ॥ ভ্রাতার মদ্রুণা লয়ে করে সব কাজ ।
 সৌভাগ্য অতুল তার হয় ধরামাঝ ॥ কমলা তাহারে দয়া করে নিরন্তর । সে-
 জন সুজন বলি খ্যাত চরাচর ॥ যে গৃহে রমণীগণ পতি-অনুগামী । পতি প্রতি
 নাহি শ্বশুর কভু কটু বাণী ॥ পতি প্রতি কোপনুষ্টি কভু নাহি করে । কমলা
 অচলা মা রহে সেই ঘরে ॥ সেই গৃহে নারীজাতি নিজ কলেবর । মপেছে
 পতির পদমূল উপর ॥ পতির অবাধ্য কভু কোনকালে নয় । কমলা অচলা
 তথা অবশ্যই হয় ॥ গোলোক সমান হয় সে গৃহীর ঘর । শোক তাপ কভু তথা
 না হয় গোচর ॥ মিথ্যা বাক্য সেই জন কভু নাহি বলে । সাফ্য নাহি দেয়
 সেই বিচারের কালে ॥ রম্য কুপার পাত্র সেই জন হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা
 কভু মিথ্যা নয় ॥ পিতৃশ্রদ্ধ দৈবকর্ম্ম করে সেই জন । ধৰ্ম্মকর্ম্মে মতি সদা
 রাখে অনুক্ষণ ॥ সাধু সহবাস হেতু অয়েবণ করে । সৌভাগ্য অতুল হয় তাহার
 আগারে ॥ দাঁন করি অহঙ্কার না করে যে জন । অর্ধগণে বাক্যসুধা করে
 বরিষণ ॥ তাহার আগারে লক্ষ্মী সদা বাস করে । সুবশ তাহার দোষে অবনী-
 মাঝে ॥ সমরে বীরত্ব করি সেই নরবর । মদ্যপে কভু নহে উন্নত অন্তর ॥
 পিরমুখে আত্মগুণ শনিবার তরে । উৎকণ্ঠা নাহিক হয় যাহার অন্তরে ॥ রূপ-
 বতী পরনারী করিয়া দর্শন । কামেতে আকুল নাহি হয় সেই জন । জননী
 সমান জ্ঞান পরনারী করে । ভক্তি শ্রদ্ধা আছে সদা যাহার অন্তরে ॥ সেই
 জন বাপী কুপ করিয়া খনন । তৃষ্ণাতুরে জলরাশি করে বিজ্ঞপণ ॥ বিপ্রকরে
 সমাদরে ভূমি দান করে । স্নান করি ভ্রমে সেই তীর্থ-তীর্থান্তরে ॥ নাশিতে
 দীনের দুঃখ যাহার মনন । যার মন নহে কভু পাপেতে মগ্ন ॥ সেই জনে
 রম্যদেবী করে কৃপা দান । ধরায় নাহিক তার সম পুণ্যবান ॥ পতির কুকাজ
 হেরি আপন নয়নে । যে রমণী সন্তাপিত হয় মনে মনে ॥ পতি প্রতি ভক্তি
 নাহি সেই নারী করে । সেই নারী বাস করে যাহার আগারে ॥ কমলা তাহারে
 ছাড়ি যথা ইচ্ছা যায় । সেই গৃহী পদে পদে বহুবিধ পায় ॥ আপন ভাষ্যারে
 ত্যজি সেই অভাজন । পরনারী প্রেমবশে থাকে অনুক্ষণ ॥ কুলটা লইয়া করে
 দিবস যাপন । পরনারী প্রেমসুধা পীয়ে কল্মক্ষণ ॥ তাহার সৌভাগ্য নাহি

কোন দিন হয় । পদে পদে তার ভাগ্যে দুরদৃষ্টোদয় ॥ পরার্থে প্রদত্ত ধন যে করে হরণ । পরশুখে ক্লিষ্ট হয় যেই অভাজন ॥ ভোজন সময়ে বিপ্রে উঠাইয়া দেয় । পথিকের ধন হরি যেই জন লয় ॥ কুকথার নিরন্তর রত যেই জন । পর-স্তুী মোহবশে করয়ে হরণ ॥ যে জন গচ্ছিত ধন অপহরি লয় । কমলা তাহারে ছাড়ে জানিবে নিশ্চয় ॥ যেই দুষ্ঠ ক্রাড়ি লয় পরের গরাস । যে জন অপরে করে সমূল নিরাশ ॥ পরদ্রব্য আত্মসাৎ করে যেই জন । প্রাপ্য অর্থ দিতে লোকে করয়ে পীড়ন ॥ একজনে দান দিতে দেখি ছেবে মরে । দাতা-জনে দান দিতে নিবারণ করে ॥ কমলা সরোবে চান তাহার উপর । দেহকষ্ট মনঃকষ্ট পায় নিরন্তর ॥ কন্যাধনে যেই জন ধনবান হয় । তার ভাগ্যে কভু নাহি হয় সুখোদয় ॥ অন্ত্রিমে সে জন যায় নরক মাঝারে । শাস্ত্রের লিখন ইহা খ্যাত চরাচরে ॥ কন্যা বিক্রী করি অর্থ লয় যেই জন । পুত্রে পোষাপুত্র দেয় যেই অভাজন ॥ কমলা তাহারে ছাড়ে জানিবে নিশ্চয় । তাহার সুখশ ভ্রমে কভু নাহি হয় ॥ প্রণাম না করে যেই গুরুজনে হেরি । মিষ্টভাষ নাহি করে আত্ম-সেবনেহারি ॥ সম্পত্তি যদ্যপি তার হয় দরশন । ভূর্তাগ্যের হেতু হয় সেই সব ধন ॥ সে ধনে বিপদ তার পদে পদে হয় । অন্ত্রিমে তাহার গতি দুর্জয় নিরয় ॥

অতঃপর হৈমবতী সহচরীদ্বয়ে । কহিলেন সযোধিয়া আনন্দ-স্বদয়ে ॥ এতদ তীর্থের কণা করহ অবণ । গঙ্গাতীর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ করেছি বর্ণন ॥ বুধগণ যেই পদ সদা হেরে ধানেন । উদ্ভব জাকবী দেবী সে বিষ্ণু-চরণে ॥ এই হেতু গঙ্গাতীর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ হয় । গঙ্গাস্নানে সর্বতীর্থ-ফল যে নিশ্চয় ॥ গ্রন্থাদি লোকেতে গঙ্গা-মন্দিরক-স্থল । নবমংখ্য বলি খ্যাত আছে চরাচর ॥ বিরাজে পবন-পথে সেই তীর্থগণ । মহাবেগে গঙ্গা তথা হতেছে বহন ॥ সিদ্ধ সাধ্য দেবহিরা আনন্দিত মনে । যাতায়াতে স্নান করে তবে সেই স্থানে ॥ সুমেরু-শিখরে তীর্থ অতি মনোহর । ধারাপাত নামে উহা খ্যাত চরাচর ॥ তথায় জাকবী উর্দ্ধলোক ভেদ করি । কলকল মহানাদে পড়িছে দীপ্তরী ॥ সেই স্থানে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া । চারিদিকে যান দেবী পবিত্র করিয়া ॥ বঙ্কু-ভদ্র পশ্চিমেতে পূর্বে মীতালক । উত্তরেতে ভদ্রোত্তর দক্ষিণে নন্দক ॥ চারি-দিকে চারি নাম করেন ধারণ । চারিভাগে নাম চারি করহ অবণ ॥ সুমেরুর নীচে নীচে যথা অষ্ট গিরি । তথায় ষোড়শ তীর্থ স্থান সহচরী ॥ বিস্তারি তাহার নাম শুন দিয়া মন । শুনিলে সাধক হয় জীবের জীবন ॥ গঙ্গামাদনক গিরি পূর্বে শোভা পায় । পরপাত পূর্বপাত বিরাজে তথায় ॥ এই তীর্থদ্বয়ে স্নান করে যেই জন । পাতক তাহার দেহে না থাকে কখন ॥ পশ্চিম পর্বতে আছে মহা তীর্থদ্বয় । শঙ্করী ও বিলসন্তী নাম-পরিচয় ॥ পূণ্যপ্রভা প্রকাশাকী গোমতী গৌতমী । মালকর্ণা মালমোতা এই ছয় গনি ॥ ইহারা উত্তরদিকে

শোভে অনুক্ষণ । মহাতীর্থ এই সব বিদিত ভুবন ॥ মালদর্শা মহাবেগা
 অবনী আদি গণি । শিবেশ্বরী শঙ্কমুখী ও ব্রহ্মবেগিনী ॥ এই ছয় তীর্থ
 শোভে দক্ষিণ পর্কতে । পরম পবিত্র স্থান খ্যাত পৃথিবীতে ॥ পশ্চিম উত্তর
 পূর্ব পর্কতের মাঝে । মহাকল তিন তীর্থ তথায় বিরাজে ॥ শঙ্কপাত নাম
 সেই তীর্থের বাধান । কহিলাম শাক্তকণা তোমাদের স্থান ॥ হিমালয় মহা-
 গিরি নিত্যে তাহার । শিবশ্রোত নামে তীর্থ পুণ্যের আধার ॥ গঙ্গাদ্বার চতুঃ-
 সংখ্য ভুবনীয়গুণ । ভদ্রাশ্বে ভারতে আর কুরু কেতুমালে ॥ ব্রহ্মদ্বার শিব-
 দ্বার তেজোদ্বার আর । চতুর্থ পরমপুণ্য নাম হরিদ্বার ॥ নপ্তশ্রোত নামে তীর্থ
 হরিদ্বার পাশে । নপ্তদি মণ্ডল যথা নিরন্তর বসে ॥ স্বর্ণদী নপ্তদাক্রূপে তথায়
 বহিছে । পরম পবিত্র স্থান বিশ্বসৃষ্টি মাঝে ॥ কেতুমালে শিবানদী হয়েছে
 মিলিত । তথায় গোকল তীর্থ ভুবনে বিদিত ॥ গোমতী সহিত আর ভানুমতী
 মনে । মিলিছে জাকবী দেবী কুচ পুণ্ড্রানে ॥ সোমতীর্থ হয় তথা যথা
 পুণ্ড্রাদয় । তথায় করিলে স্নান বহু পুণ্য হয় ॥ তথায় মিলিয়া পুনঃ জাকবী
 সুন্দরী । পুনশ্চ বিভিন্নভাবে বহে সুরেশ্বরী ॥ সোমদান তীর্থ সেই কহি তব
 স্থান । নিরন্তর ব্যর তথা যারা পুণ্যবান ॥ ভদ্রাশ্বে বৈকবী আর নামেতে
 মাকরী । নদীদ্বয় সহ মিলে জাকবী সুন্দরী ॥ সঙ্গম স্থানেতে তীর্থ নামেতে
 মাকল । বিচ্ছেদ স্থানেতে তীর্থ নামেতে দেবল ॥ মাদ্রসঙ্গম তীর্থ ভুবনে
 বিদিত । তথায় গমনে পুণ্য লভয়ে নিশ্চিত ॥ যেখানে যেখানে তীর্থ বিরাজে
 ভারতে । গঙ্গার সংযোগ আছে তাহাতে তাহাতে ॥ জমু তীর্থ মহাতীর্থ
 মহা ফলদয় । জাকবী বিরাজে তথা সতত নিশ্চয় ॥ প্রয়াগ নামেতে তীর্থ
 ভারত মাঝারে । অক্ষয় নামেতে বট কিবা শোভা ধরে ॥ যমুনা ও সরস্বতী
 এই তীর্থদ্বয় । মিলিয়াছে গঙ্গা সহ জানিবে নিশ্চয় ॥ তথায় গমন করি যাই
 সাধুজন । স্নান দান করে আর মন্ত্রক মুণ্ডন ॥ পিতৃকুল পায় তার অতিরে
 নুকতি । সে জন পরমে করে সুরপুর গতি ॥ স্নেহুও বদ্যপি করে মন্ত্রক
 মুণ্ডন । তথাপি নুকতি লভে শাস্ত্রের বচন ॥ বসন্তক নামে তীর্থ ভুবন
 ভিতর । বিরাজে বাসন্তীদেবী তথা নিরন্তর ॥ বারানসী মহাতীর্থ অতি পুণ্য-
 স্থান । যাহার সমান তীর্থ নাহি বিদ্যমান ॥ শিবের নগরী সেই সাধুর
 নিবাস । যাহার মহিমা আছে ধরায় প্রকাশ ॥ উত্তর-বার্হিনী গঙ্গা সতত
 তথায় । মরণ দুর্লভ তথা বিদিত ধরায় ॥ কিবা জলে কিবা স্থলে তথায়
 মরিলে । ভবধামে জন্ম নাহি হয় কোন কালে ॥ স্বর্ধুনী মণিকনিকা বিরাজে
 তথায় । মুক্তিকল দেন দেবী জীবেরে যথায় ॥ কত শত শিবলিঙ্গ বারানসী-
 পুরে । কাহার শক্তি আছে গণিবারে পারে ॥ ভিন্ন ভিন্ন নামে সব তীর্থ
 বলি খ্যাত । মৎস্যপুরাণেতে আছে সকলি বর্ণিত ॥ পদ্মাবতী সমাগম হয়েছে
 যথায় । পরম পবিত্র তীর্থ জানিবে তথাক্কা ॥ ত্রিবেণী পরম তীর্থ জানে সর্ব-

জন । তথা স্নানে মহাপুণ্য হয় উপার্জন ॥ সহস্র পারায় গঙ্গা কলকল
রবে । বেগবতী মহাবেগে পড়িছে অর্ণবে ॥ মহাপুণ্য তীর্থ সেই শাস্ত্রের বচন ।
মহাকল পায় তথা গেলে সাধুজন ॥ তথায় শূন্যেতে থাকি অথবা বেড়ালে ।
দেহত্যাগ করে কিম্বা থাকিয়া সলিলে ॥ মুকতিসে জন লভে জানিবে নিশ্চয় ।
বাঞ্ছা পূর্ণ হবে তার নাহিক সংশয় ॥ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবালয় দ্বিজ-নিকেতন ।
তীর্থ বলি গণ্য হয় শাস্ত্রের বচন ॥ বিশেষত দেবপীঠ যথা যথা আছে ।
তাহাও পরম তীর্থ বলি সবা কাছে ॥ এত বলি শিবা সতী মধুরবচনে । কহি-
লেন সখীদ্বয়ে ওগো বরাননে ॥ গঙ্গাতে যাবত তীর্থ আছে বিরাজিত ।
কহিনু দৌহার পাশে হইলে বিদিত ॥ ধরাতলে অন্য তীর্থ যাহা যাহা
আছে । মন দিয়া শুন তাহা বলি দৌহা কাছে ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

ত্র্যঙ্গণ-মাহাত্ম্য ও তুলসী উপাখ্যান ।

নিবগন্তি ত্রিঙ্গা যত্র তীর্থস্তত্র ক্ষিত্তিমণ্ডলে ।
যস্যাং তি চরণৌ তীর্থঃ সৰ্ব্বতীর্থদমাশ্রমৌ ॥
তুলসীমূলমাবভা যাবদ্বস্তাস্ত্র যোঃশ ।
দেশদিক্ মিত্তীর্থং তদেন স্তরবন্দিনঃ ।
যত্র চ ত্রীকলত্রকঃ সোপি দেশঃ স্ততীর্থকঃ ।
তুলসীবৎ সমাখ্যাতঃ পুঙ্খমানলকং তথা ॥

পার্বতী মহোষি কহে জরে গোঁ বিজয়ে । দ্বিজগণ থাকে যথা আনন্দ-
জদয়ে ॥ সেই স্থান তীর্থ বলি গণনীর হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা
নয় ॥ বিপ্রের চরণ হয় তীর্থের সমান । সৰ্ব্ব তীর্থ বিপ্রপদে করে অধিষ্ঠান ॥
বিপ্রের চরণে মতি অচলা রাখিলে । অবহেলে বায় সেই ভবপারে চলে ॥
ভবার্ণবে কর্ণধার বিপ্রের চরণ । বিপ্রের চরণ বাঞ্ছা করে দেবগণ ॥ বিপ্রের
সন্তোষে ভুক্তি দেবগণ পায় । বিপ্র রক্ষিতে পদে পদে বিপদ ঘটায় ॥ দুর্ভাগ্য-
বশেতে বিপ্র যদি রুগ্ন হয় । গোলোকবিহারী তারে না হন সদয় ॥ তার প্রতি
লক্ষ্মীদৃষ্টি কভু নাহি রহে । সেজন দারিদ্র্যাগুণে দিবানিশি দহে ॥ এ হেতু
বিপ্রের পদ করিবে পূজন । ভক্তিভরে প্রণমিবে করিলে দর্শন ॥ শুন শুন
মন দিয়া সহচরীদ্বয় । পদ্মবন মহাতীর্থ শাস্ত্রে হেন কয় ॥ পরম পবিত্র তীর্থ
তুলসীকানন । তুলসীকাননে সদা রহে জনাঙ্গন ॥ তুলসীপাদপ যথা আছে

শোভমান । মূল হতে ষোল হাত করিয়া প্রমাণ ॥ দশদিকে এইরূপ করিয়া
নিৰ্ণয় । তার মধ্যে নিরূপিত সেই স্থান হয় ॥ মহাতীর্থ বলি তাহা শাস্ত্রের
বিচার । সুরগণ পূজে তাহা কি বলিব আর ॥ পবিত্র ত্রীকল তরু যথায়
বিরাজে । সে স্থান পরম তীর্থ সংসারের মাঝে ॥ তুলসী সমান তীর্থ জামলক
হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥

সখীদ্বয় জিহ্মাসিল ওগো মহেশানি । শুনিতেছি তব মুখে সুধাসম
বাণী ॥ তুলসী ত্রীকল এই দুই তরুবর । ইহাদের জন্মকথা করহ গোচর ॥
তুলসী-মাহাত্ম্য আর তত্ত্বনিরূপণ । ত্রীকল-গৌরব তার স্বরূপ কথন । রূপা
করি এই সব কহ গো বিস্তারি । শুনিতে বাসনা বড় ওগো সুরেশ্বর । সখীদ্বয়-
বাক্য শুনিবিশ্বের জননী । কহিলেন ধীরে ধীরে স্তম্ভুর বাণী ॥ শুনহ অপূৰ্ব
কথা জন্মে গো বিজয়ে । পুরাকালে কৈলাসেতে শিবের আশ্রয়ে ॥ ধৰ্ম্মদেব
নামে বিপ্র ছিল একজন । সুনীল মজ্জন অতি বিষ্ণুপরায়ণ ॥ সতত ধৰ্ম্মেতে
মতি আছিল তাহার । চিন্তিত হরিব্রু পদ স্তবে অনিবার ॥ রুদ্রা নামে ছিল
তার রূপসী পতিনী । পতিপরায়ণা সাদ্বী ধৰ্ম্ম-আচরিনি ॥ পতি-অনুগতা
হয়ে সতত থাকিত । পতিসুখে সুখী দুঃখে দুঃখিতা হইত ॥ সতত করিত রুদ্রা
পতির পূজন । পতির আদেশ নাহি করিত লঙ্ঘন ॥ করিত দেবতা-পূজা
পতি-আজ্ঞা ধরি । ভাবিত পতির পদ দিবা বিভাবরী ॥ সহাস্রবদনী সতী
সদা তপস্বিনী । সুলক্ষণা মবিনয়া বিপ্রের গৃহিণী ॥ সৰ্বদা সকলে তাঁরে
সন্মান করিত । কৈলাসে পরম সুখে দম্পতী থাকিত ॥ রুদ্রার শরীরে ছিল
সৰ্ব্ব সুলক্ষণ । সন্মান করিত তাঁরে কৈলাসের জন ॥ ধৰ্ম্মদেব সদা ছিল ধৰ্ম্ম-
কর্মে মতি । সতত ক্রমের শ্রুতি করিত ভক্তি ॥ সতত ক্রমের গুণ করিয়া
গায়ন । ঋগিগণ-কাছে সদা করিত ভ্রমণ ॥ সহাস্রবদনে বিপ্র সৰ্বদা থাকিত ।
ভক্তিভরে ধর্মোপরে অন্তর রাখিত ॥ পরম সুরূপ বিপ্র ধর্মপরায়ণ । সঙ্গীত-
বিদ্যাতে পটু ছিল বিলক্ষণ ॥ সাধুগণ সদা মান্য করিত তাহার । ভ্রমিত
সঙ্গীত করি যথায় তথায় ॥ ভক্তিভরে বিষ্ণুগুণ করিত বর্ণন । সকলের চিত্ত
তাঁহে হত বিমোহন ॥ একদিন ধর্মদেব ভ্রমিতে ভ্রমিতে । উপনীত হন আমি
বিপ্রের সভাতে ॥ মনসুখে কৃষ্ণগুণ করিয়া বর্ণন । সুস্বরে সঙ্গীত করে সেই
মহাজন ॥ তাঁর মুখে কৃষ্ণগুণ শুনিয়া সকলে । আনন্দ-নীরেতে তাসে অতি
কুতূহলে ॥ কৃষ্ণগুণ ভক্তিভরে করিয়া বর্ণন । বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি ব্রাহ্মণের মন ॥
দেখিতে দেখিতে বেলা হল অতিশয় । ভোজনের যথাকাল সমীপে হয় ॥ এ
দিকে বিপ্রের পত্নী রুদ্রা রূপবতী । বিধানে অর্চনা করে আগত অতিথি ॥
অতিথি আসিয়াছিল গৃহেতে তাঁহার । উচিত বিধানে করে তাঁহার সৎকার ॥
ক্ষুধাতে কাতর ধনী তথাপি কি করে । পতির আগেতে কছু ভুক্তিবারে
নারে ॥ কৈলাস-শিখরে ছিল ঐ প্রতিবাসী । ইচ্ছাবশে ভ্রমিবারে লাগিল

রূপসী ॥ অকস্মাৎ ধর্মদেব ধর্মপরায়ণ । বিপ্রসভা হতে আসে আপন ভবন ॥
 দূর হতে পতিধনে আগত দেখিয়া । গৃহেতে আসিল রন্দা চঞ্চল হইয়া ॥ পত্নীরে
 চঞ্চলা হেরি বিপ্রেস নন্দন । রোষভরে অভিশাপ দিলেন তখন ॥ “ক্ষুধার্ত
 হইয়া নিজগৃহ তেয়াগিয়া । ভ্রমিতেছ যথা তথা দুরিরা কিরিয়া ॥ আমার
 উপরে তব নাহিক অন্তর । আমার দেবায় তব এত অনাদর ॥ গৃহেতে আসিব
 আমি নাহি ভয় মনে । চঞ্চল হইয়া ভ্রম যেখানে সেখানে ॥ এই হেতু অভিশাপ
 করিছু অর্পণ । রাক্ষসী হইয়া ভ্রুণে কর বিচরণ ॥” সুদারুণ অভিশাপে অভি-
 শপ্ত হয়ে । ভুতলে আসিল রন্দা বিষাদ-স্রদয়ে ॥ রাক্ষসী আকার ধরি বিপ্রেস
 ধরনী । বনে বনে ভ্রমে সদা থাকি একাকিনী ॥ ক্ষুধার কাতর হয়ে যারে যারে
 পায় । রোষভরে রন্দা সতী তাহারেই খায় ॥ সিংহ ব্যাঘ্র খজাী আর শশ
 আদি করি । মহিষ ঘোটক যুগ ছাগ আর করী ॥ পশু পক্ষী নর আদি যাহা
 কিছু পায় । উদর পূরণ হৈতু তখনি তা খায় ॥ কিন্তু দেখ কিবাশচর্য্য দৈবের
 ঘটন । রাক্ষসী হাষেও আছে ধর্ম প্রতি মন ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আর গোধন
 হরিলে । কভু নাহি খায় রন্দা ক্ষুধায় মরিলে ॥ এই তিন ছাড়া আর যাহা
 কিছু পায় । ভক্ষণ করিয়া তাহা ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ ক্রমে ক্রমে বহু জীব করিল
 নাহার । ধরাতলে হৈল বহু অস্তি স্তূপাকার ॥ জীবজন্তু কিছু আর ক্রমে নাহি
 মিলে । ভটপট করে রন্দা সুধার অনশে ॥ তিনদিন নিরাহারে করি অবস্থান ।
 কেন্দ্রায় গিরিতে রন্দা করিল পয়ান ॥ তথা গিয়া চিন্তা করে কি করিব হায় ।
 নথায় স্থলিছে হৃদি প্রাণ বাহিরায় ॥ যাহারা হেথায় বাস করে নিরন্তর । সক
 লেই শিবভক্ত বিপ্র কলেবর ॥ কাহারে ভৈষণ দন্তে করিব প্রহার । কেহ
 নাহি কবলিত হইতে আমার ॥ শিবলোকে আছে এই রক্ষ বহুতর । ইথে বা
 ক কপে আমি পুরিব উদর ॥ এ সব হিংসিলে হব পাপে নিমগন । হায় হায়
 প্রাণ যায় কি করি এখন ॥ এইকপে রন্দা সতী রাক্ষসী হইয়া । চিন্তাকুল
 হয়ে ভ্রমে দুরিরা কিরিয়া ॥ বিপ্রগণ তারে হেরি কৈলাস পর্বতে । পরস্পর
 কহে কথা বিষাদিত চিতে ॥ হায় হায় এই রন্দা গুণে গুণবতী । কোন দোষে
 নহে দোষী পতিরতা সতী ॥ তথাপি ধরিল রন্দা রাক্ষসী আকার । দৈব হতে
 নাহি বল জানিলাম মার ॥ নারী জাতি লোভী যদি হয় কদাচন । মহাদোষে
 দোষী বলে শাস্ত্রের বচন ॥ অলোভী হইয়া রন্দা রাক্ষসী আকার । দৈব হতে
 নাহি বল জানিলাম মার ॥ বাহুবল মহাবল অনেকই বলে । ক্ষীণ হয়ে সুখী
 কিন্তু হয় ভাগ্যকলে ॥ অতএব ভাগ্যকণা কি বলিব আর । দৈব হতে নাহি
 বল জানিলাম মার ॥ ধন-বল মহাবল অনেকই কয় । সামর্থ্য পরম বল কেহ
 কহ কয় ॥ কেহ বলে বুদ্ধিবল প্রধান সবার । দৈব হতে নাহি বল জানিলাম
 মার ॥ তপস্বী পরম বল কহে কোন জন । ঐশ্বর্য্য মহৎ বল কেহ কেহ কন ॥
 কিন্তু যম মনে হয় এ ছেন বিচার । দৈব হতে নাহি বল জানিলাম মার ॥

ধনবান বুদ্ধিমান যেই কোন জন । পরবশে দিনপাত করি অনুক্ষণ ॥ আপ-
নারে সর্বশ্রেষ্ঠ করয়ে বিচার । দৈব হতে নাহি বল জানিলাম সার ॥ সতত
কর্তব্য কাজে হবে যত্ববান । সদাচারে স্থনিয়মে সদা সাবধান ॥ সতত
জানিবে ধীর করিয়া বিচার । দৈব হতে শ্রেষ্ঠ বল নাহি কিছু আর ॥ সাধা-
মতে যত্ন করি যদি মিথ্যা হয় । তাহে নাহি হবে কভু দুঃখিত হৃদয় ॥ সতত
করিবে মনে এই সুবিচার । দৈব হতে শ্রেষ্ঠ বল নাহি কিছু আর ॥ পৌরুষে
জিনিতে দৈবে বাঞ্চে যেই জন । মুখ বলি সেই জন বিদিত ভুবন ॥ তাহার
হৃদয় সদা সজ্ঞান আঁধার । দৈব বল নাহি বুঝে সেই পাপাচার ॥ দৈব হতে
স্বর্গ লাভ দৈবে মোক্ষ হয় । ত্রিলোক দৈবের বশ জানিবে নিশ্চয় ॥ অতএব
মনে মনে করিবে বিচার । দৈব হতে শ্রেষ্ঠ বল নাহি কিছু আর ॥ প্রাক্তন
করম দৈব ঈশ্বর-চেষ্টিত । উভয় সমান হয় জানিবে নিশ্চিত ॥ অতএব মনে
মনে করিবে বিচার । দৈব হতে শ্রেষ্ঠ বল নাহি কিছু আর ॥ পূর্বকৃত ধর্ম-
ফলে এই বৃন্দা সতী । অবশ্য লভিবে মুক্তি পাবে অব্যাহতি ॥ কৃষ্ণের পবিত্র
নাম করিয়া শ্রবণ । পুনশ্চ অপূর্ব তনু করিবে ধারণ ॥

এত বলি বিপ্রগণ পাপহরস্বরে । কৃষ্ণ নাম করে গান আনন্দের ভরে ॥
রাক্ষসী-রূপিণী বৃন্দা পীড়িত ক্ষুধায় । কৃকনান শুনি ধনী ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
হরিনাম শুনি বৃন্দা থাকি অনাহারে । সপ্তাহে ত্যজিল প্রাণ কৈলাস শিখরে ॥
একবর্ষ পরে সখী শুন অতঃপর । একদা আমার সহ দেব দিগম্বর ॥ কাননের
শোভা হেরি ভ্রমিছেন বনে । কুহুহলে বনশোভা হেরিছি নয়নে ॥ মালতী
মল্লিকা সুখী মন্দার তগর । শেফালী কুটজ কুন্দ চম্পক কেশর ॥ বন্ধু কশিরী
মুচুকুন্দ আদি করি । নানা-পুষ্পে কিবা শোভা অহা মরি মরি ॥ কত তরু বন
মাঝে কিবা শোভা ধরে । হেরিলে দর্শকমন কিমোহিত করে ॥ কদম্ব পনস
চূত শিংশপা চন্দন । লাক্ষ্মী অশ্বথ বট বহু পুরাতন ॥ হিন্তাল শিয়াল শাল
নমেরু বিদার । গুবাক খজ্জুর তাল বেতস রসাল ॥ কত তরু মারি মারি কে
করে গণন । দেখিয়া আনন্দ-নীরে হলেম মগন ॥ কোকিল পাদপপরে আন-
ন্দের ভরে । কুহু কুহু রব করি জনমন হরে ॥ অলিকুল সদাকুল গুন্ গুন্ রবে ।
বসিতেছে পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে সবে ॥ মোদের সহিতে গণ করিছে গমন ।
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মগন ॥ করবাদ্য বক্তৃবাদ্য কেহ কেহ করে ।
হস্তার করিছে কেহ আনন্দের ভরে ॥ লক্ষ্যে বক্ষ্যে যার সবে হরিসে মগন ।
আনন্দে সঙ্গিতে যান দেব পঞ্চানন ॥ মনোহর পুষ্করিণী কানন ভিতর । বিমল
সলিলে শোভে পদ্ম বহুতর ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা উপনীত হয়ে । দেখি
অপূর্ব এক বিম্বিত জলয়ে ॥ রাক্ষসী-রূপিণী বৃন্দা ত্যজিয়া জীবন । পুষ্করিণী-
তীরে আছে হয়ে নিপতন ॥ দিব্য তেজে যত দেহ কিবা শোভা পায় । বিস্ময়ে
জাকুল হেরি ব্রাহ্মণ-জাগায় ॥ আমাদের সন্মোখি তবে দেব শূলপাণি । কহিলেন

শুন শুন ওগো সুরেশানি ॥ এই দেখ গিরিসুতে রন্দা রূপবতী । রাক্ষসী-
রূপিনী ধনী গুণে গুণবতী ॥ বিকৃতকৃত ব্রাহ্মণের পত্নী এই হয় । পরম বৈষ্ণবী
ধনী জানিবে নিশ্চয় ॥ দৈববশে হয়েছিল রাক্ষসী আকার । জীবন ভাজেছে
তবু সৌন্দর্য্য অপার ॥ মরিয়াছে রূপবতী পূর্ণ সহস্রসর । তথাপি নহেক নষ্ট
হের কলেবর ॥ শ্রীবিষ্ণু-ভকতিমাত্র জানিবে কারণ । সে ভক্তি-মাহাত্ম্য বল
কে করে বর্ণন ॥ ক্লক্সনাম ভক্তিভরে শ্রবণ করিয়া । সে ফলে না হয় নষ্ট
ব্রাহ্মণীর কার্য্য ॥ দেখ দেখ মহেশ্বর উহার শরীরে । কি পবিত্র মহানাম
কিবা শোভা ধরে ॥ প্রভুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । রন্দা প্রতি দৃষ্টি করি
বিস্ময়ে মগন ॥ দিব্য তেজে দীপ্তিমতী হেরিয়া তাহারে । কহিলাম মহোদধি
দেবদেব হরে ॥ ওহে প্রভু দিগম্বর শুনহ বচন । বিষ্ণুনাম রন্দা-অঙ্কে কর দর-
শন ॥ দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র দেখিবারে পাই । বিস্মিত হলেম হেরি শুনহ গোসাই ॥
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । শতুর যতেক গণ আনন্দে মগন ॥ হর্ষ-
ভরে মহামন্ত্র পড়িতে লাগিল । পড়িতে পড়িতে সবে বিস্ময়ে ডুবিল ॥ অন-
ন্তর হর্ষভরে শিবের কিঙ্কর । পরশ করিল সবে রন্দা-কলেবর ॥ তাদের
সংস্পর্শে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড হৈল । প্রতি খণ্ডে মহামন্ত্র শোভিতে লাগিল ॥ দ্বাদশ
অক্ষর মধ্যে এতেক অক্ষরে । বিষ্ণুর মহাশ্র নাম কিবা শোভা ধরে ॥ কোটি
কোটি খণ্ড হৈল রন্দার শরীর । শঙ্কর কহেন তবে বচন গভীর ॥ রাক্ষসী এ
রন্দা ধর্ম্মদেবের স্তন্দরী । পতি-অভিশাপ হেতু হয় নিশাচরী ॥ রাক্ষসী রূপেতে
বিপ্রে হিংসা না করিল । সেই ফল রন্দাভাগ্যে অবশ্য ফলিল ॥ সতত
বিষ্ণুর প্রীতি করিত সাধন । অতএব রূপা দেহ না হবে কখন ॥ তরু-রূপে
যাক রন্দা অবনীমণ্ডলে । করুক বিষ্ণুর প্রীতি অতি কুতূহলে ॥ আমার
বচন গণ । করহ শ্রবণ ॥ দ্বাদশ হইয়া রন্দা ধরুক জন্ম ॥ শুন শুন গিরিসুতে
বচন আমার । ধরুক জন্ম রন্দা অবনী মাঝার ॥ ইহার পত্নেতে হবে হরির
অর্চনা । ইহা বিনা নাহি হবে বিষ্ণুর সাধনা ॥ ইহাতে সন্তুষ্ট হবে যথা জন্মা-
দ্ভিনু । মালা মুক্তা অলঙ্কারে না হবে তেমন ॥ তুলসী ইহার নাম জগতে হইবে ।
পরম পবিত্র বলি ধরায় রটিবে ॥ তকারে বুঝিবে যত্নে সংযোগ উকারে । লসী
শব্দে যুতা হয়ে যেন নৃত্য করে ॥ † তুলসী শব্দের এই ব্যুৎপত্তি যে হয় । পরম
পবিত্র হবে জানিবে নিশ্চয় ॥ শ্রীবিষ্ণুর মহামন্ত্র দ্বাদশ অক্ষর । ইহার এতেক
দলে রবে নিরন্তর ॥ তুমি আর আমি শিব এই দুই জন । তুলসীতে অধিষ্ঠিত রব
অনুকূণ ॥ ইহার উপাস্ত হবে দেব নারায়ণ । বিষ্ণুর পরম প্রিয়া হবে অনুকূণ ॥

* ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় । এইটাই বিষ্ণুর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ।

† শিবের অল্পচব বিশেষকে গণ কহে ।

‡ ত শব্দে মৃত্যু, উ শব্দে যোগ, লসী শব্দে নৃত্য কবে অর্থাৎ দীপ্তি পাব । যুতা
হইয়া যে দিব্য তেজে দীপ্তি পায় ।

তুলসী পরম মান্য হইবে জগতে । প্রণমিমে সাধুজন ঐকান্তিক চিতে ॥ তুলসী
 মীর পত্র বিনা বিফল আরাধন । বিফল হইবে দেবি সব অঁকারণ ॥ একমাত্র
 তুলসীতে যদি পূজা করে । সর্ব কল হবে তার শাস্ত্রের বিচারে ॥ এইরূপ
 মহেশ্বর কহিছে বচন । হেনকালে শুন নথী আশ্চর্য ঘটন ॥ অকস্মাৎ ধর্মদেব
 আগত তথায় । বৃন্দাশোকে ক্ষীণতনু জর্জরিত-কায় ॥ বৃন্দা বৃন্দা বলি সদা
 করিছে রোদন । কোথা বৃন্দে কোথা প্রিয়ে দেহ দরশন ॥ কোথা গেলে প্রাণ-
 কান্তে করহ করুণা । তিলেক নহি যে স্থির তোমা ধন বিনা ॥ বিনা দোষে
 অভিষাপ অর্পিনু তোমায় । তাহার উচিত ভোগ হতেছে আমায় ॥ ধিক ধিক
 মোরে ধিক আমি নরাধম । বৃথায় জনম মম বৃথায় জীবন ॥ বিপ্রেয়ে কাতর
 হেরি দেব পঞ্চানন । মিষ্টভাবে প্রবোধিয়া করেন সান্ত্বন ॥ শিবের সান্ত্বনা-
 বাক্যে প্রবোধ পাইয়া । স্থিরভাবে শিবপদে প্রণাম করিয়া ॥ পুনশ্চ কহিল
 বিপ্র ধিক ধিক মোরে । মোহবশে নাহি বন্দি দেব মহেশ্বরে ॥ সাক্ষাতে পরম
 দেবদেব পঞ্চানন । তাঁরে না বন্দিয়া আমি করিছি রোদন ॥ এত বলি প্রাণ-
 মিয়া মহেশ-চরণে । ভক্তিভাবে রহে বিপ্র শিবের সননে ॥ বৃন্দার ব্রতান্ত যত
 জানি অবশেষ । মহেশে সযোদ্ধি পুনঃ কহেন বিশেষ ॥ নিবেদি তোমায়ে প্রভু
 ওহে পঞ্চানন । তুলসী রূপেতে বৃন্দা ধরিল জনম ॥ বিষ্ণুর মন্তোন হের তুলসী
 সুন্দরী । ধরাতলে জন্মে যদি ওহে ত্রিপুরারি ॥ এই ভিক্ষা তব পাশে ওহে
 পঞ্চানন । তরুমূল হব আমি এই আকিঞ্চন ॥ প্রেমমীর প্রিয় বাঞ্ছা করি নির-
 স্তর । তুলসী তরুর মূল হব দিগম্বর ॥ শুনিয়া বিপ্রের বাণী দেব শূন্যপানি ।
 তথাস্ত বলিয়া বর দিলেন তখনি ॥ এ দিকে শিবের আজ্ঞা ধরি শিরোপরে ।
 অনুচরগণ যায় অবনী মাঝারে ॥ বৃন্দার শরীর তারা সঙ্কেতে লইয়ে । উপনীত
 ধরাতলে হরিশ-হৃদয়ে ॥ গোবর্দ্ধন নামে গিরি অতি মনোহর । পরম পবিত্র
 স্থান খ্যাত চরাচর ॥ যমুনা বিরাজে তথা রমণীয় সাজে । অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দেশ
 তথায় বিরাজে ॥ বৃন্দাবন নাম তার অতি মনোহর । কৃষ্ণপ্রিয় স্থান সেই খ্যাত
 চরাচর ॥ গোপনীয় স্থান সেই এ তিন ভুবনে । যোগীজন ধ্যান করে ঐকান্তিক
 মনে ॥ তথায় কালিন্দীতটে অনুচরগণ । বৃন্দার পবিত্র দেহ করিল রোপণ ॥
 শিবের আদেশ সাধি হরিষ অন্তরে । অনুচরগণ গেল কৈলাস-শিখরে ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

তুলসী-প্রার্থনাব ও তন্মাহাত্ম্য ।

অথ সখ্যো কার্তিকে বৈ মাসি দামোদরপ্রিবে ।
অনাবন্যাস্তিহো পৃথ্ব্যাং প্রাতঃ প্রাতঃপূর্বভূব সা ।
কার্তিকে মাসি তে পত্রমেকং যচ্ছতি যো জনঃ ।
স গোসহস্রদানস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥

অনন্তর হৈমবতী মধুর বচনে । কহিলেন সখীদ্বয়ে আনন্দিত মনে ॥ শুন
গো বিজয়ে জয়ে করহ শ্রবণ । তার পর কিবা হৈল করিব বর্ণন ॥ রুক্মের পরম
প্রিয় কার্তিক নামেতে । উদিত তুলসী দেবী হলেন জগতে ॥ অমাবস্তা দিমে
দেবী প্রভাত সময়ে । আবিভূত হন ভূমি জয়ে গো বিজয়ে ॥ বিষ্ণুর প্রীতির
হেতু জন্মিল সুন্দরী । শিবের সন্তোষ হেতু ভূমিতে ঈশ্বরী ॥ তরুরূপে জন্মিল
যমুনার কূলে । দেখিতে এলেন বিষ্ণু অতি কুতূহলে ॥ তুলসী দর্শন তরে দেব
মহেশ্বর । অবনীতে উপনীত সঙ্কিতে অমর ॥ দেখেন অপূর্ব তরু যমুনার কূলে ।
নাচিতেছে বায়ুভরে তালে তালে দোলে ॥ জলদ-বরণ আভা শ্যামলবরণ ।
অসংখ্য পত্রব পত্রে অতি শোভমানা ॥ মহামায়াময়ী দেবী তেজে দীপ্তিমতী ।
গন্ধে আমোদিত স্থলী করে রূপবতী ॥ শিব বিষ্ণু দুই জন নেহারি তাঁহারে ।
আনন্দে বিহ্বল হন নেত্র ভাসে নীরে ॥ শিব-রুক্মে পুরোভাগে করি দরশন ।
মূর্ত্তিমতী রূপবতী হলেন তখন ॥ শ্যামাঙ্গী সুচারুদুখী দ্বিভুজ-ধারিণী । শঙ্খ-
পন্নকরা সতী মহামা-ভাষিণী ॥ পরিধান শুভ্র বাস নবীনা যুবতী । কপালে
সিন্দূরবিন্দু অতি রূপবতী ॥ বিবিধ ভূষণ শোভে ত্রিমতীর গায় । মরি মরি
কিবা শোভা বলা নাহি যায় ॥ বদন-কমল-বাস ছুটে চারিদিক । আকুল হইয়া
অলি ধায় সেই দিক ॥ নারায়ণে পুরোভাগে করি দরশন । আনন্দে তুলসী
দেবী করেন স্তবন ।

নমো নমঃ ভগবন তুমি নারায়ণ । জগতের পতি তুমি অখিল-কারণ ॥
চিদানন্দময় দেব পরম ঈশ্বর । কংসারাতি অধোক্ষজ তুমি দণ্ডধর ॥ তুমি শিব
তুমি বিষ্ণু তোমা নমস্কার । পাতকী জনারে হরি করহ উদ্ধার ॥ লক্ষ্মীকান্ত
তুমি হরি নৃসিংহ আকার । তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার ॥ একমাত্র ভক্ত
জন তোমাতেই পায় । তর্কেতে তোমার তত্ত্ব কে পায় কোথায় ॥ বেদান্তের বেদ্য
তুমি বিদ্যাবিদ্যাপার । তোমার চরণে নাথ করি নমস্কার ॥ শ্রুতিগম্য শ্রুতিস্তুত্য

তুমি মহাজন । নমস্কার করি তোমা ওহে নিরঞ্জন ॥ নবীন নীরদ-শ্যাম তোমার
 মূর্তি । তব পদে কায়মনে করিতেছি নতি ॥ অরূপ সরূপ তুমি তুমি বহুরূপ ।
 বৃষ্টিতে না পারি নাথ তোমার স্বরূপ ॥ পত্র পুষ্প জলে তোমা পূজে সর্বজন ।
 তোমার চরণ বন্দি ওহে সনাতন ॥ সুখ-দুঃখ-দাতা তুমি এ ভব-সংসারে । তুমি
 অজ তুমি ভব নমামি তোমারে ॥ আমি তব সুখকরী তুমি মম প্রভু । তোমা প্রতি
 মতি যেন নাহি টলে কভু ॥ নমো নম হরে নম তোমা নমস্কার । অধীনীর কর রূপা
 ওহে কৃপাধার ॥ এইরূপে স্তব করি তুলসী তখন । প্রণমিয়া প্রদক্ষিণ করে জনা-
 র্দিন ॥ পুনঃ করঘোড় করি বিমল-বচনে । স্তব করে জনার্দনে ঐকান্তিক মনে ॥
 ওঙ্কার স্বরূপ তুমি করি নমস্কার । তুমি শিব তব পদে প্রণতি আমার ॥ তুমি শিব
 তুমি হরি দক্ষয়জ্ঞানামী । কৈটভ অঙ্ককরিপু ত্রিপুরবিমানী ॥ ত্রিগৌরীর পতি
 তুমি তুমিই শঙ্কর । নমস্তে নমস্তে দেব ককণা-নাগর ॥ এইরূপে স্তব করে তুলসী
 সুন্দরী । বলিলেন যদু ভাষে দেবদেব হরি ॥ ত্রিমতী তুলসী রন্দে রন্দা-
 বনপ্রিয়ে । হিরণ্যবে রহ মর্ত্যে আনন্দ দরয়ে ॥ যত দিন চন্দ্র তারা রবে
 বিদ্যমান । তাবৎ ধরণীধামে কর অধিষ্ঠান ॥ সুরাসুর নর নাগ সবে ভক্তি-
 ভরে । করিবে তোমার পূজা হরিশ' অন্তরে ॥ তব পত্র বিনা পূজা না হবে
 আমার । অন্য হতে এই বিধি কহিলাম সার ॥ সাক্ষী সকলে তোমা করিবে
 বন্দন । ধরাধামে থাক দেবি হর্ষে অনুক্ষণ ॥ নৈবেদ্য কুসুম আর যত বিভূষণ ।
 একদিকে এই সব করিয়া স্থাপন ॥ একদিকে তব পত্র রাখিয়া সাদরে ।
 পূজিবে সকলে মোরে কহিনু তোমারে ॥ প্রদক্ষিণ করি তোমা যেই সাধুজন ।
 প্রণমিবে তরুতলে ভক্তি করি মন ॥ প্রদক্ষিণে সপ্তদ্বীপা ভূমে যেই ফল । সত্য
 সত্য সেই জন লভিবে সকল ॥ কিবা শ্রাদ্ধ কিবা দান নৈবেদ্য দাপন । অথবা
 যে কোন কর্ম অথবা তর্পণ ॥ তব পত্র বিনা কিছু কভু নাহি হবে । জগতের
 লোকে সবে তোমারে বন্দিবে ॥ তব পত্রে মোর পূজা করিলে সাধন । ভুঙ্ট হবে
 সর্বদেব কহিনু বচন ॥ কার্তিকের মাসে যেই অতি ভক্তিভরে । তব এক পত্র
 দিয়া পূজিবে আমারে ॥ গৌরীহস্ত-দান-ফল পাবে সেই জন । আমার বচন
 মিথ্যা নহে কদাচন ॥ তব পত্রে মালা গাঁথি যেই সাধুজন । মাগ মাসে মম
 গাত্রে করিবে অর্পণ ॥ অশ্বমেধ-ফল আমি দিব সেই জনে । কহিলাম সার কথা
 তোমার সদনে ॥ তব পত্রে শয্যা করি সেই সাধুজন । বৈশাখ মাসেতে মোরে
 করিবে অর্পণ ॥ নিজ আত্মা দিব, তারে কহিনু নিশ্চয় । আমার বচন মিথ্যা
 কভু নাহি হয় ॥ তব পত্রজলে মোরে যেই সাধুজন । ভক্তিভরে বৈশাখেতে
 করিবে সিঞ্চন ॥ সতত অমৃত-নীরে সিঞ্চিব তাহায় । মনের মানস মোর কহিনু
 তোমায় ॥ তব পত্র-সুধারসে বাসিত করিয়ে । আবাচে অর্পিবে জল ভক্তিযুত
 হয়ে ॥ ভবধামে পুন তার না হবে জনম । কহিলাম সত্য কথা তোমার সদন ॥
 যথা তথা তব পত্র পড়িবে ভক্তলে । নিবের আদেশে আমি ধরিব তা শিরে ॥

তব পত্রজলে মিলিত করিয়া ওদন । যেই নর ভক্তিভরে করিবে ভোজন ॥ অমৃত
সমান অন্ন বলিবে তাহারে । ভাগ্যবান ভাগ্যবশে তাহা লাভ করে ॥ গন্ধা-
জল ভক্তি করি করিয়া মিশ্রণ । তব পত্র-সুধারস যে করে ভোজন ॥ সে জন
তোমার তত্ত্ব জানিবে নিশ্চয় । নোহং তত্ত্ব জানে সেই নাহিক সংশয় ॥
স্পর্শ করি তব পত্র যেই নরাধম । বলিবে লোকের কাছে অসত্য বচন ॥ দারুণ
নরকে তার নাহিক উদ্ধার । কম্পকোটী কাল রবে নরক মাঝার ॥ তব কাঠে
মালা করি করিলে ধারণ । অথবা তোমার কাঠে ঘষিয়া চন্দন ॥ অনুলেপ
দেবে যেই আপন শরীরে । পুণ্যবান সেই জন অবনী মাঝারে ॥ পুত্র-যথা
অনুগামী সতত পিতার । মেরুপ রহিব আমি বশগ তাহার ॥ এত বলি হরি
হর আর দেবগণ । অবিলম্বে তিরোধান হলেন তখন ॥

তুলসীর জন্মকথা করিয়া কীর্তন । সখীদ্বয়ে হৈমবতী কহেন বচন ॥
শুনিলে বিজয়ে জয়ে তুলসী-আখ্যান । ইষ্টারে করিবে পূজা সেই মতিমান ॥
বিকৃ-প্রণয়িনী হন তুলসী সুন্দরী । ইহার মহিমা সখী কি বলিতে পারি ॥
দর্শনে স্পর্শনে আশ্রয়-সম্মার্জনে । প্রণামে পূজনে জপে পত্রের চয়নে ॥
যে ধো মন্ত্র সাধুজন করিবে পঠন । একে একে সেই সব করহ শ্রবণ ॥ “তুলসি
জননি দেবি বিকৃ-প্রিয়তমে । ব্রাহ্মণবল্লভে মাত প্রিয়-দরশনে ॥” হরি দৃষ্টে
তব দীপ্তি অতি শোভা ধরে ॥* দর্শনে ইত্যাদি মন্ত্র পড়িবে সাদরে ॥ তুলসী
দর্শনে সাধু করিবে প্রণাম । দারুণ নরকে তাহে হবে পরিদ্রাণ ॥ “নমামি
তোমাং মাত বিকৃ-প্রীতিকরী । বিকৃ-অঙ্ক-হৃৎকরী তুলসী ঈশ্বরী ॥ পবিত্র
করহ দেবি মম কলেবর ॥” † এই মন্ত্রে প্রণামিবে শুন তার পর ॥ প্রদক্ষিণ
করি পরে প্রণাম করিবে । তুলসীর ছায়া কভু ভ্রমে না লজ্জিবে ॥ যে মন্ত্রে
তুলসী স্পর্শ করিবে সৃজন । বলিতেছি তাহা এবে শুন দিয়া মন ॥ “বৈকু-
ণ্ঠের অধীশ্বর যেই সনাতন । তাঁহার চরণ-পদ্মে থাক অনুক্ষণ ॥ প্রিয়-দরশনে
তোমা করি গো স্পর্শন । আমার পাতক রাশি কর বিনাশন ॥” ‡ এই মন্ত্রে
স্পর্শিবেক তুলসী সুন্দরী । মুক্তি লাভি সেই জন যাবে যুরপুরী ॥ তুলসী তরুর
তল করিতে মার্জ্জন । যে মন্ত্র পড়িতে হয় করহ শ্রবণ ॥ “তুলসি কল্যাণি তব

* এই মন্ত্র পড়িয়া তুলসী দর্শন কবিত্তে হয় যথা—

“দেবি বিকৃপ্তিষে মাতঙ্গসি প্রিয়দর্শনে ।
তবদর্শনদীপ্তাঙ্কিঃ প্রসীদ দ্বিজবল্লভে ॥”

† তুলসী প্রণাম মন্ত্র যথা—

“বিকৃপ্রীতিকবে মাতন মন্ত্রে তুলসীদেবি ।
পবিত্রীকুরু মেহজানি বিস্মদ্রবকাষিণি ॥”

‡ তুলসী স্পর্শ মন্ত্র যথা—

“বৈকুণ্ঠেশ্বরপাদাঙ্গবাগী প্রিয়দর্শনে ।
স্পৃশামি ত্বাং মহাপাপসুক্ষয়ান্নে প্রণামে ॥”

স্থল মনোহর । যথা আসি ক্রীড়া করে অমর-নিকর ॥ সেই স্থল আশি এবে
করি মা মার্জ্জন । মম প্রতি সুপ্রসন্ন হও অনুকণ ॥* মূল হতে চতুর্দিকে হস্ত-
চতুষ্টয় । এ মন্ত্রে মার্জ্জবে জলে সহিতে গোময় ॥ ষড়ক্ষর মন্ত্রে † পূজা
করিতে হইবে । সাধ্যমতে উপচার অর্পণ করিবে ॥ অষ্টোত্তর শত জপ পূজা
অবসানে । করিবে ষড়র্গ মন্ত্রে বিহিত বিধান ॥ ‡ যে মন্ত্রে তুলসীপত্র করিবে
চয়ন । বলিতেছি বিবরিয়া শুন দিয়া মন ॥ “গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়ে তুলসি
কল্যাণি । কেশবার্থে তব পত্র তুলি গোঁ জননি ॥ সুপ্রসন্ন হও যারে শুভদর্শ-
ন ॥” § এ মন্ত্রে তুলসীপত্র তুলিবে বিধান ॥ পর্য্যুষিত পত্রে পূজা অবশ্য
হইবে । তাহাতে পূজার দোষ কভু না ঘটিবে ॥ অশুচি হইয়া দিয়া অপবিত্র
করে । কদাচ তুলসী স্পর্শ না করিবে নরে ॥ পশ্চিমাস্ত্রে না করিবে তুলসী
চয়ন । পক্ষান্তে দ্বাদশী তিথি করিবে বর্জ্জন ॥ রাতিকালে সন্ধ্যাকালে সংক্রান্তি
সময়ে । কদাচ তুলসীপত্র না তুলিবে নরে ॥ বিষ্ণুপূজা হেতু যদি আবশ্যক
হয় । লইবে তুলসীপত্র নিষিদ্ধ সময় ॥ কিন্তু অম্প পরিমাণে তুলিতে হইবে ।
বিষ্ণুপূজা মত মাত্র গ্রহণ করিবে ॥ যখন তুলসীপত্র করিবে চয়ন । শাখা ভঙ্গ
নাহি হয় যেন কদাচন ॥ অধিক কম্পিত যেন শাখা নাহি হয় । বিষ্ণুপ্রিয় হবে
তবে জানিবে নিশ্চয় ॥ তুলসীমূলের মাটি মস্তকে ধরিলে । সূর্যাসম মহাতেজ
পায় পুণ্যফলে ॥ জাহ্নবী-স্মৃতিকা কিয়া লইয়া চন্দন । অথবা তুলসী-মাটি
করিয়া গ্রহণ ॥ তাহাতে তুলসীপত্র করিয়া লেপন । মস্তক উপরে রাখি ঘেই
সাধুজন ॥ তীর্থতুল্য পুণ্যবান সেই জন হয় । তীর্থ দর্শন তারে হেরিলে
নিশ্চয় ॥ যথায় বিরাজ করে তুলসী-কানন । তথা অপিকার নাই যমের কখন ॥
যেই জন প্রাণ তাজে তুলসী কাননে । যাতনা না পায় সেই ভবের বন্ধনে ॥
পরিকার উচ্চস্থান করিয়া নির্মাণ । তথায় তুলসী তরু রোপিবে ধীমান ॥ যেই
জন এইরূপে করে ভক্তিভরে । অক্ষয় স্বরগবাস তাহার কপালে ॥ শ্রাদ্ধে
দানে তপে হোমে সন্ধ্যাদি পূজনে । পুরাণ পঠনে কিয়া পুণ্য আচরণে ॥ করিবে
তুলসী পাশে কর্ম আচরণ । মহাপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বচন ॥ অপূর্ব তুলসী-

* তুলসীস্থল মার্জ্জন মন্ত্র যথা—

“মাতঙ্গলসি কল্যাণি স্থলস্তে স্তমনোহরঃ ।

ক্রীড়ন্ত্যাগত্য বিবুধা মার্জ্জয়ে স্বাং প্রসীদ মে ॥”

† তুলসী পূজন ষড়ক্ষর মন্ত্র যথা—

“ওঁ তুলনৈ নমঃ ।”

‡ অম্পমন্ত্র যথা—

“ওঁ তুলনৈ নমঃ ।”

§ তুলসী চয়ন মন্ত্র যথা—

“মাতঙ্গলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ।

কেশবার্থে চিনোমি স্বাং প্রসীদ শুভদর্শনে ॥

কথা ক্রতিন্থকর । তোমাদের কাছে সখি করিনু গোচর ॥ যেই জন ভক্তি-
ভাবে করয়ে শ্রবণ । মনোরথ সিদ্ধ হয় পাপ-বিনাশন ॥ কলিদোষ দূরে যায়
শ্রবণ করিলে । পুণ্যপথে ধায় মতি ত্রিহরির বরে ॥ শিবের পরম প্রিয় ত্রিহরি-
রঞ্জন । তুলসীচরিত কথা পাতকনাশন ॥

নবম অধ্যায়

বৈকুণ্ঠ নারায়ণের স্বপ্ন দর্শন, লক্ষ্মীসহ নারায়ণের কৈলাসে যাত্রা,
পৃথিব্যে শিব সাধনা ও কথোপকথন ।

এতেসু যো ময়া প্রোক্তো বৈকুণ্ঠখ্যো মনোবনঃ ।

নাবাসনস্য দেবস্য পবনং ধাম বিষ্ণুতং ।

তদৈককলা হরির্মিত্রাসময়ে নদৃশে শিবঃ ।

কোটিলক্ষপ্ৰতীকাশং স্থিলোচনবিরামিতং ।

সখাধ্বয়ে সহোদরীয়া রুদ্রের ধরণী । কহিলেন ধীরে ধীরে সুমধুর বাণী ॥
ত্রিফল মাহাত্ম্য-কথা করিব বর্ণন । মন দিয়া সখী দৌহে করহ শ্রবণ ॥
ত্রিফল-মাহাত্ম্য-কথা যেই জন শুনে । শিব সম হয় সেই শিবের বচনে ॥ অদ্ভুত
কাহিনী আগে শুন সখীদ্বয় । শেষেতে শুনিবে দৌহে বিলু-পরিচয় ॥ ব্রহ্ম-
লোক বিরাজিত ব্রহ্মাণ্ড উপরে । সনাতন পিতামহ তথা বাস করে ॥ ব্রহ্ম-
ধামে যারা সবে করে অবস্থান । চতুর্ভুজ চতুর্দুখ সবে বেদবান ॥ তার উর্দ্ধে
শিবলোক অতি মনোরম । শিবাত্মক তথাকার অধিবাসীজন ॥ তদূর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ-
ধাম ত্রিহরির স্থান । তথায় যাহারা করে সুখে অধিষ্ঠান ॥ পীতবাস পরিধান
শ্যামলবরণ । শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে সুশোভন ॥ কুণ্ডল শোভিছে কিবা
শ্রবণে সবার । চরণে নুপুর বাজে রূপের আধার ॥ চতুর্ভুজ সবে মরি চারু
কলেশ্বর । তার উর্দ্ধে দুর্গালোক অতি মনোহর ॥ দুর্গালোকে বাস করে ষড়
নারীগণ । পরম রূপসী সবে বিদিত ভুবন ॥ কামরূপ নামে দেশ ধরণী
মাঝারে । দুর্গালোক সম উহা জানিবে অন্তরে ॥ তদূর্দ্ধে গোলোক ধাম মহা-
তেজোময় । তাহার সমান স্থান নাহি বিশ্বময় ॥ পৃথিবীতে যেই তীর্থ নামে
রূদ্দাবন । অভেদ গোলোক সহ শাস্ত্রের বচন ॥ যে কয় প্রধান লোক বরিনু
বর্ণন । বৈকুণ্ঠ তাহার মধ্যে অতি মনোরম ॥ দেবদেব নারায়ণ তথা বাস
করে । লক্ষ্মীসহ সদা দেব আনন্দে বিহরে ॥ নিদ্রাবশে একদিন দেব নারা-
য়ণ । অদ্ভুত স্বপ্ন এক করেন দর্শন । সম্মুখে দাঁড়ায়ে যেম দেব শূলপাণি ।

কি বলিব রূপের ছটা কোটিচন্দ্র জিনি ॥ ত্রিশূল ডগরু করে ভালে ত্রিলোচন ।
 ভুজঙ্গ-ভূষিত অঙ্গ বিভূতি ভূষণ ॥ পৃথ্বী জল তেজ বায়ু আকাশ মণ্ডল ।
 যজ্ঞমান সোম রবি অমর নিকর ॥ অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি সবে চারিভিতে ।
 বেড়িয়া করিছে স্তুতি ঐকান্তিক চিতে ॥ হৃৎতরে নৃত্য করে দেব দিগম্বর ।
 মপ্তস্বরে গান করে অতি মনোহর ॥ অপূর্ব স্বপন হেরি দেব জনার্দন ।
 হয়ে নগ্নভাবে উঠেন তখন ॥ অকস্মাৎ এই ভাব নিরখি কমলা । কি হলো
 কি হলো বলি উঠেন চপলা ॥ দুইজনে স্তম্ভভাবে রহে কতক্ষণ । কমলা
 জিজ্ঞাসে-পরে ওহে জনার্দন ॥ কি স্বপ্ন দেখিলে নাথ বলহ আমারে । আমি
 তব প্রণয়িনী জানিবে অন্তরে ॥ লক্ষ্মীর এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ । কহিতে
 না পারে কিছু দেব জনার্দন ॥ হৃৎতরে মুখে কিছু বাণী নাহি সরে । আন্দো-
 লিত-মনে ভাবে দেব দিগম্বরে ॥ অবশেষে ধৈর্য ধরি কমললোচন । কহিলেন
 ধীরে ধীরে মধুর বচন ॥ স্বপনে হেরিনু শ্রিয়ে দেব মহেশ্বর । চিদানন্দময় আত্মা
 দিব্য কলেবর ॥ অদ্ভুত তাঁহার রূপ বর্ণিবারে নারি । উচ্চ উচ্চ চল শিশু কৈলাস
 নগরী ॥ স্বচক্ষে হেরিব আজি দেব ত্রিলোচন । অনুমানে নখি মোরে কৈলেন
 স্মরণ ॥ আমার পরম ভাগ্য হেরিব তাঁহারে । স্মরেহেন ভাগ্যবশে এই অর্থ
 নেরে ॥ পতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । ব্যস্তভাবে লক্ষ্মীদেবী উঠেন
 তখন ॥ চলিলেন নারায়ণ কৈলাস নগরে । কমলা সহিতে দেব হরির অন্তরে ॥
 এদিকে কৈলাসনাথ দেব মহেশ্বর । গমনে মানস করি বৈকুণ্ঠ নগর ॥ আসি-
 ছেন ক্রতগতি আনন্দিতমনে । পথিমধ্যে দেখা দোঁহে হরি পকাননে ॥ আমিও
 হরের সহ ছিলাম তখন । লক্ষ্মীসহ দরশনে পুলকিত মন ॥ বিস্তর দর্শন হেতু
 শিব অভিলাষী । শিব দরশনে বাঞ্ছা করে কালশশী ॥ উভয়ের বাঞ্ছা কৈল
 উভয়ে পূরণ । আনন্দে উভয়ে করে প্রেম আশ্রয়ন ॥ উভয়ে উভয়ে করে
 বিহিত প্রণাম । জুড়াল উভয়ে হেরি উভয়ের প্রাণ ॥ অকস্মাৎ দেখা হেতু
 বিস্ময়ে মগন । পুলকে পূরিত তনু বিমোহিত মন ॥ আনন্দে নয়নে বহে বারি
 অনিবার । জিজ্ঞাসে স্বাগত আদি দোঁহে দোঁহাকার ॥ অনন্তর উমাপতি মধুর
 বচনে । জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাবে দেব নারায়ণে ॥ স্বপনে হেরিনু তব দিব্য কলে-
 বর । যেরূপ করিছি এবে প্রত্যক্ষ গোচর ॥ জলদ শ্যামল বপু অতি বিমোহন ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে সুশোভন ॥ বামভাগে শোভে কিবা কমলা রূপদী ।
 ত্রিলোক মোহিত করে তব রূপশশী ॥ চিদানন্দময় তুমি দেব নারায়ণ । বল
 বল কোথা এবে করিছ গমন ॥ ভাগ্যবশে তোমা ধনে দেখিনু হেথায় । দয়া
 করি দিলে তুমি দর্শন আমায় ॥

হরের এতেক বাক্য শুনিয়া ত্রীহরি । কহিলেন মিষ্টভাবে ওহে ত্রিপু-
 রারি ॥ আমিহ স্বপনবশে হেরিনু তোমায় । স্বপনে দেখেছি যথা হেরিছি
 হেথায় ॥ একাদশ রুদ্র তুমি অষ্টনুর্ভিধারী । নমস্কার নমস্কার ওহে ত্রিপু-

রারি ॥ পিনাক শোভিছে করে পার্বতীর পতি । পুনঃপুনঃ আমি তোমা করি
 হে প্রণতি ॥ এস এস শুভ এস বৈকুণ্ঠনগরে । পৃজিব তোমারে নাথ হরিব
 অন্তরে ॥ যোগীর ঈশ্বর তুমি পার্বতীর পতি । সর্বকলদাতা নাথ অগতির
 গতি ॥ তব দরশন হেতু করিয়া মনন । করিতেছিলাম নাথ কৈলাসে গমন ॥
 ভাগ্যবশে পথিমধ্যে লভিবু তোমারে । চল চল শীঘ্র নাথ বৈকুণ্ঠনগরে ॥
 তোমারে পূজিয়া বাঞ্ছা করিব পূরণ । যোগীর ঈশ্বর তুমি সাধনের ধন ॥ হরির
 এতেক বাক্য শুনি উমাপতি । কহিলেন মিতভাষে আনন্দিতমতি ॥ আত্মার
 স্বরূপ তুমি ওহে সনাতন । তোমাতে আমাতে ভেদ না আছে কখন ॥ মনে
 মনে অভিলাষ করেছি তোমারে । আনন্দে লইয়া যাব কৈলাসনগরে ॥ অত-
 এব বিলম্বিতে নাহি প্রয়োজন । শীঘ্রগতি চল যাই মদীয় ভবন ॥ এইরূপে
 প্রেমভরে দৌহে পরস্পর । দৌহারে লইয়া যেতে একান্ত অন্তর ॥ কাহার
 আশ্রয়ে কেবা করিবে গমন । নিশ্চয় করিতে নাহি পারে দুই জন ॥ উভয়ে
 সংশয়ে দৌলে এ হেন সময় । দেবর্ষি নারদ আশি উপনীত হয় ॥ অভ্যর্থনা
 করি তাঁর হরি পঞ্চানন । মধ্যস্থ করিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে তখন ॥ বলহ নারদ
 শ্রুতি বিচারিয়া মনে । দৌহামাকে কেবা যাবে কাহার ভবনে ॥ দৌহার বচন
 শুনি দেব তপোধন । নির্ণয় করিতে নাগি ভ্রমশ্রুত হন ॥ কহিলেন অবশেষে
 হরি পঞ্চাননে । কমলা পার্বতী দৌহে আছে বিদ্যমানে ॥ ইহারা মনুগাদক্ষ
 জিজ্ঞাস দৌহায় । যাহার আশ্রয়ে যেতে হইবে যাহায় ॥ নারদের বাক্য শুনি
 হরি পঞ্চানন । আমি দৌহে ডাকি তবে কহেন বচন ॥ কহ গো গিরিজা কহ
 কমলে অচলে । দৌহামাকে কেবা যাব কাহার আগারে ॥ এতেক বচন শুনি
 বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী । কহিলেন শুন শুন ত্রীহর ত্রীহরি ॥ এই কর্ষে মধ্যবর্তী হবে
 গিরিসুতা । মনুগাদবিশয়ে এর আশ্রয়ে দক্ষতা ॥ মধ্যস্থে নিযুক্ত কর উমারে
 দৌহায় । কৃপা করি হেন কাজে তাজহ আমার ॥ লক্ষ্মীর বচন শুনি শিব
 জনার্দন । আমারে সহোপি তবে কহেন তখন ॥ কহগো গিরিজা কহ তুমি
 গো চতুরে । দৌহামাকে কেবা যাব কাহার আগারে ॥ তাঁহাদের এই বাক্য
 করিয়া শ্রবণ । অকূল চিন্তার হৃদে ডুবিনু তখন ॥ পরস্পর দৌহে প্রেম সমান
 সমান । এক আত্মা দৌহে কিছু নাহি দেখি আন ॥ তাঁহারা সন্দেহে মুগ্ধ
 হয়েছে যেমন । সেরূপ সন্দেহে ভ্রান্ত হল মম মন ॥ অবশেষে ধৈর্য্য ধরি
 কহিনু দৌহারে । শুন হরি শুন হর বলি সবাকারে ॥ তোমাদের উভয়ের
 যেরূপ প্রণয় । তাহা দেখি মম জ্ঞানে হেন বোধ হয় ॥ হরগৃহে হরিগৃহে কিছু
 ভিন্ন নাই । আমার মনের কথা বলি দৌহা ঠাই ॥ শুন নাথ শুন হরি দৌহা-
 কেই বলি । দৌহার যেমন প্রেম নয়নে নেহারি ॥ তাহাতে আমার মনে হেন
 জ্ঞান হয় । এক আত্মা এক তনু কিছু ভিন্ন নয় ॥ আরো বলি শুন নাথ শুন
 জনার্দন । দৌহার যেমন প্রীতি করি দরশন ॥ তাহাতে আমার মনে হেন

বোধ হয় । কেহ কারো পূজনীয় কখনই নয় ॥ অধিক বলিব কিবা কেশব ও ভব । দোহার প্রীতি হেরি হয় অনুভব ॥ তোমাদের ভেদজ্ঞান করে যেই জন । চির-অনুতাপে সেই হইবে দহন ॥ আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । আনন্দে যগন হন হরি পঞ্চানন ॥ যাঁহাদিগে ধ্যান করে তাপসনিকর । সেই বিষ্ণু সনাতন আর দিগম্বর ॥ উভয়ে প্রশংসা মোরে করিতে লাগিল । হর্ষভরে রম্যপতি প্রণাম করিল ॥ মহানন্দে আলিঙ্গন করে পঞ্চানন । হরি হরপাশে করে বিদায় গ্রহণ ॥ রম্যপতি রমা সহ বৈকুণ্ঠনগরে । হর সহ যাই আমি কৈলাসশিখরে ॥ নারদ যথেষ্ট স্থানে করেন গমন । অদ্ভুত স্বপন কথা করি নু কীর্তন ॥

দশম অধ্যায় ।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীসহ বিষ্ণুর কথোপকথন, শিবমাহাত্ম্য, লক্ষ্মীকর্তৃক শিবপূজা ও স্তনকর্তন এবং বিলুরক্ষের জন্ম ।

শিবাস্ত্যঃ প্রিয়ো মেহস্তি ভক্ত্যা যঃ শিবপূজকঃ ।

শিবম্যাপূজকো দেবিন কদাপি প্রিয়োঃ ধর্মঃ ।

শিবপূজাং সমাবেশে কষ্টং পতাজ্জয়া দধি ।

দিনে দিনে শিবো ভক্তির্বরুদে পূজয়া প্রিয়ঃ ।

যস্মৈ ভিন্নস্তনো দস্তো মল্লিশোপিহিত ভূতে ।

সোমস্ত বৃক্ষঃ কিত্তৌ পুণ্যো নারী ত্রীকল ঈকুত ॥

বৈকুণ্ঠে যাইয়া হরি আনন্দিতমনে । বসিলেন লক্ষ্মীসহ রতন-আসনে ॥ অনন্তর হর্ষভরে কমলা সুন্দরী । জিজ্ঞাসেন পতিধনে ওহে মুর-অরি ॥ ওহে দেব জগন্নাথ প্রসন্ন-আত্মন । তুমি পতি তুমি প্রভু তুমি ভগবন ॥ মনের বাসনা এক জিজ্ঞাসি তোমারে । কে কে প্রিয়তম তব অবনীমাঝারে ॥ গুরুর প্রধান হয় জঠর-ধারিণী । আত্মা হতে পুত্রধনে শ্রেষ্ঠ বলি মানি ॥ সুহৃদগণের শ্রেষ্ঠ প্রাণের দয়িতা । এইত আমার জ্ঞান ওহে বিশ্বপাতা ॥ আমি তব প্রণয়িনী প্রাণের সমান । আমা হতে প্রিয় যদি থাকে কোন স্থান ॥ বিবরিয়া বল তাহা ওহে জনার্দন । মম প্রতি কৃপা যদি থাকে অনুক্ষণ ॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনিয়া ত্রিহরি । কহিলেন ভগবান শুনগো সুন্দরি ॥ তোমা হতে প্রিয়তম নাহি কোন জন । একমাত্র আছে কিন্তু দেব পঞ্চানন ॥ অকারণ প্রিয় মম সেই শূলপাণি । নিজ কায় সম তাঁরে মনে মনে জানি ॥ রমণী নরের হয় পুত্রের কারণ । অথবা গহের জন্য অথবা ঘোবর্ন ॥ পিণ্ড হেত পলে হয় শাশ্বত জৈন

বলে । অথবা কীর্তির হেতু বিদিত সকলে ॥ সুখের কারণ হয় ধন উপার্জন ।
অথবা ব্রাহ্মণগণে করিতে রক্ষণ ॥ ধর্মার্থে শরীর হয় অতি প্রিয়তম । শরীর
রক্ষণে তাই করয়ে যতন ॥ রমণীর শ্রেষ্ঠ যথা পতিমাত্র হয় । পুরুষের পক্ষে
নারী কভু তথা নয় ॥ অকারণ প্রিয় পতি জানিবে সুন্দরী । সহেতু প্রেমঙ্গী
প্রিয়া মনেতে বিচারি ॥ এই হেতু পতি সহ-প্রদীপ্ত অনলে । সহগামী হয়ে
নারী নিজদেহ পুড়ে ॥ রমণী যদিপি মরে পতিরে রাখিয়া । পুনশ্চ বিবাহ
করে পুনকে পুরিয়া ॥ পুরুষে পুরুষে প্রীতি হয় অকারণ । বলিতেছি সেই
কথা শুন দিয়া মন ॥ একদা স্বইচ্ছাবশে অবনীমাঝার । প্রিয়জন লাভ হেতু
ভ্রমি অনিবার ॥ যেরূপ ভ্রমিছি আমি দিক দিগন্তরে । দেখিব সেরূপ আমি
ভ্রমিতে যাহারে ॥ অকারণ প্রিয় মম হবে সেই জন । হেন স্থির করি মনে ভ্রমি
অনুক্ষণ ॥ সহসা হেরিনু প্রিয়ে দেব পঞ্চাননে । ভ্রমিছেন মম সম যেখানে
সেখানে ॥ পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যা বারেক হেরিলে । প্রিয় বলি বোধ হয় যথা
সেইকালে ॥ তেমতি দোহার প্রীতি তখনি জন্মিল । এক আত্মা সম যেন
উভয়ে মিলিয়া ॥ যেই হয় সেই আমি শুনলো সুন্দরি । উভয়ে অভেদ যথা
ঘটস্থিত বারি ॥ ভক্তিভরে যেই করে শিবের পূজন । গিব হতে প্রিয় মম
সেই সাধুজন ॥ শিবপূজা নাহি করে যেই অভাজন । আমার অপ্রিয় হয়
সেই নরাধম ॥

পতির এতেক বাক্য শুনিয়া পদ্মিনী । আপনারে তিরস্কার করেন
তখনি ॥ ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমি অভাগিনী । শিবার্চনে পরাঙ্মুখী রহি-
য়াছি আমি ॥ পতির অপ্রিয় আমি নাহিক সংশয় । পুনঃপুনঃ এই কথা নারা-
য়ণী কয় ॥ প্রিয়ারে কাজল দেখি দেব জনার্দন । যা ভৈ যা ভৈ রবে করেন
সান্ত্বন ॥ বলিলেন শুন প্রিয়ে বচন আমার । কিছুমাত্র দোষ নাহি জানিবে
তোমার ॥ বলি নাই শিবপূজা তোমা করিবারে । কি দোষ তোমার ইথে
শুনলো সরলে ॥ অদ্য হতে হরপূজা কর নিরন্তর । শিবসম হবে মম অতি
প্রিয়তর ॥ পতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । ত্বরিতে নারদে লক্ষ্মী ডাকেন
তখন ॥ তাঁর পাশে পূজাবিধি শুনিয়া সুন্দরী । পতির আদেশে পূজা করেন
ঈশ্বরী ॥ দিনে দিনে শিবভক্তি বাড়িল তাঁহার । চিন্তা করে শিবধনে ক্ষুদে
অনিবার ॥ এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে । একদা জলধিসূতা অতি কুত্-
হলে ॥ শিবভক্তি ক্ষুদে ধরি পতিধনে কয় । শুন শুন জগন্নাথ ওহে দয়াময় ॥
কি পুষ্প পূজিলে ভুষ্ট হন আশুতোষ । বিবরিয়া কর মোর ক্ষুদে পরিতোষ ॥
সে পুষ্প সহস্র আনি মনের হরিশে । প্রত্যহ পূজিব আমি ধুজ্জুটি মহেশে ॥
সংকল্প করিয়া আমি করিব পূজন । মনের মানস পূর্ণ কর জনার্দন ॥ লক্ষ্মীর
এতেক বাক্য শুনিয়া ক্রিহরি । কহিলেন শুন প্রিয়ে বৈকুণ্ঠঈশ্বরী ॥ প্রাণের
অধিক তুমি প্রাণপ্রিয়তমে । অসীম ভকতি তব দেব পঞ্চাননে ॥ পঞ্চানন তব

প্রতি প্রসন্ন নিশ্চয় । শুন বলি মহাদেব যাঁহে তুষ্ট হয় ॥ অকোত্তর শত ধেনু
বৎসের সহিত । তুষ্টবতী হবে সবে ভূষণে তুষিত ॥ বিপ্রকরে সেই ধেনু
করিলে অর্পণ । যেই পুণ্য উপার্জন করে নরগণ ॥ করবীর পুষ্পদানে সেই
পুণ্য হয় । শিবের পরম তোস জানিবে নিশ্চয় ॥ তাহারি দ্বিগুণ ফল রক্ত
করবীরে । অথবা যদ্যপি পূজে শ্বেত করবীরে ॥ রজতে করিলে পূজা যেই ফল
হয় । শেফালী কুমুমে তার কোটি গুণোদয় ॥ শেফালীর শতগুণ কুন্দপুষ্প
করে । মল্লীপুষ্পে তাহা হতে শতগুণ ধরে ॥ মুক্তাতে গঠিয়া লিঙ্গ মুক্তাতে
পূজিলে । যেই পুণ্য লভে সাধু অবনীমণ্ডলে ॥ দ্রোণপুষ্পে যদি পূজা করে
সাধুজন । সেই পুণ্য অনারাসে করিবে অর্জন ॥ শিবলিঙ্গ সুবর্ণেতে করিয়া
গঠিত । যদ্যপি কাকন দিয়া করয়ে পূজিত ॥ তাহে যেই পুণ্য হয় শুন পরি-
চয় । পূজিলে চম্পকফুলে সে পুণ্য নিশ্চয় ॥ বৈশাখে সুপুণ্য মাসে ধবল
চামরে । বীজন করয়ে যদি দেবদেব হরে ॥ তাহে যেই ফল হয় ওগো বরা-
ননে । সে ফল পূজিলে হয় শিরীষকুমুমে ॥ নাগকেশরক পুষ্পে যদি পূজে
হর । সেজন অবশ্য পায় অশ্বমেধ-ফল ॥ মুচুকন্দ ফুলে যদি পূজে পঞ্চানন ।
গয়াশ্রাদ্ধফল তারে দেন ত্রিলোচন ॥ ভলমী অর্পিলে তার তিনগুণ ফল ।
তগরে পূজিলে পায় চান্দ্রায়ণ-ফল ॥ কাশীধামে উপবাসে যেই ফল হয় । বজ্র-
পুষ্পে শিবে পূজি সে ফল নিশ্চয় ॥ পরমাত্মা শিবধনে যেই সাধুজন । ধুম্রুর
কুমুদ দিয়া করয়ে পূজন ॥ শত একাদশী কৈলে সেই ফল হয় । সে জন লভিবে
তাহা নাহিক সংশয় ॥ কেতকী কুমুদ নাহি দিবে পঞ্চাননে । অন্য অন্য পুষ্প
কথা শুন বরাননে ॥ সে সব পুষ্পের কথা করিলু বর্ণন । সমস্ত কুমুদ দিয়া
করিলে অর্চন ॥ যেই ফল হয় তাহে ওগো বরাননে ॥ সেই ফল হয় পদ্মকুমুদে
পূজনে ॥ পদ্মপুষ্প হতে শ্রেষ্ঠ অন্য পুষ্প নাই । সে পুষ্পে পূজিলে তুষ্ট শঙ্কর
গোঁসাই ॥ সংকল্প করিয়া প্রিয়ে ভক্তিমুতমনে । কমলপুষ্পেতে পূজ উমা-
পতি ধনে ॥

পতির এতেক বাক্য শুনি পদ্মালয়া । পদ্ম পুষ্প দিতে শিবে সংকল্প
করিয়া ॥ রক্ষ হতে নিজে তুলি নিজে ধৌত করে । কায়মনে দেন শেষে স্বর্ণ
লিঙ্গোপরে ॥ সহস্র কমল তুলি ত্রিবার গণিয়া । ভক্তিভাবে প্রতিদিন পূজে
বিষ্ণু-জায়া ॥ এইরূপে একবর্ষ অতীত হইলে । একদা কমলা ষান সরোবর-
জলে ॥ পবিত্র অন্তরে স্নান করিয়া তথায় । তুলিয়া কমল গণে দ্বিবার তাহার ॥
প্রক্ষালন করি তাহা পুন না গণিল । সমদ্রমে পূজাগৃহে আগত হইল ॥ পূজা
করি স্বর্ণলিঙ্গে ঐকান্তিকমনে । একে একে পদ্মপুষ্প দেন ত্রিনয়নে ॥ শুন গো
বিজয়ে জন্মে অদ্বুত ঘটন । এক দুই করি গণি করেন অর্পণ ॥ নিঃশেষ হইল
পুষ্প কিছু নাহি আর । দুই পদ্ম নুন হৈল, একি চমৎকার ॥ শিবভক্তা পদ্মা-
লয়া অন্তরে বিস্ময় । বলে হায় কিবা হৈল এবে কিবা হয় ॥ তুটী পদ্ম কোথা

গেল কিছু নাহি জানি । আনিলাম ভ্রমবশে নাহি বুঝি গনি ॥ অথবা গোপনে
কেহ করিল হরণ । কিছু না বুঝিতে পারি ইহার কারণ ॥ চয়নে কালনে আর
পুঙ্কার সময়ে । প্রত্যহ জিবির গনি একান্ত স্বপ্নে ॥ দ্বিবার গনি আছি
ভ্রমের কারণ । ভক্তির শৈথিল্য মম হইতে দর্শন ॥ ধিক্ বিধি শত বিধি ধিক্
ধিক্ মোরে । বিনয় বিপাকে আছি পড়িলাম ফেলে ॥ ভ্রমবশে হৈল আছি
অনর্থ ঘটন । সংকল্প বিনষ্ট হয় কি করি এখন ॥ নিজহস্তে পুষ্প অগ্নি পু-
শূলপাণি । পরদ্বারা পুষ্প আজি কল্পপেতে আনি ॥ আমন নাহি যা সেতে
নাহিক কোথায় । পাত্র বিনা সংকল্প যে রূপ হয়ে যায় ॥ মনে মনে এইরূপ
করিয়া চিন্তন । বিহিত উপায় পরে কহে নিরঞ্জন । বিত্তবাক্য আমি বাক্য
বিচারিল মনে । বলেছিল জনাঙ্গন আমার মদনে ॥ এতদা বিহারকালে
দেব জনাঙ্গন । বলেছিল যিটু ভাসে মগুর বচন ॥ “নরোত্তম তব কৃষি
শুন গো কৃপণী । তব কৃষ্ণগুণ এই তুঙ্গী কমলিনী ॥ তোমা নরোত্তরে কান
করিয়া বচন । প্রকৃত কমল তুই করেছে রোপণ ॥ প্রথম প্রীতিতে এত সার
সুন্দর । নিরখি আমার কহে আনন্দ উদয় ॥” মম মন পদুম মম পিকুর মনে ।
মিথ্যা নহে তাঁর পাত্র এ দিন ভুবনে ॥ এই তুই স্বনপদে পুদিয়া শব্দ ।
সহস্র হইবে পূর্ণ না হব কান্তর ॥ অবস্থা কেশব তুই হবেন ইহাতে । আপন
আনন্দ পাব আপনার চিতে ॥ এইরূপ স্থির করি কমলবাসিনী । করুক
আপন হাতে নিলেন তখন ॥ স্বনচেতনে মনুষ্যত্ব হইলেন যেমন । দেবীরে
নরোত্তম মন কহিল বচন ॥ শুন শুন পদ্যলয়ে বলি গো তোমার । কনিকা তব
অঙ্গে রতন নাহি ॥ আমি দৌহ দিয়া পূজা করহ শব্দর । হইয়া পার্থক্য
দৌহে পবিত্র অন্তর ॥ স্থনের এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । কহিলেন “জানিয়া
মগুর বচন ॥ মম শির যথা পূজে দেব মহেশ্বর । তোমরা উভয়ে তথা পূজহ
দম্বর ॥ আমি নরোত্তরে দৌহে ধরেছ জনম । শিবের পূজনে হও এবে নিয়ো-
জন ॥ শ্রীহরি শঙ্করে যথা নাহি কিছু ভেদ । তোমা দ্বয় সহ পদে তেমনি
অভেদ ॥ কর শির মুখ সম মম কলেবরে । জনমিয়া থাক যদি বনি দৌহ-
কারে ॥ সহস্র কমল পূর্ণ কর দুইজনে । নিয়োজিত হও দৌহে হইবে পূর্ণ মনে ॥
এত বনি বাম স্তন বাম করে ধরি । দক্ষিণ করোতে দেবী বিনেয় কস্তুরী ॥
ভক্তিভরে দক্ষকরে করিয়া ছেদন । অকাতরে লিখে পদ্য করেন অর্থন ॥ সেই স্তন
বিধি পূর্বে করিত মর্দন । লিঙ্গোপরে শোভে তাহা শোভন বরণ ॥ পক্ষাঘ্ন
মলে দেবী করিলেন দান । অন্তরে বেদনা তাহে কিছু নাহি পান ॥ বাম স্তন
শিবে দিয়া কমলবাসিনী । আপনারে রক্তরক্তা মানিলেন গণি ॥ এবেশে
শেষ স্তন করিতে ছেদন । পুনশ্চ কস্তুরী করে করেন গ্রহণ ॥ বাম কুণ্ড ছেদ
হরি দেব মহেশ্বর । একান্ত আকুল হন বাণিত অন্তর ॥ পূর্ণ স্তন কাটে
দেবী দেখিতে না পারি । স্বপ্নসিদ্ধে আবিভূত হন প্রিয়ুরারি ॥ যিউভাবে

নিবারিয়া বলেন তখন । না কাট না কাট মাত আপনার স্তন ॥ যে স্তন করেছ
দেবি প্রথমে কঠিন । পুন পূর্ববৎ হবে আমার বচন ॥ তোমার পরমা ভক্তি
জানিয়াছি আমি । পূর্ণ তব মনোরথ কমলবাসিনী ॥ ছিন্ন স্তন অর্পিয়াছ মম
লিঙ্গোপরে । পুণ্যরক্ষ হবে উহা সংসার মাঝারে ॥ মূর্তিমতী তব ভক্তি
রূপেতে জন্মিবে । শ্রীফল উহার নাম জগতে স্মরিবে ॥ যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রবে
বিদ্যমান । তাবত শ্রীফল তক হবে অবস্থান ॥ তব কীর্ত্তি রবে দেবি ভুবন
মাঝার । পরম প্রণয়ী হবে শ্রীফল আমার ॥ শ্রীফল পত্রেতে মোর হইবে
পূজন । পরম সন্তুষ্ট হবে তাহে অনুক্ষণ ॥ কিবা পুষ্প কিবা মুক্তা প্রবাল
কাঞ্চন । কোটি অংশ সম নাহি হবে কদাচন ॥ যেমন আমার প্রিয় জাহ্নবীর
জল । তেমতি জানিবে দেবি হইবে শ্রীফল ॥ দ্বিপত্রে পূজিলে আমি পাব
পরিতোষ । পূজনে অর্পিব আমি অন্তরে সন্তোষ ॥ দ্বিপথে শ্রীফল যদি পরয়ে
জনম । তার পত্র মম প্রিয় कहিনু বচন ॥ হরের এতেক বাক্য শুনি হরি-
জয়া । পুলকে পূরিত তনু হরনিত কায়া ॥ পুনঃপুনঃ গঙ্গাধরে করেন প্রণাম ।
ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ওহে ভগবান ॥ কারণ-কারণ তুমি ওহে দয়াময় । আত্মারে
নিবেদি তোমা তুমি সদাশয় ॥ একমাত্র গতি তুমি পরম ঈশ্বর । তব পদে
নমস্কার ওহে দিগম্বর ॥ এই রূপে পুনঃপুনঃ স্তুতিবাদ করি । প্রদক্ষিণ নমস্কার
করেন ঈশ্বরী ॥ পুনঃ পুনঃ উঠে আর নমস্কার করে । শিবের আদেশে
শেষে রহে ঘোড়করে ॥ গদ্যাদ বচনে দেবী করেন স্তবন । কৃতার্থ জানিয়া হৃদে
হরিশে মগন ॥

নমো নম বিশ্বপতে শশাঙ্কশেখর । শশাঙ্ক শোভিছে ভালে ওহে দিগম্বর ॥
সহস্র বদন তব ওহে ত্রিনয়ন । ধবল রম্যভ-পরে কর আরোহণ ॥ তোমারে
প্রণমে যেই ভক্তিযুত মনে । রূপা-চক্ষে চাহ তুমি সেই জন-পানে ॥ দেবের
দেবতা তুমি ত্রিগুণ-নাথক । তোমা পাশে বার্থ হয় কামের মায়ক ॥ প্রহর
কুসুম তুমি পুলকিত হও । ডিগুম বাজায়ে তুমি মহানন্দ পাও ॥ সুখের সাগরে
তুমি সতত বিহারী । জয় জয় জয় শাস্ত্রো ওহে ত্রিপুরারি ॥ পার্বতীর নাথ
তুমি ওহে ত্রিনয়ন । প্রসন্ন আমার প্রতি হও অনুক্ষণ ॥ কখন মাকার তুমি
কল্প নিরাকার । এ বিশ্ব তোমার লীলা অতি চমৎকার ॥ কিবা অগ্নি কিবা রবি
কিবা শশধর । নক্ষত্র তারকা কিবা অমর নিকর ॥ সবার ঈশ্বর তুমি ওহে
ত্রিনয়ন । তব ইচ্ছাবশে বিশ্ব হতেছে সৃজন ॥ সৃজিছ পালিছ তুমি তুমিই
নাশিছ । নিজ মূর্ত্তি নিজ হৃদে সতত চিন্তিছ ॥ সতত ঞ্জামে তুমি কর বিচ-
রণ । চিত্তভঙ্গ্য তব অঙ্গে কিবা সুশোভন ॥ কটিতে বাঘছাল তুমি দিগম্বর ।
কপাল শোভিছে করে ভালে শশধর ॥ অক্ষমালা শোভে বক্ষে বিভূতি ভূষণ ।
উদ্ধারত শিরে শোভে পন্নগ ভূষণ ॥ বিলহিত জটাভার ওহে গঙ্গাধর । ভূত-
নাথ আশুতোষ দয়ার সাগর ॥ সতত বিরাজ তুমি সাধুর অন্তরে । মহেশ

সর্বেশ নাথ প্রণমি তোমায়ে ॥ দুঃখ হর ক্ষয় কর নীলকণ্ঠধারী । তোমা ধনে
 ক্ষদে যেন নিরন্তর স্মরি ॥ লক্ষ্মীর এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ । প্রসন্ন বদনে কন
 দেব পঞ্চানন ॥ কল্যাণি ত্রিহরি-কান্তে বলি গো তোমায়ে । বর মাগ যা
 চাহিবে দিব তা তোমায়ে ॥ হরের এতেক বাক্য শুনি পদ্মালয় । প্রসন্ন বদনে
 কন পুলকে পূরিয়া । তোমা প্রতি ভক্তি হেতু ওহে শূলপাণি । আদ্যা-
 শক্তি বিকৃতজায়া হইয়াছি আমি ॥ তোমা ধনে প্রত্যক্ষেতে করিহু দর্শন ।
 কি আর বাঞ্ছিত আছে ওহে পঞ্চানন ॥ মনের বাসনা পূর্ণ তোমা দরশনে ।
 নমস্কার নমস্কার তোমার চরণে ॥ একমাত্র তোমা প্রতি একান্ত ভকতি । এই
 বর মাগি ক্ষদে ওহে পশুপতি ॥ ভক্তের পূরাও বাঞ্ছা ওহে গঙ্গাধর । আশু-
 তোষ তব নাম খ্যাত চরাচর ॥ গুণের অতীত তুমি গুণের কারণ । সৃষ্টি স্থিতি
 লয় হেতু তুমি ত্রিনয়ন ॥ তুমি হর্তা তুমি কর্তা তুমি বিশ্বপাতা । এ বিশ্ব তোমার
 লীলা বিধির বিধাতা ॥ তব আজ্ঞাবশে বিধি করেন সৃজন । বৈকুণ্ঠের পতি
 করে সবারে পালন ॥ অধিক কি বলি নাথ তোমার চরণে । সতত প্রণাম করি
 ভক্তিযুত মনে ॥ তরি হরে ভেদ দান যেন নাহি হয় । তোমা প্রতি ভক্তি
 যেন নিরন্তর রয় ॥ অন্য বরে মম বাঞ্ছা কিছুমাত্র নাই । মনের কপাট খুলি
 বলিহু গোঁসাই ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । তথাস্থ বলিয়া বর
 দেন পঞ্চানন ॥ দেখিতে দেখিতে হর হন অন্তর্দান । বৈকুণ্ঠে কমলা সুখে করে
 অবস্থান ॥ এ দিকে শুনহ পরে অপূর্ণ ঘটন । কপালমোচন ক্ষেত্রে ত্রীকল-
 জনম ॥ কমলার স্তন হতে জন্মে তরুণ । মনোহর অঙ্গ আঁহা পরম সুন্দর ॥

একাদশ অধ্যায় ।

বিলরুপ-মাহাত্ম্য ।

উর্দ্ধপত্নঃ চবো জ্যেষ্ঠা পত্নঃ বামঃ শিবিঃ পথ ।

অহং দক্ষিণপত্নঃ দ্বিপত্নদলমিভূতঃ ॥

অস্যা ছায়াঞ্চ পত্নঞ্চ লজ্জয়েন্ন পত্না স্পৃশেৎ ।

হবতে লজ্জমানাব্যুঃ পাদস্পর্শাৎ শ্রিয়ং হবেৎ ॥

সখীদ্বয়ে সম্বোধিয়া কহে হৈমবতী । শুন শুন তাঁর পর অপূর্ণ ভারতী ॥
 বৈশাখের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে । জন্মিল ত্রীকলতরু পবিত্র ভারতে ॥
 ত্রীকল-মাহাত্ম্য এবে করিব বর্ণন । শুন দিয়া সখীদ্বয় করহ শ্রবণ ॥ জন্মিল
 ত্রীকল শুনি দেব নারায়ণ । ব্রহ্মা ইন্দ্র সহ আর লয়ে দেবগণ ॥ উপনীত হর্ষ-

ভরে সকলে তথায় । দেবনারীগণ সব অন্তমনে যায় ॥ সকলে দেখিল তরু
অতি মনোহর । সুতুল ত্রিপত্রেশোভে সেই তরুবর ॥ স্নিগ্ধ শ্যাম মনোরম
তেজে দীপ্তিমান । ভক্তিভরে সবে হেরি করয়ে প্রণাম ॥ জনসৈক করে সবে
সেই তরুস্থলে । সুখভারে রাহে তথা মন-কুণ্ডলে ॥ অনুক্ষণ তরুপরে রক্ষা
করে সবে । সকলে সহোদ্রি বিকৃত কহিলেন তবে ॥ একবিংশ নাম তরু করিবে
ধারণ । মান্দুর শ্রীফল বিলু বর ত্রিনয়ন ॥ শ্যাণ্ডিল্য শৈলুষ শিব পুণ্য শিব-
প্রিয়ং দেবদাস তীর্থগদ পাপঘ্ন বিজয় ॥ জয় বিকৃত শুবর্ণ কোমলচ্ছদক ।
সংযমী ধুত্ৰাক্ষ বিংশ ও শ্রাদ্ধদেবক ॥ একবিংশ নামে তরু প্রথিত হইবে ।
পরম পবিত্র বলি ধরায় রটিবে ॥ মূল হতে শতধনু পরিমিত স্থান ॥ * পুণ্য-
তীর্থ বলি তাহা হইবে প্রমাণ ॥ অধোভাগে ভূমিগর্ভে তেমাতি জানিবে ।
ত্রিপত্র ত্রিতর তীর্থ মনে বিচারিবে ॥ উর্দ্ধপত্র হয় সম বামপত্র বিধি । দক্ষপত্রে
আমি নিজে রব নিরবধি ॥ বিলুপত্র বিলুচ্ছায়া চরণে স্পর্শন । না করিবে সাধু-
জন লজ্জিবে কখন ॥ বেদা লজ্জা অমৃৎশেষ হইবে তাহার । চরণে স্পর্শিলে
লক্ষ্মী না রহিবে আর ॥ মহাশ্র কমল পুষ্প করিলে পূজন । যেই পুণ্য উপা-
র্জজন করে সাধুজন ॥ বিলুপত্রে পূজে যদি সেই কল হয় । আমার পরম প্রিয়
জানিবে নিশ্চয় ॥ দর্শনে প্রণামে স্পর্শে স্থান-সম্মার্জনে । দেবতা-পূজনে
কিছা চরনে ও দানে ॥ যে কালে যে নত্ন হবে করিতে পঠন । বলিতেছি একে
একে শুন দিয়া মন । “বিশ্বরূক্ষ মহাভাগ শঙ্করের প্রিয় । শিব-দশনদ তুমি
ভূমি জ্যোতির্কর ॥ জননি-সুতার স্তন তুমি হে শ্রীফল । প্রসন্ন মতত হও
আমার উপর ॥” † এই মন্ত্রে অন্তমনে বিলুতরুবর । দণ্ডন করিয়া প্রণমিবে
তার পর ॥ “নমস্কার করি বিলু তুমি হে শঙ্কর । হৃদয় সদল কর মম কলে-
বর ॥” ‡ এই মন্ত্রে করিবে সাধু অন্তঃপ্রণাম । মম ভক্ত সেই জন মহাপুণ্য-
বান ॥ পরম বৈকুণ্ঠ সেই নাহিক সংশয় । সে জন আমার প্রিয় জানিবে
নিশ্চয় ॥ “শঙ্কর-পূজক বিলু মহা-তরুবর । প্রিয়স্পর্শ স্পর্শি আমি তব কলে-

* ধনুঃ—চাবিহীন পরিমিত স্থান । কোন কোন মতে গণিত আছে যে বিশ্বরূক্ষের মূল
হইতে একোজন দিকেই হইতে পাঁচ শত ধনু পরিমিত স্থান ভাষ্য বলিয়া পরিগণিত । এই প
মূলেব নিম্নেও ভূগর্ভমধ্যে পাঁচশত ধনু পরিমিত স্থান মহাতীর্থ বলিয়া কথিত ।

† বিশ্বরূক্ষ দর্শনের মন্ত্র ইতি ॥ -

“বিশ্বরূক্ষ মহাভাগ মহেশ্বর্য সদা শ্রিব ।

শিবদর্শন জ্যোতির্জন প্রসাদাক্ষিসুতাজন ॥”

কোন কোন ঋত্রে “শিবদর্শক জ্যোতিঃ প্রসাদাক্ষিসুতাজন” এইরূপ গায় দৃষ্ট হইয়া
থাকে ।

‡ বিশ্বরূক্ষ প্রণাম মন্ত্র ইতি ॥ -

“ও নমো বিশ্বং ববে সদা শঙ্করপুণ্ডে ।

সদলানি সমাঙ্গানি কুরুষাম হৃদয় ॥”

বর ॥ আমার পাতকরাশি কর বিনাশন ।” ৪ এই মন্ত্রে বিলুপ্ত করিবে
স্পর্শন ॥ “ওহে তরুণ তব তল মনোহর । ক্রীড়া করে আমি যথা বিবুধ-
নিকর ॥ সেই স্থল মার্জ্জি আমি দেবতরুণর । রূপা করি শ্রীত হও আমার
উপর ॥” ৫ এই মন্ত্রে তরুতল করিবে মার্জ্জন । পরম বৈকুণ্ঠ সেই সেই সাধু-
জন ॥ দশ দশ হাত মাপি তরুতল হতে । মার্জ্জিবে গোময় জলে প্রাতে চারি-
ভিতে ॥ দশাক্ষর মন্ত্রে বিলু করিবে পূজন ॥ ৬ পূজান্তে শকতিমতে জপ
আচরণ ॥ বিলুপত্র সেই মন্ত্রে চয়ন করিবে । মন দিয়া শুন তাহ বলিতেছি
এবে ॥ “পুণ্ডরীক মহাভাগ মালুর ত্রিকল । শিবপূজা হেতু ত্রিলি পত্রক
সকল ॥” ৭ এই মন্ত্রে ভক্তিভরে করিবে চয়ন । পুঙ্খানু দ্বাদশী সন্ধ্যা
মধ্যাহ্ন বর্জ্জন ॥ এসব সময়ে নাহি কদাপি তুলিবে । বিকল হইবে পূজা অনর্থ
ঘটিবে ॥ না করিবে শাখাভঙ্গ কিম্বা আরোহণ । নিম্ন হতে পত্রপুঞ্জ করিবে
চয়ন ॥ নিম্ন হতে শক্ত যদি কভু নাহি হবে । উপরে উঠিবে তব শাখা না
ভাঙ্গিবে ॥ ঋণ্ডিতাখণ্ডিত পত্র যেইরূপ হয় । সবেতে প্রসন্ন শিব হবেন
নিশ্চয় ॥ ছয় মনঃ পরে পত্র পূর্ণিত হবে । তবে পূজা হেতু তাহা বর্জ্জন
করিবে ॥ পূজিবেক বিলুপত্রে অমর নিকরে । কিন্তু নাহি দিবে কভু সূর্য
লসাদরে ॥ যথার বিরাজ করে বিলুর কানন । বারাণসী পুরী তাহা শাস্ত্রের
বচন ॥ পঞ্চ বিলু থাকে যথা তথা নিজে হর । মনের সুখেতে বাস করে নির-
ন্তর ॥ সপ্ত বিলুদ্রম যথা সনা শোভা পায় । দুর্গা সহ দিগম্বর নিবসে তথায় ॥
এক বিলু যথা থাকে তথা পঞ্চানন । আমি সহ অধিষ্ঠিত রবে অনুক্ষণ ॥ এই
সব মহাতীর্থ করিহু বর্ণন । দেবের বাঞ্ছিত ইহা অমিত্য বচন ॥ ঈশান কোণেতে
বিলু যে ভবনে রয় । বিপদ আপদ তথা কভু নাহি হয় ॥ বাটীর পূর্বেতে
যদি জন্মে তরুণর । সেই গৃহে সর্বসুখ হবে নিরন্তর ॥ শনা রবে দক্ষিণে হলে
শমনের ভব । পশ্চিমে জন্মিলে বিলু পুত্রবান হয় ॥ শ্মশানে প্রান্তরে কিম্বা

১ বিবরুক্ষ স্পর্শ করিবার মন্ত্র যথা ।—

“শিবপঙ্কজ মালব প্রিয়স্পর্শ মহাতরো ।

স্পৃশামি হ্রীং মহাপাপসংঘায়ে প্রণাম্য ॥”

২ বিবরুক্ষতল মার্জ্জনের মন্ত্র যথা ।—

“দেবরুক্ষব শ্রেষ্ঠ তলগে সুনোহর ।

ক্রীড়ন্তাগতা বিব্রুধা মার্জ্জয়ে ত্বং প্রদীপ মে ॥”

৩ বিবরুক্ষ পূজার দশাক্ষর মন্ত্র যথা ।—

“ও নমো রুদ্রায় ত্রিকলায় ।”

পূজান্তে এই দশাক্ষর মন্ত্রই শব্দান্তবাহে জপ করিবে ।

৪ বিলুপত্র চয়নের মন্ত্র যথা ।—

“পুণ্ডরীক মহাভাগ মালুর ত্রিকল প্রভো ।

মহেশপূজনার্থায় ত্বংপূজাং চিনোদ্যহ ॥”

ভরস্বিনী তীরে । ত্রীফল পাদপ জন্মে কিয়া বনান্তরে ॥ সিদ্ধপীঠ সেই স্থান
 শাস্ত্রের বচন । নিরন্তর তপা রহে দেব পঞ্চানন ॥ অঙ্গনের মধ্যভাগে বিল
 তরুণ । ভ্রমে না রোপিবে কভু মানব নিকর ॥ দৈবে যদি জন্মে তবে ভক্তি-
 যুত মনে । পূজিবে বিধানে তাহা শিব সম জানে ॥ চৈত্র হতে চারি মাস
 একান্ত অন্তরে । এতৎ একটি পত্র শিব শিরোপারে ॥ যে জন অপণ করে
 শুন পরিচয় । লক্ষ ধেনু দান পুণ্য সে লভে নিশ্চয় ॥ মধ্যাহ্ন সময়ে যেই
 একান্ত অন্তরে । পবিত্র হইয়া বিলু প্রদক্ষিণ করে ॥ সুমেরু প্রদক্ষিণেতে হয়
 যেই ফল । অনায়াসে সেই ফল পায় সেই নর ॥ কদাচ করিবে নাহি ত্রীফল
 ছেদন । বিলুকাঠ কভু নাহি করিবে দহন ॥ না করিবে যজ্ঞ বিনা কিছুতে
 বিক্রয় । অন্যথা করিলে তার অশুভ নিশ্চয় ॥ বিলুর চন্দন যোবা ধরে শিরো-
 পারে । সে জন না যাবে কভু সম অধিকারে ॥ তাহার যতেক পাপ হবে বিনা-
 শন । পরম বৈষ্ণব সেই সেই সাধুজন ॥ বিলুপত্র বিলুদীপ্ত যদি পড়ে ভ্রমে ।
 অমনি শঙ্কর শিরে ধরেন বতনে ॥ চৈত্র হতে চারি মাস করিয়া যতন । বিলু-
 মূলে জলসেক করে যেই জন ॥ পিতৃলোক পিতৃকল তৃপ্ত হয় তার । সাধু বলি
 সেই জন বিদিত সংসার ॥ চৈত্র হতে চারি মাস ভ্রমেন শঙ্কর । নব বিলপত্রে
 ইচ্ছু হন নিরন্তর ॥ বিলপত্রে তুলে হয়ে দেব পঞ্চানন । ভক্তজনে ভক্তি
 মুক্তি করেন অপণ ॥ বৈদ্যনাথ নামে শিব হরিদ্রানগরে । বিলরক্ষ আছে
 তথা খ্যাত চরাচরে । স্বর্গরক্ষ বলি তার বিদিত আখ্যান । সতত বিরাজে
 তথা শঙ্কর ধীমান ॥ কামরূপে কামরূপ কাশীতে আদিত ॥ ত্রীফল সে কাশীপুরে
 তীরথ প্রাচীন ॥ এই সব তরুণ পুণ্যের আকর । দর্শনে স্পর্শনে পুণ্য হয় বহু-
 তর ॥ এইরূপে দেবদেব প্রভু নারায়ণ । বিনেব মাহাত্ম্য-কথা করেন বর্ণন ॥
 হেনকালে দেবদেব শশাঙ্ক-শেখর । উপনীত তথা আসি সবার গোচর ॥ হরারে
 হেরিয়া বিকৃত আর প্রজাপতি । বিলপত্রে বিলপলে পূজে পশুপতি ॥ অনন্তর
 সবে মিলি করেন গমন । আপন আপন স্থানে যত দেবগণ ॥ বিলুর মাহাত্ম্য-
 কথা করিয়া বর্ণন । হৈমবতী সখীদ্বয়ে কহেন তখন ॥ শিবতরু-কথা সখী
 অতি পুণ্যবতী । কহিলাম দোঁহাপাশে যধুর ভারত ॥ সাধুগণ যদি ভরি করিবে
 শ্রবণ । শ্রুতিযুগ মুক্তিপ্রদ বিকুর বচন ॥ জনাঙ্গনে শিব সখি কিছু ভেদ নাই ।
 মায়াবশে অন্ধজনে ভ্রমে ঠাঁই ঠাঁই ॥ শিবের নিকটে বিলুমাহাত্ম্যকীর্তন । অথবা
 করিবে সাধু সাদরে শ্রবণ ॥ শোক তাপ মনঃকোভ নাহি রবে আর । মুচিবে
 সকল তার মনের আঁধার ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রভাসে শিবাদি দেবগণ ও হৈমবতী লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণের
গমন, লক্ষ্মী সহ পার্বতীর কথোপকথন, আমলকীর
উৎপত্তি ও তন্মাহাত্ম্য।

বিশ্বস্য চ তুলস্যাশ্চ যে গুণা কথিতা সখি ।

তে তে গুণাঃ সৰ্ব্বত্র আমলকা সমাহিতাঃ ॥

তুলসী বিলের কথা যাবত শুনিয়ে । পুনশ্চ জিন্যাসে পরে সহচরীদ্বয়ে ॥
শুনিয়া তোমার মুখে অপূৰ্ব ভারতী । আনন্দ-মলিলে ভাসি ওগো হৈমবতী ।
জিজ্ঞাসি তোমাতে দোঁহে কহ গো বচন । তুলসী ত্রীকল যথা পাপবিনাশন ॥
সে রূপ আছে কি রক্ষ আর কোন নামে । প্রকাশিয়া বল তাহা দোঁহার সদনে ॥
আর কিবা রূপ আছে শিব-বিক-প্রিয় । দোঁহা পাশে বল তাহা যদি দয়া
হয় ॥ শুনিতে বাসনা বড় করি গো সুলক্ষি । তুমি কহি তুমি দেবী তুমি সহ-
চরী ॥ মনের মানস পূর্ণ কর দোঁহাকার । শুনিতে কৌতুক রূপে হয়েছে
অপার ॥ সখী দোঁহাকার বাক্য করিয়া শ্রবণ । হাসিতে হাসিতে দেবী
কহেন তখন ॥ আমলক নামে আছে এক তরুণর । তুলসী বিলের
নম অতি পুণ্যকর ॥ বিস্তর পরম প্রিয় শিব-প্রিয়তম । আমি আর
লক্ষ্মী দোঁহে করেছি রোপণ ॥ একদা মকলে মিলি যত দেবগণ ।
পুণ্যতীর্থে প্রভাসেতে করেন গমন ॥ পুণ্য দিনে প্রভাসেতে দেবযাত্রা হৈল ।
হংস-যানে প্রজাপতি সুখেতে চলিল ॥ ভূতগণ সম্মে যান দেব শকানন । পতি
বহ আমি তথা করিহু গমন ॥ উপনীত শ্রীগোবিন্দ কমলা সহিতে । এসর-
বদনে সবে আসে চারিভিতে ॥ ইন্দ্র চন্দ্র যম অগ্নি বরুণ পবন । কুন্তের
নৈঋত আর রুদ্র দেবগণ ॥ দেবগণি ব্রহ্মগণি আসিল বিস্তর । নারদ কশ্যপ
কণ্ণ ব্যাস পরাশর ॥ গোতম বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র মেধাতিথি । জাবালি জৈমিনি
আষ্টি সেন মহামতি ॥ জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ পিপ্পলাদ আদি । জৈগীষব্য পৈল
আর কে করে অবধি ॥ শিষ্য উপশিষ্য সহ আসিল মকলে । দান দান করে
সবে মন-কুতূহলে ॥ বেদাঙ্গ-পারগ সবে বেদে বিচক্ষণ । পুণ্যকর্ম করি সবে
হরিশে মগন ॥ বিপ্রগণ আমি সবে হরিশ অনুরে । পূজা করে চতুর্নুখে আর
হরিহরে ॥ যথাবিধি দেবগণে করিয়া পূজন । তীর্থের পরম শোভা করে দর-
শন ॥ এ দিকে লক্ষ্মীর সহ বসি এক স্থানে । কত কথা কহি আমি আন-
ন্দিতমনে ॥ অকস্মাৎ হৈল মন প্রাজতে ত্রীহরি । শিবাক্ষনে মতি করে কমলা

সুন্দরী ॥ সন্দোধি লক্ষ্মীরে আমি কহিব তখন । জলধি-মন্দিরি শুন আমার
বচন ॥ করিয়াছি মনে মনে এ হেন বাসনা । করিব বাঞ্ছিত দ্রব্যে হরি-আরা-
ধনা ॥ জীবের জীবন হরি নিতা সনাতন । সাধুর পরম পূজ্য অখিল রঞ্জন ॥
অত এব বল বল কমলা সুন্দরি । কি দ্রব্য সৃষ্টিয়া এবে পৃথিবী ত্রিহরি ॥
আমার এতক বাক্য কমলা শুনিয়া । হৃদয়ের অকৃত অঙ্গে প্রণাম করিয়া ॥ দণ্ড-
বৎ রহে দেবী ভূমের উপর । বাহুদ্বয়ে ধরি আমি ভূমি তার পর ॥ ঘন ঘন
প্রীতিভরে করি আলিঙ্গন । গদগদ বাক্যে দেবী কহেন তখন ॥ তোমার বাসনা
যাহা কহিলে সুন্দরি । আমিহ করেছি হির সেরূপ বিচারি ॥ মনে মনে বহুক্ষণ
করেছি মনন । করিব বাঞ্ছিত দ্রব্যে শঙ্কর-পূজন ॥ শুন গো বিজয়ে জয়ে অপূর্ব
ঘটনা । মনে মনে ভুজনার একরূপ বাসনা ॥ আবদে দৌহার নেত্রে পড়ে অশ্রু-
জল । অমল মলিল পড়ে ভূমির উপর ॥ জনমিল নেত্রজলে চারি তরু-বর । কিবা
শোভা ধরে সখি পল্লব-নিকর ॥ অমল মলিল হতে ধরিল জন্ম । আমলকী
নাম হৈল এট সে কারণ ॥ শ্যামল পল্লব সব অতি মনোহর । স্কন্ধ মূল কব-
রিত শোভার আকর ॥ ভুলনী বিলের গুণ হসেছে বর্ণিত । ইহাতেও সেই সব
জানিবে নিশ্চিত ॥ ঋষিগণ শিষ্য সহ করি দরশন । আনন্দ-জলধি-নীরে
হলেন মগন ॥ শিব বিষ্ণু সম জানে আনন্দের ভরে । আমলকী-স্তব করে
তাপস-নিকরে ॥ “নমস্কার আমলকী বিষ্ণু প্রিয়তমা । শিবপ্রিয়া রম্যপ্রভা
দিব্য যনোরমা ॥ পত্র মালাবিভূষণা নমামি শ্রীমতী ॥” * করিবে এ মন্ত্রে
আমলকী পূজা আদি ॥ এই রক্ষা তিন তীর্থে আছে বিদ্যাজিত । বিলম্বে
যথা পূর্বে হয়েছে বর্ণিত ॥ শিব বিষ্ণু আর সেই দেব পদ্মাসন । আমলকী
রক্ষা স্থিতি করে অনুক্ষণ ॥ শুন শুন সখীদ্বয় বলি তার পরে । সর্ব-তীর্থ-
জল আনি হরিব অন্তরে ॥ সিক্তন করেন ব্লক যত বিপ্রগণ । অতল আনন্দে
সবে হৈল নিমগন ॥ অবশেষে দেব আর দুনির সাক্ষাতে । পুজিলাম কৃষ্ণে
আমি পুলকিত চিতে ॥ কমলা সাদরে পূজা করে পঞ্চানন । জয় জয় নাদে
পূরে পুণ্য তপোবন ॥ ঘন ঘন পুষ্পরশ্মি আকাশ উপরে । শঙ্খনাদে মুহুমুহুঃ
চারিদিক পূরে ॥ আমলকী দেখি হর্দ সকলে ধরিল । ধাত্রী নামে এই ছেতু
বিখ্যাত হইল ॥ আমলকী নমস্কার করিয়া বিধান ॥ দেব দ্বিজ সবে গেল
আপন ভবনে ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে তিনে আনন্দ বিধান । আমলকী তীর্থে
তঁারা করে অধিষ্ঠান ॥ ধরাধামে আমলকী আনন্দদায়িনী । পুণ্যবতী পুণ্য-
দাত্রী ত্রিতাপনাশিনী ॥ বিধানে সকলে পূজা করিবে ইহার । রোপিয়া নমিরা
পাবে আনন্দ অপার ॥

* মন্ত্র যথা

“নমো আমলকীং দেবী পত্রমালাদলকুবা ।

শিবদ্বিপ্ৰিয়াং দিব্যা শ্রীমতীং সন্দরপ্রভাং

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কলির ভয়ে ত্রক্ষার নিকট ঋষিগণের গমন, ত্রক্ষার চক্ষু হইতে
নিমিষ দেবের উৎপত্তি, নৈমিষারণ্যের উদ্ভব।

পরা সর্পে মুনিগণাঃ শশিবাঃ ব্রহ্মসংগমিঃ ।
ব্রহ্মাণাং শববাংপরাঃ কলিভীত্যা অখাবদন ॥
পৃথিবী কলিনা ব্যাপ্তা নৃবাং সস্তাপহাবিণা ।
এবং তপোধনা ব্রহ্মণ কৃত্র তপ্যামহে ক্ষিতৌ ॥
নঃ সা চিস্তিতোঃ তক্ষোঃ চন্দোঃ কক্ষিযশাপ্রভুঃ ।
শাক্ষকোটিবলো দ্বিবাক্ষঃ দ্বিলোচনঃ ॥
ঐক্লবন্তে পুথ্যাঃ সারাস্ত্রসা সমীপভূঃ ।
বিপ্রঃ সোমভৃদধে ধ্রুবো নৈমিষাণাঃ সখীদ্বয় ॥
বিস্মিতাঃ মনযন্তস্ত্র জগদন্তস্ত্রৈ মিত্রাঃ ।
চন্দ্রবোণ্ডমং ক্ষেত্রং নিমিষক্ষেণমাস্তিতং ॥

বিজয়া জয়ারে কহে গিরিজা সুন্দরী । তীর্থ-পরিচয় বলি শুন সহচরী ॥
গঙ্গা ছাড়া যে যে তীর্থ অবনী-মাঝারে । একে একে শুন তাহা বলি দোঁহা-
কারে । প্রভাস নামেতে তীর্থ অতি পুণ্যতম । সিদ্ধ সাধ্য কত বসে কে করে
গণন ॥ দক্ষশাপে অভিভাঙি ভারকার পতি । এই স্থানে যক্ষ্মা হতে পান
অব্যাহতি ॥ ইহার পশ্চিমে তীর্থ নামে পৃথুদক । পরম পবিত্র স্থান বিমল
উদক ॥ এই স্থানে প্রতিদিন আসি জলনিধি । মনের হরিশে স্নান করে নির-
বধি ॥ তাহার পশ্চিমে তীর্থ বিন্দু-সরোবর । যাহার পবিত্র কথা খাত চরা-
চর ॥ এই স্থানে চতুর্ঘ্যুখ করিয়া গমন । হৃৎভরে অশ্রুবারি করে বিসর্জন ॥
সুতপা কর্দম নামে যেই প্রজাপতি । বহুতপ করে হেথা করিয়া বসতি ॥ ইহার
উত্তরে ব্রহ্মতীর্থ শোভা পায় । পূর্বমুখী সরস্বতী বহিছে যথায় ॥ তাহার
পশ্চিমে শোভে নৈমিষ কানন । অসংখ্য তাপস তথা করে বিচরণ ॥ ধর্ম-
কর্ম নিরন্তর মানস সবার । কলির নাহিক তথা কোন অধিকার ॥ নৈমিষে
প্রশংসা কেন করে ঋষিগণ । মন দিয়া শুন সখী করিব বর্ণন ॥ পুরাকালে
ঋষিগণ শিষ্যগণ লয়ে । কলিভয়ে উপনীত ত্রক্ষার আলয়ে ॥ ত্রক্ষার নিকটে
গিয়া লইয়া শরণ । কহিলেন সবিনয়ে ওহে ভগবন ॥ অব্যয় অনন্ত তুমি
তুমি দেবেশ্বর । বিরাজ করিছ তুমি হিমের উপর ॥ সত্ত্বমূর্তি সনাতন চতু-
ভুজধারী । চতুর্ঘ্যুখ তব পদে নমস্কার করি ॥ লোহিতবরণ তুমি দেবের

দেবতা । বিপ্রগণে রক্ষা কর ওহে বিশ্বপাতা ॥ তোমার স্বরূপ তর্কে কে পায়
কোথায় । পুনঃপুনঃ নমস্কার করি তব পায় ॥ প্রণবের অধিষ্ঠাতা তুমি
পদ্মাসন । নমস্কার করি তোমা ওহে ভগবন ॥ অষ্টনেত্র তুমি দেব পদ্মোপরে
স্থিতি । কমল-আকর তোমা করি হে প্রণতি ॥ অক্ষসূত্রধারী দেব কনকলু
করে । নমো নম দেবদেব তব পদতলে ॥ সূতত তিলক শোভে তব শিরো-
পরে । বদ্ধশিখ তুমি দেব কুণ শোভে করে ॥ পুষ্টক শোভিছে এক করেতে
তোমার । তোমার চরণে দেব করি নমস্কার ॥ গলে শোভে যজ্ঞসূত্র ওহে
সনাতন । গায়ত্রীর পতি তুমি ওহে ভগবন ॥ হরি-হরারাদ্য তুমি দেবর্ষি-
পূজিত । তব দেহে সত্য ধর্ম আছে প্রতিষ্ঠিত ॥ ঋক যজু সামাথর্ক বেদ-চতু-
ঐয় । তব দুঃখ-চাঁচি হতে হৃদয়ে উদয় ॥ অনন্ত অনাদি তুমি নিত্য অবিনাশী ।
তব পদে মতি যেন রহে দিব্যানিধি ॥ ভক্তিভরে তব পদে করি নমস্কার ।
ভক্তজনে রূপা করি করহ উদ্ধার ॥ ঋষিদের বাক্য শুনি দেব পদ্মাসন । প্রসন্ন-
বদনে কন মধুর বচন ॥ মনোগত বিবরিয়া বলহ সবার । কি হেতু আগত
সবে নিকটে আমার ॥ ঋষিগণ কহে শুন ওহে ভগবন । পৃথিবী কনিত্য ব্যাপ্ত
হতেছে এখন ॥ মানবের মন্ব হরে কলি ত্রুণাচার । কিরূপে তাহার হাতে
লভিব উদ্ধার ॥ ধরাধামে কোথা মোরা তপস্যা করিব । কলিহংসে দ্বুস্ত হইবে
কোথা বা থাকিব ॥ এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন । মনে মনে অগণকাল
করেন চিন্তন ॥ চিন্তিতে চিন্তিতে তাঁর নয়ন হইতে । জন্মিল মূর্তি এক
অপূর্ণ ভূমিতে ॥ চন্দ্র কোটি জিনি কিবা ধবল বরণ । শুভ্রবাস শ্বেত দ্বাল্য অতি
সুশোভন ॥ রত্ন রত্ন হান্য শোভে বদন-সরোজে । ললাটে বিশাল ত্রুটী নয়ন
বিরাজে ॥ দ্বি বাহু ধরিছে দেব জপমালা করে । দিব্য কমণ্ডলু এক শোভে
অন্য করে ॥ নেহারি তাঁহারে তবে যত নুনিগণ । সবিনয়ে পদ্মাসনে জিজ্ঞাসে
তখন ॥ এ মহাপুরুষ কেবা কহ রূপাচার । ইহারে হেরিয়া মন মোহিছে
সবার ॥ বিধি কহে শুন সব তাপসনিকর । নিমিষ ইহার নাম পুরুষ-
প্রবর ॥ সত্যকালোচিত দেহ করেন ধারণ । উপনীত তোমাদের হিতের
কারণ ॥ বাহ সবে পুরোবর্তী করিয়া ইহারে । যথা যাবে তথা যাবে অবনী-
মাঝারে ॥ যেই স্থানে অবস্থিতি করিবেন ইনি । সেই স্থানে তোমা সবে রবে
যত মূনি ॥ এ দিব্য পুরুষ যথা হবে তিরোধান । করিবে সে স্থানে সবে স্মৃখে
অবস্থান ॥ কলির নাহিক রবে তথা অধিকার । তপস্যা করিবে তথা স্মৃখে
অনিবার ॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া প্রবণ । নিমিষেরে পুরোবর্তী করিয়া
তখন ॥ ধরাতলে চলে যত তাপসনিকর । উত্তর-কুরুতে যান পুরুষ-প্রবর ॥
সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী যত তপোধন । ছায়ার সমান সবে করিছে গমন ॥ বহু
গিরি বহু বর্ষ করিয়া লঙ্ঘন । হিমাদি-দাক্ষিণ-বর্ষে উপনীত হন ॥ ভারত
তাহার নাম অতি পুণ্যধাম । তথায় শৌরাজী নামে আছে একস্থান ॥ তাহার

নিকটে আসি ভ্রমিতে ভ্রমিতে । দিবাস্যুত্তি অন্তর্হিত দেখিতে দেখিতে ॥ নিমি-
ষের অন্তর্কালে যত মুনিগণ । চারিদিকে নেত্রপাত করেন তখন ॥ যেই দিকে
নেত্রপাত করে মুনিচয় । সেই দিক দেখে যেন নারায়ণময় ॥ তাবর জন্ম সব
বিচুময় হেরে । বিম্বিত তাপসগণ আনন্দের ভরে ॥ চমৎকৃত হয়ে সবে কহেন
তখন । নিমিষ নামেতে স্থান রটিবে ভুবন ॥ পরম পবিত্র স্থান জনমন হরে ।
নৈমিষ অরণ্য বলি রটিবে সংসারে ॥ না রহিবে এই স্থানে কলি-অধিকার ।
কল্যাণদায়ক হবে অবনী-যাবার ॥ পশু পক্ষী লতা ক্রম নর আদি করি ।
এ স্থানে থাকিবে যারা নিবসতি করি ॥ সবে নারায়ণ তুল্য হইবে নিশ্চয় ।
গঙ্গাভীর বাসে যথা সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ কিবা যজ্ঞ কিবা দান কিবা অধ্যয়ন ।
সর্ব্বকাণ্ডে উপযুক্ত নৈমিষ কানন ॥ ভারতবরষ শোভে জম্বুদ্বীপ মাঝে । সর্ব্ব-
শ্রেষ্ঠ বদ উহা মানব-সমায়ে ॥ ভারতে যতেক তীর্থ আছে যেই স্থান ।
নৈমিষ কানন তাহে সবার প্রধান ॥ এত বলি মুনিগণ আনন্দ অন্তরে ।
পাতার কুটীর করি তথা বাস করে ॥ মনস্থখে সবে হয়ে ব্রহ্মপরায়ণ । তপ
পান যজ্ঞ হোম করে অনুক্ষণ ॥ পরম বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষ কানন । অদ্যাপি
স্মৃতি করে বহু বিশিষ্টগণ ॥ উগ্রশ্রবা যিনি লোমহর্ষণ নন্দন । এস্থানে করেন
তিনি পুরাণ কীর্ত্তন ॥ শ্রবণ করেন যত তাপস নিকর । বিবিধ পুরাণ কহে
বৃত্ত বিদ্যম্বর ॥ যেক্ষেপে উৎপন্ন হয় নৈমিষ কানন । কহিলাম সখীদ্বয় সেই
বিবরণ ॥ এই কথা যেই জন শুনে ভক্তিভরে । কলির দারণ কোপ না হয়
তাহারে ॥ মুনিগণ-রূপ এই ব্রহ্মার স্তবন । জন্মান্তরে মুক্ত হয় শুনে বেই
জন ॥ মুক্ত হয়ে হরি-দেহে শিখাইয়া যায় । ভূজিবারে নাহি হয় সংসারের
দাস ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বিবিধ তীর্থ কথন এবং তৎপ্রসঙ্গে জ্ঞাতিমাহাত্ম্য ও

শালগ্রাম শিলা বিবরণ ।

পলহস্যাপ্রমত্তৌষে গওকান্তীধুমুস্তমঃ ।

গওকী চ নদী তীর্থং গিবের্গওকতো ভবা ।

যত্র শালগ্রামশিলা বজ্রকীটেন নিম্বিতাঃ ।

তবন্তি তন্নহতীর্থং কিতৌ ত্রৈলোক্যবিস্তৃতম ॥

জ্ঞাতরো বহবো যত্র মতাঃ ততীর্থমুত্তমঃ ।

তিস্মা না কার্যা জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতিপদারতো ভবেৎ ॥

• অমন্তর গিরিজায় সন্মোদিতা কয় । তীর্থকথা মন দিয়া শুনে সখীদ্বয় ॥

গণ্ডকী নদীর তীরে পুলহ আশ্রম । অনুত্তম তীর্থ বলি বিদিত ভুবন ॥ গণ্ডকী
পরম তীর্থ অতি পুণ্যবতী । গণ্ডক ভূধর হতে হয়েছে উৎপত্তি ॥ যথা শাল-
গ্রাম শিলা আছে বিদ্যমান । বজ্রকীট সেই শিলা করিছে নির্মাণ ॥ তাহাও
পরম তীর্থ অবনীমাঝারে । খণ্ডিত আছে সখীদ্বয় এ তিন সংসারে ॥ শিলাচক্র-
বিবরণ শুনি মন দিয়া । সে তত্ত্ব জানিলে হয় স্তম্ভবিদ্ধ কায়া ॥ বজ্র-কীটরূপী
হয়ে দেব নারায়ণ । পামাণ সতত তিনি করেন কর্তন ॥ তাহাতে শিলার
সৃষ্টি গণ্ডক ভূধরে । সেই শিলা পূজে সবে হরিশ্রম অন্তরে ॥ চারি চক্র এক
ছিদ্র বনমালা যার । লক্ষ্মী নারায়ণ সেই শাস্ত্রের বিচার ॥ এক চক্র আছে
যার নাহি বনমালা । লক্ষ্মী জনার্দন সেই নাশে ভবজ্বালা ॥ গোপ্পদ ভূষণ থাকে
বনমালা আর । দুইটী ছিদ্রেতে চক্র বিরাজে যাহার ॥ তাহার আখ্যান হয় দেব
রঘুনাথ । করিবে ভক্তভরে তাঁরে প্রণিপাত ॥ দুই চক্র এক ছিদ্রে বিরাজে
যাহার । নবীন নীরদ সম বর্ণ শোভে যার ॥ তার নাম হবে শুন দদিবামনক ।
ভক্তিভরে গৃহে তাঁরে রাখিবে সাধক ॥ ছোট ছোট দুই চক্র যাহাতে
দেখিবে । বনমালা বিভূষণ যাহাতে হেরিবে ॥ তার নাম হবে সখি জানিবে
ত্রিধর । পূজিবে তাঁহারে সুখে মানব নিকর ॥ সূলাকৃতি গোলাকৃতি যেই
শিলা হবে । মনোহর দুই চক্র যাহে বিরাজিবে ॥ বনমালা আদি চিহ্ন নাহিক
যাহার । দামোদর নাম তার জানিবে ধরায় ॥ গোলাকৃতি দুই চক্র যাহাতে
রহিবে । ধনু-শর-ভূগচিহ্ন যাহে বিরাজিবে ॥ বলরাম তার নাম হবে ধরাদাম ।
শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের প্রমাণ ॥ সাত চক্র আছে যার বাণচিহ্ন আছে । ভূগ-
চিহ্ন ছত্রচিহ্ন যাহাতে বিরাজে ॥ মধ্যম বর্জু লাকৃতি যেই শিলা হয় । রাজরাজে-
শ্বর সেই জানিবে নিশ্চয় ॥ চৌদ চক্র আছে যাহে জলদবরণ । অনন্ত তাহার
নাম বলে সাধুজন ॥ দুই চক্র আছে যার শ্যামল বরণ । গোপ্পদের চিহ্ন আছে
হয় বিভূষণ ॥ ত্রিমুখদন নামে সেই শিলা হয় । গৃহে জনে পূজে সদা মানন্দ
দায় ॥ এক চক্র আছে যাহে চিহ্ন সুদর্শন । গদাচিহ্ন আছে যার অঙ্গ-বিভূষণ ॥
গদাপর নাম তার সর্ষপাস্ত্র কর । বলিলাম দোহাপাশে ওগো সখীদ্বয় ॥ চক্র-
চিহ্ন গদাচিহ্ন দুই ছিদ্রে যার । সাধুগণ বলে নাম হয় গ্রীব তার ॥ বিকৃত শিলার
অগ্র যদি দৃষ্ট হয় । ভয়ঙ্কর দুই চক্র যদি তাহে রয় ॥ নরসিংহ নাম তার হয়
ধরাতলে । গৃহীর উচিত নয় রাখে তারে ঘরে ॥ সংসার-বিরাগী তারে করিবে
পূজন । গৃহী নাহি কভু তারে করিবে রক্ষণ ॥ গৃহীজন নরসিংহ যদি রাখে
ঘরে । সংসারে বিরাগ জন্মে তাহার অন্তরে ॥ সংসার ছাড়িয়া সেই করে বিচ-
রণ । তীর্থে তীর্থে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফিরে সেই জন ॥ বিকৃত দুইটী চক্র আছে যে
শিলায় । বনমালা বিভূষণ রহিবে তাহার ॥ লক্ষ্মী-নরসিংহ নাম কহিবে
তাহারে । ঐশ্বর্য অতুল হয় তাহারে পূজিলে ॥ দুই চক্র দ্বারভাগে বিরাজে
যাহার । প্রকৃতি পুরুষ দুই চিহ্নিত তাহার ॥ বাসুদেব নাম তার বলে সর্ষ-

জন । ভক্তি করি পূজে তারে যত সাধুগণ ॥ ক্ষুদ্র চক্র বহু ছিদ্র আছে
 বাহ্যতে । প্রভু'র তাহার নাম প্রসিদ্ধ প্রয়াতে ॥ গৃহে যদি সেই শিলা
 করয়ে স্থাপন । মহাসুখ পায় গৃহী শাস্ত্রের বচন ॥ যাম্যভাগে এক ছিদ্রে
 দুই চক্র রহে । সুদর্শন-শিলা সেই সর্বলোকে কহে ॥ সেই শিলা গৃহে
 যদি করয়ে স্থাপন । ধনলাভ সুখলাভ করে গৃহীজন ॥ গোলাকৃতি পীত-
 বর্ণ যেই শিলা হয় । অনিরুদ্ধ তার নাম সকলেই কয় ॥ তাহারে স্থাপন
 করি গৃহে যেই জন । বিধিমতে প্রতিদিন করয়ে পূজন ॥ রাজ্যলাভ হয়
 তার নাহিক সংশয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ যেই শিলা
 গোলাকার করিবে দর্শন । তাহারে গৃহেতে যদি করয়ে স্থাপন ॥ লক্ষ্মীবান
 হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে । সাধিতে শত্রুতা তার কেহ নাহি পারে ॥ শালগ্রাম
 বিনা ধর্ম কভু নাহি হয় । শালগ্রাম যথা থাকে তথা তীর্থময় ॥ শালগ্রাম-
 শিলা জল যেই পান করে । মহাপুণ্যবান সেই অবনী-মাঝারে ॥ শালগ্রাম-
 শিলা রহে যাহার আশ্রয় । লক্ষ্মী জনাঙ্গিন তথা নিরন্তর রয় ॥ দান যজ্ঞ পূজা
 আদি যে কোন করম । শালগ্রাম সন্নিপানে করিবে সাধন ॥ নতুবা বিফল
 হবে জানিবে নিশ্চয় । সর্বসিদ্ধিপ্রদ শিলা নাহিক সংশয় ॥ প্রত্যহ ভক্তি
 করি হরিশ অন্তরে । শালগ্রাম-শিলোদক যেই পান করে ॥ ইহলোকে স্মৃথে
 থাকি অন্তে সেই জন । বিমানে চড়িয়া করে গোলোকে গমন ॥ ভববন্ধে তাঁরে
 নাহি বন্দী হতে হয় । সমূলে তাহার পাপ বিনাশে নিশ্চয় ॥ শালগ্রাম স্পর্শি
 যদি মিথ্যা কথা বলে । সে জন নরকে পড়ে মহাপাপফলে ॥ নিরত তুলসী
 রবে শিলার উপর । তুলসী বিহনে হরি হবেন কাতর ॥ সেই জন পূজাকালে
 শালগ্রামোপরে । তুলসী অর্পণ নাহি করে ভক্তিভরে ॥ পরজন্মে দুঃখী হয়ে
 জন্মে সেই জন । বিবাহ তাহার ভাগ্যে না ঘটে কখন ॥ রমণী বিহনে পায়
 অশেষ যন্ত্রণা । কভু নাহি পূরে তার চিত্তের কামনা ॥ বনে বনে ভ্রমে সেই
 হইয়া কাতর ॥ মনের আশুর্থে দেহ তাহার অন্তর ॥ অবশেষে দেহ তাজি অতি
 কষ্ট পেয়ে । পুনঃ বন্দীভূত হয় সংসারের ঘোরে ॥ জন্ম জন্ম এইরূপে কত
 কষ্ট পায় । বিধির লিখন বল কে কোথা খণ্ডায় ॥ সেই জন বিফল হয় বুদ্ধে
 বিচক্ষণ । সদা শালগ্রাম গৃহে করিবে স্থাপন ॥ তীর্থ বলি সেই গৃহ বিচা-
 রিবে মনে । বিবাদ কখন নাহি হবে সে ভবনে ॥ সঙ্কটেতে শালগ্রাম করি-
 বেন জাগ । নিজে হরি দুঃখহারী সদা বিদ্যমান ॥ শালগ্রাম রাখে যেই ভক্তি
 করি ধরে । নারায়ণ সদা ভূত তাহার আগারে ॥ তুলসী-কামনে শিলা করিয়া
 স্থাপন । ভক্তিভরে নিত্য পূজা করে যেই জন ॥ দেবদি সমান তেজ ধরে
 সেই নরে । বাক্য সিদ্ধি হয় তার নারায়ণ-বরে ॥ বৃন্দাবন সম তীর্থ হয়
 সেই স্থান । দর্শনে পাপের মুক্তি শাস্ত্রের বিধান ॥ শিলার মাহাত্ম্য বল
 কে বলিতে পারে । অনন্ত অনন্ত মুখে বর্ণিবারে নারে ॥ শালগ্রাম-শিলা রহে

বাহার ভবন । পরম পবিত্র তীর্থ কহে সাধুজন ॥ গণ্ডক-ভূধরে শিলা সমুৎ-
 পন্ন হয় । বজ্রকীটে শিলা কাটি করিছে নিশ্চয় ॥ এই হেতু সেই গিরি অতি
 পুণ্যতম । পবিত্রা গণ্ডকী নদী অতি মনোরম ॥ পবিত্র পরম তীর্থ হয় সেই
 স্থান । বহু যোগী বহু সিদ্ধ করে অধিষ্ঠান ॥ মলয়-পর্বতে শোভে অগন্ত্য-
 আশ্রম । তীর্থরাজ বলি তাহা বিদিত ভুবন ॥ মহেন্দ্র পর্বতে ভণ্ডারামের
 আলয় । তীর্থ বলি খ্যাত ভূমে আছে পরিচয় ॥ রঙ্গনাথ নামে শিব কিবা
 শোভা ধরে । বিরাজিছে সদা প্রভু কাবেরীর তীরে ॥ মহাতীর্থ সেই স্থান জানে
 সর্বজন । সাধুজনে ভক্তিভরে করে দরশন ॥ বাসন্তী-আলয় শোভে বিদ্যা-
 গিরি পরে । তীর্থ বলি সেই স্থান খ্যাত চরাচরে ॥ শ্রীশৈল শ্যামল গিরি তীর্থ-
 মধ্যে গনি । গোবর্ধন পরম তীর্থ কহে যত মুনি ॥ পঞ্চাঙ্গর-সর তীর্থ অতি মনো-
 রম । সুপারক তীর্থ আর দণ্ডককানন ॥ মাহিষ্মতী পুরী আর বিশালা নগরী ।
 ত্রিতকুপ কাঞ্চীদ্বয় বেষ্টিতাদি করি ॥ এই সব তীর্থ বলি জানে সর্বজনে । বহু
 পুণ্যলাভ হয় এ সব দর্শনে ॥ সরযু বনুনা গম্পা কৌশিকী কাবেরী । সরস্বতী
 চন্দ্রভাগা আর গোদাবরী ॥ বিপাশা নর্মদা রুতমালা তাম্রপণী । বিটোদকা
 আদি করি যত তরঙ্গিনী ॥ জলতীর্থ বলি তবে কহে মুনিগণ । দর্শনে স্পর্শনে
 পুণ্য হয় উপার্জন ॥ মথুরা দ্বারকা আর গোবর্দ্ধন গিরি । যমুনার তীর আর
 'হৃন্দাবন পুরী' ॥ কুরুক্ষেত্র সেতুবন্ধ গোতম-আশ্রম । অযোধ্যা পরম তীর্থ কহে
 ঋষিগণ ॥ কামকোষ্ঠী ব্রহ্মনদ-তীরে শোভা পরে । কামরূপ বলি খ্যাত এ
 তিন সংসারে ॥ মম যোনিপীঠ সেই গুণে সখীদ্বয় । পরম পবিত্র তীর্থ জানে
 বিশ্বময় ॥ যখন মরিনু আমি নক্ষের আগারে । যোনি মম পড়ে সেই পবিত্র
 নগরে ॥ মঙ্গলকোটক গাঁও উজ্জয়িনী পুরী । বিরাজে মঙ্গলচণ্ডী জগত ঈশ্বরী ॥
 কল্যাণদায়িনী দেবী বরপ্রদায়িনী । পবিত্র করেন দেবী পুরী উজ্জয়িনী ॥
 আমার মুরতি সেই অন্য কেহ নয় । জানিবে পরম তত্ত্ব গুণে সখীদ্বয় ॥ যেই
 স্থানে অবস্থিতি করে জ্ঞাতিগণ । তীর্থরাজ বলি তাহা কহে মুনিগণ ॥ জ্ঞাতি-
 হিংসা না করিবে ভ্রমে কদাচন । জ্ঞাতির সম্মান সদা করিবে সুজন ॥ সহস্র
 ব্রাহ্মণ তুল্য একমাত্র জ্ঞাতি । স্বর্ণ তুল্য বিপ্র হয় জানে সর্বজ্ঞিনি ॥ স্বজনে
 বিপ্রের তুল্য করিবে অর্চনা । জ্ঞাতি জনে হৃদচিন্তে করিবে মাননা ॥
 জ্ঞাতি জন দ্রুতী হলে করিবে পালন । সহায় বিপত্তিকালে হবে সর্বক্ষণ ॥
 জ্ঞাতির মঙ্গল চিন্তা সতত করিবে । কায়মনে সমঙ্গল নিয়ত বাঞ্ছিবে ॥ জ্ঞাতি
 জনে ঋণদান করি সেই জন । লোভবশে সুদ লয় সেই নরাধম ॥ বংশ লোপ
 হয় তার জানিবে নিশ্চয় । দেহান্তে প্রেতত্ব পেয়ে মহাকষ্ট পায় ॥ নিঃসন্তান
 জ্ঞাতিজন্ম যদি কভু হয় । পুত্র দান করে তারে যেই মহোদয় ॥ জন্ম জন্ম সেই
 জন হয় প্রজাপতি । ধরাধামে চিরদিন রাহে তার কীর্তি ॥ সহস্রেক শিব-
 লিঙ্গ স্থাপিত করিলে । যেই পুণ্য উপার্জন করে সেই ফলে ॥ ব্রাহ্মণ স্থাপনে

হয় সে পুণ্য নিশ্চয় । কহিলাম সার কথা ওহে সখীদয় ॥ জ্ঞাতির হিতার্থে
 যদি মন্দ কাজ করে । পাপে লিপ্ত নাহি হয় কভু সেই নরে ॥ বান্ধবার্থে রাজ-
 দ্বারে করিবে গমন । কায়মনে হিতকারী হবে সর্বক্ষণ ॥ শ্রমশান-স্থানে আর
 নৃপতির দ্বারে । সঙ্গে যায় যেই জন বন্ধু বলি তারে ॥ নিজের শীলতাগুণে
 অতি যত্ন করে । জ্ঞাতি-বন্ধি নিবারিবে বুদ্ধিমান নরে ॥ জ্ঞাতি কায় যত্ন
 করি করিবে উদ্ধার । সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি জন ধরুণী মাঝার ॥ অতএব জ্ঞাতি-
 জন যেই স্থানে রয় । তীর্থরাজ তুল্য তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥ জ্ঞাতি-কাহা
 জ্ঞাতি-কথা করিছু বর্ণন । কথার প্রসঙ্গে সখী দৌহার সদন ॥ যেই জন জ্ঞাতি-
 কথা পড়ে কিছা শুনে । জ্ঞাতিপ্রিয় হয়ে থাকে আনন্দিত-মনে ॥ জলতীর্থ-
 মধ্যে শ্রেষ্ঠ পবিত্র পুষ্কর । দেশতীর্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ত্রীগয়া নগর ॥ যেখানে
 যেখানে হয় পুরাণ পাঠন । যেখানে যেখানে আছে কমলকানন ॥ গুহর আলয়
 যথা যথায় বিরাজে । তীর্থ বলি সেই সেই খ্যাত ধরামাঝে ॥ শালগ্রাম-শিলা
 যথা করে অবস্থান । তথা হতে দুই ক্রোশ করিয়া প্রমাণ ॥ তীর্থরাজ বলি
 শাস্ত্রে করয়ে নির্ণয় । কহিলাম শাস্ত্রকথা নাহিক সংশয় ॥ বৈদ্যনাথ মহা-
 তীর্থ কৈলাস সমান । বক্রেশ্বর পুণ্যতীর্থ খ্যাত সর্বস্থান ॥ পাপহরা নামে
 নদী যথায বিরাজে । তীর্থ নামে গণ্য তাহা তাপস-সমাজে ॥ পবিত্র জলিল
 তার অতি মনোহর । লেক্সাণ্ড-পুরাণে আছে বর্ণনা বিস্তর ॥ ধরাধামে দেবপীঠ
 আছে বহুতর । কত তীর্থ কত ক্ষেত্র জানে কোন নর ॥ প্রসিদ্ধ বতেক আছে
 কহিছু দৌহার । ভাগ্যবশে দরশন সাধুজন পায় ॥ ত্রীপুরাযোত্তম তীর্থ সাগ-
 রের তীরে । সনাতন দেব যথা সন্যাস করে ॥ মোক্ষক্ষেত্র সেই স্থান জানে
 সর্বজন । দেখিবারে সাধুজন করে আকিঞ্চন ॥ কানাকা দ্বারকা আর ত্রীপুরা-
 যোত্তম । প্ররাগ পরম ধাম আর রুদ্রাবন ॥ ত্রীগয়া নগরী আর বারানসী
 পুরী । এই কয় সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগো সহচরী ॥ বনবাসকালে রাম যেখানে
 যেখানে । করিয়াছিলেন বাস লক্ষ্মণের মনে ॥ সেই সেই স্থান হয় নীরের
 প্রধান । অষ্টোত্তর শত সংখ্য আছে বিদ্যমান ॥ দৌহার বচনে সখি মনের
 হরিষে । বর্ণিলাম তীর্থরাজি দৌহার পাশে ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

দেহেন্দ্রিয়াদি তীর্থ, কালতীর্থ ও বৈশাখাদি
কৃত্য কথন ।

অর্থাতঃ শৃণু বক্ষ্যামি তার্থমিহিহদেহতঃ ।

বিশ্রাণাং চরণৌ হংগে গবাং পঠেৎ তথা মতঃ ॥

এতে যত্র তি তিষ্ঠন্তি তচ্চ তীর্থমুদাহৃতং ।

ঋণাং সন্ধানি চান্ধানি তীর্থান্ধানি স্মৃতিভিঃ ॥

বৈশাখে যো মসেৎ কাশাং শুভেঃ শ্রীপুরুষোত্তমে ।

কামরূপে কাণ্ডিনেযে শ্রবণে মাঘমাগি চ ।

যত্র কুত্র যতঃ সোহপি নিদানমুক্তিভাগ্ভবেৎ ॥

কহিলেন হৈমবতী শুন সখীদ্বয় । বিবরিব দোঁহা পাশে তীর্থ-পরিচয় ॥
তীর্থ বলি গণ্য হয় বিপ্রের চরণ । গো-পৃষ্ঠ পরম তীর্থ কহে সুখী জন ॥ গোগণ
বিচরে যথা তথা তীর্থস্থান । নহন্তীর্থ যথা বিপ্র করে অধিষ্ঠান ॥ নারীর
সকল অঙ্গ তীর্থ বলি গণি । শিশুর মস্তক তীর্থ কহে বত মুনি ॥ নিজের নয়ন
তীর্থ কহে সাধুগণ । অথবা পরম তীর্থ দক্ষিণ শ্রবণ ॥ পূরণ পঠন আর
অমিথ্যা বচন । বাক্যতীর্থ বলি ইহা জানে সাধুজন ॥ সেই চিন্তা সদা রহে
দেবতা উপরে । চিন্তা আধি আদি কল্প নাহি যে অন্তরে ॥ তাহারে মানস-
তীর্থ কহে সাধুগণ । শুন শুন সখীদ্বয় আমার বচন ॥ তীর্থ বলি গণ্য হয়
দাতাজন-কর । সেই কর সদা হয় দেবপূজা-কর ॥ ভূতশুনি প্রাণায়াম অন্ত-
স্তীর্থ বলি । শাস্ত্রের বচন ইহা শুন সহচরী ॥ মনুপুত্র আমনেরে তীর্থ বলি
কর । শাস্ত্রমতে তীর্থ বলে পৈতৃক-নিলয় ॥ কালতীর্থ এবে আমি করিব
বর্ণন । অবধানে মনোযোগে করহ শ্রবণ ॥ শান্ত নৈব সৌর আর বৈষ্ণবাদি
করি । মতভেদ আছে বটে ওগো সহচরী ॥ একমাত্র কাল কিন্তু জানিবে
নিশ্চয় । নারায়ণ প্রভু সব নাহিক সংশয় ॥ কাল সহ নারায়ণে কিছু ভিন্ন
নাই । বিশেষ বর্ণিয়া কহি তোমাদের ঠাই ॥ একমাত্র কাল হয় ত্রিবিধ
প্রকার । বর্তমান ভবিষ্যৎ অতীত যে আর ॥ সূর্য আর চন্দ্রমাল গতি অনু-
সারে । পরমাণু ক্ষণ আদি কত নাম ধরে ॥ কালের উপাধি হয় অনেক
প্রকার । সংক্ষেপে সকল কথা করিব প্রচার ॥ বস্তুি দণ্ডে অহোরাত্র আছে
নির্ণয় । পঞ্চদশ দিবসতে এক পক্ষ হয় ॥ দুই পক্ষে মাস হয় জানে সর্ব-
জন । শুক্ল কৃষ্ণ দুই নাম করয়ে ধারণ ॥ ক্ষেত্র-কলা বৃদ্ধি পায় পঞ্চদশ দিনে ।
শুক্লপক্ষ বলি তাহা বিদিত ভুবনে ॥ পঞ্চদশ তিথি তাহে শুক্লা বলি গণি ।

দেবকার্যে সুপ্রশস্ত কহে যত মুনি ॥ স্নান দান উৎসবাদি যাহা কিছু হয় ॥
 শুক্লপক্ষে সুপ্রশস্ত সর্বশাস্ত্রে কয় ॥ প্রতিপদ আদি করি পঞ্চদশ দিনে ।
 শশাঙ্কের কলা ভ্রাস হয় ক্রমে ক্রমে ॥ ক্রষ্ণপক্ষ কহে তারে শাস্ত্রের বিচার ।
 অনুচিত স্নান দান উৎসবাদি আর ॥ এইরূপ শুক্ল ক্রষ্ণ পক্ষের নির্ণয় । দুই
 পক্ষে পিতৃদের অহোরাত্র হয় ॥ দুই রূপ মাস আছে সৌর চান্দ্রমান । দুই
 দুই মাসে ঋতু শাস্ত্রের বিধান ॥ বড় ঋতু হলে হয় পূর্ণ সফলম্বর । দ্বি-অয়নে
 এক বর্ষ আছে পূর্বাপর ॥ উত্তর-অয়ন আর দক্ষিণ-অয়ন* । ইথে এক বর্ষ ধরে
 জানে সর্বজন ॥ দেবতাগণের দিন এক বর্ষে হয় । কহিলাম সখীদ্বয় কালের
 নির্ণয় ॥ আষাঢ় কার্তিক মঘ বৈশাখ এ চারি । তীর্থ সম কয় মাস জানিবে
 সুন্দরি ॥ বাঞ্ছিত সকল হব এই চারি মাসে । কহিতেছি সখীদ্বয় শুনহ
 বিশেষে ॥ এই চারি মাসে নর হবিষ্য করিবে । ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বি মতত
 থাকিবে ॥ স্নান দান তণ হোম গুরু পূজন । বিপ্র-পূজা পুরাণাদি পঠন
 শ্রবণ ॥ উদ্যান তড়াগ বাগী প্রতিষ্ঠাদি করি । করিবে এ চারি মাসে করিয়া
 ক্রীড়ারি ॥ বৈশাখে কাশীতে বাস করে সেই জন । আষাঢ়ে পুরুষোত্তম হয়ে
 শুদ্ধমন ॥ কাশীক্ষেত্রে কার্তিকেতে করে অবস্থান । মঘ মাসে রাহে সেই শ্রীপ্রয়া-
 গধাম ॥ যথা তথা দেহভাগ করে সেই জন । নিকাগ পদবী পায় শাস্ত্রের
 বচন ॥ যে যে মাসে যে যে স্থানে বাসের নির্ণা । সে সে মাসে সেই স্থানে যদি
 যুত হয় ॥ ফল ফলে কিহা বনে যথা ইচ্ছা মরে । সে জন সুগতি লভে
 শাস্ত্রের বিচারে ॥ গঙ্গাগর্ভে যুত হলে যেই কল হয় । সে জন অবশ্য তাহা
 লভিবে নিশ্চয় ॥ আষাঢ়ে পূজিবে ইন্ডে পদ্মপুষ্প দিয়া । কার্তিকে তুলসীদলে
 সংযত হইয়া ॥ মঘ মাসে কুন্দ পুষ্প করিবে পূজন । বৈশাখেতে নিলু ত্রে
 শাস্ত্রের বচন ॥ যখন যখন পূজা করিতে হইবে । বিবিধ নৈশ্বেদ্য আর প্রদীপ
 অর্পিবে ॥ উক্ত চারি মাসে আছে বিশেষ সময় । কালতীর্থ বলি তার আছে
 পরিচয় ॥ শুন শুন মহারি করিব বর্ণন । বিশেষ বিশেষ কাল শাস্ত্রের লিখন ॥
 বৈশাখের শুক্লপক্ষে যে তিথি তৃতীয়া । সুধীজন বলে তারে পবিত্র অক্ষয়া ॥
 এই দিনে গঙ্গাদেবী হিমালয়-ধরে । চতুভুজ কপে দেখা দেন সবারকারে ॥
 পুরাণে কথিত আছে শুনহ বচন । মতায়ুগ এই দিনে হয় উৎপাদন ॥ তীর্থ
 বলি এই দিন খণ্ড চরাচরে । ক্রিয়াকাণ্ড করে ইথে মানবনিকর ॥ বৈশাখের
 শুক্লপক্ষে সপ্তমী যে তিথি । সর্বজন জানে উহা মহা-পুণ্যবতী ॥ জাহ্নবী
 সপ্তমী বলে শাস্ত্রের বচন । করিবে এই দিনে সাধু গঙ্গার সর্জন ॥ * পবিত্র

* বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয়া সপ্তমীকে সপ্তমী বা জাহ্নবী সপ্তমী কহে । বর্ণিত আছে
 যে, এই দিনে জহ্নু মুনি গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন । পবে পুনরায় দক্ষিণ কর্ণ দিয়া বর্জিত
 করিয়া দেন । এই দিনে গঙ্গা দেবীর পূজা এবং গঙ্গাঙ্কলে দেবতা ও পিতৃতপাদি কবিলে
 সকল পাপ দূর হইয়া থাকে । এষ্ট স্থানে তদ্বিষয়ে ঐশ্ব্যকবেদ প্রমাণ উদ্ধৃত হইল যথা :-

বৈশাখ মাসে শুক্লা একাদশী । মহাপূণ্যতমা তিথি বলে সব ঋষি ॥ এই মনে
কালতীর্থ কহে ঋষিগণ । বিশেষ বলিচ্চি আর শুন দিয়া মন ॥ বৈশাখে দ্বাদশী
তিথি শুক্লপক্ষ হবে । জলদানে সুপ্রশস্ত সে তিথি জানিবে ॥ * বৈশাখে
পূর্ণিমা তিথি মহাপূণ্যময় । বিশাখা নক্ষত্র তাহে সমাযুক্ত হয় ॥ কাল তীর্থ
বলি গণ্য শাস্ত্রের বিচারে । বলিলাম স্নেহবশে সখী দৌহাকারে ॥ আষাঢ়ে
দ্বিতীয়া তিথি শুক্লপক্ষ হবে । পবিত্র বৈশ্বকবী তিথি তাহারে জানিবে ॥ †
আষাঢ়ে সপ্তমী তিথি তীর্থ বলি গণি । সূর্য্যপ্রীতিকরী হয় আরো সে দশমী ॥
শুক্লপক্ষ সব কিন্তু বুঝিতে হইবে । একাদশী মনুহারা পবিত্র জানিবে ॥ এই
দিনে অমর না নক্ষত্র মিলিলে । হরির পরম প্রিয় নক্ষত্রাত্রে বলে ॥ এই দিনে
জ্যৈষ্ঠপতি করেন শরন । মহাপূণ্য দিন এই শাস্ত্রের বচন ॥ আষাঢ়ী পূর্ণিমা
তিথি অতি পুণ্যতরা । শাস্ত্রমতে খ্যাত যাহা বনি মনুহারা ॥ আষাঢ়ে পঞ্চমী
তিথি কৃষ্ণপক্ষ হবে । নাগদেবী প্রিয়া তিথি তাহারে জানিবে ॥ শাস্ত্রে তারে
বলে নাগপঞ্চমী আখ্যান । মনসা আদির পূজা করিবে বিধান ॥ ‡ কান্নিকের

বৈশাখশুক্লপঞ্চম্যং জ্যৈষ্ঠী শুক্লা পূর্ণা ।

ক্ৰোধানপীতা পুনরাস্তা কনকাম দক্ষিণা ॥

তক্ষাং সমর্চ্ছ্যেদেবীং গঙ্গাং ধ্বনমেধনা ॥

স্বাহা সমর্চ্ছ্যাদানেন যঃ পুত্রঃ সত্যো নরঃ ॥

তক্ষাং সন্তপ্যেদেবান পিতৃণ্ মন্ত্রান বথাদিবি ।

সাক্ষাং পশুস্তি তে গদ্যাং সাক্ষাং গন্তব্যতাঃ ॥

* এই দিনে জলদানে মহাপূণ্য হয়, এটি জড়িতে এই দিনে পিপীতকী বাঁশের বান্ধা
আছে । প্রমাণ যথা :—

বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশী বৈশ্বকবী তিথিঃ ।

শুদ্ধাংলং জলং দত্তা প্রভং কেশবমুত্তমং ॥

পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাদৈর্নূপনৈর্পৈর্বিন্যাসতঃ ।

পিপীতকীং বিখ্যাতাং বৈশাখে বৈশ্বকবী তিথিঃ ।

নরো যঃ ককতে ভক্ত্য নারী বা যত্নমুত্তমং ।

ইত পুলাসিসংযুক্তা ধনদাতৃসমমিতঃ ।

অস্তে প্রগাম স্মারকং বৈবঃবাং পদমুত্তমং ॥

† এই পবিত্র দিনেই বথখাত্রা হয় । এই দিনে রবি দর্শনে ভববন্ধ বিনাশ পান হয় ।—

মক্রে মধুসুন্দরঞ্চ গোবিন্দং দোলযাচনং ।

বথে চ বাননং দৃষ্ট্বা পুনঃস্বপ্নং ন বিপদতে ॥

‡ শাস্ত্রে এই তিথিকে নাগপঞ্চমী কহে । এই দিনে মনসা ও অখ্যাত নাগের পূজা
কবিলে সপ্ত ভয় থাকে না । যথা :—

আষাঢ়ী পূর্ণিমা যা ত্র্যম্বকপবে নাগপঞ্চমী ।

গৌণশ্রাবণকক্ষায়াং পূর্ণিমা নাগপঞ্চমী ॥

দেবীং সা পূজা নত্যা চ নৈ সর্পভয়মাদ্যুদ্যতং ।

পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগানন্তাদান মহোৎসবান্ ॥

ঈবসর্পিষু নৈবেদ্যং দৈর্যং সর্পবিষাণহং ॥

শুক্লপক্ষে প্রতিপদ দিনে । দ্যুত-প্রতিপদ বলি বিখ্যাত ভুবনে ॥ গিরিজা
সহিতে দেবদেব পঞ্চানন । জয়প্রদ এই ব্রত করেন সাধন ॥ মহাপুণ্য দিন
এই কালতীর্থ হয় । ইহাতে করিলে কর্ম সফল নিশ্চয় ॥ তৎপরে দ্বিতীয়া
তিথি অতি পুণ্যতম । পূজিবে সন্মুখায়ে হয়ে শুদ্ধমন ॥ সোহাদর সোহাদরে
করিবে পূজন । নানা ভক্ষ্য ভূষণাদি করিবে অর্পণ ॥ চন্দন তাম্বুল মালা
ভাতায় অর্পিবে । সোদর সোদরা দৌহে নিষ্পাপ হইবে ॥ আয়ুর্কর্ষি পর্ষদকি
হবে দৌহাকার । কলহ বিদ্বেষ পাপ নাহি রবে আর ॥ সৃজন-সংসর্গগাভ
শাক্তের বচন । দিনে দিনে ধর্মোপারে দৃঢ় হবে মন ॥ এদিনে কলহ হিংসা
কড়ু মা করিবে । অধায়ন অধাপন সকল তাজিবে ॥ ভগিনী বিশুদ্ধ হয়ে
আনন্দিত-মনে । ভোজন করাবে বিশ্রে বিহিত বিধানে ॥ বিধানে ভাতার
পূজা করিবে ভগিনী । আগুন রবে স্নাত্রে দিবস নামিনী ॥ তৎপরে অষ্টমী
তিথি কাণ্ডতীর্থ কয় । গোপূজা করিলে তাহে মঙ্গল নিশ্চয় ॥ তৎপরে নবমী
তিথি অতি পুণ্যতম । এই দিনে ব্রোতামুগ হয় উৎপাদন ॥ তৎপরে দ্বাদশী
তিথি অতি পুণ্যতর । শয়ন হইতে উঠে দেব দামোদর ॥ কাঠিকী পূর্ণিমা
তিথি তীর্থদিন সস । ইহাতে করিলে পুণ্য সফল নিশ্চয় ॥ এই দিনে ভক্তি
করি দেব দামোদরে । পূজিবে তুলসীদলে একান্ত অনুরে ॥ প্রদীপ নৈবেদ্য
বল করিবেক দান । বহু পুণ্য উপার্জন করিবে ধ্যমান ॥ কাঠিকী নবমী তিথি
ক্লৃপক্ষে হবে । মুগান্ত বলিয়া তাহা অনুরে জানিবে ॥ তীর্থদিন বলি তাহা
জানিবে অনুরে । সাধুজনে পুণ্যকর্ম এই দিনে করে ॥ অতঃপরে চতুর্দশী
রটন্তী আখ্যান । অক্ষণ উদয়কালে করিবেক স্নান ॥ কড়ু নাহি রবে তার
শমনের ভয় । কালতীর্থ বলি উহা জানিবে নিশ্চয় ॥ মাঘমাসে শুক্লপক্ষে
চতুর্থী পাইয়ে । করিবে গৌরীর পূজা পুলকিত হয়ে ॥ ববদা চতুর্থী তারে সর্ব-
শাস্ত্রে কয় । পরম পবিত্র দিন নাহিক সংশয় ॥ তৎপরে পঞ্চমী তিথি অতি
পুণ্যতম । মহাকালী সরস্বতী লক্ষ্মীর পূজন ॥ বহুবিধ উপহারে এ তিনে
পূজিবে । মনের বাসন, তাহে নিশ্চয় পূরিবে ॥ তৎপরে সপ্তমী শুভ্রা অতি
পুণ্যকরী । মহাপুণ্য দিন এইশুন সহচরী ॥ অক্ষণ উদয়কালে পবিত্র মলিলে ।
যেই জন করে স্নান আনন্দ অনুরে ॥ সূতাদেবে অহং দেয় আনন্দিত-মনে ॥
সপ্তজন্ম-পাপ তার নাশে সেইক্ষেণে ॥ এই দিনে গজস্নান করে যেই জন ।
শত-সুখগ্রাহকল পায় সেই জন ॥ স্নানে আর অন্যদানে যে মন পড়িবে । মন
দিয়া শুন সখি বলিতেছি তবে ॥ “সপ্তজন্মে যেই পাপ করেছি সক্ষয় । ইহ
জন্মে আর মম মত পাপ হয় ॥ সে পাপ নাশন মম মাকরী সপ্তমী । রোগ
শোক নষ্ট হোক এই মাগি আমি ॥” এই মন্ত্রে বিধিযতে করিবেক স্নান ।

* একে নম্র স্নান করিবে যথা — “বদধস্ত্যক্তং নাপং মযা স্তম্ভস্ত সপ্তম্য ।

ভয়ে বোপক শাকক মাকরী হস্ত সপ্তমা ॥”

এবে শুন যেই মন্ত্রে দিবে অর্বাদান ॥ “সপ্তমী সবার মাতা সপত-সপ্তিকে ।
সপ্তব্যাহতিকে দেবি প্রণমি তোমাকে ॥ রবিমণ্ডলেতে মাত তব অধিষ্ঠান ।
ভক্তি করি তোমা মাত করিগো প্রণাম ॥ * তৎপরে অষ্টমী তিথি ভীষ্মাষ্টমী
বলে । তর্পণ করিবে তিন তিলমুক্ত জলে ॥ বৈয়াস্রপদ্যাদি মন্ত্রে করিবে
তর্পণ । + তাহে তৃষ্ণ নারায়ণ আর পিতৃগণ ॥ তৎপরে নবমী তিথি মহানন্দা
বলে । বিষ্ণুপ্রীতিকর দিন জানিবে সকলে ॥ ভীষ্মেরে পাইয়া দেবদেব
নারায়ণ । এইদিনে হৃদয়ে হন নিগমন ॥ তৎপরে পূর্ণিমা তিথি যুগাদ্য
আখ্যান । গন্ধপুষ্পে নারায়ণে পূজিবে বিধান ॥ তৎপরে অষ্টমী তিথি কৃষ্ণ-
পক্ষে যেই । মহাপুণ্যকর দিন জানিবেক সেই ॥ শাক দানে পিতৃগণে পূজে
সাম্বজন । শাকান্তক শ্রাদ্ধ বলে শাস্ত্রের বচন ॥ চতুর্দশী তিথি পরে কৃষ্ণপক্ষে
হয় । শিবের পরম প্রিয় জানিবে নিশ্চয় ॥ সেই রাত্রে মহেশ্বরে করিবে পূজন ।
শিবরাত্রি নাম তার বিদিত ভুবন ॥ কে বর্ণিতে পারে শিবরাত্রির মহিমা ।
অনন্ত অনন্ত মুখে নারে দিতে সীমা ॥ কিবা স্বর্গ কিবা মর্ত্য পাণ্ডাল নগর ।
নাগ নর আদি রহে অমর-নিকর ॥ এই রাত্রে চারি যানে জাগিয়া রহিয়ে ।
শঙ্করের করে পূজা কষ্টচিত্ত হয়ে ॥ উপবাস জাগরণ প্রমোদ অচেন । শিব-
রাত্রে এই চারি ধে করে সাধন ॥ পরশুশীল রুতী সেই এতিন ভুবন । সদা রক্ষা
করে তারে দেব পঞ্চানন ॥ এই চারি কর্ম মধ্যে এক কর্ম কৈলে । যাবত
পাতক তার নাশিবে সমূলে ॥ চতুর্দশী রাত্রে কিহা জন্মাষ্টমী দিনে । দেবী
মহাষ্টমী দিনে স্থপবিত্র মনে ॥ এই তিন দিনে সেই করে উপবাস । মুক্তিপথ
তার সখি সম্মুখে প্রকাশ ॥ তদন্তর অমাবস্যা অতি পুণ্যকর । যাবত বচন ইহা
শাস্ত্রের গোচর ॥ চারি মাসে কালতীর্থ যে সে দিন হয় । বলিলান দোঁহা
পাশে ওগো সখীদ্বয় ॥ এই সব দিনে পুণ্য কর্ম করিবে ॥ মহা-পুণ্যদিন এই
অন্তরে জানিবে ॥ শুভদিন অন্য অন্য মাসে যাহা আছে । বলিতেছি সখীদ্বয়
দাঁহাকার কাছে ॥ পুরাণে পবিত্র কথা অপূর্ণ বর্ণন । শুনিলে পাতক নাশ
পাত্তের বচন ॥

* অর্বাদান মন্ত্র কথা .—

“সপ্তমী সবার মাতা সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে ।

সপ্তব্যাহতিকে নমি নমস্বে রবিমণ্ডলে ॥”

+ মন্ত্র কথা .—

“বৈয়াস্রপদ্যগোদায় শাক্তিপ্রদবায় চ ।

অপুণ্য দদামে তং বলিবা ভীষ্মবর্ণনে ॥”

ষোড়শ অধ্যায় ।

কালতীর্থবিশেষ কথন ও অগস্ত্যাদ্যাদান ।

পঞ্চমী চৈত্রমাসস্ত শুক্ল চতুর্দশমীভাবঃ ।

শুন শ্রীমহাশয়ঃ সপ্তাঙ্গা মাতৃশালয়াং ॥

তদ্ব্যক্তা পদ্মযন্তর মতঃ লক্ষ্মীম নৃকৃতি ।

এবা শ্রীপঞ্চমী কায়া দিগ্‌লোকগতিপ্রদা ॥

সখীদ্বয়ে সম্বোধিয়া কহেন পার্বতী । শুন শুন সখীদ্বয় অপূর্ব ভারতী ॥
চৈত্রমাসে শুক্লা তিথি পঞ্চমী হইবে । তীর্থদিন বলি তাহা মনে বিচারিবে ॥
এই দিনে লক্ষ্মী দেবী ব্রহ্মলোক হতে । অবতীর্ণ হন আসি মানব ভ্রমেতে ॥
এই দিনে লক্ষ্মীপূজা করে সেই জন । কমলা তাহারে নাহি ত্যজেন কখন ॥
শ্রীপঞ্চমী পূজা যেই করে ভক্তিভরে । বিন্যসকে গতি তার শাস্ত্রের বিচারে ॥
চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমী পাতক-নাশিনী । শোকমধ্যে নাম তার অশোক অষ্টমী ॥
অশোক-অষ্টমী দিনে সেই মতিমান । অশোক-কলিক-জল করে পান ॥
জন্মাবধি সেই জন শোক নাহি পায় । শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু দোহায় ॥
এই দিনে গঙ্গাস্নান করিয়া যুগ্মন । কলিক-মিশ্রিত-জল করিবে সেবন ॥
যে মন্ত্র করিবে সাধু জাহ্নবীতে স্নান । অশোক-কলিক-জল করিবেক পান ॥
মন্ত্র দিয়া শুন মন্ত্র করিব বর্ণন । পাতক বিনাশ যাহে সন্তাপ নাশন ॥ “মধু-
মাসে সমুদ্রব অভীষ্ট-দায়ক । শোক-সন্তাপিত আমি শুন হে অশোক ॥
ভক্তি করি তোমা আমি করিতেছি পান । শোক নাশ হয় যাহে কর সে
বিধান ॥” * এই মন্ত্র ভক্তিভরে করি উচ্চারণ । অশোক-মিশ্রিত বারি
করিবে সেবন ॥ “গঙ্গে দেবি শিবে মাত শোকবিনাশিনি । শোকহীনে মহে-
শ্বর শুন গো জননি ॥ শোক যেন নাহি হয় ইহ পরকালে ।” † এ মন্ত্র করিবে
স্নান জাহ্নবী-সলিলে ॥ ত্রীমাস নবমী পরে অতি পুণ্য তিথি । সংযুত
সে দিন পুষ্যা নক্ষত্র সংহতি ॥ রাবণ বিনাশ হেতু দেব জনার্দন । এই দিনে

* মন্ত্র যথা :—

“তামশোক বহাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্রব ।

পিবামি শোকসন্তপ্তে তামশোকং বলাতুক ॥”

† মন্ত্র যথা :—

“গঙ্গে দেবি শিবে মাতরশোকে শোকনাশিনি ।

ইহলোকে পবদাপি শোকঃ হব মহেশ্বরী ॥”

ধরাধামে অবতীর্ণ হন ॥ এই দিনে ভক্তি করি হরির অন্তরে । সৌমিত্রি ভরত
সীতা আর রঘুবরে ॥ যথাবিধি পূজা করি উপবাসী রহে । সংসার জ্বালায়
সেই কভু নাহি দহে ॥ ধরাধামে পুন সেই না ধরে জন্ম । মনস্থখে রহে সদা
বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ পরদিনে দশমীতে আনন্দ অন্তরে । ভোজন করাবে বিচক্ষণ
বিপ্রবরে ॥ শতসংখ্য তিলহোম করিবে সৃজন । শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু
বচন ॥ চৈত্রমাসে শুক্ল পক্ষে ত্রয়োদশী তিথি । রামের করিবে পূজা শাস্ত্রে
হেন বিধি ॥ সৰ্বকাম নিরুপদে নাহিক সংশয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা
নয় ॥ চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দশী হবে । মদনাখ্যা নাম তার সকলে
জানিবে ॥ শিবপ্রিয় তিথি সেই শিবানীর প্রিয় । করিবে মদনপূজা শুন
সখীরয় ॥ পূজিবেক শিবগৌরী মূলমন্ত্র স্মরি । তৈত্তির্যচন ফল হবে শুন
সহস্রী ॥ কর্পূর কুমুম মালা অগুরু চন্দন । বিবিধ নৈবেদ্য ছত্র বস্ত্র
বিতরণ ॥ এই সব দিয়া পূজা করিলে বিধানে । কাটায়ে বামিনী কাল
রহি জাগরণে ॥ অশ্বমেধ শত ফল হইবে তাহার । কহিনু শাস্ত্রের বিধি
সখি দোহাঙ্কায় ॥ সৌভাগ্যদা চৈত্রী চিত্রা নক্ষত্র সংযুতা । তাহাতে পূজিবে
মোরে হয়ে হর্ষযুতা ॥ চন্দ্রলোকে যাবে সেই নাহিক সংশয় । শাস্ত্রের বচন
ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ চৈত্রী নবমুখা যদি হয় রবিবারে । শনিবারে কিন্ন হু
ব্রহ্মস্পতিবারে ॥ সেই দিনে স্নান করে খেই সাধু জন । অশ্বমেধাদিক পুণ্য
করে উপার্জন ॥ দান করে যদি কিছু অক্ষয় তা হয় । তর্পণ করিলে পিতৃগণ
তুষ্ট রয় ॥ বৈশাখের শুক্লপক্ষে তৃতীয়ার দিনে । যব উৎপাদিত হয় এই ধরা-
ধামে ॥ যুগ প্রবর্তিত করে দেব জনার্দন । ব্রহ্মলোক হতে গঙ্গে আসেন
ভুবন ॥ এই দিনে যবহোম করিবে বিধানে । অর্চনা করিবে যব দিয়া নারা-
য়ণে ॥ বিজগণে যবদান করিবে সৃজন । যবান্ন ব্রাহ্মণগণে করাবে ভোজন ॥
কৈলাস শঙ্কর ভগীরথ নৃপবরে । হিমালয় গঙ্গা আর যাবত সাগরে ॥ পূজিবে
ভক্তি করি সাধু বিচক্ষণ । মহাপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বচন ॥ কিবা স্নান
কিবা দান কিবা হোম তপ । কিবা শ্রাদ্ধ ধর্মকর্ম অথবা কি জপ ॥ এই দিনে
শ্রদ্ধা সহ কৈলে আচরণ । অনন্ত হইবে তাহা শাস্ত্রের বচন ॥ বিশেষতঃ যদি
করে জাহ্নবীর তীরে । অক্ষয় হইবে তাহা শাস্ত্রের বিচারে ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্ল-
পক্ষে চতুর্থী দিনেতে । অবতীর্ণা হন উমা মানব-ভূমেতে ॥ সেই দিনে গৌরী-
পূজা সৌভাগ্য-কারণ । করিবে ভক্তি ভরে দেই সাধু জন ॥ নৃত্যগীত মহোৎ-
সব বিধানে করিবে । নানাবিধ উপচার দেবীরে অর্পিবে ॥ ধিলুদলে হোম-
কার্য করিবে সাধন । তুষ্টরূপে বিপ্রগণে করাবে ভোজন ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে
শুক্লপক্ষে যে তিথি দশমী । দশহরার্ক তার শাস্ত্রে হেন জানি ॥ হস্তা-
শ্বক্ষ-সমব্রিত এই দিন হয় । স্নান দান পাপনাশ জানিবে নিশ্চয় ॥ যে
কোন নদীর জলে করিয়া গমন । তিলোদক পিতৃগণে করিলে অর্পণ ॥

দশজন্ম-পাপক্ষয় হয় সেই কলে । এদিনে পূজিবে গঙ্গা পবিত্র অন্তরে ॥
 চন্দন কুসুম মাল্য করিবে অর্পণ । শুনিবে পড়িবে কিয়া গঙ্গার শ্রবন ॥
 ভোজন করাবে যত ব্রাহ্মণ-নিকরে । মহাপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বিচারে ॥
 এই দিনে গঙ্গাদেবী হিমালয় হতে । অবতীর্ণ হন আসি মানব-ভূমেতে ॥
 এ হেতু পূজিবে ইথে দেব-মহেশ্বর । ভগীরথ কৃষ্ণশৈল ধরণী সাগর ॥
 পূজিবে ভক্তি করি দেব পদামনে । হংস কারওর কল্ল আদি পক্ষী-
 গণে ॥ সিত শত করবীরে হোম অনুষ্ঠান । শাস্ত্রবিধি অনুসারে করিবে
 ধ্যান ॥ দশহরা পূজা করে যেই নরোত্তম । ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র হোক অথবা
 ব্রাহ্মণ ॥ অশ্বমেধ আদি যজ্ঞে যেই কল হয় । সেজন লভিবে তাহা নাহিক
 সংশয় ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে জ্যৈষ্ঠাষুতা পূর্ণিমা হইবে । অনুরাগাষুতা কিয়া ঐ তিথি
 জানিবে ॥ মহাজ্যৈষ্ঠী নাম তার অতি পুণ্যদিন । ফলাধিক্য শনিযোগে
 বলয়ে প্রবীণ ॥ এ দিনে পুণ্যমোক্ষমে করিলে দর্শন । অন্তিমে সেজন যায়
 বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ গঙ্গাস্নান করে সেই একান্ত সুদরে । মূর্তিপদ পায় সেই অন্তিম
 সময়ে ॥ চন্দ্র গ্রহ সঙ্গের ফল হয় তার । সূর্য গ্রহ-শত-ফল শাস্ত্রের বিচার ॥
 স্নান দান জপ শ্রাদ্ধ একান্ত অন্তরে । এই দিনে করে যদি জাকবীর তীরে ॥
 মহাফল হয় তাহে শাস্ত্রের বচন । কহিলাম মখীদ্বয় যথার্থ কথন ॥ আশাচী
 পক্ষমী তিথি কৃষ্ণপক্ষ হবে । উপাকর্ষে সুপ্রশস্ত সে তিথি জানিবে ॥ মহাবাজ-
 সনি-শাখাধ্যায়ী বিপ্রগণ । উপাকর্ষে তাহাদের শাস্ত্রের বচন ॥ জনার্দ্রন
 শ্রাবণীয়া কৃষ্ণাষ্টমী দিনে । ভাদ্র-অষ্টবিংশ দিনে জন্মে ধরাধামে ॥ কৃষ্ণরূপে
 জন্ম লন দেবকী উদর । জন্মাষ্টমী বলি খ্যাত আছে চরাচর ॥ গন্ধ মাল্য
 বস্ত্র আদি করিয়া অর্পণ । করিবে ককের পূজা বেই নাধু জন ॥ গোপমপিষ্টক
 আর ক্ষীর আদি করি । ভক্ষ্য ভোজ্য দিবে যত অতি শুদ্ধি করি ॥ নানা-
 বিধ ফল দুল করিবে অর্পণ । নৃত্যগীত মহোৎসবে রাত্রি জাগরণ ॥ প্রতিমা
 নিষ্কাশন করি পূজিবে তাহার । শ্রীকৃষ্ণ নন্দের বধ দেবকী সবাধ ॥ মর্কসিদ্ধি
 হবে তাহে শাস্ত্রের বচন । বিধানের রাত্রিতে পূজা করিবে সুজন ॥ রোহিণী-
 সংস্কৃতা যদি নিশীথিনী হয় । ফলাধিক হবে তাহে জানিবে নিশ্চয় ॥ কৃষ্ণ-
 জন্ম কথা আর মাহাত্ম্য বর্ণন । মন দিয়া ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ ॥ উপ-
 বাস জাগরণ উৎসবাদি করি । করিবে সাধক রূপে স্মরিয়া শ্রীহরি ॥ যদ্যপি
 জয়ন্তী যোগ এই দিনে হয় । ফলাধিক্য হয় তাহে জানিবে নিশ্চয় ॥ জন্মা-
 ষ্টমী দিনে অর্দ্ধ-নিশার সময় । করিবে বৈদিকী ক্রিয়া শাস্ত্রে হেন কয় ॥ শৈশবে
 কোমারে আর বার্কিক্যে ধোবনে । ষ্ঠী পাপ উপার্জন করে সপ্তজন্মে ॥ যুগ্ম
 কিয়া বহু হোক নাশে সমুদয় । জন্মাষ্টমী কলে মখী কহিলু নিশ্চয় ॥ জপ হোম
 আত্মিক করি ধর্ম অনুষ্ঠান । শতগুণ ফল তার ইথে নাহি আন ॥ জন্মাষ্টমী স্তব
 করে যেই সাধুজন । মনের মানস পূর্ণ শাস্ত্রের বচন ॥ উপবাসে মহাপাপ নাশে

সমুদয় । কহিলাম দৌহা পাশে গুণে সখীদয় ॥ এইরূপে বিধিযতে করিয়া
 পূজন । পরদিন প্রত্যুষেতে হয়ে একমন ॥ নদী কিয়া তড়াগেতে করিয়া গমন ।
 করিবে ভকতি করি প্রতিমা আপন ॥ মনোহর করি পরে গৃহেতে যাইবে ।
 অষ্টমীর অন্তে পরে পারণ করিবে ॥ করিবে বৈকব সহ বিধানে পারণ । হৃদ-
 ভরে নিরন্তর রবে নিমগন ॥ শুভদেবে কিয়া বিপ্র দক্ষিণা অর্পিবে । নবমীতে
 গো-অর্চনা বিধানে করিবে ॥ দেবগণে প্রীত কৈলে ধনবৃদ্ধি হয় । অতুল
 সম্পত্তি গৃহে নিরন্তর রয় ॥ কৃষ্ণপক্ষে ভাদ্রপদে চন্দোগ দ্বিজের । উপাকর্ষ
 হবে তাহে বিচার শাস্ত্রের ॥ পুষ্যা পক্ষ হবে তাহে শাস্ত্রের নিগন । কহিলাম
 মার কথা গুণে সখীদয় ॥ ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া দিবসে । মহন্তরা নান
 তার শাস্ত্রেতে প্রকাশে ॥ স্নান দান শুভকর্ম করিবে তাহার । মহাপুণ্য হবে
 তাহে কহিনু দৌহার ॥ তৎপরে পক্ষমী তিথি হবে সেই দিন । মনসার পূজা
 তাহে করিবে প্রবীণ ॥ তৎপরে সামান্য যজ্ঞী পাপহরা নাম । মহাপুণ্য হয়
 তার সেই করে স্নান ॥ শুক্ল প্রতিপদ হতে আরম্ভ করিয়ে । পৃথিবী পালেন
 ইন্দ্র হরি-আজ্ঞা লয়ে ॥ ধান্য আদি শস্য ক্রমে করে উৎপাদন । এ হেতু
 ইন্দের পূজা করিবে সূজন ॥ বিশেষতঃ শচী-পূজা করিবে সে দিনে । আনুপ-
 নিকরে আর অনুচরণে ॥ পাটেতে দেবের চূর্ণি করিয়া নিধান । বিশেষে
 পূজিবে রাজা হয়ে ভক্তিমান ॥ প্রতিদিন এইরূপে করিবে পূজন । একপক্ষ
 নিয়মিত শাস্ত্রের বচন ॥ দ্বাদশীতে নরপতি শক্ৰোত্থান করি । নিধানে করিবে
 পূজা স্মরিয়া শ্রীহরি ॥ হরি-পার্শ্বপরিবর্ত হয় সেই দিনে । শ্রবণদ্বাদশী নাম
 শ্রবণী মিলনে ॥ কশ্যপ-স্তরমে আর অদিতি-জ্যারে । এ দিনে বামনদেব নিজ-
 জন্ম ধরে ॥ পরম বৈকব সেই সেই সাপুজন । স্নান দান উপবাস করিবে সে
 জন ॥ ইহার সপ্তাহ পরে অগস্ত্যাধ্য দিন । অগস্ত্যের দিবে অধ্য য়ে জন
 প্রবীণ ॥ সন্নত পায়স অন্ন তাত্রপাত্রে লয়ে । নানাতক্ষা কল পঞ্চরতন মিথ্যে ॥
 বিধানে অগস্ত্য দেবে করিবে অর্পণ । মনোরথ হবে সিদ্ধ শাস্ত্রের বচন ॥ পুরুষ
 অঙ্গুষ্ঠমাত্র চতুর্ভুজধারী । কুস্ত্রজাত এইরূপ মনেতে বিচারি ॥ স্বর্ণ-প্রতিমাতে পূজা
 করিবে পূজন । বসিবেক পূজাকালে দক্ষিণ বদন ॥ পট্টাঘর-বিভূষিত প্রতিমা
 করিয়া । ধান্য আদি ভক্তিভরে যথাবিধি দিয়া ॥ ঘটেতে প্রতিমা সেই করিবে
 হাপন । বিধানে করিবে পূজা সেই সাপুজন ॥ পরশ্বিনী ধেনু বিপ্র করিবেক
 দান । অগস্ত্যাধ্য দিতে এই আছয়ে বিধান ॥ “কাশ-পুষ্পনিভ অগ্নি-মারুত-
 নন্দন । মিত্রাবরুণের পুত্র তুমি ভগবন ॥ কুস্ত্রযোনে তোমা আমি করি নম-
 স্কার ॥” *প্রণমিবে এই মন্ত্রে শাস্ত্রের বিচার ॥ অবাণেবে হোমকার্য করিতে হইবে ।

* মন্ত্র যথা :-

“কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব ।

মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুস্ত্রযোনে নমোস্ত তে ॥”

চন্দ্রলোকে সেই সাধু অন্তিমে যাইবে ॥ রূপবান্ রোগহীন হবে সেই জন । শাস্ত্রের
যেন ইহা জানে দুনিগণ ॥ সপ্ত অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে ধীমান । যাবত অগস্ত্য
শ্রম্যে করে অধিষ্ঠান ॥ ভক্তিভরে বিপ্রগণে করাবে ভোজন । পরমাত্র ফল
মত করিবে অর্পণ ॥ প্রভুত দক্ষিণা দিবে ব্রাহ্মণের করে । পূজিবে সংযত
হরে পবিত্র অন্তরে ॥ “মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি যেন হয় ভগবন । তোমার প্রসাদে
বিঘ্ন না হয় কখন ॥ ভক্তি ভরে পূজা আমি করিব তোমার । আমার বিপদ
নাশ কর দয়াদার ॥” একরূপ প্রার্থনা করি পবিত্র অন্তরে । পূজিবে বিধানে
কাশীবাসী অগস্ত্যারে ॥ অগস্ত্যার্য-কাল আর তীর্থ-পরিচয় । বলিলাম দোঁহা
পাশে গুণো মধীবর ॥ অবশিষ্ট কামতীর্থ করিব বর্ণন । মধী দোঁহে অবধানে
বরহ শ্রবণ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

পিতৃভূত্যাতির কানকথন ।

অন্যত্রাঙ্গিনে শ্রাব্য কতরাং নান্দ ব শ্রব্য ।

অন্যত্রাঙ্গিনে কতরাং শ্রাব্যঃ সপ্তদশাঙ্গিনো ॥

যে যে তিথি পিতৃগণে তৃপ্তিপ্রদ হয় । বলিতেছি মন দিয়া শুন মধীবর ॥
অশ্বযুক-কন্যাপদ-তিথি বাহা হবে । তাহাতে পাকদণ শ্রাদ্ধ সূজন করিবে ॥
পিতৃগণ তাহে প্রীতি সমধিক পান । সুপুত্র করিবে ইথে শ্রাদ্ধের বিধান ॥
আমারে জানিবে মধী পিতৃস্বরূপিণী । শ্রাদ্ধেতে পরম তুষ্ট হয়ে থাকি আমি ॥
কন্যারানিগত যবে রবিদেব হয় । তাহাতে করিবে শ্রাদ্ধ যত নরচর ॥ শ্রাদ্ধ-
রূপা মম পূজা শ্রদ্ধাপ্রীতিকরী । আমি স্বাহা আমি স্বধা শুন সহচরী ॥ ওঙ্কার-
রূপিণী আমি নমস্বরূপিণী । শ্রাদ্ধরূপা মম পূজা সন্তোষকারিণী ॥ নিদ্রাগত
হন যবে বিষ্ণু সনাতন । সর্বত্র বিরাজি আমি এতিন ভুবন ॥ করিবে অপর
পক্ষে শ্রাদ্ধ দিনে দিনে । অশক্তে পঞ্চমী তিথি আছয়ে বিধানে ॥ অথবা
দশমী দিনে করিবে সূজন । যদ্যপি তাহাতে শক্ত না হয় কখন ॥ অমাবস্তা-
দিনে শ্রাদ্ধ করিবে নিশ্চয় । তাহাতে যদি ক্ষম কভু নাহি হয় ॥ দীপাবলিতা
তিথি যবে উদয় হইবে । ভক্তিভরে তাহে শ্রাদ্ধ অবশ্য করিবে ॥ অপর
পক্ষেতে শ্রাদ্ধ আর ধৈ তর্পণ । করিবে ভক্তিভরে যেই সাধুজন ॥ গঙ্গাজলে

কিছা অন্য জলাশয়ে গিয়ে । করিবে তর্পণ তিলে পবিত্র হৃদয়ে ॥ নিষিদ্ধ
দিবস হলে তর্পণ করিবে । সতিল তর্পণে বাধা কিছু নাহি রবে ॥ পুত্রবান্
সাদু হব যেই মহাজন । যথাতিথে পিণ্ডদান না দিবে কখন ॥ যেই জন
প্রাণত্যাগ করেছে সলিলে । অথবা ত্যজেছে প্রাণ পড়িয়া অনলে ॥ চতুর্দশী
দিনে কাহ্য হইবে তাহার । অমাবস্যা দিনে হবে কাম্ববী আচার ॥ উপসর্গ-
স্বত কিছা আত্মঘাতী জনে । পিণ্ডদিক দিবে তারে অমাবস্যাদিনে ॥ যেই নারী
দেহ ত্যজে স্মৃতিকা আগারে । অমাবস্যা দিনে পিণ্ড দিবেক তাহারে ॥ অক্ট-
মীতে শাকশ্রাদ্ধ করে যেই জন । পিতৃগণ মহাত্মা তার প্রতি হন ॥ ত্রয়ো-
দশীদিনে সাদু হয়ে একমন । করিবেক শ্রাদ্ধ দিয়া পায়স-ওদন ॥ কল্পা
ত্রয়োদশী তিথি যুগাদ্যা আখ্যান । মহা পুণ্যকর দিন শাস্ত্রের বিধান ॥ মন
দিয়া এবে সখী করহ শ্রবণ । শরৎকালে পূজাদিন করিব বর্ণন ॥

এইরূপে পুণ্যকথা করিয়া শ্রবণ । জাবালি ব্যাসের কাছে জিজ্ঞাসে
তখন ॥ তব মুখে মধুমাখা শুনিয়া ভারতী । পিপাসা বাড়িছে আরো ক্ষান্ত
নহে মতি ॥ যত শুনি তত বাঞ্ছা করিতেছে মন । মনের সন্দেহ দূর কর ভগ-
বন ॥ স্বধারূপা পিতরূপা দেবীরে কহিলে । প্রণবরূপিণী বলি বর্ণন করিলে ॥
ইহার কারণ বল ওহে মতিমন । জানিবারে কুতূহলী হইতেছে মন ॥ অকালে
শারদী পূজা কেন বা হইল । ইহার কারণ দোরে বিবরিয়া বল ॥ তোমার
চরণে প্রভু করি নমস্কার ॥ বিবরিয়া নাশ মম মনের আঁধার ॥ তব রূপাবলে
হয় অজ্ঞানীর জ্ঞান । পুরাণ-রচিতা তুমি সবার প্রথম ॥ এতক বচন শুনি
বাস বহামতি । কহিলেন জাবালিরে কর অবগতি ॥ দুগার দুখেতে শুনি
তীর্থ-পরিচয় । জিজ্ঞাসা করিল তাঁরে পুন সখীদয় ॥ তুমি দেবী সহচরী
তুমিই জননী । ভুক্তি-মুক্তিদাত্রী তুমি দোঁহে মোরা জানি ॥ পিতরূপা কিসে
তুমি স্বধারূপা কিসে । প্রকাশ করিয়া বল দোঁহাকার পাশে ॥ কি কারণে
শরৎকালে তব পূজা হয় । অকালে তোমার পূজা এ বড় সংশয় ॥ মনের
আঁধার যাহে নাশে দোঁহাকার । রূপা বরি কর তাহা করি নমস্কার ॥ দোঁহার
বচন শুনি দেবী হৈমবতী । বলিতে লাগিল দোঁহে অপূর্ব ভারতী ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দেবগণ সহ ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠে গমন, দশাননের দৌরাভ্য কখন, নারায়ণের
নরলোকে অবতীর্ণ হইতে প্রতিজ্ঞা, ব্রহ্মা ও নারায়ণের কৈলাসে গমন,
অষ্টাদশভুজার উৎপত্তি এবং দেবগণের ও শূলপাণির
বানরাদি রূপে জন্মগ্রহণ করিতে অঙ্গীকার।

ব্রাহ্মাবাচ।—ব্রহ্মাণ্যং ব্রাহ্মণপুত্রির্বিদিত্বন্তে হ্যামসঃ।

তং নিহন্তুং ক্ষিত্তে নাথ মানসীং তদ্ব্যবশয়ঃ ॥

ভগবান্‌ব্রাহ্মাচ।—ব্রহ্মন সত্যমিদং জ্ঞাতং মযাপি নিশ্চয়েন তৈ।

মানুষ্যোহং ভবিষ্যামি তং বদিস্যামি ব্রাহ্মসং ॥

সখী দৌহে সযোধিয়া কহে হৈমবতী। শুন শুন সখী তবে অপূর্ব ভারতী ॥
বশরথ নামে রাজা পূর্ব্বতে আছিল। যার যশে দশদিকে ধরণী পূরিল ॥
কাশলের অধিপতি সেই নরপতি। যজ্ঞ দাতা বিচক্ষণ সদা ধর্ম্মে মতি ॥
পরাক্রমে নাহি ছিল তাঁহার সমান। সূর্য্যবংশ-ধুরন্ধর সেই মতিমান ॥
দশ শত ভায়া আছিল তাঁহার। রূপে গুণে সব ধন্য পৃথিবী মাঝার ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা রূপসী। এই তিন জন ছিল প্রধান মহিষী ॥
ভূভগা সুশীলা তিনে সূচাক-পোচনা। মেরুপ ধরায় নাহি ছিল কোন জনা ॥
কিন্তু কি দুঃখের কথা বিধির লিখন। কেহ নাহি পুত্রমুখ কুরে দরশন ॥
পুত্র বনা দশরথ বিষাদিত মনে। দিবস যামিনী রহে পত্নীগণ সনে ॥
কিসে পুত্র লাভ হবে ভাবে নররায়। দিন দিন জীর্ণ বীর্ণ চিন্তাকুল কাষ ॥
পুত্র হেই রাজা করে যজ্ঞ আয়োজন। শুভহ অপূর্ব্ব কণা করিব বর্ণন ॥
বিভাগুক নামে ছিল তাপস-প্রবর। ঋষ্যশৃঙ্গ তার পুত্র অতি গুণধর ॥
তাঁহারে আনিয়া যজ্ঞ করিবে সাধন। যজ্ঞা করিয়া হির করেন রাজন ॥
এদিকে অমরপুরে অমর নিকর। ব্রহ্মা সহ উপনীত বৈকুণ্ঠ নগর ॥
নারায়ণে প্রণমিয়া দেব প্রজা-পতি। কহিলেন ধীরে ধীরে বিনয় ভারতী ॥
নারায়ণ জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। জনার্দন ঋষীকেশ বেদ-অগোচর ॥
অনাথের নাথ ভূমি ভূমি হে কেশব। দেব-দেব সনাতন ভূমি হে মাধব ॥
বিপদে পড়িয়া লই তোমার শরণ। নিবেদন করি শুন ওহে নিরঞ্জন ॥
রাবণ রা'দপতি বসে লঙ্কাপুরে। তার উপ-দ্রবে কষ্ট পায় চরাচরে ॥
তাঁহারে বধিতে নাথ যাহ ধরাতল। দেবকার্য্যে রি এ'ই নর-কলেশ্বর ॥
সবার অবধ্য হইলে সেই দশানন। এই বর তারে

আমি করেছি অর্পণ ॥ লভিয়া বাঞ্ছিত বর সেই দুরাশয় । আনন্দে আপন মনে মহাশুখে রয় ॥ মানুষের হাতে বধ না হবে কখন । মোহবশে এই বর না করে গ্রহণ ॥ নরলোক ভক্ষ্য ভার জানে সর্বক্ষতি । এত ভাবি অই বর না নিল দুর্ঘতি ॥ অবজ্ঞা করিল নরে তুচ্ছ করি জ্ঞান । অমর বলিয়া স্বদে করে অনুমান ॥ অতএব নরদেহ করিয়া ধারণ । কণ্টক রাবণে শাস্ত্র করহ নিধন ॥ মহারাজা দশরথ কোশলের পতি । পুত্রার্থে যজ্ঞের সূত্র করিছেন ক্ষিতি ॥ বৈষ্ণব-প্রধান সেই নৃপতি-প্রবর । পুত্ররূপে তাঁর গৃহে যাহ দামোদর ॥

ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । ধীরে ধীরে নারায়ণ কহেন তখন ॥ যা বলিলে সত্য বটে সব আমি জানি । নিশ্চয় করেছি আমি মনে অনুমানি ॥ মানুষ হইয়া যাব অবনী-মাকারে । অবহেলে বিনাশিব বক্ষ্য দুরাচারে ॥ কিন্তু এক গুপ্তকথা আছে তব সনে । কিঞ্চিৎ প্রতীক্ষা কর বৈকুণ্ঠ দ্ববনে ॥ দেবগণ নিজগৃহে করুন গমন । সাহায্য করিবে কিন্তু অমর মগন ॥ যখন মানবরূপে জন্মিব ধরায় । বানর ভল্লুক রূপে জন্মিবে সবার ॥ এত বলি দেবগণে চাহি জনার্দ্রন । বেক্রপে জন্মিবে সবে কহেন তখন ॥ যথাযথ নিয়োজিত করিঃ সবার । মিত্তভাবে দেবগণে করেন বিদার ॥ দেবগণ নিজস্থানে করিলে গমন ব্রহ্মা সহ দেবদেব প্রভু জনার্দ্রন ॥ কৈলাস-শিখরে ধান যথা মহেশ্বর । বিঃ জেন আশা সহ হরিব-অম্বর ॥ বিধি বিক্র দোহে হেরি দেব পঞ্চানন । হরিঃ দোহার পূজা করেন সাধন ॥ অবশেষে তিন জনে আনন্দ অমুরে । ধীরে ধীরে উপনীত আমার গোচরে ॥ প্রণাম করিতে মোরে দেব তিনজন । মহাশা-বদনে হন উদ্যত যেমন ॥ অমনি এক ভগবতী জগদবরণী । বাহিরিল মম দেহ হইতে তখনি ॥ অষ্টাদশ-ভূজা দেবী চন্দ্রকলা শিরে । অস্ত্রাদি অষ্টদেবী চারিদিকে ধরে ॥ নানাবিধ বিভবণে কিবা শোভমানা । নবীন যৌবনী ধন বিশাল-লোচনা ॥ নৃত্য করে হৃদয়ে স্বর্ণ-সিংহাসনে । কল্যাণী সুরূপা দেবী ভূষিত ভূষণে ॥ তাঁহারে হেরিয়া হর হরি পদ্মাসন । প্রণমিয়া মনোবাঞ্ছা করে নিবেদন ॥ হরের সমক্ষে পরে বৈকুণ্ঠের পতি । কহিলেন চণ্ডিকারে বিনয়-ভারতী ॥ বিকৃত্যে ভূমি মাত সবার জননী । নিবেদি তোমারে দেবি শুন গো ভবানী ॥ প্রজাপতি দেব সহ করি আগমন । রাবণের বধ হেতু করে নিবেদন ॥ সেই হেতু নরতন্তু ধারণ করিয়া । নরধামে যাব দেবহিতার্থী হইয়া ॥ আমার সহায় হেতু যত দেবগণ । বানর ভল্লুকুলে পরিবে জনম ॥ কিন্তু এক কথা মাত নিবেদি তোমায় । রাবণ তোমার ভক্ত বিদিত ধরায় ॥ নিরন্তর দুরাচার তব পদ সেবে । আজীবন স্বদে ভাবে দেবদেব তবে ॥ তব ভক্তে শিব ভক্তে অথবা আমার । ক্রুরপে বধিব মাতঃ চিন্তি অনিবার ॥ তোম দেব দেবী দোহে কৃপা বিতরণে । দপ্তিত করেছ মাগো সেই দশাননে ॥ বিশেষ বতঃ ভূমি মাগো লঙ্কার ঈশ্বরী । ক্রুরপে নাশিব তুমি সदा চিন্তা করি ॥ অতঃ

এব তব পদে মিনতি আঁমার । উপায় করিয়া কর ত্রিলোক উদ্ধার ॥ কিরূপে
নিহত হবে দুষ্ট দশানন । তাহার উপাস্য মাতঃ কর নিরূপণ ॥ বিষ্ণুর এতেক
বাক্য করিয়া শ্রবণ । হামি হামি চণ্ডী দেবী কহেন বচন ॥ সত্য সত্য মারায়ণ
সেই রক্ষপতি । মম সেবা করে সদা করিয়া ভকতি ॥ সদা আরাধনা
করে দেব পঞ্চাননে । তাদৃশী সম্পাদি হৈল সেই সে কারণে ॥ দুর্ভাগ
তাহার কিছু নাহি ধরাতলে । যাহা চায় তাহা পায় পূর্ব-ভাগ্যফলে ॥
আত্মবিনাশের হেতু এবে দশানন । পীড়ন করিতে দুষ্ট এ তিন ভুবন ॥
কিরূপে দুরাত্মা হবে সমূলে সংহার । যনে যনে আমি তাহা ভাবি অনিবার ॥
তাহারে দিয়াছে বর দেব পদ্মানন । নিরন্তর মম সেবা করে দুরাত্মন ॥
আরাধনা করে সদা দেব মহেশ্বরে । কড় নাহি হিংসা করে তোমার উপরে ॥
আমাদের হতে বধ এবে নাহি হয় । উপাস্য তাহার এক হয়েছে নির্ণয় ॥
মানুষ তাহার ভক্ত্য ভাবি দুরাত্মন । নর হতে অবধাত্ব না করে গ্রহণ ॥ অত-
এব স্মরণপথ আচারে নির্ণয় । পূর্ব হতে ব্রহ্মা তার করেছে নিশ্চয় ॥ দশাননে
বধ হেতু মানুষ আকারে । যাহ ভূমি মারায়ণ অবনী মাঝারে ॥ কিন্তু এক
কথা বলি শুন দিয়া মন । রাবণে তাজিলে আমি করিবে নিধন ॥ নজুবা
তাহারে বধ করিতে নারিবে । তাদৃশ উপায় এক শুন বলি তবে ॥ মানুষ
রূপেতে আমি যাইনে ধূলায় । হব পত্নী লক্ষ্মীদেবী যাবেন তথায় ॥ আমরি-
বিত্তি লক্ষ্মী দার কেহ নয় । তাহারে হরিবে সেই দুষ্ট দুরাশয় ॥ লক্ষ্মী
দেবী যাবে যবে রাবণ-দ্বাগারে । ত্যজিব তখন আমি রাক্ষস-প্রবরে ॥ মম
প্রাণিনিধি-কথা কখনা সুন্দরী । অপমান হবে যদে দুষ্ট-করে পড়ি ॥ তখন
পন্যের ভ্রামি হইবে তাহার । অবহেলে তব করে হইবে সংহার ॥ অতএব
ধরাতলে যাহ মারায়ণ । রাবণ নিধনে মন কর নিয়োজন ॥ সত্যত আমারে
কদে করিবে মরণ । সাহায্য করিব আমি কহিচু বচন ॥ আরো এক কথা
বলি শুন মন দিও । শঙ্করে করিবে সেবা ভক্তিযুত হয়ে ॥ দেবীর এতেক
বাক্য করিয়া শ্রবণ । মহানন্দে শিব প্রতি চাহে নারায়ণ ॥ দেবীর আদেশে
হরি শঙ্করে নেহারে । বৃদ্ধ পঞ্চানন তাহা ভাসে সুখ-বীরে ॥ উৎফুল্ল-নয়নে
তবে কহেন বচন । আমিও বানরী-গণে ধরিব জনম ॥ তোমার আনন্দ হেতু
ওহে দামোদর । করিব তত্ত্বত কর্ম ত্রিলোক-দুন্দর ॥ তোমার আদেশ সদা
করিব পালন । তব কৃপাবশে হব অমিতবিক্রম ॥ আমি যবে লঙ্কাপুরে করিব
গমন । লঙ্কেশ্বরী লঙ্কাপুরী তাজিবে তখন ॥ আমার যনের কথা করিচু বর্ণন ।
কি করিবে ব্রহ্মা তাহা বলুন এখন ॥ শিবের এতেক বাক্য শুনি লক্ষ্মীপতি ।
আনন্দ-মলিলে মগ্ন হন মহামতি ॥ দাঁদন্দাশ্রু নেত্রযুগে পড়িতে লাগিল । স্বর্ষ-
ভরে ব্রহ্মা পানে নেত্রপাত কৈল ॥ বিষ্ণুর মন-ভাব বুঝিয়া তখন । কহিলেন
বীরে বীরে দেব পদ্মানন ॥ তব কথোনিতে আমি যাব ধরাতল । তব যত্নী

হব নাথ বলে মহাবল ॥ শুভাশুভ হিতাহিত করিব বিচার । মনের বাসনা
যাহা করিষু প্রচার ॥ পূর্ব হতে ধর্ম্ম আগে করেছে গমন । বিভীষণ
রূপে তথা ধরেছে জনম ॥ সর্ব্বথা রাক্ষসে নাশ ধর্ম্মই করিবে । নররূপে অতি
শীঘ্র যাই নাথ তবে ॥ এইরূপে পরামর্শ হলে সমাপন । ব্রহ্মাদি সকলে হন
আনন্দে মগন ॥ যথা পরামর্শ তথা করিলেন কাজ । রাবণে যারিতে বিদ্রু যান
ধরাযার ॥ যথাকালে রাবণেরে করেন নিধন । অপূর্ব ভারতী উহা পাতক-
নাশন ॥ পুত্র হেতু দণ্ডরথ যক্ষক্রিয়া করে । চক্ৰ ভাগ করি দেন মহিষীমাগেরে ॥
চারিভাগ চক্ৰ হয় এই সে কারণ । চারি অংশে জন্ম লন দেব জনানন্দন ॥ এই
কথা যেই জন পড়ে কিয়া শুনে । অবহেলে তরে সেই ভবের বন্ধনে ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম, বিশ্বামিত্র সহ রামের
গমন, ভাড়কা বধ, সীতা পরিণয়, পরশুরামের
দর্প চূর্ণ ও সীতাহরণ প্রভৃতি কথন ।

কৌশল্যা স্তম্ভবে বামঃ ভবতঃ কৈকেয়ী নৃপাৎ ।

সুমিত্রা স্তম্ভবে পুত্রৌ শত্রুঘ্নলক্ষণৌ যমৌ ॥

বামশ্চ ভবতঃশৈব শ্যামৌ দক্ষাদলপ্রভৌ ।

পীতৌ লক্ষণশত্রুঘ্নৌ দক্ষৌ স্তম্ভবমিত্রাভ্যঃ ॥

কহিলেন হৈমবতী শুন তার পর । দশরথ মহারাজা সূর্য্যবংশধর ॥ ঋষা-
শুঙ্গে লয়ে যজ্ঞ সমাধা করিল । সেই যজ্ঞ-চক্ৰ লয়ে রাণী তিনে দিল ॥ চক্ৰ
ভাগ করি সবে করিল ভোজন । রাণীগণ গর্ভবতী তাহাতেই হন ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা মহিষী । গর্ভবতী হয়ে সুখে রহে দিবানিশি ॥
হর্ষভরে উথলিল রাজার অন্তর । পৌর জনপদগণ আনন্দে বিহ্বল ॥ ক্রমে
পূর্ণগর্ভ সবে হইল যখন । মহিষী ত্রিতয় করে প্রসব তখন ॥ ধরিলেন জন্ম রাম
কৌশল্যা-উদরে । জন্মিল ভরত দেব কৈকেয়ী-জঠরে ॥ সুমিত্রা প্রসবে ধনী
সুগল সন্তান । লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন দুই পুত্র গুণবান ॥ নবদুর্কাদল শ্যাম ভরত ও
রাম । লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন পীঠ অতি গুণধাম ॥ সুন্দর মুরতি সবে কমললোচন ।
রূপে আলোকিত হৈল রাজার ভবন ॥ সূর্য্যকণ-সমন্বিত লক্ষ্মণ সুধীর । রাম-
অমুগত নদা হলেন প্রবীর ॥ শত্রুঘ্ন ভরত-বংশ সতত হইল । পুত্র চারি পেরে
রাজা আনন্দে মজিল ॥ সর্ব্বগুণে গুণবান পুত্র চারিজন । সকলের মন মদা

করে বিমোহন । সর্বভূতে দয়াবান্ সদা স্বর্ঘ্যমতি । আনন্দ-মাগরে ভাসিলেন
 নরপতি ॥ দিনে দিনে বাড়ে সবে শশিকলা প্রায় । বিদ্যাশিক্ষা নরপতি
 সান্নিধ্য করায় ॥ সর্ব বিদ্যা-বিদ্যার হৈল পুত্রগণ । ধনুর্বিদ্যা যুদ্ধবিদ্যা করে
 অধ্যয়ন ॥ সর্ববিদ্যা-পারদর্শী বখন হইল । হেরিয়া নৃপতি স্তম্ভ-সলিলে
 ভাসিল ॥ চারি জন কাম হৈল সর্ববিদ্যা-পার । তথাপি রামেতে স্নেহ
 অধিক রাজার ॥ নিকটে নিকটে সদা রাখেন রাজন । তিলাক্ষ হেরিলে নাহি
 ব্যাকুলিত মন ॥ রাজার জীবনধন রাম গুণনিধি । রামের বদন রাজা হেরে
 নিরবধি ॥ এই রূপে কিছু কাল হলে অবসান । এক দিন বিশ্বামিত্র অযো-
 ধ্যায় যান ॥ মহাতপা সেই ঋষি কুশিক-নন্দন । দশরথ-পাশে আসি উপ-
 নীত হন ॥ সান্নিধ্য নৃপতি তাঁরে করি সমাদর । জিজ্ঞাসা করেন শেষে ওহে
 মুনিবর ॥ ভাগ্যবশে ভব পদ করিনু দর্শন । সার্বক আমার রাজ্য সফল
 জীবন ॥ কোথা হতে আগমন কি হেতু হেথায় । বর্ণিয়া সার্বক কর অধম
 জনায় ॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । উত্তরে কহেন তবে কুশিক-
 নন্দন ॥ তব পাশে আগমন ওহে নরবর । ত্রুদাস্ত রাক্ষস-ভয়ে হইয়া কাতর ॥
 যজ্ঞ-বিঘ্ন করে সেই দব দুরাচার । মহারথ রামে দিয়া করহ উদ্ধার ॥ রামেরে
 আমার করে করহ অর্পণ । রাক্ষস মারিবে রাম কমললোচন ॥ নত্বা করম
 কাণ্ড সব লুপ্ত হয় । বিবেচিয়া কর যাহা মনেতে উদয় ॥ ঋষির এতেক বাক্য
 করিয়া শ্রবণ । ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিল রাজন ॥ মনেতে ভাবিল রাজা
 কি করি উপায় । তিলেক না হেরি রামে প্রাণ বাহিরায় ॥ এ দিকে মুনির
 বাক্য না কৈলে পালন । অভিষেক দিয়া ক্রোধে করিবে গমন ॥ এত ভাবি
 অতিক্রমে বিশ্বামিত্র-করে । লোক মনোহর রামে সমর্পণ করে ॥ আশীর্বাদ
 করি ঋষি উঠিল তখন । পিতারে প্রণমি রাম কমললোচন ॥ লক্ষণ সহিতে
 যান তপোধন মনে । হেরিয়া বনের শোভা আনন্দির্মমেন ॥ পথিমধ্যে
 তাড়কারে করেন নিধন । ত্রুদাস্ত রাক্ষসী সেই বিকটদর্শন ॥ তাহাতে হইয়া
 তুষ্ট কুশিক-নন্দন । দিব্য অস্ত্রবিদ্যা রামে করেন অর্পণ ॥ অতঃপরে যান
 রাম মুনির সহিতে । যেখানে রাক্ষস-ভয় যজ্ঞের স্থলেতে ॥ রামেরে হেরিয়া
 যত তপোধনগণ । আনন্দ-সলিলে মগ্ন হন নিমগন ॥ রামের আদেশে সবে
 যজ্ঞ আরম্ভিল । বেধিতে বেধিতে শূন্য মেঘেতে ঢাকিল ॥ অন্ধকার হৈল
 দিক ধূলিরাশি উড়ে । ধন ধন সিংহনাদ হুতোর বাড়ে ॥ রামেরে সম্বোধি
 কহে যত মুনিগণ ॥ রাক্ষস আসিছে দেখ কমললোচন ॥ সুবাহু নামেতে রক্ষ
 অতি দুরাশয় । এখনি করিবে নাশ যজ্ঞ সমুদয় ॥ মারীচ সহায়ে তুষ্ট আসিছে
 ত্বরিতে । উপায় করহ যজ্ঞ হয় যেই মতে ॥ মুনির এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 সুবাহু রাক্ষসে রাম করেন নিধন ॥ মারীচেরে নিঃসারিত এক বাণে করি ।
 বহু দূরে দুরাচারে দিলেন যে ফেলি ॥ অতঃপরে কাণ্ড হেরি যত তপোধন ।

রামেরে আশীষ সবে করে যেন ঘন ॥ এইরূপে যজ্ঞ রক্ষা করি রঘুবর । লক্ষ্মণ
 সহিতে হন হরিস অন্তর ॥ বিশ্বামিত্র সহ শেষে শ্রীরাম লক্ষ্মণ । মিথিলা
 নগরে যান সঙ্গে মুনিগণ ॥ গোতমের ভাষা বিনি অহল্যা সুন্দরী । পাষণ
 হইয়াছিল পথিমধ্যে পড়ি ॥ উদ্ধ সহ দুনিভাষা রতিক্রিয়া করে । সে হেতু
 গোতম ঋষি শাপিল তাহারে ॥ পতি-শাপে আছে ধনী পাষণ হইয়ে ।
 তাহারে উদ্ধারে রাম পাদপদ্ম দিয়ে ॥ রামের চরণ স্পর্শে পূর্ব দেহ পায় ।
 পুনঃ পতি আসি তাঁরে সঙ্গে লয়ে যায় ॥ অবশেষে মিথিলাতে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
 বিশ্বামিত্র সহ ক্রমে উপনীত হন ॥ মিথিলার অধীশ্বর জনক নৃপতি । রাজবি
 বলিয়া খ্যাত জানে সার্বভৌম ॥ রামেরে হেরিয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল । পরি-
 চয় দেন তাঁরে কুশিক-কাণ্ডর ॥ দাশরথী দোহাকার গরিময় পেয়ে । জনক
 নৃপতি পান আনন্দ হৃদয়ে ॥ হরষু ছিল সেই জনকের ধরে । ধনুক ভাঙ্গিবে
 সেই তুলি নিজ করে ॥ তাহারে জানকী কন্যা করিবে অপন । এই ত প্রতিজ্ঞা
 করে জনক রাজন ॥ কত রাজা রাদপুত্র আসি মিথিলায় । অপমানে লজ্জা
 পেয়ে মধনে পলায় ॥ ভাঙ্গা দুরে থাক কেহ হৃদিবারে নারে । অবিবাহিতা আছে
 সীতা জনক-আগারে ॥ দেবের অসাধ্য ধনু অতি বিত্তীর্ণ । শুনিয়া রামের হৈল
 কুতূহলী মন ॥ সন্ভাতলে আনাইয়া সেই ধনুবর । করেছে শুনিয়া লন রাম
 রঘুবর ॥ যোজনা করিয়া গুণ টঙ্গার করিল । মহানন্দে ধনুবর ভাঙ্গিয়া
 ফেলিল ॥ আনন্দে পুরিল সব মিথিলা নগরী । রাজ্যভাষ্য গেল দূত দশরথ-
 পুরী ॥ পুত্রগণ সহ অযোধ্যার অধীশ্বর । হবতারে উপনীত জনক নগর ॥
 শুভ দিনে শুভ লগ্নে জনক রাজন । চারি জনে চারি কন্যা করেন অপন ॥
 সীতারে অর্পণ করে শ্রীরামের করে । ভরতের হস্তে দেন মাণ্ডবী কন্যারে ॥
 উদ্বীলা নামেতে কন্যা রূপসী আছিল । লক্ষ্মণ সহিতে তার বিবাহ হইল ॥
 ক্ষতকীর্তি নামে কন্যা শত্রুঘ্ন-করে । অপন করিল রাজ্য হরিস অন্তরে ॥
 আনন্দে পুরিল সব মিথিলা নগর । নৃত্য গীত মহোৎসব হয় নিরন্তর ॥
 এই রূপে শুভকাণ্ড হলে সমাপন । রাম আদি সবে করে অযোধ্যা গমন ॥
 পথেতে পরশুরাম সহ দেখা হয় । তার দর্শন করি রাম গুণময় ॥
 রোষভরে স্বর্গপথ রুধিলেন তার । যে ধনু করেছে তার শোভে অনিবার ॥
 সেই ধনু লয়ে রাম করিয়া সন্ধান । ভার্গবের দণ্ড চূর্ণ করেন ধীমান ॥ অব-
 শেষে ভগুরাম অবনত শিরে । পুনঃ পুনঃ নতি করে রাম রঘুবরে ॥ পারিশেষে
 সবে যান অযোধ্যাভবন । বধূগণে হেরি সবে আনন্দে মগন ॥ জানকী
 সহিতে রাম আনন্দে বিহরে । মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী সীতা অবনীমাঝারে ॥ জগতের
 হিত হেতু দেব দারারণ । চারিরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন ॥ কে বুঝিবে তাঁর
 লীলা অনন্ত মহিমা । অনন্ত অনন্তমুখে নারে দিতে সীমা ॥ এইরূপে কিছু দিন
 করিলে ষাপন । তরত মাণ্ডল গৃহে করেন গমন ॥ এ দিকে নৃপতি বৃদ্ধ অযো-

দ্যার পতি । রাজ্যভার নিতে রামে করিলেন মতি ॥ শুনিয়া আনন্দে মাতে
যত প্রজাগণ । রামরাজ্যে রব মোরা মার্কক জীবন ॥ মার্কক ধরিনু প্রাণ মানব-
আগারে । মার্কক নিবসি মোরা অযোধ্যানগরে ॥ কিবা বন্ধ কিবা ঘৃণা কিবা
বালগণ । রাম রাজ্য হবে শুনি হরিনে মগন ॥ হায় হায় দৈবলিপি খণ্ডিবার
নয় । অদ্ভুত ঘটনা হয় শুন সখীদয় ॥ কৈকেয়ী মধ্যমা রাণী কেকয়-নন্দিনী ।
রাম রাজ্য হবে ইহা দাসী-মুখে শুনি ॥ মনোভুঞ্জে ভাবে মতী কি হবে উপায় ।
কিরূপে আমার পুত্র এই রাজ্য পায় ॥ বধাকালে সুরধুনী উদ্বেল যেখন । দাসী-
বুদ্ধে কৈকেয়ীর সেইরূপ মন ॥ দাসী-পরামর্শে মতী এইরূপ করে ।
সত্যপাশে বদ্ধ করে অযোধ্যা-ঈশ্বরে ॥ দুই বর মাগে মতী রাজার সদন ।
ভরতে সাম্রাজ্যদান রামনির্দাসন ॥ ভরত হইবে রাজ্য রাম যাবে বনে ।
দুই বর লয় দেবী রাজার সদনে ॥ রামশোকে ঘন ঘন মুচ্ছিত রাজন ।
কৈকেয়ী রামেরে কেহ করিতে গমন ॥ কৈকেয়ীর কটুবাক্যে রামের অন্তর ।
মাগর সমান কিছু না হৈল বিকল ॥ হাসিমুখে রাজ্যলক্ষ্মী করি পরিহার ।
কাননে যাইতে রাম হন আশুনার ॥ পিতৃমত্য পালিবারে রাম গুণনিধি ।
প্রজাগণে শোকাগ্নবে ফেলি নিরবধি ॥ অরণ্যগমনে মন করি রম্যবর ।
প্রণাম করেন পিতৃ-চরণ উপর ॥ কৌশল্যা জননী আর সুমিত্রা জননী ।
দৌহারে প্রণাম করে রাম গুণমণি ॥ হাসিতে হাসিতে রাম করেন গমন ।
জানকী মস্তেতে আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥ পিধান বজ্রল বাস শিরে জটাভার ।
মুনিবেশ পরি রাম হন আশুনার ॥ পুনঃপুনঃ তুরা করে কেকয়-নন্দিনী ।
বিপ্রগণে পেন্দু দান করে রম্যমণি ॥ শুক্লপক্ষ দশমীতে পুষ্পায়ুক্ত তিথি । রাজ্য
লাজি বনে যান রাম গুণা-ধি ॥ সূমন্ত্র রথোতে রামে করি আরোপণ । সরযু
নদীর তীরে করেন গমন ॥ মস্ত্রে মস্ত্রে পৌরগণ কান্দিতে কান্দিতে । কেহ যায়
কেহ লুপ্তে পড়িয়া মাটীতে ॥ হা রাম হা রাম বলি কান্দে ঘন ঘন । তোমার
মস্ত্রেতে মোরা করিব গমন ॥ তোমা বিনা রাজ্যে আর কিরূপে রহিব ।
অনলে মলিলে কিম্বা জীবন তাজিব ॥ পাপরাজ্যে আর নাহি রব কোন জন ।
বধা রাম তথা মোরা করিব গমন ॥ দুর্গম প্রান্তরে কিম্বা অরণ্য মাঝারে । যথা
যাবে মস্ত্রে রাম লহ সবাকারে ॥ এইরূপে কান্দে যত জ্ঞানপদগণ । প্রবোধ
বচনে রাম করেন সান্ত্বন ॥ অবশেষে রথ হতে অবতীর্ণ হয়ে । সরযু পারোতে
যান নৌকার চড়িয়ে ॥ ক্রমে গঙ্গা দরণনে আনন্দ উদয় । অনুজ জানকী দৌছে
হরিয় হৃদয় ॥ মৎস্য মাংস উপহার করিয়া অর্পণ । জানকী জাহ্নবীপূজা
করেন তখন ॥ প্রণমিয়া স্তবপাঠ করেন সাদরে । অবশেষে যান সবে জাহ্ন-
বীর পারে ॥ শৃঙ্গবের পুরে সবে উপনীত হন । গুহের আশ্রয় তথা নিষাদ-
নন্দন ॥

এদিকে সূমন্ত্র আর পুরবাসীগণ, অযোধ্যানগরে পুনঃ করে আগমন ॥

হা রাম হা রাম বলি দশরথ রায় । রাঘে চিন্তা করি সদা ব্যাকুলিত কায় ॥
 নাহি ক্ষুধা নাহি নিদ্রা নাহিক পিপাসা । কোথা রাম কোথা রাম দেখিবার
 আশা ॥ পাবণী কৈকেয়ী গৃহে কেন বা আসিল । ভুজঙ্গিনী হয়ে মোর
 রাঘেরে দংশিল ॥ মনিহার ভাবি কণ্ঠে করিষু ধারণ । ভুজঙ্গিনী-মালা হবে
 না ভাবি কখন ॥ অমৃত বলিয়া তোরে রাখিলাম ধরে । গরল হইলি এই মম
 ভাগ্যকলে ॥ কি দোষ করিল রাম ওরে পাপীরসী । তোমা প্রতি ভক্তিমান
 রাম দিবানিশি ॥ গুণের স্বাকর রাম দয়ার আদার । কি দোষে পাঠালি
 তোরে গহন কান্ডার ॥ এত বলি মূর্ছাগত হলেন রাজন । ক্ষণে উঠে ক্ষণে
 পড়ে ক্ষণে অচেতন ॥ জীর্ণ শীর্ণ খণিও ননু ক্রমেতে হইল । প্রাণপাতী দেহ
 হতে উড়িয়া গলাল ॥ বিদিত গিগন কভু খণ্ডন না যায় । দৈবেরে খণ্ডিবে
 বল কে আছে কোণায় ॥ দৈব হ'ল মহাবল কিছু নাহি আর । দৈববশে যায়
 রাম কানন মাঝার ॥ দৈববশে কৈকেয়ীর মন বিচলিল । দৈববশে নরপতি
 জীবন তাজিল ॥ অযোধ্যানগরে সদা হয় হাহাকার । যেনিকে ফিরিয়া চাহ
 সকলি আঁধার ॥ নাহি সেই কান্ধি আর নাহিক আনন্দ । পশু পক্ষী নর আদি
 সবে নিরানন্দ ॥ প্রজ্ঞোকে শোকাইবা কোণল্যা মহিষী । তাহাতে পতির
 শ্রোকে কান্দে দিবানিশি ॥ ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণে সচেতন । কভু উঠে কভু
 বসে ব্যাকুলিত মন ॥ একপে রোদনময় অযোধ্যানগর । এদিকে বনের কণ
 শুন অতঃপর ॥

এদিকে বনের মধ্যে রঘুর নন্দন । সঙ্গে সঙ্গে গীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
 গুহকে সস্তামি সবে কাননে কাননে । পশু করে পরি ভ্রমে দেখানে সেখানে ॥
 ভরদ্বাজ তপোপন বিদিত ধরায় । তাঁর আজ্ঞা লয়ে রাম চিত্রকূটে যায় ॥
 রহিলেন চিত্রকূটে মনের হরিশে । অনুজ জানকী দৌড়ে রহেন সকাশে ॥
 এদিকে অযোধ্যাপুরী অরাজক হেরে । বশিষ্ঠাদি সবা সহ পরামর্শ করে ॥
 মাতুল অলয় হতে ভরতেরে আনে । ভরত আসেন তবে অযোধ্যাভবনে ॥
 পিতার অন্ত্যুস্টিক্রিয়া করি সমাপন । জননীয়ে কহে কত ভৎসনা বচন ॥
 অবশেষে অনুচর সঙ্গেতে লইয়ে । রামোদ্দেশে মান বনে ব্যগ্রচিন্তি হয়ে ॥
 সঙ্গেতে শক্রবৃন্দেব করেন গমন । রাণীগণ গান সবে রামের সঙ্গন ॥ বহু স্থান
 বহু গিরি অতিক্রম করি । ভরদ্বাজে বন্দি মান চিত্রকূট গিরি ॥ হুদখিলেন সবে
 তথা কমললোচন । জটাটীর ধরি আছে রঘুর নন্দন ॥ অনুজ লক্ষ্মণ আছে
 সম্মুখে দাঁড়ায় । বামপাশে মীতাদেবী আনন্দে বসিয়ে ॥ প্রণমি ভরত কহে
 রাঘেরে তখন । অপরাধ ক্ষম মম কমললোচন ॥ কিছু নাহি জানি আমি তব
 পদ বিনা । দিবানিশি ক্ষুদে করি ওপদ ভাবনা ॥ অরাজক হল এবে অযোধ্যা-
 নগরী । চল চল ওহে নাথ মোরে কৃপা করি ॥ সিংহাসনে বসি কর প্রজার
 পালন । সার্থক হউক আশা সবার জীবন ॥ আমার রাজ্যতে কিছু নাহি অধি-

কায় । সেবিব যাবত জীব চরণ তোমার ॥ ভরতের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
কহিলেন যুধিষ্ঠিৰে কমললোচন ॥ প্রাণের ভরত ভাই তব দোষ নাই । বিধির
নিষ্পত্তবশে কর্মফল পাই ॥ মাতার নাহিক দোষ শুনহ ভরত । ভক্তিভরে
পূজা কর সদা তাঁর পদ ॥ পিতৃ-সত্য পালিবারে আসিয়াছি বন । নিয়ম
পালিয়া যাব অযোধ্যা ভবন ॥ নতুবা দুস্তর পাপে পতিত হইব । বংশের
কলঙ্ক হয়ে নরকে ডুবিব ॥ আমার বচন ভাই করহ শ্রবণ । রাজ্যে গিয়া প্রজা
রক্ষা করহ এখন ॥ পুত্র সম প্রজাগণে মতত পালিবে । গুরুজনে নিরন্তর
ভক্তি করিবে ॥ বুদ্ধিমান গুণবান্ তুমি হে যুধন । তোমার অধিক কিবা বলিব
এখন ॥ রামের বচন শুনি কেকয়ী-কুমার । কহিলেন করযোড়ে ওহে গুণাধার ॥
বরঞ্চ এ ছার প্রাণ দিব বিসর্জন । রাজ্য লয়ে নাথ মম কিবা প্রয়োজন ॥ তব
পদ সেবিবারে জন্মেছি পরায় । সেবিব তোমার পদ চিত্তি ব তোমায় ॥ যদ্যপি
অদীনে তাগ কর দয়াময় । জীবন তাজিব আমি নাহিক সংশয় ॥ ভরতের বাক্য
শুনি কমললোচন । প্রবোধি পাণ্ডুকা-দ্বয় করেন অপণ ॥ যত দিন রব আমি
কানন মাঝারে । পাণ্ডুকা লইয়া রাজ্য কর ভক্তিভরে ॥ মম প্রতিনিধিরূপে রাখি
পাণ্ডুকায় । পুত্র সম সদা পাল প্রজা সমুদায় ॥ এত বলি ভরতেরে প্রবোধ-
বচন । বিদায় করেন রাম অযোধ্যা-ভবনে ॥ বশিষ্ঠাদি সবা সহ সস্তামণ
করি ॥ সবারে বিদায় দেন ভবের কাণ্ডারী ॥ ভরত রামের আজ্ঞা ধরি শিক্তো-
পরে । পাণ্ডুকা লইয়া যান হরিশ্চ অস্তরে ॥ অযোধ্যা হেরিলে হয় দুঃখের উদয় ।
এ হেতু না যান তথা কেকয়ী-তনয় ॥ নন্দীগ্রামে অবস্থিতি করিয়া তখন ।
পাণ্ডুকারে সিংহাসনে করেন স্থাপন ॥ প্রতিনিধিরূপে রাজ্য পালিতে লাগিল ।
ভরতের গুণ হেরি গবে খুসী হৈল ॥

এ দিকে শ্রীরাম যান দণ্ডক-কানন । জানকী সহিতে আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
বিরাম নামেতে দৈত্য তথা বাস করে । তাহারে যাবেন রাম হরিশ্চ অন্তরে ॥
পঞ্চবটী বনে শেষে করিয়া গমন । তথায় থাকিতে রাম করেন মনন ॥ কুটীর
দুখানি বান্ধি পঞ্চবটী বনে । হরিষেতে তিন জনে রহেন সেখানে ॥ এক দিন
শূপনখা নামেতে রাক্ষসী । মায়া করি হয় দুষ্টি পরম-রূপসী ॥ ঠমকে ঠমকে চলে
দিবাক্রম ধরি । উপনীত ধীরে ধীরে রাম বরাবরি ॥ রামেরে করিতে পতি করিয়া
মনন । সীতারে গিলিতে যায় রাক্ষসী তখন ॥ দুষ্কার দুঃখু দ্বি হেরি অনুজ
লক্ষ্মণ । রাক্ষসীর নামা কর্ণ করেন ছেদন ॥ ছিন্ন-নামা শূপনখা রাবণ-ভগিনী ।
কান্দিতে কান্দিতে গৃহে ফিরিল তখনি ॥ খর দুষণক আদি বহু নিশাচর । নির-
ন্তর বাস করে কানন ভিতর ॥ শূপনখা সবা পাশে আত্ম-বিবরণ । বিবরিয়া
আত্মধরে করিল রোদন ॥ তখন রাক্ষসগণ অতি রোষভরে । উপনীত রাম
পাশে কানন ভিতরে ॥ ঘোর যুদ্ধ গবে মিলি আরম্ভ করিল । অবহেলে রত্নবর
সবারে নাশিল ॥ রাম-করে সব নষ্ট হইল তখন । শূপনখা লক্ষ্যপূরে করিল

গমন ॥ সকল রত্নান্ত কহে ভ্রাতার সদনে । গীতার রূপের কথা কহে তার
স্থানে ॥ ভয়ীর এতেক দুঃখ করি দরশন । মহাক্রোধে জ্বলি উঠে লঙ্কার
রাজন ॥ বিশেষতঃ সীতারূপ শুনিয়া শ্রবণে । কামে জ্বর জ্বর কৈল দুষ্ট দশা-
ননে ॥ হরিতে রামের সীতা করিয়া মনন । মারীচে সহায় তবে কৈল দশানন ॥
মারীচ তাড়কাপুল্ল রামবল জানে । অনেক নিষেধ করে দুষ্ট দশাননে ॥
আসন্ন সময় যার হয় উপস্থিত । তাহার সদয়ে নাহি থাকে হিতাহিত ॥ মারী-
চের কথা নাহি শুনে দশানন । সীতারে হরিতে করে প্রতিজ্ঞা তখন ॥ রাবণ
মারিবে কিয়া শ্রীরাম মারিবে । নিশ্চয় একের হাতে মরিতে হইবে ॥ মারীচ
এতেক ভাবি সম্মত হইল । সোণার হরিণ-রূপ ধারণ করিল ॥ শ্রীরাম আছেন
বসি জানকীর সনে । সম্মুখে লক্ষ্মণ ভাই আছে বিদ্যামানে ॥ সোণার কুরঙ্গ
সেই এ হেন সময় ॥ নাচিতে নাচিতে তথা উপস্থিত হয় ॥ জানকী-সম্মুখে যুগ
নাচিতে নাচিতে । কত রঙ্গ ভঙ্গ করে হেলিতে তুলিতে ॥ কাকন-কুরঙ্গ হেরি
জানকীর মন । তার চর্য নিতে ব্যগ্র হইল তখন ॥ কহেন রামেরে ডাকি ওহে
গুণমণি । আমি দেহ মারি ওই সোণার হরিণী ॥ দেখ দেখ নাথ যুগ কেমন
সোণার । লইব উহার চর্য বাসনা আমার ॥ শীঘ্র যাহ প্রাণকান্ত করহ ধারণ ।
ঐ দেখ সোণার যুগ করে পলায়ন ॥ বিলম্ব না কর নাথ কমললোচন । সোণার
কুরঙ্গ নীচ কর আনয়ন ॥ সীতারে ব্যাকুল হেরি কমললোচন । হৃদ ভাষে রঙ্গ-
পতি কহেন তখন ॥ কেন প্রিয়ে ব্যাকুলিতা সদরহারিণী । তুরা মারি আমি
দিব সোণার হরিণী ॥ আমি বিদ্যামানে তব কিম্বের অভাব । জাননা কি তব বশ
রামের স্বভাব ॥ এত বলি অনুজ্ঞের করি মনোপদেশ । কহিলেন মিন্তভাবে কমল-
লোচন ॥ লক্ষ্মণ প্রাণের ভাই করহ শ্রবণ । জানকীরে রক্ষা কর করিয়া যতন ॥
যুগ মারিবারে যাই গহন-কাননে । রাখিলাম জানকীরে তোমার সদনে ॥ অবহিত
হয়ে সদা করিবে রক্ষণ । যুগ মারি অবিলম্বে আমিদিব এখন ॥ লক্ষ্মণেরে এই
বলি রাম রঙ্গবর । যুগ ধরিবারে যান কানন ভিতর ॥ যুগের পশ্চাতে রাম
কাননে কাননে । ভ্রামিয়া হলেন ক্লান্ত স্রুগের কিরণে ॥ মহাকষ্টে ঘন ঘন চারি-
দিকে চায় । কুত্রাপি যুগের নাহি দরশন পায় ॥ পরিশেষে মনোদুঃখে কানন
ভিতরে । বিশ্রাম কারণে বসে পাদপের মূলে ॥ অকস্মাৎ নেত্রপাত করেন যেমন ।
সোণার হরিণী নেত্রে পড়িল তখন ॥ ব্যস্তভাবে রঙ্গবর উঠিয়া সত্বর । যুগের
উদ্দেশে মারে দিব্য এক শর ॥ ছিন্নমূল রক্ষ যথা পড়ে ধরাতলে । তেমতি
সোণার যুগ পড়িল ভূতলে ॥ হা লক্ষ্মণ বসি যুগ তাজিল জীবন । দিব্য দেহ
ধরি যায় অমর-ভবন ॥ * রামচন্দ্র হানো যবে শর বিভীষণ । তখন তুরাত্মা

* পুরাণান্তবে বর্ণিত আছে যে, মারীচ বৈষ্ণবে ভবিত ঘাবী ছিল, সনকেব শাপে রাক্ষস-
রূপে ধরাভলে স্বয়ং ঐশ্বর্য করে । পরে রামচন্দ্র হস্তে মিন্ত হইয়া শাপাবসানে পুনরাধ
বৈষ্ণব মন ।

ডাকে বলিয়া লক্ষ্মণ ॥ “কোণার লক্ষ্মণ ভাই” এই শব্দ শুনি । কান্দিয়া উঠিল
 দেবী জনক-নন্দিনী ॥ সীতা সতী শব্দ শুনি ভাবে মনে মনে । সকাতরে
 ডাকিল কে এবে যে লক্ষ্মণে ॥ সহসা আবার শব্দ “কোণার লক্ষ্মণ । তুয়া করি
 আসি ভাই করহ রক্ষণ ॥ দুর্দান্ত রাক্ষসে বুঝি বিনাশে আমারে । প্রাণের
 দনুজ এবে ডাকি যে তোমারে ॥” দারুণ শব্দ শুনি জনক-নন্দিনী । শুষ্ক মুখ
 দিষাদিত হলেন জননী ॥ ডাকিয়া লক্ষ্মণে তবে বলেন বচন । আধাপুত্র
 বহুক্ষণ করিল গমন ॥ কান্দিতেছে পাণ মম ব্যাকুলিত কার । নিশাচর হাতে
 বুঝি নাথ মারা যায় ॥ কানন মাঝারে বুঝি রক্ষ তুরাচার । নাথের অমূল্য
 প্রাণ করিল সংহার । বিপদে পড়িয়া নাথ ডাকিছে তোমারে । তুয়া করি
 গাহ এবে বাঁচাতে তাঁহারে । সীতার বচন শুনি দেবর লক্ষ্মণ । প্রবোধিয়া
 কহিলেন মধুর বচন ॥ ব্যাকুলিত কেন মাতৃ কিসের কারণে । যদি হতে ভয় দূর
 করহ এক্ষণে ॥ হেন বীর কেবা আছে জগত মাঝারে । রামের সম্মুখে আসি
 গুণিবারে পারে ॥ যুগ মারি বীরবর আনিবে এখন । চিন্তা তাজ্জ্বলি কর
 আপনার মন ॥ দেবরের এত বাক্যে জনক-নন্দিনী । কটুবাক্য কহে কত কর্ণে
 নাহি শুনি ॥ কহিল যদ্যপি নাহি যাইবে লক্ষ্মণ । বিস পানে দিব আমি প্রাণ
 বিসর্জন ॥ শ্রীরামের যদি ঘটে কোন অমঙ্গল । নিবাইব মনাগুণ পশি চিত-
 নল ॥ এতেক বচন শুনি করি সোড়কর । কহিল লক্ষ্মণ তবে সীতার গোচর ॥
 নন্দিনী বলি খাত তুমি গো জননী । এ হেন বচন কৈলে কিরূপে না
 জানি ॥ এখন কাননে রাম করেন গমন । আমারে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন
 তখন ॥ সীতারে রাখিবে ভাই অতি সবতনে । প্রাণান্তে না ছাড়ি যাবে
 কতৃ কোন হানে ॥ তাঁহার আদেশ দেবি কিরূপে লজ্জিব । উপায় বলহ
 যাহা তাহাই করিব ॥ লক্ষ্মণের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । নীরবে জানকী
 দেবী রহেন তখন ॥ সীতার মনের ভাব বুঝিয়া লক্ষ্মণ । প্রণাম করিয়া
 তাঁরে কহেন বচন ॥ রামের সাহায্য হেতু চলিলাম বনে । অদ্য হতে মিন্য-
 ভাবী জানিবে লক্ষ্মণে ॥ কলেতে অন্ততামী কেহ নাহি ছিল । পাপাত্মা
 হইতে তাহা বংশেতে জন্মিল ॥ লক্ষ্মণ এতেক বলি উঠিয়া সত্বরে । চলিলেন
 রাম হেতু কানন মাঝারে ॥ ইতি অবসরে তথা লক্ষ্মণ-অধিপতি । ভিক্ষুক হইয়া
 আসি কহে সীতাপ্রতি ॥ তোমারে হেরিতে দেবী কোণল্যা জননী । অভি-
 লানী হয়ে মোরে পাঠালেন তিনি ॥ অবিলম্বে তব মুখ করি দরশন । এখন
 পুনশ্চ হেথা করিবে প্রেরণ ॥ এত বলি বল করি রথেতে তুলিয়া । জানকীরে
 নিল দুষ্ট আনন্দে হরিয়া ॥ সবোবে উঠিল রথ গগন উপরে । দশানন নিজ-
 যুক্তি সেইকালে ধরে ॥ রাক্ষসের রথোপরে অপহৃত হেরি । রোদন করেন
 উচ্চ জমক-কুমারী ॥ পবন-গতিতে রথ চলিছে গগনে । ভীতা হয়ে সীতা
 সতী বলেন রাবণে ॥ পামর অধম তুয়া ছাড়হ আমায় । রঘুবীর আসি শীঘ্র

বধিবে তোমায় ॥ দেবর লক্ষ্মণ যদি করে আগমন । এখনি তোমারে তিনি
 করিবে নিধন ॥ ছাড় শীঘ্র ছাড় দুট কর পরিত্রাণ । নচেৎ রামের হাতে
 যাইবে পরাণ ॥ শীঘ্র ছাড় দুরাচার যাহ নিজস্থান । নচেৎ শমন-পুরে করিবে
 পয়াণ ॥ সীতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । হাসিয়া বলিল তবে দুট দশা-
 মন ॥ শুন ধনি রূপবতি বলি গো তোমায় । কি ছার দেখাই ভয় রাবণ
 রাজ্য ॥ দুর্বল মানব জাতি তোমার শ্রীরাম । কি শক্তি সে ধরে বল আমার
 সমান ॥ আমার বচন রাখ পলাশলোচনে । আমারে ভজহ তুমি আনন্দিত
 মনে ॥ দুটের দারুণ বাক্য করিয়া শ্রবণ । সীতাদেবী কহে তারে সক্রোধ
 বচন ॥ দুরাত্মা অধম রক্ষ হুদে নাহি ভয় । কি শক্তি ধরিস রামে করিবারে
 জয় ॥ তোমারে ভজিতে বল ওরে দুরাত্মন । হেন বাগ্মী কৃদিমাঝে না কর
 কখন ॥ জীবন ত্যজিব আমি পশিয়া অনলে । অথবা মরিব আমি ডুবিয়া
 মলিলে ॥ অথবা গরল পানে ত্যজিব জীবন । রামে বিনা হুদে নাহি জানি
 অন্য জন ॥ দিবস যামিনী ভাবি রামের চরণ । জীবনসর্বস্ব মম রঘুর নন্দন ॥
 সীতার এতেক বাক্য শুনি লক্ষ্মাপতি । পুনশ্চ কহিল তাঁরে বিনয়-ভারতী ॥
 তোমার চরণে মম এই নিবেদন । আলিঙ্গনে পরিতৃপ্ত করহ এখন ॥ পরম
 কুপসী তুমি গুণে গুণবতী । যৌবন অর্পণ কর অশ্রমের প্রতি ॥ লক্ষ্মায় আমার
 রাণী আছে মতজন । সেবিবে নিরত তার তোমার চরণ ॥ অদ্বৈত ঐশ্বর্য যত
 আছয়ে আমার । আজি হতে সেই সব জানিবে তোমার ॥ কটাক্ষে আমার
 প্রতি কর দরশন । মিনতি চরণে তব করে দশানন ॥ রাবণের কটুকণা করিয়া
 শ্রবণ । ক্রোধভরে সীতাদেবী কহেন তখন ॥ রে হৃত পাপাত্মা তোরে করি
 দরশন । আমারে লজ্জিতে তুমি করিয়াছ মন ॥ 'দুরাশা হুদয় হতে কর বিম-
 জ্ঞন । তোমারে ভজিতে হলে ত্যজিব জীবন ॥ কোথা রাম রঘুবীর ওহে
 গুণমণি । রাক্ষসে হরিয়া নিল তোমার গৃহিণী ॥ কুরঙ্গ ধরিতে নাথ গিয়াছ
 কাননে । এদিকে তোমার নারী হরে দশাননে ॥ অন্তরে বিষাদ বড় রহিল
 আমার । এ অধীনী তব মুখ না হেরিবে আর ॥ কোথা আছ প্রাণনাথ রক্ষ
 অবলায় । এথা দেখি দুরাচার মোরে লয়ে যায় ॥ গুণের দেবর কোথা আছরে
 লক্ষ্মণ । শীঘ্র আসি রাক্ষসেরে করহ নিধন ॥ আমার বচন শুন বনচরগণ ।
 রাম পাশে মোর ব্যর্থ কল্পে নিবেদন ॥ কহিও তোমরা সবে কমললোচনে ।
 হেরেছে তোমার ভাষা দুট দশাননে ॥ শুন বনদেবী সবে কানন মাঝার ।
 প্রাণনাথে বলো সবে মম সমাচার ॥ শুন শুন সূর্যাদেব ওহে দিনমণি । তোমার
 কুলের বধু জনকনন্দিনী ॥ দুরাচার লক্ষ্মাপতি রাক্ষস রাবণ । তোমার সমক্ষে
 মোরে করিল হরণ ॥ কুলবধু মোরে তুমি রক্ষিতে নারিলে । তোমার কলঙ্ক
 হবে জগত সংসারে ॥ এইরূপে বহু খেদ করি রূপকতী । গাত্র হতে অলঙ্কার
 ফেলে ক্রতগতি ॥ কোথাও কেয়ুর ফেলে কোথাও কদম্ব । কোন স্থানে দিল ফেলি

চরণ ভুবন ॥ উত্তরায় বাস তাজি জনক-কুমারী । শূন্যমনে বসে নতী রথের
উপর ॥ এদিকেতে দুরাচার লঙ্কার রাজন । শীঘ্রগতি যায় চলি লঙ্কা-নিকেতন ॥
জটায়ু বিহগশ্রেষ্ঠ এ হেন সময় । শূন্যভরে সেই স্থানে উপনীত হয় ॥ রথো-
পরি জানকীরে করি নিরীক্ষণ । ব্যাকুল হইল পক্ষী বিষম্বদন ॥ মনে মনে
চিন্তে পক্ষী একি চমৎকার । গিয়াছেন রথবর কানন মাঝার ॥ তাঁর অন্বেষণে
গেছে অন্তর লক্ষণ । সীতা কেন রক্ষরণে করি দরশন ॥ ক্ষণকাল এইরূপ
চিন্তা করি মনে । জটায়ু জিন্মাসে তবে দুট দশানন ॥ ব্রহ্মবংশে জন্মি-
রাজ লঙ্কার রাজন । নিজ শির দিয়া কৈলে হরের পুজন ॥ বাহুবলে তুলে-
ছিল কৈলাস অচল । একে একে জিনিয়াত দেবতা সকল ॥ কত শত অত্য-
দ্রুত করেছ করম । জানকীরে কি কারণে করিলে হরণ ॥ যত যত বীর আছে
বিশ্বের মাঝারে । সবার প্রধান ভূমি খ্যাত চরাচরে ॥ তব ভুজবল খ্যাত
অখিল ভুবন । একচ্ছত্র রাজা ভূমি ওহে দশানন ॥ তব বল খ্যাত আছে
জগত মাঝারে । অব্যর্থ তোমার শর জানিহে অন্তরে ॥ অতুল ধনের পতি
ভূমি লক্ষাপতি । তব পাশে বৃচ্ছ অতি দেবতার পতি ॥ দেবনারীগণ সদা
দেবিছে তোমায় । তবে কেন হরি লও জানকী সীতায় ॥ বীর হয়ে কেন হলে
এ হেন অজ্ঞান । সীতারে চাড়িয়া তুরী করহ পয়াণ ॥ জনক-কুমারী এই
রামের ললনা । সীতারে সামান্য নাহি কর বিবেচনা ॥ দশরথ নরপতি
অযোধ্যা নগরে । দাঁর বলবীৰ্য্য কীৰ্ত্তি জানে চরাচরে ॥ তিনি মম প্রিয়সখা
শুন দশানন । তাঁর পুত্রবধূ ভূমি করিছ হরণ ॥ আমার সমক্ষে ভূমি হরিবে
তাহারে । কভু নাহি হবে তাহা কহিন্ তোমারে ॥ বীর বলি ভূমি খ্যাত ওহে
দশানন । বীরকাত্য করি ছর জানকী রতন ॥ কাপুরুষ সম কেন গোপনে
হরিয়া । ঘাইতেছ ওরে দুষ্ট বিমান চড়িয়া ॥ বিহঙ্গর বাক্যে নাহি শ্রুতি-
পাত করি । রথে আরোহিয়া দুষ্ট যায় লঙ্কাপুরী ॥ দুরাত্মার অহঙ্কার করি
দরশন । গর্ভভরে বিহঙ্গম কহিল তখন ॥ শুন শুন দুরাত্মন ওরে দশানন ।
হরিয়া অন্যের ভার্যা করিছ গমন ॥ সামান্য না ভাব এঁরে দেবতার নারী ।
আমার সমক্ষে তাঁরে করিতেছ চুরি ॥ জটায়ু আমার নাম শুন দুরাত্মন ।
আমার প্রতাপে ভয় পায় দেবগণ ॥ আমার নখর হের বজ্রের সমান । খণ্ড
খণ্ড করি তোর বধিব পরাণ ॥ ক্ষণকাল থাক ভূই ওরে দুরাত্মন । এখন
উচিত ফল করিব অপণ ॥ বিহঙ্গর গর্ভবাক্য করিয়া শ্রবণ । ক্রোধভরে কহে
তারে লঙ্কার রাজন ॥ কেবা দুরাত্মন তুই পক্ষী দুষ্টমতি । কি সাহসে রণ হেতু
চরিতেছ মতি ॥ লঙ্কার অধিপ আমি নাম দশানন । কে আছে আমার সহ
করিবারে রণ ॥ পরাণ লইয়া তুরী করহ পয়াণ । অব্যর্থ আমার বাণ অমোঘ
শঙ্কান ॥ সামান্য বিহঙ্গ তুই কিবা তোর বল । পলায়ন কর শীঘ্র নাহি পেতে
শ্রম ॥ রাক্ষসের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । বিহঙ্গ পড়িল রণে করিয়া গর্জন ॥

নখাধাতে পক্ষাধাতে ধ্বংস ভাঙ্গ ফেলে । পদাধাতে মারে অশ্ব অতি কুতূহলে ।
দশটী মুকুট ছিল রাবণের শিরে । চরণ-আধাতে পক্ষী ফেলি দিল দূরে ॥ মহা
কোপে অন্ধ হয়ে তবে দর্শনন । ব্রহ্ম-অস্ত্র ধনুকেতে করিল যোজন ॥ মস্ত পড়ি
দিব্য বাণ ছাড়িল রাবণ । পক্ষীপক্ষ ভঙ্গ হয়ে পড়িল তখন ॥ হীনপক্ষ হয়ে
আর রবে কার বলে । কুদ্বাগু সন্মান পক্ষী পড়িল ভূতলে ॥ কষ্টাগত হয়ে রহে
তাহার জীবন । রামের বলিবে বলি সীতার ঘটন ॥ এদিকে রাবণ রাজা
রথসজ্জা করি । সীতারে লইয়া যায় রাক্ষস নগরী ॥ রাবণ রাখিল তাঁরে
অশোক কাননে । দিবা নিশি ভাবে সীতা রামচন্দ্র ধনে ॥ শিরে করাঘাত করি
করেন ক্রন্দন । দুঃখভরে কান্দে প্রাণ স্বামীর কারণ ॥ কোথা রাম দয়াময় দেহ
দরশন । তোমার গৃহিণী আজি অশোক কানন ॥ কুরঙ্গ মারিতে কেন পাঠালাম
বনে । হারালাম নিজদোষে তোমা হেন ধনে ॥ কোথা নাথ প্রাণকান্ত দেহ দর-
শন । তোমার বিহনে মম না রহে জীবন ॥ দুরাচার দশানন হরিয়া আমারে ।
আনিয়াছে রূপে করি জলনিবি পারে ॥ এইরূপে সীতা দেবী করেন রোদন ।
দুঃখনে জলধারা পড়ে অন্তঃকণ ॥ এদিকে অমরপুরে ব্রহ্মার আদেশে । দেব-
রাজ আসে ত্বর । জ্ঞানকী সকাশে ॥ দিবা চক্ৰ আনি তাঁরে করেন অর্পণ ।
সেই চক্ৰ সীতাদেবী করেন ভোজন ॥ স্তম্ভানাশ তৃণানাশ তাহাতেই হইল ।
নিরাহারে সীতাদেবী তপায় রহিল ॥

এদিকে কুরঙ্গে মারি কমললোচন । মনস্থখে ক্রতপদে করেন গমন ॥
অকস্মাৎ পৃথিমধ্যে দেখিয়া লক্ষ্মণে । জিজ্ঞাসা করেন রাম বিবাদিত মনে ॥
কেন ভাই আসিয়াছ বল দেখি শুনি । রাখিলে সীতারে কেন বল একাকিনী ॥
গহন কানন এই অতি ভয়ঙ্কর । সীতার বিপদ শুকি হৈল দোরতর ॥ জ্যোতের
এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । অনুজ কহেন দীর্ঘে বিনয় বচন ॥ বিলম্ব
হরিয়া তব সীতা গুণবতী । ব্যাকুল অন্তরঃ সতী হইলেন অতি ॥ অন্তরে
বিপদ তব ভাবিয়া শ্রুতরী । কটুক্তি করেন কত আমার উপরি ॥ এই হেতু
আসিয়াছি তব অশ্রুধে । ক্রতগতি চল প্রভু দেবীর মদনে ॥ গহন কাননে
সীতা আছে একাকিনী । চল প্রভু শীঘ্র চল গুহে রত্নমণি ॥ অনুজের এই
বাক্য করিয়া শ্রবণ । রামের সন্মুখ হৈল বিষাদে মগন ॥ কান্দিতে কান্দিতে
কন শুনরে লক্ষ্মণ । হেন কাঁজ কেন ভাই করিলে সাধন ॥ অবলা সরলা সীতা
রাখিয়া কাননে । কেন বা আসিলে ভাই মম অশ্রুধে ॥ ক্রতগতি চল ভাই
প্রাণের লক্ষ্মণ । কি জানি কপালে আছে বিধির লিখন ॥ এত বলি রত্নবর
অতি ক্রততর । লক্ষ্মণ সহিতে যান আশ্রমে সত্বর ॥ কুটীরের তিন কোণ করি
অশ্রুধণ । চতুর্থ কোণেতে যেতে না চলে চরণ ॥ রামের অন্তরে মদা হতেছে উদয় ।
আমাদের পর্ণশালা এই বুঝি নয় ॥ এই পর্ণশালা যদি হইত আমার । চরণ-কমল
চিহ্ন থাকিত সীতার ॥ এইমাত্র প্রিয়া জনে মিলে সম্ভাষণে । কত কথা

কহিয়াছি বলি এই স্থানে ॥ এত ভাবি লক্ষ্মণেরে করি সন্মোদন । কহিলেন
শুন ওরে প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ এ কুটীর সে কুটীর হইলে আমার । নিশ্চয় চরণ-
চিহ্ন থাকিত সীতার ॥ আমার মনের ভ্রম হয়েছে নিশ্চয় । এ কুটীর সে কুটীর
কহ বুঝি নয় ॥ এত বলি তুরা করি রাম রত্নমণি । প্রবেশ করেন গিয়া
কুটীরে তখনি ॥ সীতারে তথায় নাহি করি দরশন । হা সীতা হা সীতা বলি
করেন রোদন ॥ কান্দিতে কান্দিতে ঘূচ্ছা হইল তাঁহার । অজ্ঞান হইয়া পড়ে
ধরণী মাঝার ॥ ক্ষণ পরে পুনঃ সংজ্ঞা পায় রামধন । অধোমুখে থাকি করে
অশ্রু বরিষণ ॥ ব্যাকুল হইয়া পরে জানকীর তরে । জিজ্ঞাসেন সন্মোদিয়া
পাদপ-নিকরে ॥ দূরদৃষ্টি তরু সব আছয়ে সবার । কোথায় গিয়াছে বল জানকী
আমার ॥ কমলা সমান প্রিয়া জনকনন্দিনী । বুদ্ধিমতী গুণবতী আমার গৃহিণী ॥
শুন বনচরণ জিজ্ঞাসি সবায় । তোমরা জান কি কেহ জানকী কোথায় ॥ এই
রূপে রত্নবর করিয়া ক্রন্দন । পাগল সমান ভ্রমে গহন-কানন ॥ ক্ষণে ধায় ক্ষণে
রহে ক্ষণে অচেতন । কখন ফিরিয়া করে কুটীরে গমন । পড়িয়া আছিল পদ্ম
কুটীর ভিতরে । সে পদ্ম করিত শোভা জানকীর শিরে ॥ সেই পদ্ম তুলি রাম
করিয়া গ্রহণ । পুনঃপুনঃ সেই পদ্মে করেন চুম্বন ॥ লক্ষ্মণে সন্মোদিত কন রাম রত্ন-
বর । সীতার শিরের পদ্ম হের মনোহর ॥ এত বলি কমলারে কহেন বচন ।
তুমি পদ্ম প্রেমসীর অতি প্রিয়তম ॥ তোমারে হেরিলে মম পরাণ জুড়ায় । বল
দেখি সীতাদেবী আছয়ে কোথায় ॥ প্রিয়ার প্রণয়ী তুমি এই হেতু ধরি । তোমারে
রাখিলু পদ্ম হৃদয় উপরি ॥ এত বলি পদ্ম লয়ে রাম রত্নবর । রাখিলেন সমা-
দরে হৃদয় উপর ॥ পাগলের সম রাম কাননে কাননে । এইরূপে ভ্রমে সদা
জানকী বিহনে ॥ রামের অশ্রু হেরি বিষম লক্ষ্মণ । সঙ্গে সঙ্গে সদা বনে
করেন ভ্রমণ ॥ গোদাবরী পুণ্য নদী করি দরশন । আদরে তাহারে রাম
জিজ্ঞাসে তখন ॥ বল বল গোদাবরী জানকী কোথায় । দিবানিশি আচ তুমি
আনন্দে হেথায় ॥ হায় হায় কোথা প্রিয়ে রহিলে এখন । তোমার বিহনে মম
না রহে জীবন ॥ তব মুখপদ্ম সদা পড়িতেছে মনে । হৃদয় ফাটিছে অগ্নি কুরঙ্গ
নয়নে ॥ বিগ্ন সম ওষ্ঠাধর হতেছে অরণ । অন্তরে জাগিছে তব মরাল-গমন ॥
পীণোন্নত পরোধর অরিয়া অন্তরে । দহিতেছি দিবানিশি, অরিয়া তোমারে ॥
বল বল গোদাবরী নাহি সহ্য আর । কোথায় গিয়াছে বল জানকী আমার ॥
এত বলি লক্ষ্মণেরে করি সন্মোদন । পুনশ্চ কহেন রাম করুণ বচন ॥ দেখরে
লক্ষ্মণ ভাই গিরি মনোহর । এই দেখ পঞ্চবটী পরম সুন্দর ॥ সেই সব পুষ্প
রক্ষ শোভা করে বনে । সেই বায়ু বহিতেছে পুষ্পগন্ধ ননে ॥ সেই সব অলি-
কুল গুণ গুণ করি । বসিতেছে সদানন্দে কুসুম উপরি ॥ সেই গোদাবরী হের
কানন ভিতর । কল কল রবে সতী বহে নিরন্তর ॥ পিক-কুল করে গান বলি
তরুপরে । নাটিতেছে শিশি-কুল আনন্দ অন্তরে ॥ সেই সব আছে কিন্তু সীতা-

দেবী নাই । অন্তর দহিছে মম শুন ওরে ভাই ॥ সুধাকর বিনিমিত সীতার
বদন । নাহি হেরি যদি মম হতেছে দহন ॥ এই স্থানে পুষ্প-খেলা সীতাদেবী
সনে । করেছিল ওরে ভাই আনন্দিত-মনে ॥ সেই সব পুষ্প হের আছয়ে
হেথায় । জানকী রতন মম রহিল কোথায় ॥ বহুকণ না বাঁচিব শুনরে লক্ষ্মণ ।
সীতার বিহনে আমি ত্যজিব জীবন ॥ সীতাহারা হয়ে মম জীবনে কি ফল ।
রথায় জীবন মম রথাই সকল ॥ এই রূপে খেঁদ করি জানকীর পতি । দ্বিবা-
নিশি ভ্রমে বনে নহে স্থির মতি ॥ জানকী জানকী বলি করে হাহাকার ।
অধমেরে দেহ প্রিয়ে দেখা একবার ॥ কি দোষ করিনু বিধি তব পদতলে । কি
দোষে প্রাণের সীতা আমার হরিলে ॥ ক্ষণকাল না হেরিলে প্রিয়ার বদন ।
দশদিক শূন্য আমি করি দরশন ॥ সীতার মধুর হাসি নাহি নিরখিলে ।
ক্ষণেক তাঁহার সহ বিরহ ঘটিলে ॥ প্রলয় সমান জ্ঞান হইত তাহার । হায়
হায় সীতা মম রহিল কোথায় ॥ প্রথম বিবাহ করি আসি নিকেতনে । প্রণয়-
পাশেতে বদ্ধ হই প্রিয়া সনে ॥ বাসর-গৃহেতে দৌহে করিরা শয়ন । কত কথা
দুইজনে করি আলাপন ॥ সেই নব ভাব এবে উদিয়া অন্তরে । মর্মে মর্মে দন্ধী-
ভূত করিছে অসমারে । জানকী রতন মম রহিলে কোথায় । কি দোষে করিয়া
দুর্ঘী ত্যজিলে আমায় ॥ কবে পুনঃ তব মুখ হেরিবে লোচন । কবে কর্তব্য তব
বাক্য করিবে শ্রবণ ॥ প্রেম সস্তাষণ দৌহে আর কি হইবে । আর কি তোমার
মুখ নয়ন হেরিবে ॥ আর কি ডাকিবে যোরে মিটে সস্তাষণে । আর কি করিবে
ক্রীড়া এ অধম সনে ॥ পূর্ব কথা মনে মনে করিলে স্মরণ । জ্বলন্ত আগুনে
যেন পুড়ি অনুক্ষণ ॥ কোথা প্রাণপ্রিয়ে আসি দেহ দরশন । কি দশা হয়েছে
মম কর নিরীক্ষণ ॥ রাজ্য ত্যজি পশি এই গহনকাননে । ভুলেছিলু সব দুঃখ
পাকি তব সনে । তব সুধা কথা শুনি জুড়াত জীবন । প্রিয়তমে তুমি মম
হৃদয় রতন ॥ শশধর বিনিমিত তোমার বদন । সতত হৃদয় মাঝে হেরি অনু-
ক্ষণ ॥ কুসুম কোমল তব রম্য কলেবর । কিবা হুড়ু সুকোমল তব দুই কর ॥
যাহা হেরি তাই হুড়ু সকলি তোমার । তোমার বিচ্ছেদ কিন্তু বজ্রের আকার ॥
এইরূপে প্রিয়াশোকে রাম রদুবর । ক্রন্দন করিয়া ভ্রমে অরণ্য ভিতর ॥ ভ্রমিতে
ভ্রমিতে যান পুষ্পের কাননে । দেখিলেন নানাপুষ্প শোভে সেই স্থানে ॥ গন্ধে
আমোদিত করে কানন ভিতর । ভ্রমিতেছে চারিদিকে নানা-বনচর ॥ গুণ গুণ
রবে অলি কুসুমে কুসুমে । মধুপান করে বসি আনন্দিত মনে ॥ তাহা দেখি
শোকভরে রদুর নন্দন । অনুজ্ঞে ডাকিয়া কহে মধুর বচন ॥ শুনরে প্রাণের
ভাই লক্ষ্মণ সুমতি । এই স্থানে আছে মম প্রিয়া রূপবতী ॥ নয়ন মিলিয়া ভাই
কর দরশন । বনপুষ্প বনচরে কর নিরীক্ষণ ॥ বনচরে বনপুষ্পে মিলিত
হইয়ে । লয়েছে প্রাণের সীতা বিভাগ করিয়ে ॥ কমলের বন ওই কররে
দর্শন ! প্রিয়ার কমল মুখ করেছে স্বরণ ॥ ওই দেখ পশুপক্ষী মিলিত হইয়া ।

প্রেমসীর পদমেত্র নিয়াছে হরিয়া ॥ বনবাসী যত অই কুসুম-মিকর । হরিয়াছে
 প্রেমসীর হাসা মনোহর ॥ চিকুর চিকণ অই আমার প্রিয়ার । লয়েছে অপরা-
 জিতা করি বলাৎকার ॥ দন্তুপাঁতি কুম্ভ-কলি করেছে এহণ । মধুর সুস্বর নিল
 কোকিল সগণ ॥ বিষফল হরিয়াছে ওষ্ঠ মনোহর । গুধিনী হরেছে হের প্রবণ
 সুন্দর ॥ পশুপতি সিংহ কটি করিয়া হরণ । মনের আনন্দে ভ্রমে কাননে
 কানন ॥ গজপতি নিল হরি মন্দ মন্দ গতি । চম্পক নিয়াছে কান্দি দেখ মহা-
 মতি ॥ হায় হায় প্রেমসীরে একাকী পাইয়ে । সকল হরিল সবে বিভাগ
 করিয়ে ॥ এইরূপে কান্দি রাম জানকীর তরে । পাগল হইয়া ভ্রমে কানন
 ভিতরে ॥ বলে প্রিয়ে কোথা আছ দেহ দরশন । তোমার বিহনে মম তাপিত
 জীবন ॥ কোথা গেলে প্রিয়তমে এস একবার । বিপদ সময়ে আদি করহ
 উদ্ধার ॥ তোমার বিচ্ছেদে যায় আমার জীবন । হৃদয় ফাটিছে নাহি হেরিয়া
 বদন ॥ প্রাণপ্রিয়তমা তুমি জনক-নন্দিনী । না সহে বিরহ তব হৃদয়হারিণী ॥
 বারেক আসিয়া ঘোরে দেহ দরশন । তোমারে নেহারি হোক শীতল জীবন ॥
 তোমার বিরহে বোধ প্রলয় সমান । এখনো জীবিত আছে এ পোড়া পরাণ ॥
 শিবধনু ভাঙ্গি লাভ করিনু তোমায় । হারানু গহন বনে সেধনে হেলায় ॥
 যার মুখ দেখিতাম দিবস যামিনী । কোথায় রহিল সেই জনক-নন্দিনী ॥ তব
 মুখসুখা প্রিয়ে করিয়া স্মরণ । জ্বলন্ত অনলে যদি দহে অনুক্ষণ ॥ এক
 সঙ্গে বসিতাম সঙ্ঘিতে যাহার । করিতাম মনসুখে যা সহ বিহার ॥ মধুর
 ভাষণে যারে কুশিতাম সদা । সুখা বরিসণ কর্ণে হত যার কথা ॥ সতত রহিত
 সেই হৃদয় উপরে । বিরাজ করিত সদা হরিস অন্তরে ॥ ত্যজিল আমারে সেই
 হৃদয় রতন । কোথায় প্রেমসী মম রহিলে এখন ॥ এইরূপে রত্নমণি করিয়া
 রোদন । পাগল সমান ভ্রমে কাননে কানন ॥ ডাকিয়া বলেন ভাই শুনরে
 লক্ষণ । প্রিয়ার বিরহে মম না রহে জীবন ॥ অগ্নিকুণ্ড বঁধে ভাই পশিব
 তাহার । বিরহ যাতনা আর সহ্য নাহি যায় ॥ রামের এতেক ভাব করি দর-
 শন । করষোড়ে সবিনয়ে কহেন লক্ষণ ॥ হের প্রভু কিবা শোভে কুসুমকানন ।
 বদন্তের আগমন কর দরশন ॥ ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয়-সমীর । বনচর সবে
 ফেলে আনন্দের নীর ॥ চল প্রভু বন মাঝে করিব গমন । হেরিয়া বনের শোভা
 শান্ত হবে মন ॥ ভ্রাতার এতেক বাকা শুনি রত্নবর । প্রবেশে তাহার সহ কানন
 ভিতর ॥ ঘাইয়া কানন মাঝে বিপদ হইল । পঞ্চবাণ পঞ্চ বাণ হৃদয়ে হামিল ॥
 বন-শোভা হেরি সীতা হইল স্মরণ । থর থর কাঁপে অঙ্গ না চলে চরণ ॥ ক্রীড়াম
 কহেন কামে বিষয় অন্তরে । কেন বাণ ফার কাম আমার উপরে ॥ সীতার বিরহে
 মম আকুল জীবন । তাহার উপরে কেন কর জ্বালাতন ॥ মড়ার উপরে কেন কর
 খজাঘাত । তোমার চরণে করি কোটি প্রণিপাত ॥ বিচ্ছেদ জ্বালায় আমি দহি
 অনুক্ষণ । আসিনু শীতল হতে গহন কানন ॥ কি দোষ তোমার দিব অনৃত

আমার । বিধির লিখন কভু নহে খণ্ডিবার ॥ তাই বলি কাম যোরে তাজ্জ
 এখন । আমারে ছাড়িয়া কর অনাত্ম গমন ॥ এই বলি রঘুমণি কান্দিতে
 কান্দিতে । সরোবর-তীরে যান হাঁটিতে হাঁটিতে ॥ বিমল সলিলে পূর্ণ রম্য
 সরোবর । ফুটিয়াছে নানাবিধ পদ্ম মনোহর ॥ মধু আশে অলিগণ কমলিনী
 পরে । করিতেছে মধুপান বসিয়া সাদরে ॥ তাহা দেখি রঘুমণি ব্যাকুলিত
 মন । অলিগণে সহোদ্রিয়া কহেন বচন ॥ কি'করিস্ শোন দুটু গুরে দুরাচার ।
 এমন কুকাঁজ কর সম্মুখে আমার ॥ সীতার বদন সম এই কমলিনী । কি
 কারণে মধুপান করিতেছ শুনি ॥ এতেক কহিবা রাম সরোবরে গিয়ে । নিলেন
 কমল তুলি হরিশ্চন্দরে ॥ মুহূৰ্ত্তঃ পদ্ম প্রতি করে নিরীক্ষণ । ক্ষণে ক্ষণে
 বক্ষোপরে করেন স্থাপন ॥ চুম্বন করেন পদ্মে প্রেমের আবেগে । কভু আলি-
 স্তন করে মদনের বেগে ॥ হেনকালে সমুদিত দেব শশধর । মাহারে হেরিলে
 হয় স্তম্ভিত অন্তর ॥ তাহারে হেরিয়া রাম ব্যাকুলিত মন । তাহার কিরণে রাম
 তাপিত জীবন ॥ সরোষে গজ্জিয়া তাঁরে কহে রঘুমণি । দুরাচার শশধর
 তোরে অনুমানি ॥ তোমার কিরণে মম দহিছে অন্তর । এখন উচিত কল
 দিব শশধর ॥ এই দেখ তীক্ষ্ণ শর হাতেতে আমার । অব্যর্থ সন্ধান চন্দ্র
 জ্ঞানিবে ইহার ॥ প্রিয়ার মুখের ডলা যদি নাহি হতে । ফেলিতাম তোমা
 কাটি এখনি ভূমিতে ॥ এত বলি রঘুমণি করিয়া ক্রন্দন । কোথা প্রিয়ে সীতা-
 দেবী বলে ঘন ঘন ॥ কোথায় জামকী মম রহিলে কোথায় । একবার আসি
 দেখা দেহ গো আমার ॥ তোমার বিরহে মম দহিছে জীবন । দেখা দিয়া
 অধীনেরে করহ রক্ষণ ॥ এত বলি লক্ষ্মণেরে করি সহোদন । কহিলেন শুন
 ভাই প্রাণের লক্ষণ ॥ দশরথ মম পিতা অযোধ্যার পতি । বন মাঝে সঙ্গে
 ভাই লক্ষ্মণ স্মৃতি ॥ ভাঙ্গিলাম হরধনু মনের হরিষে । কত অস্ত্র লভি বিখা-
 যিত্রের সকাশে ॥ কত শত নিশাচরে করিনু নাশন । কত বীর মম হস্তে হৈল
 নিপাতন ॥ কিন্তু দিক শত দিক এ অধম জনে । রাখিতে নারিনু ভাই জানকী
 রতনে ॥ এইরূপে রঘুমণি বিষম অন্তরে । বহু খেদ করি ভ্রমে কানন ভিতরে ॥
 শান্ত হয়ে বসি পরে পাদপের মূলে । ভাবিতে লাগেন রাম বিষম অন্তরে ॥
 ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা আসিল তাঁহার । নিদ্রাযোগে হেরে স্বপ্ন দয়ার
 আধার ॥ সীতাদেবী যেন আসি হরিশ্চন্দরে । বসিলেন হান্যমুখে রাম-
 বক্ষোপরে ॥ অমনি প্রসারি বাহু রঘুর নন্দন । চুম্বন করেন মুখে সীতার
 তখন ॥ বাহুপাশে ধরি গলে রাখে বক্ষোপরে । মনের হরিষে লীলা করে রঘু-
 বর ॥ মনে মনে মহাসুখ শ্রীরাম লভিল । অকস্মাৎ নিদ্রা কোথা চলিয়া
 পলাল ॥ শশব্যস্তে চক্ষু চাহি রঘুর নন্দন । সীতারে না হেরি শোকে করেন
 রোদন ॥ দ্বিগুণ বাড়িল শোক আকুল অন্তর । শিরে করাঘাত করে রাম রঘু-
 বর ॥ বলে প্রিয়ে কেন যোরে ছলনা করিলে । অকারণে কিবা দোষে আমারে

তাজিলে ॥ হায় বিধি তব দোষ কিবা দিব আর । সকলি করম-ফল অদৃষ্ট আমার ॥ জন্ম জন্ম কত পাপ করেছিলু আমি । কাননে কাননে তাই নিরন্তর ভ্রমি ॥ কোথা সীতে প্রিয়তমে দেহ দরশন । মরিল দেখহ আসি তব রামধন ॥ তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ বুঝি বাহিরায় । অবিলম্বে ছার প্রাণ তাজিয়া পলায় ॥ এইরূপে রামচন্দ্র কাননে কাননে । নিরন্তর সতত রহে সীতা অশ্বেষণে ॥ রামের দুর্দশা হেন করি দরশন । বনবাসী সবে করে দুঃখেতে রোদন ॥ এই রূপে রামচন্দ্র কান্দিয়া কান্দিয়া । ভ্রমিছেন প্রিয়া তরে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ॥ বিরহ-যাতনা বেশে হয়ে সাকাতর । সরোবরে নামে রাম নলিল ভিতর ॥ শীতল থাকুক দূরে যাতনা বাড়িল । তখন উঠিয়া রাম কান্দিতে লাগিল ॥ উন্নত হইয়া রাম করে বিচরণ । পাছু পাছু স্নানমুখ সুমিত্রানন্দন ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যান অরণ্য মাঝারে । প্রিয়ার নূপুর রাম দরশন করে ॥ তাড়াতাড়ি তুলি লয়ে নূপুর সীতার । গগনের চাঁদ যেন হাতেতে তাঁহার ॥ লক্ষ্মণেরে বলে রাম মধুর বচন । নূপুর করিত শোভা সীতার চরণ ॥ কিবা মিষ্ট বাদ্য হত তাঁহার চরণে । দহিছে হৃদয় ভাই সে সব স্মরণে ॥ প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই দেখ আর বার । নিশ্চয় পাইবে বুঝি আরো অলঙ্কার ॥ রামের এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মিষ্টভাবে কহে তাঁরে সুমিত্রা-নন্দন ॥ দেবীর ভুবণ আমি কিছু নাহি জানি । সতত হেরেছি তাঁর চরণ দুখানি ॥ পদ বিমা অন্য অঙ্গ না হেরি কখন । কেমনে চিনিব নাথ অন্য আভরণ ॥ অনুজের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । চরণ নূপুর লয়ে করে বিচরণ ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরে কানন ভিতরে । সীতার উত্তরী বস্ত্র এক স্থানে হেরে ॥ হরিষে অমনি তাহা করিয়া গ্রহণ ॥ প্রেমভরে যদি পরে করেন স্তম্ভাপন ॥ কভু কান্দে কভু হেরে কভু পথে চলে । কখন বসন লয়ে রাখে বক্ষাপরে ॥ বাড়িল দ্বিগুণ শোক জ্বলিল আগুন । আকুল হইয়া রাম কান্দে পুনঃপুন ॥ বলে কোথা প্রাণপ্রিয়ে জনক-নন্দিনী । অলঙ্কার ফেলি কোথা গেলে স্তবদনী ॥ নিদারুণ বিধি হায় কি কাজ করিলে । কি দোষে আমার প্রিয়া হরিয়া লইলে ॥ এইরূপে কান্দে রাম কানন ভিতরে । সহসা কবন্ধ দেখা দিল তার পরে ॥ দুষ্ঠের দুর্বুদ্ধি হেরি রনুর নন্দন । অবিলম্বে শরাঘাতে করেন নিধন ॥ কবন্ধ রামের করে তাজি কলেশ্বর । দিব্যদেহে গেল সেই অমর-নগর ॥

অবশেষে রামচন্দ্র ভ্রমিতে ভ্রমিতে । কানন ভিতরে যান লক্ষ্মণ সহিতে ॥ জটায়ু বিহগে পরে করেন দর্শন । শ্বাসমাত্র আছে তার ভূতলে শয়ন ॥ রক্ত-ধারা পড়িতেছে ক্ষতদেহ হতে । সীতার রক্তাস্ত বলে রামের সাক্ষাতে ॥ সীতারে হরণ কৈল দুষ্ঠ দশানন । এত বলি পক্ষীর তাজিল জীবন ॥ সূত্ৰ-কালে রম্যবর করণ বচনে । কহিলেন সন্তোষিয়া বিহগ-প্রধান ॥ দিব্য দেহে বৈকুণ্ঠেতে করহ গমন । পিতার সহিতে তথা হবে দরশন ॥ এইরূপে বরদান

করি রত্নবর । বিহগের অন্ত্যক্রিয়া করে তার পর ॥ অবশেষে শবরীরে উদ্ধার
করিয়ে । অনুজ সহিতে ভ্রমে বিষণ্ণ হৃদয়ে ॥ অবশেষে ঋষ্যযুকে কারেন গমন ।
যথায় সুগ্রীব রহে বানর-রাজন ॥ হনুমান নল নীল বানর নিকর । সকলে
তথায় রহে হরিন অস্তুর ॥ মহাবল বালী বলে করিয়া হরণ । সুগ্রীবের রম-
ণীয়ে করেছে গ্রহণ ॥ রাজ্য হতে সুগ্রীবেরে দিয়াছে তাড়ায়ে । সুগ্রীব রয়েছে
শেষে ঋষ্যযুকে গিয়ে ॥ সুগ্রীব সহিতে রাম বন্ধুতা করিয়া । রাজ্য দিবে বলি
তারে সম্ভুক্ত করিয়া । পদবেগে অস্থিকুট করিয়া ক্ষেপণ । সপ্ত শাল ভেদ
করে রত্নর নন্দন ॥ অবশেষে বালি বধ করি রত্নবর । করিলেন সুগ্রীবেরে
কিষ্কিন্ধ্যা-দৈশ্বর ॥ পূর্বে বালি বান্ধে লেজে দ্রুত দশাননে । হেন বীরে মারে
রাম আনন্দিত মনে ॥ শ্রাবণ মাসেতে বালি হৈল নিপাতন । সিংহাসনে বসে
তবে সুগ্রীব রাজন ॥ সীতা উদ্ধারিতে বীর প্রতিজ্ঞা করিয়ে । পুরমধ্যে গেল
কপি দৃষ্টচিহ্ন হয়ে ॥ কার্তিক মাসেতে পরে পৌর্ণমাসী দিনে । সুগ্রীব
আসিল পুনঃ রামের সদনে ॥ দূতদ্বারা কপিগণে করি আনয়ন । সুগ্রীব
রামেরে ডাকি কহেন তখন ॥ শুনহ আমার বাক্য ওহে রত্নবর । আসিয়াছে
যত ঋক্ষ বানর নিকর ॥ জাম্বুবান বালিপুত্র অঙ্গদাদি করি । আসিয়াছে
কত শত হের সারি সারি ॥ তোমার আদেশ সবে করিবে পালন । করুক
ইহারা সবে সীতা অন্বেষণ ॥ একমাস মধ্যে পুনঃ ফিরিয়া আসিবে । সীতার
সম্বাদ আনি আমারে কহিবে ॥ এত বলি কপিগণে করিল প্রেরণ । অসংখ্য
অসংখ্য কপি করিল গমন ॥ উত্তরে পূর্বেতে কেহ পশ্চিমেতে যায় । হনুমাণে
দক্ষভাগে সুগ্রীব পাঠায় ॥ হনুমান মহাবীর দেব পক্ষানন । রামকাথ্য হেতু
তার ভ্রমে আগমন ॥ সাধিতে তুঙ্গর কর্ণ সেই মহাশক্তি । সুগ্রীব-আদেশে বীর
করিলেন গতি ॥ রামের অঙ্গুরী বীর করিল গ্রহণ । সীতারে দেখাবে বলি এই
নিদর্শন ॥ নানাস্থান পয়াটন করে বীরবর । কত নদ কত বন কত বা ভূধর ॥
ক্রমে ক্রমে একমাস অতীত হইল । কুত্রাপি সীতার তত্ত্ব কিছু না পাইল ॥
হনুমান মহাভীত হইল তখন । ভাবিল ফিরিয়া গেলে নিশ্চয় মরণ ॥ অতীত
হইল এবে নির্দিষ্ট সময় । তত্ব বিনা কিরি গেলে মরণ নিশ্চয় ॥ সুগ্রীব
মারিবে ঘোরে সন্দেহ কি আর । এ ছার পরাণ আজি দিব পরিহার ॥ হায়
হায় রামকাথ্য না হৈল সাধন । বিফল পরাণ মম বিফল জীবন ॥ হনুমান
মনে মনে চিন্তিছে এমন । সম্প্রতি নামেতে পক্ষী দিল দরশন ॥ রক্ত পক্ষী
পক্ষহীন ছিল বহুদিন । রাম নাম শুনি সেই বিহগ প্রবীণ ॥ পুনশ্চ পাইল
পক্ষ বিহগ-প্রবর । হনুমাণে ডাকি তবে করিছে উত্তর ॥ লঙ্কাপুরে আছে সীতা
অশোক কাননে । হরিল রামের সীতা দ্রুত দশাননে ॥ সম্প্রতি এই বাক্য
করিয়া শ্রবণ । আনন্দে উল্লাস হয় যত কপিগণ ॥ আনন্দে সকলে গেল জল-
নিধি তীরে । সাগর হেরিয়া সবে অন্তরে শিহরে ॥ কে যাবে সাগরপারি কি

হবে উপায় । ভাবিয়া বানরকুল হতচিহ্ন প্রায় ॥ হনুমান মহাবীর করিল
মনন । সিদ্ধুপারে অবহেলে করিতে গমন ॥ পূলকে পুরিয়া বীর উঠিল গগনে ।
রাম রাম বলি উচ্চৈ আনন্দিত মনে ॥ যে জন করিতে পারে জগত সংহার ।
এ কোন বিচিত্র কার্য্য ভাবহ তাহার ॥ অস্তরে উঠিল বীর মনের হরিষে । মনে
ভাবে যাব আজি জননী সকাশে ॥

বিংশ অধ্যায় ।

হনুমানের লঙ্কায় গমন, সীতাদর্শন ও তৎসহ কথোপকথন, লঙ্কা-
দাহ, চণ্ডিকা দর্শন প্রভৃতি বর্ণন ।

‘ততঃ স সিংহিকাং হৃদ্য পৃষ্ঠে। মৈনাকমেন চ ।
সাত্যাবতেশ লঙ্কায়াং যাত্তে, তু বাচসন পুত্রায় ॥
‘অশোককাননং গচ্ছা পুষ্টিতং পবনং হ ।
তদ গচ্ছা রামসামরো দীপ্ততঃ পরমসুন্দরী ।
দৃষ্টে হুমেনে না সীতা সাক্ষীচিহ্নৈঃ স্তবীঃ কপিঃ ॥

সখীদ্বয়ে সযোদিয়া কহে হৈমবতী । শুন গো বিজয়ে জয়ে অপূর্ব
ভারতী ॥ বায়ুবেগে বায়ুপুল উঠিয়া গগনে । সমুদ্রপথেতে যায় লঙ্কা নিকেতনে
পশ্চিমধ্যে সিংহিকারে করি বিনাশন । মৈনাক পর্বত স্পর্শি পবন-নন্দন ॥
দক্ষ্যাকালে উপনীত রাবণ-নগরে । পৃথী ভ্রমি দ্বিরে বীর ব্যাকুল অন্তরে ॥
নপুরাত্নি লঙ্কাপুরে করিল ভ্রমণ । কত চিত্র বিচিত্রাদি করে দরশন ॥ কিন্তু
কোথা সীতাদেবী দেখিতে না পায় । ব্যাকুল হইয়া বীর পুরিয়া বেড়ায় ॥ বহু
চিন্তা করি শেষে বানর-কুঞ্জর । উপনীত হৈল এক কানন ভিতর ॥ অশোক
বনের নাম সুন্দর সুঠাম । নানা পুষ্প মুকুলিত তাহে বিদ্যমান ॥ দেখিল
ওথায় এক পরমা সুন্দরী । রাক্ষসীগণেতে তাঁরে রহিয়াছে বেড়ি ॥ দেখিয়া
বিলম্ব হনু সীতা দেবী হবে । সাক্ষী-চিহ্ন হেরি বীর মনে মনে ভাবে ॥ তরু-
পরে বীরবর করি আরোহণ । সীতাকে সযোদি কহে মধুর বচন ॥ কিন্তু তাহে
সীতাদেবী বিশ্বাস না করে । চন্দ্রবেশী দর্শনেন ভাবেন অন্তরে ॥ তৎসনা
বাক্যেতে বহু করেন তর্জ্জন । অবশেষে কপি বশি প্রবোধিল মন ॥ রক্ষ হতে
নামি তবে হনু বীরবর । সীতাপদে প্রণমিয়া করিল উত্তর ॥ রামদাস আশি
ষাত নাম হনুমান । তোমার চরণে মাত করিগো প্রণাম ॥ কমল সমান তব
ধূল লোচন । কেন তাহে বাঞ্ছাবারি হতেছে পাতন ॥ সূচাক মোহন বপুঃ

সংসারের সার । কি হেতু নিরখি তাহা মলিন আকার ॥ পূর্ণচন্দ্র জিনি ত
সুন্দর বদন । মলিন নিরখি তাহা কিসের কারণ ॥ হনুর বচন শুনি জনক
কুমারী । কান্দিতে লাগিল ধনী নেত্রে বহে বারি ॥ বলিলেন প্রাণকাস্তে ন
করি দর্শন । নিয়ত নয়নে বারি হয় নিপতন ॥ নাথের বিরহবিষ পশিয়
অন্তরে । কাঞ্চন বরণ মম কালীসম করে ॥ দুন্ট দশানন-ভাব করি নিরীক্ষণ
লেন হনুমান মধুর বচন ॥ রোদন সঘর মাত আমার মিনতি । অচিরে হইবে
তব বিপদে মুক্তি ॥ বানীয়ে নিপাতি রাম কমল-নয়ন । সৃষ্টিবেরে রাজ্য
ভার করেছে অর্পণ ॥ সৃষ্টিব সঞ্চেতে সখা হয়েছে তাঁহার । অচিরে হইবে
মাত মুক্তি তোমার ॥ মরিব রাবণে কিম্বা মরিব সবাই । মনের বাসনা এই
কহি তব ঠাই ॥ এত বলি অভিমান করেন প্রদান । অঙ্গুরী পাইয়া সীতা
শোকে ভাসমান ॥ বক্ষেতে রাখিয়া সীতা কান্দিতে লাগিল । অবশেষে মিত-
ভাসে হনুরে কহিল ॥ কি আর বলিব তোমা গুণের নিধান । নাথের রক্তান্ত
দিলে মম বিদ্যমান ॥ চিরজীবী হও তুমি বচনে আমার । রামে মতি সদা যেন
থাকয়ে তোমার ॥ এক্ষণে অনেক রাত্রি কথোপকথনে । প্রণমি উঠিল হনু
সীতার চরণে ॥ পুরী দরশন করি ভ্রমির বেড়ায় । ঈশান কোণেতে পরে
দেখিবারে পায় ॥ তিহিত্তি বনের মধ্যে অতি মনোহর । মন্দির বিরাজে এক
পরম সুন্দর ॥ মন্দির শোভিতে এক অশোকের মূলে । নেহারিলে সেই শোভা
জনমন ভূলে ॥ মণি মুক্তা প্রবাণেতে হয়েছে নির্মাণ । এ হেন মন্দির কোথা
নাহি বিদ্যমান ॥ শৈলশৃঙ্গ সম তাহে স্রবিপুল দ্বার । কপাট শোভিছে কিবা
শোভার আধার ॥ দ্বারদেশে হনুমান করিয়া গমন । অত্যন্ত মূর্খি এক করে
দরশন ॥ শ্যামাঙ্গী রুচিরাননা স্বর্ণ সিংহাসনে । চতুর্ভুজা বিলোচনা সহস্র-
বদনে ॥ মন্দার পুষ্পের মালা শোভে শিরোপরে । অটু অটু হাস্য কিবা বদন
কমলে ॥ যৌবন ভরেতে দেবী কিবা শোভা পায় । নুপুরের ধ্বনি পদে মরি
কি তাহার ॥ দিগম্বরী হসভরে করিছে নর্তন । শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাদ্য করে ঘন
ঘন ॥ অষ্টবর্ণ অষ্টজন যোগিনী মিলিয়ে । আনন্দে রয়েছ সবে দেবীরে
বেড়িয়ে ॥ দিগম্বরী তার। সবে অতি বিমোহন । পুলকে পুরিত সবে সহস্র-
বদন ॥ দেবীর মুখেতে সদা রাবণের জয় । অটু অটু হাস্য বিনা আর কিছু
নর ॥ মারুতি দেবীরে হেরি অতি দর্পভরে । হস্তার করিয়া বস্ত্র নামে তার
পরে ॥ হনুর হস্তারে ভয় যোগিনীরা পায় । দিগম্বরী আশ্বাসিয়া কহেন
তাহার ॥ কে তুমি কোথার হতে কর আগমন । কি হেতু এখার বল স্বরূপ
বচন ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । ধীরে ধীরে হনুমান কহিল তখন ॥
হনুমান মম নাম পবন-তনয় । রামদাস বলি যোরে জানিবে নিশ্চয় ॥ আসি-
রাছি জানকীর নিতে অহেষণ । আমার বতেক বল করহ শ্রবণ ॥ পর্বত

কানন সহ এই বনুযতী । দন্তেতে নাশিতে মম আভয়ে শক্তি ॥ এক গ্রাসে
সঙ্গাগরা ধরণী লইয়ে । ভুঞ্জিবারে পারি আমি মানন্দ স্বদরে ॥ তুঁধি কেবা
তাহা মোরে করহ বর্ণন । রাবণের জয় বাঞ্ছা কর যনে ঘন ॥ হনুর এতেক
বাক্য করিয়া শ্রবণ । চণ্ডিকা কহেন তবে মধুর বচন ॥ হিমগিরি-কন্যা আমি
চণ্ডিকা আখ্যান । মহাভুজা দিগম্বরী শুন মতিমান ॥ রাবণের ভক্তি আমি
করি দরশন । বশাভূত হয়ে হেথা রহি অনুক্ষণ ॥ পার্শ্বতী অপর নাম
জানিবে আমার । ভীমরূপ মোরে কপি দেখাও তোমার ॥ ভরস্কর রূপ তব
করিব দর্শন । মনে মনে এই মম বড় আকিঞ্চন ॥ চণ্ডীর এতেক বাক্য শুনি
হনুমান । কামরূপী নিজ বপু ধরিল ধীমান ॥ বিকট হইল চক্ষু ভীষণ আকার ।
বিকট বদন কিবা ভয়ের আধার ॥ দেখিলেন দেবী সেই বানর-শরীরে । রাঙ্ক-
দেরা কত শত নিবসতি করে ॥ কেহ নখে কেহ দন্তে করে অবস্থান । কোটি
কোটি রক্ষ দ্রুত দেখে বিদ্যমান ॥ লোমকূপে শত শত বানর বিরাজে ॥ শীর্ষ-
দেশে রামচন্দ্র কিবা মরি রাজে ॥ নবদৃক্সাদল শ্যাম কমল লোচন । ধনু করে
শিরোপরে রত্নব - তন ॥ বাণের অগ্রতে দেখে দ্রুত দশানন । তাজিয়াছে
মহাকণ্ঠে আপন জীবন ॥ বামহস্তে দাশরথী রাম রত্নবীর । পরিয়াছে কুস্ত-
কর্ণে ষেই মহাদীর ॥ হনুর ললাটে আরো শোভিতে লক্ষ্মণ । রোচনা-তিলক
সেন করেছে ধারণ ॥ অতিকায় ইন্দ্রজিত এই দুই জন । লক্ষ্মণ মুষ্টির মধ্যে
করিছে ধারণ ॥ লক্ষ্মণের কিরীটেতে জনক-নন্দিনী । রামের চরণে দৃষ্টি করি-
তেছে পত্নী । ভ্রমধ্যে রাঙ্কস সহ লক্ষা নিকেতন । স্বদয়ে বিরাজে কিবা ধর্ম্মী
বিভীষণ ॥ মূর্তিমান পদ্ম সম সেই বিভীষণ । আনন্দে হয়েছে যেন লক্ষার
রাজন ॥ এইরূপে মহেশ্বরী বানর-শরীরে । অত্যন্ত কত কাণ্ড নিরীক্ষণ
করে ॥ অবশেষে সর্বিনয়ে কহেন বচন । জানি জানি কশিবর ভূমি পঞ্চা-
নন ॥ রাবণে নাশিতে ভূমি অবনীমাঝারে । অভেদ রামেতে তোমা জানিহে
অন্তরে ॥ রামকাণ্ড করিবারে গৃহে হনুমন । কি করিতে হবে মোরে বলহ
এখন ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । কহিলেন হনুমান মধুর বচন ॥
লক্ষাপুরী তাজি দেবী যাহ অন্য স্থানে । গীতা-অপমান করে দ্রুত দশাননে ॥
তার জয় বাঞ্ছা ভূমি কর কি কারণ । ভূমি রৈলে রামকাণ্ড না হবে সাধন ॥
ভূমি রৈলে রাম নাহি রাবণে বধিবে । রাবণ রহিলে বিশ্ব বিনাশ পাইবে ॥
মুক্তিরূপা ভূমি দেবী লক্ষা নিকেতন । ভূমি রৈলে বধ নাহি হবে দশানন ॥
হনুঃ এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । ধীরে ধীরে চণ্ডী দেবী কহেন বচন ॥ সীতা-
অপমা-নে মম হৈল অপমান । বলিলাম সত্য কথা তব বিদ্যমান ॥ আমারে
তাজিতে লক্ষা বলিলে বচন । রাবণ-নগরী আমি দিব বিসর্জন ॥
চণ্ডীর বচন শুনি পবন-তনয় । গদগদ-বাক্যে কহে করিয়া বিনয় ॥ মহে-
শ্বরী ভূমি দেবী পরম-নন্দিনী । লক্ষেশ্বরী কালরূপা বিদ্যা-নিবাসিনী ॥ ব্রহ্ম-

বিষ্ণু শিবারাধ্যা হুমি আদ্যাশক্তি । সৈন্ধবী ভকত-প্রিয়া তুমিই মুকতি ॥
 সৃষ্টিকর্ত্তী রক্ষাকর্ত্তী সংহার-কারিণী । দেবদেব-রক্ষাকর্ত্তী তুমি সনাতনী ॥
 যাহে পরাভব হয় দুষ্ট দশানন । সে বর রামেরে দেহ এই নিবেদন ॥ রাবণ
 নিধনে কর সাহায্য প্রদান । এই ভিক্ষা মাগি দেবী তব বিদ্যমান ॥ হনু-
 এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মিউভাবে চণ্ডী দেবী কহেম তখন ॥ এই বর দিন
 আমি রত্নর নন্দনে । করিবেন পরাজয় দুষ্ট দশাননে ॥ সীতা লাভ কীৰ্ত্তি লাভ
 রাজ্য লাভ হবে । অযোধ্যানগরে রাম সিংহাসন পাবে ॥ কিন্তু এক কথা
 বলি করহ শ্রবণ । সাহায্যের বিষয় কিন্তু করি দরশন ॥ কাণবশে সহ্যরতা
 অনুচিত হয় । রাবণ আমার ভক্ত জানিবে নিশ্চয়ে ॥ তবে এক কথা বলি
 করহ শ্রবণ । ক' হেতু করে সবে দেবতা-বোধন ॥ অবশেষে পূজা করে
 বিহিত বিধানে । কহিলাম সার কথা তোমার মদনে ॥ এইরূপে পূর্বের সব
 দেবতা মিলিয়ে । করিল রামের পূজা সানন্দ হৃদয়ে ॥ রাবণ বধিতে রাম ভূমে
 অবতার । সামান্য মহেন তিনি সার হতে সার ॥ আমারে পূজিলে রাম রাবণে
 জিতবে । অকালে আমার পূজা কেমনে হইবে ॥ যথাকাল অপেক্ষিয়া বিলম্ব
 করিলে । দুর্জয় হইবে লক্ষা জানিবে অনুরে ॥ রাবণ অজেয় হবে শুন হনু-
 মন ॥ এ হেতু করহ রাম আমার বোধন ॥ যম বরে দশাননে করিবেন জয় ।
 সুবর অর্পিন্ হুয়ে সানন্দ হৃদয় ॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনি হনুমান । মিউ-
 ভাবে কহে তাঁরে করিয়া প্রণাম ॥ তুমি স্বাহা দেবগণ-সন্তোষ করিতে । তুমি
 দেবী স্বধা পিতৃগণে সন্তোষিতে ॥ অতএব রাম-পূজা করহ গ্রহণ । শ্রাদ্ধরূপা
 তোমা রাম করিবে পূজন । দর্শপর্ক সৃষ্টিরাছে দেব প্রজাপতি । পিতৃগণ তাহে
 তুষ্ট শুন ভগবতী ॥ দর্শদিনে কব্য তাঁরা করেন ভোজন । রামদত্ত কব্য তুমি
 করহ গ্রহণ ॥ রামের শ্রাদ্ধ দেবী করিয়া গ্রহণ । তাঁর উপকার তুমি করহ
 সাধন ॥ অমা নামে চন্দ্রকলা বিদিত ভূবনে । স্নাত্তরূপিণী কলা জানে সর্ব-
 জনে ॥ নির্বাণ-মুক্তিরূপী সেই কলা হয় । সেই কলা তুমি দেবী নাহিক
 সংশয় ॥ স্বাহা স্বধা তুমি দেবী তুমি সনাতনী । তুমি দেবী পিতৃদের সে কব্য-
 রূপিণী ॥ হনুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । চণ্ডীদেবী কুল্লমুখে কহিছে তখন ॥
 যা কহিলে ওহে কপি তাহাই হইবে । লক্ষাপুরী দাশরথী যখন আসিবে ॥
 পিতৃরূপা হব আমি জানিবে তখন । রামদত্ত কব্য আমি করিব গ্রহণ ॥
 অপর্ক হলেও পর্ক সেই দিন হবে । যম বাক্য কভু নাহি বিফল জানিবে ॥
 পার্শ্বক শ্রাদ্ধ রাম করিবে যখন । পিতৃরূপে আমি তাহা করিব গ্রহণ ॥ র-
 বধিবে রাম নাহিক সংশয় । অমাবস্যাদিনে যেন শ্রাদ্ধকাণ্ড হয় ॥ ত-
 যুদ্ধেতে রাম জিনিবে রাবণে । কহিলাম তথাকথা তোমার মদনে ॥
 এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । সবিনয়ে কহে তবে পবননন্দন ॥ যা-
 যোগে দেবী তাহাই করিব । অবিলম্বে শ্রাদ্ধ যেরা প্রেরণ হইবে ॥

পাশে মম এই নিবেদন । ক্ষণকাল স্থানান্তরে করহ গমন ॥ তোমাং পূজিব
আমি হরষিতমনে । এক কাণ্ড আছে আগে কহি তব স্থানে ॥ তোমার
সাক্ষাতে তাহা না হবে সাধন । ক্ষণকাল রহ দূরে এই নিবেদন ॥

কথোপকথনে ক্রমে শেষ রাত্রি হয় । পীঠ ত্যজি মহাদেবী স্থানান্তরে রয় ॥
হেনকালে হনুমান আনন্দিত মনে । প্রবেশ করিল গিয়া সুরমা উদ্যানে ॥
কানন ভাঙ্গিয়া বীর করে ছারখার । নাহি রক্ষ নাহি ফল নাহি কিছু আর ॥
দৃতমুখে শুনি তবে রাজা দশানন । রোষভরে বহু রক্ষ করেন প্রেরণ ॥ সবারে
মারিয়া বীর পবন-নন্দন । রক্ত দিয়া চণ্ডিকার করিল পূজন ॥ পূজাকালে চণ্ডী-
দেবী পীঠে অধিষ্ঠান । রক্ত দিয়া পান্য হনু করিল প্রদান ॥ পুষ্প সহ রক্ষ সব
উপাড়িয়া ফেলে । চণ্ডীরে পূজিল পুষ্প অতি কুহলে ॥ রাক্ষসের রক্তে করে
আচমন দান । মহাবীর বায়ুহৃত মহাবুদ্ধিমান ॥ অক্ষ আদি কতিপয় রাবণ-
তনয় । হনু সহ যুদ্ধে তথা উপনীত হয় ॥ সবারে মারিয়া বীর পবননন্দন ।
চণ্ডীকারে বলি দিয়া আনন্দে গমন ॥ অবশেষে মেঘনাদ আসিয়া তথায় । মহা-
যুদ্ধ করে কত কথা নাহি যায় ॥ ঘোর যুদ্ধে ক্রমে নিশা হৈল অবসান । রাবণে
দেখিতে ইচ্ছু বীর হনুমান ॥ প্রভাতেতে মেঘনাদ হনুরে বান্ধিল । রাবণ নিকটে
তারে উপনীত কৈল ॥ বিরূপ করিতে তারে করিয়া মমম । লেজেতে আগুন
দিতে বলে দশানন ॥ রাবণ-আদেশে সবে হনুরে ধরিয়া । রতযোগে পুচ্ছে
দিল আগুন জ্বালিয়া ॥ জ্বলিয়া উঠিল লেজে দীপ্ত হতাশন । অগ্নিশিখা ক্রমে
উঠি স্পর্শিল গগন ॥ দীপরূপ হৈল তাহা চণ্ডীর পূজনে । পবননন্দন বীর হাসে
মনে মনে ॥ সবেগে বন্ধন খুলি পবন-নন্দন । বড় বড় রক্ষ হস্তে করিল গ্রহণ ॥
রাক্ষসেরা দেখি ভয়ে পলাইল দূরে । সবেগে চলিল হনু আনন্দের ভরে ॥
বাহারে সম্মুখে পায় মারে রক্ষবাড়ি । লেজের আঘাত করে করে তাড়াতাড়ি ॥
অগ্নি লাগি রাক্ষসেরা কেহ কেহ পুড়ে । কান্দিতে কান্দিতে কেহ পলাইল
ডরে ॥ বেগে ধায় কেহ নাহি পাছু দিকে চায় । রক্ষ হাতে হনুমান দ্বারে দ্বারে
থায় ॥ এক গৃহে অগ্নি দিয়া যায় অন্য স্থান । ঘর পুড়ে দ্বার পুড়ে হাসে হনু-
মান ॥ এক চালে উঠি বীর আর চালে পড়ে । ছারখার করে ক্রমে রাবণ-
নগরে ॥ কত শত নিশাচর পুড়িয়া মরিল । পূত্র-শোক ভায়া-শোকে কত
দহিল ॥ অর্দ্ধপোড়া হয়ে কেহ ছটফট করে । যাতনা পাইয়া কেহ পড়ে
গিয়া জলে ॥ অগ্নিময় হৈল হাস রাবণ-নগরী । হাতে হাতে পাপফল দিলেন
হনু করি ॥ কি হলো কি হলো বলি ভাবে দশানন । স্বর্ণলক্ষা হৈল যেন শোকের
দ্রবণ ॥ এইরূপে লক্ষা দগ্ধ করি বীররর । উত্তরিল পুন গিয়া সীতার গোচর ।
তাজি হস্তান্ত কহে জানকী-সদনে । শুনিয়া জানকী-দেবী হরষিত মনে ॥
চাহে হনুরে তবে কহিলেন সতী । শুন বৎস শুন বীর শুন হে মারুতি ॥
দুর্দশা চক্ষে করিলে দশন । বলিও এ সব কথা নাথের সনন ॥ অচিরে

শ্রাবণে মারি রাম রঘুনি । উদ্ধার করেন যেন দুঃখিনী অধীনী ॥ অপেক্ষা
করিয়া আমি তাঁর আগমন । আশার আশেতে করি জীবন ধারণ ॥ দুইমাস
আছি আমি অশোক-কাননে । বলিও সকল কথা নাথের মদনে ॥ আর যদি
বেশী দিন করি অবস্থান । নিশ্চয় জানিবে আমি ত্যজিব পরাণ ॥ রামের
নিকটে বৎস বলে এই কথা । আমার করিও গতি তুমিও সর্বথা ॥ সীতার
এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । দুঃখভরে হনু করে অশ্রু বরিষণ ॥ সীতার বচনে
বীর স্বীকার করিয়া । প্রবোধ বচনে তাঁরে আখ্যাস অর্পিয়া ॥ জলধি-কূলেতে
বীর করে আগমন । জয় রাম বলি উঠে গগনে তখন ॥ মুহূর্ত্তেকে উপনীত
মাগরের পার । জাতিগণ হেরি পায় আনন্দ অপার ॥ সঙ্গেতে বাহারী ছিল
মীভা অহেনগে । অপেক্ষা করিতেছিল আমি সেই স্থানে ॥ হনুরে দেখিয়া
তাঁরা আনন্দে মগন । শুনিল তাহার সবে লক্ষ্য-বিবরণ ॥ শুনিলে বিজরে
জয়ে অপূর্ব আখ্যান । বলিলাম রামকণ দোঁহা বিদ্যমান ॥ পিতৃরূপা কেন
আমি কি কারণে হই । বলিলাম বিবরিয়া দোঁহাকার ঠাই ॥ অপূর্ব পুরাণ
কথা করিলে শ্রবণ । সবহেলে ভববন্ধ হয় বিমোচন ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

হনুমান কর্তৃক রামের নিকট সীতার স্তান্ত কথন, মাগরবন্ধন, লক্ষ্মণের
সমৈন্যে রামের উপস্থিতি, বহুমংথাক রাক্ষসনিধন,
দেবগণ কর্তৃক ভগবতীর স্তব এবং
দেবীর বোধনোদেগ ।

অগাগতা ততঃ যড়ভির্দ্বিনৈঃ পবননন্দনঃ ।
অঙ্গদাদৈঃ সহ জীমান দদশ বধনন্দনং ॥
প্রণমা সর্গবৃদ্ধান্তঃ জগাদ মুদিতাননঃ ।
রামোহপি দশমীং শুক্রাং শ্রাবণে মাসি নির্ধনঃ ।
সর্গয়া সেনরা সাদ্ধঃ যাত্রাং চক্রে মুদাস্থিতঃ ॥

অঙ্গদাদি সহ তবে পবন-নন্দন । ঋষ্যমুক অভিভুখে করিল গমন ॥ হনু
নীত আসি ক্রমে ছয় দিন পরে । দেখা দিল সবে আমি রামের গোচরে ॥ বরুণ পর্ব
মিয়া ফুল মনে কহিল সকল । শুনি পুলকিত-চিত রাম রঘুবর ॥ শ্রাবণ শুক্ল
শুক্রা দশমী তিথিতে । যাত্রা করে রঘুবর লক্ষ্য নগরীতে ॥ দুই দিন আসি চ
যাত্র করি পর্যটন । তৃতীয় দিবসে কুরে মাগর দর্শন ॥ দ্বাদশীতে উপস্থিত

জলধির তীরে । কি রূপে ঘাইবে ভাবে সাগরের পারে ॥ রাবণ রাজার ভাই
 নাম বিভীষণ । ত্রয়োদশী দিনে আগি রামের সদন ॥ শরণ লইল তাঁর করিয়া
 বিনয় । আশ্রয় দিলেন তাঁরে রাম দয়াময় ॥ বন্ধুরূপে বিভীষণে করিয়া
 গ্রহণ । লঙ্কারাজ্য দিবে তাঁরে কহেন তখন ॥ বিভীষণ সুমন্ত্রণা করয়ে অর্পণ ।
 সেইমতে কার্য করে রঘুর নন্দন ॥ তিন রাত্রি নিয়মেতে করিয়া সাপন । সাগরে
 প্রসন্ন করে কৌশল্যা-নন্দন ॥ শিকুরাজে ভুট করি আনন্দ স্বদয়ে । সেতু বান্ধে
 আরস্তিল কপি-সৈন্য লয়ে ॥ তীর হতে একশতবিংশতি যোজন । মূলিল
 উপরে হবে সেতুর বন্ধন ॥ ময়পুত্র নল বীর বান্ধিতে লাগিল । রামের মহিমা
 জলে পাষণ ভাসিল ॥ কত গিরি কত রক্ষ পর্বত-শিখর । রাশি রাশি আনি
 সেতু বান্ধিতে তৎপর ॥ শ্রাবণী-পূর্ণিমা দিনে নল মহাবীর । চৌদ্দ যোজনের
 পথ বান্ধিল গভীর ॥ পর দিনে চতুষ্টিংশ যোজন বান্ধিল । সাতার যোজন
 তার পর দিনে হৈল ॥ পোনের যোজন বান্ধে চতুর্থ দিবসে । সেতু বান্ধি বীরগণ
 সুখনিরে ভাসে ॥ জয় জয় ধ্বনি হয় সাগর-উপর । বানর-কটক সবে আনন্দে
 বিহ্বল ॥ “দেখি নাই শুনি নাই কভু কোন কালে । পাষণেতে সেতু বান্ধে
 সাগরের জলে ॥ সাগরে যাহার আশ্রা অপ্রতিত হয় । সে রামের জয় হোক
 জয় জয় জয় ॥” এইরূপ জয়নাদ হইতে লাগিল । অসংখ্য অসংখ্য কপি
 একত্রে মিলিল ॥ রূক্ষপক্ষে পুণ্ড্রায়ুক্ত ত্রয়োদশী দিনে । উত্তরিল রামচন্দ্র
 নাগর-দক্ষিণে ॥ মহাবাহু রামচন্দ্র সঙ্গে বিভীষণ । দক্ষিণ তীরেতে আসি উপ-
 নীত হন ॥ সংবাদ পাইয়া ভয় দশানন পায় । মুতমুহঃ শোকভরে চারিদিক্
 যায় ॥ ক্ষণে ক্ষণে কহে রায় প্রলাপ বচন । ক্ষণে চিন্তা ক্ষণে কম্প ক্ষণে মতি
 ভ্রম ॥ পরামর্শ নাই শুনে নহে বুদ্ধি হ্রি । কটুবাক্য বলে সবে দশান-
 বীর ॥ এ দিকেতে রামচন্দ্র অঙ্গদে ডাকিয়ে । দূতরূপে লুঙ্কাপুরে দিলেম
 পাঠায়ে ॥ মহাবল বালিপুত্র করিয়া গমন । রাবণ রাজার করে মুকুট হরণ ॥
 শুবলে মুকুট তুলি আনন্দ-স্বদয়ে । রামচন্দ্র-পুরোভাগে উপনীত গিয়ে ॥
 নিশ্চয় হইবে বুদ্ধ করি বিবেচনা । রাবণ অমাত্য সহ করয়ে মন্ত্রণা ॥ সমতনে
 পুরী রক্ষা করিতে লাগিল । দ্বারে দ্বারে বহু সৈন্য রক্ষিত করিল ॥ কপি-
 সৈন্য সঙ্গে করি রাম মধুর । উপনীত হন গিয়া রাবণ-নগর ॥ বানরে ঘেরিল
 লঙ্কা আশ্চর্য ঘটন । মহাবল কপি-সৈন্য করিছে ভ্রমণ ॥ কিবা জলে কিবা
 স্বর্গে উপরে । প্রান্তরে গৃহেতে কোঠে অথবা প্রাচীরে ॥ যথার যিরাঙ
 অহা ৷ আর কিছু নাই । বানর ভল্লুক মাত্র দেখিবারে পাই ॥ অনন্তর মহা-
 গুরু মন্দন । সবারে ডাকিয়া কন মধুর বচন ॥ হুম্মান বিভীষণ বালির
 উঠি ৷ নমুদান লক্ষণাদি সমাগত হয় ॥ সবারে কহেন রাম মধুর বচনে ।
 রণে ৷ সন্য এক করিয়াছি মনে ॥ বিধান করিব শ্রাদ্ধ এই মম মন ।
 কর ৷ আতিথি করি দরশন ॥ অদ্য হতে এই পক্ষে যত তিথি হবে ।

ভক্তিভরে পিতৃগণে সন্তোষিব সবে ॥ অম্বা তিথি খাত বলি পরব-রূপিণী ।
 অভেদ তাহার সহ দেবী সনাতনী ॥ অতএব অদ্য হুতে আরম্ভ করিয়ে ।
 করিব প্রতাহ শ্রাদ্ধ ভক্তিবৃত্ত হয়ে ॥ রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 যুত্ৰভাষে হনুমান কহিল তখন ॥ আমার বচন শুন কমললোচন । অবিলম্বে
 শ্রাদ্ধ-বিধি কর আয়োজন ॥ জয় লাভ হবে তাহে নাহিক সংশয় । সুধিবে
 জগতে কীর্তি কহিনু নিশ্চয় ॥ জগতে সকলে শ্রাদ্ধ এইরূপে করিবে । ধন-
 লাভ বিপন্নান ইহাতেই হইবে ॥ বুদ্ধিলাভ হবে তাহে কহিনু বচন । কামনা
 হইবে পূর্ণ ধর্ম উপার্জন ॥ অপর পক্ষেতে শ্রাদ্ধ যেই জন করে । সতিল তর্পণ
 করে জাকবী সলিলে ॥ বহু বহু অশ্বমেধ-ফল তার হয় । কহিলাম রঘুবর
 জানিবে নিশ্চয় ॥ হনুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । আনন্দ-সলিলে ভাসে
 রঘুর নন্দন ॥ হনুমান আশিষ্টিয়া মনের হরিণে । দক্ষিণ মুখেতে পরে শ্রাদ্ধ
 হেড় বসে ॥ যে দিন প্রথম শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিল । ভীষণ রাক্ষস সব সে দিনে
 আসিল ॥ পাঠাল সবারে দুষ্ট রাক্ষস রাবণ । চতুরঙ্গ বল আসে করিয়া গজ্জর্জন ॥
 সেনাপতি অকম্পন অমিতবিক্রম । হনুমান যুদ্ধে তারে করিল নিধন ॥ তাহা
 দেখি দাশরথী আনন্দে মগন । প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করে রঘুর নন্দন ॥ যথাবিধি
 শ্রাদ্ধ রাম প্রতিদিন করে । প্রতাহ ব্যাপ্ত থাকে ভীষণ সমরে ॥ প্রথমতঃ
 অকম্পন হইল নিধন । ধূম্রাক তাহার পর হৈল নিপাতন ॥ ধূম্রাক মরিলে
 পরে বজ্রনংক্ট আসে । বজ্রনংক্টে রামনৈন্য মারে অনারাসে ॥ বজ্রনংক্ট হত
 হলে রাবণ রাজন । অপার চিন্তায় বীর হৈল নিমগন ॥ পাঠায় শেষেতে বীর
 প্রহস্ত মাতুলে । প্রহস্ত আসিল রণে চতুরঙ্গ দলে ॥ তাহার সহিতে হয় ঘোর-
 তর রণ । দেবাসুর নর আদি সবে ভীতমন ॥ সমস্ত রজনী যুদ্ধ হৈল ঘোর-
 তর । প্রভাতে প্রহস্ত মরে মহাবলধর ॥ প্রহস্ত মরিল দেখি রাজা দশানন ।
 আকুল অন্তরে ভাবে কি হবে এখন ॥ পিতারে কাতর হেরি রাবণ-তনয় ।
 ইন্দ্রজিত নামে যেই উপনীত হয় ॥ মায়াবী রাবণ-পুত্র বলে মহাবল । পিতার
 আদেশে আসে করিতে সমর ॥ নাগপাশ তাজি বীর রাবণ নন্দন । রাবণ
 লক্ষ্মণেরে দৌহে করিল বন্ধন ॥ গরুড় হইতে মুক্ত দাশরথীদ্বয় । রাবণ হেরি
 তাহা মানিল বিষয় ॥ অবশেষে রণমাঝে রাবণ আসিল । ঘোরতর যুদ্ধ করি
 আরম্ভ করিল ॥ রাম-রাবণের যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর । কাঁপে পূর্ণ কাঁপে
 কাঁপে রসাতল ॥ দশ সহস্রক কোটি মৈন্য পড়ে রণে । হেন যুদ্ধ কহি ॥ দিব্য
 না দেখে নয়নে ॥ কত মুণ্ড ধরাতে গড়াগড়ি যায় । রক্তনদী ধরাতে
 ধরাতে ধায় ॥ কত স্কন্ধ উঠি নৃত্য করিতে লাগিল । কুস্তীর মণি দেবী যো
 নদীতে ভাসিল ॥ অক্ষৌহিণী মহাবীর হলে নিপতন । স্কন্ধ এক বিভাগের
 আনন্দে নর্তন ॥ দশস্কন্ধ উঠি নৃত্য করিবার পর । এক মুণ্ড উঠি দেবগণ কহি
 খল খল ॥ এইরূপে কত মুণ্ড উঠিতে লাগিল । যুদ্ধ হেরি করই সবে

কাঁপিল ॥ দুই দিন দিবানিশি করিয়া সমর । মহাবীর লক্ষ্মীনাথ হৈল জ্বর
জ্বর ॥ রণ অশ্ব কাটে তার রত্নর নন্দন । রণে ভঙ্গ দিয়া বীর করে পলায়ন ॥
কুম্ভকর্ণ মহাবল রাবণের ভাই । এদিকে রাবণ ভাবে তাহারে জাগাই ॥
নিদ্রাগত আছে বীর বিধির বিশাকে । না জানে যে লক্ষ্মাপুরী মজিয়াছে
শোকে ॥ কুম্ভকর্ণ মহাবল হেন শক্তি ধরে । অখিল বানরী সেনা গিলিবারে
পারে ॥ বহু যত্নে জাগরিত করিল তাহার । তাহা হেরি দেবগণ ব্যাকুলিত-
কায় ॥ ত্রক্ষার নিকটে সবে করিয়া গমন । বিনয় বচনে কহে যত দেবগণ ॥
শুন শুন প্রজাপতি নিবেদি তোমায় । কুম্ভকর্ণ মহাবীর জাগিল লক্ষ্মায় ॥ পঞ্চ-
লক্ষ কোটি সৈন্য নাজেতে করিয়ে । রাম সনে যাবে যুদ্ধে রোষান্বিত হয়ে ॥
যতক রাক্ষস-সেনা অতীব দুর্জয় । রামের লাগিয়া মোরা ব্যাকুল-হৃদয় ॥
বাসনা করেছি মোরা করি স্বস্তায়ন । রামের কল্যাণ মোরা করিব সাধন ॥
এবে তুমি মত কর ওহে দয়াময় । রামের লাগিয়া মোরা ব্যাকুল-হৃদয় ॥
দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ । মনে মনে প্রজাপতি করেন চিন্তন । যথা-
কাল সমাগত হইয়া আসিল । কুম্ভকর্ণ মহাবীর অকালে জাগিল ॥ শুক্রপক্ষে
হবে জানি রাবণ নিধন । দেবীর আদেশ বিনা না হবে মরণ ॥ বিবেচিয়া যদি
দ্রুত দেবী-পূজা করে । অবধ্য হইবে তবে জানিহ অন্তরে ॥ দেবী প্রবোধিতে
এবে সমুচিত হয় । এত চিন্তি প্রজাপতি দেবগণে কয় ॥ রামের মঙ্গল হেতু
সকলে মিলিয়ে । স্বস্তায়ন কর সবে হরিব হৃদয়ে ॥ আমিও করিব সবা সহ
স্বস্তায়ন । করিতে হইবে কিন্তু দেবীর বোধন ॥ নতুবা বাসনা সিদ্ধি কভু নাহি
হবে । দেবীর করুণা বিনা দ্রুত না মরিবে ॥ ত্রক্ষার এতক বাক্য করিয়া
শরণ । সকলে মিলিয়া করে দেবীর স্তবন ॥

পরম দেবতা তুমি কমল-নয়না । তোমারে প্রণমি কালী শিবা ত্রিলোচনা ॥
বরদা শাস্ত্ররী দেবী তুমিই শাস্ত্ররী । ভক্তিরূপা ভক্তিপ্রিয়া ভবানী দৈশ্বরী ॥
ভৈরবী ভীষণাননা শঙ্কর-বল্লভা । ভীমা ভীমাননা তুমি বিষ্ণুরূপা শুভা ॥ বিষ্ণু-
দৈত্যকরী দেবী তুমিই বৈষ্ণবী । সংহারকারিণী তুমি কপর্দিনী দেবী ॥ সৃষ্টি স্তিতি-
দুর্গমরী করাললোচনা । তব শিরে শশধর শ্যামলবরণা ॥ তুমি শ্বেতা তুমি গৌরী
নোহ কোমারী । দেবতার শক্তিরূপা বিচিত্র সুন্দরী ॥ বিচিত্রা দ্বিভুজা তুমি তুমি
কাঞ্চনজা । কভু ষড়ভুজা তুমি কভু অষ্টভুজা ॥ অষ্টাদশ বাহু কভু করহ ধারণ ।
জিনীয়া ষোড়শ বা করহ গ্রহণ ॥ কভু লক্ষ নেত্র তব বিরাজে শরীরে ।
পুন্ডলিকাপিণী তুমি প্রণমি তোমারে ॥ তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম নিম্নল-রূপিণী । তুমি
পরে প্রণবর্ক কামবিহারিণী ॥ দীর্ঘজিহবা অগ্রেময়া তুমি স্তবনীয়া । কাষগয়া
কর অধিষ্ঠাঙ্ক্যদ্রিনিলা ॥ অসংখ্য ত্রক্ষাও দেবা তোমার জঠরে । আকাশ-
রূপা করি ম প্রণমি তোমারে ॥ শৈলেশ-নন্দিনী তুমি ত্রিলোক-পাবনী । শিব-
কভু মিত্রদেবী পঞ্চতবাসিনী ॥ ধ্বলনলে তুমি দেবী কর অধিষ্ঠান । ত্রিভুগা

দুর্গতিহরা করি গো প্রণাম ॥ শান্ত জনে প্রিয়া তুমি শান্ত-স্বরূপিণী । পদ্মালয়া
 পদ্মনেত্রী কমলবাসিনী ॥ তুমি স্বাহা তুমি স্বধা ত্রীষ্কার স্বরূপা । তুমি বুদ্ধি
 তুমি শুদ্ধি তুমি দিবা ক্ষণ ॥ জগতের কর্তা তুমি বিশ্বের জননী । সার হতে
 সারা দেবী ব্রহ্ম সনাতনী ॥ বিশ্বের প্রধানী তুমি বিশ্বের কারিণী । চিদানন্দ-
 ময়ী দেবী স্তব-বিধায়িনী ॥ সকলের মূল তুমি পরমা ঈশ্বরী । সব হতে শ্রেষ্ঠা
 তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী ॥ তুমি সত্ত্ব তুমি রজঃ তুমি তমোগুণ । তোমার চরণে দেবী
 নমি পুনঃপুনঃ ॥ কল্যাণকারিণী তুমি কল্যাণদায়িনী । গুণবতী বুদ্ধিমতী
 শত্রু-বিনাশিনী ॥ দুর্গতি বিনাশ হয় তোমায় শরণে । সবার ঈশ্বরী তুমি
 ন্যামি চরণে ॥ তুমি মুক্তি তুমি ভুক্তি তুমি আদ্যাশক্তি । সবার আশ্রয় তুমি
 অগতির গতি ॥ তুমি লজ্জা তুমি ভুষ্টি তুমি সরস্বতী । তুমি শ্রদ্ধা তুমি দয়া
 তুমি ভুক্তি ধতি ॥ বিরাজ করিছ তুমি হাবর জঙ্ঘমে । তোমার মহিমা বল কে
 জানে ভুবনে ॥ যোগিনী প্রধানী তুমি তুমি যোগমায়া । আমা সব পরে দেবী
 বিতর গো দয়া ॥ ব্রহ্মাও উদরী দেবী কারণ-কারণ । তব পদে মোরা সব লইল
 শরণ ॥ রূপাচক্ষে চাহ দেবী দেবগণ প্রতি । সংসার-কারিণী তুমি অগতির গতি ॥
 সৃজিছ পালিছ তুমি করিছ হরণ । তত্ত্বময়ী তোমা পদে লইলু শরণ ॥ ভক্তি-
 বশে তোমা পায় যত যোগীচর । বিরাজ করহ তুমি যোগীর হৃদয় ॥ নিত্যানন্দ
 স্বরূপিণী সবাকার সার । তুমি না রাখিলে দেবী নাহিক নিস্তার ॥ আমরা
 তোমার পদে লইলু শরণ । বিপদে রক্ষহ মাতঃ যত দেবগণ ॥ তোমার চরণে
 যতি রাখে যেই জন । কি ভয় তাহার বল এ তিন ভুবন ॥ শ্রীদুর্গা তোমার
 নাম দুর্গতি-হারিণী । তোমার চরণ বিনা কিছু নাহি জানি ॥ পরমা প্রকৃতি তুমি
 সবাকার মূল । কত দৈত্য তব করে হয়েছে নির্মূল ॥ তোমার করুণা খ্যাত
 হাবর জঙ্ঘমে । রক্ষা কর মহাদেবী প্রণামি চরণে ॥ নিজ দেহে এই বিশ্ব করিছ
 ধারণ । তোমার মহিমা বল জানে কোন জন ॥ বহুকাল যোগী জন থাকি এক-
 মনে । না বুকে তোমার তত্ত্ব গুণো জিনয়নে ॥ তব রূপাবলে মুক্তি জানি গে
 নিশ্চয় । বিপদে পড়িয়া তোমা ডাকে দেবচর ॥ অকপট ভক্তি যদি রূপে
 তবেপরে । দুঃখ ভ কি রহে তার এ ভব সংসারে ॥ তুমি রূপা কর যারে ॥ ও
 জিনয়নে । কি ভয় তাহার বল এ তিন ভুবনে ॥ তব পদে মহাদেবী ক
 নমস্কার । দেবগণে রূপা করি করহ উদ্ধার ॥

এইরূপে স্তব করে যত দেবগণ । অন্ত্যামী সনাতনী জানেন তব মূল ॥ দি
 কন্যারূপ দেবী করিয়া ধারণ । দেবগণে রূপা করি দেন দরশন ॥ তাঁহা
 হেরিয়া যত অমর-নিকর । প্রণমে সকলে উঠে আনন্দ-অন্তর ॥ বলে দেবী
 সবাকার কর পরিভ্রাণ । অধিকে তোমার পদে করি গো প্রণাম ॥ বৈভাগে
 থাক্য করিয়া শ্রবণ । দিবাকন্যা কহে তবে মধুর বচন ॥ শুন শুন দেবগণ কা
 গো সবার । পাঠালেন দুর্গা দেবী জ্ঞানিবে আমায় ॥ বোধন করই ম

বিলুপ্ত-মূলে । প্রবোধিতা হবে দেবী তোমাদের ভরে ॥ তোমাদের উপরোধে
হবে প্রবোধন । মনের হরিষে তাঁরে করহ পূজন ॥ স্তবন প্রণাম আর বিধান
অর্চন । এ সবে দেবীরে শাস্ত্র করহ ভজন ॥ মনোরথ সিদ্ধি হবে নাহিক
সংশয় । দশাননে রণবর করিবেন জয় ॥ এত বলি দিব্যকন্যা হন অনুর্দান ।
ব্রজা সহ দেবগণ কিতিতলে পায় ॥ বিলুপ্ত মূলে সবে উপস্থিত হয়ে । দেবীর
আদেশ পালে আনন্দ-হৃদয়ে ॥

ষাটবিংশ অধ্যায় ।

ব্রজাদি দেবগণ কর্তৃক দেবীর পোষন ও পূজা, কুলকর্ণ-মেঘ-
নাদি রাবণাদিবধ, নীতার অগ্নিপরীক্ষা, বিভীষণকে
রাজ্যদান, মেঘবন্ধে শিবস্থাপন, রামের
অগোষ্ঠ্যাগমন প্রভৃতি বর্ণন ।

পুথিদাহনমাগনা ব্রজা দেবপুণ্ড্র মন ।
নিশ্চয়নে কাপি মদুশে বিদগ্ধাঙ্গ অঙ্গনে ॥
তুংগকপদে রুচিরে কচিনা পরমালিকাং ।
নিদ্রিতা তুংগদেমালা বিদোহিতী তনুধামা ॥
বিবিকিরস ভাণ নষ্ট । বিস্মিতোত্তুচ্চিদিভবঃ ।
তুংগাং নগাং প্রদত্তা মৌলী স্বরূপাঃ সহ ॥

মহীদ্বয়ে মহোদধিরা কহে হৈমবতী । শুন শুন তার পর অপূর্ণ ভারতী ॥
দেবগণ সহ ব্রজা আসি ধরাভলে । প্রবেশে নিচ্ছন্ন এক কানন ভিতরে ॥
চরম কাননে পশি হেরেন লোচনে । মনোহর বিলুপ্ত শোভে সেই স্থানে ॥
মনোহর পত্রে তার সুচারু-রূপিণী । নিদ্রিতা রয়েছে এক অপূর্ণ কামিনী ॥
গন্ধনবরণী বিষ সম ওষ্ঠাধর । নিশ্চেষ্টা রুচির অলঙ্কৃত বলেবর ॥ নবপঙ্ক-
জনীমালা শোভিছে শরীরে । বিরিকি হেরিয়া তাঁরে বিস্মিত অন্তরে ॥ চিত্র-
খুর্ভলিকা সম কমল-আমন । স্তম্ভিত হইয়া রহে বিস্ময়ে মগন ॥ দেবগণ সহ
তারে প্রণাম করিয়ে । ধৈবীর করেন স্তব হরিষ হৃদয়ে ॥ শঙ্কর-অঙ্কেতে দেবী
র অধিষ্ঠান । মহেশী তোমার পদে করি গো প্রণাম ॥ ভূতলে আনিলে তুমি
পা করি সবে । তোমার মহিমা বল কে বুঝিবে ভবে ॥ কভু শত্রুরূপা তুমি
কভু মিত্ররূপা । দুর্গা দেবী তন্নিমিত্ত জননী স্বরূপা ॥ যোগীগণ বহুকাণ

চিন্তিয়া অন্তরে । তথাপি তোমার তত্ত্ব বুঝিবারে মারে ॥ বিকার-রহিত তুমি
 সূক্ষ্ম-স্বরূপিণী । কভু একা বচরূপা তুমি গো জননী ॥ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড দেবী
 তোমার জঠরে । হর হরি কিম্বা আমি জানি না তোমাতে ॥ তুমি হাঁহা তুমি
 স্বধা তুমিই ওঙ্কার । লজ্জাদি সকল বীজ তুমি বহুট্কা : ॥ যি অর তুমি নারী
 সর্বস্বরূপিণী । প্রণমি তোমার পদে শুন গো জননী ॥ প্রসন্ন বরদা হও
 সবার উপর । তোমাতে শরণ লয় অমর নিকর ॥ কালরূপা তুমি দেবী
 তোমাতে প্রণাম । কালরূপে চরাচরে কর অধিষ্ঠান ॥ তুমি বর্ষ তুমি মাস ঋতু
 ও অয়ন । স্বধারূপে কব্য তুমি করহ ভোজন ॥ স্বাহারূপে হব্য-ভোক্তা তুমি
 গো জননী । প্রণমি তোমার পদে তার গো ভবানী ॥ দেবরূপে শূরূপক্ষে
 তুমি পূজনীয়া । পিতরূপে কৃষ্ণপক্ষে সর্বসেবনীয়া ॥ প্রপঞ্চ-রহিতা তুমি
 সত্যস্বরূপিণী । তোমার বোধন হেতু প্রণমি জননী ॥ জননী প্রসন্ন হও
 দেবতা উপর । তোমাতে প্রণমে সব দেবতা নিকর ॥ তুমি সূক্ষ্ম তুমি শূল এ
 মহীমণ্ডলে । তব পদ চিন্তা করে যেই ভক্তিভরে ॥ মুক্তিপদ পায় সেই
 তোমার রূপায় । রূপায়ি রূপা কর দেবতা সবার ॥ উচ্চকে করহ নীচ নীচে
 উচ্চ কর । তোমার মহিমা দেবি কি বুঝিব বল ॥ তোমা হতে চন্দ্র সূর্য
 লভিল জনম । তোমার মহিমা জ্ঞাত এ তিন ভুবন ॥ চন্দ্রকে করিতে পার
 দেব দিবাকর । ইচ্ছিলে করিতে পার সূর্য্যো শশধর ॥ অকালে তোমাতে দেবি
 করি আরাধন । শক্তিরূপা হও মাতঃ করিয়া করুণা ॥ অকালে করিছি মোরা
 তোমার বোধন । প্রসন্ন হইয়া রূপা কর বিতরণ ॥ তোমার রূপার শক্তি
 পরিছে রাবণ । তব রূপা আশে রাম করিছেন রণ ॥ রুদ্র আদি দেবগণে
 অথবা আমাতে । যেই শক্তি আছে দেবী সবার দেহেতে ॥ সর্বশক্তি রামে
 দেবী করহ প্রদান । তুমি দেবী সর্বদেহে সদা অধিষ্ঠান ॥ অকালে তোমার
 মাতঃ করেছি বোধন । প্রসন্ন হইয়া রূপা কর বিতরণ ॥ এইরূপ স্তুতিবাদ
 করিয়া শ্রবণ । নিদ্রা ত্যজি মহেশ্বরী উঠেন তখন ॥ পরম যুবতী রূপ ধারণ
 করিল । দেবগণ-পুরোভাগে আবিভূর্ত হৈল ॥ উগ্রচণ্ডী নাম দেবী করেন
 ধারণ । দেবগণে সঘোষিয়া কহেন বচন ॥ শুন শুন দেবগণ বচন আমার ।
 মনের বাসনা পূর্ণ হবে সবার ॥ মনোমত বর হবে করহ গ্রহণ । শুনিয়া
 আনন্দে মগ্ন যত দেবগণ ॥ অবশেষে সবিনয়ে দেব পদ্যঘোষি । কহিলেন
 নিবেদন শুন গো ভবানী ॥ রাবণ নিধন আর রামে রূপা তরে । অকালে
 বোধন আমি করেছি তোমাতে ॥ আশ্বিন-নবমী আজি আর্দ্রায়ুক্ত তিথি ।
 বোধন করিল তব ওগো ভগবতি ॥ অদ্য হতে হবে যবে রাবণ নিধন । তদ-
 বদি তব দেবী করিব পূজন ॥ তদন্তরে বিসর্জন করিব তোমায় । নিজ হানে
 যাবে দেবী আপন ইচ্ছায় ॥ এইরূপে ক্ষিতিতেলে কিম্বা সুরপুরে । অথবা
 পাতালে যারা নিবসতি করে ॥ যাযত বিদ্বির সৃষ্টি হবে অবস্থিত । তাবত

তোমার পূজা করিবে নিশ্চিত ॥ রুদ্রপক্ষে নবমী যে অর্জিৎসূক্তা হবে । বোধন
তাহাতে দেবি তোমার করিবে ॥ বিদানে করিবে সবে তোমার অর্চন ।
তোমার চরণে দেবি এই নিবেদন ॥ বিধির এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । জগ-
তের উপকার করিতে সাধন ॥ ইহকালে পরকালে জীবেরে তরিতে । কহি-
লেন দয়াবতী আনন্দিত চিতে ॥ তোমার বচন সত্য হোক পদ্মাসন । তোমা
হতে হৈল মম অকালে বোধন ॥ সাধিব তোমার কাজ ওহে পদ্মাকর । অদ্যই
মরিবে কুম্ভকর্ণ মহাবল ॥ ত্রয়োদশী দিনে অতিকায় যে মরিবে । লক্ষ্মণ
তাহারে রণে বিনষ্ট করিবে ॥ চতুর্দশী তিথি সবে হইবে উদয় । রাবণ সমরে
যাত্রা করিবে নিশ্চয় ॥ অমাবস্তা দিনে রাত্রি নিশাপ সময়ে । মেঘনাদ বীর
যাবে শমন-আলয়ে ॥ মকরাক্ষ প্রতিপদে হইবে নিধন । দ্বিতীয়াতে বহুবীর
হবে নিপতন ॥ রামের ধনুক যাহা সুরেশ্বর সমান । সপ্তমীতে তাহে আমি
হব অধিষ্ঠান ॥ রাম রাবণের যুদ্ধ অষ্টমীতে হবে । ত্রিলোক নিবাসী সবে
দর্শন করিবে ॥ অষ্টমী-নবমী-সন্ধি হবে যেইক্ষণ । রাবণের মুণ্ড সব হবে
নিপতন ॥ পুনঃ পুনঃ শিরোরন্দ জন্মিবে পড়িবে । নবমীতে অপরাহ্নে
জীবন ত্যজিবে ॥ দশমীতে জয়ী হবে রসুর নন্দন । আনন্দ-জলধিনীরে
হরণ নগন ॥ এক্ষণে পোনের দিন মম পূজা হবে । আনন্দে মজিষে সবে
উৎসব করিবে ॥ বিলুপ্তে তের দিন পূজিয়া আমারে । সপ্তমীতে গৃহে ঘোরে
পানিয়া স্নানরে ॥ যথাবিধি তিনদিন করিবে পূজন । নানাবিধ উপহার
করিবে অর্পণ ॥ জাগরণ করি রবে আনন্দের ভরে । রহিবে অষ্টমী দিনে
উপবাস করে ॥ নবমীতে বলিদান করিবে সিধানে । আমার করিবে পূজা
অতীব যতনে ॥ আমার যোগিনীগণে করিবে পূজন । ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি
করিলে অর্পণ ॥ অষ্টমী-নবমী-সন্ধি বেইকাল হুগ্ন । বাসর-আত্মক বলি
জানিবে নিশ্চয় ॥ তন্মধ্যে নবমী ভাগ কম্পাত্মক বলি । কহিলাম তব পাশে
কমণ্ডলুধারী ॥ সর্ষপ অর্পিয়া মোরে করিবে পূজন । কিবা বিপ্র কিবা ক্ষত্র
বৈশ্য শূদ্রগণ ॥ বিষয় কাথ্যাদি সব বর্জ্জন করিবে । কলহ মাৎসর্য হিংসা
হুদে না রাখিবে ॥ না করিবে অধ্যাপন আর অধ্যয়ন । ক্রয়বিক্রয়াদি কর্ম
না করিবে রণ ॥ কর্মণাদি কাব্য নাহি করিবে কখন । গীত বাদ্য কাজে
রত রবে অনুক্ষণ ॥ ভোজন করাবে বিপ্রে সন্তুষ্ট করিয়ে । ভূষিবে রমণী
জনে আনন্দ-হৃদয়ে ॥ দ্বতযুক্ত বিলুপত্র লইয়া আদরে । যতনে করিবে
হোম অর্পিয়া অনলে ॥ এইরূপে মম পূজা করে যেই জন । সর্বেশ্বর হবে
সেই আমার বচন ॥ মনীয় শারদী পূজা যেই নাহি করে । সে জন অস্ত্রিমে
গায় নরক ভিতরে ॥ পিতৃগণে প্রসীড়ন করে সেই জন । আমার বচন মিথ্যা
ওহে কদাচন ॥ মহাবিপদ জাল হতে সমুদ্ধার করে । মহাষ্টমী নাম ইথে
খ্যাত চরাচরে ॥ বিপুল সম্পত্তি লাভ এই সে কারণ । মহা নবমী বলিয়া

বিখ্যাত ভবন ॥ কণ্ঠসিদ্ধ হয় বলি জগত সংসারে । বিজয়া দশমী শ্যাম খ্যাত
 রোচরে ॥ দুলা পুষ্পোত্তরানাতা শ্রবণা এ চারি । মণ্ডমী অবধি হবে ওহে
 দৈত্য-অগ্নি ॥ এ চারি নক্ষত্র চারি দিবসে হইলে । বহুতর ফল ইথে জানিবে
 সকলে ॥ আমারে করিলে পূজা ওহে পদ্মাসন । মহাতৃপ্তি হয় মম জানিবে
 সৃজন ॥ রাবণে করিয়া বধ রত্নর নন্দন । জগতে অতুল কীর্তি করিলে
 স্থাপন ॥ মেরুপ তোমার কীর্তি হবে ভূমণ্ডলে । মম পূজা সৃষ্টি হেতু সেই
 পুণ্যকালে ॥ অতএব মম পূজা কর পদ্মাসন । পীঠদেবগণে পূজা করহ
 এখন ॥ স্বর্গতে আমার পূজা করহ মিলিয়ে । ক্ষিতিতলে কর পূজা আনন্দ-
 জনয়ে ॥ এত বলি মহাদেবী হন অন্তর্ধান । দেবগণ স্তম্ভনীরে হন ভাসমান ॥
 স্বর্গতে পূজিল সবে করিয়া উৎসব । ক্ষিতিতলে আমি পূজা করিলেন সব ॥
 মনুষ্যরূপেতে আমি অমর নিকরে । দেবী-পূজা করে সবে হরিস অন্তরে ॥ নব-
 যীতে কুম্ভকর্ণ হৈল নিপতন । তাহারে বিনাশে রাম রত্নর নন্দন ॥ অব-
 শেষে অতিকায় বিনষ্ট হইল । রাবণ সমরে গিয়া প্রবেশ করিল ॥ অব-
 শেষে বেদনাদ হৈল নিপতন । শুরুর দ্বিতীয়াতে মকরাঙ্গ বিনাশন ॥ এইরূপে
 নয় দিন দিবস শরীরী । দোরতর রণ হব বর্ণিবারে নারি ॥ কপিনৈন্য লক্ষ-
 সংখ্য বিনষ্ট হইল । কোটি সংখ্য রক্ষসেনা সমরে পড়িল ॥ ক্রমে ক্রমে কোটি
 কোটি রণমার্ক পড়ে । কত অশ্ব গজ রথী পদাতি বা মরে ॥ বহুসংখ্য স্তম্ভ
 উঠি নাগিতে লাগিল । কাটা মুণ্ড উঠি রণে হামিতে থাকিল ॥ রণক্রমে রক্ত-
 নদী মহাবেগে বর । ভাসিয়া চলিল তাহে দ্রুতমালাচয় ॥ উদ্ধমুখে কাকগণ
 রক্তপান করে । রণ হেরি লাগে ভয় সবার অন্তরে ॥ তৃতীয়া অবধি রাম রাব-
 ণের রণ । মহাভয়ানক রূপে চলে অশ্রুফণ ॥ নব্বদিন ক্রমাগত চলিল সময় ।
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কাঁপে থর থর ॥ বহু শর মারে রাম রাবণ উপরে । রাবণ
 শরতে শর নিবারণ করে ॥ বাক্যযুদ্ধ দুইজনে কত বা হইল । ভীষণ কার্য্যক
 রাম করেছে ধরিল ॥ ধনুক করেছে রাম ধরেন যখন । হইল তাঁহার মূর্তি
 অতি বিভীষণ ॥ বাণে বাণে কাটাকাটি দুই জনে হয় । ভীষণ সময় হেরি
 স্তম্ভে লাগে ভয় ॥ ক্ষণে রাম ব্যাথা পাব রাবণের বাণে । কখন রাবণ রথে
 রহে অচেতনে ॥ দুই জনে মহাবীর সমরে দুর্জয় । কেহ কারে নাহি পারে
 করিবারে জয় ॥ শনু শনু বাণ উঠে আকাশ উপরে । ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকার চারি
 দিকে করে ॥ ক্ষণে ক্ষণে অগ্নিময় দশদিক হয় । কিন্তু কেহ কারো হস্তে নাহি
 হয় জয় ॥ দেবগণ শূন্য থাকি করে দরশন । রামের কল্যাণ চিন্তা করে
 অন্তর ॥ অবশেষে ক্রোধ ভরে রত্নর নন্দন । মহাভার মহাধনু করেন গ্রহণ ॥
 মেরুতুল্য মহাশূল ধনুক লইয়ে । দশ বাণ জুড়ে রাম সন্ধান করিয়ে ॥
 যেমন ছাড়িল বাণ রাম রত্নর । দশ বাণ পড়ে গিয়া রাবণ-উপর ॥
 অটমী নবমী সন্ধি হৈ কালে হয় । রক্ষ শিরে পড়ে বাণ এ হেন সময় ॥ দশ

মুণ্ড কাটি রাম ফেলেন যেমন । পুন দশ মুণ্ড জন্মে অদ্ভুত ঘটন ॥ যতবার কাটে
রাম তত বার উঠে । ইহা দেখি রঘুবর পড়ে ন সঙ্কটে ॥ অশৌভর শত বার
করেন ছেদন । তত বার পুন শির শিরে সুশোভন ॥ অবশেষে নবমীতে
অপরাক্রম কালে । রণ মাঝে দশানন পড়িল ভূতলে ॥ মহাবীর বিংশহস্ত বীর
দশানন । রণ মাঝে ধরাশায়ী হইল যখন ॥ থর থর বশুমতী কাঁপিতে লাগিল ।
মাগর ভূধর যত কাঁপিয়া উঠিল ॥ লোকের কণ্ঠক দুটু হইলে নিধন । রামের
উপরে হয় পুষ্প বরিষণ ॥ আনন্দ-সানিলে ভাসে অমর নিকর । শোকে তাপে
পূর্ণ হৈল রাবণ নগর ॥ নারীগণ আমি সবে কান্দিতে লাগিল । বিভীষণ
রাবণের সৎকার করিল ॥ প্রভাতে দশমী দিনে রঘুর নন্দন । সবার সমক্ষে
করে গীতা আনয়ন ॥ সীতারে জননী জানে বানর সকলে । সান্ধ্য প্রণাম
করে একান্ত অন্তরে ॥ পরস্পর কহে তবে যত কপিগণ । যার জন্যে ধরা
মোরা করিলু ভ্রমণ ॥ নদ নদী গিরি আদি প্রান্তরে কাননে । যাঁহার লাগিয়া
মোরা ভ্রমি স্থানে স্থানে ॥ সুখী বসাহার লাগি রামের স্মরণ । বাহার লাগিয়া
বালী হৈল নিপতিত ॥ যার লাগি লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত হৈল । যার লাগি
রঘুবর মাগর বান্ধিল ॥ যার লাগি দশানন হৈল নিপতন । বংশে বাতী
দিতে নাহি রহে একজন ॥ সেই সীতা পতিভক্তা জনক-নন্দিনী । সম্মুখে
হেরিছি মোরা যেমন জননী ॥ এত বলি কপিগণ হরিল অন্তরে । প্রণমি
সীতার পদে ভাসে যুগ নীরে ॥ এ দিকে রামের মনে জন্মিল সংশয় । বহুদিন
রহে সীতা প্রাকম আলয় ॥ বদ্যপি জানকী সতী জানি মনে মনে । অপবাদ
হতে পারে আনিবে ভাবনে ॥ লোকে দোষ দিনে তার বিকল জনম । পরীক্ষা
করিয়া সীতা করিব আহু ॥ মনে মনে এত চিন্তি রাম রঘুবর । সীতারে
পশিতে কহে অগ্নির ভিতর ॥ অগ্নিতে বদ্যপি সীতা প্রাণে নাহি মরে ।
নির্দোষী বলিয়া তাঁরে নিবেদন আগারে ॥ এইরূপ আত্মা করে সুবাসনধর ।
হেনকালে উপনীত দেবতা নিকর ॥ লক্ষ্মী আদি দেবগণ করি আগমন । রামেরে
কহেন কত নিবেদন বচন ॥ কোন বাক্যে কর্ণপাত কিছু নাহি করি । সীতার
পরীক্ষা হেতু আত্মা দেন হরি ॥ পতির আদেশে সীতা আগুনে পশিল । সতী-
গুণে অগ্নি যেন শীতল হইল ॥ বিরক্ত হইবে অঙ্গ আগুণে পশিলে । কিন্তু কি
আশ্চর্য কাণ্ড হেরিল সকলে ॥ অগ্নিতে জীবিতা রহে জনক-নন্দিনী । এ হেন
অদ্ভুত কাণ্ড নাহি দেখি শুনি ॥ পবিত্রা সীতারে জানি রঘুর নন্দন । সবার
সমক্ষে তাঁরে করেন গ্রহণ ॥ বানর ভস্মক যত রণে মারছিল । অল্পত বহিয়া
ইন্দ্র সবারে বাঁচাল ॥ অবশেষে রামচন্দ্র 'সীতা' লয়ে । লঙ্কারাজ্য রাজা
করে আনন্দ স্বরয়ে ॥ অবশেষে লঙ্কা হতে বাহার 'সীতা' লয়ে । শিবমূর্ত্তি
স্থাপন করিয়া ॥ পিতৃসত্য রঘুবর করিয়া পালন । আদলে পুনরায় অমোক্ষা
ভবন ॥ রামে হেরি পৌরগণ আনন্দে মগন । সার্থক ভাগিন তবে আপন

জীবন ॥ বসিলেন রামচন্দ্র অযোধ্যা-আসনে । পুত্র সম পালে রাম যত
প্রজাগণে ॥ এগার হাজার বর্ষ করিয়া শাসন । ত্র্যলোকে রম্যবর করেন
গমন ॥ শুনিলে বিজয়ে জয়ে অপূর্ব আখ্যান । বলিলাম কালতীর্থ দৌঁড়া
বিদ্যমান ॥ এখন শুভহ সখী বলি দৌঁড়াকারে । আশ্বিনের পৌর্ণমাসী বিদিত
সংসারে । কালতীর্থ বলে তারে শুন সখীগণ । তাহার বিশেষ কথা
করিব বর্ণন ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কোঙ্গাগরী রুতা, দীপাবিত্তা রুতা ও অন্যান্য কালতীর্থ কথন ।

আশ্বিনাঃ পৌর্ণমাস্যাহ লক্ষ্মীঃ কমলসম্ভবা ।
বাহৌ ভ্রমতি সর্বত্র রূপয়া কবচৌ দ্বিদং ॥
উপোষ্য দিবসঃ সর্বং প্রদোষে মাং প্রবৃজ্য চ ।
নারিকেলোদকং পৌরী কো জাগতি মহাননা ॥
তস্তানন্তুহামি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদা ।
তস্মান্ সংপূজয়েজ্জগত্ উত্তমা শত্যা সদিদম্ ॥

আশ্বিনে পূর্ণিমা দিনে কমল-আলয়া । নিশাকালে ভ্রমে দেবী পুলকে
পূরিয়া ॥ ধরামাষে সর্ব স্থানে করেন ভ্রমণ । নিজলুপ্তে এই বাক্য করি উচ্চা-
রণ ॥ “উপবাসী থাকি দিনে প্রদোষে আমারে । পূজা করি নারিকেল-অন্ন
পান করে ॥ জাগিয়া আছয়ে কেবা করি অশ্রবণ । চতুর্দশ তারে আমি করিব
অর্পণ ॥” এ হেতু পূজিবে লক্ষ্মী অতি ভক্তি করি । শক্তিমত উপহারে
ওগো সহস্রী ॥ লক্ষ্মী লাভ বাঞ্ছা করে দেই সাধুজন । প্রদোষে লক্ষ্মীর
পূজা করিবে সে জন ॥ তার পর সমাবস্যা দীপাবিত্তা নাম । তাহাতে করিবে
সাধু আন্ধের বিধান ॥ পার্বণবিধিক শ্রদ্ধ করিবে সৃজন । সন্ধ্যাকালে
করিবেক পিতৃ বিসর্জ্ঞন ॥ এই দিনে নিশাকালে কালিকা সুন্দরী । অমুর বধের
হেতু দেবী দিগম্বরী ॥ সুপূর্ব স্থাপিতে দেবী করে আগমন । পদভরে ধরাদেবী
কাঁপে ঘন ঘন ॥ সহিতে না পারি পৃথ্বী দেবী-পদভর । মুহুমুহঃ বসুন্ধরা
কাঁপে থর থর ॥ ধরণী চলিল যেন পাতাল নগরে । যত জীব ভয় পেয়ে কাঁপে
থরে থরে ॥ তাহা দেখি আশুতোষ দেব-পঞ্চানন । শব হয়ে ভূমিতলে করে
আগমন ॥ দেবীর চরণতলে পড়ি পঞ্চানন । বক্ষোপরে কালিকারে করেন
ধারণ ॥ তখন ধরণী ভিন্ন কূর্ম্ম হৈল হির । অনন্ত হলেন শূন্থ যিনি মহাবীর ॥

কালিকারে এই দিনে এ হেতু পূজিবে । পুষ্প অর্ঘ্য পশু বলি সাদরে
 অর্পিলে ॥ বসন ভূষণ রত্ন পারম শুদ্ধন । যথাবিধি কালিকারে করিবে অর্পণ ॥
 সমপিবে দীপমালা আত ভক্তিভরে । করিবেক নৃত্যগীত আনন্দ-গন্তরে ॥
 করিবেক উপবাস জিতে নিয়া হনে । নিশাকালে মাদ্রুজন রহিবে জাগিয়ে ॥
 অবশেষে কালিকারে করিবে পূজন । যদি মাঝে দেবীরূপ করিবে চিত্রন ॥
 শ্যামলবরণা দেবী চতুর্ভুজ ধরে । বরাভয় বামকরে কিবা শোভা করে ॥ দক্ষিণ
 করেতে অঙ্গি নুনুওধারিণী । প্রলয় আঁধার সম অরুণরূপিণী ॥ উজ্জ্বলা পাতক-
 হরা দেবী দিগম্বরী । শবরূপ শিবোপরে করাল অধরী ॥ মুক্তকেশী লল-
 জিহ্বা মহাসা-বদনী । মুখে রক্তধারা বহে দানবনাশিনী ॥ সত্ত্বরূপা সদা
 শুদ্ধা নিফলা কেবলা । ভূষণে ভূষিতা পীনোন্নত পয়োধরা ॥ ব্রহ্ম বিষ্ণু ইন্দ্র
 কাল আদি দেবগণ । ভক্তিভরে দেবী-পদে করেন বন্দন ॥ চারিদিকে
 যোগিনীরা নাচিতে নাচিতে । বেড়িয়া রয়েছে তাঁরে আনন্দিত চিতে ॥ রক্ত
 মধু মদ্য সবে করিয়া গ্রহণ । পরস্পর পরস্পরে করিছে অর্পণ ॥ এইরূপে কালি-
 কারে চিন্তিয়া অনন্তে । পূজিবেক মাদ্রুজন অতি ভক্তিভরে ॥ দেবপ্রীতি হেতু
 আর বিষ্ণুপ্রীতি তরে । মহাস্তমী বিধানেন্তে পূজিবে সাদরে ॥ আগম বিধানে
 কিছা করিবে পূজন । নিশাকালে নানাবাদ্য করিবে বাদন ॥ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তেতে
 পরে দিবে বিসর্জন । বিপুল দক্ষিণা বিপ্র করিবে অর্পণ ॥ ভোজন করাবে
 বিপ্র তার পরদিনে । বহুবিধ পুণ্য হয় শাস্ত্রের বচনে ॥ কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা
 তিথি খ্যাত তার পর । রাসোৎসব দিন সেই জানে চরাচর ॥ ত্রীকুণ্ড গোপিকা
 সহ হরিষ অন্তরে । রন্দাবনে রাসলীলা এই দিনে করে ॥ অতএব প্রতিমাতে
 বিহিত বিধানে । পূজিবে গোপিকাগণে গোপিকা রঙনে ॥ অনশনে দিবাভাগ
 করিয়া যাপন । অতীত হইলে সন্ধ্যা সাধক সৃজন ॥ পূর্ণিমাতে নন্দমূর্ত্তে
 করিবে পূজন । বিবিধ অমিষ্ট খান্য করিবে অর্পণ ॥ কৃষ্ণের স্বরূপ চিত্রা করি-
 বেক মনে । যাহার রূপায় নর যায় মোক্ষধামে ॥ নবীন নীরদ শ্যাম কমল-
 লোচন । বনমালা-বিভূষিত উজ্জ্বল বরণ ॥ কেয়ুর ও হার শোভে দিব্য কলে-
 বরে । তপ্তস্বর্ণ সম বস্ত্র পরিধান কর ॥ ললাটে শোভিছে কিবা রোচনা-তিলক ।
 কুন্তল বিরাজে মরি গোপিকা-নায়ক ॥ চরণে নৃপদ বাজে রুণু রুণু করি ।
 মন-বিভ্রান্ত নের আহা মরি মরি ॥ কামর বরণী রমবতী নারীগণ ।
 কাম ভাবে কৃষ্ণ প্রতি করে নিরীক্ষণ । কামবশে শীৎকার ঘন ঘন করে ।
 কটি হতে বস্ত্র সব খসি খসি পড়ে । আরক্ত সবার নেত্র অতি মনোহর ।
 সবার মাঝেতে কৃষ্ণ সুশীল সুন্দর ॥ বহুসংখ্য গোপীগণ আছে সেই স্থানে ॥
 সবার কাছেতে কৃষ্ণ বিরাজে সেখানে ॥ কৃষ্ণের মায়ায় সবে বিমোহিত ঘন ।
 সকলেই দেখে কৃষ্ণ সবার সদন ॥ রমণীয় রন্দাবনে কামন ভিতরে ।
 শ্লগঙ্কী কুসুম কত নানাশোভা ধরে ॥ তথায় বিরাজ করে নন্দে নন্দন ॥

চিকিৎসে একপে রুক্ষে যেই সাধু জন ॥ সখাবিধি পূজা করি করিবে স্তবন ।
 তুমি হরি বিশ্বধারী ব্রহ্ম সনাতন ॥ পরিব্রাণ কর মোরে রূপার সাগর । দয়া-
 সিন্ধো দীনবন্ধো গুণের আকর ॥ ইচ্ছা করি তুমি হরি বিধিরে সৃজিলে ।
 দিনকরে শশধরে যতনে রাখিলে ॥ সৃষ্টি হিত প্রলয়ের তুমিই কারণ । তব
 রূপাবশে মহাবিরাট জনম ॥ কৃষ্ণা করিয়া দীনে করহ উদ্ধার । তব পদে
 কোটি কোটি করি নমস্কার ॥ বেদেতে আভ্যে তব মহাত্ম্য বর্ণন । বুঝিবারে
 পারে হৈন আছে কোন জন ॥ বাণী দেবী জড়ীভূতা বর্ণিবারে গেলে । মহা-
 বদনে শেষ নারে কোন কালে ॥ যতদিনে হয় দেব বিধির পতন । নিমেষ
 তোমার তাহে বিখ্যাত ভুবন ॥ ভক্তজনে দৃষ্টি যেন রহে রূপাময় । বঙ্কিম
 কটাক্ষ তব উদ্ধারে নিশ্চয় ॥ স্বেচ্ছাময় তুমি দেব সবার মার । তব রূপা-
 বশে হয় ভবসিন্ধু পার ॥ বিকার রহিত তুমি আকার রহিত । তোমার
 মহাত্ম্য আছে বেদেতে বিদিত ॥ রূপা করি অধীনেরে করহ রক্ষণ । তব তত্ত্ব
 বুঝিবারে নারে কোন জন ॥ যে দিকে ফিরাও তুমি সেই দিকে মতি ।
 গোপিকারমণ তুমি অখিলের পতি ॥ রূপালয় রূপাসিন্ধো অধম তারণ ।
 বিপিনবিহারী তুমি অখিল কারণ ॥ বিশ্বের রক্ষক তুমি বিশ্বের ঈশ্বর । কত
 অবতার ধর পরণী উপর ॥ গোপবাসে হৈন তুমি নন্দের তনয় । কিন্তু ব্যাপ্ত
 আছ প্রভু সর্ব বিশ্বময় ॥ আপন ইচ্ছায় থাক রন্দাবন ধামে । অবতীর্ণ ধরা-
 ভার নাশের কারণে ॥ তুমি দেব মায়া করি নাশিলে পৃথনা । কে বুঝিবে
 ওহে হরি তোমার জলনা ॥ শকট করেছ চূর্ণ চরণ-আধাতে । বিনাশিলে
 তুণাবর্তে নিমেষ মধ্যেতে ॥ কালীয়ে করিলে তুমি নিমেষে দমন । বামকরে
 গোবর্দ্ধন করিলে পারণ ॥ শ্রুতি পাতা ধাতা তুমি বিশ্বতে সবার । গোপিকা-
 মোহন তুমি অখিল-আধার ॥ কিবা দেব কিবা দৈত্য যক্ষ আদি করি । তোমার
 সৃজিত সব ওহে বিশ্বধারী ॥ গুণভেদে রূপভেদ হয়েছে তোমার । ব্রহ্ম বিষ্ণু
 শিব এই ত্রিবিধ আকার ॥ কটাক্ষে করহ সৃষ্টি কটাক্ষে পালন । কটাক্ষে
 করহ তুমি অখিল নিপন ॥ যখন থাকহ নাথ নিদ্রাবেগ ঘোরে । তখন সকলে
 বলে প্রলয় তাহারে ॥ তব পদে মতি যেন রহে নিরন্তর । তব ভক্ত পাশে
 বস নহে অগমর ॥ ভক্তের সাধিতে হিত তুমি দয়াময় । নিরন্তর রহ তুমি
 মচেস্ট-সুন্দর ॥ দিনকর শশধর তোমার আদেশে । দিবানিষি শূন্যে রহি
 কিরণ প্রকাশে ॥ তোমার রূপার সূর্য্য তেজে তেজোময় । শশধর শীতকর সদা
 সুপাময় ॥ তোমা হতে আদ্যা শক্তি হয়েছে উদ্ভব । পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি হরি তুমিই
 মাধব ॥ তোমার রূপার নাথ ভবসিন্ধু তারি । অন্তকালে পাই যেন ও চরণ-
 তরী ॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই । তব পদে ভক্তিমাত্র মাগি তব
 ঠাই ॥ নিকাম হইয়া পূজে তোমারে যে জন । সাযুজ্য মুকতি তারে করহ অংগণ ॥
 নির্বাক পদবী সেই অবহেলে পায় । তব দেহে দিব্য তেজে শিশাইয়া যায় ॥

আমারে করহ দয়া ওহে যোগেশ্বর । যজ্ঞেশ্বর তুমি হরি রাখার ঈশ্বর ॥
 কিবা যজ্ঞ কিবা দান আকাদি তর্পণ । যে জন তোমারে সব করয়ে অর্পণ ॥
 অন্তকালে কোলে তুমি সেই জনে লও । ভক্ত বলি নিজ অঙ্গে মিশাইয়া দেও ॥
 নমামি নমামি দেব চরণে তোমার । ভক্তজনে দয়া সেন রহে অজিবার ॥
 এইরূপে স্বপ পাঠ করি ভক্তি ভরে । পূজিবেক যথাবিধি শাস্ত্রের বিচারে ॥
 জাগত আসন পান্য নৈবেদ্য বসন । রত্ন ভূষণাদি দিয়া করিবে অর্চন ॥ বিপ্র-
 গণে নিমন্ত্রিয়া সাদরে আনিবে । নৃত্যগীত বাদ্য গোপিকোৎসব করিবে ॥
 যথাবিধি পূজি বিপ্রের করাবে ভোজন । বিপ্রেরে দক্ষিণা বহু করিবে অর্পণ ॥
 পরদিনে মহোৎসব করিয়া সাদরে । বিসর্জন দিবে পরে একান্ত অন্তরে ॥
 বিপ্রগণে মিলি দ্রব্য করাবে ভোজন । বহুপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বচন ॥
 পুত্র পৌত্র বন্ধু বন্ধি হইবে তাহার । পাতক তাহার দেহে নাহি রবে আর ॥
 ইহলোকে সুখে থাকি অন্তে সেই জন । বৈকুণ্ঠে হরির পাশে করিবে গমন ॥
 তদন্তরে মার্গশীর্ষে পৌর্ণমাসী তিথি । মহাপুণ্য-প্রদা বলে তাপস-সংহতি ॥ যুগ-
 শিরায়ুষ্ঠ যদি সেই দিন হয় । কালতীর্থে বলি উহা জানিবে নিশ্চয় ॥ পৌষ
 মাসে চবিবারে অমাবস্যা হলে । শ্রবণ ও ব্যতীপাত তাহাতে মিলিলে ॥
 অষ্টাদশ বলি তারে কহে ঋষিচর । কোটি সূর্যগ্রহ সম সেই দিন হয় ॥ স্নান
 স্নান আকাদি সেনিমে করিবে । এ দিন সমান কালতীর্থে নাহি হবে ॥ দুর্লভ
 এ ছেন দিন শাস্ত্রের বচন । এ দিন কামনা করে পুণ্যদ্রুগণ ॥ তৎপরে
 ফাক্তন ঋগে ধবলা* দ্বাদশী । মহাপুণ্য তিথি তারে বলে যত ঋষি ॥ গোবিন্দ-
 দ্বাদশী হয় তাহার আখ্যায় । করিবে গোবিন্দে ইথে পূজার বিধান ॥ এই
 দিনে গোবিন্দের করিবে পূজন । স্বর্গে দেব-দেবীগণ করয়ে অর্চন ॥ নৈবেদ্য
 চন্দনে পুষ্পে পূজিবে সাদরে । পূজাকালে রবে অতি বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ পূর্ব-
 দিনে শুদ্ধভাবে করিবে সংযম । মনে মনে গোবিন্দের করিয়া স্মরণ ॥ পূর্বাঙ্কে
 দ্বাদশী দিনে বিশুদ্ধ হইয়ে । চয়ন করিবে পূজা একান্ত হৃদয়ে ॥ তুলসীর পত্র
 আরো করিবে চয়ন । দ্বাদশ নৈবেদ্য করি করিবে পূজন ॥ দ্বাদশ প্রকার
 পুষ্পে পূজিতে হইবে । দ্বাদশ ভ্রাঙ্কণে পরে ভোজন করাবে ॥ কলমূল নিজে
 শেষে করিবে ভোজন । সমাহিতাচরণে রবে হয়ে শুদ্ধমন ॥ সুরভি দেবেজ
 আর গিরি গোবর্ধন । গোপগোপী গোধনের করিবে পূজন ॥ চন্দনাদি
 দিয়া পূজা করিবে সবারে । বহু পুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বিচারে ॥

সহস্রাধিরা গিরিজারে জয়া ও বিজয়া । জিজামা করিল পুন ওগো হর-
 জয়া ॥ ভাদ্রমাসে দ্বাদশীতে গোবিন্দপূজন । এই ত বিধান আছে জানে
 সর্বজন ॥ ফাক্তনী দ্বাদশী তবে কেন পুণ্যবতী । বিবরিয়া কহ ইহা

ওগো ভগবতী ॥ সখীদ্বয়-বাক্য শুনি গিরিজা সুন্দরী । কহিলেন শুন বলি
ওগো সহচরী ॥ কোনকালে ভাদ্রমাসে দেব পুরন্দর । গোবিন্দে করেন পূজা
যিনি দেবেশ্বর ॥ দ্বাদশী তিথিতে গোপ গোপিকা মাঝারে । অভিষিক্ত করে
ইন্দ্র সুরভির ক্ষীরে ॥ সমুদ্র শুনিয়া ইহা করেন চিন্তন । মম জলে অভি-
ষিক্ত হন নারায়ণ ॥ কিন্তু ইন্দ্র ভাদ্রমাসে দ্বাদশী তিথিতে । করিলেন
অভিষিক্ত সুরভি-ক্ষীরেতে ॥ আমার জলেতে অভিষেক না করিল । ইন্দের
এমন মতি কেন বা হইল ॥ আমিও দ্বাদশী দিনে ত্রীগোবিন্দ ধনে । করিব
যে অভিষেক অতীব যতনে ॥ মম জল বিনা সেই দ্বাদশী সুন্দরী । কিরূপে
আগত হৈল বুঝিবারে নারি । মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন । সমুদ্র
ব্রাহ্মণমূর্ত্তি করিল ধারণ ॥ অবিলম্বে গেল চলি মানব-আগারে । ভাদ্রীয়া
দ্বাদশী তরে অশ্বেষণ করে ॥ সম্বতনে সর্বস্বহান করে বিচরণ । ফাল্গুন
মাসেতে ক্রমে পায় দরশন ॥ দ্বাদশী তিথিরে হেরি তটিনীর পতি । মনে
মনে রোষাবিষ্ট হইলেন অতি ॥ তাহা দেখি ভীত হয়ে দ্বাদশী সুন্দরী ।
আবিভূতা হন আমি দিব্যমূর্ত্তি ধরি ॥ গোরবণা পীতবস্ত্রা দ্বিভুজ-ধারিণী ।
শ্যামপৃষ্ঠা সুমধ্যমা জনবিমোহিনী ॥ পরম সুন্দরী মূর্ত্তি করিয়া ধারণ । সবিনয়ে
জলেশ্বরে কহেন বচন ॥ ভাদ্রীয়া দ্বাদশী আমি শুনহ সাগর । ফাল্গুনে আমিও
আমি তোমার গোচর ॥ আমারে ফাল্গুণীরূপে করিয়া কল্পন । দ্বাদশীর
ব্রত তুমি করহ সাধন ॥ এত শুনি জলনিধি কহিল তখন । কি হেতু
দ্বাদশী দেবী হও ভীতমন ॥ তব তিথে দেবরাজ সানন্দ অন্তরে ।
করিলেন অভিষিক্ত বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে ॥ অভিষিক্ত হয়ে বিষ্ণু বলিরে চলিয়া ।
ইন্দেরে দিলেন রাজ্য বামন হইয়া ॥ এ হেতু তোমাতে আমি করিব
পূজন । সেই সনাতনে যিনি খাদব নন্দন ॥ অদ্য হতে ফাল্গুনেতে যত
নরগণ । দ্বাদশী পাইয়া যত্নে করিবে অর্চন ॥ ত্রয়োদশী দিনে কথা শ্রবণ
করিবে । বিপ্র ভোজনান্তে তবে আপনি খাইবে ॥ দ্বাদশী এতেক শুনি
করিল এণাম । আবিভূত নন্দমুত দোঁহা বিদ্যমান ॥ সাধনের ধনে
তথা করি দরশন । সাগর আনন্দনীরে হলেন মগন ॥ পুলকে পূরিত হৈল
সর্ব্ব কলেবর । গোবিন্দের অভিষেকে হলেন তৎপর ॥ যথাবিধি অভিষেক
করিয়া তখন । মনে মনে পুলকিত জলনিধি হন ॥ শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি চারি-
দিক পূরে । ঘন ঘন পুষ্পরক্তি দেবগণ করে ॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ স্তব আর-
স্ত্রিল । ত্রীকূঞ্জে নেহারি সবে আনন্দে ভাসিল ॥ অভিষিক্ত হয়ে কৃষ্ণ সস্ত্রাধি
সবায় । আনন্দিত মনে তবে নিজ বাঁসে যায় ॥ সমুদ্র কৃতার্থ হয়ে গেল
নিজস্থান । দেবগণ সুখনীয়ে হন ভাসমান ॥ গোবিন্দ দ্বাদশীব্রত করি
বর্ণন । মহাপুণ্য হয় ইথে যে করে সাধন ॥ কিবা নর কিবা নারী এ ব্রত
করিবে । বর্ষে বর্ষে দ্বাদশীতে করিতে হইবে ॥ শুদ্ধকালে ফাল্গুনেতে দ্বাদশী

পাইয়ে । আরম্ভ করিবে ব্রত শুদ্ধচিত্ত হয়ে ॥ দ্বাদশ বরষ কাল করিতে
 হইবে । নর নারী ভক্তি ভরে গোবিন্দে পূজিবে ॥ শুদ্ধকালে অবশেষে হবে
 সমাপন । অনলে দ্বাদশ হোম করিবে অর্পণ ॥ দ্বাদশ ত্রাফণবরে নিমন্ত্রণ
 করি । সুমিষ্ট দ্বাদশ দ্রব্য দিবে ভক্তি করি ॥ দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপিতে
 হইবে । দ্বাদশ শ্লোকস্তব সাদরে পড়িবে ॥ “জগতের আদি তুমি তুমিই
 ওঙ্কার । ব্রহ্মের স্বরূপ তুমি জগত-আধার ॥” অনন্ত তুমি হে দেব তুমি গদা-
 ধর । প্রণমি তোমার পদে ওহে সর্বেশ্বর ॥ কিছুতে নহ ত ক্ষীণ ওহে নারা-
 যণ । নাহিক তোমার ক্ষয় পুরুষ-উত্তম ॥ নবীন জলদর্শ্যাম পলাশ-লোচন ।
 ভক্তি ভরে নতি করি তোমার চরণ ॥ মুক্তিকামী নরগণ হয়ে একমন । নির-
 ন্তর সেবা করে তোমার চরণ ॥ তব মায়াবশে মুগ্ধ হয় জীবগণ । চিদাত্মা-
 স্বরূপে তুমি হৃষ্ট অনুক্ষণ ॥ তোমার চরণে দেব করি নমস্কার । তন্তুজনে
 দয়া যেন থাকে অনিবার ॥ যে জন তোমারে দেব করয়ে ভজন । তাহার
 করহ তুমি ভয় বিনাশন ॥ তুমি ভব্য তুমি ভব ওহে সনাতন । জলধি সলিলে
 তুমি করহ শয়ন ॥ ভবশক্ত তুমি দেব ভবের লক্ষণ । তোমার চরণপদ্মে
 করি গো বন্দন ॥ গরিষ্ঠ গিরীশ তুমি গগণরূপক । বন্দনীয় বরবীজ গগণ-
 ব্যাপক ॥ গহনস্বরূপ তুমি ওহে সনাতন । নিরন্তর নতি করি তোমার
 চরণ ॥ তুমি তেজ তেজোরূপ প্রদানরূপক । তব তেজে প্রদীপিত হয় সর্ব-
 লোক ॥ তৈজস আত্মক তুমি ওহে সনাতন । তোমার চরণে করি সতত
 বন্দন ॥ বালরূপী তুমি দেব বাণীর ঈশ্বর । তুমি বায়ু তুমি বসু তুমি বীরবর ॥
 বাহুবল-যুক্ত তুমি ওহে সনাতন । তোমার চরণে করি সতত বন্দন ॥ তুমি
 সুখ সুখগম্য তুমি সুখদাতা ॥ সুন্দর পুরুষ তুমি সবাংকার পাতা ॥ সমুদ্র
 উপরে তুমি করহ শয়ন । তোমার চরণে করি সতত বন্দন ॥ তুমি দ্রব্য ও
 দ্রব্যক ত্রিকোটি দেবতা । তুমি দেব দেবদেব সবার নিয়ন্তা ॥ তোমার চরণে
 করি সতত বন্দন । অখিল বিঞ্চেতে ব্যাপ্ত তুমি সনাতন ॥ বামদেবরূপী
 তুমি তুমিই বামন । বালতনু তুমি দেব করহ ধারণ ॥ তুমি দেব লীলাবশে
 বরাহ আকার । তোমার চরণে নাথ করি নমস্কার ॥ তুমি খড়্য তুমি যজ্ঞ
 তুমি যজমান । যজুরাদি বেদবেত্তা তোমারে প্রণাম ।” এইরূপে স্তবপাঠ
 করিবে শ্রুজন । সর্ববেদসার স্তব জানে সর্বজন ॥ ব্রহ্মলোকে এই স্তব সদা
 গীত হয় । সার হতে সার স্তব নাহিক সংশয় ॥ এই স্তব প্রতিদিন করিয়া
 পঠন । ভগবান বাসুদেবে করিবে রঞ্জন ॥ বিশেষতঃ ফাল্গুনের দ্বাদশী
 দিবসে । স্তবপাঠ করি দেবে নমিবে বিশেষে ॥ সর্বপাপে মুক্ত হবে সেই
 সাধুজন । অন্তিম বৈকুণ্ঠ পুরে করিবে গমন ॥ অতঃপর ঙ্করদেবে করিয়া
 প্রণাম । বিপুল দক্ষিণা তাঁরে করিবে প্রদান ॥ গোবিন্দ দ্বাদশী ব্রত করে
 যেই জন । মনোবাঞ্ছা হয় তার অচিরে পূরণ ॥ তৎপরে ফাল্গুন মাসে পৌর্ণ-

মাসী হয়। মহন্তরা বলি তারে ঋষিগণ কয় ॥ ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়ো-
দশী তিথি। যদ্যপি সংযুক্ত হয় বারুণ সংহতি ॥ বারুণী তাহার নাম বিদিত
ভুবন। মহাপুণ্য দিন এই জানে সর্বজন ॥ ত্রিবিধ বারুণী হয় শাস্ত্রের
বিধানে। বিবরিয়া বলি তাহা দোহা বিদ্যমান ॥ বারুণ সংযুক্ত হলে
বারুণী আখ্যান। শনিবার যোগে মহাবারুণী হৈ নাম ॥ মহামহা নাম
ধরে শুভযোগ পেলে। এই দিনে স্নান দান যেই জন করে ॥ কোটি কোটি
স্বর্গগ্রহণেতে যেই ফল। তুর্লভ সে ফল পায় মানব নিকর ॥ তৎপরে
তৃতীয়া শুক্লা মহন্তরা নাম। সে দিনে করিবে নর স্নান পূজা দান ॥ কাশ-
তীর্থ মাসে মাসে যেই দিনে হয়। বলিলাম বিবরিয়া গুণো সখীদ্বয় ॥ দিব্য
জ্ঞান লাভ হয় এ সব শুনিলে। অন্তিমে যুগতি লভে এই পুণ্যফলে ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

বিশেষ বিশেষ পুণ্যদিন কথন।

স্বস্ত্যদিবসশ্চৈব পিতৃশ্রাদ্ধবাসবঃ।
দুগ্ধতে চ গুরুষত্র তদা তীর্থক লভাতে ॥
পুবাণপাঠকালঞ্চ পূর্বাণারম্ভকল্পণা।
যদাবকসমাপ্তিষ্ঠ স কালস্তার্থমুচ্যতে ॥

দেবী বলে শুন জয়ে শুন গো বিজয়ে। জন্মদিনে তীর্থ বলে তাপসদি-
চরে ॥ শিক্ মাহু পরলোক যেই দিনে হয়। গুরুপদ দরশন যে দিনে উদয়।
তীর্থকাল বলি তাহা জানিবে অন্তরে। মহাপুণ্য দিন সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥
সৎকর্ম সাধনে বাঞ্ছা হয় যেই ক্ষণ। সেই কাল তীর্থ বলি জানে সর্বজন ॥
সোমবারে অমাবাস্যা রবিতে মপ্তমী। মঙ্গলে চতুর্থী আর শুক্রতে অষ্টমী ॥
সূর্যগ্রহ সম কাল এই সব হয়। সাধুগণ-পূজনীয় এই দিনচয় ॥ কুজবারে
চতুর্দশী অথবা অষ্টমী। শাস্ত্রের বিচারে ইহা কালতীর্থ গণি ॥ চন্দ্রগ্রহণত
তুলা এই দিন হয়। পুণ্য কার্য করে ইথে যত সাধুচয় ॥ পুষ্যা-সমষ্টিতা
যদি হয় শুক্রবারে। সেই দিন গঙ্গাস্নান যেই জন করে ॥ তিন কোটি কুল
সেই করয়ে উদ্ধার। এই কয় দিন হয় পবিত্রের সার ॥ দিনক্ষয় ব্যতীপাত
ববিনশক্রমণ। সৎকর্ম যেই দিনে সাধু করে আরম্ভণ ॥ পুণ্যদিন বলে সবে
শাস্ত্রের বিচারে। সাধুগণ এই দিনে স্নান দান করে ॥ যারগীর্থে শুক্লপক্ষে

দ্বাদশী তিথিতে । বরাহ অম্বর বধ হয়েছে ধরাতে ॥ লোকের হিতের তরে
দেব নারায়ণ । এইদিনে বরাহের করেন নিধন ॥ বরাহ দ্বাদশী বলে এই সে
কারণে । পুণ্যকাজে বহু পুণ্য হয় এই দিনে ॥ মাদ্রমাসে বুধবারে গিতাষ্টমী
হলে । বহু ফল হয় ইথে সূকাজ করিলে ॥ এই দিনে হয় সখী বুধের জনম ।
এহেতু পবিত্র দিন বলে সর্ষজন ॥ ভাদ্রমাসে চতুর্দশী শুক্লপক্ষে হবে ।
অনন্ত দেবেরে তাহে সম্বন্ধে পূজিবে ॥ কার্তিকে কৃত্তিকাযোগে কার্তিক-অর্চন ।
ইত্যাদি তিথির কণা করিহু বর্ণন ॥ পবিত্র দিবস সব যেই সেই হয় । বলিহু
সংক্ষেপে তাহা ওগো সখীদয় ॥ যেই দিনে যেই কার্য্য শাস্ত্রের বিধান । সে
দিনে সাধিবে তাহা সেই মতিমান ॥ পুণ্যকাজে মহাফল শাস্ত্রের বচন । এ হেতু
সতত মন রাখে সাধুজন ॥ এখন শুনিতে যাহা অভিশাষ হয় । বলহ আমার
পাশে ওগো সখীদয় ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

বাড়ীহাওয়া, বাক্যের উৎপত্তি, পুরাণ উপপুরাণ ও রামায়ণাদির উৎ-
পত্তি, সরস্বতীর জন্ম, ধরাভলে সরস্বতীর ভ্রমণ ও বাণীকি-
মুখে অধিষ্ঠান এবং পুরাণসংখ্যাাদি কথন ।

বাচো বেদাঃ সংহিনাশ্চ বাচো মন্ত্রাঃ স্তপস্কলাঃ ।
বাচো কাব্যং পুৰাণানি বাচ্য মন্ত্রাঃ প্রতীষ্টিতাঃ ॥
উপপূজ্য মহৎপূজ্য পুৰাণং দ্বিবিধং মতং ।
অষ্টাদশৈব সংখ্যাতান্নাত্তথানি সখীদয় ॥
রামায়ণং মহাকাব্যমাদৌ বাণীকিনা কৃতং ।
তন্মূলং সর্ষকায়ানামিতিহাসপুৰাণযোঃ ॥

বিজয়া জয়ার সহ আনন্দ হৃদয়ে । জিজ্ঞাসা করিল পুনঃ ওগো হরজায়ে ॥
যে পুরাণ তুমি দেবী করিছ কীৰ্ত্তন । ইহা মূল কিয়া দেবী আছে অন্যতম ॥
কিরূপে পুরাণ সৃষ্টি বল দেখি শুনি । দৌহার কৌতুক দূর করগো ভবামী ॥
সখী দৌহারকর বাক্য করিয়া শ্রবণ । কহিলেন ভগবতী শুন দিয়া মন ॥
পূর্বকালে ব্রহ্মা যাহা বিনির্মাণ করি । যতনে গোপনে রাখে হৃদয় উপরি ॥
সেই সব প্রকাশিব দৌহার সদনে । ভক্তিমতী তোমা দৌহে জানিতেছি মনে ॥
শুনিতে বাসনা বড় হয়েছে দৌহার । এহেতু বর্ণিব সব করিয়া বিস্তার ॥
মহাগোপনীয় ইহা শুন মহেশ্বরী । পূর্বকালে পদ্মায়ানি সক্তি-অধিকারী ॥ বিশ্ব-

সৃষ্টি হেতু বাঙ্গা করি পদ্মাসন । আগে নব প্রজাপতি করেন সৃজন ॥ দশদিক
 অঙ্ককার করি দরশন । মনে মনে অত্যন্তুত ভাবেন তখন ॥ বাক্যের উৎপত্তি
 নাহি সেই কালে হয় । বোবা হয়ে পদ্মযোনি নিরন্তর রয় ॥ যেই নব প্রজা-
 পতি করিল সৃজন । তাহারাত্ত বোবা হয়ে রহে অনুক্ষণ ॥ এইরূপে চিন্তাকুল
 দেব পদ্মযোনি । আকাশ হইতে উঠে অকস্মাতঃ বাণী ॥ “তপ” এই দুই বর্ণ
 উচ্চারিত হয় । তাহে চমকিত হন ব্রহ্মা মহাশয় ॥ জগৎ ব্যাপয়ে যথা রবির
 কিরণ । ব্যাপিল সে শব্দ তথা অখিল ভুবন ॥ দশদিক জ্যোতির্ময় তখনি
 হইল । পদ্মযোনি ক্ষণে তবে নির্বৃতি পাইল ॥ চারি মুখে চারিদিকে ঘন ঘন
 চায় । মনে মনে পদ্মযোনি মহাত্মা পায় ॥ অবশেষে প্রথমেতে দেব পদ্মাসন ।
 স্তুনির্মল বাক্যপুঞ্জ করেন সৃজন ॥ তার পর চারি বেদ সংহিতাদি করি । ক্রমে
 ক্রমে সৃজে সব সৃষ্টি-অধিকারী ॥ প্রথমে বিধাতা হতে বাক্যের সৃজন । পরম
 পবিত্র বাক্য বিদিত ভুবন ॥ অমৃত সমান বাক্য বিদিত ভুবনে । বাক্যেতে
 পবিত্র সব জানে সর্বজনে ॥ বাক্য বেদ বাক্য মন্ত্র সংহিতা পুরাণ । বাক্য
 কাব্য বাক্য সত্য নাহি তাহে আন ॥ ধৈর্য্য শৌর্য্য গান্ধীর্ধ্যাদি বাক্য হতে হয় ।
 বাক্য হতে লভে জীব সর্বত্র বিজয় ॥ এহেতু হইল আগে বাক্যের সৃজন । ব্রহ্ম-
 স্বরূপক বাক্য শাস্ত্রের বচন ॥ অকারাদি স্বর আর ককারাদি হল । বিধাতা করেন
 সৃষ্টি অক্ষর সকল ॥ এই সব বর্ণ মিলি বাক্যের সৃজন । অবশেষে ভাষা সৃষ্টি
 করে পদ্মাসন ॥ ছাপ্পান্ন সংখ্যক ভাষা বিধাতা সৃজিল । ভাষা বোধ হেতু
 ব্যাকরণাদি হইল ॥ ব্যাকরণে পদজ্ঞান লভে নরগণ । দর্শনেতে অর্থজ্ঞান
 জানে সর্বজন ॥ পুরাণে ধর্ম্মের জ্ঞান যন্ত্রেতে মুকতি । এই সব ক্রমে সৃজে
 সৃষ্টি অধিপতি ॥ বাক্য ব্রহ্মরূপ বোধ করিবে অন্তরে । সেই বাক্যে মিথ্যা কহি
 যেই কাজ করে ॥ মিথ্যাবাদী বলে তারে এ তিন ভুবন । অন্ত্রিমে সে জন করে
 নরকে গমন ॥ বরঞ্চ আপন প্রাণ দিবে বিসর্জন । অথবা আপন শির
 করিবে ছেদন ॥ তথাপি অসত্য কথা কভু না কহিবে । অসত্য হইতে পাপ
 কিছু নাহি ভবে ॥ সত্য বাক্য গুরুসেবা সবার প্রধান । দুই গুণ আছে যার
 সেই মতিমান ॥ বিরাজে এ দুই গুণ শরীরে যাহার । তপ জপে কিবা কাজ
 আছয়ে তাহার ॥ পুরাণ দ্বিবিধ হয় জানে সর্বজন । উপধূর্ক মহৎপূর্ক
 শাস্ত্রের বচন ॥ মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ হয় । তত সংখ্যা আছে উপ-
 পুরাণে নিশ্চয় ॥ যথাক্রমে নাম সব করিব কীর্তন । সাবধানে অবহিতে করহ
 শ্রবণ ॥ মহাপুরাণের মধ্যে ব্রহ্ম হয় আদি । দ্বিতীয় পুরাণ পদ্ম কর
 অবগতি ॥ তৃতীয় পুরাণ আখ্যা ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ । বৈষ্ণব চতুর্থ বলি
 শাস্ত্রের বিধান ॥ ব্রহ্মবৈবর্তক হয় জানিবে পঞ্চম । নৃসিংহ-পুরাণ ষষ্ঠ
 অতি মনোরম ॥ ভবিষ্য সপ্তম হয় গারুড় তৎপর । নবমের লিঙ্গাখ্যান
 শৈব তার পর ॥ একাদশ বরাহ যে মার্কণ্ড দ্বাদশ । ত্রয়োদশ বলে

ক্লেদে কুর্গ চতুর্দশ ॥ পঞ্চদশ হয় মৎস্য সুরমা আখ্যান । ষোড়শ বলিয়া
গণি আগ্নেয় পুরাণ ॥ বায়ব্য পুরাণ সপ্তদশ মধ্যে গণি । ভাগবতে
অষ্টাদশ বলিয়া বাখ্যানি ॥ উপপুরাণের কথা শুন দিয়া মন । একে একে
সব কথা করিব বর্ণন ॥ প্রথমতঃ হয় আদি আদিত্য দ্বিতীয় । বৃহন্নারদীয়
উপপুরাণে তৃতীয় ॥ চতুর্থ নারদ পঞ্চ নন্দীক-দৈবর । ষষ্ঠমধ্যে গণনীয়
বৃহন্নন্দীশ্বর ॥ শাষ সপ্ত অষ্ট ক্রিরাযোগসার হয় । নবম কালিকা বলি আছে
পরিচয় ॥ পরে ধর্ম তার পর বিষ্ণুধর্মোত্তর । শিবধর্ম বিষ্ণুধর্ম ক্রমে পর পর ॥
তৎপরে বামন আর বারুণ পুরাণ । ষোড়শ নৃসিংহ পরে ভার্গব আখ্যান ॥
বৃহদ্রথ অষ্টাদশ সার হতে সার । উপপুরাণের সংখ্যা করিছু বিস্তার ॥
মারীচ কপিল আদি সংহিতা বিস্তর । তবে আছে ধর্মকথা খ্যাত চরাচর ॥
রামায়ণ মহাকাব্য বিদিত সংসারে । বাল্মীকি মহর্ষি তাহা বিরচিত করে ॥
সকল কাব্যের মূল সেই রামায়ণ । ইতিহাস পুরাণের আদিম কারণ ॥
সংহিতা-সবার মূল রামায়ণ হয় । সবার আদর্শ উহা জানিবে নিশ্চয় ॥
হরি অংশে বেদব্যাস ধরেন জনম । মহাভারতাক্ষ গ্রন্থ করেন রচন ॥
রামায়ণ মহাকাব্য আদর্শ করিয়া । বিরচে ভারতকথা মানন্দ হইয়া ॥
পুরাণ সংহিতা আর যাহা কিছু হয় । রামায়ণ আদর্শেতে করেছে নিশ্চয় ॥
পুরাণ সংহিতা কত ব্যাসের রচন । কতিপয় রচিয়াছে অন্য অন্য জন ॥
সবেতে ধর্মের কথা অধর্ম বিনাশ । শাস্ত্রে মতি জন্মে আর বুদ্ধির প্রকাশ ॥
ধর্মকথা নিরন্তর পড়ে যেই জন । তাহাতেই মুক্ত হয় তাহাদের মন ॥
মন্বাদি ধর্মশাস্ত্র ভারত পুরাণ । কিহা রামায়ণ আদি সুরমা আখ্যান ॥
ধর্মার্থে সবার মুক্তি হয়েছে জানিবে । এ হেতু পড়িবে আর অভ্যাস করিবে ॥
করাইবে সযতনে শিষ্যে অধ্যাপন । করিবেক শাস্ত্রমতে কার্য আচরণ ॥
এইরূপে সযতনে যেই জন করে । অবহেলে সেই জন যায় ভবপারে ॥
কার্য্যাকার্য্য বিনির্গয় আছয়ে ইহায় । পড়িলে সাদরে ইহা মহাজ্ঞান পায় ॥
প্রজাপতি বর্ণভাষা করিয়া সৃজন । ধর্মাশ্রমধর্ম পরে সৃজে পদ্মাসন ॥
অবশেষে জগতের উপকার তরে । প্রজাপতি পদ্মাসন চিন্তেন অন্তরে ॥
শাস্ত্র বিনা ধর্মজ্ঞান কিরূপে হইবে । এত ভাবি ব্যাকরণ সৃজিলেন তবে ॥
এই শাস্ত্রে সবিশেষে পদজ্ঞান হয় । শাস্ত্র অর্থজ্ঞান তাহে জন্মিল নিশ্চয় ॥
অনুসূপ আদি করি ছন্দের সৃজন । করিলেন অবশেষে দেব পদ্মাসন ॥ অব-
শেষে সরস্বতী ধরিল জনম । অক্ষর-আত্মিকা দেবী ধবল বরণ ॥ ভূষণ-ভূষিতা
দেবী ত্রিনেত্রধারিণী । ধরিছেন চারিভূজ শশাঙ্ক-মৌলিনী ॥ সুধা বিদ্যা মুদ্রা
অক্ষগুণ এই চারি । চারিভূজে ধরিছেন পরমা সুন্দরী ॥ চারুনেত্রী সুন্দরীয়ে
করি দরশন । কহিলেন মিষ্টভাষে দেব পদ্মাসন ॥ কে তুমি কোণায় হতে
হৈল আগমন ! আমার নিকটে তব কিবা আকিঞ্চন ॥ কেবা পিতা কেবা মাতা

কহ গো সুন্দরি । কি কাৰ্য্য করিব তব বল তুরা করি ॥ বিধির এতেক বাক্য
 করিয়া শ্রবণ । মিষ্টভাষে সরস্বতী কহেন তখন ॥ বর্ণব্রজ হাতে আমি জনম
 ধরিবু । সরস্বতী মম নাম তোমারে কহিবু ॥ আমার অর্ঘ্যেতে তুমি ধরেছ
 জনম । তুমি মম ভ্রাতা হও ওহে পদ্মাগম ॥ এবে যাহা বলি আমি কর অনু-
 গতি । থাকিবার স্থান মোরে দেহ ওহে বিধি ॥ পতি মম হবে কেবা কর নিরু-
 পণ । তব কীর্তি হেতু মম জনম পারণ ॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনি পদ্ম
 যোনি । কহিলেন শুন শুন ওগো সুবদনি ॥ তোমার জনমে মম সুখের
 সকার । মম প্রিয় হেতু তব হৈল আগুসার ॥ হেরিছ আমার এই মুখচ্যুতয় ।
 ইহাতে করহ দেবি সুখেতে আশ্রয় ॥ আমার হৃদয়ে আছে দেব নারায়ণ । তব
 প্রিয় পতি হবে সেই সনাতন ॥ কবির বদনে হও কবিতা শকতি । তাঁহার
 সৃজিবে শাস্ত্র ওগো সরস্বতী ॥ শাস্ত্র-অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমিই ছইবে । নারায়ণ
 তব পতি হৃদয়ে জানিবে ॥ সেই হরি বিশ্ব-আত্মা বিশ্বের ভাবন । সকল
 শাস্ত্রের আত্মা সেই নারায়ণ ॥ বিধির এতেক বাক্য শুনি সরস্বতী । কহিলেন
 সবিনয়ে মধুর ভারতী ॥ একাকিনী হয়ে আমি বড় কবি মুখে । কিরূপে
 রহিব বিধি কহ ত আমাকে ॥ যুক্তিযুক্ত এই বাক্য নহে পদ্মাগম । ইহার
 উপায় মোর কর নিরুপণ ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । কহিলেন মিষ্ট-
 ভাষে দেব পদ্মাগম ॥ ত্রিলোক ভ্রমণ কর ওহে সরস্বতী । যোগ্যপাত্র দেখি
 দিবে কবিতা শকতি ॥ বিষ্ণুর চরিত্র হয় সৰ্ব্বনিদর্শন । ভবিষ্যৎ রূপে তাহা
 করিবু কম্পন ॥ যোগ্যপাত্র দেখি শক্তি করহ অর্পণ । বিষ্ণুর চরিত্র সেই করিবে
 কীর্তন ॥ তার প্রতি রূপা তুমি করিবে সুন্দরী । সেই কবি তব রূপা যাহার
 উপরি ॥ বিধির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । তাঁহার মুখেতে দেবী রহেন
 তখন ॥ বাঞ্ছিত পাত্রের তরে জগত মাঝারে । ভ্রমণ করেন দেবী আকুল
 অন্তরে ॥ নাগলোকে সুরলোকে করিয়া ভ্রমণ । সত্যযুগ ক্রমে দেবী করেন
 যাপন ॥ অবশেষে ত্রেতাযুগ সমাগত হৈল । সরস্বতী ধরা মাঝে ভ্রমিতে
 লাগিল ॥ দেখিলেন এক স্থানে মহা তপোধন । তপেতে জ্বলিছে বেন তপন-
 কিরণ ॥ তমসা নদীতে স্নান করি ঋষিবর । পিতৃদেব-তর্পণাদি করি তার পর ॥
 শিষ্য সহ বনশোভা করি দর্শন । ভ্রমিছেন বনমাঝে মহাতপোধন ॥
 কনকবরণ জটা শিরে শোভা পায় । ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান স্থিতমুখ তার ॥
 তাম্রবর্ণ শিরোদেশ কুশ শোভে করে । সূগভীর নাভিদেশ কিবা শোভা ধরে ॥
 মদমন্ত গজ সম মনোহর গতি । আজানুললিত বাহু বক্ষ উচ্চ অতি ॥
 খাতারাতে নুনিগণ করিছে প্রণাম । রোগ-শোক-হীন ঋষি বাল্মীকি আখ্যান ॥
 তমসাতীরস্থ বনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে । দেখিলেন ঋষিবর পক্ষী আচ্ছিতে ॥
 পক্ষীরে ব্যাধ এক করে নিপাতন । পতি মৃত দেখি করে পক্ষিণী রোদন ॥
 পতি তরে স করুণে কান্দিতে লাগিল । তাহা দেখি ঋষি-হৃদি শোকেতে ডুবিল ॥

শোকাবেগে হতজ্ঞান তাপসের মন । তাহা দেখি শিষ্যগণ মলিন-বদন ॥
 সরস্বতী দেবী ইহা করি দরশন । ঋষিভ্রুঃখ নিবারিতে করেন মনন ॥ সহসা
 ঋষির মুখে করে অধিষ্ঠান । শোক দূর করিবারে ঋষিমুখে বান ॥ যেমন ঋষির
 মুখে করেন গমন । অমনি ব্যাধেরে ডাকি কহে তপোধন ॥ চারিপদ শ্লোক
 ছুটে ঋষির আননে । “মা নিষাদ প্রতিষ্ঠান্তুঃ” জানিবে প্রথমে ॥ “আশ্বত্থ
 শাখতীঃ সমাঃ” দ্বিতীয় চরণ । “যঃ ক্রৌঞ্চমিথুনাংদেক” পরে উচ্চারণ ॥
 “অবধীঃ কামমোহিতঃ” শেষ পাদ হয় । চারিপদ শ্লোক ঋষি মুখে উচ্চারণ ॥
 কামে মুগ্ধ ক্রৌঞ্চদ্বয় করে বিচরণ । তাহার একেরে ভূমি করিলে নিধন ॥
 এহেতু প্রতিষ্ঠালাভ না হবে কখন । এই বাক্য ব্যাধে ডাকি কহে তপোধন ॥
 জয়নাদ ত্রিভুবনে উঠে ঘন ঘন । শ্লোক শুনি যত ঋষি আনন্দে মগন ॥ পক্ষী-
 শোক যদি হতে করি পরিহার । শ্লোকোচ্চারি ঋষি পায় আনন্দ অপার ॥
 সহসা তথায় আদি দেব পদ্মাসন । বাল্মীকিরে সম্বোধিয়া কহেন বচন ॥
 শুন শুন মহামুনে বচন আমার । বাণীদেবী অধিষ্ঠিত বদনে তোমার ॥ সেই
 বাণী ভগবতী কাব্যরূপিণী । অধিষ্ঠিতা তব মুখে ওহে মহামুনি ॥ পূর্ব হতে
 করিয়াছি সব নিরূপণ । কাব্যরূপে বেদবক্তা হবে তপোধন ॥ সৃষ্টিকর্তা
 আমি ব্রহ্মা লীলাকর্তা হরি । তদ্গুণ-কীর্তনকর্তা তোমারে বিচারি ॥ হরিগুণ
 নংকীর্তন কর তপোধন । সৃষ্টিরক্ষাকর হবে আমার বচন ॥ ধর্মরূপা বিষ্ণু-
 লীলা পাতকহারিণী । বর্ণন করিয়া ধর্মেরে স্থির কর ভূমি ॥ তোমা হতে হবে
 ভবে ধর্মের স্থাপন । বিষ্ণুর যতেক লীলা করহ বর্ণন ॥ ব্রহ্মরূপা সরস্বতী
 তোমার বদনে । জন্মিয়াছে শ্লোকরূপে ওহে মহামুনে ॥ মনে মনে কিছুমাত্র
 না কর চিন্তন । চতুর্দশ কাব্য হতে হইবে সাধন ॥ নীচমুখে যদি হয় কবিতা
 সৃজন । অমান্য তাহারে নাহি করিবে কখন ॥ পাতকী হইয়া যদি কাব্যকর্তা
 হয় । সেই ফলে পুণ্যবান হয় পাপীচর ॥ তোমার কবিতা হয় সদর্শে
 পুরিত । মহাপুণ্যপ্রদ ইহা জানিবে নিশ্চিত ॥ যেই শ্লোক তব মুখে হৈল
 উচ্চারণ । কাব্য নাম ধরে ইহা জানিবে সৃজন ॥ এক্রূপে বর্ণিবে যত ওহে
 মহামতি । মহাকাব্য বলি হবে ভুবনে বিখ্যাতি ॥ ছোট ছোট সর্গ ইথে
 করিবে রচন । নারদের উপদেশ করিয়া গ্রহণ ॥ নারদের মুখে শুনি হবে
 জ্ঞানবান । রচনা করহ শীঘ্র ওহে মতিমান ॥ জন্মিবেন রামরূপে দেব
 বারায়ণ । তাঁর ভাবী কথা ভূমি করহ রচন ॥ মহাকাব্য হবে ইহা ধরণী
 মাঝারে । অনুগামী হবে তব যত কবিবরে ॥ তোমার কবিতা হেরি যত
 বিগণ । বিবিধ কবিতা পরে করিবে রচন ৷ তব তুল্য কবি নাহি হবে
 কান জন । ত্রিকালজ্ঞ সত্যবাদী হবে তপোধন ॥ কবি ব্রহ্মা কাব্য বিষ্ণু
 কবি পঞ্চানন । ধর্মবক্তা রসবক্তা কবি যেই জন ॥ কবির বর্ণনা কতু মিথ্যা
 নাহি হয় । সৃষ্টিকর বলি কবি বিখ্যাত নিশ্চয় ॥ দেবেন্দ্র উপেন্দ্র যম আদি

শ্রম সংবিভাগ করিল কীর্তন । রাজধর্ম ত্রৈলোক্য নারীর ধরম ॥ বৈশ্যধর্ম
শূদ্রধর্ম গৃহীধর্ম আর । দেবতাচারিত্র কত করিল বিস্তার ॥ শত্রু-মিত্র-কথা
ইপে হয়েছে বর্ণন । ইতিহাস চলে আছে ধর্ম নিরূপণ ॥ মঙ্গল কামনা করে
যেই সাধু জন । স্মরণ করিবে নিত্য এই রামায়ণ ॥ পড়িবে বুঝিবে অর্থ
করিয়া যতন । মহাপুণ্য সেই জন করিবে অর্জুন ॥ রামায়ণ সপ্তকাণ্ড রহে
বর ধরে । অধর্ম কদাপি নাহি তাহার আগারে ॥ বিপদ তাহারে কভু ভ্রমে
না ঘিরিবে । শুভগতি সেই জন পরিণামে পাবে ॥ যার গৃহে রামায়ণ নাহি
বিদ্যমান । তাহার আগার যেন শূণ্য সমান ॥ পিতৃগণ কৃপাদৃষ্টি তারে
নাহি করে । দেবগণ সদা তাজে তাহার আগারে ॥ অহোরাত্র মধ্যে সেই
করিয়া যতন । পূর্ণ সর্গ কিয়া অর্দ্ধ না করে পঠন ॥ এক শ্লোক অর্দ্ধ শ্লোক
কিয়া নাহি পড়ে । নরাদম বলি সেই খ্যাত চরাচরে ॥ যা নিষাদ আদি শ্লোক
যে করে পঠন । পঞ্চবন শিশু যদি হয় সেই জন ॥ মহাকবি হবে সেই
নাহিক সংশয় । ঋষির বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ আদিকাণ্ড যদি কেহ
করে অধ্যয়ন । অনারমি গ্রহভয় না রহে কখন ॥ মহাপীড়া সে জনের কভু
নাহি হয় । সর্বপাপে মুক্ত সেই হইবে নিশ্চয় ॥ পুত্রজন্য বিবাহাদি মঙ্গল
করম । অথবা যদ্যপি হয় গুরু দরশন ॥ করিবে দ্বিতীয়কাণ্ড ইথে অধ্যয়ন ।
অথবা শুনিবে ইহা ঋষির বচন ॥ রাজদ্বারে বনমাঝে বকি-জলভয়ে । পড়িবে
অরণ্যকাণ্ড একান্ত স্বদয়ে ॥ অথবা যতন করি করিবে শ্রবণ । অগ্নিরে বিপদে
হুক হবে সেই জন ॥ মিত্রলাভে কিয়া নষ্ট দ্রব্য অশ্বেষণে । পড়িবে কিস্কিন্দ্যা-
কাণ্ড একান্ত যতনে ॥ অথবা শুনিবে সাধু হয়ে একমন । নিশ্চয় বাঞ্ছিত-
ফল হইবে সাধন ॥ দেবকাণ্ডে কিয়া আছে ঐকান্তিক মনে । পড়িবে
সুন্দরাকাণ্ড একান্ত যতনে ॥ অথবা শুনিবে চিত্ত স্থির করি নর । বাঞ্ছিত
হইবে সিদ্ধি শুন অতঃপর ॥ বিবাদে গর্হিতকাজে অরাস্তি-বিজয়ে । পড়িবেক
লঙ্কাকাণ্ড একাগ্র-হৃদয়ে ॥ অথবা শুনিবে যেই হয়ে একমন । সুখী হবে
সেই জন শাস্ত্রের বচন ॥ যাত্রাকালে হর্ষকাণ্ডে যেই সাধু জন । পবিত্র উত্তরকাণ্ড
করে অধ্যয়ন ॥ অথবা শ্রবণ করে একাগ্র অন্তরে । ইহকালে পরকালে সুখ-
লাভ করে ॥ ভক্তিকামী ভক্তি লভে মোক্ষার্থী মুক্তি । জ্ঞানার্থী লভয়ে জ্ঞান
সাধু শুভগতি ॥ বাল্মীকি-রচিত কাব্য পড়িলে শুনিলে । দিব্যগতি পায় সেই
অতি অবহেলে ॥ মাঘমাসে আদিকাণ্ড দ্বিতীয় ফাল্গুনে । চৈত্রে আরণ্যককাণ্ড
পড়িবে যতনে ॥ বৈশাখে কিস্কিন্দ্যাকাণ্ড পড়িবে সূজন । সুন্দরাকাণ্ডক
জ্যৈষ্ঠে করিবে পঠন ॥ আষাঢ়ে পড়িবে শেষ রম্যকাণ্ডদ্বয় । শাস্ত্রের বিধান
ইহা ওগো সখীদয় ॥ ত্রৈলোক্য সমাহিত জিতেন্দ্রিয় হয়ে । শুদ্ধকাল শাস্ত্রমতে
বিচারি দেখিয়ে ॥ রামায়ণ পড়ে কিয়া করয়ে শ্রবণ । তাহার পুণ্যের কথা
শুন গিয়া মন ॥ নারীহত্যা পিতৃহত্যা ব্রহ্মহত্যাবারী । শোহত্যা অথবা ঘেই

করে স্বর্ণ চুরি ॥ সুরাপান করে আর গুর্জরী হরণ । গোদেব উপরে করে
 বেষ আচরণ ॥ ইত্যাদি পাতকে রত যদ্যপিও হয় । তথাপি অচিরে নষ্ট
 হয় সমুদয় ॥ ত্রিলোকপাবন মহাকাব্য রামায়ণ । দেবের দুর্লভ ইহা
 শাস্ত্রের বচন ॥ রামায়ণ সংকীৰ্ত্তন যেই স্থানে হয় । দেবগণ অধিষ্ঠিত সেই
 স্থানে রয় ॥ পিতৃগণ তীর্থগণ তথা বিদ্যমান । শাস্ত্রের বচন ইহা কহু নহে
 জ্ঞান ॥ যেই কালে অধ্যয়ন হয় রামায়ণ । অন্য কথা সেইকালে তুলে দেই
 জন ॥ সৰ্ব্বপাপে পাপী হয় সেই নরাধম । মৎস্যভোজী সৰ্ব্বভোক্তা মান-
 যেমন ॥ রামায়ণ শুনি যদি সাধুর সকাশে । শোক দুঃখ পরিতাপ যি
 নাহি নাশে ॥ মানব জনমে সেই বক্তিত অধম । তার সম মহাপাপী নাহি
 কোন জন ॥ আশ্বিনে শরৎকালে মহাপূজা দিনে । রামায়ণ অধ্যাপন করিলে
 বতনে ॥ ব্রহ্ম-বিক্র-শিবারাধ্যা দেবী ভগবতী । প্রসন্ন হইয়া দেন তাহারে
 মুকতি ॥ অভীষ্টে সফল হয় নাহিক সংশয় । আমার বচন মথী কহু
 মিথ্যা নয় ॥ মহাকাব্য রামায়ণ করি অধ্যয়ন । যদবা সাধুর মুখে করিয়া
 শ্রবণ ॥ রূপগতা তেয়াগিয়া হরিন অন্তরে । বিপূৰ্ণ দক্ষিণা দিবে ব্রাহ্মণের
 করে ॥ আত্ম দারা সূত দিবে না হবে কাতর । পণ্ডিত রামায়ণ দোহা
 গোচর ॥ রামায়ণ গুণগাথা করিতে বর্ণন । কেহ ক্ষম নহে মথী এ তিন
 ভুবন ॥ শ্রবণ করয়ে যেই একান্ত অন্তরে । মুক্তি আলাকারী তার রহে
 করতলে ॥ ভবের দুর্লভ রামরচিত আখ্যান । সংক্ষেপে বলিহু মথী দোহা
 বিদ্যমান ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বেদব্যাসের জন্ম, সূমের পর্বতে দেবগণের সভা, ঋষিগণের
সভায় আগমন, ব্রহ্মা কর্তৃক ঋষিগণকে পুরাণ ও
ভারত প্রণয়নে অনুমোদন, সকলের পরা-
মর্শ এবং জনক রাজার নিকট ঋষি-
গণের গমন ।

ততঃ কালে গতে দীপে দ্বাপবাসো হরেঃ কল্যা ।
বেদব্যাসো বহুবাণ সত্যব্রাহ্মণ্যং পবিশ্রুতঃ ॥
চক্রে বেদতবোঃ শাখাং দৃষ্ট্বে পুংসোঃ স্নেহমতঃ ।
অথ ব্রহ্মসভায়াং তৈঃ সমাখ্যাতাঃ সন্দর্শয়ঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ । ঋষীণাং যত্র সর্বেষাং মনো কোহন সমর্থকঃ ।
স কথোক্ত পুৰাণানি মহাভারতমো চ ॥
মুনয় উচুঃ । সর্বে বয়ঃ সমর্থাঃ স্মঃ পুৰাণকরণে প্রভো ।
যো যঃ পুৰাণকর্তা স্য তস্মৈ তত্ত্বম্ভিষ্যত্যতঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ । সঙ্গো গচ্ছত রাজানঃ জনকঃ ধন্যদর্শনঃ ।
সংবা বিবাদভঙ্গায মদ্যাস্তঃ প্রবদিস্যতি ॥
কৈতুকৃত্যন্তে মনিগণা যস্যঃ সর্বাধর্শনিনঃ ।
বহুতে যত্র জনকো রাজা সম্যর্থদর্শকঃ ॥

রামায়ণ মহাকাব্য হইলে রচন । বাল্মীকি সকাশে উপনীত পদ্মাসম ॥
লিলেন সযোযিয়া শুন মুনিবর । বিরচিলে রামায়ণ কাব্য মনোহর ॥ তোমার
চর্তব্য কাজ নাহি কিছু হেরি । লভিলে অহল কীর্তি ধরণী উপরি ॥ ধর্মরূপ
চরহাষী সূষণ লভিলে । পরম নিকর্তৃতি পেলে অতি পুণ্যফলে ॥ কিন্তু এক
দথা বলি শুন দিয়া মন । সরস্বতী তব মুখে স্তিত অলুক্ষণ ॥ গগনসত্ত্ববা
দবী তোমার বদনে । অবস্থিতি হেতু বাঞ্ছা করিছেন মনে ॥ অতএব মম
মক্য করহ ধারণ । মহাভারতাদি গ্রন্থ করহ রচন ॥ ভারত পুরাণ আদি
গণা ইতিহাস । শ্লোকাকারে সমতনে করহ প্রকাশ ॥ কল্পনা করেছি
যামি নিজ মনে মনে । শ্লোকরূপে সেই সব কর মহামুনে ॥ ব্রহ্মার এতেক
মাক্য করিয়া অবণ । বাল্মীকি মধুর ভাষে কহেন তখন ॥ সকলি জানহ
প্রভু তুমি অন্তর্ধামী । নিবেদি মনের কথা ওহে পদ্মায়ামি ॥ মোক্ষের সাধন
টিয়াছি রামায়ণ । ফোভমোহবিবর্জিত হয়েছি এখন ॥ আর কোন কাজে

মম নাহি যায় মন । নিকৰ্ভৃতি হইল মম ওহে পদ্মাসন ॥ দ্বাপরে জন্মিবে বেদ-
বাস মহামতি । বিহার করিবে তাঁর মুখে সরস্বতী ॥ মহাভারতাদি ব্যাস
করিবে রচন । পুরাণ উপপুরাণ বহু করিবে সৃজন ॥ অম্প পুণ্যে ধৰ্ম্মে মতি
কভু নাহি হয় । ধৰ্ম্মে মতি জন্মাইতে ব্যাস মহাশয় ॥ বহুশ্রম বিরচিবে
করিয়া যতন । জন্মিবেন বিষ্ণু-হংশে সেই দ্বৈপায়ন ॥ করিবেন বেদভাগ
সেই মহামতি । কহিলাম সার কথা কর অবগতি ॥ বিরচিয়া রামায়ণ ওহে
পদ্মাসন । কৃতার্থ হয়েছি আমি কহিনু বচন ॥ যবে বেদবাস আসি জন্মিবে
ধরায় । বিবরিব কাব্যবীজ তাঁরে সমুদ্রায় ॥ তাহা শুনি বহু শ্রম করিয়া
রচন । কল্যাণ লভিবে সেই ব্যাস তপোধন ॥ এত শুনি হংসযানে সৃষ্টি-
অধিকারী । চলিলেন মনসুখে আপন নগরী ॥ তথাস্ত বলিয়া দেব করেন
গমন । অবিলম্বে ব্রহ্মপুরে উপনীত হন ॥

অবশেষে বহুকাল অতীত হইল । দ্বাপর দ্বিতীয় যুগ ক্রমে দেখা দিল ॥
সত্যবতী-গর্ভে বেদবাস তপোধন । পরাশর-ঔরসেতে ধরেন জনম ॥ হরি
অংশে জনমিল সেই মহামতি । কৃতার্থ তাঁহারে পেয়ে দেবী সত্যবতী ॥ অম্প-
বুদ্ধি নরগণে করি দরশন । কেল ভাঙ্গি শাখা করে সেই তপোধন ॥ এক-
দিম মেরুশিরে দেব পদ্মাসন । করিলেন সভা এক লয়ে দেবগণ ॥ মহর্ষি
সমূহ আসি উপনীত হৈল । পরাশর ব্যাস আর কণ্যপ কপিল ॥ ভার্গব
পুলস্ত্য ক্রতু পরম-উদার । যাক্ষবল্ক্য বৃহস্পতি ওগের আধার ॥ পুলহ হারীত
বিষ্ণু শম্বু কাভ্যায়ন । বিশ্বামিত্র বামদেব ভৃগু তপোধন ॥ বাশিষ্ঠ লিখিত
জৈগীষব্য আদি করি । গালব গেমতম দক্ষ গণিবারে নারি ॥ বালিখিল্য ঋষি
গণ করে আগমন । তেজস্বী অঙ্গিরা ঋষি দিল দরশন ॥ প্রজানাত্ম মনু নিজে
উপনীত হৈল । অসংখ্য অসংখ্য মুনি সভাতে আসিল ॥ বিধান সবারে পূজি
দেব পদ্মাসন । বসিতে সবারে দেন বিচিত্র আসন ॥ অবশেষে সকলেরে করি
সম্বোধন । কহিলেন পদ্মযোনি মধুর বচন ॥ মহাকাব্য রামায়ণ করিয়া
কম্পন । বাল্মীকিরে উপদেশ করিনু অর্পণ ॥ তাহা শুনি ঋষিবর কাব্য বির-
চিল । পঁচিশ সহস্র শ্লোক তাহাতে হইল ॥ বহু সর্গ বিরচিল মহা তপো-
ধন । সপ্তকাণ্ডে সমাহিত হৈল রামায়ণ ॥ প্রথম বাসনা মম হয়েছে পূরণ
আর এক বাঞ্ছা আছে শুন ঋষিগণ ॥ পুরাণ দ্বিবিধ আর ভারত আখ্যান
কম্পনা করেছি আমি কর অবধান ॥ সংক্ষেপেতে শ্লোকাকারে রচিত হইবে
রচিবারে সব মধ্যে কে বল পারিবে ॥ সমর্থ হইবে ইথে যেই তপোধন
ভারত পুরাণ তিনি করহ রচন ॥ অনুদ্রোধ করেছিনু বাল্মীকি ঋষিরে
অনিচ্ছু হইলেন তিনি ইহা রচিবারে ॥ রামায়ণ বিরচিয়া সেই তপোধন
লভিলেন চিরশান্তি শুনহ বচন ॥ বিধির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
নীলবে সন্ভার রহে যত তপোধন ॥ নারদ প্রণমি শেষে করি যোড়কম্ব ॥

কহিলেন সবিনয়ে ওহে সৃষ্টিকর ॥ প্রণমি তোমার পদে করি নিবেদন ।
 পূর্বের রত্নান্ত প্রভু করহ স্মরণ ॥ আদিকাব্য বিরচিতা মহা তপোধন ।
 বাল্মীকি তোমার পাশে কৈল নিবেদন ॥ “দ্বাপরে জন্মিবে বেদব্যাস মহামতি ।
 বিহার করিবে তাঁর মুখে সরস্বতী ॥ মহাত্মারতাদি তিনি করিবে রচন । পুরাণ
 উপপুরাণ বহু করিবে সৃজন ॥ অগ্নি কাঙ্গে ধর্ম্মে মতি কভু নাহি হয় । ধর্ম্মে
 মতি জন্মাইতে ব্যাস মহাশয় ॥ বহু গ্রন্থ বিরচিবে করিয়া যতন । জন্মিবেন
 বিষ্ণু-অংশে সেই দ্বৈপায়ন ॥ করিবেন বেদভাগ সেই মহামতি ॥ কহিলাম
 সার কথা কর অবগতি ॥ বিরচিয়া রামায়ণ ওহে পদ্মাসন । কৃতার্থ হয়েছি
 আমি কহিনু বচন ॥ যবে বেদব্যাস আমি জন্মিবে ধরায় । বিবরিব কাব্য-
 বীজ তাঁরে সমুদায় ॥ তাহা শুনি বহু গ্রন্থ করিয়া রচন । কল্যাণ লভিবে
 সেই ব্যাস তপোধন ॥” বাল্মীকির বাক্য প্রভু স্মরিয়া অন্তরে । আত্মা কর
 ব্যাসদেবে গ্রন্থ রচিবারে ॥ অন্য কেহ যদি ইথে ক্ষমবান হয় । তাহারে করহ
 আত্মা যাহা কৃতি কর ॥ নারদের বাক্য শুনি যত তপোধন । করযোড়ে বলে
 প্রভু ওহে পদ্মাসন ॥ অনুমতি কর যদি ওহে মহাশয় । বিরচিব সবে মোরা
 পুরাণ নিচর ॥ অথবা ব্যাসেরে প্রভু কর অনুমতি । একাকী রচুন এই ব্যাস
 মহামতি ॥ ঋষিদের বাক্য শুনি দেব পদ্মাসন । মনে মনে বহুক্ষণ করেন
 চিন্তন ॥ একেরে অর্পিলে ভার অন্যে ক্রুদ্ধ হয় । বিরোধের কার্য করা ইথে
 যোগ্য হয় ॥ এত ভাবি সযোধিরা মধুর বচনে । কহিলেন সার কথা যত
 ঋষিগণে ॥ শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন । নারদের মুখে সব করিলে শ্রবণ ॥
 বাল্মীকি আমারে পূর্বের কহিল যেমন । অবগত হলে সবে ওহে তপোধন ॥
 সকলে সমর্থ হও পুরাণ রচনে । কারে ভার দিব আমি চিন্তিতেছি মনে ॥
 বিরোধ যাহাতে নাহি পরস্পরে হয় । উচিত বিধান তার করা যুক্তি হয় ॥
 অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ । জনক রাজার কাছে করহ গমন ॥ ধর্ম্মদর্শী
 সেই রাজা মধ্যস্থ হইবে । বিচারিয়া নৃপবর বিবাদ ভাঙ্গিবে ॥ ত্রদ্বার এতেক
 বাক্য করিয়া শ্রবণ । জনক সমীপে চলে যত তপোধন ॥ ধর্ম্মার্শদর্শক রাজা
 সেই স্থানে রয় । সেই স্থানে ঋষিগণ উপনীত হয় ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

জনক রাজা কর্তৃক বাসকে ভারত ও কতিপয় পুরাণ রচনে এবং
অন্যান্য-সকলকে অন্যান্য পুরাণ রচনে নিরূপণ, সকলকে
বাণ্মীকির নিকটে গমন করিতে উপদেশ, বাণ্মীকি
নিকটে ঋষিগণের প্রস্থান ।

কস্তা মহাভাবতঙ্গ বেদব্যাসো হি নাপবঃ ।
যট ত্রিংশতঃ পুৰণানাং বাসকাত্মে চ নো দ্বিছাঃ ॥
কিন্তু গচ্ছত বাণ্মীকিং যদ্যপি চিৎপ্রবিনঃ ।
স নো বিদ্যাক্তে ক্ষেপে' আদিকাবাক্ততৌ কৃতৌ ॥

ঋষিগণে নিরখিয়া জনক রাজন । উঠিলেন ব্যস্তভাবে ত্যজিয়া আসন ॥
আদরে সবার পূজা করি নরপতি । জিজ্ঞাসা করেন পরে মধুর ভারতী ॥
কি কারণে সবাকার এথা আগমন । সূর্য্যসম মহাতেজা ওহে ঋষিগণ ॥
সর্ব্বশাস্ত্র-অর্থবোদ্ধা তোমরা সকলে । সর্ব্ব-অর্থ দর্শী সবে জানিহে অন্তরে ॥
সকলের পূজনীয় সব তপোধন । তোমাদের রূপা বাঞ্ছা কবি অনুক্ষণ ॥
আমরা গৃহস্থ হই গৃহধর্ম্মে থাকি । ঋষিগণ-রূপা হলে মমে মনে সুখী ॥ তোমা-
দের রূপাদৃষ্টি যদি কভু হয় । সর্ব্বসিদ্ধি তাহে মোরা জানিহে নিশ্চয় ॥
তোমরা বৈকব সাধু শান্ত দরশন । অনুগ্রহ লোকপরে করে বিতরণ ॥ কৃতার্থ
তোমরা সবে কভু মিথ্যা নয় । আমারে দর্শন দিলে হইয়া সদয় ॥ ইহাপেক্ষা
কিবা বাঞ্ছা করে গৃহীজন । সাধুসঙ্গ গৃহস্থের কল্যাণ কারণ ॥ রাজার এতক
বাক্য শুনিয়া সকলে । কহিলেন মিটেভাবে মন-কুতূহলে ॥ যা বলিলে সভা
বটে জনক রাজন । তোমারে দেখিতে মোরা করি আগমন ॥ মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম
ভূমি জনক নৃপতি । ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মোরা সবে কর অবগতি ॥ ব্রহ্মার আদেশে
মোরা করি আগমন । জিজ্ঞাসা আছয়ে এক করহ শ্রবণ ॥ হুত্রিশ পুরাণ
আর ভারত আখ্যান । বিরচিবে সভামধ্যে কোন মতিমান ॥ তাহারে নির্দেশ
কর ওহে মহাশয় । এই হেতু তব পাশে আসি সমুদয় ॥ এই পরাশর ঋষি
মহা তপোধন । সর্ব্বধর্ম্মবক্তা ইনি অচি মহাজন ॥ ইহার নিকটে মোরা
ধর্ম্মকথা শুনি । উচিত বিধান যাহা কর নৃপমণি ॥ বক্তব্য মোদের যাহা
জনক রাজন । বলিবেন পরাশর সে সব কথন ॥ মোরা শ্রোতামাত্র হই ভূমি
নিরূপক । কহিলাম মার কথা শুনক জনক ॥ জনক এতক শুনি সুমধুর

হিরে । কহিলেন প্রণমিয়া আমি পরাশরে ॥ শক্তিপুত্র বহাভাগ করি নম-
স্কার । কি কথা বলিল ত্রেকা দয়ার আশার ॥ বিবাদ ভঞ্জে কিবা হয়েছে
সংশয় । বিবরিয়া মোর পাশে কহ সমুদয় ॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া
শ্রবণ । পরাশর মিস্ত্রভাবে কহেন তখন ॥ ত্রেকার নিকটে মোরা করিলে
গমন । সবারে সম্বোধি কন দেব পদ্মাসন ॥ রচিল, বাল্মীকি আমি কাব্য রামা-
য়ণ । ভারত পুরাণ বল কে করে রচন ॥ তোমাদের মধ্যে যেবা ক্ষমবান হয় ।
প্রকাশ করিয়া বল আমি সমুদয় ॥ নারদ ত্রেকার বাক্য করিয়া শ্রবণ । ভার-
তের কৰ্ত্তা করে ব্যাসে নিরূপণ ॥ আমরা সক্ষম হই সে সব রচিতে । প্রতিবাদ
করি তাই নিজ নিজ চিতে ॥ তাহা দেখি দেবদেব কমল-আসন । তব পাশে
পাঠালেন শুনহ রাজন ॥ বিবাদ ভঞ্জন কর ওহে মহোদয় । কৃতার্থ হইয়া
হই নিজ নিজালয় ॥ এতেক বচন শুনি জনক রাজন । কহিলেন শুন বলি
তপোদনগণ ॥ স্বয়ম্ভু নারদ দোহে ব্যাসপক্ষ হৈল । কেন বা সম্মতি তাহে না
দিলে সকল ॥ দেবদেব পদ্মযোনি প্রভু সবাকার । সর্বশাস্ত্রে বিশারদ দয়ার
আশার ॥ তিনি তবে বেদব্যাসে করেন নির্ণয় । অনুমতি দেহ তাহে ওহে আমি-
সে ॥ বিবাদ করিয়া হবে কৈলে আগমন । তখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ ॥
বর্ষশান্তনুশী ব্যাস নাহিক সংশয় । সর্বশাস্ত্র-বিশারদ তোমরা নিশ্চয় ॥
কতএব এক কথা করহ শ্রবণ । হরির মাহাত্ম্য কিছু করহ বর্ণন ॥ রাজার
এতেক বাক্য শুনি পরাশর । কহিলেন শুন শুন ওহে নৃপবর ॥ প্রভুর মাহাত্ম্য
যত কে বর্ণিতে পারে । কিঞ্চিৎ বলিব আমি জ্ঞান অনুসারে ॥ “কৃষ্ণের মঙ্গল
নাম করিলে কীর্তন । কোটি কোটি মহাপাপ হয় যে দহন ॥” * রাজারে সম্বোধি
পরে ব্যাস মহামতি । কহিলেন শুন শুন ওহে নরপতি ॥ “নামের বাবতী শক্তি
পাতক নাশনে । তত পাপ করিবারে নারে পাপীজনে ॥” † তাপসদ্বয়ের বাক্য
শুনিয়া রাজন । সবারে সম্বোধি পরে কহেন তখন ॥ মহাভারতের কৰ্ত্তা বেদ-
বাস হবে । রচিবারে অন্যজন কহু না পারিবে ॥ চতুর্দশ পুরাণ ক্রমে হবে বির-
চন । কতক করিবে ব্যাস কত অন্য জন ॥ কিন্তু এক কথা বলি কর অবধান ।
অবিলম্বে যাহ হবে বাল্মীকির স্থান ॥ আদিকাব্যকৰ্ত্তা সেই কৃতী মহামতি ।
তাহার নিকটে তথ্য কর অবগতি ॥ তাঁর পাশে তত্ত্বকথা করিয়া শ্রবণ ।
জানলাভ ক্ষেমলাভ কর সর্বজন ॥ একদা আকাশে পক্ষী করিছে গমন ।

* পাশববচিতে শ্লোক যথা—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যত্নবাচি প্রবর্ততে ।

ভগ্নীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥

† ব্যাসবচিতে শ্লোক যথা—

নামোহস্ত বাবতী শক্তিঃ পাপনির্ধরণে হবেঃ ।

তাবৎ কৰ্ত্তং ন শক্তঃ স্তাৎ পাতকং পাতকী জনঃ ॥

তাহার নিকটে আমি করেছি শ্রবণ ॥ যেরূপ শুনেছি আমি শুন ঋষিচয় ।
 ঋগবর শূন্যে থাকি মোরে ডাকি কয় ॥ “বাল্মীকি তাপস যিনি রচেন
 রামায়ণ । সেই মহাতপা কহে এ সব বচন ॥ দ্বাপরে জন্মিবে বেদব্যাস
 মহামতি । বিহার করিবে তাঁর মুখে সরস্বতী ॥ মহাভারতাদি তিনি করিবে
 রচন । পুরাণ উপপুরাণ বহু করিবে সৃজন ॥ অস্পকাজে ধর্ম্মে মতি কভু নাহি
 হয় । ধর্ম্মে মতি জন্মাইতে ব্যাস মহাশয় ॥ বহু গ্রন্থ বিরচিবে করিয়া যতন ।
 জন্মিবেন বিনু অংশে সেই দ্বৈপায়ন ॥ করিবেন বেদভাগ সেই মহামতি ।
 কহিলাম সার কথা কর অবগতি ॥ বিরচিয়া মনোহর কাব্য রামায়ণ । রুতাপ
 হয়েছি আমি কহিনু বচন ॥ যবে বেদব্যাস আসি জন্মিবে ধরায় । বিবরিত
 কাব্যবীজ তাঁরে সমুদায় ॥ তাহা শুনি বহু গ্রন্থ করি বিরচন । কল্যাণ লভিবে
 সেই ব্যাস তপোধন ॥ বাল্মীকির মুখে আমি শুনেছি যেমন । কহিলাম তব
 পাশে জনক রাজন ॥ চিন্তা নাহি কর মনে গুহে নরপতি । জনম ধরিবে
 ভূমে ব্যাস মহামতি ॥ ১০ ॥ এরূপ বিহগ-মুখে করেছি শ্রবণ । অতএব যাহ সবে
 বাল্মীকি সদন ॥ দ্বিতীয় ব্রহ্মার সম সেই মুনিবর । কাব্য-সৃষ্টিকর্তা তিনি
 তাপস প্রবর ॥ তাঁর অনুগ্রহ লাভ করিয়া সকলে । মহাকবি বলি খ্যাত
 হবে ভূমণ্ডলে ॥ তমসাতীরেতে বসি সেই তপোধন । হৃদিমাঝে দিবানিশি
 জপে রামায়ণ ॥ রাজার এতেক বাক্য শুনি মুনিগণ । বাল্মীকি সকাশে সবে
 করিল গমন ॥ তমসাতীরেতে যথা আদি কবি রয় । উপনীত তথা আসি ঋষি
 সমুদয় ॥ পুরাণে ধর্ম্মের কথা সার হতে সার । ভক্তিভরে শুনে যদি হয়
 ভবপার ॥ জপে তপে কিবা-কাজ প্রাঙ্গে কিলা ফল । শুনিলে ধর্ম্মের কথা
 লভয়ে সকল ॥ ধর্ম্ম হতে ধরাধামে নাহি কিছু আর । ধর্ম্মবলে তরে জীব
 বিপদে উদ্ধার ॥ ধর্ম্মে মতি রাখিবারে যেই করে মন । পুরাণ করিবে পাঠ
 অথবা শ্রবণ । পড়াবে শুনাবে সবে অতি যত্ন করে । পরিণামে মহাসুখ
 লভিবে অন্তরে ॥ চিদানন্দ লাভে যদি করহ মনন । দিবানিশি ধর্ম্মকথা
 করহ শ্রবণ ॥



উনত্রিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কর্তৃক বাল্মীকি সকাশে আগমন কারণ নিবেদন, বাল্মীকি
কর্তৃক ব্যাসকে ভারত ও অন্যান্য পুরাণ রচনে এবং অন্যান্য.

ঋষিগণকে স্ব স্ব মতানুসারে ধর্মশাস্ত্র প্রকাশে অনুমতি-
প্রদান, ঋষিগণের প্রশ্নান, বাল্মীকি সকাশে
ব্যাসের অবস্থিতি ।

আদৌ মহাভাবত্মাঃ বেদবাসঃ কথিত্বাতি ।
এবং মহাপুৰ্বাণানি ব্যাস একঃ কথিত্বাতি ॥
কর্তা চোপপুরাণানাং ব্যাসোহুস্তেপি কদাচন ।
বেদবাসঃ শ্লোককল্পা সর্বেষামেব সঙ্গাঃ ॥
লেখকঃ কোপি বক্তা চ কোপি চার্বকপকঃ ।
কঠোরঃ সংহিতানাংকাপবে মধাঃশো দ্বিজাঃ ॥

তাপস নিকর গিয়া তমসার তীরে । বাল্মীকি ঋষিরে সবে দরশন করে ॥
যেন সূর্য্যদেব ভূমে হয়েছে উদয় । চারিদিকে ঘেরি আছে শিষ্য সমুদয় ॥
মহাতেজা ঋষিবরে করি দরশন । ভক্তিভরে সবে তাঁরে করেন বন্দন ॥
ব্রহ্মারে প্রণমে যথা অমর নিকর । ঋষিরে প্রণমে তথা হয়ে ভক্তিপর ॥
বাল্মীকি তাপসগণে করি দরশন । স্বাগত আদিতে করি বিধানে পূজন ॥
আসনে বসিলে পরে জিজ্ঞাসে সবায় । আগমন সবাকার কি হেতু হেথায় ॥
পরশর ব্যাস আদি ওহে মুনিগণ । আমার নিকটে সবে কিসের কারণ ॥ সূর্য্য
নম প্রভাবান তোমরা সকলে । কিসের লাগিয়া বল এখানে আসিলে ॥
বাল্মীকি বচন শুনি যত ঋষিগণ । ধীরে ধীরে সবিনয়ে কহেন তখন ॥ একদা
কমলযোনি ডাকিয়া সকলে । কহিলেন স্পষ্টভাবে অতি কুহলে ॥ ভারত
পুরাণ আদি করিতে রচন । সক্ষম হইবে কেবা বল ঋষিগণ ॥ নারদ ব্রহ্মার
বাণ্য করিয়া শ্রবণ । মহাকবি বলি ব্যাসে করে নিরূপণ ॥ বিরচিবে বেদব্যাস
ভারত পুরাণ । নারদ কহেন ইহা সব বিদ্যমান ॥ পুরাণ রচিতে কিন্তু সবে
মতি করে । তাহা দেখি পদ্মযোনি ভাবেন অন্তরে ॥ 'মোদের বিরোধ হবে
ভাবি পদ্মাসন । জনক-রাজার কাছে করেন প্রেরণ ॥ বিবাদ ভঞ্জন হবে
জনকের পাশে । এহেতু চলিলু মোরা তাঁহার সকাশে ॥ আমা সবাকারে হেরি
জনক-রাজন । যথাবিধি পূজা করি জিজ্ঞাসে তখন ॥ কি কারণে ঋষিগণ

আসিলে হেথায় । বলিয়া কৃতার্থ কর অধীন জনায় ॥ তাঁহার বচন শুনি
শক্তির নন্দন । বলিলেন বিবরিয়া গমন কারণ ॥ বিবাদ ভঞ্জন তরে জনক
নৃপতি । বলিলেন যাহা তাহা শুন মহামতি ॥ জনক বলিল শুন ওহে ঋষি-
গণ । সর্বশাস্ত্র-মূলকর্তা দেব পদ্মাসন ॥ তাঁহার আদেশে ব্যাস ভারত
রচিবে । নারদ বলিল ইথে অন্যথা না হবে ॥ বিরচিবে বেদব্যাস ভারত
পুরাণ । ইথে হুদে ঋষিগণ নাহি কর আন ॥ আমিও পূর্বেতে স্থির জানি-
রাছি মনে । ভারত রচিবে ব্যাস আরো যে পুরাণে ॥ ইহাতে বিবাদ সবে
না কর কখন । আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ ॥ বাণ্যুগীক সকাশে সবে
যাহ কুতূহলে । যেই জন কবি হবে তাঁর রূপাবলে ॥ রচিবে সেজন তবে ভারত
পুরাণ । বলিলাম সার কথা সব বিদ্যমান । আদি কাব্যকর্তা সেই মহা তপো-
ধন । কাব্যবীজজাতা ভিনি ওহে ঋষিগণ ॥ তাঁহার নিকটে সবে করহ
গমন । সে হেতু এসেছি মোরা তোমার সদন ॥ আদি কবি মহামুনি প্রণমি
তোমায় । রূপা করি কবিশক্তি অর্পহ সবায় ॥

বাল্মীকি এতেক শুনি কহেন তখন । শুনহ আমার কথা ওহে মুনিগণ ॥
সবরূপী নারায়ণ সত্য সনাতন । তাঁহার বশগ এই অখিল ভুবন ॥ তাঁ-
র বশে কর্ম্মগুণ যত কর্ম্ম করে । বোদিকে দিরাণ তিনি সেই দিকে বিরে ॥ তাঁহা
হতে সৃষ্টি হয় তাঁহাতেই লয় । তাঁহার নিয়োগে রহে ব্রহ্ম মহাশয় ॥ তাঁহার
নিয়োগে মোরা চলি অনুক্ষণ । তাঁহার আদেশে স্থিত যত দেবগণ ॥ তিনি
ধর্ম্ম তিনি ক্রিয়া তিনিই সকল । তিনি ব্যাপ্ত চরাচর সর্ব ভূমণ্ডল ॥ তাঁহার
আদেশে আমি রচি রামায়ণ । পরম নির্রতি ভূক্তি হুদে অনুক্ষণ ॥ মহাকবি
ব্যাসে তিনি করেছে সৃজন । করিবেন বেদব্যাস ভারত রচন ॥ পূর্বে হতে
বিধি ইহা নিরূপণ কৈল । বিধির নিয়মে ব্যাস ধরায় আসিল ॥ রচিবেন
বেদব্যাস দ্বিবিধ পুরাণ । কহিলাম তথ্য কথা সব বিদ্যমান ॥ তোমরা যতেক
ঋষি আনন্দ-অন্তরে । রচিবে পুরাণ বহু সকলে মাদরে ॥ ব্যাসের প্রসাদে
সবে রচিবে পুরাণ । ইহাতে সন্দেহে মনে নাহি দিবে স্থান ॥ ব্যাসদেবে
কাব্যবীজ শিখাইব আমি । তাহে কৃতকৃত্য হবে যত সব মুনি ॥ ভারত রচিবে
আগে রুক্মি দ্বৈপায়ন । তদন্তে পুরাণে ঋষি নিয়োজিবে মন ॥ একমাত্র ব্যাস-
দেব পুরাণ রচিবে । উপপুরাণের সৃষ্টি অনেক করিবে ॥ কিছু কিছু তোরা
সবে করিবে রচন । শ্লোককর্তা হবে জেন রুক্মি দ্বৈপায়ন ॥ তোমরা কেহ বা
বক্তা কেহ বা লেখক । কেহ বা কেহ বা হবে অর্ধ-নিরূপক ॥ মনু অত্রি যাজ্ঞ-
বল্ক্য বিরা কাত্যায়ন । হারীত অঙ্গিরা আপস্তম্ব আর যম ॥ উশনা সম্বত-
পরামর বৃহস্পতি । লিখিত গৌতম শঙ্খ দক্ষ মহামতি ॥ শাতাতপ ও বশিষ্ঠ
ইহারা সকলে । সংহিতা রচিতা হবে ধরণী মণ্ডলে ॥ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক
হইবে আখ্যান । বলিলাম সার কথা সব বিদ্যমান ॥ কেহ হবে বক্তা কেহ

অর্থকারী হবে । কোন কোন মুনিবর লেখক হইবে ॥ অন্য অন্য মুনিগণ করহ
শ্রবণ । স্ব স্ব মতে গ্রন্থ সবে করহ রচন ॥ এখন সকলে যাও নিজ নিজ-
গারে । ব্যাসদেব রবে মাত্র আমার আগারে ॥ কাব্যবীজ ব্যাসে আমি করিব
অর্পণ । তাঁহার প্রসাদে কবি হবে সর্বজন ॥ বাল্মীকি-বচন শুনি তাপস
নিকর । নিজ নিজ বাসে গেল হরিশ অন্তর ॥ প্রণাম করিয়া সবে করিল
প্রস্থান । রহিল কেবল মাত্র বাস মতিমান ॥ বাল্মীকি স্মৃতিপা ঋষি করিয়া
আদর । কাব্যবীজ ব্যাসদেবে দেন তার পর ॥ বর্নিত সে সব কথা শুন সখী-
দ্বয় । শুনিলে না রবে হৃদে সংসারের ভয় ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

কাব্যবীজ উপদেশ প্রসঙ্গে বাল্মীকি কর্তৃক ব্যাসের শিকট বর্ণ-
চতুষ্টয়ের উৎপত্তি ও কর্ম নিরূপণ, মহাভারতের তত্ত্ব-
মাহাত্ম্য ও কব্যাঙ্গি বর্ণন ।

বেদঃ পরিমতো ভূত্বা মহাভারতকাং গতাঃ ।
সিঞ্চোমুখাং সমুখ্য ভাষাংগা যে তপস্বিনঃ ॥
মাতং কবির্যা ভাষাঃ পৃথিবীজনপালকাঃ ।
উকচো ঋষিবে বৈশ্ণবাঃ শূদ্রাঃ পাদভবানুনে ॥
ভাবতং পবনং পুণ্যং ভাবতং বেদমস্মিতং ।
ভাবতং ভবনে যন্ত তন্ত হস্তগতো জয়ঃ ॥

বেদব্যাসে সম্বোধিয়া বাল্মীকি তখন । জিজ্ঞাসা করেন ওহে মহাতপো-
ধন ॥ শুনিতে বাসনা কিবা বলহ আমার । ভারত আদির বীজ বলিব
তোমায় ॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মহামতি ব্যাসদেব কহেন
তখন ॥ ভারত কাহার নাম তাহে কিবা ফল । কিরূপে রচিব তাহা
ওহে মুনিবর ॥ কিরূপে লভিব শক্তি ভারত রচনে । প্রকাশিয়া বল তাহা
অধীম সদনে ॥ ব্যাসের বচন শুনি বাল্মীকি তখন । কহিলেন শুম বলি ওহে
তপোধন ॥ হইয়াছে বেদ হতে ভারত সৃজন । বেদ-পরিণাম ইহা জানিবে
সৃজন ॥ জন্মিয়াছে বিপ্রপুত্র বিষ্ণুদুখ হতে । পৃথিবী-পালক ক্ষত্র জন্মেছে
বাহতে ॥ উরু হতে বৈশ্য আর পদে শূদ্রগণ । চারি বর্ণ সৃষ্টি হয় শুন তপো-
ধন ॥ যজ্ঞন যাজ্ঞন অধ্যাপন অধ্যয়ন । দান দানপ্রতিগ্রহ এ ছয় কৰ্ম্ম ॥
বিপ্রের কৰ্ম্ম ইহা শাস্ত্রের বিচারে । ক্ষত্রের কৰ্ম্ম যাহা শুন তার পরে ॥ বিপ্র-

পূজা প্রজারক্ষা যুদ্ধ আর দান । করগ্রহ এই পঞ্চ কার্যের বিধান ॥ সতত
এ পঞ্চ কাজ ক্ষত্রিয় করিবে । চারি কাজে বৈশ্যজন নিরত রহিবে ॥ বিপ্র-
ক্ষত্রসেবা আর ধন উপার্জন । বাণিজ্য ও দান এই চারিটী করম ॥ বৈশ্যের
এ চারি কাজ শাস্ত্রের প্রমাণে । শূদ্রের করম এবে শুন অবধানে ॥ বিপ্রসেবা
ক্ষত্রসেবা বৈশ্যসেবা আর । কৃষিকর্ম এই কয় শূদ্রের আচার ॥ চারি জাতি
যোগ্য কর্ম করিলু বর্ণন । বেদযোগ্য বিপ্র ক্ষত্র আর বৈশ্যগণ ॥ স্ত্রী-শূদ্রগণের
নাহি বেদে অধিকার । এ হেতু ভারত সৃষ্টি শুন গুণাধার ॥ বেদে অধিকারী
নাহি হয় যেই জন । পড়িবে ভারত তাঁরা হসে শুদ্ধমন ॥ ইহাতে বেদার্থ জ্ঞান
হইবে নিশ্চয় । শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥ ভারত করেছে পূর্বে দেব
নারায়ণ । তার বীজ পরাৎপর কাব্য রামায়ণ ॥ আগে রামায়ণ করি প্রভু দয়া-
ময় । ব্রহ্মারে অর্পণ করে হইয়া সদয় ॥ রূপা করি ব্রহ্মা মোরে করেন অর্পণ ।
শ্লোকবন্ধে আমি তাহা করেছি রচন ॥ বেদার্থ সম্বত করি করেছি বিস্তার ।
মনোহর রুচির কাব্য কি বলিব আর ॥ পুনশ্চ কমলামন আসি মোর পাশে ।
ভারত রচিতে বলে তাঁহার আদেশে ॥ তাহাতে অনিচ্ছা করি না করি স্বীকার ।
এ হেতু তোমার সৃষ্টি ওহে গুণাধার ॥ ভারত রচনা হেতু ওহে তপোধন । নারা-
য়ণ স্বয়ং তোমা করেছে সৃজন ॥ রামায়ণ হতে আরো করিয়া বিস্তার । ভারত
রচনা কর ওহে গুণাধার ॥ যেই ভাবে রামায়ণ হয়েছে সৃজন । সে ভাবে করহ
তুমি ভারত রচন ॥ রামায়ণে ভারতেতে বিশেষ যা আছে । শুন শুন বিবরিয়া
বলি তব কাছে ॥ যেইরূপ নিরূপণ কৈল নারায়ণ । বর্ণিব সে সব কথা করহ
শ্রবণ ॥ একমাত্র স্বয়ং দেব পরমাত্মা বিভূ । সুখ-দুঃখ-বিবর্জিত একমাত্র
প্রভু ॥ লীলাবশে সেই হরি ধরে নানারূপ । বিশ্বময় তিনি কালাকালের
স্বরূপ ॥ সেই দেব লক্ষ্মীপতি নিজ ইচ্ছাবশে । মানব-রূপেতে আসে মানব-
সকাশে ॥ দশামন বধচ্ছলে নানাক্রীড়া করি । ধর্ম উপদেশ দেন বৈকুণ্ঠ-
বিহারী ॥ বর্ণাশ্রম ব্যবহার করে প্রদর্শন । সেই লীলা বর্ণি আমি করি রামা-
য়ণ ॥ পরমাত্মারূপী হন জানকীর পতি । রামায়ণে তাঁর লীলা ওহে মহা-
মতি ॥ একমাত্র প্রভু সেই কমললোচন । কৃষ্ণরূপে দ্বাপরেতে করে আগমন ॥
নাশিতে ধরণী-ভার দেবদেব হরি । কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ মথুরা নগরী ॥
জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইজন । অবতীর্ণ ধরাধামে নর নারায়ণ ॥
সেই নর নারায়ণ অবনী মণ্ডলে । কৃষ্ণার্জুন রূপে সমাগত কুতূহলে ॥
পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জুন সুবীর । তাঁহারে জানিবে নর শুনহ সুধীর ॥
দ্রুপদহারী যেই কৃষ্ণ দেবকী নন্দন । তাঁহারে জানিবে মুনে বলি নারায়ণ ॥
ভারত কেবল নর-নারায়ণ-ময় । সার কথা এইমাত্র আর কিছু নয় ॥ নারা-
য়ণময় মাত্র হয় নারায়ণ । উভয়ে প্রভেদ এই করিলু বর্ণন ॥ গোপনীয় কথা
এই কারে না বলিবে । একাশে সিদ্ধির স্থানি নিশ্চয় জানিবে ॥ ভারত

কেবল নরনারায়ণাত্মক । বেদের সম্মত ইহা পুণ্যের জনক ॥ ভারত বিরাজ করে যাহার আগারে । হস্তগত জয় তার জানিবে অন্তরে ॥ সমুদ্রজলের নাহি যথা পরিমাণ । স্রোতের গুহা বল কে পায় সন্ধান ॥ বিফুর মহিমা বল কে গণিতে পারে । ভারতে ততক পুণ্য ভঞ্জে বিতরে ॥ যেমন শূন্যের সীমা কভু কোথা নাই । কালাগতি পরিমাণে কেহ কোথা নাই ॥ হরিলীলা অগ্রমেয় বিদিত যেমন । ভারতের ভাব হৃদে জানিবে তেমন ॥ স্বর্গে দেবগণ করে ভারত শ্রবণ । পাতালে পরমাদরে শুনে সর্বজন ॥ ক্ষিতিতে আদরণীয় কহিনু তোমায় । ভারত সমান বস্তু নাহিক কোথায় ॥ নানা অর্থ নামা কথা ভারতে বিরাজে । ষড়দরশন আছে ভারতের মাঝে ॥ ভারতে বিরাজ করে ধর্ম সঞ্চয় । ভারতে যাবত কথা লয়েছে আশ্রয় ॥ অনাহারে নহে যথা শরীর ধারণ । ভারত বিহনে কথা নাহিক তেমন ॥ রাত্রিকালে বিপ্রগণ যেই পাপ করে । প্রভাতে ভারত পাঠে সেই সব হরে ॥ দিশাভাগে যত পাপ করে আচরণ । সন্ধ্যায় ভারত পাঠে হয় বিনাশন ॥ গৃহেতে ভারত সদা করিবে স্থাপন । ভক্তিভরে সদা গ্রন্থে করিবে পূজন ॥ সাধুগুণে করিবেক ভারত প্রদান । শুনিবে পড়িবে সদা হয়ে ভক্তিমান ॥ এইরূপে যেই করে একান্ত অন্তরে । সার্থক জনম তার অবনী ভিতরে ॥ ভারত শুনিয়া কিয়া করি অধ্যয়ন । বিপুল দক্ষিণা বিপ্রে যে করে অর্পণ ॥ গয়াশ্রদ্ধ শত আর রুমোৎসর্গ শত । রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ যত ॥ ইহার সমান ফল পায় সেই জন । শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা ওহে তপোধন ॥ ভারত পড়িয়া কিয়া শ্রবণ করিয়া । সর্বস্ব দক্ষিণা দিবে একগ্রে হইয়া ॥ ভারত পাঠের ফল করিনু বর্ণন । পড়িবে কবচ যাহা পাতক নাশন ॥ * কবচ ধরিয়া কর ভারত রচন । কবচ প্রসাদে হবে কামনা পূরণ ॥ ফলসিদ্ধি হবে তাহে নাহিক স্নেহণ । নিশ্চয় বলিনু আমি ওহে মহাশয় ॥ কাব্যবীজ রামায়ণ কর অধ্যয়ন । পুরাণের মূল

* মহাভারত কবচ যথা :—

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় দীমহি ।
নরায়ণ পবনেশায় জীবায় পরমায়নে ।
আদিপর্ক পাতু মূলং নীলং পাতু দ্বিতীয়কং ।
কৃষিনারায়ণঃ পাতু শক্তি রামায়ণং তথা ।
বিরাটপর্কছন্দশ্চ দেবদেবস্তবোহবতু ।
প্রমাণস্তবদ্রোহীতা শক্তিমান পাতু ত্রীমকং ।
প্রতিপাদ্যং দ্রোণপর্ক কর্ণপর্কার্গকোহবতু ।
নিয়মঃ শৈলপর্ক স্তাং কস্তা পাতু গদ্যাদিকং ।
প্রয়োজনং শান্তিপর্ক যক্রপশ্যাম্যমেষকং ।
সকলকাব্যগম্যক লক্ষ্যচাত্তোস্তবর্ণনাং ।
অব্যাদানরগৈরক পূর্কশির্ঘ্যমমোত্তবং ॥

ইহা ওহে তপোধন ॥ অষ্টাদশ সংখ্যা হয় যাবত পুরাণ । কিবা মহা কিবা উপ ওহে মতিমান ॥ মহাপুরাণের তত্ত্ব অষ্টাদশ হয় । উপপুরাণের অই জানিবে নিশ্চয় ॥ ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরাণেতে । বৃহৎসপ্ত পুরাণ যে উপপুরাণেতে ॥ অতএব শুন ব্যাস মহাতপোধন । যাবত পুরাণ তুমি করছ রচন ॥ ভারত পুরাণ সব রচ মহামতি । জগতে বাড়িবে তব অতুল সুখ্যাতি ॥ ব্রহ্মার বচন আমি করিণু পালন । কাব্যবীজ মহাতত্ত্ব করিণু জ্ঞাপন ॥ অন্য অন্য ঋষিগণ যাহা বিরচিবে । সব প্রতি রূপাদৃষ্টি তুমিই করিবে ॥ আদিকবি বাল্মীকির শুনিয়া বচন । ব্যাসদেব প্রণমিয়া বলেন তখন ॥ কৃতার্থ হইনু আমি ওহে কবিবর । তোমার প্রসাদে কবি হৈনু অতঃপর ॥ তব পাশে রামায়ণ করি অধ্যয়ন । সন্তোষ লভিণু হৃদে ওহে তপোধন ॥ বিরচির তবদেশে ভারত পুরাণ । ধর্মকথা প্রকাশিব ওহে মতিমান ॥ একরূপ বলিয়া পরে ব্যাস মহামতি । মৌনভাবে সবিনয়ে করে অবস্থিতি ॥ সহসা ভারত মূর্ত্তি করিয়া গ্রহণ । উপনীত হয় আমি ব্যাসের সদন ॥ হস্তি পুরাণ আর সংহিতা সকলে । মূর্ত্তিমান হয়ে আসে নানন্দ অন্তরে ॥ বাল্মীকিরে প্রণমিয়া ব্যাসেরে নমিল । অবিলম্বে পুনরপি তিরোহিত হৈল ॥ অনন্তর ব্যাসদেব মুনিগণে লয়ে । বদরিকাশ্রমে যান সানন্দ হৃদয়ে ॥ শুন গো বিজয়ে জয়ে কর অবধান । বর্নিতাম সার কথা দৌহা বিদ্যমান ॥ এখন চলহ দৌহে শ্রুগো সহচরী । সবে মিলি যাই যথা দেব দ্বিপুয়ারি ॥ এইরূপে উপাখ্যান করিয়া বর্ণন । জাবালিরে কহে পুন ব্যাস তপোধন ॥ শুনিলে জাবালি ঋষি অশ্রুত আখ্যান । গিরিজা বলিল যাহা সখী বিদ্যমান ॥ শুনি সহচরী দৌহে প্রফুল্ল বদন । পুলকে পূরিত তনু হয় ঘন ঘন ॥ অবশেষে গভী সহ সখী দুইজনে । প্রফুল্ল অন্তরে গেল কৈলাস সদনে ॥ এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা ওহে তপোধন । প্রকাশ করিয়া বল করিব বর্ণন ॥ বৃহৎসপ্তপুরাণেতে জাবালি সংবাদে । পূর্ব-খণ্ড সমাপন হৈল নিরাপদে ॥ ব্যাসের চরণে নমি দ্বিজ কালী কয় । পুরাণে নির্মাণ পদ জানিবে নিশ্চয় ॥

ইতি পূর্বখণ্ড সমাপ্ত ।

বৃহদ্রশ্মপুরাণ ।

উত্তরখণ্ড ।

প্রথম অধ্যায় ।

প্রকৃতি হইতে মন্দ্ৰ, সঙ্কট, তম, গুণত্রয়ের উৎপত্তি ; ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির
জন্ম ; জল ও বায়ুর সৃষ্টি, প্রকৃতির নারায়ণরূপ ধারণ, ব্রহ্মার
চতুর্গুণ উৎপাদন, শব্দরূপে ব্রহ্ম-বিষ্ণু শিবের নিষ্কট
প্রকৃতির গমন, শিবের নিষ্কটরূপ ও প্রকৃতির
ষোণিরূপ ধারণ, এবং গঙ্গা ভূগা, নাবিক্তী
নন্দিনী সরস্বতীর মূলকারণ নির্দেশ ।

পূর্ণাঙ্গগদিতা ব্রহ্মসৌম্যৈক্যবজ্রময় ।
চন্দ্রমধ্যানিবহিঃ শূন্যরূপং হবোময়ং ॥
অরুণা পুরুষমোক্ষো ন চরায়ং ব্রহ্মসিদ্ধিহা ॥
সিদ্ধকাম পুরুষঃ প্রাপ্যাদা কৈবল্যমাবস্থিতঃ ॥
তদেন্দ্র প্রকৃতিযোগাদেকং ব্রহ্ম বিধা বভৌ ।
সত্যং সত্যত্বং তস্মিৎ জ্ঞানং প্রকৃতিসত্ত্বত্বাঃ ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ব্যাসের মনন ।
কুদ্ভাগী-ময়াদ প্রভু করিলে
বর্ণন ॥ পূর্বেতে বলিলে ভূমি গঙ্গা পুণ্যতমা ।
সারাস্ফাটা পরাংপর
মহোত্তমোত্তমা ॥ কেবা তিনি কিবা রূপে ছইল উৎপত্তি ।
কিরূপে জন্মিল গঙ্গা
কহ মহামতি ॥ কিরূপে হলেন তিনি গিরির নন্দিনী ।
কিরূপে মলিনরূপ
ধরে সুরধুনী ॥ ধরাতলে কিবারূপে ছইল আগমন ।
এই সব বিবরণিয়া কহ
তপোধন ॥ জাবালির বাক্য শুনি ব্যাস মহামতি ।
কহিলেন শুন বশিষ্ঠ অশ্রু
ভারতী ॥ পুরাতন ইতিহাস করিব বর্ণন ।
মন দিরা সেই কথা করহ শ্রবণ ॥
পুরাকালে শুক নামে মহাতপোধন ।
জৈমিনি শিষ্যেরে করি শাস্ত্র অধ্যাপন ॥

আদেশ করেন যেতে জাকবীর ভীরে । শুনিয়া জৈমিনি প্রশ্ন করে কর-
 খোড়ে ॥ তদুত্তরে শুক যাহা করেন বর্ণন । সেই সব সবিস্তার করহ শ্রবণ ॥
 শুক বলে শুন শুন ওহে মহামতি । বিবরিব তব পাশে অপূৰ্ব ভারতী ॥ পূৰ্ব-
 কালে ছিল বিশ্ব দোর তমোময় । নাহি চন্দ্র নাহি সূর্য নাহি গ্রহচয় ॥ প্রকৃতি
 পুরুষ মাত্র ছিল দুই জন । তৃতীয় জগতে নাহি ছিল কোন জন ॥ কৈবল্য
 সংহিত সেই পুরুষ-প্রবর । সৃষ্টি হেতু বাঞ্ছা করে ততঃপর ॥ একমাত্র
 ব্রহ্ম তবে প্রকৃতির যোগে । ইচ্ছাবশে সুবিস্তৃত হন তিন ভাগে ॥ প্রকৃতি হইতে
 জন্মে সত্ত্ব রজ তম । তিন গুণ তিন জন করেন ধারণ ॥ প্রথম সাত্বিক নাম
 দ্বিতীয় রাক্ষস । তমোগুণে তৃতীয়ের আখ্যান তামস ॥ একমাত্র ব্রহ্ম হতে
 হয় তিন জন । তিন গুণ তিন জন করেন ধারণ ॥ প্রকৃতি হেরিয়া ঐহা চিত্ত
 অনুরে । এতিন নাড়ারে লবে কোন জন মোরে ॥ মনে মনে এইরূপ করিয়া
 চিন্তন । পরব্রহ্ম রূপ দেবী করেন ধারণ ॥ অনন্তর যখন (জন) সৃষ্টি করিয়া
 প্রকৃতি । রম্য তাহে নিরোজিত করিলেন সতী ॥ জলেতে পাশ্রবে করে কলন
 ঐশ্বর্য । নারা শব্দে জল হয় শাহের বচন ॥ অগ্নি শব্দের অগ্নি পাশ্রবে যে হয় ।
 জলে বাস কৈলৈ তারে মারারণ কর ॥ এরূপে প্রকৃতি ধরে নাম নারায়ণ ।
 পুরুষ শরীর দেবী করেন ধারণ ॥ এনিকে সাত্বিক আদি ঘোই তিন জন । অগ্নি
 জলে ভাসি সবে করেন ভ্রমণ ॥ স্থান নাহি হেরি সবে চিত্তে মনে মনে । সহস্র
 আকাশবাণী শুনিলেন কাণে ॥ “তপ তপ” এই শব্দ গগনে উঠিল । শব্দ মনে
 জলরাশি স্তম্ভীভূত হৈল ॥ তখন আত্মাতে আত্মা কবিতা নিবেশ । তপে মন
 নিজ মন করেন প্রবেশ ॥ তাহা দিগে তপে মন করি নিরোজন । প্রকৃতি নাপন
 মনে করেন চিন্তন ॥ পরীক্ষা করিতে তিনে হইবে আশয় । এত ভাবি মনে
 মনে চিন্তিয়া উপায় ॥ শব্দরূপ ধরে দেবী বিকট আকার । চিত্ত ভিন্ন কোনর
 বদন বিশাল ॥ স্থানে স্থানে রক্ত মাংস পড়িছে থলিয়া । রামতে পরিভ দেখ
 বেতেছে ভাসিয়া ॥ আত্মানিত কেশপাশ বগনে না যায় । বীভৎস আকার
 দেবী ধরিল মায়া ॥ সাত্বিকের পাশে যোগে করেন গমন । সাত্বিক তাহারে
 হেরি কিরায় বদন ॥ পুংস্ক সম্মুখে দেবী গমন করিল । অমনি সাত্বিক হৃদ
 পুংস্ক কিরায় ॥ আবার সম্মুখে সতী করেন গমন । অমনি সাত্বিক তাঁর কিরায়
 বদন ॥ এইরূপে তিন বিক করিয়া ভ্রমণ । দক্ষিণ দিকেতে দেবী করেন গমন ॥
 এইরূপে চারি মুখ সাত্বিকের হৈল । পলারনে মন তবে সাত্বিক করিল ॥ তাহা
 দেখি তাঁরে ত্যজ প্রকৃতি সুন্দরী । শব্দরূপে ভাসি ভাসি যান জলোপরি ॥
 সাত্বিকে প্রকৃতি করে লোহিত বরণ । ব্রহ্ম নাম সেই দেব করিল ধারণ ॥ সৃষ্টি-
 কর্ত্তা দেবী তারে করিলেন পরে । অনন্তর তথা হতে চলেন সত্ত্বরে ॥ রাজসে
 কাছে শেষ করেন গমন । রাজস সহস্র শব্দ করিল ধারণ ৷ সহস্র বয়ন হৈল
 চরণ হাজার । দর্শনিক বাপ্ত করে বেহের বিস্তার ॥ আহু বশে সেই দেব সুদীয়া

নয়ন । মলিল উপরে রহে করিয়া শয়ন ॥ তাহা দেখি তাঁরে তাজি প্রকৃতি
 স্মরনী । করিলেন শুক্রবর্ণ মূর্ত্ত-ভাবাচারী ॥ তাহাকে অর্পন পরে পালনের
 ভার । তথা হতে পরে দেবী হন আশ্রয় ॥ কনে উপনীত হন তামস মদন ।
 নবরূপে তাঁর পাশে উপনীত হন ॥ কিন্তু নাহি পারিলেন সমাপি ভাঙ্গিতে ।
 অবশেষে চিন্তি দেবী আপনার চিতে ॥ করিলেন গন্ধবাহী বায়ুর সৃজন । বায়ু
 তাঁর প্রতিগন্ধ করিয়া গ্রহণ ॥ তামসের দ্ব্যনেক্রমে করিল যোজন ॥ ভাঙ্গিল
 তাহার ধ্যান হইল চেতনা ॥ নয়ন মেনিয়া শবে করে দরশন । প্রতিগন্ধ-পরি-
 প্য বীতহস দশন ॥ জানুনে লয় আসে মলিল উপরে ॥ তাহা দেখি উঠি-
 লেন ব্যাকুল-অন্তরে ॥ শবেরে পরিয়া তার বক্ষোপরে চড়ি । সমাপিতে দেশ
 মন মলিল উপরি ॥ তখন প্রকৃতি দেবী হইয়া চেতন । শবের আশ্রয় তবে
 পায়ন গ্রহণ ॥ শক্তিরূপে শিবধনে করেন আশ্রয় । শবেরে পাউরা সতী
 নন্দাঙ্গদম ॥ এ নিচে পুরুষ শবে কপি আরোহণ । মূলরূপ প্রকৃতির চিনি
 তখন ॥ অবশেষে লিঙ্গরূপ ধরে মহেশ্বর । অক্ষয় সমান মাত্র হয় কলেবর ॥
 লিঙ্গবী মহেশ্বরে করি দরশন । শবরূপে তাজি দেবী যোনিদম্পা হন ॥ লিঙ্গ-
 বী মহেশ্বর প্রবেশি কামায় । প্রজা সৃষ্টি হেতু দেব জলগতে বাস ॥ প্রকৃতি
 পুণ্য দোহে মলিল ভিতরে । যাসত রহিলে শবে এ হেন প্রকারে ॥ মহেশ্বরী
 সৃষ্টি ভবে তত দিন রবে । বিনোদে প্রণয় হাব শিখর জানিবে ॥ যোনি
 য কাহ তপস্বী লিঙ্গ মহেশ্বর । উভয়ে প্রসঙ্গে দুই দেবতা নিকর ॥ এ ভ্রমে
 শিলে মলনেবের পূজন । না পুঙ্খিলে সৃষ্টিলোপ শবের বচন ॥ ইহানের
 গোপনা না করি যে জন । হরিন অন্তর করে আপনি ভোজন ॥ সকল
 বিষয়ে সেই প্রবর্তিত হয় । ত্রিভুতলে মল্য স্থানে পরাভূত হয় ॥ যখন হইল
 লিঙ্গ মলিনে মগন । প্রকৃতি শবের দণ্ড তামিয়া তখন ॥ স্তম্ভমূর্ত্তি দেন শিবে
 পাপসিক্তি তরে । ত্রিগুণ-স্বাত্মক শিব হইলেন পরে ॥ এক গুণে সক্তি হয়
 দ্বিতীয়ে পালন । তিন গুণ মিলি করে অখিল নিদন ॥ এ হেতু ত্রিগুণ শিব
 ধারণ ধারণ । শুক্রবর্ণ নীলরক্ত ভাবো বিষয়ন ॥ এ নিকে শবহ স্বমে অপূর্ব
 ভারতী । ব্রহ্ম বিহু দুই জন না হেরি প্রকৃতি ॥ নিরানন্দ হয়ে জলে করেন
 ভগন । ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করেন তখন ॥ দোহারে ব্যাকুল হেরি মদন
 অন্তরে । পরমা প্রকৃতি দেখা দেন তার পবে ॥ নিরাকারা দ্যোতরূপা করি
 বদন । স্তবে তুচ্ছ করে ব্রহ্মা বিহু দুই জন ॥ তুমি দেবী নিরাকারা আদিম
 প্রকৃতি । মোড়ল বিকার তব সনাতনী সতী ॥ আমরা তোমার বশ আছি
 যুগল । আমা দোহা তাজ দেবি কিসের কারণ ॥ একমাত্র শিবে তুমি করেছ
 আশ্রয় । একি তব বিবেচনা অন্তরে উদয় ॥ এতক বচন শুনি প্রকৃতি তখন ।
 খিলভাষে দোহা প্রতি কহেন বচন ॥ সত্ত্বরজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ আমার । তিন
 গুণে তিন জন হও গুণাধার ॥ করিয়াছি পরিত্যাগ তোমা দোহাকারে । কন্তু

হেন চিন্তা নাহি করিও অন্তরে । তিন গুণে তোমা তিন হয়েছ যেমন । পুরুষে হব আমি জানিবে তেমন ॥ ত্রিগুণ-আত্মিকা আমি জানিবে প্রকৃতি । পুরুষ-রূপে হব আমি কর অবগতি ॥ এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ । চতুর্মুখ ব্রহ্ম কর প্রজার সৃজন ॥ পরম পুরুষ বিদ্য করহ পালন । প্রলয় করিবে অমল শিব ত্রিনয়ন ॥ করহ মানসী সৃষ্টি তুমি মহাশয় । স্বাবয়ব সৃজন কর হইবে মদয় ॥ যদি তাহে প্রজা রক্ষিণ কর দর্শন । তবেত করিবে গারে জন্ম সৃজন ॥ পুংস রমণী দোঁহে সৃজন করিবে । প্রজারাজ হবে তাহে অন্তরে জানিবে ॥ পুংসপী হবেন শিব স্ত্রীরূপিণী আমি । দোঁহে হব লিঙ্গরূপী ও যোনিরূপিণী ॥ মাহেশ্বরী সৃষ্টি হবে জগত মাঝারে । এই হেতু যোনিবিল্ল সলিল ভিতরে ॥ পঞ্চনারী রূপ আমি করিয়া ধারণ । আশ্রয় করিব আমি তোমা সর্বজন ॥ গঙ্গা দুর্গা লক্ষ্মী আর দেবী সরস্বতী । পঞ্চম সান্বিতী এই কর অবগতি ॥ প্রকৃতি পঞ্চক রূপে করিব গ্রহণ । নানারূপী হব লোকে শুন সর্বজন ॥ ব্রহ্মা সৃষ্টি আরম্ভিলে হব নানারূপ । কহিলাম নবা পাশে জানিবে স্বরূপ ॥ নিজ নিজ কাণ্ডে এবে করহ গমন । এত বলি নিবর্তিল প্রকৃতি তখন ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

সৃষ্টি বিসৃষ্টি প্রকরণঃ ।

অথ পুংস পুনান বিসৃজ্য সরস্বতীনাং ভূতানান ।
অশ্রয়িষ্ঠে স্থলে তস্য নাভেঃ পদমবতরণং ।
বিস্ত্রিয়েব মহাগণ্ডে প্রষ্টে সমুপচক্রেম ।
কালমাদৌ দসর্জ্জৈব দণ্ডক্ষণলবাদিকং ।
ততোঃ ক্ষজে মহতঃ ততোঃ সমজায়ত ।
তদারম্ভে ততঃ পঞ্চ ভূতৌ ভূতানি পঞ্চ বৈ ॥

জৈমিনিঃ স্বাধিরা শুরু তপোধন । কহিলেন শুন ঋষে পরের ঘটন ॥ পূর্ণরূপী বিষ্ণু সেই পুরুষ রতন । সত্ত্ব গুণ অবলম্বি দেব সনাতন ॥ শয়ন করিয়া রহে সলিল উপরে । জন্মিল কমল তাঁর নাভি সরোবরে ॥ সেই পরে সৃষ্টি বাঞ্ছা করি নারায়ণ । করিলেন সর্ব আগে কালের সৃজন ॥ দণ্ড ক্ষণ লব আদি সকলি জন্মিল । মহতত্ত্ব অহংতত্ত্ব তদন্তে হইল ॥ তন্মাত্র জন্মিল পঞ্চ জন তপোধন । তাহা হতে পঞ্চ ভূত করেন সৃজন ॥ পৃথ্বী জল তেজ বায়ু আর যে গগন । যথাক্রমে পঞ্চভূত হইল সৃজন ॥ সাশ্রয় তন্মাত্র তাহে ক্রমেতে

হইল। পঞ্চভূতে পঞ্চগুণ ক্রমেতে সৃজিল ॥ পৃথিবীতে গন্ধগুণ রসগুণ জলে।
তেজে রূপগুণ বায়ু স্পর্শগুণ ধরে ॥ আকাশেতে একগুণ হৈল তার পরে।
পঞ্চততে সেই সৃষ্টি হইল বদলরে ॥ তদন্তে ইনি বসতি করিতে হইল। জীব-
রূপে বিদ্যু তাহে অবিস্মিত হৈল ॥ প্রজাতি কল্যাণে তাহে করে দরশন। এক
দেব নামাক্রম করিল দারণ ॥ “স্বাম্যঃ সোম্যঃ আদি” ইত্যাদি করিলে। জীব-
রূপে রহে দেব আনারণা হইল ॥ প্রজাতি বিদ্যুৎ ইত্যাদি করিলে। অবিদ্যা
দ্বিবিধ রূপ বিদ্যা নাম আর ॥ সেই বিদ্যা সুবিকল্পিত হইল পঞ্চ ভাগে। গঙ্গা
আদি নাম সব কহিয়াছি আগে ॥ অবিদ্যা দ্বিবিধ হইল কহিয়া সমাহা। পরমা
একের নাম দ্বিতীয়ের মায়া ॥ প্রজাতির সেই শক্তি আনন্দিকা নাম। তাহারেই
মারা কহে শাস্ত্রের বিধান ॥ পরমা শক্তি আছে জীবের অধিষ্ঠিত। সেই জীব
বিকল্পিত জানিবে নিশ্চিত ॥ সেই শক্তি বশে নব নব রূপেতে হয়ে। পরমারে
দেখিবারে না পারি হৃদয়ে ॥ উপমা প্রভৃতি করি বস্তু আচরণ। ইহাতে পরমা
কল্প যদি বুঝি হইল ॥ তাঁহার প্রদানে তবে পেয়ে তত্ত্বজ্ঞান। তাঁহারে হেরিতে
পায় সেই মতিমান ॥

ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈল তার পরে। দশ জন মহাতেজা খ্যাত চরাচরে ॥
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা অত্রি কুব্জ মহামতি। পুনশ্চ পুনশ্চ সন্ত নারদ সুমতি ॥ মহা-
তেজা দক্ষ আর তেজস্বী কশ্যপ। ব্রহ্মার মানস পুত্র এই দশ জন ॥ অঙ্গিরা
পিতাকে কহে এই দশ জন। কি করিল এর শাস্ত্র ওহে ভগবন ॥ এই কথা
শুনি ব্রহ্মা কহিতে লাগিল। প্রজাসৃষ্টি হৈল তোমার সৃষ্টি হৈল ॥ শুন শুন
পুত্রগণ আমার মণ্ডল। প্রজা উৎপাদনে মন কর নিরোজন। তব পর তেজ
বাক্য করিয়া অবগণ। অক্ষয় হইয়া গেল যত পুত্রগণ ॥ একান্তে বসিবা সব
দারস্থিল উপ। নেত্র দুনি হইল করে চিত্তাধিনি উপ ॥ আরো বহু পুত্র ব্রহ্মা
করে উৎপাদন। অন্য অন্য পুত্র গণেতে আছে বিবরণ ॥ কুব্জশেষে প্রজাপতি
ব্রহ্মা মহাভাগ। প্রজা হেব নিজেদেহ করে দুই ভাগ ॥ বাম দক্ষিণ দুচারুপা
মুখতী রমণী। শতপা নাম তাঁর বিশ্ববিমোহিনী ॥ পুত্রব নন্দিনী অর্দ্ধে স্বান্ন-
হুব নাম। মনু বলি তাঁর খ্যাতি আছে প্রাচীন ॥ অবশেষে হইল হতে কন্দর্প
জন্মিল। মৈথুনপর্বেতে কমে প্রজাসৃষ্টি হৈল ॥ হারহুব হতে শতরূপার
জন্মিলে। দুই পুত্র তিন কন্যা কমে সন্ত পলে ॥ আত্মি প্রসূতি দেবহুতি তিন
নামে। তিন কন্যা জনমিল বিধির বিধান ॥ প্রিয়ব্রত ও উৎপাদ পুত্র-
দ্বয়। পঞ্চ জন জনমিল শুন মহাশয় ॥ প্রজাগণ রহে কোথা ভাবিয়া অন্তরে।
শুকরের রূপ বিদ্যু ধরি তার পরে ॥ উদ্ধারিল বহুমতী দেব নিরঞ্জন। বহুমতী
প্রজাগণে করেন ধারণ ॥ রুচিকর্বে আহুতিকে করিয়া প্রদান। খ্যাত্তুল মনু
তাহে মহাসৃষ্টি পান ॥ দেবহুতি দত্ত হৈল কন্দর্মের করে। দক্ষকরে প্রসূতিরে
অপিলেন পরে ॥ ক্রমে ক্রমে প্রজাসৃষ্টি হইতে লাগিল। বহু প্রজা জন্মিল

বৈশ্ব অখল ব্যাপিল ॥ কৰ্ম্ম হইতে দেবহুতির জঠরে । নবমংখ্য পুত্র যথাক্রমে
জন্ম ধরে ॥ বশিষ্ঠাদির স্ত্রী যত অরুদ্ধতী আদি । রুচি হতে প্রমদিল স্নদতী
আচুতি ॥ দক্ষের ত্রিসে আর প্রসূতিষ্ঠারে । বহুমংখ্য কন্যাগণ ক্রমে জন্ম
ধরে ॥ স্বাহা নামী কন্যানীন অতিকরে করে । মতী নামী কন্যা বেন দেব
মহেশ্বরে ॥ ত্রয়োদশ কন্যা লগ পশ্যপ সৃজন । তাহাদের নাম বলি করহ
শ্রবণ ॥ দ্বিগতি দ্বিতী তিতিদন্ত কাটা তিমি । কোধবশ্য তাম্রা কজ
বিনতা ও নুনি ॥ সুরনা ও ভানুসতী এই তের জন ॥ ইহাদের গর্ভে জন্মে
বহু পুত্রগণ ॥ অশ্বিনির গর্ভে জন্মে সূর্য্য মহাশয় । সূর্য্য হতে মনু পরে নিজ
জন্ম লয় ॥ ইহা হতে সূর্য্যমংশ খ্যাত চরাচরে ॥ পুণ্যকীর্ত্তি মহাযশা মিত্রিত
সকলে ॥ দ্বিগিগর্ভে বৈভাগ্য পরিন জন্ম ॥ মনু হতে দমবিল দানবের গণ ॥
অশ্ব আদি পশুগণ কাটা হতে জন্মে । অশ্বিতি প্রমবে যত তবলতাগণে ।
সুরনা প্রমবে পশুগণ পশুগণ । তিমিগর্ভে কৃত্তিকাদি ধরয়ে জন্ম ॥ গোম-
হিবাদির জন্ম মুনির জঠরে ॥ এইরূপে প্রজারন্ধি ধরণী মঝারে ॥ অত্রিপত্নী
কার্দ্দম্বীতে তিন পুত্র জন্মে । মনুচন্দ্র ও দুর্দাসা সর্দলোকে জানে ॥ ব্রহ্মাবিহ-
শিবাত্মক এই তিন জন ॥ চন্দ্র হতে বুধ পরে ধরয়ে জন্ম ॥ বুধ হতে পুত্রব-
জন্মে তার পরে ॥ এইরূপে চন্দ্র বংশ খ্যাত চরাচরে ॥ একরূপে মানবী সৃষ্টি
ধরায় হইল । চারি ভাগে নরগণ বিভক্ত হইল ॥ ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য শূদ্র
চারি জাতি ব্যাপিল জন্মিয়া সব সমাগরা ক্ষিতি ॥ সুরাসুর নর পক্ষী গণ্ড
আদি গণ । রক্ষলতা চারি জাতি করিবে গণন ॥ অবশেষে সন্ধ্যা জন্মে ব্রাহ্মণ
নন্দিনী । কাম্বোতে যোহিত হয়ে দেব পদ্মবোনি ॥ নিজকন্যা প্রতি মন করিয়া
তখন । মনে মনে চিন্তা পরে করে পদ্মামন ॥ বন্ধুচিন্তা করি শেষে শরীর
ত্যাগিল । তাহাতে নীহার সৃষ্টি ধরায় হইল ॥ সন্ধ্যারে ত্রিতর মূর্ত্তি করে পদ্মা-
মন । প্রাতঃ সায়াং ও মধ্যাহ্ন জানে সন্দজন ॥ পুনশ্চ শরীর ধরি দেব পদ্মা-
মন । সূর্য্যারূপ কোপ করে করেন ধারণ ॥ মহাকন্দ তাহে জন্মে সুন মহাশয় ।
ধূজ্জুটি ইহার নাম আছে পরিচয় ॥ কামনাশ হেতু হয় তাঁহার সৃজন । ভীষণ
তাঁহার মূর্ত্তি অদ্ভুত দর্শন ॥ নীলরক্ত বর্ণ তাঁর শিরে ঘটাভার । ত্রিনেত্র দ্বিমুখ
দেব ভীষণ আকার ॥ কহু পঞ্চমুখ দেব করিছে ধারণ । ত্রিবক্ত কখন দেব
চতুর-আনন ॥ বহুমুখ কহু কহু করে নিঃস্বর । কোটি সূর্য্য সম যেন দীপ্ত
কলেবর ॥ ঘন ঘন বিদূর্ণিত হতেছে নয়ন । মূর্ত্ত্যু হু দীর্ঘশ্বাস করে নিঃসরণ ॥
বিকট দশন শোভে আনন-মাঝারে । ধাবিত হতেছে যেন মন্ততার ভরে ॥
রোনভরে বলে মুখে মারয় দ্রাবয় । ভ্রাময় ভ্রাময় আর বলে উচ্চাটয় ॥ ভীষণ
আকার তাঁর ভীষণ দর্শন । জগতে আসিতে যেন উদ্যত তখন ॥ তাঁহার
ভীষ । মূর্ত্তি দেখি পরাযোনি । একাদশ ভাগে ভক্ত করেন তখনি ॥ একাদশ
রুদ্র তাহে ধরিণ জনম । উগ্ররূপী সবে হয় ভীষ দর্শন ॥ সৃষ্টিশোপকারী

সবে দেখি পন্ন্যাসিনি । ভীত হয়ে দক্ষে ডাকি বলেন তখনি ॥ শুন বৎস মহা-
ভাগ আমার বচন । এই হের তব একাদশ ভ্রাতৃগণ ॥ মহা উগ্ৰ সবে হেরি
হৃদে লাগে ভয় । নিজগুণে বশীভূত কর মনুদয় ॥ যাহাতে আমার নাহি করে
বিনাশন । তাহার উপায় তাত করহ এখন ॥ ব্রহ্মার বচন শুনি দক্ষ মহাশয় ।
পিতৃহিত হেতু হয়ে একান্ত ক্লময় ॥ যোগবলে রুদ্রগণে বশীভূত করে । মূৰ্খ-
বিশ নাশে যথা মহামন্ত্রবলে ॥ ক্রোধ ত্যজি স্থিরচিত্ত হৈল রুদ্রগণ । তাহার
পরেতে শুন অদ্বুত ঘটন ॥ রুদ্রগণ হতে ভয়ে ব্রহ্মার শরীরে । যে বিকৃতি
জন্মেছিল ক্ষণেকের তরে ॥ তাহা হতে যক্ষ রক্ষ জন্মে বহুগণ । গন্ধৰ্বাদি জন্মে
কত কে করে গণন ॥ এইরূপে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা পন্ন্যাসিনি । ইচ্ছাবশে পালে
বিষ্ণু যিনি অমৃত্যুমী ॥ ইচ্ছাবশে অবতার হন নিরঞ্জন । ধরার দুৰ্দ্ধহ ভার
করেন মোচন ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

—■■■■■■■■—

সত্যের জন্ম, দক্ষকর্তৃক সত্যের হস্তস্থানান্তর্য্যন, অন্যের সহজ্ঞাতে শিবের
সভাভলে আগমন ও বরমাল্যগ্রহণ, শিবের প্রস্থান, দক্ষ
কর্তৃক শিবনিন্দা এবং দক্ষাচি মুনি কর্তৃক দক্ষ
সকাল শিবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ।

শিবায় পদ্মনাথায় নমঃ দধৌঃ পদ্মাদয়ো জনাঃ ।
হা হা কায়ঃ ভগ্না জ্যেঃ সত্যেন প্রসিঃ শিবঃ পত্ন্যঃ ॥
বান্দ্যাসি কিং মদে শিবঃ পতিমুপাগতা ।
যদ্যপি নিরবো ভবতু শিবো বসন্তঃ পতিঃ ॥
আনন্দিত্বা মন্যিঃ কিস্তে আনা পুত্রিঃ সমারুহে ।
বিগম্য তং দিবানাত্মেন রূপবতী বৃথা ॥

কহিলেন শুকদেব শুন তপোধন । অপূৰ্ণ কাহিনী ক্রমে করিব বর্ণন ॥
প্রকৃতি ত্রিবিধা হয় বলিয়াছি আগে । এক নাম বিদ্যা যার জানে সর্বলোকে ॥
পুরুষ সেই বিদ্যা জানে সমস্তজন । অন্ধ ভাগে দাক্ষায়ণী হয়েছে সজন ॥
সাবিত্রী সুন্দরী জন্মিয়াছে এক পানে । লক্ষ্মী মরুতী দৌছে জন্মে অন্য পানে ॥
দাক্ষায়ণী সত্য গিয়া পিতার আগারে । পিতৃ বজ্রে নিজ দেহ বিসর্জন করে ॥
শিবনিন্দা পিতৃ মুখে করিয়া প্রবণ । রোমবশে দুঃখভরে ত্যজেন জীবন ॥
দেহ ত্যজি দুই মুক্তি করেন ধারণ । গন্ধা উমা দুই নাম বিদিত ভুবন ॥

শূকর এতেক বাঁশ্য করিয়া শ্রবণ । জিজ্ঞাসে জৈমিনি তবে মধুর বচন ॥
 দাখায়নী দেহ তাজে কিসের কারণে । কেন বা নির্দিণ দক্ষ দেব পঞ্চাননে ॥
 কেন মতী বিধা মূর্তি হইয়া সুন্দরী । উমা গঙ্গা রূপে যান হিমালয়পুরী ॥
 নবিত্যর এই সব করহ কীভন । শিবোপরে স্নেহ যদি থাকে তপোধন ॥
 শিবোর আশ্রয় হেরি শুক মহাশয় । কহিলেন শুন তবে নব পরিচয় ॥ পুরা-
 কালে দক্ষ যিনি ঋগত প্রজাপতি । অভিলেখ ক্রমে ক্রমে অনেক সন্ততি ॥
 বহুমন্ত্য কন্যা জন্মে পদের অশ্বারে । মবার কনিকা সেই মতী নাম ধরে ॥
 অলোকসামান্য রূপে অতিক্রমবতী । এমন সুন্দরী নাহি বাক্যে বর্ণতি ॥ কন্যার
 মোহন রূপ করি বরণন । যবে অনেক দূরগায় করেন চিত্তন ॥ এমন সুরূপা
 কন্যা কাহারে অর্পিব । স্বয়ংদেব নির্দিষ্টে অশ্ব্য করিব ॥ নিজের মতী যোগ্য
 পতি করি দর্শন । তাহার গলিতে দান্য পদে অর্পণ ॥ মনে মনে এই দ্বির
 করি দক্ষরায় । সমস্ত বিশ্বের নোহে মনোহর পাঠার ॥ বিনয় করিয়া তবে করে
 নিমন্ত্রণ । কিন্তু নাহি বহেথরে করে তামস্রণ ॥ মনোহর মতী দক্ষ
 করিয়া নিষ্কণ । মবারে বসিতে দিল বখাযোগ্য স্থান ॥ শুনহ জৈমিনি
 বলি অপরূপ ঘটন । দিবানিশি মতী শিবে করে আরাধন ॥ কিসে মতী
 পাবে পতি দেব পঞ্চাননে । দিবানিশি ভাবে তাহা ঐকান্তিক মনে ॥
 শিব আরাধনা মতী করে অনুরক্ত । ইহার প্রভান্ত নাহি জানে কোন জন ॥
 অনন্তর প্রজাপতি শুভ লগ্ন কালে । কন্যারে প্রদেশ করাইল সভাতলে ॥
 পরম সুন্দরী কন্যা গৌরঙ্গ বরণী । কনকবরী ধনী ময়ালগানিণী ॥
 চন্দ্রকোটি সম শুভ অমল বসন । মতীদেবী চারু অঙ্গে করেছে ধারণ ॥
 বান্ধিয়াছে কেশপাশ সুগন্ধী কুমুমে । মিন্দূর্বর্তলক ডালে অলকা
 বদনে ॥ সুচারু-লোচনা দেবী মতী কলোদরী । ও হেন নপের জ্বলা কল নাহি
 হেরি ॥ রত্নাকরে শোভে মদ্য লবন গুণবতী । সভাতে আসিল তথা মতী
 রূপবতী ॥ সুগন্ধী কুমুম-মালা শোভিতেছে করে । হেরিহে সভার তবে
 উৎসুক অন্তরে ॥

মতীরে মযোপি পরে দক্ষ প্রজাপতি । কহিলেন শুন বংশে আমার
 ভারতী ॥ সভাতলে চারিদিকে করি নিরীক্ষণ । যোগ্যপতি হেরি তাঁরে করহ
 বরণ ॥ দেব দৈত্য ঋষি আদি আতে সভাতলে । যারে ইচ্ছা বর তারে মন
 কুহুহলে ॥ চারু-কলেবরা যথা দুনি গো সুন্দরী । বরণ করহ তথা সুন্দর
 নেহারি ॥ ত্রিনেত্রে দর্শন করি করহ বরণ । মনের বাসনা মোর হউক পূরণ ॥
 পিতার এতে বাক্য করিয়া শ্রবণ । চারিদিকে মতী তবে ফিরান নয়ন ॥
 মনোহর মতী দেবী হেরেন নয়নে । দেব দৈত্য ঋষি আদি বসে স্থানে স্থানে ॥
 বহেথরে কিন্তু নাহি করেন দর্শন । শিবশূন্য সভা হেরি করেন চিত্তন ॥
 শিবেরে বিদ্রোহ করি জনক আমার । শিবশূন্য সভা এই করিল বিজ্ঞার ॥ কেবা

মম পতি হবে বিনা পঞ্চানন । কার মাধ্যম বাঞ্ছো ইহা । এ তিন দুঃখন ॥ কোথা
দেব মহেশ্বর গুহে সনাতন । বুদ্ধিকপী প্রভ হুনি অখিলরঞ্জন ॥ তোমায়ে না
হৈরি দেব সভার ভিতরে । উপেক্ষা করিল বুঝি জনক তোমায়ে ॥ কিন্তু মোর
নিবেদন গুহে পঞ্চানন । তোমা বিনা অন্যে নাহি করিব বরণ ॥ জগতের শক্তি
নাহি গুহে মহেশ্বরে । আমার অনুর নাথ তোমার উপর ॥ তে যারে কলঙ্ক ব্লেদ
নিন্দুক তোমায়ে । আমায়ে মার্কণ্ডেয় কিম্বা যে কোন প্রকারে ॥ তথাপি আমার
পতি হুনি পঞ্চানন । তোমা বিনা অন্যে নাহি করিব বরণ ॥ তবে নিন্দা যেন
মম কর্ণে নাহি যায় । যদি তব নিন্দা কণ শ্রনিবারে পায় ॥ তখনি ত্যজিব
আমি আপন জীবন । জন্মান্তরে দেবা গণে করিব বরণ ॥ মনে মনে এই স্থির
করি দাক্ষায়ণী । তুতনে সেনিবা দানা দিনেন তখনি ॥ নমঃ শিবায় হে বাক্য
করি উচ্চারণ । কুমিতনে পুষ্পমালা চবিতা কেপন ॥ বলিবেন দেবদেব গুহে
মহেশ্বরি । ভক্তিলভা হুনি দেব গুহে সনাতন ॥ অতনে সেই দানা পৌরোহিত
দামি । ইহা লয়ে পতি মম হও শূলপাশি । এত বলি নৃত্যে নৃত্যে নীরবে বসিল ।
সদা হইতে শিব অমলি উঠিল ॥ সর্গদেব মান্য গলে দিবা কোমলপাশি ।
চন্দ্র পূর্ণিমা কিবা আভা বরাজে তাহার ॥ নীরবে বসিল । দেব মহেশ্বর ।
হৈরি নৃত্যে মহানন্দে করিব-অনর ॥ তাঁহারে হেরিলে দেব দেবদেব প্রভাব ।
বলিবেন পঞ্চানন দক্ষন প্রদান ॥ না হেরিলে শিবের চিত্র পুনঃ কোন মন ।
লেখিত দেখিতে চিত্রোচিত পঞ্চানন ॥ শিবের বরদালা দান নতঃ দানি শিব ।
সকলি সকলে হাস্য করিতে লাগিল ॥ সতীরে মহোদধি বন বনে সতীয়া কি
বলিলে গুরে বুঢ়ে একি অনলগুণ ॥ শিবের করিলে পতি চিত্রের দান । শ্রেষ্ঠ
শ্রেষ্ঠ কত জন যাচ্ছে এই স্থানে ॥ ইন্দ্র বলি পিতৃপতি জন অধিপতি । কল
রয়েছে হেথা বৈষ্ণব প্রভৃতি ॥ ইহা লয়ে ভক্তি পতি শিবেরে কুরিতে । হেন
অলক্ষণ নাহি দেখি কোন কালে ॥ প্রাণের ভয় বৈ মাঝে মার দায় । তি
বুঝিয়া পতি বল করিলে তাহার ॥ তারে আনিদিয়ে দতি জড়িল তোমার ।
ধিক্ ধিক্ বিধাতার কি বলিব আর ॥ কেন তেয়ে রূপবতী বিবাহ করিল ।
এক কূপ সম বিকল হইল ॥ মনোহর পুষ্পমালা হাস্য হাস্য হাস্য । স্বর্ণানে
পাইবে স্থান একি দেখি দায় ॥ দেব দৈত্য সবাকারে কবি নিমন্তন । আনিলাম
সভাতলে করি আয়োজন ॥ রূপে রূপবান্ সবে দিয়া কলহর । সবে তাত্তি
কৈলে পতি ভোলা মহেশ্বর ॥ আমার সকল যত্ন বাতল হইল । করিলাম যত
কিছু ভ্রম হয়ে গেল ॥ যদি হুনি নাহি হতে আমার নন্দিনী । তবে মম হত শুভ
মনে মনে গনি ॥ তোমা হতে মম কুণ্ডে কলঙ্ক জন্মিল । জনম পিতা নথ
শকলি বিকল ॥ আত্মারে না জ্ঞান হুনি নাহি জ্ঞান যোরে । নাহি জ্ঞান গুরে
হুচে শিষ্য পাশাচারে ॥ কুমন্ত্রণা বুঝি কার করিয়া গ্রহণ । শিবের উপরে মন
ধরেছ অপর্ণ ॥ এইরূপে দক্ষ রায় কত কটু কয় । শুনি কণকাল সভা নীর-

বেতে রয় ॥ শিবনিন্দা দক্ষমুখে করিয়া শ্রবণ । দদীচি সঙ্ঘোধি দক্ষে কহেন
বচন ॥ পলাশপোচন শিবে কেন নিন্দা কর । সামান্য মহেন সেই দেব
মহেশ্বর ॥ ত্রুক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন । অভেদ একৈক আত্মা নিত্য
সনাতন ॥ তোমার ভাগ্যের সীমা নাহি মহামতি । কন্যারূপে তব গৃহে আনিয়া
প্রকৃতি ॥ পরম পুরুষ সেই দেব পঞ্চানন । আপন সৌভাগ্য নাহি কার
চিন্তন ॥ কেন শিবে নিন্দা কর ওহে প্রজাপতি । না জানি কি হেতু তব হেল
হেন মতি ॥ কেবা শিব কেবা সতী না বুঝিয়া মনে । তুরদূট বশে নিন্দা ক
পঞ্চাননে ॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । তদুত্তরে দক্ষ রাজ কহে
তখন ॥ জানি জানি শিবে জানি শ্রবণেন্তে রয় । অল্পচর এদা যার তৃত প্রেত
চয় ॥ উলঙ্গ হইয়া সদা ভিক্ষা করি ফিরে । পাগল সমান কথা বদনেন্তে বনে ॥
গুণহীন রূপহীন বুদ্ধি নাহি যার । কিরূপে হইবে পতি আমার কন্যার ॥ পদ্ম
যোনি ত্রুক্ষা মবে করেন মূজন । প্রজাগণে নারায়ণ করেন পালন ॥ ঐশ্বর্য
সম্পন্ন দোহে জানি যে অন্তরে । শিবের ঐশ্বর্য বল গেল কোথাকারে ॥ ঐশ্বর্য
থাকিলে কেন হেন আচরণ । ভিক্ষুক বশেতে করে শ্রবণে ভ্রমণ ॥ দক্ষের
এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । দদীচি পুনশ্চ কহে শুনহ রাজন ॥ ভিক্ষুক
বলিলে শিবে ওহে মহামতি । বল দেখি যার শিব কাহার বসতি ॥ কার দ্বারে
ভিক্ষা করে দেব পঞ্চানন । সর্বেশ্বর সর্বকর্তা সেই সনাতন ॥ তাঁর গুণ বলি
বারে পারে কোন জন । যোগীজন তাঁরে স্তুত করেন চিন্তন ॥ সর্বেশ্বর হ
সেই ওহে মহামতি । তব কন্যা দুর্ভাগিনী সাক্ষাৎ প্রকৃতি ॥ অতএব মোর বাক্য
করহ শ্রবণ । শিবনিন্দা বড় নাহি করিও রাজন ॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া
শ্রবণ । তদুত্তরে দক্ষ রাজ কহেন বচন ॥ সর্বেশ্বর সর্বকর্তা যদি মহেশ্বর ।
কিরূপে বিশ্বাস করি ওহে ঋষিবর ॥ এতাকে হেরিলে তবে বিশ্বাস বে হয় ।
পরমুখে দোষগুণ না হয় প্রত্যয় ॥ স্বক্ষে ব্যভার তার করি দরশন । কিনে
বিশ্বাসিতে পারি বল উপোদন ॥ দক্ষের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । পুনশ্চ
দদীচি মুনি কহেন বচন ॥ বেক্রপ সেক্রপ হোক দেব মহেশ্বর । তাঁহারে আনিয়া
কন্যা দেহ অতঃপর ॥ তাঁহার বিধানে পূজা করিয়া রাজন । সতীরে তাঁহার
করে করহ অপন ॥ শুনিয়া এতেক বাক্য দক্ষ প্রজাপতি । কহিলেন শুন ওহে
ঋষি মহামতি ॥ অমুনা সতীরে দুটী করি যে গান । যম কন্যা বলি এরে না
করি চিন্তন ॥ এত বলি দক্ষ রাজা অতি রোষভরে । সভা হতে উত্তি যান
সরের ভিতরে ॥ সভা তাদ্রি মবে গেল নিজ নিজালয় । শিবে পতি পেয়ে
সতী সানন্দ স্বয় ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

সতীকে দর্শনার্থ রুদ্ধবশে দক্ষালায়ে মহেশ্বরের আগমন, সতীর সখী
নীলকণ্ঠবার রমরূপ ধারণ, দক্ষের অনুচর নন্দীমহ
শিবের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ।

কদাচিৎ স মহেশ্বরেণ স নীল কণ্ঠঃ সঙ্গমগতঃ ।

সমালব্ধা ভিক্ষুকপাং রমা সখ্যং রূপদাম ।

স্বপ্নে কস্তাং বসম জ্ঞান্য নায়িকাং বুলিবথিলীং ।

সঙ্গমিচ্ছন্তুঃ কস্তাং নান্দ্য কবে পথং ।

দক্ষমেঘাং সখা জ্ঞান্য সখা জীবকলেবরঃ ।

নীল কণ্ঠায়াঃ কল্পমানশিরোমুখা ।

এবং ক্রমে মতাদেবোঃ সমুৎপত্তা বিজ্ঞোত্তম ॥

সৈমিনিরে মহোদিতা শুক মহামতি । কহিলেন শুন পরে অপূর্ব ভারতী ॥
সতীরে দেখিতে বাঞ্ছা করি মহেশ্বর । এক দিন উপনীত দক্ষের নগর ॥
উদ্যবেশে ভিক্ষুকণ ধরেন ধারণ । ছেঁড়া কাঁথা সন্ধে দেব করেন বহন ॥
ধূনিরাশি কাঁথা হস্ত রাশি রাশি পড়ে । তিফা হেতু তুৎপাত্র শোভিতেছে
করে ॥ সমূলি তপ্পল দেই তুৎপাত্রিতে আছে । জীবদণ্ড করে এক মরি কি
প্রিয়াছে ॥ নিজে জীবকলেবর দেব ত্রিলোচন । সর্বাঙ্গে পলিত বলী রক্তের
বক্ষণ ॥ শুভ্রবর্ণ শিরোদেশ কাঁপে থর থর । এইরূপে ত্রয়ে দেব ভোলা
মহেশ্বর ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে সতী রূপবতী । সপ্ত সখী পরিবৃত্তা অপূর্ব
রতি ॥ তাদের নিকটে রুদ্ধ করিয়া গমন । সখীগণে মহোদিতা কহেন বচন ॥
কেবা এই রূপবতী সূচ্যারূপিণী । স্বর্ণময়ী দেবী যেম জ্বলিছে তবনী ॥ পুর-
দেবী বলি এরে অনুমান হয় । দেখি বিষোহিত চিত বস্ত মরয় ॥ রক্তের বচন
অনি যত সখীগণ । হাস্যমুখে মুহূহরে কহিল তখন ॥ শুন শুন ওহে রক্ত বলি
গো তোমায় । দক্ষের মন্দিরী ইনি জানিবে ধরায় ॥ মহাবুদ্ধি পিতা এঁর করি
বরষর । সকলেই নিমন্ত্রণ করে অতঃপর ॥ নিমন্ত্রণ পেয়ে আসে যত দেবগণ ।
কিন্তু নাহি মহেশ্বরে করে নিবস্ত্রণ ॥ উদ্দেশে এ সতী বরে দেব মহেশ্বরে ।
অনোগ্য বলিয়া শিবে দক্ষ বিন্দা করে ॥ তবু হর্ষে রহে সতী দিবস ধাখিণী ।
সমস্ত ভ্রম নাহি কিছুমাত্র গনি ॥ শিবেরে বরিয়া দেবী কৃতার্থা হইল । হৃৎকরে
যথা তথা ভ্রমিতে লাগিল ॥ দক্ষ আর যত আছে তাঁর বরুণ । সতীর লাগিয়া

সবে তুমি অনুক্ষণ ॥ এতক বচন রদ্ধ করিবা শ্রবণ । হাসি মিষ্টভাষে কহেন
 তখন ॥ শূনিয়াছি এই মতী দক্ষের নন্দিনী । পরোক্ষে পতিত্ব বরে দেব শূন-
 পাণি ॥ হেন রূপবতী নারী পেয়ে বিনয়ন । কেন বা ইহা করে নাহি করেন অরণ ॥
 ভাল ভাল আর কথা জিজ্ঞাসি সবারে । সর্ব দেবগণ ছিল মতীর ভিতরে ॥
 সবারে ছাড়িয়া মতী বরে পঞ্চানন । কেন হেন কাজ করে বলহ কারণ ॥ এখন
 আমার বাক্য ধরহ সকলে । শিবসম মোরে জ্ঞান করহ অন্তরে ॥ সম্মতি সকলে
 যদি করহ স্বেপণ । তা হলে মতীরে আমি করি বে গ্রহণ ॥ অশানে মশানে
 ভ্রমে সেই মহেশ্বর । তাহাতে মতীতে হয় অনেক অন্তর ॥ রাজার দুহিতা
 মতী কতি রূপবতী । কদাচারী ভিক্ষু সেই দেব পশুপতি ॥ ভাগ্যবশে দক্ষরাজ
 পোষছে ইহারে । নারীরূপে লব আমি বহিনু সবারে ॥ রক্তের এতক বাক্য
 করিয়া শ্রবণ । রত্নমুখী নামে মখী কহিল তখন ॥ অহে মূর্খ রদ্ধ তুমি কি কথা
 কহিলে । অবহেলা কৈলে সেই দেবতা নিকরে ॥ সেই মতী ভিক্ষুকেরে করিবে
 বরণ । তি তি ছি লা কতে মরি না বল এমন ॥ অতি জীর্ণ ভিক্ষু তুমি ইন্দ্রিয়
 পিকা । তুমি সমান বাক্য তোমার সকল ॥ ঈড়িতে বাসনা যদি থাকে হে
 অন্তরে । অবিলম্বে পলায়ন কর স্থানান্তরে ॥ হাসিতে হাসিতে মখী এই সব
 বলে । অন্য মখী তারে তবে নিবারণ করে ॥ নীলকুম্ভা যে নাম সে মখীর
 হয় । নিবারণা প্রদমারে সেই তবে কয় ॥ কন মখী রত্নমুখী চিনিতে
 নারিলে । সামান্য ভিক্ষুক রক্তে না ভাব অন্তরে ॥ ইনিই লাক্ষ্য শিব নাহিক
 সংশয় । দুপের জনমে ভ্রামি ইহা হতে হয় ॥ হের মখী মতীপানে করহ
 দর্শন । একদৃষ্টে হেরে মতী ভিক্ষুক-বন্দন ॥ দেবতাচারি বল কে বুঝিতে
 পারে । পণ্ডিত ইহা বুঝ হসেন অন্তরে ॥ এত শুনি রত্নমুখী কহিল তখন ।
 তোমাকে মতীতে ভেদ না হেরি কখন ॥ বুদ্ধিমতী তুমি মখী আমা সবাচার ।
 দুঃ হলে মোরা বল কি বুঝিব আর ॥ এতক বচন শুনি সে নীলকুম্ভা । পুষ্ট
 কহিতে নাগে না হয়ে চপলা ॥ এই রদ্ধ দেবদেব শিব সনাতন । বিশ্বেশ্বর
 যোগেশ্বর অখিলরঞ্জন ॥ তুমি মুঢ়ে কিছু নাহি বুঝিতে পারিলে । মহামূর্খ দক্ষ-
 রাজ জানি অনুত্তরে ॥ শিবে নিন্দা কৈল দক্ষ না বুঝি কারণ । অচিরে তাহার
 কল পাবে সেই জন ॥ সর্বগুণে গুণবতী মতী রূপবতী । তিনি কি করিবে
 মূর্খে আপনার পতি ॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ হয়ে একমন । যাহার চরণ সেবা
 করে অনুক্ষণ ॥ সেই দেব পশুপতি মতীর যে পতি । শুন শুন রত্নমুখী যম এই
 মতি ॥ যেবা নাহা বলে তাহা না করি গণন । আমার মনের কথা কহিনু
 এখন ॥ রত্নমুখী হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ । ক্রোধভরে কহে তবে সরোষ
 বচন ॥ মহামূর্খ মোরে তুমি বলিলে কুন্তলে । * হেন বাক্য আর তুমি না বলিও

মোরে ॥ এখন আমার বাক্যে রূপরূপী হও । শিবেরে বহিষা পথে ভ্রমিয়া
 বেড়াও ॥ তব পৃষ্ঠে মহেশ্বর করি আরোহণ । পথিমধ্যে মহাত্মকে করুন গমন ॥
 শুনিয়া কুন্তলা কহে ভাগ্য বলি মানি । আমার পৃষ্ঠেতে রবে দেব শূলপাণি ॥
 ভাগ্যবশে হব আমি শিবের বাহন । শিব শিবা দোহে সদা করিব দর্শন ॥
 কুন্তলা এতেক বলি রূপরূপ হৈল । রম্যোপরে আরোহণ মহেশ করিল ॥ ঘন ঘন
 জয়ধ্বনি গগনেতে হয় । শূন্য হতে বর্ষে কত কুমুমনিচয় ॥ রম্যোপরে ভিক্ষু যদি
 করে আরোহণ । দক্ষের নগরে গোল উঠিল তখন ॥ “জামিষাচে সত্যপতি”
 এই কোলাহল । এই কথা কহে সত নিবাসী সকল ॥ দেখিতে দেখিতে
 তিরোহিত পঞ্চানন । পরস্পর কহে তবে নগরের জন ॥ কোথা শম্ভু কোথা
 শম্ভু এই ত আছিল । ছেথা হতে কোথা বল পুনরপি গেল ॥ কেহ বলে
 দেখিয়াছি অমুক আগারে । এইরূপ গোলমাল উঠিল নগরে ॥ এইরূপে সর্ব
 আত্মা দেব মহেশ্বর । ক্রীড়া করি দূরে কিরে দক্ষের নগর ॥ দেখিতে না পার
 কেহ আশ্চর্য ঘটন । শুনহ তাহার পর অপর্ক কথন ॥ তার্কিক আছিল এক
 নন্দী নাম করি । অন্বেষণ করে সেই শিবের সুরি দিবি ॥ নগর-বাহিরে পরে
 করিয়া গমন । দেখানে দেখানে করে শিব অন্বেষণ ॥ দেখিল নিৰ্জ্জনে হর
 করিবা শয়ন । সূপাভরে জীর্ণতনু মলিন বদন ॥ মহাবল শুভ্র রস নিকটে
 বিরাজে । হেরি নন্দী মহাত্মনী নিজ জন্মিষায়ে ॥ শুভ্ররূপী মহেশ্বরে করি
 দর্শন । হৃৎভরে নন্দী তাঁরে প্রণামে তখন ॥ মহেশ্বর নম বলি করে নমস্কার ।
 শূন্য পরশ দৃষ্ট ভোলা দয়াদার ॥ নন্দীরে সম্বোধি বুদ্ধ কহেন তখন । প্রণাম
 করিলে মোরে কিসের কারণ ॥ শোক উপদ্রবে আমি শঙ্কিত হইয়ে । রহিয়াছি
 নিরঞ্জন নিশ্চিন্তু স্বপ্নে ॥ বুদ্ধের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । বিনয়বচনে
 নন্দী কহিল তখন ॥ আমি জানি আমি শিব গুহে দয়াময় । ঈচ্ছাবশে রূপরূপ
 করেত আগ্রহ ॥ রূপরূপে গুহে দেব করি আগমন । কি হেতু সবারে নাথ কর
 বিড়ম্বন ॥ মোর নাম নন্দী আমি দক্ষ-অনুচর । দর্শিত হাবির শিষ্য যিনি বিপ্র-
 বর ॥ সর্বসত্ত্বমোতা আমি গিনি বিচক্ষণ । তাঁর শিষ্য হই আমি গুহে ত্রিম-
 রন ॥ নন্দীর এতেক বাক্য শুনি মহেশ্বর । নন্দীরে সম্বোধি পুন কহে তার
 পর ॥ মহেশ্বর বনি মোরে কিরূপে জানিলে । সেই কথা বল দেখি শুনি
 কৃৎসলে ॥ আমারে অন্বেষ কেন গুহে মহামতি । কেন বা তোমার ক্ষণে জন্মে
 হেন মতি ॥ শিবের বচনে নন্দী করি ঘোড়কর । সবিনয়ে কহে দেব গুহে দণ্ড-
 ধর ॥ বুদ্ধিরূপী আমি দেব দাক্ষায়ণীপতি । আমি দেব দণ্ডধর সবার গতি ॥
 তব রূপাবশে আমি জামিনু সকল । আমি হৈ কৈলাসপতি দেব মহেশ্বর ॥
 নন্দীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । বুদ্ধরূপ ত্যাগি তবে দেব পঞ্চানন ॥
 নিজের মোহন বেশ ধারণ করিল । রূপত বাহনে যরি কিবা শোভা হৈল ॥
 শশিটোটি সম কান্তি অতি মনোহর । ধরিল মোহনরূপ দেব দিগম্বর ॥

সুস্থিমান মহেশ্বরে করি দরশন। ভক্তিভরে নন্দী তবে করয়ে শ্রবণ ॥
 ভাবের কাণ্ডারী তুমি সর্বশাস্ত্রে কয়। সৃষ্টি হিষ্টি প্রলয়াদি তোমা হতে হয় ॥
 তুমি সত্য তুমি নিত্য তুমি নিরঞ্জন। সগুণ নিগুণ তুমি ত্রিগুণ পারণ ॥
 তুমি হে দেবের দেব ত্রিলোকেশ্বর। অক্ষর অময় তুমি তুমি সৃষ্টিধর ॥
 ত্রিতাপ নাশন তুমি কম্বুধ নাথক। তুলোচন স্বলোক তুমি সবার পালক ॥
 জীবদেহে দশাত্মক তোমা হতে হয়। তুমি জীব তুমি আত্মা পরাত্মা নিশ্চয় ॥
 তোমা হতে অজানিত। লাভ করে জ্ঞান। কামনা প্রেরক তুমি বিশ্বের পরাণ ॥
 বিশ্বনাথ দয়াময় জ্ঞানের আধার। ভক্তি যেন তব পদে থাকে অনিবার ॥
 কোটিশত কম্পে যার না হয় দশন। সংসারে হেরিছি সেই নিত্য নিরঞ্জন ॥
 ইহা হতে মম ভাগ্য আর কিবা আছে। কি আর বলিব নাথ আমি তব কাছে ॥
 বহু পুণ্য করিয়াছি জননে জননে। যে কারণে দরশন করি তোমা ধনে ॥
 দেব নিরঞ্জন নাম অক্ষরোত্তম। কাম্যমেনে করি তুমি ভক্তের সন্তোষ ॥
 বিচর তুমি অগতিত্যাগিত। কিরে শোভে জটাভার দাক্ষায়ণীপতি ॥
 পরে সুরধ্বনী ভাণে শশধর। চমুতনু কিবা আঁখি ওহে দিগম্বর ॥
 শত কোটি ইন্দু সম চাক্ষুসের। হিগুণ পারক দেব ভালে শশধর ॥
 সতীপতি যোগী-
 বর মহাযোগধারী। তুমি বিদ্যে তুমি শিব তুমি দেউ হরি ॥
 প্রধানরূপক তুমি
 ওহে শূলপাণি। দক্ষত্বতা সতী দেবী প্রধানরূপিণী ॥
 জড়রূপে যে পুণ্ডর
 শরীরনগরে। সেই তুমি নাথি মনঃ কহিণ্ড গোচরে ॥
 “আমার আমার” বলে
 যেই মূঢ় জন। “নামি করি আমি হরি” কথা বলুক ॥
 সে জন তোমার ভক্ত
 বুঝিবারে নারি। তুমি নমু তুমি গুরু প্রণবি তোমাগে ॥
 ননি মনু তুমি রম্য
 তমোগুণধারী। পুরাণে মহেশ্বর নন্দন-মহাহারী ॥
 রূপোপরে শোভিতেন
 ওহে ত্রিময়ন। প্রণবি প্রণবি তব কমন চরণ ॥
 সতত নামনা দেব আমার অন্তরে।
 নিরন্তর থাকি নাথ তোমার গোচরে ॥
 তোমার সমীপে নাথ আমি
 নু এখন। সতীপতে সুপ্রসন্ন হও পদকণ ॥
 নন্দীর এতক বাক্য বরিয়া শ্রবণ। ভূষ্ট
 হনে নিষ্ঠা তাষে করে দ্বিগুন ॥
 যদ্যপি তোমার মতি আছে যমোপরে। প্রণম
 হইতু আমি আনিবে অন্তরে ॥
 মনোমত বর তোমা করিনু প্রদান। বাসনা
 হইবে পূর্ণ ওহে মহিমান ॥
 এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। সতীর নিকটে
 আমি করিব দমন ॥
 বরণ করেছ যোরে দখের কুমারী। তিলার্দ্ধ তাহারে
 ছাড়ি থাকিবার নারি ॥
 তত বলি দ্বিজরূপ করিয়া ধারণ। নন্দী সহ চলে
 তবে দেব ত্রিলোচন ॥
 যথায় দক্ষের কন্যা সখীগণ মনে। নন্দী সহ দিগম্বর
 আসে সেই স্থানে ॥
 শিবের প্রসাদে নন্দী পুলক অন্তর। মনোমত বর পেয়ে
 রহে নিরন্তর ॥
 পুরাণে স্তবার কথা পুণ্যের প্রকাশ। পাতক গরল হয় সমূলে
 বিনাশ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

—■■■■■■■■—

শিব কর্কট সতী হরণ ও কন্যাশোকে দক্ষের বেদ ।

বিশ্রুত শিবরূপোহমো প্রবতাং প্রাং শিবাং তদা ।
 পাবিত্র্যং চুম্বেক্ষুপা ক্রোড়ে কৃত্বা সমুদ্রমো ।
 ততো মথানুচং পৃথ্যাং হায্যকাংবা দ্বিজোত্তম ॥
 সখ্যে পত্রিকা চাক্ষুশে শিবো যান্তি সত্যং হৃদম্ ।
 দক্ষঃ দ্বিবাঙ্গানী হি মর্ত্যাদিমুদ্রমানসঃ ॥
 উদাচ কিং সতী যাতা শিবাং প্রাপসনা সতী ।
 পরানন্তর মে পুত্রোঃ শিবাবাসাং সতী কিল ॥
 শাবাসে হা যান্তি পুত্রিক যাতাসি নিত্যম মাং ।
 অযোগ্যং পত্নীপুংসি তু তেন যেন কথমাং ॥

ঐনিমিত্তে সস্বোধিয়া শুক মহাবলি । কহিলেন শুন পরে অপূর্ব ভারতী ॥
 দক্ষপুত্র-উপবনে যথা স্ববিগণ । নিরন্তর করে বাস আনন্দে মগন ॥ বিপ্ররূপে
 জানে তথা দেব মহেশ্বর । সতী-লাভ হেতু বাঞ্ছা করি নিরন্তর ॥ সপ্তমখী
 পরিত্রতা দক্ষের নন্দিনী । বিহরে মানন্দে তথা মহাশুবদনী ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
 নিবে করে দরশন । বিপ্ররূপী পুষ্পপাত্র করে স্তমোজন ॥ সঙ্গে সঙ্গে নন্দী
 আসে আনন্দের ভরে । উল্লীপুণ্ড মরি কিবা শোভে শিবশিরে ॥ পরিধান এক-
 বাস উত্তরী অপর । বক্ষস্থল শোভে গলে খেত-কলেবর ॥ মুখে দশা বেদ
 পাঠ উচ্চরবে করে । বিষ্ণুগণ গান করে হরিন অনুরে ॥ ঐকরূপ বিপ্রবরে
 করি দরশন । দাক্ষায়ণী ভক্তি করে করেন বন্দন ॥ অমনি বিপ্রের রূপ তাদ্রি
 মহেশ্বর । পরিণেদ শিবদপ দিব্য কলেবর । প্রবতা সতীরে করে করিয়া
 ধারণ । ক্রোড়ে করি শূন্যভরে করেন গমন ॥ দেখি যত স্ববিগণ বিস্ময়ে
 তুলিল । হাহাকার ধ্বনি পুরা অমনি উঠিল ॥ উল্লমুখে দেখে সবে গগন
 উপরে । সতী হরি বান শিবে আনন্দের ভরে ॥ বাম উন্নদেশে শিব সতীরে
 রাখিয়া । চলিছেন শূন্য বাম বাহুতে বেড়িয়া ॥ কোটিচক্রে গম কান্তি ভোগা
 মহেশ্বর । কনকলতিক সতী দিব্য কলেবর ॥ মহাতেজ উঠি শিব শিবা দৌহা-
 করি । আকাশমণ্ডলে শোভে হইয়া বিস্তার ॥ বিস্ময়ে আকুল হয়ে বত জীব-
 গণ । উল্লমুখে শূন্যভরে করে নিরীক্ষণ ॥ উল্লমুখে দক্ষ দেখে শিব শিবা
 দৌছে । কোটি শূন্য গম কান্তি নভোমার্গে রহে ॥ যেই দিকে দক্ষবাক্ষ কিরান
 গমন । সতীময় সেই দিক কান্দে দশদণ ॥ দৃষ্টিপথবহিষ্ঠ ত বাবত না হৈল ।

উজ্জমুখে সবে শিবে দেখিতে লাগিল ॥ মুহূর্ত্ত মধ্যেতে শিব শিবা দুই জন ।
 অদ্বিত হইয়ে যান শিবের মদন ॥ দক্ষরাজ দিব্যজ্ঞান তখন হারাল । দিব্য-
 জ্ঞান হইয়ে মোহে বিমোহিত হৈল ॥ সতীশোক প্রজাপতি করেন রোদিন ।
 বলে মম প্রাণসমা সতী রত্ন ধন ॥ চণ্ডিকা শিবের সহ করিছি দর্শন । শিবা মোর
 নন্দিনীরে কর আনয়ন ॥ শিবালয় হতে শাস্ত্র আনহ সতীরে । এত বলি কান্দে
 দক্ষ সতীশোক ভরে ॥ হা বৎসে আমারে ছাড়ি কোথার চলিলে । অযোগ্য
 পতি সে হৈল নিজ কর্ণফলে ॥ এইরূপে খেদ করে দক্ষ প্রজাপতি । সহসা
 দক্ষিণ তথা আসে মহামতি ॥ বিলপিতে দক্ষে দেখি কহে তপোধন । কেন
 দক্ষ প্রজানাত করিছ রোদিন ॥ পণ্ডিত হইয়া কেন মুঢ়বুদ্ধি ধর । নাহি বুঝি
 কিবা রূপ তোমার অন্তর ॥ দেখিয়া শুনিয়া বুঝি কেন নাহি হয় । তোমার
 গতক দেখি মানিনু বিশ্বব ॥ কিবা শূন্যে কিবা মন্ত্রে অথবা মালিলে । প্রান্তরে
 গহনে বনে রক্ষের উপরে ॥ পশু পক্ষী আদি সব বাহা কিছু আছে । পুংরূপী
 স্ত্রীরূপী আদি যে সব বিরাজে ॥ দিব্যজ্ঞানে চক্ষু মিলি কর দর্শন । শিবসতী-
 ময় সব হেরিবে রাজন ॥ শিবনিন্দাকল রায় না পাবে যাবত । শিবসতী তবু
 নাহি বুঝিবে যাবত ॥ বিদীর নির্বন্ধ হায় না হয় খণ্ডন । বাঞ্ছিত হইল দক্ষ
 কহিনু বচন ॥ পরাংপর ব্রহ্ম সেই সবার ঈশ্বর । উপেক্ষা করিলে তাঁরে ওহে
 দণ্ডধর ॥ বক্ষেতে রতন লভি করিলে বর্জ্যন । আমার বচন এবে করহ ধারণ ॥
 সাক্ষাৎ প্রকৃতি সতী জানিবে অন্তরে । পরম পুরুষ সেই দেব মহেশ্বরে ॥ মঙ্গল
 কামনা যদি করহ রাজন । সুনিম্নে শিবশিবা চিন্তা অনুক্ষণ ॥ ঋষির এতেক
 বাক্য করিয়া শ্রবণ । দক্ষ রায় কহে তবে মধুর বচন ॥ যা বলিলে তবে সত্য
 নাহিক সংশয় । প্রকৃতিক্রাপণী সতী জানি যে নিশ্চয় ॥ অনাময় বিদ্যু বিনি
 নিত্য সনাতন । পরম পুরুষ তিনি জানি সর্বক্ষণ ॥ মহেশ হইতে দেব কেহ
 নাহি আর । এ কথা বিশ্বাস নাহি হইতেছে আমার ॥ ঋষিগণ সত্যবাদী জানি
 গো অন্তরে । তথাপি না মতি মম হবে মহেশ্বরে ॥ শিবেরে বিদ্বেন করি
 কিসের কারণ । বলিতেছি সেই কথা শুন দিয়া মন ॥ পুরাকালে ব্রহ্ম হন
 ক্রোধাকুলমতি । একাদশ রুদ্র তাহে জনমিল ক্ষিতি ॥ ব্রহ্মসৃষ্টি লোপ তারা
 করিতে লাগিল । তাহা হেরি বিধিহীন ভর উপজিল ॥ আমারে ডাকিয়া বিদ্য
 কহেন তখন । শুন শুন দক্ষ বৎস আমার বচন ॥ ভূমি মম প্রিয় পুত্র মম
 আজ্ঞা ধর । একাদশ রুদ্রগণে বশীভূত কর ॥ আমার আজ্ঞায় বৎস রাখ
 সর্বজনে । প্রশ্রয় না পার যেন রাখিবে যতনে ॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া
 শ্রবণ । রুদ্রগণে বশীভূত রাখি অনুক্ষণ ॥ একাদশ রুদ্রগণে সৃজে পদ্মাবানি ।
 ভীমকর্ষা সবে উগ ওহে মহামুনি ॥ বাহার অংশেতে সবে পরিল জনম । মনে
 মনে তাব দেখি সে জন কেমন ॥ যদ্যপি সে জন হৈত কভু সদাচার । একাদশ
 রুদ্র নাহি হৈত কদাচার ॥ অতএব হেন জনে কন্যাদান দিতে । কভু নাহি

ভাল বুঝি জ্ঞাপনার চিতে ॥ সংপাতে কন্যাদান শাস্ত্রের বচন । কুলকীর্তি
হয় তাহে অতি সুলক্ষণ ॥ এ হেতু সুবংশজকে কন্যাদান দিবে । শাস্ত্রের
বিচারে পুণ্য সে জন লভিবে ॥ এই হেতু স্বয়ম্বর করি আরোজন । কদাচারী
শিবে নাহি করি আমন্ত্রণ ॥ যতকাল রুদ্রগণ মম বশে রবে । তাবত বিদ্বের
আমি করিব যে শিবে ॥ সৌম্যমূর্ত্তি ধরি একাদশ রুদ্রগণ । যখন শিবের সহ
হইবে মিলন ॥ শান্ত সদাচারী জানি শিবেরে তখন । বিধানে করিব মান্য
এহে তপোধন ॥ এত বলি দধীচিরে দক্ষ প্রজাপতি । প্রণমিয়া নিজগৃহে
করিলেন গতি ॥ বিদায় লইয়া সুনি করিল গমন । আপন আশ্রমে আসি উপ-
নীত হন ॥ সচীর হরণ কথা পাতকনাশন । শুনিলে ভবের বন্ধ হয় বিমো-
চন ॥ পরমা প্রকৃতি সেই সার হতে সার । তাঁহা হতে নৃষ্টি স্থিতি পুনশ্চ
সংহার ॥ কিবা বিপি কিবা হর কিবা নারায়ণ । প্রকৃতি হইতে সব হয়েছে
মুগ্ধন ॥ প্রকৃতি বিহনে গতি নাহি কিছু আর । সে পদ চিন্তহ সাধু স্বদে অনি-
বার । নিরঞ্জন পদবী লাভে যদি থাকে মন । শিবশিবা দোঁহে আত্মা কর
সংসার ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দক্ষালয়ে নারদের গমন, দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান, দক্ষযজ্ঞে গমনে শিবদন্ডাৎ

সতীর প্রাণনা ও তরুবিভক, সতীর কালীবৈষণ্ড ও দক্ষমহাবিদ্যা-

যুতি ধারণা, বেদ ও আগ্নেয় মহাভাষ্য শাস্ত্র ও

বৈকুণ্ঠের অতীত কথন এবং সতীর

দক্ষযজ্ঞে যাত্রা ।

স্বৰ্গ সংগম্য দেবর্ষি দক্ষা নক্ষত্রমণ্ডলং ॥
চরিত্রাক্ষণ যৌকেশ উপকারায় সাংগম্য ॥
নারদ উবাচ। অহো প্রজাপতে দক্ষ যজ্ঞশত্বজিহ্মে
মহেশ্বরঃ সত্যমাত্মা সিতাৰ্চিনঃ সত্যমবুজ
শিবে, তুং যজ্ঞোজ্ঞানায়োঃ প্রপন্নমতঃ ।
অগ্নিহোত্ৰিণি যোগ্যঃ, ত্বাং যজ্ঞোঃ পিতা ॥
ইত্যুক্ত্বান নুনিগবে যজ্ঞে বিজ্ঞ বিহায়াঃ ।
দক্ষাহুপি চিত্তমানান কন্তব্যং মনোহিঃ পত ॥
শ্রেতভূমিপ্রিষঃ শত্বনাগমিষাতি মে পুত্র ।
অহং পুণ্যত্রিবাৰস্তং কবিস্যামি সর্বৈঃ সত ॥
ইদং মম পুত্রং পুণ্যং পুণ্যকৰ্ম্মনিশোধিতং ।
নৈবাগমিষাতি তদা এষ এবাস্ত নিগম্য ॥

জৈমিনিরে সযোধিয়া শুক মহামতি । কহিলেন শুন পরে অপূৰ্ব ভারতী ॥
দেবর্ষি নারদ যিনি মহাতপোধন । ইচ্ছাবশে দক্ষালয়ে উপনীত হন ॥
দক্ষেরে সযোধি পরে কহিতে লাগিল । শুন শুন প্রজাপতি ওহে মহাবল ॥
শিব-মিন্দা কর তুমি শুনিয়া শ্রবণে । পরিশোধ দিতে শিব করিয়াছে মনে ॥
সমুচিত ফল তোমা দিবে পঞ্চানন । প্রকাশ করিয়া বলি করহ শ্রবণ ॥ ভূতগণ
সহ শিব আসি তব পুরে । অগ্নি ভস্ম আদি ক্ষেপ করিবে নগরে ॥ এত বলি
দেবদাঁব করিল প্রস্থান । মনে মনে চিন্তা করে দক্ষ বর্তমান ॥ মন্ত্রীগণ সহ
মুক্তি করন রাজন । যাছে ফল দিতে নারে দেব পঞ্চানন ॥ মন্ত্রীগণে সযো-
ধিয়া কহিতে লাগিল । শুন শুন মম বাক্য অমাত্য সকল ॥ শ্রবাননিবাসী
শত্ৰু আসিবে নগরে । পুণ্যকৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিব সাদরে ॥ পুণ্য অনুষ্ঠান করি
লয়ে সুরগণ । মম পুরী পুণ্য বলি বিখ্যাত ভুবন ॥ পুণ্যকৰ্ম্মে বিশোধিত
করিলে নগর । কতু না আসিতে পাবে সেই মহেশ্বর ॥ কদাচার মহেশ্বর

জানে সৰ্ব্বজন । নগরে আসিলে পাপ স্পৰ্শিবে তখন ॥ এইরূপে প্রজাপতি
করি যুক্তি মার । মানরে যজ্ঞের সূত্র করিল নিশ্চয় ॥ শিবের বিদ্বান মতি
দক্ষের জমিল । বিশ্ব ব্যাপি সবাকারে নিমন্ত্রণ বেশ ॥ দেব আমি মিলি যক্ষ
গন্ধরব কিন্নর । নিদ্ধ মাথা পিতৃগণ রাখিল অঙ্গর ॥ দৈত্য নর ভুঙ্কনে করি
আমন্ত্রণ । আনিলেক দক্ষ রায় আশন ভবন ॥ শিব শিবা দোহাকারে কভু
না বসিল । নিমন্ত্রণ করি সবে এ কথা কহিল ॥ শিবে নিমন্ত্রণ নাহি করি-
লাম আমি । আনিলাম নাহি যজ্ঞে কন্যা দাক্ষায়ণী ॥ এই হেতু না আসিবে
যজ্ঞে যেই জন । যজ্ঞভাগ তারে আমি না দিব কখন ॥ দক্ষের এতেক বাক্য
শুনি দেবগণ । শিবশূন্য সভাতলে করে আগমন ॥ দক্ষভয়ে সভাতলে সকলে
আসিল । শিবশূন্য সভাতলে সকলে বসিল ॥ দ্বিপুল যজ্ঞের কথা কি করি
বর্ণন । স্থানে স্থানে বদন্তুপ রাখে সৰ্ব্বজন ॥ অন্নরাশি স্থানে স্থানে পৰ্বত
মনান । স্নাত-ক্ষীর-তুষ্ক-নদী হৈল বহুদান ॥ মিষ্টান্ন লড্ডুকন্তুপ রাখে সারি
সারি । কদলী প্রভৃতি ফল বর্ণিবারে নারি ॥ কত খায় কত দেয় না হয়
গণন । খাও খাও দেও দেও কেবল বচন ॥ এইরূপে যজ্ঞ করে দক্ষ মহামতি ।
এদিকে কৈলাসে শুন শব্দক ভারতী ॥ কৈলাসে থাকিয়া সতী করিল শ্রবণ ।
শিতা দক্ষ করিয়াছে যক্ষ আয়োজন ॥ গমন করিতে তথা করিয়া যমন ।
মিনে শিবের পাশে করে নিবেদন ॥ শুভে দেব মহেশান শোকের ঈশ্বর ।
ধরণ্যাতের বাস্তা পূর্ণ কর হর ॥ ব্রহ্মরূপে আমি কর প্রজার সৃজন । বিষ্ণু-
রূপে সবাকারে করিছ পালন ॥ ত্রিগুণধারক আমি শুভে দিগম্বর । তোমোক্তে
অবশিষ্ট হও নিরন্তর ॥ শব্দকগে এত শিখ করহ নিদন । তোমোক্তে বিলীন
হা তাবর জন্ম ॥ ব্রহ্মা দিগে দোহাকারে তাজিয়া প্রভৃতি । তোমোক্তে নিশ্চল
হা মাতে নিরবধি ॥ তোমার আগ্রহ হেতু প্রভৃতি স্তম্ভরী । দিবানিশি যত্ন-
বতী শুভে ত্রিপুরারি ॥ শুভে দেব শুভে দেব দেবের ঈশ্বর । প্রভব হইয়া কৃপা
বর যমোপর ॥ দেবার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মিষ্টভাবে কহে তবে দেব
পকানন ॥ কি হেতু করিহ স্তব শুভে সনাতনি । প্রকাশিয়া বল তাহা করিব
একনি ॥ পতির ককণা হেরি প্রভৃতি তখন । হইতরে কহে সতী শুভে পকা-
নন ॥ দেবের দেবতা তুমি শুভে মহেশ্বর । আমার বচন শুভ শুভে দিগম্বর ॥
তোমার শ্বশুর দক্ষ বুড়ে বিচক্ষণ । করিছেন বস্ত্র এক করিণু শ্রবণ ॥ যদি
দেব অনুমতি করহ প্রদান । উভয়ে চলহ নাই দক্ষ বিদ্যমান ॥ আমরা তথায়
গেল শুভে ত্রিনয়ন । করিবেন প্রজাপতি সম্মান যতন ॥ দেবীর এতেক বাক্য
শুনি দিগম্বর । মধুর বচনে তবে কল্লেন উত্তর ॥ হেন চিন্তা কভু সতী না
করিও মনে । বিনা নিমন্ত্রণে যাবে জনক ভবনে ॥ বিনা নিমন্ত্রণে তথা
করিলে গমন । যত্নের সমান তাহা শুনহ বচন ॥ কুলগণের বিদ্যাগণের ধনের
গরবে । গর্ভিচ হয়েছে তব জনক জানিবে ॥ গর্ভ করি মোরে দক্ষ করিল

হেলন । দক্ষের অন্তর হয় গর্বেতে মগন ॥ আমার শ্বশুর সেই দক্ষ প্রজাপতি । মম অপমান লাগি স্থির করি মতি ॥ করেছেন সুরহং যজ্ঞ আয়োজন । তথা যেতে বাঞ্ছা কর কিসের কারণ ॥ শ্বশুরের প্রিয়কার্য্য করিবে জামাতা । নিষম করেছে ইহা জগত বিধাতা ॥ জামাতা অনাম্য হয়ে শ্বশুর-আলয়ে । কভু নাহি যাবে তথা শুন ওগো প্রিয়ে ॥ শ্বশুর হইলে তুমি জামাতা উপরে । রূপরন্ধি প্রজারন্ধি হয় সেই ফলে ॥ জামাতা জামাতার গুরু জামাতার ভাই । সম্মানের পাত্র সব কহি তব ঠাই ॥ মাধ্যমতে এ সবারে করিবে পূজন । নত্বা ধর্ম্মের লোপ শাস্ত্রেয় বচন ॥ জামাতার প্রিয় বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে । সম্মান করিবে মাধু আপন কন্যারে ॥ তনয়ার অপমান যদি কভু হয় । জামাতার অপমান তাহাতে নিশ্চয় ॥ শ্বশুরের পুত্রগণ একান্ত অন্তরে । দেবজ্ঞানে পূজিবেক ভাগিনীপতিরে ॥ বরোজ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি দেবতা সমান । একান্ত অন্তরে তার করিবে সম্মান ॥ একরূপ শাস্ত্রের বিধি করি অনাদর । অপমান কৈল মোরে দক্ষ দণ্ডধর ॥ না করিয়া জামাতারে বজ্র নিমন্ত্রণ । পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে সেই জন ॥ সত্য সত্য স্বেচ্ছাবশে সেই প্রজাপতি । মম করে নাহি দিল তোমা গুণবতী ॥ নিজ ইচ্ছাবশে তুমি বরিলে আমারে । মম আত্মা সযতনে পালিবে অন্তরে ॥ পতি-স্বজ্ঞা যেই ভাঙ্গা করলে লজ্জান । সুখ শান্তি সেই নারী না পায় কখন ॥ হরের এতক বাক্য শুনি গুণবতী । কহিলেন মিষ্টভাসে বিনয়-ভারতী ॥ যা বলিলে ওহে প্রভু নাহিক সংশয় । সত্য সত্য এই কথা ওহে দয়াময় ॥ কিন্তু এক কথা বলি ওহে ত্রিনয়ন । পিতৃগৃহে মহোৎসব করিয়া শ্রবণ ॥ কিরূপে ধৈর্য্য ধরি রহিব ছেথায় । কন্যা হয়ে পারে কি তা বল গো আমার ॥ পিতার গৃহেতে আমি করিব গমন । নিমন্ত্রণে ইথে নাথ কিবা প্রয়োজন ॥ তথা মম আগমন অপেক্ষা করিয়া । অবশ্য রয়েছে পিতা পথ নিরখিয়া ॥ অতএব আমি তথা করিব গমন । অনুমতি দেহ ইথে ওহে ত্রিলোচন ॥ আমার সম্মান তথা নিশ্চয় হইবে । তাহাতেই তব মান অন্তরে জানিবে ॥ পিতা যদি দুঃখ হন ওগো ত্রিনয়ন । যদি নাহি তব তত্ত্ব জানে সেই জন ॥ তাহা বলি অভিমান করিয়া অন্তরে । কেন নাথ নিজভাগ ত্যজ অবহেলে ॥ স্বজ্ঞান দক্ষেরে জ্ঞান করহ প্রদান । অধিক কি কব নাথ তব বিদ্যমান ॥ অতএব মম বাক্য শুন মহেশ্বর । উভয়ে চলহ যাই দক্ষের নগর ॥ দেবীর এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । উভয়ে কৈলাসনাথ কহেন বচন ॥ যা বলিলে এই সব ওগো দাক্ষায়ণী । পূর্ব্ব হতে এই সব ভাবিয়াছি আমি ॥ বজ্রতে গমন করা দক্ষের আলয় । কিবা তব কিবা মম উচিত না হয় ॥ অনাদর করি মোরে দক্ষ প্রজাপতি । যজ্ঞ আয়োজন কৈল শুন ওগো সত্যী ॥ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে লয়ে সুরগণ । ইহার উচিত ফল পাবে সেই জন ॥ সত্যাপি পিতার গৃহে যাহ তুমি এবে । আপনার অমঙ্গল আপনি ঘটাবে ॥

তথা তোমা সমাগত করি দরশন । মম নিন্দা দক্ষ রাজা করিবে তখন ॥ সে
 নিন্দা তুমি সহ হবে শুনিতে তোমার । অতএব নাহি যেও দক্ষের আগার ॥
 বুদ্ধিমত্তী তুমি সতী মম বাক্য ধর । মম হিতবাক্য প্রিয়ে অন্যথা না কর ॥
 শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । পুনঃ দাক্ষায়ণী কহে বিনয় বচন ॥ যা
 বলিলে ওহে দেব মিথ্যা কিছু নয় । কিন্তু এক যুক্তি আছে শুন পরিচয় ॥
 কিবা যজ্ঞ কিবা দান তপ আচরণ । সবার ঈশ্বর তুমি ওহে ত্রিনয়ন ॥ সর্বদেব-
 অধিপতি সর্ব যজ্ঞেশ্বর । তুমিই সবার গতি পরম-ঈশ্বর ॥ না বলুক তোমারে
 কিম্বা করুক অনাদর । যজ্ঞেতে তোমার পূজা হবে মহেশ্বর ॥ যদি তুমি নাহি
 যাও ওহে পঞ্চানন । পরোক্ষে তোমার পূজা হইবে সাধন ॥ ইহাপেক্ষা
 সাক্ষাতেতে করিয়া গমন । শাস্ত্রমত পূজা দেব করহ গ্রহণ ॥ কিবা নিমন্ত্রণে
 কিম্বা বিনা নিমন্ত্রণে । উভয়ে সমান বোধ ভেবে দেখ মনে ॥ বিশেষতঃ তুমি
 নাথ যোগীর ঈশ্বর । মান অপমান দোহে সম দিগম্বর ॥ সতীর এতেক বাক্য
 করিয়া শ্রবণ । মম্বর বচনে কহে দেব পঞ্চানন ॥ আহ্বানে অথবা অনাহ্বানে
 মহেশ্বর । যোগী হয়ে ক্ষদে আমি কিছু নাহি ধরি ॥ কিন্তু যজ্ঞে গমনেতে নাহি
 প্রয়োজন । তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ ॥ মান্যের করিবে পূজা শাস্ত্রের
 বিধান । পূজকের গৃহে যাবে পূজ্য মতিমান ॥ অপূজকের পূজা যেই পূজা
 নাহি বলি । সে পূজায় কোন ফল নাহি গো সুন্দরি ॥ যেই পূজা পূজ্যজনে
 করি অনাদর । বিপদের হেতু তাহা জানিবে বিফল ॥ পূজ্যের অর্চনা যদি
 কহ নাহি করে । অমঙ্গল পদে পদে সেই জনে ঘেরে ॥ অতএব কিবা তব
 অথবা আমার । উচিত না হয় যেতে দক্ষের আগার ॥ তথা গিয়া মম নিন্দা
 শুনিলে শ্রবণে । সহিতে নারিবে কভু আপনার প্রাণে ॥ জীবন ত্যজিবে সতি
 তা হলে নিশ্চয় । দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস হবে নাহিক সংশয় ॥ নিজ-নিন্দা নিজমুখে
 করিয়া শ্রবণ । যদ্যপি দক্ষেরে আমি করি গো নিধন ॥ পিতৃবধে কভু তুমি
 প্রীত নাহি হবে । এহেতু তথায় যেতে মানা করি এবে ॥ আমার মনের কথা
 করিনু বর্ণন । ইচ্ছা হয় যাহা দেবি করহ এখন ॥ হরের এতেক বাক্য শুনি
 দাক্ষায়ণী । কহিলেন শুন শুন ওহে শূলপাণি ॥ যজ্ঞে গেলে তব নিন্দা
 শুনিতে হইবে । এহেতু তথায় যেতে নিষেধিলে এবে ॥ পূর্বে স্বয়ম্বরে যবে
 তোমারে লভিনু । উদ্দেশে তোমারে ডাকি একথা কহিনু ॥ তব নিন্দা যেন
 মম কর্ণে নাহি যায় । যদি তব নিন্দা হয় শুনিতে আমার ॥ তখন নিজের
 প্রাণ দিব বিসর্জন । জন্মান্তরে তোমা ধনে করিব গ্রহণ ॥ এ প্রার্থনা করে-
 ছিনু স্বয়ম্বরকালে । এবে মনোযোগী নহ কেন মমোপরে ॥ তব অনুগ্রহ যদি
 রহে মমোপর । শুনিতে না পাব বাক্য তব নিন্দাকর ॥ অনুগ্রহ যদি নাহি
 কর পঞ্চানন । যদ্যপি তোমার নিন্দা করি গো শ্রবণ ॥ জামিব আপনি ঘোরে
 কৈলে পরিত্যাগ । তখনি ছাড়িব প্রাণ ওহে মহাভাগ ॥ সতীর এতেক বাক্য

করিয়া শ্রবণ । পঞ্চানন মিউতামে কহেন তখন ॥ দরদরে যে প্রার্থনা করে-
 ছিলে তুমি । তখনি মেধেহি তাহা গুণো দাক্ষায়ণী ॥ বধিরতা করেছিলু
 তোমারে অর্পণ । সে হেতু আমার নিন্দা না কৈলে শ্রবণ ॥ এবে নিন্দা
 শুনিবারে করিছ বাসনা । নৈলে ফল্যে যেতে কেন করিছ কামনা ॥ যব নিন্দা
 যেই জন করে অবিরম । তাহার গুণে তুমি কাঁদছ পয়াণ ॥ নিবেধ না করি
 আর শু হ বচন । নিজ ইচ্ছা হয় যাহা করছ এখন ॥ অপকর্ম করি নিজে
 মুচমতি জন । পরের উপরে দোষ করয়ে অর্পণ ॥ শিবের এতেক বাক্য শুনি
 দাক্ষায়ণী । হিরণ্যৈবমোনভাবে রহেন তখনি ॥ শিবপানে একদৃষ্টে করে
 নিরীক্ষণ । শূলপাণি শিবানীরে করেন দর্শন ॥ দেবীর নয়ন তিন হৈল ভয়-
 ক্ষর । সে জ্যোতিঃ নেহারি শিব বিমুগ্ধ অন্তর ॥ রোষ ভরে জ্বলিতেছে দেবীর
 শোচন । ভালনেত্রে ঘন ঘন অগ্নি বরিষণ ॥ ঘন ঘন অট্টহাস করিছে সন্দরী ।
 ভূষণে ভূষিতা দেবী করাল-অধরী ॥ বিকট দশনপংক্তি দেখি লাগে ভয় ।
 কলেবরে স্বৈরজল মহাবেগে বয় ॥ কনকবরণ দেবী করি বিসর্জন । শোরতর
 ক্লকবর্ণ করেন ধারণ ॥ ঘন ঘন লোমাক্তিত হয় কলেবর । বক্ষে শোভে পীনা-
 ম্নত যুগ পয়োধর ॥ চারি ভুজ কিবা শোভে দেবীর শরীরে । মরালগামিনী
 দেবী যৌবনের ভরে ॥ মুক্তকেশা বিসম্না করালবদনী । পদভরে বিকম্পিত
 হতেছে অবনী ॥ কৈলাস অটল কাপে শরীরের ভরে । অঙ্গদ বিরাজে দেবী
 শ্যাম কলেবরে ॥ একরূপ শ্যামা রূপ করিয়া ধারণ । তখনি উঠেন দেবী ত্যজিয়া
 আসন ॥ তাঁহার একরূপ রূপ হেরি শূলপাণি । বিমোহিত হয়ে ধৈর্য হারান
 তখনি ॥ ভাত হয়ে পলায়নে করিয়া মনন । মুক্তিতে ধাবমান হন পঞ্চানন ॥
 মহেশ পলাতে দেখি দাক্ষায়ণী গভী । মা তৈ মা'তৈ বলি কহেন ভারতী ॥
 না পলাহ না পলাহ ওহে মহেশ্বর । কেবা কার কথা শুনে পাবিত শঙ্কর ॥
 পলায়নপরারণ শঙ্করে হেরিয়া । ধরিলেন দশচূড়িত দেবী মহামায়া ॥ যেই
 দিকে মহেশ্বর করে পলায়ন । সেই দিকে শঙ্করীরে করেন দর্শন ॥ পলায়নে
 অসমর্থ হইয়া শঙ্কর । নেত্র দুই সেতু ভানে রহে তার পর ॥ অণ পরে পুন
 নেত্র করি উন্মোলন । শ্যামারে সম্মুখভাগে করেন দর্শন ॥ কিবা হাসি বিরা-
 জিছে বদনকমলে । স্নুজ্জ্বল শ্যাম আভা চারু কলেবরে ॥ দক্ষিণাভিমুখী
 দেবী পীনপয়োধরা । মুক্তকেশা দিগঘরী দিব্যকলেবরা ॥ শ্যামলবরণা দেবী
 সহস্রবদনী । দেবীরে হেরিয়া দেবদেব শূলপাণি । কাপিতে কাপিতে ভয়ে
 কহেন বচন । সে হেতু ধরিলে দেবী শ্যামা বরণ ॥ ভয়দ মুরতি বল কেন বা
 ধারণে । হোরণ হতেছি আমি বিহ্বল অন্তরে ॥ চারিদিকে যত মূর্তি করি
 নিরীক্ষণ । হবার মধ্যেতে তুমি হও কোন জন ॥ হরের বচন শুনি কহে দাক্ষা-
 যণী । গুনহ প্রকৃত কথা গুণো শূলপাণি । আদিমা প্রকৃতি আমি ওহে পঞ্চা-
 নন । দক্ষের আলয়ে আমি ধরিনু জনম ॥ তুমি হে পুত্ৰশোভন ওহে মহেশ্বর ।

তোমারে লভিতে পরি যৌব কলেবর ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দৌহে আর ভূমি পঞ্চানন ।
 সেই কালে তিন জনে পরিলে জনম ॥ সেই কালে যাউ আমি শবের আকারে ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জন উপেক্ষিল মোরে ॥ বিকৃত আকার মোরে করি দরশন ।
 গ্রহণ করিলে মোরে ওহে ত্রিনয়ন ॥ তদবধি বর্ষাভূত আমি যে তোমার । ভূমি
 মুকুট ভূমি ভাড়া পরাণ আমার ॥ প্রকৃতির প্রিয় ভূমি পঞ্চানন । তোমারে
 লভিতে পতি করিবা মনন ॥ ক্ষনম পরিণু আমি দক্ষের আশ্রয়ে । তোমারে
 পাইয়া পতি মানন্দ স্বদয়ে ॥ স্বয়ম্বরে তব নিন্দা শুনিতে না হয় । এ হেতু
 বাঞ্ছিয়া বাঞ্ছি আপন স্বদয় ॥ বাঞ্ছিত করেছ পূর্ণ সেই সে সময় । তাহাতে
 হয়েছি প্রীত আপন স্বদয়ে ॥ ভূমি সে করিবে ত্যাগ ওহে পঞ্চানন । পূর্বেই
 করেছি আমি ইহা নিরূপণ ॥ যদি তব নিন্দা আমি শুনিবারে পাই । তখন
 তাজিব প্রাণ কহি তব চাই ॥ ভূমিও কহিলে দেব ওহে সনাতন । যন্মে গেলে
 মম নিন্দা করিবে শ্রবণ ॥ যদি তথা যাহ দেবি হব অমন্তোষ । অত এব বলি
 কন ওহে আশুতোষ ॥ দক্ষের শরীর এই দিব বিসর্জন । এ দেহে তোমার
 পাশে না রব কখন ॥ ওই স্থির করি আমি আপন অন্তরে । নব দেবী মূর্তি
 গরি তোমার গোচরে ॥ আমার দিভুতি ইহা ওহে পঞ্চানন । 'আমার অসাধ্য
 নাহি এ তিন ভুবন ॥ দক্ষমুখ নাশে যদি করহ বাসনা । এখনি পুরাত্তে
 পারি তোমার কামনা ॥ তোমারে আমার শক্তি দেখাবার তারে । হইলাম
 দশমূর্তি মানন্দ অন্তরে ॥ আদিয়া প্রকৃতি আমি ওহে পঞ্চানন । আনা হতে
 সত্ত্ব রজঃ ত্রিগুণ সৃজন ॥ রাজসাদি তিন জনে করিয়া সৃজন । নিরাকারে
 জ্যোতিরূপে রহি অনুক্ষণ ॥ রাজসাদি তিনজন সলিল উপরে । ভ্রমিতে
 ভ্রমিতে হন বিসর্গ অন্তরে ॥ তাহা দেখি নিরাকারে আকাশে দাঁড়িয়া । "তপ
 তপ" দৈববাণী কহিনু চাহিয়া ॥ তাহা শুনি তপে মন দেও তিন জন । অন্ত-
 হিত হৈনু আমি জানিবে তখন ॥ সত্ত্বগুণী ব্রহ্মা জল করিল সৃজন । তপো-
 মগ্ন দেখি সবে ভাবি মনে মন ॥ আমারে লইবে কেবা এ তিন ভিতরে ।
 এত ভাবি শব রূপ ধরি তার পরে ॥ ভাসিতে ভাসিতে আমি করিহু গমন ।
 যথা তিনে রয়েছিল তপেতে মগন ॥ প্রথমে গেলাম আমি সাত্বিকের পাশে ।
 মোরে হেরি ফিরে দেব এপাশে ওপাশে ॥ তাহাতে চারিগুী মুখ জ্বলিল
 তাহার । করিনু রাজস তারে ওহে গুণাধার ॥ ব্রহ্মা নামে অভিহিত হৈল
 সেই জন । রক্তিম বরণ তারে করিনু তখন ॥ রাজসের পাশে শেষে গমন
 করিলে । নয়ন মুদ্রিয়া সেই রহিল সলিলে ॥ তাহা দেখি সাত্বিকী করিহু
 তাহার । বিষ্ণু নামে অভিহিত হইল ধরায় ॥ অন্তর্দামী সর্বভূতে হৈল
 সেই জন । তা হতে সাত্বিকী সৃষ্টি হইল ঘটন ॥ অবশেষে সত্ত্ব রজঃ তম তিন
 গুণে । সংহারক করি দেব তোমা পঞ্চাননে ॥ সংহারকারিণী সৃষ্টি ইহারেই
 কর । সত্ত্বতে সাত্বিকী সৃষ্টি জানিবে নিশ্চয় ॥ রজোগুণে রাজসিকী ওহে

ত্বিনয়ন । একমাত্র আমি হতে সকলি সৃজন ॥ রাজসী সৃষ্টির কর্তা ব্রহ্ম
মহাশয় । সাক্ষিকীর প্রভু বিষ্ণু যিনি দয়াময় ॥ আমি হতে দ্বিধা হয় পুরুষ
প্রধান । জীবাত্মা পরাত্মা এই আছে অভিধান ॥ আমি সে প্রকৃতি হই
ত্রিবিধ আকার । যাযা বিদ্যা ও পরমা তিন নাম যার ॥ তিন গুণে সৃশোভিত
আমি অনুক্ষণ । তোমাকে আশ্রয় করি আছি পক্ষানন ॥ কিন্তু অংশরূপে
ব্রহ্মা বিষ্ণু দৌহাকারে । আশ্রয় করিয়া আছি জানিবে অন্তরে ॥ লক্ষ্মী সর-
স্বতী আর সাবিত্র্যাদি করি । সকলি আমার অংশ গুহে দৈত্য-অরি ॥ তব
শ্রীতি হেতু আমি দক্ষের আগারে । জনম ধরিনু দেব সতীর আকারে ॥ আমি
হতে সূক্ষ্ম যেই সে মূল প্রকৃতি । কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব গুহে পশুপতি ॥ দশ
দেবী মূর্তি যাহা হেরিছ নয়নে । মহাবিদ্যা বলি খ্যাত কহি তব স্থানে ॥ দশ
জনে দশ নাম করেন ধারণ । দশ নাম শুন এবে গুহে পক্ষানন ॥ কালী তারা
ধূমাবতী ভুবন-ঈশ্বরী । ষোড়শী ভৈরবী বগলামুখী সুন্দরী ॥ মাতঙ্গী ও ছিন্ন-
মস্তা এই দশ জন । দশ মহাবিদ্যা এই গুহে ত্বিনয়ন ॥ দেবীর এতেক বাক্য
শুনি শূলপাণি । জিজ্ঞাসা করেন পুন গুগো দাক্ষায়ণী ॥ দশদিকে দশ মূর্তি
করি নিরীক্ষণ । মহাবিদ্যা বলি খ্যাত করিনু শ্রবণ ॥ কার কোন নাম হয়
গুগো ভগবতি । বিবরিয়া বল তাহা করি অবগতি ॥ হরেন এতেক বাক্য
করিয়া শ্রবণ । ভগবতী দাক্ষায়ণী কহেন তখন ॥ শুনহ সকল কথা মোহ
পক্ষানন । পুরোভাগে যারে তুমি করিছ দর্শন ॥ কামলবরণ দেবী সুরম-
রূপিণী । শোভিতেছে সেই দেবী গুহে শূলপাণি ॥ কালী দেবী তন ইনি
গুগো মহেশ্বর ॥ ছিন্নমস্তা দক্ষিণেতে হেরহ শঙ্কর ॥ সূর্য্যলকর্ণিনী দাঁড়ে
হেরিছ গগনে । তারা দেবী হন ইনি কহি তব স্থানে ॥ ভুবন ঈশ্বরী দেব
বায়ে সূশোভন । পশ্চাতে বগলামুখী গুহে পক্ষানন ॥ নৈঃশতে হেরহ দেব
শোভিছে সুন্দরী । ঈশানে ষোড়শী দেবী গুহে পুর-অরি ॥ বায়ুকোণে
মাতঙ্গীয়ে করহ দর্শন । অগ্নিকোণে ধূমাবতী সূশোভিতা হন ॥ তোমার
শরীরে আমি ভৈরবীরূপিণী । দশ মহাবিদ্যা এই গুহে শূলপাণি ॥ তব ব্বেদ
করে পিতা দক্ষ মহামতি । যদ্যপি বাসনা কর গুহে পশুপতি ॥ এই সব
বিদ্যাবলে অতি কুতূহলে । সমস্ত পিতারে আমি বিনাশিব হলে ॥ এই সব
মহাবিদ্যা বিমুক্তিদায়িনী । ইহাদের আরাধনা কর শূলপাণি ॥ মারণোচ্চাটন
ফোভ মোহন দ্রাবণ । স্তম্ভন সংহার বশীকরণ জুস্তণ । যাহা তব বাঞ্ছা হয়
গুহে মহেশ্বর । এই সব বিদ্যাবলে সেই সব কর ॥ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে
যাহা পক্ষানন । সকল করিনু আমি তোমারে বর্ণন ॥ মনে মনে ক্ষুণ্ণ নাহি হও
কদাচন । আমার বচনে মন কর নিয়োগন ॥ দশমহাবিদ্যাতত্ত্ব গোপনীয় হয় ।
প্রকাশ না কর কল্প গুহে দয়াময় ॥ দিব্যজ্ঞানে যারে তুমি করহ দর্শন ।
জগদ্বা যারে বলি জান ত্বিনয়ন ॥ মম আরাধনা কর গুহে মহেশ্বর । জগত্

[illegible]

ওগো যুরেশ্বরী । যাহা ইচ্ছা কর তাহা নিষেধ না কর ॥ মূক্তকেশা কালী
দেবী জলদ-বরণী । শব্দরের বাক্য শুনি চলেন তখনি ॥ চারি দাছ হুগি দান
গগন উপরে । ব্যাঘ্রচৰ্শ্ব কটিতটে কবা শোভা ধরে ॥ দীনাভ্যন্ত-পায়োদর
উজ্জ্বল নয়নী । পবন গতিতে দেবী চলেন তখনি ॥ মার হতে নার প্রেমক
পুরাণ । শুনিলে অন্তরে হুয় দিব্যলোক স্থান ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

— ০০০০০০০০ —

পিছালয়ে কালীবেশে মতীর উপস্থিতি, দক্ষের ভাবমুখ বদল ও
পতিনিন্দা শ্রবণে মতীর দেহভাঙ্গ ।

- ১. মনঃকল সমাগতঃ সখ্যং মিত্রং পিতৃ ।
- ২. বিশেষজ্ঞ পুত্রঃ সৌম্যঃ সানন্দঃ সখ্যং পিতৃ ।
- ৩. যদ্যপিগোকাহা শুভ্রাঃ কাম্যং সখ্যং পিতৃ ।
- ৪. কাম্যং সখ্যং সখ্যং সখ্যং সখ্যং পিতৃ ।
- ৫. কাম্যং সখ্যং সখ্যং সখ্যং সখ্যং পিতৃ ।
- ৬. কাম্যং সখ্যং সখ্যং সখ্যং সখ্যং পিতৃ ।

ঐমিনিরে সখোদিয়া গুরু মহামতি । কহিবেন জনপদে পিতার সখ্য
দক্ষের আপদে মতী করিলে গমন । পরম আনন্দে মনে হৈল সখ্যমতি ॥
এই বুঝি যদি ন্যারের জন । নিজ নিজ কান্দে লবে দিয়া বিশেষণ ॥ মতী
দেখিতে আসে দক্ষের আগারে । মতীরে হেরিয়া লবে হরিঃ সখ্যরে ॥ দক্ষ
য়নী দক্ষগৃহে বসি আসমম । অল্পপুয়ে প্রবেশিল মাতার মন্ডন ॥ বসি
পরে মাতা কন্যারে পানিয়া । নিজ ক্রোড়ে নিল দেবী আনন্দে ভজিয়া ॥
একমে হা বৎসে বানি করেন রোদন । নেত্রজলে নিজ অঙ্গ করেন সিক্তন
কন্যারে মহোষি কহে শুন গো জননি । দেবদেব শিব ধনে লভিয়াছ স্বামী
আমাদিগে শোকহুদে করি নিমগন । যুখে ছিলে ওগো বাচা লবে পতিদন
এবে শোক নাশ হৈল তোমারে পাইয়ে । সর্দধা আনন্দ আজি জন্মিল স্বদয়ে
শিব বেষ করি তব পিতা মূঢ়মতি । করিল দক্ষের সূত্র শুন ওগো মতী ॥
ন করিলেন মহেশ্বরে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ । তোমারে আনিবু নাহি আপন ভবন
নিশিতে ভুগ্বদ্র আজি হেরিয়াছি আমি । শুন শুন সেই কথা প্রাণের নন্দিনী
কঙ্কহীন হয়ে দক্ষ যিনি প্রজাপতি । মূক্তকুণ্ডতে তিনি করিছেন স্থিতি
বিকট রাক্ষসগণ নাচিতে নাচিতে । আনিতেছে ভীষণবেশে তাঁহারে স্বাইতে

কেহ নাচে কেহ হাসে রক্ত করে পান । অট্টহাস করে কেহ কেহ করে গান ॥
 দক্ষের মস্তক কেহ করিয়া ছেদন । কন্দুক করিবা ক্রীড়া করে ঘন ঘন ॥ ভূত
 প্ৰেত পিণ্ডাদি কত অগণন । দক্ষে প্রদক্ষিণ করি করিছে নর্দন ॥ ছানিতে
 ছানিতে কেহ প্রদক্ষিণ করে । দেখিতেছি মোরা সবে থাকিয়া মগরে ॥ বাকুল
 হওয়া সাধ করিছি পোদন । নির্ভীতি অনয়ে নাহি হতেছে তখন ॥ অকস্মাৎ
 প্রকটিত অশ্রুধারা ললনা । নিবিড় জলদ সম শ্যামলবরণা ॥ স্মৃতি কোটি সম
 নেন বর্ণিবারে নারি । অট্টহাস মুখে সদা দেবী দিগম্বরী ॥ চারি ভূজ-কিনা
 সোভে নবীন পোদনা । ভীষণ গর্জন করি আসে ব্রিনয়না ॥ দেবীয়ে হেরিয়া
 পুত্র-কমানিগণ । ভীত হয়ে বতনরে সবে পলায়ন ॥ পরতে ছোঁয়া যথা
 মত পলায় । দেবীরে সেন্সি হারা সেইমত নার ॥ একাদশ রুদ্র বিনিময়
 মত নাচে । দেবীরে হেরিবা সেই গেল তার কাছে ॥ জিজ্ঞাসা করিল তারে
 কহো দ্বন্দ্বজি । কি হেতু এসেছ হেথা হও ব্যর্থ নারী ॥ এতেক বচন শুনি
 দক্ষ-মিনে । কহিলেন আমি মতী দক্ষের নন্দিনী ॥ করেছেন পিতা যোর
 মত পলায়ন । রক্তমাখি নিঃসার করিছে মাগন ॥ এই হেতু আমি হেথা
 বিচাৰুয়েন । আমি কেনা বিদুতি আমার মদন ॥ ছেন বাণী শুনি রুদ্র
 কহে তাহারে । আমি মত মত মতী রহি এই পুর ॥ অন্য দশ রুদ্র সহ
 মত পলায়ন । নিবন্ধ করি বাস মানন্দ অনয়ে ॥ দক্ষকন্যা যদি হও শুন
 বচন । পুনঃসংগীত কর পিতারে এখন ॥ রুদ্রের এতেক বাক্য শুনি
 দিগম্বরী । শিরেরে আলিঙ্গিতগতি এই পুরী ॥ পুনশ্চ করিল দক্ষে জীবন
 পোদন । চাপকুম্ব হৈল দক্ষ বিধির বিধান ॥ তখন একান্তমনে দক্ষ প্রজা-
 গতি । মনুষ্ট করিল শিরে করি বস্ত্র দাঁত ॥ কুবুদি হৈল দূর সুমতি জম্বিল ।
 শির মতীপদে মতি নিয়ত রাখিল ॥ দেখিতে দেখিতে আনে মত দেবগণ ।
 বিধি ইন্দু বিনাশি নিত্য মনাতন ॥ সকলে আসিয়া যজ্ঞ করে সনাপন ।
 বসি অশ্রুনে-মাছা করেতি দর্শন ॥ শ্যামাক্রমে এলে বাজা আমার আলয় ।
 ভবিতর ঘটে বৃষ্টি অনুমান হয় ॥ শিবনিন্দ-কল পোরে দক্ষ প্রজাগতি । তবে
 তোমা দৌহা-তনু হবে অবগতি ॥ দ্বিজীবী হও বাজা শুনহ বচন । আমারে
 জড়িয়া এবে না কর গমন ॥ বিদ্যার সেই জন মহামুখী হয় । সার্থক জীবন
 তার নাহিক সংশয় ॥

মাগর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । দাক্ষায়ণী মবিনয়ে কহেন তখন ॥
 মা বনিলে ওণো মাতা করিলু শ্রবণ । অনুমতি কর এবে করিবে গমন ॥
 পিতারে হেরিতে যাব যজ্ঞের আগারে । এত বলি মাতৃপদে নমস্কার করে ॥
 উচিত সম্মান পেয়ে মাতার সদন । জনক সকাশে দেবী করিল গমন ॥ দেখি-
 লেন যজ্ঞালয়ে দক্ষ প্রজাগতি । যজ্ঞেতে ব্যাপৃত থাকি করে অবস্থিতি ॥
 ভবীগণে সেই স্থানে করেন দর্শন । পিতারে বেড়িয়া সবে হরিশে মগন ॥ বধট

পৌষট্ঠী দ্বাহা ইত্যাদি করিয়ে । নানামন্ত্র পড়ে দক্ষ মানন অবশ্যে ॥ অগ্নিস্থ
 -ত্ৰাহাদি বচ করে অবমাননা শিবে নিন্দা করি দক্ষ হয়ে ভাসমান ॥ মগ্ধপু
 -ত্রাহাদি দক্ষ করেও দর্শন । কমনোদ্যোচন কান্দে জলদবরণ ॥ তারাপণ দশে
 যথা মোহিনী বিরাজে । সেরূপ মোহিত দেবী ভূমীগণ মাঝে ॥ তাঁহাদের
 হেফাজত দক্ষ কহেন বচন । কথার নিন্দা শুনি হও কোন জন ॥ আমার
 সতীর সম হেরিছি তোমার । সত্য কি আমার সতী এসেছে হেণায় ॥ পিতার
 এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । উত্তরে কহেন সতী মনের বচন ॥ আমি সতী ভব
 কন্যা ওহ মহামতি । প্রণমিতোমার পদে ভ্রমো প্রজাপতি ॥ কন্যার বচন
 শুনি দক্ষ মহাশয় । হা সূতে হা বাঁজা বলি কত কথা কয় ॥ হায় হায় কান্দি
 বণ করেও ধারণ । ভূতাবিপে পতি করি এ মন দমন ॥ জানি আমি মে
 শিবে আমি গো বিশেষ । অনন্দি গিয়াছি আমি বাহার মতাবে ॥ কমনবরণ
 ছিলে সোণার প্রতিমা । হায় হায় একি হেরি শ্যামদবরণ ॥ ভ্রূঙ্গরিষ্মে মে
 শিব নাহিক সংশয় । তার দোষে তোমা পদে না আমি আশ্রয় ॥ এখন আমার
 বাক্য করহ শ্রবণ । পুন শিবপাশে আর না যেন রাখন ॥ ভাসমান পানি
 যদি কত নাহি হয় । থাকিলে তুমি তব পিতার আশ্রয় ॥ অতএব হই
 জ্ঞান কর অবদান । পুনবার শিবগৃহে না কন্য পলায় ॥ মায়া হতে বর্ণন
 কানিয়া হইল । তবায় মাউন পুন চিন্তা মন বচন ॥ পিতার এতক বাক্য
 করিয়া শ্রবণ । রোবভরে সতী দেবী কাঁপে ঘন ঘন ॥ কোপেতে কটাক্ষ করে
 পিতারে তখন । দিগন্তরী মনোভনী কহেন বচন ॥ কন্যায় কামনা যদি থাকে
 মনে মনে । হেন বাক্য পুন নাহি শনিও বদনে ॥ পদ বাণ্য যদি পাঠে শুনি
 বচন । শিবনিন্দার ক্রিষ্টা করহ ছেদন ॥ মনসে মনের আত্মা শিব পদ
 নন । অগতের প্রভু সেই নিত্য নিরঞ্জন ॥ শিবনিন্দা কর যদি ওহে মহাশয় ।
 জাহ্নবীর আঘাত বরা তাহাতেই হয় ॥ আত্মদানি পাণ কেন কহে রা দয়
 নিন্দে কন্যায় চিত্তা করহ এখন ॥ তব এই সভা মায়া হেরিচি নয়নে ।
 দুঃসভা বলি ইহা কহি তব জানে ॥ যে সভায় শিবনিন্দা হয় অনুক্ষণ ।
 দণ্ডযোগ্য সেই সভা জানিহ রাজন ॥ শিবনিন্দাকুল পাবে নাহিক সংশয় ।
 কুটিলাম সত্য কথা ওহে মহাশয় ॥ কন্যার এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । দক্ষ
 প্রজাপতি পুনঃ কহেন বচন ॥ অঙ্গমতি শিশু তুমি পুনি নাহি ধর । শিবের
 প্রশংসা সেই কারণেতে কর ॥ অনাগ্য তোমার পতি নাহিক সংশয় । তা
 হতে সূতের লেশ না হবে নিশ্চয় ॥ তাহার সুখ্যাতি কেন কর মোর পাশে ।
 আমার সে জনে সতী জানি গো বিশেষে ॥ আমি দক্ষ প্রজাপতি বিদিত
 ভুবনে । দেব দেবী জানে ইহা কহি তব জানে ॥ শিবের প্রশংসা কর জামি
 সম্মুখে ॥ ভ্রূঙ্গসহ জানিবে ইহা কহিনু তোমাকে ॥ তোমার নিকটে মানুষ সেই
 পঞ্চানন । অন্যের নিকটে নাহি আনিয়ো কখন ॥ দক্ষের এতক বাক্য শুনি

দাক্ষায়ণী । পিতারে ময়োদি পুনঃ কহিলেন বানী ॥ পুনঃপুনঃ শুন দক্ষ বলিছি
 তোমায় । এখনো নিবৃত্ত কর তোমার জিহ্বার ॥ পুনঃ হেন বাক্য নাহি বলিও
 এখন । কল্যাণ না হবে ইথে কহিনু বচন ॥ নিয়ন্তা জগতে কত যদি না
 থাকিত । তা হলে জানিহু ধর্ম্য কেহ না করিত ॥ পাণ্ডুবৃদ্ধি তাজ দক্ষ শুনহ
 বচন । দাক্ষায়ণী-পতি শিবঃ প্রথম প্রথম ॥ কনিষ্ঠ হইয়া যদি হিতবাক্য
 নহে । সাত্ত্বগণ ধরে তাহা আপন অন্তরে ॥ সেই জনে সান্নিধ্য বলি শুনহ বচন ।
 ততাহিত অমন সেই লভে তনুজন ॥ মাদ্র্যুবহিত ভ্রমি শুধে প্রজাপতি ।
 পুনঃ নাহিক তব সম পাপমতি ॥ শিবদ্বন্দ্বাকল পাবে নাহিক সংশয় । শিব
 দ্বন্দ্ব কোম বধা নাশিত সময় ॥ কেহ কত নিন্দা নাহি করে পঞ্চাননে । ভূমি
 কেন্দ্র কর দক্ষ নিমেষ কারণে ॥ মনে পুনঃ বিদ্বিষ্যে করিছে ক্ষণে । ভূমি
 কেন্দ্র নাহি পুঙ্খ কহত আমারে ॥ কন্যার প্রত্যেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মভ্য-
 যমে ময়োদিয়া প্রজাপতি কন ॥ কন্যার প্রজাপতি সব শুনিবে সকলে । কন্যা
 হইয়া পতি হেন বাক্য বলে ॥ প্রবোধবানে শান্ত করহ ইহান । দরীকৃত
 পতি নীচা ইহা সত্য ॥ শিব বধা যম দেব্য শুন মদ্র্যজন । শিবগতা
 শিবের তাতা ছেবেদন ॥ মভ্যগণে, জৈনগা কহিয়া ভারতী । মভীরে
 মভীরে পুনঃ পুনঃ প্রজাপতি ॥ শব্দে ক্রোধে শিব আয়ারি বচন । চন্দ্র
 মভীর ভূমি কতহ গমন ॥ মভীর শিবেরে পতি করিয়া ভূমি । মরিয়াই মৈ-
 ত্র্যে আনিয়াছি আমি ॥ পুনঃপুনঃ পতিনাম করি উচ্চারণ । করিয়া নিতেছ
 মভীরে মদ্র্যজন ॥ কন্যানে কেন দক্ষ ভবেছে মদ্র্য । নাহি বুঝ কিছু ভূমি
 মভীর মিশ্র ॥ শিবকরে প্রজাপতি করে দরশন । বল দেখি প্রজাপতি
 মভীরে কখন ॥ বহু কত প্রজাপতি মদ্র্য শুন ধরি করে । একাদশ বনি তারা
 পতি প্রজাপতি ॥ সে সব মভীরে শিব না জানি বখন । একদশ প্রজাপতি
 মভীরে পতি কারণ ॥ পতি কারণে সে সব করে পতি মদ্র্যজন । মহাদেব শিব
 পতি করিলে গ্রহণ ॥ পিতার প্রত্যেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । তত্বেরে মভীর
 মভীর কহেন বচন ॥ মদ্র্য পিতা মদ্র্য মাতা মদ্র্য পুত্র হয় । মদ্র্য বন্ধু পিতামহ
 মভীরে মিশ্র ॥ মদ্র্য দারা মদ্র্য স্ত্রী মদ্র্য সহোদর । মদ্র্য পুত্র মদ্র্য শুন শুধে
 মদ্র্যজন ॥ তবে কেন পিতা তব অধর্ম্মেতে মতি । তবে কন্যা হবে কিমে হয়ে
 মদ্র্যমতি ॥ ভাষ্যবশে নিলোচনে লভিয়াছি আমি । মদ্র্যের শান্তিলাই সেই
 মদ্র্যপানি ॥ মদ্র্য-কৃত-অত্যাচার তিনি নাহি কদে দেব । মদ্র্য মগুন দেব কুটিল
 বিশেষ ॥ জগতের পাতা তিনি বিশ্বের ঈশ্বর । জগতের বন্ধু সেই শিব মহে-
 শ্বর ॥ মদ্র্যকৃত ভূমি পিতা জানিহু অন্তরে । নৈনে কেন নিন্দা কর দেবদেব
 হয়ে ॥ “শিব” এই দুই বর্ণ অশুভনাশন । কেবল কারণে হয় পাপ নিবারণ ॥
 নামের মহিমা হেন বিদিত বাহার । প্রত্যক্ষ হেরিছি সেই দেব দয়াধার ॥
 নাহাতে ভগিনে তাঁরে যেই বলিছ । শিব আর বর্ণিবে বল শুধে মহাশয় ॥

বিদ্বিবেশে প্রবঞ্চিত হয়ত রাজন । শিবভক্তি বিধি নাহি করিল অর্পণ ॥
শিবনিন্দা ফল নাহি লাভহ যাবত । সবদনে মহেশ্বরে সেবহ তাবত ॥ শিবেরে
করহ স্তব গুহে মহাশয় । আমার বচন যেন অনাথা না হয় ॥ সতীর এতেক
বাক্য করিয়া শ্রবণ । প্রজাপতি দক্ষ রায় কহেন তখন ॥ পুনঃপুনঃ এক কথা
কেন কহ আর । শিবস্তব মুখে নাহি আনিবে আমার ॥ গিঁথির বিশেষে
আছে যত যত জন । সব ভিন্ন ভিন্ন-কৃতি কহিনু বচন ॥ পাপীয়সী কন্যা
ভনি অতি 'তুরা' কর । দূর হও তুরা হুকে নয়ন অন্তরে । তোমারে হেরিয়া
মম মনের বেদন । দাবানল সম হবে হৃদয়ে বর্জন ॥ দক্ষের এতেক বাক্য
করিয়া শ্রবণ । মোহবশে দাক্ষিণী কহেন বচন ॥ প্রসন্ন দক্ষ ভোরে কি
বলিব আর । অগ্রেত যা হেবি পানী সমান মোহাব ॥ শিবস্তব মুখে নাহি
আনিবে বলিলে । সাহার ইতি ক'র পাবে সেই মনে ॥ দক্ষিণে চাগমুখ
করহ ধারণ । শিবনিন্দা সমাজে করহ দেখন ॥ বাক্যের জাগমুখ হইক
তোমার । কহ নাহি হুগে দিগন্ত যত । আমার প' আমার বসিলে যেত নয়ন
অন্তরে । শুন দক্ষ সেই কথা বলিলে যে মামর । চন্দ্র নামের স্তব নাহি দাখ
আমি । তোমার সমাজে যেস' স' দিগন্ত পাপিণী । সেস' সব ঘেঁটে দেহ কবচি
ধারণ । সেই পাপ দেহ পাবে নিব' দিগন্ত যত । নাহি দিগন্ত দিগন্তে অর্পণ
যেমন । জাগমুখ মোঁফলে পরিণ রাজন ॥ বাক্যের জাগমুখ অর্পণ হইল । দেব
ঋষি সবে হেরি বিমুগ্ধ মানিল ॥ সভা সহ সার্বজন কাপে মন মন । করান
দুরতি দেবী করেন ধারণ ॥ ভীষণ কাকিলা রূপ নিরখি সকলে । ঘন ঘন ধর
ধর কাঁপিছে অন্তরে ॥ দেবীর মননে হেরি দক্ষটি ভীষণ । কার সাধ্য মুখ
পানে করে দরশন ॥ দেবীর দুরতি হেরি তবিল সংসার । ক্রম্বিত হইয়া রহে
কি বলিব আর ॥ কেহ নাহি কোন কথা বলিবারে পারে । নিবারণ করে
হেন নাহি দেখি পারে ॥ চারিদিকে হাহাকার করে সার্বজন । সতীরে না হেরি
সবে বিমুগ্ধে মগন ॥ অকস্মাৎ গাতোপান করি প্রজাপতি । সেমন বলিতে
যায় কোথা যাগো সতী ॥ অমনি জাগের সব বর্গে বাহিবার । নিরখি সভার
লোক ব্যাকুলিত কার ॥ পরাদায়ে দশদিকে গগন উপরে । সতী সতী বলে
সবে ব্যাকুল অন্তরে ॥ কেহ বলে কোণ সতী করিল গমন । কেহ বলে সতী
দেবী হয় কোন জন ॥ ভীষণে নাহি কথা নাহি জনে বস । কোলাহলে পূর্ণ
হৈল দক্ষের অলয় ॥ এদিকে শিবের নারী দেবী দাক্ষায়ণী । দেহ ত্যজি দক্ষ-
ষর ছাড়িয়া তখনি ॥ অবিলম্বে হিমালয়ে করিল গমন । দুর্গম কানন সেই
বিদিত ভুবন ॥ বিধারূপে দাক্ষায়ণী মানন্দ অন্তরে ॥ বিরাজ করেন সদা
পার্বত আগারে ॥ এদিকেতে দক্ষরাজ হিরচিত্ত হয়ে । পুন যজ্ঞ আরম্ভিল
সভাগণ লয়ে ॥ কিন্তু তাহে কহু মনে স্তব নাহি হয় । জাগমুখ ধরি দক্ষ
ব্যথিত রবয় ॥ জাগমুখ দক্ষসেবে করি দূরশন । অনুতাপ করে কেহ কাঁদে

কোন জন ॥ কেহ হাসে উপহাস কেহ কেহ করে । কেহ বলে কিবা শক্তি দাক্ষায়ণী ধরে ॥ কেহ বলে শিবনিন্দা করিল বেদন । হাতে হাতে তার ফল লভিল তেমন ॥ কেহ বলে কোথা সতী গেল দাক্ষায়ণী । কেহ বলে গেছে যথা পতি শূলপাণি ॥ অন্তঃপুরে দক্ষ রাণী ভাবে মনে মম । আদিম প্রকৃতি নহে হবে অন্য জন ॥ মম পুত্র নাহি কহু দাক্ষায়ণী হয় । দুটিল মনের ধ্বংস নাহিক সংশয় ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস ।

ব্রহ্মণ্য প্রেযিতো দেব নারদো যুনিপুঙ্গব ।
সতী-দেহপরিভাগং শত্ৰুনাগতা চাসদীং ।
দেবদেব মহাদেব ত্রিলোচন মনোহর দে ।
দক্ষযজ্ঞে যা দেবী সতী দেহং জঠ্রে প্রাপ্তো ।
দক্ষস্হাগমুখে ভূষা ছাগশব্দেন বৈ ক্রমৎ ।
সতী সতীভি বাক্ষিপা পুনর্দজ্ঞে মনোহরৌ ।
ব্রহ্ম প্রজাপতের্কাটাং যত্র দেহং সতী জঠ্রে ।
ভূষা ছাগমনো দক্ষো বর্দি স্তাং নিন্দয়েৎ পুনঃ ।
ভূষা যজ্ঞক দক্ষক নাশয়িষ্যামি সর্বথা ॥

জৈমিনিকে সহোদ্বিগ্না শুক মহামতি । কহিলেন শুন পরে অপূর্ব ভারতী ॥ দেব-ঋষি নারদেরে করি সন্মোদন । শিবের নিকটে ব্রহ্মা করিল প্রেরণ ॥ ব্রহ্মার আদেশে সেই দেব-ঋষিবর । অবিলম্বে চলি গেল কৈলাস নগর ॥ শত্রুর নিকটে পারে করিয়া গমন । সতী-দেহ-পরিভাগ করে নিবেদন ॥ ওহে দেব মহাদেব করি নমস্কার । শরীর ত্যজিল সতী দক্ষের আগার ॥ তব নিন্দা বহু কৈল দক্ষ প্রজাপতি । তাহা শুনি রোষভরে দাক্ষায়ণী সতী ॥ দক্ষ-রাজে অভিলাপ করিয়া অর্পণ । রূপবতী নিজ দেহ দিল বিসর্জন ॥ অভি-লাপে ছাগমুখ দক্ষরাজ হয় । ছাগ সম রব করি যত কথা কর ॥ বিলাপ করিয়া সদা সতীর কারণে । পুনঃ যজ্ঞে দিল মন কহি তব স্থানে ॥ নারদের মুখে হেন করিয়া শ্রবণ । শোকভরে 'মহাদেব করেন' রোদন ॥ বহুধা বিলাপ করি দেবদেব হয় । নারদেরে সহোদ্বিগ্না কহে তার পর ॥ শুন বৎস দেব-ঋষি আমার বচন । এবে কি উপায় করি বলহ এখন ॥ শরীর ত্যজিল সতী ওহে ঋষিবর । একান্ত ব্যাকুল মম ভাবিয়া অন্তর ॥ শিবেরে কাতর হেরি নারদ

তখন। কহিলেন শুন বলি ওহে পঞ্চানন ॥ চিত্তা তাজি ধৈর্য ধর আপন
 অন্তরে। সতীরে পাঠবে পুনঃ কহিব তোমারে ॥ সতী দেবী নিরন্তর জানিবে
 তোমার। তুমি মদা সতীশ্রীর ওহে গুণাধার ॥ এখন আমার বাক্য করহ
 শ্রবণ। অবিলম্বে যাহ দেব দক্ষের ভবন ॥ তথা গিয়া স্নাত হও দক্ষের
 চরিত। কি করিছে প্রজাপতি জানিবে নিশ্চিত ॥ সত্য কি না দক্ষ ধরে ছাগের
 বদন। সত্য কিম্বা মিথ্যা হয় সতীর নরন ॥ তুমি গেলে দক্ষপুরে তোমার
 গোচরে। ছাগনুখে দক্ষ যদি তব নিন্দা করে ॥ যত্ন সহ দক্ষে তবে বাশিনে
 তখন। মম যুক্তি এই হয় ওহে পঞ্চানন ॥ একাদশ রুদ্র আছে দক্ষের
 আগারে। তাদের একের মূর্তি অবিলম্বে ধরে ॥ যাহ শীঘ্র দক্ষপুরে ওহে
 পঞ্চানন। কহিলাম মম যুক্তি তোমার মনন ॥ ঋষির এতক বাক্য শুনি
 মহেশ্বর। মিস্ত্রভাবে নারদদের করেন উত্তর ॥ আমার বচন শুন ভ্রাতার নন্দন।
 অবিলম্বে সাব আমি দক্ষের ভবন ॥ যথা ইচ্ছা যাহ তুমি ওহে কুমিলর। এত
 বলি মৌনভাবে রহে মহেশ্বর ॥ এইরূপে নিজ মনে মনেতে বিচারি। ভীষণ
 বিকট মূর্তি ধরে পুর-অরি ॥ ভীষণ রুদ্রের মূর্তি করিয়া ধারণ। ধীরে ধীরে
 পদব্রজে করেম গমন ॥ সুদীপ ললাটে শোভে তরুদিলেপন। ভট্টাভূট
 শোভে শিরে অরুণ-বরণ ॥ শরধর-কলা শোভে নেত্রের মাংসা। চুর্ণমুণ্ড
 অটুহাস বদনে বিরাজে ॥ দোর খালি নালা হতে ঘন ঘন বস। ওমালা শোভে
 গলে দেখি লাগে ভর ॥ নাগবজ্র উল্লীত শোভে কলেবরে ॥ ভরা বহু কান্দণ্ড
 শোভে বামকরে ॥ বামহস্তে কালদণ্ড ধরি মহেশ্বর। রৌপ্যবশে রাখিয়াছে
 স্কন্ধের উপর ॥ দক্ষ করে ভিক্ষাপাত্র কিবা শোভা গায়। গণাধিন কটীতটে
 মরি কিবা তার ॥ দীর্ঘজানু দৌলজজ্ঞা সুদীপ চরণ। মহাশূলক শিব নাম দক্ষের
 ভবন ॥ পদভরে ঘন ঘন কাপে বহুমতী। দক্ষালয়ে উপনীত হইলে পশুপতি ॥
 তাঁহার দারুণ মূর্তি করি দরশন। ভীত হয়ে লোক মনে করে পানারন ॥ পশু-
 পতি থাকি যজ্ঞশালার বাহিনে। দক্ষরাজে ডাকি দেব কহে উল্লিখিয়ে ॥ শুন
 শুন দক্ষরাজ আমার বচন। ভিক্ষা হেতু আমি ভিক্ষা করহ অঙ্গণ ॥ মহাদোর
 শব্দ শুনি যত বিপ্রগণ। হীনবল সুশিথিল হৈল সেইজন ॥ চান্দমুখে সঙ্ক-
 ভেতে দক্ষ মতিমান। কহিলেন কিছু ভিক্ষা করহ প্রদান ॥ দক্ষের আদেশ
 শুনি যায় এক জন। গৃহের বাহিরে গিয়া করে দরশন ॥ ভীষণ আকার ভিক্ষু
 করিছে ধারণ। তাহা দেখি মিস্ত্রভাবে কহিল তখন ॥ কিবা চাহ কেবা তুমি
 ওহে ভিক্ষুবর। দর্পিত সমান তব হেরি কলেবর ॥ ভিক্ষুজনে হেনরূপ কহু
 নাহি হয়। ভিক্ষুকে রহিবে সদা নম্রতা বিনয় ॥ এতক বচন শুনি দেব পশু-
 পতি। কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি ॥ ভিক্ষার্থী বটে হে আমি রুদ্র মম
 নাম। স্বভাবতঃ উগ্র আমি ওহে মতিমান ॥ সতী ভিক্ষা করি আমি শুনহ বচন।
 তুমি দিতে পার কিহে সেই সতীধন ॥ নৈলে কেবা দিতে পারে বলহ আমায়।

তুলা করি যাব আমি সে জন যথার ॥ ভীষণ লোচন তিন করিয়া দর্শন ।
 দেবদেব এইরূপ কহেন বচন ॥ এতেক বচন শুনি দক্ষ-অনুচর । মিত্তিভাষে
 বাহুগরে করিল উত্তর ॥ দক্ষরাজ রহিয়াছে যজ্ঞের আগারে । সতী ভিক্ষা কর
 দিয়া তাঁহার গোচরে ॥ এত বলি সেই লোক করিল গমন । যজ্ঞগৃহে ওবে-
 শিল দেব পঞ্চানন ॥ অমঙ্কোচে প্রবেশিল নাহি কোন ভয় । সতী-শোকে
 নিরন্তর দহিছে হৃদয় ॥ রুদ্রদেবে'দক্ষরাজ করিয়া দর্শন । মহাক্রুদ্ধ হন ওষ্ঠ
 কাপে ঘন ঘন ॥ মবারে ময়োপি কহে দক্ষ প্রজাপতি । এই রুদ্র সতীচোর নাম
 পশুপতি ॥ দূরীকৃত কর এরে বচনে আমার । অপিল কলঙ্ক মম কুলে তুরাচার ॥
 দক্ষের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । গম্বীর স্বরেতে রুদ্র কহেন তখন ॥ কি
 বলিচ ছাগনুখে ওহে দক্ষরায় । অস্পষ্ট বচন কিছু বুঝা নাহি যায় ॥ পরম
 যুন্দরী শ্যামা সতী দাক্ষায়ণী । কোথা গেল দেহ তারে ওহে নৃপমণি ॥ নহবা
 যজ্ঞের সহ তোমারে অচিরে । বিনাশ করিব আমি মবার গোচরে ॥ এত বলি
 তিন নেত্র ঘন ঘন সুরে । হেরিয়া সকলে ভয়ে পলাইল দূরে ॥ দেবসি কিম্বর
 নর ভয়ান্ত-সদয়ে । ক্ষতপদে তথা হতে চলিল পলায়ে ॥ তাহা দেখি দেব-
 দেব শিব পঞ্চানন । অন্তর্যামে হস্তে মবে করেন ধারণ ॥ সবার কেশেতে
 মরি দেবদেব হর । দাঁড়ারে রহেন চাহি দক্ষের উপর ॥ রুদ্রহস্তে কেশবদ্ধ
 হইয়া সকলে । চিত্তবৎ স্তব্ধভাবে রহে সেই স্থলে ॥ দক্ষরাজ ছাগরবে করি
 ময়োপন । একাদশ রুদ্রগণে ডাকেন তখন ॥ তাঁহার আহ্বান শুনি রুদ্রেরা
 সকলে । নির্ভয়ে আসিল তথা অতি কৃতস্থলে ॥ আসিয়া সম্মুখে হেরে
 জন্মের ঈশ্বর । রুদ্রার্তি ধরি সবে দেবদেব হর ॥ মহাশয় বদন মরি কিবা
 শোভা পায় । আরক্ত লোচন শোভে মরি কিবা তায় ॥ কলহ দক্ষের সহ
 করে পঞ্চানন । এইরূপে সমবেত হৈল রুদ্রগণ ॥ মহারুদ্র শিব দক্ষে করি
 ময়োপম । কহিলেন শুন দক্ষ আমার বচন ॥ জীবনে বাগনাশ্রয়ি থাকে হে
 তোমার । ত্বরিতে সতীরে আনি দেহ ত আমার ॥ দিবে কি না দিবে বল
 বলিষ না মর । ব্রহ্মবাণী কর যদি কহ মহাশয় ॥ দেবের এতেক বাক্য
 করিয়া শ্রবণ । তখনি পাইল দক্ষ মানুস বচন ॥ মানুস সমান রবে কাহিতে
 লাগিল । ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু ছাগনুখে হৈল ॥ সতী মম কন্যা বটে গুণহ
 শঙ্কর । সম্প্রদান করি নাই ওহে দিগম্বর ॥ কিরূপে তাহারে এবে করিব
 অর্পণ । শুনরে তুরাত্মা শিব মবার অধম ॥ স্বেচ্ছাবশে সতী যবে করয়ে
 বরণ । মতা বলি তারে আমি জেনেছি তখন ॥ অধুনা আমার গৃহে আমি
 দাক্ষায়ণী । ত্যজিয়াছে নিজ তনু ওহে শূলপাণি ॥ প্রেতস্থলে কর গিয়া
 তারে অশ্বেষণ । এ নহে অশান-ভূমি ওহে পঞ্চানন ॥ আমিও নহি কভু
 প্রেতের ঈশ্বর । কহিলাম স্পষ্ট কথা ওহে দিগম্বর ॥ অনাহূত হরে কেন নরের
 আগারে । আমিরাহ ওরে শিব কহ ত আমারে ॥ বৃথা বিদ্ব নাহি কর হেথা

আচরণ । ত্বরিতে এস্থান হতে করহ গমন ॥ দক্ষের এতেক বাক্য শুনিয়া
শঙ্কর । ধর ধর কাঁপে অঙ্গ সক্রোধ অন্তর ॥ বীরভদ্র রূপ দেব ধরেন তখন ।
ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে আর রুদ্রগণ ॥ তাহারাও বহু বীর করে উৎপাদন । বিকট
আকার সবে ঘূর্ণিত লোচন ॥ যত বীর জন্মি সবে রহে করযোড়ে । “কি
করিব কর আত্মা” বলিল শঙ্করে ॥ অমনি আদেশ দেন দেব পঞ্চানন ।
নাশ নাশ শীঘ্র যজ্ঞ কর বিনাশন ॥ আত্মাধাত্র সুদুর্জয় যত বীরগণ । প্রবৃত্ত
হইল যজ্ঞ নাশিতে তখন ॥ মূত্র ত্যজি যজ্ঞকুণ্ড ভাসাইয়া দিল । কেশে ধরি
দক্ষরাজে পীড়িতে লাগিল ॥ দেবগণ হৈল ছিন্ন-ভিন্ন-কলেবর । প্রাণদায়
অবশিষ্ট রহিল সকল ॥ মহামর্দ হেরি সবে আকুল অন্তরে । উচ্চনাদ
ঘোরতর আর্তনাদ করে ॥ পলাইয়া যায় কেহ লইয়া জীবন । হুলস্থূল পড়ি
গেল দক্ষের ভবন ॥ বিপ্রগণ স্নানমুখে বাকুল অন্তরে । “নামি বিপ্র আমি
বিপ্র” এই কথা বলে ॥ বিপ্র দেখি তারে ত্যাগ করে পঞ্চানন । প্রাণ লয়
বিপ্রগণ করে পলায়ন ॥ বীরভদ্র-রূপধারী নিজে মহেশ্বর । দক্ষের যন্তু
কাটি ফেলে ভূমিতল ॥ গিরিশৃঙ্গ সম শির পড়িয়া কুতলে । পুণ্ড্রিত না
হয় হেরিছে সকলে ॥ অবশেষে অন্তঃপুরে করিয়া গমন । নারীগণে বিনাশিত
করে পঞ্চানন ॥ এইরূপে দক্ষযজ্ঞ করিয়া বিনাশ । তবে ক্ষান্ত হন দেব
কৈলাস-নিবাস ॥ প্রসূতিরে হেরি শিব কতিপরিমাণে । শান্তভাব কখন
রহে সেই স্থানে ॥ দক্ষপ্রিয়া শান্তভাব করি দরশন । দিব্যজ্ঞানে শিবতত্ত্ব
জানিয়া তখন ॥ বিগুহ্ব বচনে স্তব করিতে লাগিল । দিব্যজ্ঞানে হৃদিমাঝে
ভক্তি উপজিল ॥ নমো নম কৈলাসেশ তোমার চরণে । অভয় চরণ ত
বিদিত ভুবনে ॥ তব পদ রূপাবশে ইন্দ্ৰসিদ্ধি হয় । সে পদ সুরযে সন
অমর-নিচয় ॥ সুরাসুর কিন্নরাদি যত কেহ আছে । দিবা নিশি তব পদ
ভাবে হৃদিমাঝে ॥ তুমি শিব তুমি হর স্মর-বিনাশন । তোমা হতে ভবভয়
করে পলায়ন ॥ উত্তম উত্তম তুমি ঈশ মহেশ্বর । বিনোদন পঞ্চানন শশাঙ্ক
শেখর ॥ শশধর রবি বহি এই তিন জন । তোমার লোচন তিন ওহ
পঞ্চানন ॥ শত ইন্দু সম তেজ্র আহা কিবা মরি । কোটি সূর্য যিনি প্রভা
ওহে ত্রিপুরারি ॥ কে বুঝিবে তব তত্ত্ব ওহে মায়াময় । ত্রিগুণ ধরিয়া তুমি
বাপ্ত বিশ্বময় ॥ কোটি কোটি বিশ্ব হেরি তোমার শরীরে । এই ভিক্ষা থাক
দেব স্বদয় মাঝারে ॥ তব প্রিয়া সে প্রকৃতি সত্যরূপ ধরে । জনম লভিল
আমি আমার উদরে ॥ ইথে অনুগ্রহ-দৃষ্টি হয়েছে আমারে । অধিক বলিব
কিবা তোমার গোচরে ॥ প্রজাপতি তব নিন্দা করিয়া বদনে । পেয়েছে উচিত
কল সবার সদনে ॥ তব হস্তে শিরশ্ছেদ হয়েছে যখন । তখনি হয়েছে দক্ষ
সার্থক-জীবন ॥ এখন করুণা কর তাহাব উপরে । ভজনা করুক দক্ষ নিয়ত
তোমাবে ॥ স্তুতি হউক তার তোমার উপর । করুক চরণচিন্তা হৃদে

নিরন্তর ॥ সঘর ভীষণ মূর্তি ওহে পঞ্চানন । সুচারু শরীর দেব করহ ধারণ ॥

প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হয়ে পঞ্চানন । তখনি সুচারু রূপ করেন ধারণ ॥ স্তব
কনি সুপ্রসন্ন হৈল উমাপতি । অবিলম্বে ধরে দেব মোহন মুরতি ॥ দেখিতে
দেখিতে ব্রহ্মা মরাল বাহনে । উপনীত হন আসি শিবের সদনে ॥ গরুড়
বাহনে বিকৃত করে আগমন । তিন মূর্তি এক স্থানে অতি সুশোভন ॥ সম্বো-
ধিয়া বসধ্বজে কহে নারায়ণ । শুন শুন মম বাক্য ওহে পঞ্চানন ॥ অপরাধ
যত শাস্তি দিয়াছ দক্ষেরে । এবে শাস্তি অবলম্ব আপন অন্তরে ॥ হিন্-ভিন্ন-
জঙ্গ হের দেবতা সকল । পূর্বমত কর সবে ওহে মহেশ্বর ॥ দক্ষেরে পুন্শ-
চর জীবন প্রদান । ধরায় শাশ্বতী কীর্তি রবে বিদ্যমান ॥ তব স্তব নিরন্তর
গাবে সুরগণ । দক্ষবজ্র ধ্বংস কীর্তি রটিবে ভুবন ॥ বিকৃত এতেক বাক্য
করিয়া শ্রবণ । প্রীতচিত্তে কহে তবে দেব পঞ্চানন ॥ পূর্বমত দেবগণ হউক
দক্ষেরে । মম অপমান যেন কেহ নাহি করে ॥ অন্য এক পশু-শির করি
আনয়ন । দক্ষের স্কন্ধেতে তাহা করহ বোজন ॥ নিষ্পাপ হউক দক্ষ আমার
বচন । এত বলি মৌন ভাব ধরে পঞ্চানন ॥ রুদ্রের এতেক বাক্য করিয়া
শ্রবণ । ব্রহ্মা বিকৃত দোঁহা আঙ্গা লইয়া তখন ॥ ছাগমুণ্ড আনি এক অতীব
স্থবর ॥ সুড়িয়া নিলেক নন্দী দক্ষের মাথায় ॥ দক্ষরাজা পূর্বমত পাইয়া
আনন । হরি হর ব্রহ্মা তিনে করে দরশন ॥ হেরিয়া অদ্ভুত শোভা
নিম্নে তুলিল । তখনি তাহার চিত্তে জ্ঞান উপজিল ॥ হেরিল সম্মুখে শোভে
দেব পঞ্চানন । চোটি চন্দ্র সম কান্তি ভালে ত্রিনয়ন ॥ ত্রিশূল ডমরু করে
দ্বিধা শোভা পায় । স্বর্ণ আভরণ মরি কিবা শোভে গায় ॥ অগ্নিষাদি নিক্খি-
ন্য নিজ মূর্তি ধরি । করিতেছে উপাসনা চারিদিকে বেড়ি ॥ ব্রহ্মা বিকৃত
দোঁহা মাঝে করি অবস্থান । বিরাজিছে মহেশ্বর তেজের নিগ্গন ॥ এইরূপে
মহেশ্বরে করি দরশন । স্তব হেতু দক্ষরাজা করিল উদ্যম ॥ কিন্তু হের কিবা-
শব্দ্য বিধির ঘটন । কথা কহিবার শক্তি না হৈল তখন ॥ তাহা দেখি ব্রহ্মা
বিকৃত করি সম্বোধন । দক্ষেরে কহেন শুন ওহে বিচক্ষণ ॥ নিত্য নিরঞ্জন
দেবদেব মহেশ্বর । ভাগ্যবলে করিতেছ প্রত্যক্ষে গোচর ॥ যাহা কিছু অপ-
রাধ করিয়াছ তুমি । সকলি ক্ষমিল এবে দেব শূলপাণি ॥ এখন মোদের বাক্য
করহ শ্রবণ । প্রণমিয়া স্তবে তুষ্ট কর পঞ্চানন ॥ অবিলম্বে মহাতুষ্ট হবে
দিগম্বর । স্বভাবত শিব নাম ধরে মহেশ্বর ॥ যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছ
তুমি । কিছু নাহি মনে করৈ তাহে শূলপাণি ॥ ব্রহ্মা বিকৃত দোঁহা বাক্য করিয়া
শ্রবণ । দক্ষরাজ বাক্যশক্তি লভিল তখন ॥ আনন্দে প্রণাম করি দেব
মহেশ্বরে । স্তুতিবাদ আরম্ভিল একান্ত অন্তরে ॥ হরের বিচিত্র কথা পবিত্র
ধারণ । একান্ত অন্তরে শুনে যত সাধুগণ ॥

নবম অধ্যায়।

দক্ষ কর্তৃক শিবের স্তব, যজ্ঞসমাপ্তি ও দেবাদি সকলের প্রস্থান।

নমস্তে দেবদেবেশ স্তবাস্তবনমস্কৃত।

বিষ্ণুভাবন বিশেষ ভূতঃ ভগবতঃ নমঃ।

আমাদিমা দিকভ্রাতা বিদ্যাভ্যঃ বিশ্ববক্ষকঃ।

পশ্যনঃ কিং হু জ্ঞানন্তি দক্ষাযোহহং পশ্যঃ পবঃ॥

দেবের দেবতা। তুমি বিশ্বের ভাবন। তোমারে বন্দনা করে সুরাসুরগণ।
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি ওহে দয়াদার। তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥ তুমি
আদি তুমি কর্তা বিশ্বের পালক। ত্রুটের দমন তুমি শিল্পের রক্ষক॥ তা তব
পশুগণ কহু নাহি জানে। পশু সম আমি দক্ষ কহি তব জানে॥ তোমার
পরম তত্ত্ব না জানিতু আমি। রুথায় জীবন মম ওহে শূলপাণি॥ সকলের
আত্মা তুমি তুমি মাত্র গতি। তুমি ভব ভগবান সকলের আদি॥ ভব-ভা-
তোমা হতে বিদূরিত হয়। অনন্ত অনাদি তুমি নাহিক সংশয়॥ পূর্বাণ পুন্ড্র
তুমি শিবনামধারী। সনাতন মহাভাগ ওহে ত্রিপুরারি॥ ক্ষমাশীল স্নাত-
তোব করুণা-সাগর। কমনীয় প্রজাপতি শান্ত-কলেবর॥ পূর্ণানন্দ বিশ্বব্র-
হ্ম বিশ্বের ঈশ্বর। আনন্দ স্বরূপ তুমি পরম ঈশ্বর॥ তুমি কাল বিশ্বরূপ কালিকার
পতি। সতীনাথ সতীবন্ধু অগতির গতি॥ তোমা হতে এই বিশ্ব হয়েছে
উদ্ভব। প্রমত্তা ত্বা কামরূপী তুমি ওহে ভব॥ কালকর্তা কালরূপী তুমি কলা-
নিধি। কে বুঝিবে তব তত্ত্ব নাহিক অবধি॥ কামিনী নায়ক তুমি কমল-
আনন। কালাগ্নি কোদকী কামি ওহে পকানন॥ কপদী কৃষ্ণ তুমি কৈবল্য
আত্মক। কামাগ্নি রুদ্রা ত্বা তুমি কোষেরধারক। কপালী তুমি গো দেব কালী-
পরায়ণ। তব করে সূশোভিত কপাল ভূষণ। যজ্ঞকর্তা যজ্ঞনীয় তুমি যজ্ঞ-
রূপী। শমনদমন যোগবেত্তা যোগরূপী। যোনিঘালী যোনিদেব যজ্ঞ-পরায়ণ।
যশস্বী যজ্ঞের নাথ তুমি ত্বিনয়ন॥ পরম আনন্দমূর্তি তুমি পূরয়িতা। পুণ্য-
কীর্ত্তি পুণ্যশ্রুতি সকলের পাতা॥ তুমি পূর্ণ তুমি বমী তুমি শুদ্ধরূপী। পদ্ম-
গন্ধ পদ্মহস্ত তুমি বিশ্বব্যাপী॥ তুমি পাটু পটীরান তুমিই পবন। পরমার্থ-
বেত্তা দেব তুমি বিচক্ষণ॥ গগন-নিবাসী তুমি গোপের ঈশ্বর। গৌরাঙ্গ
গোপাল দেব গৌরশিরোধর॥ তুমি গুপ্ত তুমি গুরু গোলোক নিবাসী। তুমি
গেয় গতিমান নাশ পাপরাশি॥ তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি পিতামহ। তুমি

কণ ভূমি দণ্ড ভাষা নিশা অহ ॥ গয়ায়র অরি ভূমি সরস্বতী প্রদাতা । গণেশ
অধিপ ভূমি সুখমোক্ষদাতা ॥ সন্তরুপী সর্বসাক্ষী দয়ার আধার । বিরঞ্জন
নিরাকার ভূমি নির্বিকার ॥ বিভূতি-ভূমিত দেব ভূমি পঞ্চানন । প্রেতভূমি তব
প্রিয় ওহে হিনয়ন ॥ প্রেতরুপী জীবরুপী ভূমিই সকল । ভূমি নিন্দ্য ভূমি পূজ্য
ওহে মহেশ্বর ॥ তব নিন্দা ইতিপূর্বে করিয়াছি আমি । সেই হেতু নিন্দাক্ষপী
হলে শূলপাণি ॥ বেদগম্য বেদকর্তা বেদবিদায়র । বেদবেদ্য ভূমি নাথ খ্যাত
চরাচর ॥ ভূমি বিকৃত ভূমি ব্রহ্মা ভূমি শশধর । ভূমিই কল্পপ দেব ভূমি দিব্য-
কর ॥ স্মৃতি কৃমতি ভূমি ভূমি শাস্ত্রকার । অখিল বিশ্বের ভূমি কেবল আধার ॥
জন্মণ মোহন ভূমি আর আকরণ । দ্রাবণ কোভণ ভূমি ওহে পঞ্চানন ॥ একা-
দশ কদ্র ভূমি ওহে মহেশ্বর । যাহা হতে ভীত এই বিশ্ব চরাচর ॥ পশু সম
দুত আমি নাহিক সংশয় । কিরূপে জানিব তোমা ওহে দয়াময় ॥ অখিল জগৎ
রহে যাহার উদরে । দুত হয়ে কিরূপেতে জানিব তাঁহারে ॥ মম যজ্ঞ নষ্ট করি
ওহে দয়াময় । করিয়াছ সাধু কাজ নাহিক সংশয় ॥ যেই কর্মে নাহি হয়
শিবের পূজন । বিফল করন সেই ব্রহ্মিণ এখন ॥ এইরূপে স্তব করি দক্ষ
প্রজাপতি । পুনঃপুনঃ স্তবে পাতি করিল প্রণতি ॥ দক্ষের ভক্তি হেরি যত
দেবগণ । অপার আমন্দ-নীরে হৈল নিমগন ॥ পুনঃপুনঃ নতি করি দক্ষ মহা-
শয় । স্তববাক্যে মহেশ্বরে পুনরায় করি গো বন্দন ।
হৃদভয় নাশে যারে করিলে চিন্তন ॥ তব নাম ভবব্যাদি নাশবার তরে ।
একমাত্র মহোদধি কহিলু তোমারে ॥ হে প্রভো দরিদ্রবন্ধো রূপার মাগর ।
একাত্মাতে অধিষ্ঠিত আছ নিরন্তর ॥ মনোহরি-সাক্ষী ভূমি ওহে দয়াধার ।
তোমার চরণযুগে করি নমস্কার ॥ অপরাধ যাহা কিছু হয়েছে আমার । ক্ষমা
কর মহাদেব গুণের আধার ॥ জন্মজিহ্বিত কর্মফলে বত জীবগণ । শরীর ধারণ
করে শক্তির বচন ॥ জন্মবন্ধ নাশ হেতু তোমার চরণে । ভক্তিভরে নতি
করি ত্রৈকান্তিক মনে ॥ অপরাধ যাহা কিছু হয়েছে আমার । ক্ষমা কর মহাদেব
গুণের আধার ॥ জীবের শরীর রথা নাহিক সংশয় । “আমি মম তব” আদি
মোহবশে কর ॥ অহঙ্কার নাশ হেতু তোমার চরণে । নমস্কার করি দেব ভক্তি-
যুক্ত মনে ॥ অপরাধ যাহা কিছু হয়েছে আমার । ক্ষমা কর মহাদেব গুণের
আধার ॥ কিবা বাক্য কিবা চক্ষু কর কি চরণ । কিবা দ্বিহা কিবা ত্রু অথবা
শ্রবণ ॥ সকলি তোমার জানি ওহে মহেশ্বর । পুনঃপুনঃ নতি করি চরণ
উপর ॥ অপরাধ যাহা কিছু হয়েছে আমার । ক্ষমা কর মহাদেব গুণের আধার ॥
ভূমি কাল ভূমি দিক ভূমিই গগন । তোমা ভিন্ন কোন বস্তু নাহি ত্রিভুবন ॥
এ হেতু তোমারে নাথ করি নমস্কার । রূপা করি অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥
স্বভাষত সদা পাপ দেহ ধরি হয় । রূপা করি নাশ তাহা ওহে দয়াময় ॥
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার । রূপা করি অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥ ক্ষম

কিষ্ণা নাহি ক্ষম ওহে রূপাময় । তব পদে মতি যেন নিরন্তর রয় ॥ জীবিতে
 মরণে কিষ্ণা জনম অন্তরে ॥ একমাত্র তুমি গতি জানিনু অন্তরে ॥ এত বলি
 ভূমে পড়ে দক্ষ মহামতি । নিজ হাতে ভুলে তারে দেব পশুপতি ॥ শিবদেহ
 স্পর্শে দক্ষ মহামুগ্ধ হয় । আত্মারে কৃতার্থ বলি মানিল নিশ্চয় ॥ মনে মনে
 হেন বোধ করে প্রজাপতি । নরক হইতে যেন পায় অব্যাহতি ॥ ত্রৈলোক্য
 ঈশ্বর ভগবান মহেশ্বর । উদ্ধার করিল দক্ষে দয়ার সাগর ॥ দক্ষরাজ শিবে
 আত্মা করিল অঙ্গ ॥ নৈবের নির্বন্ধ কিবা কর দরশন ॥ আজন্ম নিদ্রিল দক্ষ
 দেব পঞ্চাননে । বারেক স্তবেতে মুক্তি লভিল সেক্ষণে ॥ অতএব সযতনে
 ভজ মহেশ্বর । সংসার সাগরে ত্রাতা সেই দিগম্বর ॥ যাহা কর যাহা খাও
 যাহা কর দান । হোম আদি কিষ্ণা কর তপস্যা বিধান ॥ সকলি করহ বৎস
 শিবে সমর্পণ । পরম মঙ্গল লাভ শাস্ত্রের বচন ॥ জীবন ত্যজিবে কিষ্ণা মন্তক
 কাটিবে । শিবে না পূজিয়া নাহি আহার করিবে ॥ অনন্তর শুন বলি পরের
 ঘটন । শিবভক্তিযুত দক্ষে করি দরশন ॥ ত্রক্ষা বিষ্ণু দোহে তাঁরে করি সমো-
 ধন । প্রসন্ন বদনে কন মধুর বচন ॥ শুন শুন প্রজাপতি কর অবগতি । যেই
 যজ্ঞ আরস্তিলে ওহে মহামতি ॥ দেবগণ-প্রীতি হেতু কর সম্পাদন । নির্বিঘ্নে
 হউক তব যজ্ঞ সম্পূরণ ॥ সেইরূপে যজ্ঞভাগ পাবে দেবগণ । পূর্বেই করেছে
 তুমি তাহা নিরূপণ ॥ দুইভাগ মাত্র হির না করিয়াছ তুমি । বাহা পাবে মর্তী
 আর দেব শূলপাণি ॥ এ হেতু সে দুইভাগ কর নিরূপণ । শিবশিবা-মানহানি
 না হবে কখন ॥ শেষভাগ দুই জনে যজ্ঞেতে অর্পিলে । ইহাদের মানহানি
 তাহে নাহি হবে ॥ অদ্য হতে ইহা আমি করি নিরূপণ । সর্বশেষে পাবে
 পূজা এই দুই জন ॥ ইহার কারণ শুন ওহে মহাশয় । শিব শিবা দুই জন
 সর্বদেবময় ॥ দোহারে পূজিলে সর্বদেব-পূজা হবে । এহেতু সবার আগে
 কভু না পূজিবে ॥ সর্বদেবে যথাবিধি করিয়া পূজন । অবশেষে এ উভয়ে
 করিবে অর্চন ॥ সর্বদেবে সর্ব আগে করিয়া পূজন । যদি নাহি করে শিব-
 শিবর অর্চন ॥ সে পূজা বিফল হবে কহিনু তোমারে । তব যজ্ঞ তার সাফলী
 প্রত্যক্ষে দেখিলে ॥ সর্বদেবে যথাবিধি করিয়া অর্চন । শিব শিবা দুই জনে
 করিলে পূজন ॥ কৃতার্থতা লাভ করে সেই সাধু নর । কহিলাম সার কথা
 তোমার গোচর ॥ এই হেতু শিবপূজা করি সমাধান । না পূজিবে অন্য দেবে
 ওহে মতিমান ॥ অতএব অন্য দেবে ত্যজিয়া সম্প্রতি । একমনে পূজা কর
 দেব পশুপতি ॥ দুইভাগ যজ্ঞ শিব করিবে গ্রহণ । শিবেরে পূজহ সাধু হয়ে
 একমন ॥ শিবশিবা পূজা মধ্যে শিবের পূজন । বিশেষ জানিবে উহা শাস্ত্রের
 বচন ॥ শিবের করিলে পূজা শিবাপূজা হবে । এ হেতু করহ পূজা দেবদেব
 ভবে ॥ ত্রক্ষা বিষ্ণু দোহাকার শুনিয়া বচন । দক্ষরাজ করে সেইরূপ আরো-
 জন ॥ বিধিযত ঋষিগণ সহিত জিলিয়া । সমাপন করে মঙ্গল আনন্দিক দ্রব্য ॥

নিজ নিজ ভাগ পেয়ে যত দেবগণ । নিজ নিজ স্থানে সুখে করিল গমন ॥
অনন্তর ত্রেকা বিকৃত এই দুই জন । দক্ষকৃত পূজা দৌহে করিয়া গ্রহণ ॥ দেব-
গণ সহ যান নিজ নিজ পুরে । দেবঋষি সবে হৈল হরিষ অন্তরে ॥ ঋষিগণ
আদি করি গন্ধর্ব্ব কিহর । যথাযোগ্য পূজা পেয়ে আনন্দ অন্তর ॥ নিজ নিজ
স্থানে সবে করিল গমন । দক্ষরাজ মহা সুখে আনন্দে মগন ॥ বলিনু জৈমিনি
ঋষি দক্ষযজ্ঞ কথা । শুনিলে জীবের বুচে অন্তরের বাথা । দক্ষকৃত শিবস্তব
সতী-দেহ-ত্যাগ । বলিনু এ সব কথা ওহে মহাভাগ ॥ যেইরূপে দক্ষযজ্ঞ পুনঃ
সিদ্ধ হয় । কহিনু সে সব কথা ওহে মহাশয় ॥ সমাহিতচিত্ত হয়ে যেই সাধু
জন । ভক্তিভরে পড়ে কিয়া করয়ে শ্রবণ ॥ সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধু
নর । দেহান্তে শিবত্ব পায় সেই গুণাকর ॥ আত্মকালে যেই জন করে অধ্য-
য়ন । সন্ধ্যাকালে যেই সাধু করয়ে শ্রবণ ॥ অমৃত অমৃত বর্ষ তার পিতৃগণ ।
তার প্রতি ভুঁট সবে রহে অনুক্ষণ ॥ যাত্রাতে দিবাদে কিয়া পুত্রের সংস্কারে ।
পত্নীবেক এ অধ্যায় একান্ত অন্তরে ॥ ভক্তিপূত হয়ে কিয়া করিবে শ্রবণ ।
হইবে অনন্ত কল শাস্ত্রের বচন ॥ সাধুর নিকটে কিয়া সুরধুনী-তীরে । অথবা
বিরাজে শিবলিঙ্গ যেই ভূলে ॥ সেই স্থানে শুনে কিয়া করে অধ্যয়ন । শিব-
দেহধারী হয় হস্তিমে সে জন ॥

দশম অধ্যায় ।

— ০০০০০০০০ —

সতী-শোকে দক্ষ ও শিবের বিলাপ, সতীদেহ শিরোপরি ধারণপূর্ব্বক
শিবের নৃত্য এবং বিকৃতকৃত্য সুদর্শন দ্বারা
সতীদেহ কর্তন ।

গতেষু তেষু সন্দেশু দেবদেবানবাদিবৃ ।
দক্ষোহনুতপে বভাশো হা সতীতি মুহঃ হসন্ ।
ক গত্রাসি মহাভাগে বৎসে সতি স্রলোচনে ।
ইত্যাদিমমুতাপং তং কুরুস্তং বৈ প্রজ্ঞাপতিং ।
ক সতী ক সতীত্বোং জগাদ মুগ্ধবদ্রয়ঃ ।
উখায় চ ততঃ স্থানাদ্যযৌ স উত্তবামুখঃ ।
সতী কালীতি কালীতি শদযন্ ভয়দঃ পবঃ ।
দদর্শ তত্র সহস্রা দীর্ঘ্যমানাঃ সতীমপি ।
বাহুভ্যাং ত্যং পরিধজ্য জগ্রাহ শিবমার্পিতাং ॥

জৈমিনি শুকেরে কহে ওগো মহাশয় । তার পর হৈল কিবা কহ
পরিচয় ॥ শিবেরে লভিয়া দক্ষ কি কাজ করিল । শুনিতো বাসনা বড়

ছায়ে জমিল ॥ শুক কহে শুন শুন অপূর্ব কথন । দেব ঋষি মানবাদি
 করিলে গমন ॥ প্রসূতি সহিত দক্ষ বিমোহিত হয়ে । মনে মনে এই চিন্তা
 করিছে হৃদয়ে ॥ কন্যা বিনা যম পুণী সকলি আমার । জামাতা না পোভে
 কতু শশুর আগার ॥ এত ভাবি দক্ষরাজ বিমগ্ন অন্তরে । হা মতী হা মতী
 বলি অনুতাপ করে ॥ ঘন ঘন শ্বাস বহে প্রবল পবন । কন্যাশোকে দক্ষরাজ
 করিছে রোদন ॥ কোথা গেলে মহাভাগে ওগো সুলোচনে । তোমা লাগি
 কান্দে পিভা বাকুলিত মনে ॥ দিব্যস্থানে শিবতত্ত্ব জানিয়া সুন্দরি । পতি-
 রূপে বরিয়াছ দেব ত্রিপুরারি ॥ সর্বদেবে পরিহারি ওগো সুলোচনে । পতি-
 রূপে বরিয়াছ দেব পঞ্চাননে ॥ দেবের বন্দিতা তুমি নাহিক সংশয় । দেবগণ-
 পূজ্য সেই শিব দয়াময় ॥ দম্পতীর যোগ্য উভে ওগো ভগবতী । নাহি জানি
 তব তত্ত্ব আমি মুঢ়মতি ॥ যম ভাগ্যদোষে তুমি পতির তাজিয়া । পরলোকে
 গেলে মাতে আমারে ছাড়িয়া ॥ যম নর পাণী নাহি এ মহীমণ্ডলে । যম ভাগ্য-
 দোষে মাগো পরলোকে গেলে ॥ জন্মান্তরে শিবে পতি করিবে গ্রহণ ।
 শিবেরে লভিয়া হবে আনন্দে মগন ॥ হায় হায় রুণা যম জীবন ধারণ ।
 হারলাম ভাগ্যদোষে মতী রতুধন ॥ তুলসি পরমধন লভি নিজ করে ।
 হেল্যার কেনিহু তাহা অকুল পাণীরে ॥ রাজীবলোচন এই দেব পঞ্চানন ।
 পরম পুঙ্খন যিনি নিত্য মনাতন । তাঁর তত্ত্ব নাহি জানি অমর মোহিল ।
 হায় হায় বিধি মোরে বঞ্চিত করিল ॥ এইরূপে অনুতাপ করে প্রজাপতি ।
 উজ্জৈঃশ্বরে কান্দে শিব বলি কোথা মতী ॥ কান্দিতে কান্দিত শিব করি
 গারোখান । উত্তর মুখেতে দেব করেন পয়াণ ॥ ভদ্রকর বোর রব করে
 ঘন ঘন । কোথা মতী কোথা কালী দেহ দরশন ॥ শিবের ভীষণ মুক্তি
 করি নিরীক্ষণ । ইন্দ্র আদি সবে দূরে করে পলায়ন ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
 শিব বিহ্বল অন্তরে । ক্রমে ক্রমে উপনীত কানন ভিতরে ॥ মহমা দেখে
 মতী তাজিয়া জীবন । তুলসি রয়েছে পড়ি অপূর্ব শোভন ॥ তুলসি দেহে
 দিব্য তেজ কিব' শোভা পায় । কালমেঘ সম আভা শোভিছে তাহার ॥ অনা-
 রত উল্লসিত দেখিইরে হেরিয়া । হায় হায় বলি শিব কান্দে বিলাপিয়া ॥ উঠ
 উঠ প্রিয়তমে উঠ একবার । শীতল করহ মতী জীবন আমার ॥ ভাবান্তর
 কেন তব করি দরশন । উঠ মতী কহ কথা যুড়াক জীবন ॥ শিব দক্ষদৌহা-
 কারে অকৃতার্থ কার । কোথা গেলে বল বল উঠহ সুন্দরী ॥ তব কতু দক্ষরাজ
 বুঝিবারে নারে । অজানতা বশে তাই তাজিল তোমারে ॥ কিন্তু এক কথা বলি
 করহ শ্রবণ । তোমারে তাজিতে আমি'না পারি কখন ॥ এইরূপে বিলাপিয়া
 দেব পঞ্চানন । প্রাকৃত লোকের ন্যায় কান্দে ঘন ঘন ॥ অবশেষে বাহুযুগে করি
 আলিঙ্গন । শিরোপরে মতীদেহ করিল স্থাপন ॥ কালিকারে পঞ্চানন রাখি
 শিরোপরে । পরম আনন্দ লাভ করেন অন্তরে ॥ আপনা আপনি শেষে কহে

গায়র । আমার পরম ভাগ্য নাহিক সংশয় ॥ শিরোপরে সতীশন করেছি
 পিন । মম সম ভাগ্যবান আছে কোন জন ॥ শুন শুন সতী মম প্রাণের
 রে । লোকলাজে তব সেবা কভু নাহি করি ॥ এত বলি মহানন্দে হইয়া
 হল । নাথিতে লাগিল শিব দেব দিগম্বর ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ দেখিবার
 রে । উপনীত হৈল আদি গগন উপরে ॥ কখন মন্তকোপরে করিয়া
 তন । কভু বামকরে সতী করিয়া এহন ॥ কভু দক্ষহস্তে ধরি দেব দিগম্বর ।
 নাথিতে লাগিল হয়ে বিহ্বল অন্তর ॥ মহানন্দে নাচে হর নৃত্যে বিচক্ষণ ।
 ত্র্যক্ষপে প্রপৌড়িত দিকপালগণ ॥ জটাবেগে প্রতিক্ষিপ্ত তারকামণ্ডল ।
 মম কাঁপে ধরা নাহি মহে ভর ॥ অক্ষয় হইল কূর্ঘ্য পৃথিবী ধারণে ।
 দিত হইয়া পড়ে হরের পৌড়নে ॥ পাদক্ষেপে মহাবায়ু ঘন ঘন বয় ।
 ন্যাস সুমেরু আদি কাঁপে গিরিচয় ॥ উদ্ভাল নরশ্যামা উঠিল মাগরে ।
 হি পারে জলমিষি দৈধ্য পরিবারে ॥ পশু পক্ষী আদি করি নীরব হইল ।
 দেব সমান হয়ে সকলে পড়িল ॥ সর্বভূত-আত্মা যিনি দেব সনাতন ।
 এর বিহনে তিনি বিমোহিতমন ॥ সতীরে করিয়া শিরে আনন্দে বিহ্বল ।
 স্নেহের বিপদ নাহি ভাবেন শঙ্কর ॥ মুহূর্ত্ত নাচে দেব দূর্গিত-লেশন ।
 সুর সুরাদি সবে করে দরশন ॥ কি উপায়ে শান্ত হবে দেব পঞ্চানন । মনে মনে
 চৈত্রি করে সুরগণ ॥ অবশেষে নারায়ণ করিয়া চিন্তন । সূদর্শনে সতী-
 দেহ করেন চ্ছেদন ॥ শিবশিরে সতী-দেহ বিরাজিত ছিল । সূদর্শনে খণ্ড খণ্ড
 করে পড়িল ॥ যেমন ভূতলে পাদ ফেলে পঞ্চানন । প্রতি পদে সূদর্শনে কাটে
 লায়ন ॥ এইরূপে দেবী-অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে । ফেলিলেন নারায়ণ ধরণী
 সবে ॥ সেই সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতম । পুণ্য ক্ষেত্র বলি তাহা বিদিত
 ভবন ॥ কোথা পদ কোথা জিহ্বা কোণাও বদন । কোথা জঙ্ঘা কোথা বক্ষ
 কোথা পড়ে শুন ॥ কভু বাত কভু কর কভু পার্শ্ব পড়ে । কভু ষোড়শ পড়ে দিব্য
 বিনী উপরে ॥ সতীদেহ-খণ্ড সব পড়িল যথায় । মহাপুণ্য সেই স্থান বিদিত
 প্রায় ॥ সেই সেই পুণ্যদেশে নদী দেবগণ । আনন্দ অন্তরে সবে রহে অনুক্ষণ ॥
 নিকপীচ বলি উছা বিদিত ভবনে । দেবের দুর্ভাগ্য স্থান শুনহ জৈমিনে ॥ মহা-
 তর্প সেই সব জানেন সর্বজন । মুক্তিক্ষেত্র বনি তাহা বিদিত ভুবন ॥
 যখন দেবীর অঙ্গ ভূতলে পড়িল । অমনি পাষণরূপে পরিণত হৈল ॥ ব্রহ্মা
 বিষ্ণু দিকপাল চারণাদিগণ । সেই সেই স্থানে সবে করি আগমন ॥ সতীর
 মন্ডনা করে একান্ত অন্তরে । স্বর্ণ হতে প্রতিদিন আদি সেই স্থলে ॥ শঙ্করীর
 যানিদেশ পড়িল যথায় । তীর্থরাজ বলি তাহা বিদিত ধরায় ॥ ব্রহ্মনদ-তীরে
 সেই মহাপুণ্য স্থান । কালিকাপুরাণে আছে বিশেষ বাখান ॥ সেই স্থানে যোনি-
 দশ হইছে পতন । তাহার মাহাত্ম্য জানে দেব নারায়ণ ॥ অন্য কেহ সেই
 তত্ত্ব বুঝিবারে নারে । কহিনু সকল কথা তোমার গোচরে ॥ এইরূপে সতী-

দেহ করিলে কর্তন । কিছু শান্তভাবে ধরে দেব ত্রিনয়ন ॥ দেবগণ চারিদিক
ভীতভাবে রয় । শিবপাশে যেতে কেহ সাহসী না হয় ॥ মহাসী নারদ ঋষি
করিয়া মনন । ধীরে ধীরে শত্রুপাশে করিল গমন ॥ ধীরে ধীরে স্তবপা
করিতে করিতে । উপনীত দেব-ঋষি শিবের সাক্ষাতে ॥ করযোড়ে পুরো
ভাগে রহে তপোধন । তাঁহারে হেরিয়া কহে দেব পঞ্চানন ॥ কে তুমি আমায়
কাছে কহ ত বচন । দেখিয়াছ কোথা মম সতী রত্ন ধন ॥

শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । বিনয় বচনে কহে ব্রহ্মার নন্দন
শান্ত হও মহেশ্বর করি গো বিনয় । সতীরে পাইবে পুন কহিল নিশ্চয়
অকালে প্রলয় ঘটে কর দরশন । বিবেচনা কেন নাহি কর পঞ্চানন ॥ সক
লের প্রভু তুমি সকলের কর্তা । সর্বভূত-অন্তরাত্মা সকলের পাতা ॥ নৃত্য
চ্ছলে নাশিতেছ অখিল সংসার । মনে মনে ওহে দেব করহ বিচার
আশ্রিতগণের নাশ উচিত না হয় । ক্ষমা কর শাস্তি ধর ওহে দয়াময় ॥ না
দের বাক্য শুনি কহে পঞ্চানন । এই আমি শান্তভাবে করিলু ধারণ ॥
আমি করিলাম নৃত্য বিসর্জন । সুস্থির হউক এবে যত দেবগণ ॥ এ
বলহ ঋষে স্বরূপ আমারে । সতীদেহ ছিল মম মস্তক-উপরে ॥ কোথা
সেই দেহ বলহ বচন । কোথা গৈলে পাব আমি সতীরূপন ॥ শিবের বচ
শুনি বিধির তনয় । কহিলেন শুভ শুভ ওহে দয়াময় ॥ ভগবন ত্রিলোক
ওহে মহেশ্বর । ত্রিলোক-বিপদ হেরি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥ স্তম্ভদর্শনে সতীদে
করিল ছেদন । তবে ত হয়েছ শান্ত ওহে ত্রিনয়ন ॥ সতী-দেহ পাড়িয়া
যথায় যথায় । হইয়াছে মহাপীঠ হেরহ প্রায় ॥ কামরূপ আদি পীঠ কর দ
শন । পুণ্যক্ষেত্র হৈল সব এতিন ভূবন ॥ ঋষিগুণে হেন বাক্য করি
শ্রবণ । যোনি-ব্রহ্ম দরশন করে পঞ্চানন ॥ লোমাকীর্ণ তনু হৈল অমা
তাঁহার । শুন শুন তার পর ওহে গুণাধার ॥ দৃষ্টিমাত্র সেই যোনি পাতা
ভেদিয়া । উপনীত হৈল কামে পাতালেতে গিয়া ॥ তাহা দেখি ব্যাকুলিত হৈ
মহেশ্বর । অমনি পর্কটরূপী হন দিগম্বর ॥ গিরিরূপে যোনিদেশ করেন ধার
হেনকালে ব্রহ্মা বিম্বিত করে আগমন ॥ শিবের সাহায্য হেতু ব্রহ্মা আর হরি
উপনীত হন আসি যথা ত্রিগুবারি ॥ নিরাকারে অংশরূপে সেই স্থানে রয়
অন্য পুরাণেতে আছে তার পরিচয় ॥ পর্কটের রূপ ধরি দেব পঞ্চানন
দেবীযোনি হৃদে ধরি আনন্দে মগন ॥ সতীদেহ-খণ্ড পড়ে যথায় যথায়
লিঙ্গরূপী মহেশ্বর তথায় তথায় ॥ পাবাণের লিঙ্গরূপে দেব মহেশ্বর । বিরাজ
জেন হর্ষভরে তথা নিরন্তর ॥ নারদে সযোধি পুরে কহে পঞ্চানন । বলহ
নারদ কোথা সতী রত্নধন ॥ হরের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । ধীরে ধীরে
কহিলেন ব্রহ্মার নন্দন ॥ কামরূপী তুমি দেব শুনহ শব্দর । যোগবশে সমা
হিত করিয়া অন্তর ॥ বিশ্রাম করহ শৈথল্য ধরি এই স্থান । সতী অস্ত্রধরে

নাম করিব পায়ণ ॥ চপলতা পরিত্যাগ কর পঞ্চানন । অন্যভাবে ক্ষদে
 নাহি ভাবিও কখন ॥ তোমা ভিন্ন সতী নাহি কভু কোথা রবে । সতী-
 নে তুমি সেবা অবশ্যই পাবে ॥ তোমারে দেখাব আমি সতী রত্নগন । সত্য
 ত্রা কহিলাম তোমার সদন ॥ এত বলি দেব-ঋষি প্রণমি শঙ্করে । চলিলেন
 প্রাসুখে উঠি শূন্যভরে ॥ এনিকে প্রশান্ত ভাব ধরি পঞ্চানন । মনসুখে
 সেই স্থানে রহেন তখন ॥ শান্তিলাভ করি সবে দেব আদিগণ । পরস্পর
 সেই বাক্য কহিল তখন ॥ যদি নারায়ণ হেথা কভু না আসিত । নিশ্চয়
 নক্ষর তবে প্রলয় ঘটিত ॥ ধন্য ধন্য নারদ সে ব্রহ্মার নন্দন । অনায়াসে
 গি গেল শঙ্কর সদন ॥ সূদর্শন চক্ৰ ধরি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর । যে কর্ম করিল
 মহা ত্রিলোক দুষ্কর ॥ সংহার কারক যিনি দেব পঞ্চানন । যাহা হতে ভীত
 হল এতিন ভুবন ॥ তাঁর হাতে রক্ষা কৈল বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর । ধন্য ধন্য লোক-
 পাতা দেব গদাধর ॥ যদি না আসিত দেব কি হইত তবে । এইরূপ বলে
 ব্রহ্মা আদি দেব সবে ॥ এইরূপ নানা কথা বলি দেবগণ । বৈকুণ্ঠে হরির
 গুণে করিল গমন ॥ ক্রমে উপনীত হয়ে বৈকুণ্ঠ নগরে । করিতে লাগিল
 তব বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে ॥ পুরাণ পুণ্যে তুমি ওহে নারায়ণ । তব পাদপদ্মযুগে
 কবি গৌ বন্দন ॥ তুমি সত্য তুমি ব্রহ্মা তুমিই দ্বাপর । নমো নম নারায়ণ
 মন উপর ॥ সত্যব্রত তুমি দেব তুমি সত্যযোনি । নমস্কার নমস্কার ওহে পদ্ম-
 পানি ॥ সত্যাত্মক তুমি দেব সত্যের নিধান । ভক্তি ভরে তব পদে করি গৌ
 প্রণাম ॥ তুমি ইচ্ছা যত্মান যজ্ঞের দেবতা । দেবের অধিপ তুমি সূর্য-লোক-
 পাতা ॥ সকলের হেতু তুমি তুমি নিষ্কারণ । সত্য প্রণাম করি তোমার চরণ ॥
 এতটি পুণ্যে তুমি তুমি জীবাত্মক । সারলোকধারী দেব সুখতুঃখাত্মক ॥ পদ্ম-
 পানি তুমি দেব কমল চরণ । তোমার চরণে যোরা করি গৌ বন্দন ॥ কমল নয়ন
 দেব করি নমস্কার । পরমাত্মা তুমি বিতু দার হতে দার ॥ তুমি শিব শিবরূপী
 কলানকারণ । তোমার চরণে করি নিয়ত বন্দন ॥ সত্য পালনকর্তা সত্বগুণ-
 ধারী । গুণাতীত পরমেশী বৈকুণ্ঠ-বিহারী ॥ বেদবেত্তা বেদকর্তা রত বেদা-
 গারে । তুমি হুল তুমি সূক্ষ্ম প্রণমি তোমারে ॥ তুমি কর্তা তুমি হর্তা তুমি
 শাস্ত্রকার । নমো নমঃ ওহে দেব চরণে তোমার ॥ বিধি সৃষ্টি বিনাশিত
 হয়েছিল প্রায় । রূপা করি রক্ষা তুমি করিলে তাহায় ॥ শঙ্কুকোপে রক্ষা
 কৈলে তুমি নিরঞ্জন । তোমার চরণে যোরা করি গৌ বন্দন ॥ সংহার-কারক
 শিব নাহিক সংশয় । পালনের কর্তা তুমি ওহে দয়াময় ॥ এইরূপে তবে
 তুষ্ট করি নারায়ণ । ব্রহ্মা আদি চলে সবে হরের সদন ॥ শিব দরশনে তবে
 করিল গমন । যথায় আছেন শিব সংহার কারণ ॥ পুরাণে পুণ্যের কথা
 অতি মনোহর । শুনিলে পবিত্র হয় দাবুর অন্তর ॥ পড়িলে শুনিণে কিম্বা
 ধারণ করিলে । অবহেণে যায় সেই ভুবপারে চলে ॥

একাদশ অধ্যায় ।

—■■■■■■■■—

দেবগণ সহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর কামরূপে শিবের নিকট গমন, শিবকে প্রবোধ
প্রদান, সতীর শুভ, সহস্র নারীরূপে সতীর আবির্ভাব ও
পুনরায় নিজমূর্তি ধারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে সতী
কর্তৃক শাপ প্রদান, সতী কর্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণুকে
বরদান ও নারায়ণের নাম কীর্তন এবং
মেনকাগর্ভে গঙ্গা ও উমারূপে
সতীর গমন ।

ব্রহ্মবিষ্ণুশাপা উচুঃ । দেবি প্রসাদে প্ৰমোদিতমূলকপে চিত্তপিণ্ডী প্ৰমত্তাং বঃ সাদসি ।
ন শ্রমসে ন চ দৃশ্য ন চ লভ্যসে হ্যনং প্ৰাদসে চ প্ৰমত্তাং নমসে ॥
এবং তান্ স্তবতো দেবান্ দেবী কমললোচনা ।
নারায়ণরূপেণ তেভ্যঃ সংদর্শনং যযৌ ॥
তৎসং তান্ বিমোহিতান্ বিলোকাঃ প্ৰসাদিতা ।
একাভূতা বভৌ বিপ্র সতীভিরেব নিষিতা ॥
সতী উবাচ । অগ্ৰ ত্যক্তশবদেব কাপি লক্ । জনপেভ্যঃ ।
দ্বিধা হুং শিবং প্ৰাপ্তো চিত্তিহবো ন নঃশয়ঃ ॥
ইতুঃ প্ৰাশ্ৰবো দেবী ব্রহ্মাবিসং ততোঃ গতাঃ ।
শিবশ্চ নারদাপেক্ষী কামরূপে তপস্বিঃ ॥

কামরূপে যথা তপে মগ্ন পঞ্চানন । ব্রহ্মা বিষ্ণু সহ তথা যায় দেবগণ ।
দেখিলেন মহাপ্রভু দেব মহেশ্বর । ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে তপেতে তৎপর ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহাকারে করি দরশন । বথাবিধি পূজা করে দেব পঞ্চানন ॥
দেবদেব মহেশ্বরে নিজ্জনে হেরিয়ে । ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহে কহে আনন্দ-হৃদয়ে ॥
হে দেব তোমার ভাৰ্য্যা সতী গুণবতী । তাজিয়াছে নিজদেহ দেবী ভগবতী ॥
দক্ষযজ্ঞে মনস্থিনী ত্যজিল জীবন । ইথে মনে শোক নাহি করিও কখন ॥
ভবিতব্য সংঘটন অবশ্যই হয় । সংসারে সকলে একা কেহ কাঁর নয় ॥ পুত্র
দারা বন্ধু ধন ভৃত্য আদি করি । কেহই কাহার নহে ওহে ত্রিপুরারি ॥ নিজের
শরীর যাহা করিছ দর্শন । ইহাও আপন নহে ওহে পঞ্চানন ॥ এই সব বিচার
রিসা বিচক্ষণগণ । শোক-মোহে অভিভূত না হয় কখন ॥ জন্মিলে মরণ
আছে সকলেই জানে । কে তাহে এড়াতে পারে এ তিন ভুবনে ॥ অতএব
শোক করা তব যোগ্য নয় । তুমি জ্ঞানী মহামোহী আছে পরিচয় ॥ প্রকৃত

সমান শৌক ত্যজহ এখন । মোদের বচন কর হৃদয়ে গ্রহণ ॥ বিদ্যা যত্নে
পেমোহিলে কালিকা সুন্দরী । তোমারে লভিল মতী অতি মনু করি ॥ কেবল
তোমার ভাষা মতী রত্নধন । হেন মনে কত নাহি কর পঞ্চানন ॥ পরমা
প্রকৃতি দেবী সেই দাক্ষায়ণী । ইচ্ছাবশে হয়েছিল শরীরপারিণী ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু
মোরা দোহে ভূমি পঞ্চানন । পরমাত্মা হই মোরা এই তিন জন ॥ প্রকৃতির
দৃষ্টি সদা মোদের উপরে । প্রকৃতির গুণ মোরা ধরিষ্ঠি শরীরে ॥ পরস্পর
ওহে দেব মোরা তিন জন । সতত সহায় হই জানে মঙ্গলজন ॥ পত্নীরূপে
আমা তিনে প্রকৃতি সুন্দরী । ভজনা করিছে সদা জানিহ পুরারি ॥ পৃথিব্যে
করিয়াছে তোমারে আশ্রয় । অংশরূপে আমা দোহে জানিবে নিশ্চয় ॥ তব
ভাষা সেই মতী দেবী দাক্ষায়ণী । তাঁর মহাপীঠ এই ওহে শূলপাণি ॥ প্রকৃ-
তির মহাপীঠ কামরূপ নাম । অধিক বলিব কিবা তব বিন্যাসন ॥ এখন
মোদের বাক্য করহ শ্রবণ । প্রকৃতির স্তব করি এস তিন জন ॥ স্তবে তুষ্ট
করি তাঁর পাব দরশন । তোমার মহিমা তাঁর হইবে মিলন ॥ তব সহ সন্নি-
লিত করিয়া তাঁহাঙ্গ । আমরা চলিয়া যাব বাসনা যথায় ॥ এতেক বচন
শুনি দেব ত্রিলোচন । উত্তরে সুমিষ্ট ভাষে কহেন তখন ॥ নারদ প্রতিজ্ঞা করি
মতী অন্তঃকরণে । গিয়াছে আমারে রাখি তপস্যাসরণে ॥ বাবত নারদ নাহি
করে আগমন । ভাবত থাকিব আমি ভপেতে মগন ॥ জন্মিয়াছে মতীদেবী
কোথা না কোথায় । পুনরায় পতিরূপে বরিবে আমায় ॥ এই কথা দেব-ঋষি
বলিয়া আমারে । চলিয়া গিয়াছে মতী-অন্তঃকরণে ॥ শিবের এতেক বাক্য
করিয়া শ্রবণ । পুনরায় ব্রহ্মা বিষ্ণু কহে দুই জন ॥ কতদিনে দেব ঋষি করে
আগমন । তাহার নিশ্চয় নাহি ওহে পঞ্চানন ॥ অচিরে যদ্যপি লাভ মতী-
ধনে হয় । বৃথা বল বিলম্বিতে কিবা ফলোদয় ॥ এতেক বচন শুনি দেব ত্রিন-
য়ন । কহিলেন স্তব করি এস তিন জন ॥ ভক্তিভরে মতীস্তব করিব সকলে ।
দরশন পাব তাঁর যদি ভাগ্য ফলে ॥ এত বলি ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব ত্রিনয়ন ।
ভক্তিভরে মতীস্তব করে আরম্ভন ॥

প্রকৃতি পরমা মতী করি নমস্কার । সকলের মূল ভূমি সার হতে সার ॥
চিদ্রূপিণী ভূমি দেবী সবার ঈশ্বরী । প্রসন্ন মোদের প্রতি হও গো সুন্দরী ॥
সদা সূক্ষ্মা ভূমি দেবী অখিল সংসারে । কে জানে তোমার তত্ত্ব অবনী
ভিতরে ॥ নয়নে হেরিতে তোমা পারে কোন জন । কে পারে হৃদয়ে
তোমা করিতে চিন্তন ॥ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম ভূমি গুন গো সুন্দরী । তোমার
চরণে মোরা প্রণিপাত করি ॥ এতাদৃশ সূক্ষ্ম ভূমি কি বলিব আর । হেন
জন নাহি বুঝে বিশ্বের মন্ডার ॥ কিবা দেব কিবা মন বিধি-সৃষ্টি মাঝে ।
হেন জন নাহি কেহ তব তত্ত্ব বুঝে ॥ মুক্তিরূপা তোমা দেবী করি নম-
স্কার । প্রসন্ন হইয়া বাঞ্ছা পূর্ণাও সবার ॥ সূক্ষ্মকলাত্মিকা ভূমি ওগো

রূপাঙ্করী । মূঢ় হয়ে তব স্তব কি করিতে পারি ॥ অতি সূক্ষ্মসূক্ষ্ম ভূমি ওগো
 ভগবতী । তথাপি তোমারে ডাকি হও রূপাবতী ॥ স্বেচ্ছাবশে কর ভূমি
 বিশ্বের সৃজন । স্বেচ্ছাবশে পালিতেছ অখিল ভুবন ॥ অন্তিমে সংহার কর
 ভূমিই সবারে । গুণত্রেয়ে গুণবতী জানি গো তোমারে ॥ তোমা হতে ব্রহ্মা বিষ্ণু
 শিবের সৃজন । তব লোমকূপে শোভে অসংখ্য ভুবন ॥ ক্ষুদ্রজনে স্বদে তোমা
 চিন্তিবারে নারে । তোমার স্বরূপ জানে কে আছে সংসারে ॥ দক্ষগৃহে যবে
 ভূমি আছিলে সূন্দরী । সেরূপ মোহন তব স্বদয়েতে মরি ॥ ভূমি শ্যামা হেম-
 গৌরী লোহিত-বরণা । শশাঙ্ক-ধবলা কভু অপূর্ব ললনা ॥ সর্বদেহে আত্মা-
 রূপে তব অধিষ্ঠান । তোমার চরণে দেবী সবার প্রণাম ॥ নবধনশ্যামা ভূমি
 ভালে শশধর । ভক্তিভরে নতি করি চরণ উপর ॥ অধিকা ভবানী মাতঃ
 হওগো সদয়া । পুনঃপুনঃ নতি করি ওগো মহামায়া ॥ পরম পুরুষ এই দেব
 পঞ্চানন । উগ্ররূপী মদ্রপূর ভূমি ত্রিনয়ন ॥ ইহারে ত্যজিয়া দেবী কোথায়
 রহিলে । রূপা করি দেখা দিয়া বাঁচাও সকলে ॥ এইরূপ স্তব শুনি কমল-
 শোচনা । সহস্র নারীর রূপ ধরিয়া লগনা ॥ আবিভূত হন আমি সম্মুখে
 সবার । নারীগণ-রূপ হেরি লাগে চমৎকার ॥ সকলে যুবতী সবে চারু কল-
 বর । অঙ্গেতে শোভিছে সব ভূষণ নিকর ॥ উৎফুল্ল কমল সম সবার বদন ।
 পরিধান করে সব বিবিধ বসন ॥ কখন শ্যামল বর্ণ কভু শুরু হয় । কভু রক্ত
 কভু পীত দেখিতে বিস্ময় ॥ কভু সবে শোভা পায় হয়ে বিবসনা । স্বর্ণবস্ত্র
 কভু পরা অপূর্ব ললনা ॥ কভু হাসে কভু নাচে গান বাদ্য করে । কভু হাব
 কভু ভাব কত শত ধরে ॥ সম্মুখে চাহিছে কভু কভু পৃষ্ঠে চাহে । কভু পার্শ্বে
 কভু উর্দ্ধে অধোমুখে রহে ॥ এইরূপ মহাশচ্য করি দরশন । ব্রহ্মা আদি সবে
 হন বিমোহিতমন ॥ পরস্পর কহে সব এ কিবা ঘটিল । কাহারে করিব স্তব
 এ কিবা হইল ॥ যে দিকে ফিরাই আঁখি অপূর্ব ললনা । সমাকর্ষিত সবে হেরি
 সমান বসনা ॥ দেবগণে ব্যাকুলিত করি দরশন । স্বরূপ মূর্তি দেবী করেন
 ধারণ ॥ দেবগণে বিমোহিত দেখিয়া ঈশ্বরী । একীভূতা হয়ে শোভে আ মরি
 আ মরি ॥ সতীরে হেরিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন । মদ্রর বচনে কহে করি
 সম্বোধন । তব দরশন হেতু মোরা তিন জন । ব্যাকুলিত হয়ে ডাকি শুনহ
 বচন ॥ পূর্ববৎ হও ভূমি শঙ্কর ঘরণী । এই ভিক্ষা তব পাশে ওগো
 জ্বলোচনী ॥

জগত-ঈশ্বরী শুনি এতেক বচন । কহিলেন ময় বাক্য করহ শ্রবণ ॥
 তোমাদের স্তবে তুষ্ট হইয়াছি আমি । সেই হেতু দরশন নদলাম এখন ॥ শুন
 শুন ব্রহ্মা আর শুন নারায়ণ । দেহ ত্যজি নিরাকারে রয়েছি এখন ॥ বল
 দেখি কিবা রূপে ওগো মহাশয় । অশ্বরীরে মহাদেবে করিব আশ্রয় ॥ আশ্রয়
 করিব পুনঃ দেব পঞ্চাননে । এই বাঞ্ছা যদি চাবে করেছিলে মনে ॥ তবে কন

মম দেহ করিলে ছেদন । উপায় ইহার কিবা বলহ এখন ॥ বাসনা আছিল
পূর্ব্বে আপনার মনে । দক্ষের কুমতি নাহি যাবে যত দিনে ॥ তাবত শরীর
তাজি অন্যত্র রহিব । দক্ষের কুমতি যবে নয়নে হেরিব ॥ তখন পুনশ্চ আমি
আসিয়া শরীরে । পূর্ব্ববৎ শিবধনে ভজিব সাদরে ॥ পরম আদরে শিব ধরিয়া
আমায় । হৃৎকণ্ঠে রেখেছিল আপন মাথায় ॥ পুনঃ আসিতাম আমি সেই কলে-
বরে । প্রতিবাদী হইল তাহে তোমরা সকলে ॥ শিরোপরি মোরে শিব করিল
স্থাপন । এই হেতু শুন এবে আমার বচন ॥ যখন পুনশ্চ আমি জন্ম ধরিব ।
শিব-শিরোপরি গিয়া বসতি করিব ॥ আমার বাসনা নষ্ট করেছ সকলে । সেই
হেতু শাপভোগ হবে কর্মকলে ॥ মুহূর্ত্ত ইত্যবশ হবে পদাসন । চারি মাস
বসে নিদ্রা যাবে নারায়ণ ॥ চন্দ্রযুগ দিন যবে হইবে অতীত । নিদ্রাগত ত্রক্ষা
তবে হইবে নিশ্চিত ॥ প্রলয়ানন্তর সৃষ্টি পুনঃপুনঃ হবে । পুনঃ পুনঃ দেবগণে
বিপদে খেরিবে ॥ দেবের সম্পত্তি নষ্ট হবে বার বার । কহিলাম সত্য কথা
নিকটে সবার ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । ভ্রুংখিত হইয়া রহে ত্রক্ষা
আদিগণ ॥ অবশেষে ব্রহ্ম বিষ্ণু করি যোড়কর । কহিলেন, মিষ্টভাবে দেবীর
গোচর ॥ আমি দৌহে অপরাধী করিয়া স্মর্য্যী । ইচ্ছাবশে অভিষাপ দিলে
গো ঈশ্বরী ॥ কিন্তু এই পক্ষাননে কিছু না কহিলে । মোদের সমান দোষী
জানিবে শঙ্করে ॥ ত্রক্ষা বিষ্ণু দৌহাবাক্য করিয়া শ্রবণ । প্রতিবাক্যে মহেশ্বরী
কহেন তখন ॥ প্রকল্পা কমলাননা জগত-জননী । মিষ্টভাবে কহে শুন ত্রক্ষা
চক্ৰপাণি ॥ অভিষাপ যোগ্য বটে দেব মহেশ্বর । সেই হেতু বলিতেছি সবার
গোচর ॥ প্রেতভূমিপ্রিয় হুবে দেব পক্ষানন । ধন সত্ত্বে দীন হয়ে করিবে
ভ্রমণ ॥ আর এক কথা দৌহে করহ শ্রবণ । তোমা দৌহে বর আমি করিব
অর্পণ ॥ সকলের পিতা হবে ত্রক্ষা মহাশয় । ত্রক্ষা হস্তে সৃষ্ট হবে যত
প্রজাগণ ॥ ত্রক্ষাসৃষ্ট প্রজাগণ সদা শুচি রবে । পৃথ্বীধর শাস্তক্ষু সবে
ক্ষমী হবে ॥ সবে মহাতেজা হবে ধর্ম্মপরায়ণ । সবার সম্মান হবে দেবতা
সদন ॥ ভূমি বিষ্ণু লক্ষ্মীমান্ সত্য থাকিবে । দেবগণ নিরন্তর তোমারে
ভজিবে ॥ সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি রহিবে তোমার । সত্ত্বরূপী হবে ভূমি জগতের
সার ॥ ব্যাপিয়া অখিল বিশ্ব রাব নারায়ণ । মহাশক্তিমান্ ভূমি ওহে
সনাতন ॥ অজর অমর ভূমি ভূমি বিষ্ণুরূপী । বড় অবতার হবে হয়ে বহু-
রূপী ॥ নিরন্তর প্রজাগণে করিবে পালন । তোমারে পূজিবে সদা দেব
আদিগণ ॥ যবে যবে পাপরাশি, ধরায় উদিবে । সেই কালে অবতার
ভূমিই হইবে ॥ অবতীর্ণ হয়ে রুদ্ধি করিবে ধরম । সমূলে অধর্ম্মে ভূমি করিবে
নাশন ॥ বর্ণাশ্রমচার বহু করিবে সৃজন । তোমা হতে বহু ধর্ম্ম হবে প্রবর্ত্তন ॥
মম ঐশ্বর্য লক্ষ্মীরূপে তোমারে ভজিবে । আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হবে ॥
ভূমি যবে অবতার করিবে গ্রহণ । করিবেন লক্ষ্মীদেবী তবানুগমন ॥ সত্যযুগে

স্বাক্ষরী হবে নারায়ণ । তৎপরে নারদরূপ করিবে গ্রহণ ॥ তোমা হতে বহু
 তত্ত্ব সৃজন হইবে । বরাহ মূর্তিতে ধরা ভূমি উদ্ধারিবে ॥ অবশেষে রূপ ধরি
 নর-নারায়ণ । করিবে বহুল তপ রহি তপোবন ॥ শেষেতে কপিলরূপ ভূমিই
 ধরিবে । সাংখ্যযোগ প্রকাশিবে জ্ঞান দিতে সবে ॥ দত্তাত্রেয় নামে শেষে হবে
 অবতার । যজ্ঞরূপী হবে শেষে ওহে গুণাধার ॥ রুচি হতে হৃতিগভে জ্ঞান
 ধরিবে । যজ্ঞ নাম ধরি তাহে জগতে প্রবিবে ॥ তৎপরে ঋষভ নামে হবে
 অবতার । পৃথুরূপে যাবে শেষে ধরণী মাঝার ॥ শবর হইয়া দেব দশমা-
 বতারে । দেবগণে উদ্ধারিবে অকুল পাথারে ॥ মন্দর রূপেতে হবে মন্ত্রনের
 দণ্ড । কুর্কপৃষ্ঠে রবে দেব হইয়া প্রচণ্ড ॥ অশুরের সহ মিলি যত দেবগণ ।
 সেই দণ্ডে সাগরেরে করিবে মন্তন ॥ ধনুর্ভরি রূপে শেষে করিয়া গ্রহণ । সাদরে
 করিবে আবুর্কৈবের সৃজন ॥ নরসিংহরূপ শেষে করিয়া গ্রহণ । দৈত্যরাজে
 অবহেলে করিবে নিধন ॥ অবশেষে রামরূপে পর তলে যাবে । কুম্ভকর্णे
 দশাননে সমরে বধিবে ॥ বামনের রূপ ভূমি করিয়া গ্রহণ । সবলে বলির
 রাজ্য করিবে হরণ ॥ উদ্ভদেবে পুনঃ রাজ্য করিবে প্রদান । করিবে সকলে
 তব যশোগুণ গান ॥ পরশুরামের রূপ করিয়া গ্রহণ । করিবেক ক্ষত্রশূন্য
 অখিল ভূবন ॥ বাল্মীকিরূপেতে ভূমি প্রাতলে যাবে । মহাকাব্য বিরচিয়া
 আনন্দ লভিবে ॥ ব্যাসরূপে হয়ে পরাশরের নন্দন । পুরাণোপপুরাণাদি
 করিবে সৃজন ॥ সেই কালে ভূমে হবে বুদ্ধ অবতার । ঋষ্যশ্রুমে হবে যাবে ধরণী
 মাঝার ॥ তাহা দেখি ভূমি দেব ওহে সনাতন । রুদ্ভ-রামরূপে ভূমে করিবে
 গমন ॥ বসুদেব-ওরমেতে নৈবকী-উদরে । অন্তমানে লবে তন্ন ধরণী মাঝারে ॥
 গোকূলে হইবে ভূমি গোপের দৈশ্বর । কংস নাশ হেতু তখা রবে নিরন্তর ॥
 কংসবধ-পূর্বে ভূমি পুতনাদি করি । বহু দুঃখে বিনাশিবে শুন গো ক্রীহরি ॥
 অবশেষে মথুরাতে করিয়া গমন । কংসায়ুরে অবহেলে করিবে নিধন ॥ গোব-
 র্দ্ধন গিরি ধরি নিজ বাম করে । ইন্দ্রের গরব খব করিবে সাদরে ॥ তোমা হতে
 পূর্ণকাম হবে গোপগণ । পালিবে তোমার আত্মা সবে সর্বক্ষণ ॥ গোপীগণ
 তোমা হেরি কাষেতে ভূবিবে । ভূমি হরি মনোবাঞ্ছা তাদের পূরাবে ॥ যম
 অংশে রাধা দেবী তোমার কারণে । অদর্শ হইবে গিয়া মানব ভবমে ॥ জরা-
 সন্ধবল ভূমি করি বিনাশন । করিবে যবনভরে শেষে পলায়ন ॥ দ্বারকা
 নগরী করি সাগর মাঝারে । ছল করি যবনের বিনাশি সমরে ॥ মুচুকুন্দে ইট
 বর করি সমর্পণ । বহুনাথ্য নারী ভূমি করিবে গ্রহণ ॥ অটোত্তর শতাধিক
 ষোড়শ হাজার । এইত নারীর সংখ্যা হইবে তোমার ॥ সকলের পতি হবে
 ভূমি নারায়ণ । করিবে একাকী হয়ে সবারে রঞ্জন ॥ এক হয়ে বহু মূর্তি
 করিবে ধারণ । সবার পাশেতে ভূমি রবে অনুক্ষণ ॥ বহু পুত্র পৌত্র প্রাদি
 জন্মিবে তোমার । গৃহী হয়ে সুখে রবে ধরণী মাঝার ॥ গাহন্য আশ্রমজান,

তোমা হতে হবে। তোমা হতে জরাসন্ধ জীবন ত্যজিবে ॥ শিশুপালে বধ ত্যজ
করিবে সুজন ॥ মৌভে নাশি দন্তবক্র করিবে নিধন ॥ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের
সারথি হইবে। দুঃখোধন আদি সবে রণে বিনাশিবে ॥ কৃষ্ণার্জুনে কিছু ভেদ
নাহিক সুজন। পূর্বেকার সেই নর আর নারায়ণ ॥ সমরে সবারে শেষে করি
পরাজয়। যুধিষ্ঠিরে রাজ্য দিবে ওহে সদাশয় ॥ ধর্মপুত্র ধর্মপর ধর্মনরপতি।
সিংহাসন দিবে তারে ওহে মহামতি ॥ ব্রহ্মশাপে বংশনাশ হইবে তোমার।
নরলি তোমার ছল ওহে গুণাধার ॥ এইরূপে ধরাভার করিয়া হরণ। শেষেতে
বৈকুণ্ঠধামে করিবে গমন ॥ করেছি তোমার জন্য বৈকুণ্ঠ-নগরী। নিরন্তর
রবে তথা শুন গো ক্রীহরি ॥ তোমার পবিত্র নাম সকলে গাইবে। বহু পুণ্য
তাহে সবে অর্জন করিবে ॥ তোমার যতেক নাম করিবে কীর্তন। বলিতেছি
সেই সব করহ শ্রবণ ॥ গোবিন্দ কেশব হরি আর নারায়ণ। মধুকৈটভাদি-
নাশী অভয় নাশন ॥ অচ্যুত পৃথনাম্বুংসী গোপিকা-রঞ্জন। বকনাশী নন্দসুত
মুক্তিক-নাশন ॥ চাগুরবিধ্বংসী দেব কংসধ্বংসকারী। দেষকীনন্দন গোপনারক
ক্রীহরি ॥ মুরারি গোপালপাল গিরিরাজধর। ক্রীনাথ বিশ্বের নাথ তুমি দামো-
দর ॥ কুবলয়-গজ-নাশী বলিদর্পহারী। প্রমীদ প্রমীদ দেব মুকুন্দ মুরারি ॥
ভূভারহারক নব জলদ-বরণ। ভূদেব-দেবতা তুমি দুষ্টের দমন ॥ গোব্রজ-
সদ্রোহ-বিনাশনকারী। লোকেশ্বর বলানুজ পার্থ-সহচারী ॥ প্রলয়-ধ্বংসক
তুমি পুষ্কস উত্তম। পদ্মনাভ বৈকুণ্ঠেশ দেব জনার্দন ॥ মথুরেশ রৌহিণের
সমলবদন। রক্ষ রক্ষ ওহে দেব নিত্য নিরঞ্জন ॥ গোপীপতি ব্রজপতি যমুনা-
বিহারী। রন্দাবনেশ্বর দেব মুকুন্দ মুরারি ॥ বাক্যের সাত্ত্বতপতি তুমি সনা-
তন। রুদ্ৰিগণেশ মাদবেশ অখিল-রঞ্জন ॥ কৌন্তভ-শোভিত-বক্ষ শাস্ত্র-শোভী-
কর। কালৈয়দমন নাথ সর্বদগুপর ॥ একমাত্র ভক্তবশ তুমি জনার্দন। রত্নবীর
রাজরাজ জগত-জীবন ॥ পুত্র পৌত্র বহু ভাগ্যা লইয়া মাদরে বিব্রাজ করহ
তুমি গবনী মাঝারে ॥ অদিক বলিব কিবা ওহে দয়াময়। প্রসন্ন হইয়া নাশ
ভববন্ধ ভয় ॥ এইরূপে তব নাম ধরণীমাঝারে। নিরন্তর গাবে সবে হরির
অন্তরে ॥ কিবা তুমি কিবা শিব কিবা পদ্মানন। এ তিনে প্রভেদ ভাব
নাহি কদাচন ॥ তোমা তিনে ভেদজ্ঞান করে যেই জন। পরম নারকী সেই
পাতকী অধম ॥ তোমাদের সর্বকর্ম্যে সহায় হইব। অরণ মায়েতে তাসি
অভীষ্ট সাধিব ॥ অতি গোপনীয় আমি জানিবে সকলে। যোগরূপাত্মিকা
আমি রমণী মাঝারে ॥ সর্ব-নারী-দেহে আছে মম অধিষ্ঠান। নারী দৃষ্টে
সাদুজন্ম করিবে প্রণাম ॥ কি কুমারী কি যুবতী কিবা রজ্জা নারী। সে সবার
যোনি স্তন নয়নে নেহারি ॥ আমারে স্মরিয়া সাধু করিবে প্রণাম। বলিহু
সবার পাশে শাস্ত্রের বিধান ॥ নারীজনে কটু বাক্য কহু না বলিবে। কোন
মতে নারীগণে কষ্ট নাহি দিবে ॥ কিবা শাস্ত্র কিবা শৈব বৈষ্ণবাদি করি।

কেহ নাহি কষ্ট দিবে নারীর উপরি ॥ নারীজনে কষ্ট দেয় যেই মুঢ় জন।
 বিমুখ তাহার পরে যত দেবগণ ॥ জগত-জননী মোরে জানিবে সবাই।
 নারীগণে অধিষ্ঠাত্রী রয়েছি সদাই ॥ মম মন্ত্ৰ মম তন্ত্ৰ বর্ণিবেন হর। হর
 বিনা অধিকারী না হবে অপর ॥ সতীদেহ করিয়াছি এবে বিসর্জন। অতঃ
 পর পুনর্জন্ম ধরিব যখন ॥ দ্বিধারূপে শিবধনে লভিব তখন। চিন্তা নাহি
 কর কিছু ওহে নারায়ণ ॥ তোমরা সহায় হও সবে পরস্পর। মম দৃষ্টি রয়ে
 সদা সবার উপর ॥ মম দৃষ্টি শক্তিমান্ হইবে সকলে। বলিনু মনের কথা
 সবার গোচরে ॥ এত বলি ভগবতী হৈল অন্তর্ধান। ব্রহ্মা বিষ্ণু নিজ স্থানে
 করিল পয়াণ ॥ নারদের আগমন অপেক্ষা করিয়া। রহিলেন পঞ্চানন তথায়
 বসিয়া ॥ কামরূপে তপে মগ্ন হয়ে পঞ্চানন। নারদের অপেক্ষায় রহেন
 তখন ॥ এদিকে শরীর ত্যজি মহেশী সুন্দরী। দ্বিধারূপে উপনীত হিমালয়-
 পুরী। কন্যাভূত-রূপে যান মেনকা জঠরে। দেবীর যতেক লীলা কে বুঝিতে
 পারে ॥ সতীশব-দেহ যবে দেব পঞ্চানন। আপন মন্ত্ৰকোপরি করেন
 ধারণ ॥ তদবধি সতী করে মনে মনে আশ। শস্ত্র শিরেতে সদা করিবেন
 রাগ ॥ মেনাগর্ভে দ্বিধারূপ এই সে কারণ। গঙ্গা আর উমা এই বিদিত
 শ্রবণ ॥ জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবী উমা তার পর। দেবীর যতেক লীলা
 ভুঞ্জিত বিস্তর ॥ গঙ্গার জন্ম কর্ম করিব বর্ণন। অবধানে এবে তাহা করহ
 কহিমে ভক্তিভরে যেই শুনে জাহ্নবী-জন্ম। দেবী লীলা একমনে করে
 শ্রবণ ॥ যজ্ঞ দান তপে তার কিবা আছে ফল। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তার
 অধ্যয়ন, ভ্রুশ্চন্য সংসারপাশ কাটিবার তরে। পড়িবেক সাধুগণ একান্ত
 করতল পূন্যদিনে কিম্বা পুণ্য কর্মের সময়। স্মরিবে পড়িবে যত দেবী-
 অন্তরে ॥ ইহলোকে রবে সুখে নাহি বিষয় হবে। অন্তকালে মনসুখে যুর-
 লীলাধারে ॥ যেই শিব সেই হরি সেই পদ্মাসন। যেই শ্যামা সেই রমা
 ধারকা রতন ॥ ভেদজ্ঞানে ধর্মহানি মুক্তির বিনাশ। তত্ত্ব কথা তব পাশে
 করিনু প্রকাশ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

হিমালয়ে গঙ্গার জন্ম, দেবগণ কর্তৃক স্বর্গে আনয়ন, ত্র্যম্বক, প্রভৃতি
কর্তৃক গঙ্গাস্তব, হিমালয় কর্তৃক গঙ্গাকে শাপ প্রদান এবং
গঙ্গাদর্শনার্থে শিবের সুরপুরে গমন ।

পুত্রী সুষমেরোঃ স্তম্ভগা মেনা নাম মনোরমা ।
তস্মা গর্ভে ক্ষুর্বেশে সত্যী গঙ্গেন্তি চোচাতে ॥
বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং দিনাঙ্কে ।
বভূব দেবী সা গঙ্গা শুক্লা সত্যযুগাকৃতিঃ ॥

শুক কহে জৈমিনিরে শুন তপোদন । অপূর্ব অদ্ভুত কথা গঙ্গার জনম ॥
সুষমের কন্যা মেনা অতি মনোরমা । সুরূপা সুশীলা অতি অপূর্ব ললনা ॥
তার গর্ভে গঙ্গাদেবী ধরেন জনম । দেবগণ লয়ে যান অমর-ভবন ॥ বিদ্বি-
তমণ্ডলে দেবী করে অবস্থিতি । দ্রবভাবে বিষ্ণুপদে করেন বসতি ॥ ভগী-
রথ ধরাতলে করে আনয়ন । ত্রিলোক পবিত্র হয় এই সে কারণ ॥ বিস্তা-
রিয়া সব কথা বলিব তোমায়ে । মন দিয়া শুন ঋষে একান্ত অন্তরে ॥ দাক্ষা-
য়ণী দেহ ত্যজি দক্ষের আগারে । পুনর্জন্ম নিতে বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে ॥
হিমালয় পুরে দেবী করেন প্রস্থান । দেবীর প্রসাদে গিরি মহা ভাগ্যবান ॥
সুষমের কন্যা মেনা অতি মনোরমা । তার গর্ভে জন্ম নিল শিবের ললনা ॥
গঙ্গা রূপে মেনাগর্ভে ধরিল জনম । পবিত্র হইল হিমগিরির ভবন ॥ বৈশা-
খের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে ॥ দিবা দ্বিপ্রহরকালে জন্মিল ভূমিতে ॥ ধবল
বরণা দেবী মোহন আকার । হেন রূপ নাহি হেরি অবনী মাঝার ॥ কন্যা
হেরি হিমালয় আনন্দে মগন । নানামতে করে বহু মঙ্গল করম ॥ দিনে দিনে
বাড়ে কন্যা গিরির আলায় । রূপ হেরি বিমোহিত গিরিবাসীচয় ॥ ত্রিনয়না
শুক্লবর্ণা সুচারু লোচনা । চারি বাহু শোভে কিবা অপূর্ব ললনা ॥ হেন রূপ
নাহি দেখি ধরণী মাঝার । রূপ হেরি সবে মুগ্ধ আনন্দ অপার ॥ গিরিরাজ
হর্ষে ভানে আপন অন্তরে । দিন দিন কন্যাপরে মহাস্নেহ বাড়ে ॥ এদিকে
নারদ ঋষি অমর ভবনে । কহিলেন দেবগণে মধুর বচনে ॥ শুন শুন সুরগণ
আমার বচন । দক্ষযজ্ঞে মাতী দেহ করি বিসর্জন ॥ হিমালয়-কন্যারূপে জগত-
ঈশ্বরী । পবিত্র করেছে দেবী হিমালয়পুরী ॥ অর্দ্ধ অংশে গঙ্গারূপে ধরেছে
জন্ম । অর্দ্ধভাগে উমারূপ করিবে গ্রহণ ॥ আমার বচন সবে করহ শ্রবণ ॥
এস সবে সত্যদেবী করি দর্শন ॥

নারদের এই বাক্য শুনিয়া সকলে । হর্ষভরে কহে তাঁরে মন কুতুহলে ।
 বল বল সত্য বল বিধির নন্দন । সত্য কি জন্মেছে দেবী গিরির ভদ্রন ।
 ত্বরিতে নারদ যাহ শিবের সদনে । সতী-শোক আছে দেব বিষাদিত মনে ।
 শীত্র তাঁরে বল গিয়া এই বিবরণ । এত শুনি পুনঃ কহে দেব তপোধন ।
 শুন শুন দেবগণ বচন আমার । কহিলে এ-হেন বাক্য না করি বিচার ॥ আদি
 যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ । বিচারি বুঝিবে তবে ওহে দেবগণ ॥ যবে ঋতু
 সতীদেহ রাখি শিরোপরে । মহানৃত্য করে দেব আনন্দের ভরে ॥ সেই মহা-
 নৃত্য মুখ তোমরা সকলে । নাশিয়াছ ভেবে দেখ আপন অন্তরে ॥ সেই হেতু
 অদ্যাবদি দেব পঞ্চানন । যনোদ্ভুগে রহিয়াছে তপেতে মগন ॥ অত এব শিবে
 তুষ্ট করিবার তরে । গিরিজারে দিব দান শঙ্করের করে ॥ এহেতু গঙ্গারে স্বর্গ
 কর আনয়ন । সবে মিলি হরকরে করিব অর্পণ ॥ আগে গিরিনন্দিনীকে আমি
 সুরপুরে । জানাইব অবশেষে দেবদেব হরে ॥ এতেক বচন শুনি যত দেবগণ ।
 হর্ষভরে নারদে কহেন তখন ॥ সত্য বটে যা বলিলে বিধির তনয় । কিন্তু
 এক কথা বলি শুন মহাশয় ॥ মহাভাগ হিমগিরি আপন কন্যায় । কি হেতু
 ছাড়িবে বল মোদের কথায় ॥ কেন বা পিতারে ছাড়ি জগত ঈশ্বরী । আদি
 বেন গিরি ছাড়ি অমর নগরী ॥ একমাত্র ভক্তিবশ জানি যে তাঁহার । হিমা-
 লয় মহাভক্ত বিদিত ধরায় ॥ তাঁরে ছাড়ি কেন দেবী আদিবে এখানে ।
 চিন্তিতেছি এই সব নিজ মনে মনে ॥ এতেক বচন শুনি নারদ তখন । কহি-
 লেন ধীরে ধীরে মধুর বচন ॥ আপনারা মহাদয় নাহিক সংশয় । তাহে
 মহাদাতা হয় গিরি হিমালয় ॥ যাচিলে অবশ্যং সেই পরমেশ্বর পতি । দিবেন
 আপনাগণে কন্যাকা সন্ততি ॥ বিশেষতঃ স্তবে তুষ্টা করিলে গঙ্গায় । আমি
 বেন মনসুখে কহিঁ হেথায় ॥ নারদের বাক্য শুনি যত দেবগণ । তথায়
 বলিয়া স্থির করেন তখন ॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র ধনপতি বরুণ শমন । হিমালয়-পাশে
 ষেতে করেন মমন ॥

এদিকেতে গঙ্গাদেবী স্বপনের দোরে । দেখালেন নিজ দ্রুতি হিমগিরিবরে ।
 চারুঙ্গী চতুর্ভুজা ধবলবরণা । বর পদ্মাভয়াস্নাত ধরিছে ললনা ॥ মকর-
 বাহিনী দেবী ভালে ত্রিনয়ন । তরুণ যুবতী সতী মহাস্য বদন ॥ বিবিধ
 ভূষণ শোভে দেবীর শরীরে । দেবগণ প্রণমিছে চরণ উপরে ॥ দশ দিক
 কিবা শোভে কান্তির ছটায় । দেহ হতে যেন অগ্নিশিখা বাহিরায় ॥ হিমালয়ে
 নিজরূপ দেখাইয়া সতী । দেবগণ হিত হেতু কহেন ভারতী ॥ শুন শুন শৈল-
 রাজ ওহে ধর্ম্মাত্মন । তোমার গৃহেতে আমি ধরিঁ জন্ম ॥ শুনিয়াছ দক্ষযজ্ঞে
 দাক্ষায়ণী মরে । সেই অর্দ্ধ ভাগে আমি জন্মি তব ঘরে ॥ অন্য অর্দ্ধভাগে
 কন্যা জন্মিবে তোমার । রূপবতী গুণবর্তী জগত মাঝার ॥ আমারে আগিবে
 নিতে যত দেবগণ । মাগিবে সকলে আমি তোমার সদন ॥ দেবকরে যোরে

ভূমি কারও প্রদান । শিবধনে পাব পতি কহি বিদ্যমান ॥ অপর মন্দিরী
বেই জন্মিবে তোমার । শিবকরে দিও তাঁরে বচনে আমার ॥ অমরগণের
অনুরোধেতে পড়িয়া । যাব আমি সুরপুরে তোমারে তাজিয়া ॥ আমার বিরহে
ভূমি না হও বিমন । এই হেতু অগ্রে কহি তোমার সদন ॥ এত বলি নিজ-
মুর্তি করেন গোপন । ব্যস্ত হয়ে শৈলরাজ উঠিল তখন ॥ যা দেখিল স্বা-
শুনিল স্বপনের বশে । শুভ্র ভাবিয়া চিন্তে মোহের আবেশে ॥ কন্যার
পরম তত্ত্ব জানি গিরিবর । মোহ তাজি হৈল শেষে শূন্যের অন্তর ॥ ভোজন-
শয়নে স্থানে কথার সময় । সর্বদা কন্যারে গিরি কোলে করি লয় ॥ দেশ
দেবী সবে যাঁরে করয়ে পূজম । ভক্তি হেতু তারে পায় গিরি মহাত্মন ॥
এইরূপে কিছুদিন বিগত হইল । পঞ্চদেব মিলি হিম্মনগরে চলিল ॥ সহস্রা-
বদনে সবে নভোমার্গে চলি । উপনীত ক্রমে আসি হিমগিরি-পুরী ॥ নিজ-
তেজে দীপ্তিমান পঞ্চ দেবগণ । হিমালয় দেখি সবে করে অভ্যর্থন ॥ উচিত
আসন দিল বসিবার তরে । সকলে বসিয়া সুখে শ্রম দূর করে ॥ অবশেষে
মিষ্টভাবে করিয়া স্নান । কহিলেন পঞ্চদেবে গিরি হিমালয় ॥ কিবা হেতু এই
স্থানে হৈল আগমন । আপনারা মহাতেজা হন কোন জন ॥ মম পাশে কিবা
কাজ করহ প্রকাশ । জানিবারে মনে মনে বড় অভিলাষ ॥

গিরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মিষ্টভাবে ব্রজা তবে কহেন তখন ॥
মোরা পঞ্চদেব হই শুন মহাশয় । ভিক্ষা হেতু আসিয়াছি তোমার আশ্রয় ॥
আমি ব্রজা ইনি ইন্দ্র ইনি হন যম । ইনি হন ধনপতি বরুণ পঞ্চম ॥ পঞ্চ
জনে মিলি মোরা আসিঁহু হেথায় । তাহার কারণ শুন কহি হে তোমার ॥
মহারক্ষ আছে এক ফলে ফলবান । এক কল হেতু মোরা আসি তবে স্থান ॥
তাহাতে সহায় ভূমি হও মহাশয় । তাহা হলে ফল পাঞ মোরা দেবচর ॥
এতেক বচন শুনি পর্বত-রাজন । বুঝিলেন মনে মনে কারণ তখন ॥ গঙ্গারে
স্বরগধামে লইবার তরে । আসিয়াছে দেবগণ তাঁহার আগারে ॥ গঙ্গার বচন
মনে পড়িল তখন । স্বপনের কথা মনে করিল স্মরণ ॥ অবশেষে গিরিপতি
পঞ্চ দেবগণে । সন্নিহয়ে কহিলেন এধুর বচনে ॥ জানিলাম আপনারা পঞ্চ
দেবগণ । ভাগ্যবশে হৈল মম দেব দরশন ॥ এখন নিবেদি আমি সবার
চরণে । কোথা সেই মহারক্ষ কহ মম স্থানে ॥ বল বল সেই বৃক্ষে ফল কি
প্রকার । শুনিয়া উৎকণ্ঠা দূর হউক আমার ॥ এতেক বচন শুনি মত দেব-
গণ । মিষ্টভাবে গিরিবরে কহেন তখন ॥ তোমার অধীন হয় সেই তরুবর ।
তোমার অধীন ফল জানিবে ভুধর ॥ অক্ষুণ্ণ অন্তরে যদি করহ অর্পণ । তবে
ত লভিতে পারি সেই ফল-ধন ॥ বিশ্বের অধিক লোক হয় স্বার্থপর । পরের
সঙ্কটে তারা না হয় কাতর ॥ এতেক বচন শুনি গিরি হিমালয় । কহিলেন
শুন শুন ওহে দেবচর ॥ সত্য বটে মম বশ সেই তরুবর । সত্য বটে আছে

ফল আমার গোচর ॥ কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ । তাহার বিচ্ছেদ-
 দুঃখ দুঃসহ বেদন ॥ এত শুনি দেবগণ করেন উত্তর । শুন শুন মন দিয়া
 ওহে গিরিবর ॥ পরার্থে ধরয়ে ফল যত তরুগণ । এই ত আচ্ছয়ে বিধি বিদিত
 ভুবন ॥ উপস্থিত পাত্রে দান সিদ্ধির কারণ । বিশেষ দেবতা যোরা করি আগ-
 মন ॥ আমাদিগে প্রত্যাখ্যান উচিত না হয় । বিবেচিয়া কর যাহা ওহে হিমা-
 লয় ॥ দেবতার বাক্য শুনি হিম গিরিবর । যেমন উদ্যত হন দিতে প্রত্যুত্তর ॥
 অমনি নন্দিনী তাঁরে করি সযোজন । যুড় যুড় মিস্ত্রভাষে কহেন তখন ॥
 দেবগণ সহ তর্কে কিবা প্রয়োজন । ইহাদের মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ ॥ ইহা-
 দেব বাক্যে ইন্ট হইবে তোমার । আমার বচন ধর ওহে গুণাধার ॥ সদা
 সন্নিহিত আমি রহিব তোমার । প্রাকৃত জনের ন্যায় না কর আচার ॥ কর্ম-
 ফলে দূরাদূর জানিবে রাজন । অদূরে রহিলে দূর দেখে কোন জন ॥ যেই জন
 ভক্তি রাখে আমার উপরে । সতত বসতি করি তাহার অন্তরে ॥ যথা তথা
 থাকি তাহে কিবা প্রয়োজন । ভক্তগণ হৃদে যোরে পায় অনুক্ষণ ॥ একমাত্র
 ভক্তিবশ জানিবে আমার । কহিলাম তত্ত্বকথা জনক তোমায় ॥ সহস্র সহস্র
 ধ্যানে কিবা দরশনে । আমারে লভিতে নাহি পারে কোন জনে ॥ কিন্তু হৃদে
 ভক্তি ধরে যেই মহাজন । তাহার অন্তরে আমি রহি অনুক্ষণ ॥ অতএব সদা
 রব তব সন্নিধান । ইথে দ্বিধা চিন্তা নাহি কর মতিমান ॥ দেবীর এতক বাক্য
 করিয়া শ্রবণ । দেবগণে হিমগিরি কহেন তখন ॥ নিজে দেবী স্বগে যেতে
 করিছে বাসনা । তবে কিবা রূপে আমি রাখিব বল না ॥ কিন্তু “যাও” এই
 বাক্য বলিব কেমনে । কভু নাহি বাহিরাবে আমার বঁদনে ॥ দেবীর বাসনা বুঝি
 ওহে দেবগণ । যাহা ইচ্ছা কর সবে কহিনু বচন ॥

গিরির বচন শুনি অমর নিকর । উৎফুল্ল বদনে হন সানন্দ-অন্তর ॥ ভক্তি
 ভরে সবে মিলি একান্ত অন্তরে । আরম্ভিল গঙ্গাস্তব করিতে সাদরে ॥ সজ্জন-
 দেবিতা দেবী তুমি মহেশ্বরী । ভক্তিভরে তব পদে নমস্কার করি ॥ সূমহা-
 প্রভাবা তুমি আকাশবাসিনী । আদি-অন্তহীনা দেবী ব্রহ্মাণ্ড-বাসিনী ॥
 অযোনি-সম্ভবা তুমি পরমা-ঈশ্বরী । আদিমা প্রকৃতি দেবী তুমি মহেশ্বরী ॥
 ভূগমা সূগমা গঙ্গা আদিমা শক্তি । মহাশক্তি শ্বেতবর্ণা তরুণ যুবতী ॥ সত্য-
 স্বরূপিণী তুমি সুরূপসম্পন্ন । সেবনীয় কলাবতী অপূর্ব ললনা ॥ তুমি গীতা
 গঙ্গেশ্বরী সর্ববন্দনীয় । ত্রিলোচনা বন্দ্যবন্দ্যা তুমি মহামায়া ॥ সগুণা নিগুণা
 তুমি পাতক-নাশিনী । ত্রিগুণা পরমা শুদ্ধা পুণ্যধিবর্দ্ধিনী ॥ পুণ্যকীর্তি
 পুণ্যবতী তুমি অনাময়া । বামাক্ষী পাবনা বামা তুমি মা অবায়া ॥ জগত-
 রূপিণী দেবী সুরদারিনী । ঈশ্বরী বালিকা মাতঃ গিরিজা ভবানী ॥ তোমার
 চরণে দেবী করি নমস্কার । দেবগণে কৃপা করি করহ উদ্ধার ॥ দেবতার স্তব
 শুনি গিরিজা স্তম্ভিত । ব্রহ্মার নিকটে যান ভূমিতল ছাড়ি ॥ গঙ্গারে লভিয়া

সবে আনন্দে যগন । ব্রহ্মকমণ্ডলে দেবী রহেন তখন ॥ কমণ্ডলু মধ্যে দেবী
 গুপ্তভাবে রয় । এদিকে হৃদয়ে গঙ্গা ভাবে হিমালয় ॥ ব্রহ্ম ইন্দ্র বরুণাদি যজ্ঞ
 দেবগণ । আনন্দে স্বরগধামে করিল গমন ॥ চিদানন্দময়ী দেবী গঙ্গারে
 পাইয়ে । সেবা করে সুরগণ আনন্দে মজিয়ে ॥ এদিকে মেনকা আদি যজ্ঞ
 নারীজন । গঙ্গাশোকে মুহমুহঃ করেন রোদন ॥ হা গঙ্গা হা গঙ্গা বলি
 কান্দেন সকলে । প্রবোধ অর্পেন গিরি যতনে সবারে ॥ আদি অন্ত রক্ত
 জানে হিমগিরিবর । অভিষাপ দেন তিনি গঙ্গার উপর ॥ মহাভূঞ্জে গিরি-
 বর কহেন তখন । যেমন ঘোদের ছাড়ি করিলে গমন ॥ সেই হেতু নদীরূপে
 তুমি গো সুন্দরী । আসিবে পুনশ্চ এই মানবের পুরী ॥ স্বর্গেতে গমন হেতু
 গঙ্গা নাম হবে । দ্রবীভূত হয়ে পুনঃ ধরায় আসিবে ॥ তখন আমরা সুখে হব
 নিমগন । এত বলি শাপ দিল পর্বত রাজন ॥

এইরূপে কিছুকাল গত হয়ে যায় । মহাদেব কামরূপে মগ্ন তপস্যায় ॥
 একদা নারদ ঋষি ভ্রমিতে ভ্রমিতে । উপনীত হন আসি শঙ্কর-সাক্ষাতে ॥
 যথায় সতীর ধ্যান করে পঞ্চানন । উপনীত তথা আসি বিধির নন্দন ॥
 প্রণমি শঙ্করে কহে বিধির তনয় । নারদ প্রণমি আমি ওহে মহোদয় ॥ পুন-
 রায় সতী দেবী ধরেছে জনম । তাঁহারে দেখিতে হও উদ্যত এখন ॥ নার-
 দের মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ । পুলকে পূরিত তনু দেব পঞ্চানন ॥ কি বলিলে
 কি বলিলে কোথায় কোথায় । মুহমুহঃ এই বাক্য শিবরসনায় ॥ মহলা
 আসন হতে করি গাত্ৰোত্থান । চারিদিকে চাহে দেব গুণের নিধান ॥ সতীরে
 দেখিতে ব্যস্ত করি পঞ্চানন । ঘন ঘন চারিদিকে ফিরায় নয়ন ॥ চারিদিকে
 চাহি হন চকিতের প্রায় । কি করিবে কোথা যাবে হির নাহি পায় ॥ নার-
 দেরে সাহায্যি কহেন তখন । কোথা যাব কোথা যাব বিধির নন্দন ॥ কোথা
 যম সতী ধন বল তুরা করি । কোথা গেলে দরশন দিবেন সুন্দরী ॥ শিবের
 এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । সবিনয়ে বিধিসূত কহেন তখন ॥ ওহে প্রভো
 মহেশ্বর হির কর মতি । মন দিয়া শুন এবে আমার ভারতী ॥ কণকাল
 হিরচিন্তে হয়ে সাবধান । আমার বচনে দেব কর অবধান ॥ অধীর হও না
 দেব ধীরভাবে ধর । সফল হইবে ব্যস্তা গুনহ শঙ্কর ॥ অধীর হইলে কার্য
 সিদ্ধ নাহি হয় । অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয় ॥ স্বর্গ মর্ত্য রসাতল
 করিয়া ভ্রমণ । আসিতেছি তব পাশে ওহে ত্রিলোচন ॥ নানাস্থান ভ্রমি
 পরে হিমালয় ঘরে । দেখিলাম সতী দেবী আনন্দে বিহরে ॥ ভূধর-আগারে
 দেবী ধরেছে জনম । শুক্লমূর্তি চতুর্ভুজা সুচারু লোচন ॥ ত্রিনেত্রা শোভিছে
 দেবী আহা মরি মরি । প্রফুল্লবদনে বসি মকর উপরি ॥ “কোথা শিব মহা-
 দেব প্রভু মহেশ্বর ।” দিবানিশি জপে দেবী হয়ে একান্তর ॥ সতীরে
 দেখিয়া আমি হিমালয়-ঘরে । কহিনু দেবতাগণে অমর নগরে ॥ অবশেষে

সবে মিলি যত দেবগণ । দেবীরে আনিল সুখে স্বরগ ভবন ॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র
ধনপতি বরুণ শমন । পাঁচে মিলি আনিয়াছে অমর ভবন ॥ অগ্নি বিরাজে
মতী অমর নগরে । চল প্রভু তুরা করি দেখিবে তাঁহারে ॥ এতেক বচন
শুনি দেব পঞ্চানন । হর্ষভরে আশীর্বাদ করেন তখন ॥ দীর্ঘজীবী হও
ঋষে ব্রহ্মার কুমার । এবে মম দেহে হৈল জীবন সঞ্চার ॥ স্নেহভরে তোমা
আমি করি আলিঙ্গন । মতীতত্ত্ব জান তুমি জানিহু এখন ॥ প্রাণাদিকা
মতী মম, আছেন যথায় । তোমা সহ অবিলম্বে যাইব তথায় ॥ এত বলি
রুষে চড়ি দেবদেব হর । নন্দী সহ চলিলেন অমর নগর ॥ স্বর্গপুরে যথা
গঙ্গা নিবসতি করে । নারদ সহিত শিব যান হমভরে ॥ এদিকে সকলে
জানি শিব-আগমন । মনোহর সভা করে যত দেবগণ ॥ সশস্ত্রে বাহন
সঙ্গে দিকপালগণ । একে একে সভাতলে করিল গমন ॥ বিবিধ ভূষণ পরি
আনন্দে সকলে । পরিবার সহ আসে দেব-সভাতলে ॥ শিবশিবা-মন্দি-
লন করিতে দর্শন । হর্ষভরে সবে করে সভায় গমন ॥ পুরাণে অদ্বিত কথ্য
যেই জন শুনে । অনায়ামে তরে সেই ভবের বন্ধনে ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

— // // // // // —

শিব-গঙ্গা-সমাগম ।

সভায়দো তদা গঙ্গা নভৌ চন্দ্রচাপোজ্বলা ।
সময়ে দেবাস্তুরা দেবৈঃ গঙ্গায়ৈ অনুদানিবা ।
মাল্যমেকাঃ পদ্মঃ শুক্রাঃ শুভাঃ চাক্রমসামিমা ।
স্যা চ গঙ্গা সমুখায় ভাং মাসাঃ প্রাপা দ্বৈমিনে ।
দদৌ শিবায দেবায় গঙ্গাব্যব নহাব্রবৈ ॥

সকল দেবের স্থিতি স্মরণ-শিখর । তাহে সভা কিবা শোভা অতি
মনোহর ॥ সভাতলে প্রবেশিল যত দেবগণ । হেরিবারে সবে শিব-গঙ্গা-
সমাগম ॥ সভাতলে গঙ্গাদেবী কিবা শোভা পায় । কোটিচন্দ্র হেরি শোভা
লাজেতে লুকায় ॥ পরমাত্মরূপা দেবী নিত্য সনাতনী । চারুকলেবরা মতী
শিব-বিমোহিনী ॥ গঙ্গার বদনচন্দ্র করি নিরীক্ষণ । উপযুক্ত পাত্র নাহি
দেখে কোন জন ॥ এমুখ-পীযুষ পান করিবার তরে । হেন পাত্র নাহি দেখে
বিশ্বের মাঝারে ॥ গঙ্গা দেবী খন ঘন শিবপানে চায় । যত হেরে তত বাঞ্ছা
তৃপ্তি নাহি তার ॥ অবশেষে হর্ষভরে যত দেবগণ । গঙ্গার করেছে মালা

করিল অর্পণ ॥ চন্দ্রকান্তি সম মালা ধবল বরণ । গঙ্গাদেবী নিজকরে করিল
 গ্রহণ ॥ গজেন্দ্রগমনে দেবী করি গাতোথান । শিবনিরোপরে মালা
 করিল প্রদান ॥ শিবের মস্তকে মালা শোভিতে লাগিল । শির ছাড়ি কর্ণ-
 দেশে কভু নাহি গেল ॥ শিবের মস্তকে মালা পড়িল যেমন । জ্বর শব্দে দশ-
 দিক পুরিল তখন ॥ শঙ্খ আদি নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল । মহোৎসবে
 বেরশির প্রাপ্তিরিত হৈল ॥ শিরোপরি মালা ধরি দেব পঞ্চানন । দেবগণে
 মহোৎসাহ কহেন তখন ॥ ধরলাম এই মালা মস্তক-উপরে । জানিবে পরিব
 গঙ্গা নিজ শিরোপরে ॥ মর্তী যবে নিজ দেহ করে বিমর্জ্জন । অবদেহ
 করেছিলু মস্তকে ধারণ ॥ তদবধি শিরে বাস দেবীর বাসনা । এহেতু পুরাব
 আমি প্রিয়ার কামনা ॥ বস্তুতঃ সদয়ে মম যোগ অধিষ্ঠান । বামাস্ত্রে আচ্ছয়ে
 মম শক্তি বিদ্যমান ॥ পুণ্ড্রের দক্ষিণাস্ত্র সমুত্তি অপার । এই হেতু
 মনে মনে করিয়া বিচার ॥ মাদরে পরিব গঙ্গা মস্তক-উপরে । ইহাতে সংশয়
 কোহ না কর অহরে ॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । নিঃসন্দেহে
 শব্দে মতি উল্লিখ তখন ॥ মালাধারী শিবমূর্ত্তি করি দরশন । বিস্ময়ে
 নিম্ন হন মাত দেবগণ ॥ শিবশক্তিময় ত্রৈলোক্য নিরখিয়ে । দেবগণ নিম-
 ন্তি শানন্দাশ্রমে ॥ গঙ্গারে নমিয়া দোহে চাহে পঞ্চানন । ভাব দেখি
 শিবের দেব পঞ্চানন ॥ মদিনায় মহোৎসাহ দেব বিলোচনে । কহিলেন
 দেবগণ শব্দে মনে ॥ পরাতনে গঙ্গাদেবী করিল জন্ম । ভিক্ষা করি আনি-
 লম অনর ভবন ॥ দেবীর নেহারি আমি কন্যার সমান । মন্যুখে তব
 করে করিণু প্রদান ॥ কিছুকাল এই স্থানে করি অবস্থান । অবশেষে তব
 গুহ করিবে প্রদান ॥ এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন । ধীরে ধীরে মিত্র-
 ভাষা কহেন তখন ॥ গঙ্গারে অর্পিলে মনে মাদরে আমারে । এবে পুনঃ
 হেন কথা বলি চিত্তকারে ॥ চিরদিন নারীজাতি রবে পিতৃবাস । কোথা
 হেন বিধি আছে করত প্রকাশ ॥ অদ্যই আমার সহ আমার আগারে । গঙ্গারে
 গইয়া যাব বলিঙ্গু সবারে ॥ অথবা গঙ্গার যাহা নিজ অভিলাষ । নিজমুখে
 নিজে তিনি করুন প্রকাশ ॥ এত শুনি গঙ্গাদেবী কহেন তখন । শুন শুন
 পঞ্চানন আমার বচন ॥ তোমরা শিবের করে অর্পিলে আমারে । শিব বিনা
 রব কোথা কাহার আগারে ॥ শিবে তাজি অন্যস্থানে থাকা অনুচিত । কহি-
 লাম সার কথা করহ বিহিত ॥ তোমরা ভক্তির বশে পেয়েছ আমারে । আছি
 সদা তব কমণ্ডলুর ভিতরে ॥ মম কমণ্ডলুবাস জানি চিরন্তন । না তাজিব
 কমণ্ডলু জানিবে কখন ॥ নিরন্তর অধিষ্ঠাত্রী রহিব উহার । কাৰ্য্যকালে
 উপনীত হইব হেথায় ॥ কাৰ্য্যকালে যবে মোরে করিবে অরণ । তখনি আনিয়া
 আমি দিব দরশন ॥ মূর্ত্তিমতী হয়ে রব শঙ্কুর আগারে । শিবেতে আমাতে
 ভেদ না ভাব অন্তরে ॥ উভয়ে বিচ্ছেদ নাহি হইবে কখন । যথা শিব তথা

আমি ওহে পদ্মাসন ॥ সদা ভক্তিমান যারা আমার উপরে । নিরন্তর করি
বাস তাদের গোচরে ॥ এইরূপে মম তত্ত্ব জানি দেবগণ । সন্দেহ ত্যজিয়া
সুখে থাক অনুক্ষণ ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । যুগ্ম মন্দ ভাবে
ওহে দেব পদ্মাসন ॥ যা বলিলে তাই হোক শঙ্কর-সুন্দরি । তোমার অধীন
মোরা জগত-ঈশ্বরী ॥ তব মনে যাহা দেবি অভিরুচি হয় । তাহা কর ওহে
দেবি কহিনু নিশ্চয় ॥ এত বলি ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ । শিব শিবা
দোঁহাপদে করিল বন্দন ॥ মূর্তিভাগে গঙ্গাদেবী শঙ্করের মনে । চণ্ডিনেন
কৈলাসেতে হরষিত মনে ॥ নিরাকার অংশভাগে দেবহিত তরে । রহিলেন
ব্রহ্মকমণ্ডলুর ভিতরে ॥ দেবগণ নিজস্থানে করিল গমন । ব্রহ্মলোকে চণ্ডি
লেন দেব পদ্মাসন ॥ কমণ্ডলুস্থিত গঙ্গা জানি পদ্মাসন । দেবীরে লইয়া
সুখে করিল গমন ॥ শিবগঙ্গা-সমাগম যেই জন শুনে । বন্দী নাহি হয় গৌর
ভবের বন্ধনে ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

—■■■■■■■■■■—

রাগরাগিণীর পরিচয়, বৈকুণ্ঠ শিবের গান, মঙ্গলিত শ্রবণ
দেবগণের মোহ ও নারায়ণের দ্রবভাব দারণ-
পর্দক গঙ্গাজলে প্রবেশ ।

বহুজন্ম পুণ্ড্রশ্চৈব গান্ধারো মনোমুখ্য ।
পদ্মো পৈবহুশ্চৈব নিবাসশ্চৈবোক্তোক্তমাং ।
ব্রহ্মে সপ্তস্বয়ী প্রোক্তো জীবৈষাং শব্দো মনো ।
গোবো মঙ্গলগোষ্ঠৈশ্চ স্তবদ্বয়িশেষকাং ।
বাগিণীশ্চৈব বাগাশ্চ শিবকণ্ঠে বসন্তমাং ॥
শোণাং প্রাণৈন ভূতাস্ত বহু বাগাং কামদাম্বকাং ।
কামাশ্চ স্তবশ্চ মঙ্গলশ্চ বিভাষকাং ।
গান্ধারো নাপদশ্চৈব বাগা এতে যতাবিতাং ।
যট্ ক্রিংশপাং শোণাং চৈব ভাষা দামোমবিতাং ।
সলিঙ্গাং স্তবপাশ্চৈব পবমানন্দমুখ্যং ॥

জৈমিনিরো সয়োধিয়া 'শুক মহামতি' । কহিলেন 'শুন শুন অপূর্ব ভারতী ॥
গঙ্গারে লইয়া শিরে সানন্দ অন্তরে । উপনীত হন হর কৈলাস-শিখরে ॥
এদিকে নারদ ঋষি ভ্রমিতে ভ্রমিতে । আসিল বৈকুণ্ঠধামে হরির মাফাতে ॥
দেবদেব নারায়ণে করি দরশন । ভক্তিভরে প্রণমিয়া করেন বন্দন ॥ নারদে

হেরেন দেব বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর । জটাজুট শোভে কিবা মস্তক উপর ॥ মহাতেজা
মহাবক্ষ চারুদরশন । শঙ্খ সম শোভে কিবা ধবল বরণ ॥ আজানু-লম্বিতবাক্ষ
শ্বেতবস্ত্রধারী । দিবাভাব-সমন্বিত আহা মরি মরি ॥ কমল-কলিকা সম
অঙ্গুলীর দল । বীণাতন্ত্রে শোভে কিবা দেখিতে সুন্দর ॥ নারদে হেরিয়া
দেবদেব সনাতন । পাদ্য অর্ঘ্য-আদি দিয়া করেন পূজন ॥ অবশেষে জিজ্ঞা-
সেন বিধির নন্দন । কি হেতু এসেছ বল আমার মননে ॥ হরির বচন শুনি
বিধির তনয় । কহিলেন মিষ্টভাসে করিয়া বিনয় ॥ শুন প্রভু জগন্নাথ
দক্ষের কুমারী । কামিনীতে পুনরায় হিমালয়-পুরী ॥ হিমালয়-গৃহে দেহ
করল ধারণ । আনিলেন স্বর্গে তাঁরে ব্রহ্মা আদিগণ ॥ সকলে মিলিয়া দিল
নমস্করের করে । গঙ্গা লয়ে গেল শিব কৈলাস-শিখরে ॥ ব্রহ্মাকমণ্ডলে দেবী
বসে অপিস্থান । অংশুরূপে নিরাকারে ওহে মতিমান ॥ তাঁহারে লইয়া
দেবদেব পরাসন । ব্রহ্মধামে মহাস্থখে করিল গমন ॥ এই সব নিবেদিতে
নৌয়ার গোচর । আশিষানি ওহে দেব বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥ নারদের এই বাক্য
সহিয়া প্রবণ । কহিলেন মিষ্টভাসে দেব নারায়ণ ॥ সুখের বিষয় ওহে
বিধির জনন । সতীদেবী জনমিল গিরির আলয় ॥ বহুদিন সতীশোক
ভঞ্জন পঞ্চানন । পুনশ্চ লাভিরা হৈল আনন্দে মগন ॥ যাহা হোক শিব-
শিবা করিতে দর্শন । কৈলাস শিখরে আমি করিব গমন ॥ অথবা তাঁহারা
নৌহে আনিবে ছেপায় । মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে হেরিয়া দৌহার ॥ এখন শুনহ
বনি বিধির নন্দন । হেবে মোরা কিবা কাজ করি আয়োজন ॥ আনন্দের
মিমা কান্দ করিব এখন । বল বল ত্বর করি বিধির নন্দন ॥ হরির বচন
শুনি বিধির তনয় । কহিলেন শুন শুন ওহে মহোদয় ॥ ভূমি বিকৃত পর ব্রহ্ম
অখিল রঞ্জন । সঙ্গীত অদ্বয় ব্রহ্ম কহে সর্বজন ॥ ওহে সঙ্গীত হোক
ওহে সনাতন । উভয়ে মিলিত হও করি দরশন ॥

নারদের বাক্য শুনি হরি দয়াময় । কহিলেন শুন শুন বিধির তনয় ॥
সঙ্গীতে বিভুদ্ধ হয় এতিন ভুবন । সঙ্গীত করহ তুমি বিধির নন্দন ॥ বিধান
করহ গান ওহে মহাগতি । শুনিয়া জনয়ে সুখ লাভিব সম্প্রতি ॥ যথাবিধি
জ্ঞান আর মনোহর স্বর । গানে এই দুই চাই ওহে বিজয় ॥ জ্ঞান হতে
কণ্ঠধর শ্রেষ্ঠ যে হয় । স্বরে বীণাপাণি দেবী বসতি করয় ॥ মূল্যধারে অব-
হিত আছে ভ্রতাশন । তাহা হতে জন্মে নাদ জানিবে সূজন ॥ যথাক্রমে
দেহে ভেদ করি পঞ্চস্থান । মুক্তিদেশে শেষে অগ্নি করয়ে পরাণ ॥ অতি সুক্ষ্ম-
রূপে নাভিদেশে স্থিতি করৈ । সুক্ষ্মরূপে যায় শোভে জনয় গহবরে ॥ অব্যক্ত
ইহা কণ্ঠে করে অবস্থিতি । অবশেষে তথা হতে সুখে করে গতি । তার
পর মুক্তিদেশে করয়ে গমন । ইহাকেই কহে নাদ বিধির নন্দন ॥ সঙ্গবিধ
স্বর আছে বিদিত ভুবন । বড়জ করিয়া আদি বিধির নন্দন ॥ বড়জ সুষভ

আর তৃতীয় গান্ধার । মধ্যম পঞ্চম পরে বিধির কুমার ॥ ধৈবত নিষাদ এই
সপ্তবিধ স্বর । সপ্তস্বরে গীত বাঁধা বিধির কোণ্ডর ॥ ইহাদের ভাষা আছে
গতি নাম ধরে । স্বরবন্ধ আছে বহু সঙ্গীত মাঝারে ॥ ঘোর মন্ত্র উচ্চ আদি
নানা নাম তার । কহিনু তোমার পাশে বিধির কুমার ॥ বহুসংখ্য রাগ আছে
আর যে রাগিণী । শিবকণ্ঠে রহে সবে শুন মহামুনি ॥ কামনাদি ছয় রাগ
তাহাতে প্রধান । ছত্রিশ রমণী ধরে কহি তব স্থান ॥ দাসী সহ প্রতি নারী
জানিবে স্মৃজন । সকলেই ধরে দিব্য বিবিধ ভূষণ । পরম আনন্দমূর্ত্তি রমণী
সকলে । বিরাজে দাসীর সহ মন-কুতূহলে ॥ রাগের সম্যক জ্ঞান প্রকাশের
তরে । ত্রিধাক্রমে কর্ণধর বিচরণ করে ॥ সঙ্করণ আরোহণ ও অবরোহণ ।
এই তিন রূপ হয় জানিবে স্মৃজন ॥ কিবা যন্ত্রে কিবা কণ্ঠে তিনরূপ চাই ।
কণ্ঠে যন্ত্রে এই দুয়ে কিছু ভেদ নাই ॥ এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন ।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে গুহে কমললোচন ॥ বলহ রাগের নাম রাগিণীর নাম । দাস
দাসীগণে ধরে কিবা অভিধান ॥

নারদের বাক্য শুনি বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর । কহিলেন শুন বলি গুহে মুনিক ॥
কামদ বসন্ত আর তৃতীয় মজার । বিভাস দীপক আর জানিবে গান্ধার ॥
এই ছয় রাগ হয় রাগের প্রধান । রমণীর কথা এবে শুন মতিমান ॥ মাতৃ-
তোটিকা গোরী বাসরী বিলোমী । গানপতী এ কয় হয় কামদের নারী ॥ এক
জনে ছয় দাসী আছে অলুগত । মন দিয়া শুন তাহা গুহে ব্রহ্মহুত ॥ বাগেশ্বরী
(বাগেশ্বরী) শারদী শ্যামা আর ব্রন্দাবনী । বৈজয়ন্তী ও জয়ন্তী দাসী বনি
জানি ॥ কামদের দাস হয় পরজ আখ্যান । বসন্তের কথা এবে শুন মতিমান ॥
কেদারী কল্যাণী আর নিমুরা সহজা । অশ্রাক্রতা ও অধারা এই ছয় ভাষা ॥
বসন্তের ছয় নারী জানিবে স্মৃজন । ইহাদের ছয় দাসী করহ শ্রবণ ॥ শ্যাম
কেলী দেবকেলী তৃতীয়া মানিনী । কামকেলী সন্দ্রাবতী মমরী দে জানি ॥
বসন্তের দাস দেই মধু নাম তার । শুন শুন তার পর বিনির কুমার ॥ দ্বিতী
স্বরহট্টী আর পাহিড়ী তৃতীয় । চাক্ররূপিণী ও নীলা আছে পরিচয় ॥ জয়-
জয়ন্তী এ ছয় মজার-রমণী । ছজনার দাসী শুন গুহে মহামুনি ॥ চক্রবাকী
চন্দ্রমুখী রমিকা বিলাসী । বামিনী শ্যাম-টিকা এই ছয় দাসী ॥ বিভাসের
ছয় নারী কামকেলী নাম । দ্বিতীয় নারীর হয় ললিতা আখ্যান ॥ তৃতীয়
কোবড়া আর কোম্বুদী যে চারি । ভৈরবী পঞ্চমা হয় ষষ্ঠ মে শর্করী ॥ প্রথমা
দাসীর নাম জান তরঙ্গিনী । দ্বিতীয়া বিখ্যাত আছে বলিয়া নাগিনী ॥ তৃতীয়া
কিশোরী নারী জানে সর্বজন । চতুর্থ হেমভূষণা গুহে তপোধন ॥ পঞ্চম
দাসীর নাম জান কল্লোলিনী । ভীমেন্দ্রা ষষ্ঠ দাসী গুহে মহামুনি ॥ শ্যাম-
গোটক নাম সে বিভাস কিস্কর । বিভাসের পরিচয় করিহু গোচর ॥ গান্ধারের
পরিচয় করহ শ্রবণ । ত্রীনায়া প্রথমা নারী জানিবে স্মৃজন ॥ রূপবতী গৌরী

আর ধামসী আখ্যান । মঙ্গলা গন্ধর্বী এই ছয় নারী জান ॥ পাঁচমুওরী মঞ্জীরী
পদ্মা পদ্মাবতী । ভূপালী গন্ধিনী আর নাম বেলাবতী ॥ এই ছয় দাসী হয়
ওহে তপোধন । গোড়রাজ ভৃত্য হয় জানিবে সুজন ॥ উত্তরী প্রথমা নারী
দীপকের হয় । পূর্বিকা গুজ্জরী পরে আছে পরিচয় ॥ কালগুজরী পরে
আর গোণ্ডকরী । মালা নারী হয় আর এই ছয় নারী ॥ ছয় জনে ছয় দাসী
আছে অনুগত । মন দিয়া শুন তাহা ওহে বিধিসুত ॥ প্রথমা দাসীর নাম
দীপহস্তা হয় । দ্বিতীয়ের দীপবর্ণা আছে পরিচয় ॥ দীপকর্ণা তার পদ্ম-প্রদী-
পিকা পরে । দীপাক্ষী পঞ্চম দাসী জানিবে অন্তরে ॥ দীপবস্ত্রা ষষ্ঠ দাসী
জানিবে সুজন । দীপকভাষার দাসী এই ছয় জন ॥ দীপকের ভৃত্য এক
আছে প্রচার । আখ্যান প্রদীপনাত জানিবে তাহার ॥ বড়রাগ-পরিচয়
কহিবু তোমারে । এখন করহ গান আনন্দের ভরে ॥

হরির আদেশ পেয়ে বিধির নন্দন । মঙ্গলৈতে প্ররক্ত মুনি হলেন তখন ॥
ধরিমুখ নেহারিয়ে হয়ে যতুবান । মঙ্গলিত আরম্ভ করে নারদ ধীমান ॥ হরি-
নখে মাছা মাছা করেছে শ্রবণ । আনিবারে সেই সেই রাগে তপোধন ॥ ইচ্ছা
করিত বহু করিতে লাগিল । আনিত সকল রাগে কিন্তু না পারিল ॥
কোন রাগ কোন ভাঙে হইয়া রহিল । পশ্চিমধ্যে খণ্ড হয়ে কেহ বা থাকিল ॥
কেহ কেহ হলে রহে বিভিন্ন বরণ । বিচ্ছল হইয়া কেহ রহিল তখন ॥ কোন
নাগ নীলবল হইয়া পড়িল । গলিত-ভ্রমণ হয়ে কেহ বা রহিল ॥ কোন কোন
রাগ হয় পুণে বিরহিত । বঞ্চিত হইয়া কেহ রহে অবস্থিত ॥ এইরূপে ঋষি
হতে যত রাগগণ । তির ভিন্ন হয়ে সবে রহিল তখন ॥ তাহা দেখি বীণাপাণি
চাকিয়া বদন । নারদে চাহিয়া হাস্ত করে দমন ঘন ॥ তাহা দেখি দেবঋষি
মাগন বদনে । গান তাজি চাহি রহে হরি মুখপানে ॥ তাহা দেখি মহোদধিরা
কহে নারায়ণ । কান্ত হও কান্ত হও বিধির নন্দন ॥ নূতন শিক্ষায় হয় এই-
রূপ বটে । পরিপাকে নিপুণতা অবশ্যই দটে ॥ ভবিষ্যতে সুগায়ক হবে ঋষি-
বর । এখন বিরত হও বিধির বোঁওর ॥ বলামাত্র না বুঝিয়া ফেঁই করে গান ।
মুগ্ধবুদ্ধি বলি তারে ওহে মতিমান ॥ এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ । উঠিয়া
আমার পুরী কর দরশন ॥ মম পুরে রাগ সব করিছে বিহার । সাফাতে
হেরিবে সবে হও আশুসার ॥ হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । অমনি
নারদ উঠে তাজিয়া আসন ॥ হরি সহ ভ্রমে ঋষি বৈকুণ্ঠনগর । রাগরাগি-
ণ্যাদি দেখি প্রকৃত অনুর ॥ চতুর্ভুজ শোভে সবে, সুচারু বদন । শঙ্খ চক্র
গদা পদ্ম করে যুগোত্তম ॥ কিরীট শোভিছে কিবা মস্তক উপরে । শ্রবণে
কুণ্ডল দেখি জনমন হরে ॥ কমলের মালা শোভে সবার গলায় । চারিদিক
আলোকিত দেহের প্রভায় ॥ নবীন বয়স সবে মহাস্থ বদন । নিজ তেজে
দীর্ঘদিক করিছে শোভন ॥ দেখিতে দেখিতে মুনি হয়ে অগ্রসর । আশ্চর্য

দেখিয়া হন বিস্মিত অন্তর ॥ স্থানে স্থানে কেহ কেহ রয়েছে বসিয়া । ব্যঙ্গদেহ
বিকলাঙ্গ কাতর হইয়া ॥ তাহা দেখি দেবঋষি বিস্ময়ে মগন । হরিরে সযোদি
কহে মধুর বচন ॥ দেব ত্রীপুত্রীকাক্ষ ওহে দামোদর । নিত্য-স্থখালয় জানি
বৈকুণ্ঠনগর ॥ একি হেরি ওহে দেব নরকের প্রায় । বিকলাঙ্গ হয়ে সবে
রয়েছে ধরায় ॥ এতেক বচন শুনি দেব জনাৰ্দ্দন । কহিলেন মিস্ত্রভাবে শুন
তপোধন ॥ এই সব রাগ যাহা হেরিছ নয়নে । তোমা হতে এই দশা হয়েছে
এক্ষণে ॥ তোমা হতে ব্যঙ্গদেহ হয়েছে সবার্হ । সঙ্গীতের দোষে সব জানিবে
গোঁসাই ॥ এই হেতু বীণাপাণি চাকিয়া বদন । হেরেছিল ঘন ঘন ওহে তপো
ধন ॥ আনিবেন পক্ষানন বখন হেথায় । পুনরুত রাগগণ হইবে সবায় ॥
হরির মুখেতে শুনি এতেক বচন । সজ্জাবশে দেবঋষি পথোদ্ধ হন ॥ কিছু-
মাত্র বাক্য নাহি মুখে করে আর । মৌনভাবে হরি সঙ্গে করেন বিহার ॥ অব-
শেষে দেবদেব বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর । বসিলেন পুনঃ দিব্য আসন উপর ॥ লক্ষ্মী সর-
স্বতী দোহে শোভে দুই ধারে । রূপের ছটায় আলো দর্শনিক করে ॥ প্রক্টন
আসনে বসে দেব তপোধন । বৈকুণ্ঠনগরবাসী বসে সৰ্ব্বজন ॥ মনের আনন্দে
নানা কথা আলাপনে । আমোদ করিতে সবে বসিয়া আসনে ॥ হেনকালে
দেবদেব নিত্য শিষ্যজন । বিধি হর গঙ্গা তিনে করেন অরন ॥ স্মৃতিমাত্র বিধি
আর দেব পক্ষানন । দেবগণ সহ তথা উপনীত হন ॥ স্মৃতিমাত্র গঙ্গাদেবী ঘন
কুহুহলে । উপনীত হন আসি রক্ষ-সভাতলে ॥ তথা বিদ্য শূলপাণি ইন্দ্র
আদিগণ । উচিত আসন সবে করিল গ্রহণ ॥ নারদাদি ঋষিগণ বসে ধরে
থরে । সঙ্গীত শুনিতে সবে বাঞ্ছয়ে অন্তরে ॥ শিষ্যের বচনে গান করিতে
শ্রবণ । সভাতলে সৰ্ব্ব জন করে আকিঞ্চন ॥ বসেছেন মহাদেব পরম আসনে ।
আহা কিবা গঙ্গাদেবী শোভিতেছে বামে ॥ শুভ্রমালা শিরোপরি কিবা শোভা
পায় । পিনাক শোভিছে করে মরি কি তাহায় ॥ বাসুচর্য পরিধান অতি
মনোহর । সুশুভ্র শোভিছে কিবা দিব্য কলেবর ॥ যথাবিধি পূজা ভাঁর করিয়া
তখন । মিস্ত্রভাবে গদাপর কহেন বচন ॥ সভাতলে যত জন আছিল বসিয়া ।
হরির বচন সবে শুনে মন দিয়া ॥

জিজ্ঞাসি তোমারে ওহে শঙ্খাঙ্ক শেখর । জগতে পরম সুখ কারে কহ
হর ॥ শোকবিনাশক কিবা ভূমণ্ডলে হন । দুঃখবিমোচন কিবা ওহে দয়াময় ॥
হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । শূলপাণি মিস্ত্রভাবে কহেন তখন ॥ কি
বলিব ওহে দেব বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর । যা জানি বলিব তাহা তোমার গোচর ॥ তব
সেবা একমাত্র সুখ বলি জানি । তব ধ্যানে শোক নীশে মনে মনে গণি ॥
তব নাম সংকীৰ্ত্তন দুঃখের নাশন । আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ ॥
সঙ্গীতে দুঃখের নাশ অবশ্যই হয় । তোমা হতে জন্মিয়াছে রাগ আদি চয় ॥
রাগ-রাগিণ্যাদি সবে তব অঙ্গ হতে । জন্মিয়াছে ওহে দেব জানিবে জগতে ॥

গানচ্ছলে তব নাম করিলে কীর্তন । পবিত্র সে জন হয় শাস্ত্রের বচন ॥
 “অচ্যুত অনন্ত রূপ শ্রীমধুসূদন । কোথা হরি দয়াময় ওহে নারায়ণ ॥”
 এইরূপে যেই জন তব নাম গায় । পুনঃ নাহি পড়ে সেই ভববন্ধ দায় ॥
 “গোবিন্দ কেশবানন্ত পুরুষ উত্তম । শ্রীরাম জগত-নাথ অখিল জীবন ॥” এই-
 রূপে তব নাম যেই জন গায় । পুনঃ নাহি ঘটে তার ভববন্ধ দায় ॥ “পদ্মনাভ
 শ্রীমাধব মুকুন্দ মুরারি । পুণ্ডরীকনেত্র দেব বৈকুণ্ঠ-বিহারী ॥” এইরূপে সেই
 জন তব নাম গায় । কলি নাহি পারে কভু বিরিতে তাহার ॥ শিবের এতেক
 বাক্য করিয়া শ্রবণ । মিতভাবে জনাঙ্গিন কহেন তখন ॥ সঙ্গীত শুনিতে মোরা
 ইচ্ছুক সকলে । সুতৃপ্ত করিব শুনি শ্রবণ যুগলে ॥ দীতরূপ মহাবিদ্যা হৃদয়
 সমান । বিচক্ষণ বৃষি তাহে ওহে মতিমান ॥ বাসনা পূরাও দেব আমা সব-
 কার । তুমি হে জগত-নাথ দয়ার আদার ॥ গান-শাস্ত্রবিশারদ দেব পঞ্চানন ।
 হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হৈল দেব মহেশ্বর । এক-
 মনে শুনে যত সভার সকল ॥ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত যবে হন পঞ্চানন । সঙ্গে সঙ্গে
 গায় তার দেব তপোদন ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী ব্রহ্মা আর জনাঙ্গিন । তাঁহার বদনে
 যবে রহেন তখন ॥ গানে নাদ সমুখিত করি মহেশ্বর । গান্ধারে আস্থান
 দেব করে তার পর । ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যবে করেন দর্শন । মূর্ত্তি পরি আসে
 তে গান্ধার তখন ॥ কনক ত্রদণ শোভে অতি চমৎকার । বদন কিবা বর্ণ
 অগ্নি বাহার ॥ পাতাহর পরিধান পদ্মদ্বয় করে । বসিল গান্ধার আমি
 মদিন উপরে ॥ মহাতেজা রাগবর করি আগমন । আমনে বসিল আমি
 সভাতে যেমন ॥ অমনি সঙ্গীত আরম্ভিল মহেশ্বর । কেশবের গুণকথা কহিতে
 বিস্তর ॥ শিবের বদনে গান করিয়া শ্রবণ । রম্যপাতি স্তম্ভপ্রায় হলেন তখন ॥
 একদৃষ্টে চাহি রহে শঙ্করের পানে । তরুণীভূত হৈল সভা না যায় কহনে ॥
 চিত্তাৰ্পিত সম যবে স্পন্দন হয় । শিবপানে চাহি যবে একদৃষ্টে রয় ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতী দোহে সেইরূপে রহে । চতুর্গুণ চতুর্গুণে কিছু নাহি কহে ॥
 ব্রহ্মার মস্তক যেন দূরিতে লাগিল । একদৃষ্টে শিবপানে চাহিয়া রহিল ॥

অবশেষে দেবদেব কৈলাস ঈশ্বর । সঙ্গীতে প্রবৃত্ত পুনঃ সভার ভিতর ॥
 গান্ধারের প্রিয়তমা শ্রীমায় বাহার । আস্থান করেন তারে শিব দয়াদার ॥
 অবিলম্বে শ্রীরাগিনী আসে সভাতলে । হেরিয়া সকলে ভাসে বিস্ময়-সলিলে ॥
 প্রদীপ্ত কনক গম অমল বরণ । করদ্বয়ে সুন্দর করিতে ধারণ ॥ বিচিত্র
 ভূষণ শোভে মরি কি শরীরে । উজ্জ্বল বসন তাহে পরিধান করে ॥ মহাস্য
 বদন শোভে মরি কি তাহার । রূপ হেরি সব জনে লাগে চমৎকার ॥ রাগিনী
 আসিয়া যবে বসিল আগনে । অমনি প্রবৃত্ত হৈল পঞ্চানন গানে ॥ যথাবিধি
 শুদ্ধভাবে করিলেন গান । গানে মুগ্ধ হয়ে যবে করে অবস্থান ॥ সঙ্গীত
 শুনিয়া দেবদেব নারায়ণ । মহেশ্বরে আলিঙ্গিতে উঠেন যেমন ॥ বোহবণে

নিরালস্য হইয়া ঈশ্বর । আসন হইতে পড়ে ভূমির উপর ॥ তৈজস শরীর
 তাঁর দেখিতে দেখিতে । দ্রবীভূত হয়ে তাহা গেল আচ্ছিতে ॥ দেবের শরীর
 দ্রব হইয়া তখন । প্রাবিত করিয়া ফেলে বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ যবে দ্রবীভূত হন
 বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর । মোহবশে সবে ছিল অজ্ঞান-অন্তর ॥ বৈকুণ্ঠ প্রাবিত জলে
 করি দরশন । বিস্মিত হইয়া রহে যত দেবগণ ॥ নিদ্রাগত ছিল যেন উটিল
 সকলে । ঘন ঘন চারিদিকে নয়নে মেহারে ॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি সব যত
 দেবগণ । নগরী প্রাবিত হেরি করয়ে চিন্তন ॥ কোথা হতে এই জল বৈকুণ্ঠে
 আসিল । আসনে নাহিক হরি কোথা চলি গেল ॥ অবশেষে বহু চিন্তা করি
 পদ্মাসন । বুঝিলেন মনে মনে উহর কারণ ॥ শিবের গানের ফল আর
 কিছু নয় । দ্রবীভূত হয়ে গেল হরি নয়াময় ॥ এতক বিচারি মনে দেব
 পদ্মাসন । কমণ্ডলু হাতে করি দেখান তখন ॥ গঙ্গাদেবী দ্রব অংশে তাহার
 ভিতরে । নিরন্তর করে বাস মানন্দ অন্তরে ॥ মঙ্গীত পরম ব্রহ্ম শাস্ত্রের
 বচন । নারায়ণ পরব্রহ্ম বিদিত ভুবন ॥ দ্রবরূপে পরব্রহ্ম গঙ্গার মণ্ডিলে ।
 প্রবেশ করিল মুখে ব্রহ্ম-কমণ্ডলে ॥ নৈরময়ী গঙ্গা হৈল পাতক নাশিনী ।
 শুনিলে অপূর্ব কথা গুহে মহামুনি ॥ আত্মারে আশ্রয় করি দেব জনার্দন ।
 যেমন বিরাজ করে ইহাও তেমন ॥ গঙ্গারে আশ্রয় করি দ্রবভাব ধরি । রহি-
 লেন মনমুখে বৈকুণ্ঠ বিহারী ॥ কমণ্ডলু লয়ে ব্রহ্মা মানন্দ অন্তরে । সবারে
 সম্ভাষা করি যান ব্রহ্মপুরে ॥ কৈলাসে চলিল দেবদেব পঞ্চানন । ইন্দ্র আদি
 দেবগণ করিল গমন ॥ শিবগান বশে দেব বৈকুণ্ঠবিহারী । দ্রবীভূত হইয়া
 গেল গঙ্গাজলে মিলি ॥ এই কথা রটি গেল এতিন ভুবনে । বিস্মিত হইয়া
 সবে ভাবে মনে মনে ॥ লক্ষ্মী মংগলতী দোহে ব্যাকুলিতমন । হরি দিন
 মহাদ্রুখে করেন বাপন ॥ হরির অপেক্ষা করি দুঃখে দুই জনে । দিবানিশি
 চিন্তা করে আপনার মনে ॥ দুঃখিত গঙ্গাদেবী কৈলাস-শিখরে । শিবের
 লইয়া মুখে আনন্দে বিহারে ॥ গঙ্গারে লভিয়া দেব হরিরে মগন । দিবানিশি
 গঙ্গা সহ করে বিচরণ ॥ এইরূপে গঙ্গা দেবী গিরির নন্দিনী । ব্রহ্মাকমণ্ডলে
 রহে গুহে মহামুনি ॥ ব্রহ্মলোকে দ্রবভাবে করে অবস্থান । কহিনু সকল
 কথা তব বিদ্যমান ॥ দেবদেব বিকৃত যিনি মিত্য জনাতন । বামনের রূপ
 যবে করেন গ্রহণ ॥ তাঁহার চরণ হতে জাফরী ভামিনী । উদ্ভূতা হইয়া
 দেবী আসেন অবনী ॥ ভগীরথ নৃপতির পুরাতে বাসনা । অধোগামী হন
 দেবী শঙ্কর-ললনা ॥ পাতালে মণ্ডিল রূপে করিয়া পয়ান । মগর-মন্তান-
 গণে করে পরিব্রাণ ॥ সংক্ষেপে বলিনু সব তোমার গোচর । এবেকি
 শুনিতে বাঞ্ছা কহ দুনিবর ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।



দৈত্যরাজ বলি কর্তৃক দেবগণের রাজত্ব হরণ, পুত্রহুখে কাতরা
হইয়া অনিতির তপস্যা ও হরি সাক্ষাৎ, বিষ্ণু কর্তৃক
অদিতি-গর্ভে বামনরূপে জন্মধারণে
প্রতিজ্ঞা ।

দৈরোচনশ্চ পুত্রো বলিশ্চাতবৎ সতঃ ।
স ইন্দ্রাদীন প্লেগপানভিভব মহাবলঃ ।
ত্বাদিং বুভুজে লোকং সৰ্বদৈত্যগণেশ্বরঃ ।
অদিতিদৈবমাতা বৈ পুত্রাণাং দুঃখশান্তয়ে ।
পশ্যন্তয়া হরিং দেবমাবাধাং সমবাবধৎ ।
৬০ বর্ষে নতে দিব্যে ঐন্দ্রিদৈবমাতরং ।
সর্বয়ামাস চাত্বানং পবমাসুহবিগ্রহং ॥

শুকনুখে গঙ্গাকথা করিয়া শ্রবণ । জৈমিনি বিশ্বয-নীরে হলেম মগন ॥
শুনিতে শুনিতে স্পৃহা বাড়িয়া উঠিল । সবিনয়ে পুনঃ শুকে জিজ্ঞাসা করিল ॥
জিজ্ঞাসি তোমায় প্রভু ওহে তপোধন । মনের বাসনা মোর করহ পূরণ ॥ তব
মুখে পুণ্যকথা যতবার শুনি । শুনিতে ততই বাঞ্ছা হয় মহামুনি ॥ শুনি পরি-
তপ্ত নাহি কিছুতেই হয় । ভক্তের পূরাহ বাঞ্ছা ওহে দয়াময় ॥ কিরূপে বিষ্ণুর
পদ পায় সুরধ্বনী । সেই কথা কহ দেব একমনে শুনি ॥ ব্রহ্মকমণ্ডলু হতে
বিষ্ণুর চরণে । কিরূপে গেলেন দেবী কহ মহামুনে ॥ বিষ্ণুপদ হতে আসে
কিরূপে ধরায় । সেই কথা বিবরিয়া বলহ আমায় ॥ কেন ভগীরথ রাজা
একান্ত অন্তরে । গঙ্গা-আরাধনা করে তত কষ্ট করে ॥ কেন গঙ্গা ধরাতলে
করিয়া পয়াণ । সগরসন্তানগণে করে পরিজাণ ॥ ধরাতলে গঙ্গাদেবী করিয়া
গমন । কতদূরে কোন স্থানে স্থিরভাব হন ॥ এই সব প্রকাশিয়া বলহ
আমায় । পুণ্য উপার্জন করি তোমার রূপায় ॥ জৈমিনির এই বাক্য করিয়া
শ্রবণ । সমুৎসুকে শুক ঋষি কহেন তখন ॥ শুনহ জৈমিনে বলি অপূর্ব
ভারতী । শুনিলে লভিবে জ্ঞান ওহে মহামতি ॥ মরীচি ত্রক্ষার পুত্র জানে
সর্বজন । কশ্যপ মরীচি হতে ধরিল জন্ম ॥ কশ্যপ-শ্রমে আর দিতির
জ্যেষ্ঠ । হিরণ্যকশিপু দৈত্য নিজ জন্ম ধরে ॥ যথাক্রমে দৈত্য পায় চারিটী
তনয় । প্রহ্লাদ সবার জ্যেষ্ঠ আছে পরিচয় ॥ প্রহ্লাদ পরম জ্ঞানী বিষ্ণুপরা-
রণ । তাহার তনয় জন্মে নাম বিরোচন ॥ বিরোচন-পুত্র বলি মহাবলবান ।

যার নামে দেবগণ হয় কম্পমান ॥ ইন্দ্র আদি দেবগণে করি পরাজয় । সৰ্ব-
লোক জিনি দৈত্য ক্রমে ক্রমে লয় ॥ সৰ্বলোক ভোগ করে একা দৈত্যেশ্বর ।
তাহা দেখি দেবমাতা দুঃখেতে কাঁড়র ॥ অদিতি দেবের মাতা বিদিত ভুবন ।
পুত্রদুঃখে দুঃখী হয়ে করেন চিন্তন ॥ কিসে দুঃখ শান্তি হবে ভাবি মনে
মনে । পতির আদেশে যান তপস্শাচরণে ॥ পতি-আজ্ঞা শিরে ধরি দেবের
জননী । দিবানিশি ভাবে কোথা হরি চিন্তামণি ॥ নিৰ্জর্জন কাননে পশি
অদিকি তখন । একান্ত অন্তরে তপে হলেন মগন ॥ হরি-আরাধনা দেবী
করিতে লাগিল । অহর্নিশি হরিধনে ভাবিতে থাকিল ॥ অদিতির তপ হেরি
যত দৈত্যগণ । মারা করি দেবমূর্তি করিল ধারণ ॥ ধীরে ধীরে গিরা সবে
অদিতি-মদনে । প্রতারণা করি বলে প্রণমি চরণে ॥ আমরা দেবতা সবে করি
আগমন । তোমার চরণে মাতঃ করিগো বন্দন ॥ শিরোধাৰ্য্য তব মাতঃ চরণ
মুগল । ইহা হতে জানি মোরা সবার কুশল ॥ কেন তপে নিমগন কহ গো
জননি । কেন দেহ শুষ্ক কর বল দেখি শুনি ॥ জীবিত রহিলে ভূমি মোদের
মঙ্গল । ভূমি যদি তাজ দেহ না হেরি কুশল ॥ জননী নাহিক মাতঃ যাহার
আগারে । মথুরাভাষণী ভাষা নাহি যার ঘরে ॥ কাননে নিবাস তার মনু-
চিত হয় । তার পক্ষে গৃহ বন সমান নিশ্চয় ॥ ভাষ্যাহীন মাতৃহীন যেই অভা-
জন । যাহার গৃহেতে নাহি বশগ নন্দন ॥ পরিবার প্রতিবাদী যাহার উপরে ।
উচিত তাহার বাস কাননযাক্ষরে ॥ যদি ভূমি তপে মগ্ন থাক অনুক্ষণ । শরী-
রের আশা যদি না রাখ কখন ॥ রাজ্য সুখে আমাদের কিবা কাজ আর । কি
ফল ধরিয়া বল জীবন অসার ॥ মোদের লাগিয়া দুঃখ হেরিছি তোমার ।
মোদের লাগিয়া কর তপস্যা-আশার ॥ দিক্ দিক্ আমাদিগে শুন গো জননী ।
জীবন ধরিয়া ফল বল কিবা শুনি ॥ সুখদুঃখদাতা মাত্র কেবল ঈশ্বর । কোথাও
নাহিক কঠা জানিবে অপর ॥ আরাধনা কর যত কিবা তাহে ফল । সুখদুঃখ
বিধিলিপি ঘটবে সকল ॥ কর্ণফলে সুখ দুঃখ ঘটবে নিশ্চয় । ভ্রুঙিতে হইবে
তাহা নাহিক সংশয় ॥ পূর্বজন্মে যেই ফল করেছি অর্জন । বল দেখি কেবা
তাহা করিবে খণ্ডন ॥ কঠোর তপস্যা করি ভূমি গো জননী । পারিবে কি
নিবারিতে বল দেখি শুনি ॥ অতএব তপ ত্যাগ করিয়া এখন । গৃহে গিরা
হরিধনে করহ অরণ ॥ তোমা হতে রাজ্য কভু শ্রেষ্ঠ নাহি হয় । দীর্ঘজীবী হও
মাতঃ পাকিয়া আলয় ॥ দুরদূট বশে মোরা রাজ্যহারা হই । বলিলাম সার
কথ্য এবে তব ঠাই ॥ তব দেহ বিনাশিয়া বাসনা পূরাতে । কভু নাহি অভি-
লাষ আমাদের চিতে ॥

দৈত্যগণ-বাক্য শুনি অদিতি তখন । তপোবলে জানিলেন সকল
কারণ ॥ ক্রোধবেগে কহিলেন দানব সবারে । পরীহাসযোগ্য বুঝি ভেবেছ
আমারে ॥ অবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট তোমরা হইবে । দেবগণ সম দুঃখ অবশ্য ঘটবে ॥

তোমাদিগে পরাজিবে যত দেবগণ । আমার বচন মিথ্যা না হবে কখন ॥
 অদিতির বাক্য শুনি দানবেরগণ । ক্রোধবশে ঘর্বে সবে দর্শনে দর্শন ॥ ঘন
 ঘন মুষ্ণুখুষ্ণু ফেলে দীর্ঘশ্বাস । প্রলয়ে রহিল যেন প্রলয় বাতাস ॥ মুখ হতে
 অগ্নিনিখা বাহির হইল । নিশ্বাস বায়ুর সহ মিশিয়া পড়িল ॥ দেখিতে
 দেখিতে অগ্নি হইল বিস্তার । ব্যাপিল ক্রমশঃ উহা কানন মাঝার ॥ দেখিতে
 দেখিতে দহে যাবত কানন । দৈত্যগণ গেল ভয়ে বলির সন্ধান ॥ নিবেদিল
 সব কথা দানব ঈশ্বরে । দাবানলে দেবমাতা মরিয়াছে পুড়ে ॥ এদিকে অদिति
 দেবী দেবের জননী । বনমাঝে ভাবে স্বদে সেই চিন্তামণি ॥ কৃপা করি কৃপা-
 যয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর । সুদর্শনে রক্ষিলেন কানন ভিতর ॥ অনল নির্বাণ হয়ে
 গুরুমত হইল । অদिति কঠোর তপে মন নিবেশিল ॥ হরি-দরশন পাবে
 করিয়া মনস । কঠোর তপেতে দেবী নিবেশিল মন ॥ অক্ষুণ্ণ উপরে ভর করিয়া
 অদिति । উল্কাবাহু হয়ে সদা করি অবততি ॥ শুধুমাত্র বায়ু দেবী করিয়া
 ভোজন । স্বদি মাঝে হরিপদ ভাবে অনুক্ষণ ॥ এইরূপে একবর্ষ অতীত হইল ।
 দয়াময়-স্বদি মাঝে দয়া উপজিল ॥ অদিতিরে দেখা দিতে দেব জনার্দন ।
 মোহন বেশেতে তথা করে আগমন ॥ মরুত শ্যাম-বর্ণ অতি যনোহর । পীত-
 বাস পরিধান দিবা কলেবর ॥ কিরীট শোভিছে কিবা মস্তক উপরে । কাঞ্চন
 কুণ্ডল শোভে শ্রবণ যুগলে ॥ দীপ চারি ভুজ শোভে মরি কি বাহার । মহাম্য
 বদন কিবা অতি চমৎকার ॥ গরুড়-উপরে দেব করে আরোহণ । তুলসীর
 মালা গলে অতি সুশোভন ॥ দেখামাত্র মহানন্দ অদिति অন্তরে । ভাবে গদ-
 গদ হয়ে এনিপাত করে ॥ 'মিষ্টভাষে সর্বিনয়ে দেবের জননী । কহিলেন
 শুন শুন ওহে চিন্তামণি ॥ মূঢ়মতি নারী আমি অতীব অধম । ত্রিলোকের পতি
 তুমি ওহে জনার্দন ॥ কৃপা করি মোরে তুমি দরশন দিলে । কৃপাময় বলি তুমি
 বিদিত সংসারে ॥ তোমারে প্রণাম করি ওহে জনার্দন । কমলার পতি তুমি
 অখিল-রঞ্জন ॥ বিশ্বপতি তুমি দেব তুমি নৃসিংকর । তব তত্ত্ব আছে দেব
 বেদেতে গোচর ॥ অনাথের নাথ তুমি জীবের জীবন । তুমি তত্ত্ব তুমি বেদ
 তুমি পুরাতন ॥ জগতের কর্তা তুমি জগতের হর্তা । বিশ্বের পালক তুমি বিশ্বের
 বিধাতা ॥ তোমার কৃপায় জ্ঞান লভয়ে সকলে । কে জানে তোমার তত্ত্ব
 বিশ্বের মাঝারে ॥ কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার । নীরাকারে কভু তুমি
 করহ বিহার ॥ সংসারের সার তুমি সার হতে সার । সবার জনক তুমি ওহে
 দয়াদার ॥ সদত ভক্তের বশ তুমি চিন্তামণি । কি বর্ণিব তব তত্ত্ব কিছু নাহি
 জানি ॥ ভক্তের পূরাহ' বাঞ্ছা জগত-জীবন । তব কৃপাবশে তরে যত জীব-
 গণ ॥ তব অংশে দেবগণ ধরেছে জনম । অনাদি অনন্ত তুমি বিশ্বের জীবন ॥
 তব গুণ বর্ণিবারে কেহ' নাহি পারে । অনন্ত অনন্ত মুখে বর্ণিবারে নারে ॥
 কণ্ঠা-কটাক্ষ কর এ অধীনী জনে । পুনঃ পুনঃ নতি করি তোমার চরণে ॥

ভব মিরূপণ আছে বেদের বাবারে । বিশ্ব ব্যাপি আছ তুমি জ্যোতিঃ
আকারে ॥ তত্ত্বমসি তুমি দেব তুমি রূপাময় । তোমা হতে নাশ হয় ভববন্ধ-
ভয় ॥ তব তত্ত্ব জানে হেন সাধ্য আছে কার । তত্ত্বজ্ঞানরূপী তুমি জ্ঞানের
আধার ॥ বিশ্বের আদিম তুমি জগতের মূল । তোমা হতে পাপরাশি হয়
নিরমূল ॥ তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম তুমিই কারণ । ব্যাপ্ত আছ তুমি দেব অখিল
জীবন ॥ তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি তোমা হতে লয় । তোমা হতে বিনাশিত
ভববন্ধভয় ॥ অঙ্গর জ্বর তুমি অখিল-ঈশ্বর । তব তত্ত্ব নাহি বুঝে যত মুঢ়
মর ॥ আত্মারূপে তুমি স্থিত জীবের হৃদয়ে । কি জানিব তব তত্ত্ব মুঢ়মতি
হয়ে ॥ দয়ার আধার তুমি কর্মফলদাতা । নির্বিকার নিরঞ্জন অখিলের পাতা ॥
সাবত কার্যের মূল অখিল-রঞ্জন । তোমা হতে কর্মবন্ধ হয় বিনাশন ॥ কারণ-
কারণ তুমি জগতনিবাস । তোমা হতে যত দুঃখ সমূলে বিনাশ ॥ তব পদে
কোটি কোটি করি নমস্কার । রূপা করি অধীনীরে করহ উদ্ধার ॥ তব নাভি-
সরোজিতে স্রষ্টার জনম । তব রূপাবশে সৃষ্টি লভে পদ্মাসন ॥ একাদশ
ব্রহ্ম জন্মে তোমার রূপায় । তোমার রূপায় এড়ে শমনের দায় ॥ তোমার
আজ্ঞায় সূর্য উঠে দিবানিশি । আদেশ রক্ষার্থ ভ্রমে নভোমাগে শশী ॥
তোমার আজ্ঞার সদা বহিছে পবন । তোমার আজ্ঞার অগ্নি করয়ে দহন ॥
তোমার মহিমা প্রভু কি বলিব আর । তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥
অধীনীরে রূপা কর ওহে রূপাময় । ভক্তজনে হও তুমি সতত আশ্রয় ॥ তব
পাদপদ্মে সেবে সদা মুনিগণ । অদ্বিত করম তব ওহে সনাতন ॥ চিদানন্দ
ময় তুমি প্রফুল্ল-হৃদয় । করুণাকটাক্ষে চাহ ওহে রূপাময় ॥ তোমা হতে জ্ঞানী
জন লাভ করে জ্ঞান । অধীনীরে রূপা করি কর পরিত্রাণ ॥ তব পদে পুনঃ-
পুনঃ করি নমস্কার । অধীনীরে রূপা করি করহ উদ্ধার ॥ কামনা করহ পূর্ণ
ওহে শিরঞ্জন । শরণ লইনু আমি তোমার চরণ ॥ অগতির গতি তুমি জীবের
জীবন । তোমারে হৃদয়ে ভাবে সদা যোগীগণ ॥ কখন নিষ্ঠুর তুমি কভু গুণ-
বান । তোমার চরণে প্রভু করি গো প্রণাম ॥ একমাত্র তুমি দেব নাহিক
দ্বিতীয় । ব্যাপ্ত আছ সর্ব বিশ্ব ওহে বিশ্বময় ॥ নানাভাবে লোকে করে
তোমারে বর্নন । তোমার মায়ায় মুগ্ধ যত হুরগণ ॥ গুণের আধার তুমি গুণের
আকর । নমস্কার করি ভব চরণ উপর ॥ তোমা হতে চরাচর বিশ্বের সৃজন ।
তোমাতেই লয় হয় স্থাবর জঙ্গম ॥ বিশ্বের আধার তুমি বিপিনব্রহ্মাঙ্গী । ভক্ত-
জনবশ তুমি দৈত্যদর্পহারী ॥ শঙ্খ-চক্র-গদাধর তুমি শাঙ্কধারী । বায়ুদেব
জনর্দন মুকুন্দ মুরারি ॥ যোগীর হৃদয়ে তব নিরন্তর বাস । তুমি যোগ তুমি
যজ্ঞ ওহে জ্ঞানিবাস ॥ প্রণব-আত্মক তুমি প্রণব-আধার ॥ তোমার চরণে
করি কোটি নমস্কার ॥ রূপা করি অধীনীরে কর পরিত্রাণ । তুমি সাক্ষী
তুমি মিত্য তুমি রূপাবান ॥ তুমিই ইন্দ্রিয় নাথ তুমিই যে মন । তুমি বুদ্ধি

তুমি লজ্জা তুমি সব ধন ॥ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুমিই সকল । নমস্কার করি
তব চরণ উপর ॥ রূপহীন তুমি দেব রূপের স্বরূপ । ভক্তের সকল কার্যে
হঁসি শুভরূপ ॥ কি বলিব তুমি নাথ প্রধান-প্রধান । তব পদে মতি করি
কর পরিব্রাজন ॥ আত্মরূপী তুমি দেব অখিল-রঞ্জন । জীবরূপে তুমি সদা কর
বিচরণ ॥ তব রূপাবশে ধারা লভে তত্ত্বজ্ঞান । কি ভয় তাদের বল ওহে
মতিমান ॥ তব মায়াবশে দেব ধরেছি জনম । মায়াবশে বিমোহিত আছি
সর্বক্ষণ ॥ কমলার পতি তুমি অজয় অব্যয় । অধীনীর রূপা কর ওহে
দয়াময় ॥ স্থূল সূক্ষ্মরূপে তুমি এই চরাচর । ব্যাপিয়া রয়েছ দেব ওহে
দামোদর ॥ প্রসীদ প্রসীদ দেব জগত-নিবাস । রূপা করি পরিপূর্ণ কর
অভিলাষ ॥ কালরূপী তুমি দেব জগতের বন্ধু । ভক্তের উপরে তুমি হও
রূপাসিন্ধু ॥ তব রূপ তক করি কেহ নাহি পায় । যে কেহ বুঝিতে পারে
তোমার রূপায় ॥ চন্দ্র-সূর্য্যরূপী তুমি পুঙ্খব পুরাণ । কুটস্থ অনলরূপী ওহে
ভগবান ॥ যোগীজনে দৃঢ়যোগে তোমা হেন ধনে । নিরন্ত মেহারে দেব
আপনার মনে ॥ তব পদ ধ্যান করি যত মহাজন । অন্তরে অমন্ত সূখ
লভে অনুক্ষণ ॥ দারুকার্ষে গুপ্ত যথা আচ্ছয়ে অনল ॥ তেমতি সকল ভূতে
তুমি দামোদর ॥ আত্মরূপে সর্বভূতে কর অবস্থিতি । নিজ তেজে দীপ্তিমান
ওহে মহামতি ॥ তুমি গুপ্ত পরমাত্মা বিকৃত জনার্দন । তোমার চরণে করি
সতত বন্দন ॥ তব পাশে ওহে নাথ বলিব কি আর । অধীনীরে রূপা করি
করহ উদ্ধার ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোদন । অদিতির স্তব শুনি দেব জ্ঞানার্দন ॥
তপোবশে ক্ষীণদেহা হেরিয়া তাঁহারে । কহিলেন দামোদর গুমধুর-স্বরে ॥
দেবমাতঃ মম বাক্য করহ শ্রবণ । বর দিতে তব পাশে মম আগ্রহন ॥ অভিষত
বর লহ অমর-জননী । তব স্তবে তুষ্ট অতি হইয়াছি আমি ॥ হরির এতেক
বাক্য করিয়া শ্রবণ । প্রফুল্ল-বদনে বলে অদिति তখন ॥ শঙ্খচক্র-গদাধর
ওহে দামোদর । নমস্কার করি তোমা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥ বরাধিনী সত্য আমি
বরদাতা তুমি । কি কারণে জিজ্ঞাসিছ তুমি অন্তর্ধামি ॥ মম মনোবাঞ্ছা
তুমি জান জনার্দন । জানিয়া কি হেতু বল এরূপ বচন ॥ তব আরাধনা
আমি করি নিরন্তর । বাসনা আচ্ছয়ে সব তোমার গোচর ॥ রাজ্যধনে মম
বাঞ্ছা কিছু নাহি আর । তোমারে লভিব মাত্র বাসনা আমার ॥ সার্থক
হউক মম জীবন ধারণ । তব পাশে ওহে দেব এই আকিঞ্চন ॥ দেবতাগণের
দুঃখ জানহ মুরারি । 'রূপা করি দুঃখ দূর করহ শ্রীহরি ॥ লৈত্যগণ রাজ্য-
ধন লয়েছে কাড়িয়া । উচিত যা হয় তাহা কর বিবেচিয়া ॥ দেবীর এতেক
বাক্য করিয়া শ্রবণ । ঘিষ্টভাবে জনার্দন কহেন তখন ॥ তৎস্তু তৎস্তু
দেবি নাহি হবে আন । আমার বচনে তব পূর্ণ হবে কাম ॥ স্বদয়ে বাসনা

যাহা আছয়ে তোমার । পূর্ণ হবে তাহা দেবি বচনে আমার ॥ তব পুত্রগণ
 ইন্দ্র আদি দেবগণ । স্ব স্ব রাজ্য পাবে পুনঃ আমার বচন ॥ তব গর্ভে জন্ম
 আমি ধরিব সুন্দরি । বলিপাশে দেবরাজ্য চলে লব কাড়ি ॥ তব পুত্রগণে
 রাজ্য করিব প্রদান । সত্য সত্য মম বাক্য নহে কড় আন ॥ হরির এতেক
 বাক্য করিয়া শ্রবণ । দেবের জননী ভয়ে কাঁপে ঘন ঘন ॥ সভয়ে সকল
 কহে শুন ওহে হরি । তোমার বচন শুনি অন্তরেতে ডরি ॥ বিশ্বাত্মন ওহে
 প্রভু বিশ্বের ঈশ্বর । বর লভি ভয়ে এবে হতেছি কাঁচর ॥ কিরূপে তোমারে
 আমি ধরিব জ্ঞারে । বিশ্বমূর্তি তুমি দেব খ্যাত চরাচরে ॥ বহুল ব্রহ্মাণ্ড
 শোভে তব লোমকূপে । তোমারে ধরিব প্রভু জ্ঞারে কিরূপে ॥ কুশোদরী
 তপস্বিনী আমি জনার্দন । কিরূপে জ্ঞারে তোমা করিব ধারণ ॥ ত্রীগোবিন্দ
 জগন্নাথ পুরুষ-উত্তম । প্রসন্ন আমার পরে হও জনার্দন ॥ বরে মম নাহি
 কাজ শুনহে দুরারি । মমোপরে সুপ্রসন্ন হও রূপা করি । দেবীর এতেক
 বাক্য করিয়া শ্রবণ । যিষ্টভাবে জনার্দন কহেন তখন ॥ শুন গো জননী
 তব নাহি কিছু ভয় । কেন ভীত হইতেছে তোমার মন ॥ আমারে ধরিতে
 তব নাহিক ভাবনা । শুন শুন ওগো মাতঃ কন্যাপ-ললনা ॥ জগত-ঈশ্বর
 আমি জামহ অন্তরে । আমি রক্ষা করি রব তোমার অন্তরে ॥ তোমারে
 সত্য আমি করিব রক্ষণ । অন্যায়সে জ্ঞারেতে করিব ধারণ ॥ ক্ষমাশীল
 সত্যবাদী বৈষ্ণব যে জন । সদত আমারে তারা করয়ে ধারণ ॥ বিষাদে
 উদ্বিগ্ন নাহি হয় সেই জন । সুখেতে বাসনা বার নাহি কদাচন ॥ সদা সম-
 ভাবে রহে সেই সাধু নর । আমারে ধরিতে সেই পারে নিরন্তর ॥ পিতৃ-
 মাতৃ হিতকারী যেই সাধুজন । সদা সর্বজনে কহে সুমিষ্ট বচন ॥ সদত
 ভক্তি রাখে গুরু উপরে । শিব-পূজা-রত রহে একান্ত অন্তরে ॥ সেই
 জন যোরে পারে করিতে ধারণ । তবে ক্ষদে ভয় তব কিম্বের কারণ ॥
 ভোজনে শয়নে কিম্বা বাক্য উচ্চারণে । গমন-সময়ে পুণ্য-কর্ম-অনুষ্ঠানে ॥
 মম প্রিয়কারী সদা হয় সেই জন । অন্যায়সে সেই যোরে করয়ে ধারণ ॥
 পুরাণের তত্ত্বজ্ঞানে করি অভিলাস । যেই জন সদা করে সাধু-সহবাস ॥
 সত্য তুলসী কণ্ঠে করয়ে ধারণ । অন্যায়সে যোরে ধরে সেই সাধুজন ॥
 পদ্মপত্রস্থিত জল বিনাশী যেমন । সেই রূপ বিবেচনা করি পুত্রধন ॥ কিবা
 পুত্রে কিবা ধনে স্নেহ নাহি করে । সদা চিন্তা করে যোরে হৃদয় ধ্বংসারে ॥
 ভাগবত বলি তারে জানিবে ভুবনে । সে জন সমর্থ, হয় আমারে ধারণে ॥
 যেই জন গঙ্গানীরে সদা করে স্নান । ব্রাহ্মণে ভক্তি করে যেই ষ্ঠিমান ॥
 ভাগবত বলি তারে জানিবে ভুবনে । সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥
 রুদ্রাক্ষের মালা সদা যে করে ধারণ । বিষ্ণু-পূজা রুদ্রপূজা করে যেই জন ॥
 ভাগবত বলি তারে জানিবে ভুবনে । সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥

চণ্ডী পাঠ সদা করে যেই সাধুজন । যেই জন সদা চণ্ডী জপ পরায়ণ ॥ ভাগ-
বত বলি তারে জানিবে ভুবনে । সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥ সর্ব-
শাস্ত্রবিশারদ সেই সাধুজন । ধর্ম অনুসারে যেই করে আচরণ ॥ ভাগবত
বলি তারে জানিবে ভুবনে । সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥ সেই জন
ভক্তি করি একান্ত অন্তরে । আমার পবিত্র নাম সদা গান করে ॥ ভাগবত
বলি তারে জানিবে ভুবনে । সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥ অনন্ত
মুকুন্দ রাম আর নারায়ণ । দীনবন্ধু সনাতন শ্রীমধুসূদন ॥ এই সব মম
নাম যেই গান করে । আমারে ধরিতে সেই অনারামে পারে ॥ ভাগবত
বলি সেই বিদিত ভূবন । কহিলাম তবু কণা তোমার মদন ॥ পদ্মনাভ
রূপানাম পুরুষ-উত্তম । এই সব মম নাম যে করে কীর্তন ॥ ভাগবত বলি
তারে জানিবে ভুবনে । সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥ গোপাল
গোবিন্দ আর শ্রীমধুসূদন । শ্রীগুরুদ্বন্দ্বজ আদি যে করে কীর্তন ॥ ভাগবত
বলি তারে জানিবে ভুবনে । সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥ নীলকণ্ঠ
ত্রিলোচন শ্রীশিব শঙ্কর । এই সব নাম গায় সেই সাধুনর ॥ সে জন সক্ষম
সদা আমারে ধারণে । বহিলাম সার কথা তোমার মদনে ॥ বিপদে পড়িয়া
ধর্ম না ত্যাজে যে জন । সে জন আমার প্রিয় সত্তত সুজন ॥ আমারে ধরিতে
সেই সক্ষম নিশ্চয় । কলুষ নাহি থাকে তার ভববন্ধ-ভয় ॥ কর্মভূমে আসি
যেই হয়ে ভক্তিমান । আমারে ভজনা করে হয়ে সাবধান ॥ সেই জন মম
প্রিয় জানিবে নিশ্চয় । আমারে ধরিতে সেই সদা শক্ত হয় ॥ দুর্গে দুর্গে
ভদ্রকালী চণ্ডিকে বৈষ্ণবে । এই সব নাম গায় যদি কেহ দেবি ॥ সেই জন
মম প্রিয় জানিবে নিশ্চয় । আমারে ধরিতে সেই সদা শক্ত হয় ॥ যেই নারী
সদা পতিপদ পূজা করে । ভক্তিযুক্তা দয়ান্বিতা যে নারী সংসারে ॥ সুশীলা
সরলচিত্তা যেই নারী হয় । আমারে ধরিতে সেই সক্ষম নিশ্চয় ॥ আমি কৃশ
আমি দীর্ঘ আমিই বামন । আমি স্থূল আমি সূক্ষ্ম আমিবে বচন ॥ সূরূপ
কুরূপ মোরে জামিবে সুন্দরী । যেই রূপ বল তাহা ধরিবারে পারি ॥ সক্ষম
হইবে ভূমি যেকূপ ধারণে । সেইরূপ হব আমি কহি তব স্থানে ॥ সেইরূপে
যাব আমি তোমার জঠরে । পুন্ডরূপে জন্ম লব ধরণী উপরে ॥ হরির এতেক
বাক্য করিয়া শ্রবণ । মধুরবচনে দেবী কহেন তখন ॥ যদি মোরে বরষোগ্যা
ভাব জনাৰ্দ্দন । যদি মোরে দেহ বর গুহে সনাতন ॥ বামন রূপেতে জন্ম
ধরহ কেশব । আকিঞ্চন এই মম গুহে শ্রীমাদব ॥ নাতিস্থূল নাতিকৃশ হয়ে
জনাৰ্দ্দন । বামন রূপেতে করি জন্ম গ্রহণ ॥ বলিরে নাশিয়া ইন্দ্রে কর
বাক্য দান । এই মাত্র আকিঞ্চন করি তব স্থান ॥ মম গর্ভে জন্ম ধরি বলিরে
নাশিলে । সুকীর্তি রহিবে তব জগত মাঝারে ॥ দেবীর এতেক বাক্য
করিয়া শ্রবণ । তথাস্ত বলিয়া হরি করেন গমন ॥ অন্তর্হিত হয়ে দেব করিলে

পর্যায় । অদিতি সানন্দে স্বান কশ্যপের স্থান ॥ পুরাণে অমৃত কথা সার
হতে সারি । অবহেলে শুনে যেই তরে ভবপার ॥ সংসার-সাগর হেরি যদি
ভয় পাও । এক মনে হরি নাম সদানন্দে গাও ॥ হরি বিমা ধরাধামে কেবা
আছে আর । ভবানন্দে হরিমাত্র জান কর্ণধার ॥ যেই হরি সেই হর সেই পদ্মা-
সন । ভিন্নভাবে যেন মনে না ভাব কখন ॥ ভিন্নভাবে ফল হামি জন্মিবে
নিশ্চয় । যদি হতে কর দূর প্রভেদ সংশয় ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

হরির বামনরূপে জন্ম, অদিতি প্রভৃতি কর্তৃক স্তব, ব্রহ্মস্পৃতি
সকাশে বামনের শিক্ষা এবং ভিক্ষার্থ
বামনের প্রস্থান ।

কালে প্রাতঃসূক্তদেবঃ কণ্ঠপুংসু গচে প্রভৃৎ ।
ভবায় বিশ্বেদেবানামিভবায় বসেতুপি ।
ভাত্রে মাসি নিভে পক্ষে দ্বাদশ্চাত্ত্বিংশপুংসু ।
শ্রবণানক্ষত্রযুক্তে বৃদ্ধর্থেপি দ্বিগ্ধে প্রভৃৎ ।
অদিতিঃ কণ্ঠপুংসুচাপি হবিং সঙ্গতুস্তদা ।
অদিতিক্রবাচ । তস্মৈ নমস্তে কুব্জায় ইবযে পবমানয়ে ।
অজায় চাদিতৈরায় কণ্ঠপায় নমোহংস্বে হে ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন । এইরূপে কিছুকাল করিলে যাপন ॥
কশ্যপ-ঈশ্বরে দেবী অদিতি ভাবিনী । হইলেন গর্ভবতী শুন মহামুনি ॥
অদিতিরে গর্ভবতী হেরি দেবগণ । বিকৃতের করিতে স্তব আরম্ভে তখন ॥ নমো
নমঃ জগন্নাথ পুরুষ উত্তম । তুমি কৃষ্ণ ত্রীগোবিন্দ সংহারকারণ ॥ পাপরূপ-
হিমরাশি-বিনাশনকারী । বাসুদেব দেবদেব মুকুন্দ মুরারি ॥ তুমি সূর্য্য তুমি
চন্দ্র বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর । তোমা হতে সৃষ্ট দেব সর্ব চরাচর ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর
নাগ আদি করি । সর্ব জীবে আছ তুমি ওহে মুর-অরি ॥ তুমি চক্ষু তুমি
নানা তুমিই শ্রবণ । তুমি জিহ্বা তুমি ত্বক্ ইন্দ্রিয়াদিগণ ॥ জ্ঞানরূপী তুমি
দেব নমামি তোমারে । কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপী তুমি ব্যক্ত চরাচরে ॥ নির্মলাত্মা তুমি
দেব তোমা নমস্কার । আশ্রিতজন্মের দেব করিও উদ্ধার ॥ এইরূপে দেবগণ
একান্ত অন্তরে । প্রতিদিন করে স্তব জগত-ঈশ্বরে ॥ এইরূপে যথাকাল
আদিল যখন । কশ্যপের গৃহে হরি আবির্ভূত হন ॥ দেববিশ্ব সবারকার
অভয়ের তরে । বলির অপায় হেতু হরি জন্ম ধরে ॥ ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে

দ্বাদশী তিথিতে । শ্রবণানক্ষত্রে দেব জন্মেন ভূমিতে ॥ অদिति কন্যাপ দৌহে
করেন দর্শন । মনোহর দিব্যমূর্তি মদনমোহন ॥ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম
করে । শোভিছে কৌস্তভ মণি বন্ধের উপরে ॥ কুণ্ডল শোভিছে কর্ণে অতি
মনোহর । শ্রীবৎসলাঙ্ঘিত দেব দিব্যকলেবর ॥ গীতার পরিতান অতি বিমো-
হন । চারিদিকে দেবগণ করিছে স্তবন ॥ অত্যদ্ভুত রূপ হেরি কন্যাপ তখন ।
ভক্তিবশে নতি করি বলেন বচন ॥ নমোনমঃ কৃষ্ণ প্রভু পরমাত্মা হরি ।
ক্লেশনাশী লক্ষ্মীপতি মুকুন্দ মুরারি ॥ পুনঃপুনঃ নতি করি তোমা জনার্দন ।
তোমা হতে হয় ভববন্ধ বিমোচন ॥ অদिति সম্বোধি কহে ওহে শ্রীনিবাস ।
রূপা করি কৈলে পূর্ণ মম অভিলাস ॥ পরমাত্মা হরি তোমা করি নমস্কার ।
ভূমি অজ আদিত্য করহ উদ্ধার ॥ নমস্কার করি তোমা কৈবল্য-দৈশ্বর ।
পদ্মপত্র-বিশালাক্ষ ওহে দামোদর ॥ যে জন তোমারে করে অন্তরে স্মরণ ।
শোক তাপ দুঃখ তার কর বিনাশন ॥ দেবগণ সদা সেবে চরণ তোমার ॥
তোমার চরণে পুনঃ করি নমস্কার ॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার । কে
বুঝিবে তব লীলা ওহে দয়াদার ॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহা করি দরণন । ক্রীড়ার
কন্দুক তব ওহে জনার্দন ॥ সূক্ষ্মরূপে আত্মামাঝে যার অধিষ্ঠান । নমস্কার
নমস্কার তাঁহারে প্রণাম ॥ চন্দ্র সূর্য চক্ষু যার বদন ব্রাহ্মণ । নমস্কার নমস্কার
তাঁহারে বন্দন ॥ অগ্নি যার মুখ কর্ণ দশদিক যার । নমস্কার নমস্কার তাঁরে
নমস্কার ॥ মারি মারি হাশি হয় শাস যে পবন । নমস্কার নমস্কার তাঁহারে
বন্দন ॥ মুকুট সে মতালোক পৃথিবী আসন । নমস্কার নমস্কার তাঁহারে
বন্দন ॥ দক্ষিণ উত্তর এই দুই দিক যার । মহাবল ভূজদ্বয় তাঁরে নমস্কার ॥
নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার । সদা নতি করি আমি চরণে তাঁহার ॥ পূর্ব-
দিক নাসিকাগ্র যে জনের হয় । পশ্চিম যাহার পৃষ্ঠ আছে পরিচয় ॥ সেই
তোমা নমস্কার করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নমস্কার চরণে তোমার ॥ কিবা
বায়ু কিবা সূর্য কিবা শশধর । কিবা অগ্নি কিবা আর শূন্য জলধর ॥ আত্মা-
কারী সদা সেবে আছয়ে যাহার । সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার ॥ অনা-
য়াসে লজ্জ যেই এ তিন ভুবন । ভুলজ্ঞ্য যাহার আত্মা জানে সর্বজন ॥
সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥
ত্রিলোক বিরাজে সদা যাহার উদরে । ভূভুব করিরা আদি যত চরাচরে ॥
সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥
যার মুখ বাহু উরু আর পদ হতে । চারিবার জন্মিয়াছে মানব ভূমেতে ॥ সেই
তোমা নমস্কার করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥ যার
চক্ষু শ্রুতি চর্য এই তিন হতে । দ্বিবিধ আশ্রম জাত হয়েছে ভূমিতে ॥ সেই
তোমা নমস্কার করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥ মহত্স
মস্তক যার মহত্স লোচন । কুটস্থ পুরুষ যিনি মহত্স চরণ ॥ সেই তোমা নম-

স্মার করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥ সূর্য্যাকোট সম
আভা যাঁহার বরণ । যাঁহা হতে ভবভয় হয় নিবারণ ॥ সেই তোমা নমস্কার
করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥ অনন্ত শক্তি যাঁর
যিনি নিরঞ্জন । সত্ত্ব গুণ যিনি অখিল রঞ্জন ॥ সেই তোমা নমস্কার
করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥ সত্ত্ব রজঃ তম এই
তিন গুণ ধরি । যেই জন সৃষ্টি স্থিতি আর লয়কারী ॥ সেই তোমা নমস্কার
করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥ ভক্ত বলি রূপা করি
আমার উপরে । জনম ধরিলে দেব অধীনী-জঠরে ॥ নমস্কার নমস্কার করি
নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥ বম গর্ভে ওহে দেব ধরেছ
জন্ম । গর্ভদ্রুং কিছু মম না করি দর্শন ॥ গর্ভদ্রুংখহারী তুমি ওহে জনা-
র্দন । পুত্র বুদ্ধি তবোপরে না আছে এখন ॥ তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি
পুত্র পতি ॥ তুমি ভার্য্যা গুরু শিষ্য তুমি মাত্র গতি ॥ নমস্কার নমস্কার করি
নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥

দ্রুংখশোকহারী দেবদেব জনার্দন । অদিতির স্তব-বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥
মিষ্টভাষে সম্বোধিয়া কহেন তাঁহারে । শুন শুন বলিতেছি জননী তোমারে ॥
বামনের রূপ আমি করিয়া ধারণ । তোমার মনের বাঞ্ছা করিব পূরণ ॥ দৈত্য
ধর সমাশ্রয় হও গো জননি । তব হেতু হব আমি বামন এখনি ॥ এত বলি
দেবদেব হরি নারায়ণ । দ্বিভূজ বামন রূপ করেন ধারণ ॥ মঙ্গল করম কত
কণ্ঠ্য করিল । জনক জননী দৌহে আনন্দে মজিল ॥ আহা কি বিচিত্র লীলা
কর দরশন । সর্ব-মঙ্গলের হন আধার যে জন ॥ মঙ্গল করম হয় তাঁহার জনমে ।
কি আশ্চর্য্য হরি-লীলা ভেবে দেখ মনে ॥ বামনের রূপ হেরি লাগে চমৎকার ।
জবা-পুষ্প সম আভা মরি কি বাহার ॥ দেহ-তেজে চারিদিক লমুজ্বল হয় ।
এইরূপে জন্মে হরি কণ্ঠ্য-আলয় ॥ বালকের নাম যাহা রাখে সর্বজন ।
বলিতেছি এবে তাহা শুন দিয়া মন ॥ কণ্ঠ্যের পুত্র বলি কাণ্ঠ্যপি হইল ।
বামনত্ব হেতু নাম বামন রাখিল ॥ ইন্দ্রের অনুজ হন এই সে কারণে । উপেন্দ্র
বলিয়া ডাকে সকলে বামনে ॥ অদিতির পুত্র বলি আদিতের নাম । রক্তবর্ণ
হেতু হৈল রক্ত অভিধান ॥ এইরূপে ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হয়ে । বামন রূপেতে
হরি জন্মিল আসিয়ে ॥ দিনে দিনে শিশু ক্রমে বাড়িতে লাগিল । জনক
জননী হেরি আনন্দে ভাসিল ॥ এইরূপে কিছুকাল গত হয়ে যায় । যজ্ঞ-উপ-
বীত হেতু ভাবে মুনিরায় ॥ উপনয়নের কাল ভাবি ঋষিবর । নিমন্ত্রণ করে
ক্রমে দিক দিগন্তর ॥ দেবগণে ঋষিগণে করি নিমন্ত্রণ । উপনয়নের হেতু করে
আয়োজন ॥ দেব ঋষি আদি আসে আনন্দের ভরে । মহা-মহোৎসব হৈল
কণ্ঠ্য-আগারে ॥ শুদ্ধ বহি বিধিমনে করি আমন্ত্রণ । বিধি অনুসারে হোম
করি সম্পাদন ॥ বৃহস্পতি বক্তব্য লয়ে নিজ করে । সুললিত করি দিল

বামনের গলে । নিজের আগমন করি দেব দিবাকর । গায়ত্রী করিল দান
 রিখ অন্তর ॥ আসিয়া পার্বতী দেবী শিবের গেহিনী । বামনেরে দিল ভিক্ষা
 তরুতা মানি ॥ সম্বোধিয়া বামনেরে শিবা মতী কর । তোমারে দিতেছি
 ভিক্ষা ব্রাহ্মণ-ভনয় ॥ যে ভিক্ষা দিতেছি অগ্রে করহ শ্রবণ । জরা-মৃত্যু ইথে
 পরি হয় বিনাশন ॥ অতএব শুন ওহে ব্রাহ্মণ কুমার । জরা-মৃত্যু-হরা ভিক্ষা
 গ্রহ আমার ॥ দেবীর এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মিত্রভাবে সবিনয়ে
 গ্রহেন বামন ॥ শুন শুন ভগবতী আমার ভারতী । সর্বশ্রেষ্ঠা ভিক্ষা-মোরে
 দহ গো পার্বতী ॥ এত বলি ওম্ স্বস্তি করি উচ্চারণ । অঙ্গুষ্ঠানামিকা যোগে
 ধরেন গ্রহণ ॥ ভিক্ষা লয়ে শিরোদেশে স্থাপিত করিল । ক্রমে ক্রমে আর
 বে নানা দ্রব্য দিল ॥ নানা দ্রব্য নানা জনে করিল অর্পণ । পাণ্ডুকা-
 গুল ধরা দিলেন তখন ॥ কোপীন ও ভিক্ষাপাত্র দিল পঞ্চামন । বেণুদণ্ড
 দিল হর্ষে শমন রাজন ॥ ব্রহ্মসিঁরি দর্ভরাশি আনন্দে অর্পিল । কমণ্ডলু দিয়া
 দ্রাক্ষা হরিষে মজিল ॥ বীণাপাণি দিল গুরু তিলক কপালে । উর্দ্ধপুণ্ড্র-শোভা
 হরি জনমন ভুলে ॥ এইরূপে নানা দ্রব্য লভিয়া বামন । পরম তেজস্বী হৈল
 সৌভাগ্যশোভন ॥ যজ্ঞসূত্র ধরি যেন দ্বিগুণ জ্বলিল । রাজরাজ সম শোভা
 হুতলে উদিল ॥ এইরূপে যজ্ঞসূত্র করিয়া ধারণ । মাতৃ-পিতৃ-পদে হরি
 গণমে ভখন ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণে আর ঋষিগণে । অভ্যাগত যত বিপ্র
 আছিল সেখানে ॥ যথাবিধি নমস্কার করিয়া সবারে । বলিলেন সবিনয়ে রহি
 করযোড়ে ॥ এবে আমি গুরু-গৃহে করিব গমন । অনুমতি দেহ মোরে ইথে
 সর্বজন ॥ যথাবিধি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তথায় । পুনশ্চ সবার পাশে আসিব
 হেণায় ॥ পুত্রের এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । অদिति আপন মনে করেন
 চিন্তন ॥ কশ্যপ প্রভৃতি আর অন্য অন্য জনে । সকলেই চিন্তা করে নিজ
 মনে মনে ॥ অব্যয় বরদ যিনি বিষ্ণু সনাতন । জন্মিলেন তিনি আসি কশ্যপ-
 ভবন ॥ জন্মিলেন কৃপা করি অদिति-জ্যেষ্ঠে । আসিলেন বিপ্ররূপে অবনী
 মাঝারে ॥ এবে গুরু-গৃহে যেতে করিছে বাসনা । কিরূপে বলিরে প্রভু করিবে
 ছলনা ॥ কি উপায়ে পুনঃ রাজ্য দিবে দেবরাজে । নির্ণয় করিতে নারি
 ভাবি হৃদি মাঝে ॥ এইত হেরিছি প্রভু বামন আকার । তাহাতে মূতন এই
 ব্রাহ্মণ কুমার ॥ কিরূপে দানবপতি বলিরে ছলিয়ে । উদ্ধারিবে দেবগণে না
 পাই চিন্তিয়ে ॥ অথবা ধেরূপে প্রভু নিত্য সনাতন । দেবের দ্রুংসহ দ্রুংধ
 করিবে মোচন ॥ ইহাঁর তেজেতে মুগ্ধ হয়ে বৈরোচন । ইহাঁরে সকল রাজ্য
 করিবে অর্পণ ॥ ইনি রাজ্য লয়ে পুনঃ দিবে দেবরাজে । কেন তবে এত
 চিন্তা করি হৃদিমাঝে ॥ অতিনাতা বলি রাজ্য ধর্মপরাগণ । দণ্ডযোগ্য নহে
 কহু দানবরাজন ॥ বিপ্ররূপী প্রভু গিয়া দানবের গেহ । ভিক্ষা করি লবে
 রাজ্য নাহিক সন্দেহ ॥ এইরূপে চিন্তা করে যত মুনিগণ । এদিকে বামন-

রূপী প্রভু সনাতন ॥ কতিপর বিপ্রগণে সঙ্কেতে লইয়ে । চলিলেন হর্ষভরে
 গুরুর আলয়ে ॥ তথা গিয়া গুরুপদে করিয়া প্রণাম । সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন
 করিল ধীমান ॥ বৃহৎসপতি গুরুদেব করিয়া আদর । সযত্নে পড়ান যত শাস্ত্র
 নিরন্তর ॥ প্রথমতঃ ব্যাকরণ করি অধ্যয়ন । বেদান্ত মীমাংসা ন্যায় বড় দর-
 শন ॥ সাংখ্য পাণ্ডুল আর বিবিধ পুরাণ । নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ পড়ে
 মতিমান ॥ গুরুপাশে সর্বশাস্ত্র করি অধ্যয়ন । অল্পকালে সর্বশাস্ত্রে হন
 বিচক্ষণ ॥ আগম নিগম স্মৃতি সকলি পড়িল । সর্বশাস্ত্রে স্বল্পকালে সুপ-
 ণ্ডিত হৈল ॥ এইরূপে সর্বশাস্ত্র করি অধ্যয়ন । গুরুরে দক্ষিণা দিতে করিয়া
 মনন ॥ মিষ্টভাবে সম্বোধিয়া কহেন মুরারি । শুন শুন গুরুদেব নিবেদন
 করি ॥ সর্বশাস্ত্র শিক্ষা মোরে দিলে মহাশয় । দক্ষিণা অর্পিতে তোমা সমু-
 চিত হয় ॥ কি দিলে অঞ্চলী আমি তব পাশে হই । প্রকাশ করিয়া বল
 নিবেদি গোঁসাই ॥ একটা অক্ষর মাত্র যদি করে দান । গুরু বলি সেই জনে
 জানিবে ধীমান ॥ অঞ্চলী তাঁহারে দিয়া হইবারে পারে । হেন দ্রব্য নাহি
 তিন ভুবন মাঝারে ॥ দক্ষিণা বিহনে গুরু যদি ভুট হয় । তথাপি কিঞ্চিৎ
 দিবে নাহিক সংশয় ॥ তোমা হতে সর্বশাস্ত্রে লভিলাম জ্ঞান । তুমি মম
 জ্ঞানদাতা ওহে মতিমান ॥ গুরু-ভক্তি-তত্ত্ব আমি কিছু কিছু জানি । কি
 বলিব তব পাশে ওহে শিরোমণি ॥ হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 মিষ্টভাবে বৃহৎসপতি কহেন তখন ॥ বামন রূপেতে তুমি অখিল ঈশ্বর । অব-
 তীর্ণ হলে আসি ওহে দণ্ডধর ॥ বিদ্যা শিক্ষা শুধু তব শিক্ষা দিবা তরে ।
 সর্বশাস্ত্র-কর্তা তুমি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ॥ সকলের পতি তুমি ওহে মহামতি ।
 লোকাভিত তুমি দেব অগতির গতি ॥ বিদ্যা শিক্ষা হেতু এলে আমার গোচরে ।
 পরম দক্ষিণা এই জানিবে অন্তরে ॥ অধিক দক্ষিণা আর কি আছে বল না ।
 পূর্ণ হৈল সব মম মনের কামনা ॥ একমাত্র তব পাশে এই নিবেদন । অব-
 তীর্ণ হলে প্রভু যাহার কারণ ॥ সে কার্য সাধহ ত্রা করি গো প্রার্থনা ।
 উহাই জানিবে মম পরম দক্ষিণা ॥ কতরাজ্য হয়ে আছে দেব শচীপতি । পুনঃ
 তারে দেহ রাজ্য ওহে মহামতি ॥ গুরুরূপে সুপ্রসন্ন আছি তবোপরে । যাহ
 যাহ ত্রা করি কার্য সাধিবারে ॥ গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । বন্দিয়া
 ভকতিভরে তাঁহার চরণ ॥ বিপ্রগণে সঙ্কেত লয়ে করেন পয়াণ । শুনিতে অপূর্ব
 কথা ওহে মতিমান ॥ বামনের জন্মকথা যেই জন শুনে । অনাস্রাসে তরে
 সেই ভবের বন্ধনে ॥ বামনের রূপ হুদে করিয়া চিত্তন । ভক্তিভরে যেই
 তাঁরে করয়ে অর্চন ॥ ইহলোকে হয় তারি দুর্গতি বিনাশ । অন্ত্রিমে অনন্ত-
 খামে সুখে করে বাস ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।



বামনের বলিপাশে গমন, বলির নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণ
ও বলির পাতালে গমন ।

ভগবান্নবাচ । ইচ্ছাষ বাস্বাং সকলং চাপিতং বর্ত্তমানং নৃপ ।
ঈদৃশং স্মৃত্যং গচ্ছ পিতামহমধিতং ॥
অষ্টমবস্তরাঘাতে ভবিতেন্দ্রো ভবামিতি ।
অহং যয়া পবিক্রীতো দ্বাবী ত্তেহহং গদাদরঃ ॥
যয়া মদেক্ষিতঃ স্বাতা স্মৃত্যলেক্ষি মহামতে ।
স্থিতা ত্তে বিমলা কীৰ্ত্তিঃ সৰ্ব্বসদানকাৰিণঃ ॥
ইত্যান্তেন কৃষ্ণেন বামনেন মহাস্বন্য ।
বিপ্রগো চ স্মৃত্যং পিতামহমধিতং ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন । হরির অপূৰ্ব লীলা পুরাণ কথন ॥
বামনের রূপধারী অখিলের পতি । বিপ্রগণে সযোধ্যিয়া কহেন ভারতী ॥ অস্ত্র-
ধামী ভগবান্ অখিল-রঞ্জন । জানিয়া শুনিয়া তবু জিজ্ঞাসে বচন ॥ শুন শুন
বিপ্রগণ বচন আমার । ভূমি হেতু যাই আমি কাহার আগার ॥ কোথায়
করিব স্থিতি তপস্যা কারণে । হেন স্থান কেবা দিবে কহ মোর স্থানে ॥ বাম-
নের বাক্য শুনি যত বিপ্রগণ । মধুর বচনে কহে শুনহ বামন ॥ বিরোচন-পুত্র
দৈত্য বলি নাম যার । অধুনা সকল পৃথ্বী অধীন তাহার ॥ নর্যদা-উত্তর-
তীরে করি অবস্থিতি । অধুনা করিছে যজ্ঞ সেই দৈত্যপতি ॥ যজ্ঞ দাতা বিপ্র-
প্রিয় সেই দৈত্যবর । অবিলম্বে যাও ভূমি তাঁহার গোচর ॥ তাঁহার নিকটে
ভিক্ষা কর গিয়া ভূমি । অবশ্য দিবেন ভূমি দৈত্য-শিরোমণি ॥ বিপ্রগণ-বাক্য
শুনি দেব জনার্দন । বলির নিকটে যেতে করেন মনন ॥ ধীরে ধীরে মন্দ
মন্দ করয়ে গমন । প্রতি পদে ধরা দেবী কাঁপে ঘন ঘন ॥ ক্রমে ক্রমে পর্য্যটন
করি বহুদূর । উপনীত হন আমি বলি-দৈত্যপুর ॥ দূর হতে বলি রাজা করে
নিরীক্ষণ । অপূৰ্ব বামনমূৰ্ত্তি করে আগমন ॥ যজ্ঞাসনে বসি দৈত্য করে
দরশন । চারিদিকে বেড়ি আছে যত ঋষিগণ ॥ বলি রাজা মনে মনে করয়ে
চিন্তন । সামান্য না হবে এই আসিছে বামন ॥ সূর্য্যাসম কিবা তেজ অতি
চমৎকার । দিবসে নেহারি যেন শশীর আকার ॥ অথবা অমল দেব হবে
এই জন । নির্ণয় করিতে নাহি পারি কদাচন ॥ রুদ্রদেব হবে কিবা এই
মহাজন । সনতরুমার কিয়া করি দরশন ॥ এইরূপে বলি রাজা নানা তরু

করে । হেমকালে হরি আসে সবার গোচরে ॥ পদভরে ধরাধেবী করে টলমল ।
 হেরিয়া দামবপতি অধীর-অন্তর ॥ সহসা আগমন হতে করে গাত্ৰোত্থান ।
 বসিতে বামমে করে আসন প্রদান ॥ সুতপ্ত কাক্ষন সম লোহিত বরণ । অপূর্ব-
 মুরতি দেব বসেন তখন ॥ নিজে দৈত্যপতি ঐকান্তিক ভক্তিভরে । সম-
 তনে বামনের পদধৌত করে ॥ পদধৌত-বারিশিরে করয়ে ধারণ । যজ্ঞ-
 কৰ্ম পরিভাগ করিল রাজন ॥ বামন-পূজায় মন নিযুক্ত করিল । বিশুদ্ধ
 অন্তরে পূজা করিতে লাগিল ॥ পূজা সাধি করযোড় করি দৈত্যবর । বামনে
 সম্বোধি কহে ওহে বিপ্রবর ॥ নমস্কার মহাবাহো ওহে মহামুনে । নিবেদন
 করিতেছি আপনার স্থানে ॥ মূর্তিমান তপঃ সম নিরখি তোমায় । যাচক
 তোমারে হেম ভাবেতে বুঝায় ॥ তোমারে করিতে দান হয় অভিলাষ । বামনা
 তোমার কিবা করহ প্রকাশ ॥ তোমা সম ভিক্ষু পেয়ে আমার জীবন । সার্থক
 বলিয়া মানি ওহে তপোধন ॥ বলির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মিষ্টভাষে
 দেবদেব কহেন তখন ॥ প্রহ্লাদের পৌত্র তুমি ধার্মিক-প্রবর । যা বলিলে
 সত্য বটে ওহে দৈত্যবর ॥ যজ্ঞ করিতেছ তুমি করিয়া শ্রবণ । যাচক হইয়া
 আমি তোমার সদন ॥ যাহা কিছু দান মোরে করিবে রাজন । সাদরে আনন্দে
 আমি করিব গ্রহণ ॥ আমরা ব্রাহ্মণ জাতি অস্পৃশ্যত্ব চাই । অধিক বামনা
 কভু আমাদের নাই ॥ সামান্য কিঞ্চিৎমাত্র করি যে যাচন । এই হেতু আমি
 আমি তোমার সদন ॥ এতেক বচন শুনি বলি দৈত্যপতি । কহিলেন শুন
 শুন ওহে মহামতি ॥ বহু বাঞ্ছা তেয়োগিয়া অস্পে আকিঞ্চন । ইহার কারণ
 কিবা ওহে তপোধন ॥ মহাধনী আমি হই নাহিক সংশয় । মহাব্রহ্মতেজা
 তুমি ওহে মহাশয় ॥ সৰ্ব্ববাঞ্ছা যম পাশে করিতে পূরণ । কেন না করিছ ইচ্ছা
 ওহে তপোধন ॥ অস্পে অর্থ লাভ করি আমার সকাশে । কেন তুমি যাবে
 পুনঃ অপরের পাশে ॥ অতএব যম পাশে করহ যাচন । সাগর পৰ্ব্বত দ্বীপ
 যাহা আকিঞ্চন ॥ গ্রাম নগরাদি যাহা যাহা চাহ তুমি । অশ্ব রথ হস্তী বন
 অথবা কামিনী ॥ মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্য যাহে বাঞ্ছা হয় । অপরিাপ্ত দিব তাহা
 ওহে মহাশয় ॥ এ সব তাজিয়া কেন অস্পে অভিলাষ । বিবরিয়া মোর পাশে
 করহ প্রকাশ ॥ সাম্রাজ্যসম্পত্তি সব প্রসাদে যাহার । সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ তুমি
 আমার আগার ॥ তব করে দান দিতে না হব ক্লেশ । অতএব যাহা চাহ
 করিব অর্পণ ॥ আমি দাতা তুমি প্রার্থী যোগ্য তুমি জন । অতএব চাহ ভিক্ষা
 শুনহ বামন ॥ বলির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মিষ্টভাষে হাসি হাসি
 বলেন বামন ॥ যা বলিলে সত্য বটে ওহে মহাশয় । তুমি দাতা আমি অর্থী
 নাহিক সংশয় ॥ তপস্বীর পুত্র আমি ওহে মহামতি । অস্পে দ্রব্য হেতু
 আসিয়াছি দৈত্যপতি ॥ অহুল ঐশ্বর্য্য ভব জানি যে অন্তরে । তাহে কিবা
 কাজ যম বলত আমারে ॥ অর্থীর ক্ষয়ে হয় যাহা আকিঞ্চন । দাতা জনে

দিয়ে তাহা শাস্ত্রের বচন ॥ অম্প কিয় বহু হোক না করি বিচার । সাদরে
করিবে পূর্ণ বাসনা তাহার ॥ অম্প দ্রব্য ভিক্ষা কৈলে নাহি দিবে দান ।
হেন কথা কভু নাহি শুনি মতিমান ॥ অম্প কিছু চাহি আমি ওহে দৈত্যবর ।
কৃপা করি দেহ তাহা দানব-দৈত্বর ॥

এতেক বচন শুনি দৈত্য-অধিপতি । সন্তুষ্ট-হৃদয়ে কহে শুন মহামতি ॥
তোমার বাসনা যাহা বলহ এখন । শুমিতে বাসনা বড় করিতেছে মন ॥
আগেতে না জানি তব মন-অভিপ্রায় । রথা কেন তর্ক করি ওহে বিপ্ররায় ॥
বলির বচন শুনি বামন তখন । বলিলেন শুন বলি দানব-রাজন ॥ ব্রাহ্মণ-
বালক আমি শুনহ রাজন । তপস্যা করিতে আমি করিয়াছি মন ॥ এই হেতু
আগমন তোমার সকাশে । অম্পমাত্র ভূমিদান মাগি তব পাশে ॥ ত্রিপাদ-
সম্মিত ভূমি আমি মাত্র চাই । ইহা ভিন্ন আর কিছু আকিঞ্চন নাই । কৃতার্প
হইব ইথে শুন দৈত্যেশ্বর । সৰ্বদান ফল পাবে করিনু গোচর ॥ অধিক বলিব
কিবা দানব-রাজন । তব পাশে এইমাত্র মম আকিঞ্চন ॥ ত্রিপাদ-সম্মিত
ভূমি অর্পহ আমারে । এইমাত্র ভিক্ষা করি তোমার গোচরে ॥ এইমাত্র বলি-
রাহ ওহে দৈত্যবর । কিবা দ্বীপ কিবা বর্গ কিবা গিরিবর ॥ 'মাহা চাব তাহা
দিয়ে নাহি হবে আন । স্মরণ করহ তাহা ওহে মতিমান ॥ ত্রিপাদ-অবনী দান
করিলে আমারে । সৰ্বদান ফল হবে কহিনু তোমারে ॥ শুন শুন মহাভাগ
চিন্তা নাহি কর । দান-যোগ্য ভিক্ষা ইহা ওহে দৈত্যবর ॥ আমার চরণে
মাপি তিনপাদ ভূমি । সন্তুষ্ট-হৃদয়ে দান কর দৈত্যস্বামী ॥ বামনের বাক্য
শুনি দানব-রাজন । বসিলেন শুন বলি বিপ্রের নন্দন ॥ এক্রপ তোমার মতি
কি হেতু হইল । তব বাক্য শুনি মনে বিষয় জন্মিল ॥ সর্বথা বামন তুমি
ওহে বটুবর । কেবল নিরখি মাত্র তেজী কলেবর ॥ তব তিন পাদ ভূমি
অম্পমাত্র গণি । ইহা লয়ে কি করিবে কহ দেখি শুমিণী ॥ এত বলি সভাগণে
করি সম্বোধন । কহিলেন দৈত্যপতি ওহে সভাগণ ॥ অম্পার্থে ভিক্ষুক এই
বামন ব্রাহ্মণ । এখন উচিত কিবা কহ সর্বজন ॥ রাজার বচন শুনি সভাস্থ
সকলে । সবিনয়ে নিবেদিল দৈত্যের দৈত্বেরে ॥ শুন শুন দৈত্যপতে
মোদের বচন । দান কর যাহা চাহে বিপ্রের নন্দন ॥ অম্পমাত্র ভিক্ষা করে
বিপ্রের তনয় । ইহারে অর্পিয়া হও আনন্দ হৃদয় ॥ অথন ইহাতে কভু না হবে
রাজন । সন্তুষ্ট-হৃদয়ে কর বামনে অর্পণ ॥ সভ্যের বচন শুনি দানবের পতি ।
বামনেরে বলে বলি শুন মহামতি ॥ তোমার বাসনা আমি করিব পূরণ । চাহি-
তেছ যাহা তাহা করহ গ্রহণ ॥ এত বলি মহাদাতা দানব-রাজন । কুশ জল
তিল আদি করিল গ্রহণ ॥ তাত্রপাত্রে কুশ আদি লইয়া যতনে । ওম্ তৎ-
সদিত্তি বাক্য উচ্চারে বদনে ॥ হেনকালে দৈত্যগুরু শুক্র মহাশয় । বলিরে
সম্বোধি কহে শুন দরাময় ॥ শুন শুন দৈত্যপতে আমার বচন । ক্ষান্ত হও

জ্ঞান হও না কর চিন্তন ॥ তাত্ৰপাত্ৰ শীঘ্ৰ ত্যাগ কর মহামতি । শুন দিয়া শুন
এবে আমার ভারতী ॥ দান দানপাত্ৰ আগে করিয়া বিচার । তবে দান দিতে
হয় ওহে গুণাধার ॥ কি দান দিতেছ স্বদে কর বিবেচনা । প্রার্থী হয় কোন
জন করহ ভাবনা ॥ রাজা হয়ে নাহি কিছু করিয়া বিচার । অমনি দিতেছ
দান ওহে গুণাধার ॥ গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । সবিলয়ে বলি
রাজা কহেন তখন ॥ ভূমি মম পুরোহিত তুংগ তনয় । নমস্কার করি তোমা
ওহে মহাশয় ॥ ত্রেমরূপী ভূমি দেব করি নমস্কার । নিজ তেজে সমুদীপ্ত
তোমার আকার ॥ ব্রাহ্মণ জানিয়া আমি করিতেছি দান । ইথে কিবা জিজ্ঞা-
সিব ওহে মতিমান ॥ যদি ভূমি এই বিপ্রে জান মহাশয় । অবিলয়ে দেহ
মোরে সব পরিচয় ॥ কিবা গোত্র কিবা কৰ্ম্ম কিবা ধরে নাম । সব পরিচয়
কহ ওহে মতিমান ॥

বলির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । শুক্রাচার্য্য মিষ্টভাবে কহেন তখন ॥
শুন শুন মহাভাগ বচন আমার ॥ সনাতন বিদ্যুৎ ইনি জগত-আধার ॥ অদ্বি-
জ্ঞারে জন্ম মায়া করি ধরে । বামনরূপেতে আসে কশ্যপ-আগারে ॥ দেবতার
হিত হেতু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর । অবতীর্ণ ধরাধামে ওহে দৈত্যেশ্বর ॥ তোমার অপায়
হেতু ইহার জন্ম । কহিনু প্রকৃত কথা শুনহ রাজন ॥ এতেক বচন শুনি
দানব-ঈশ্বর । কহিলেন শুন শুন ওহে বিপ্রবর ॥ কি বলিলে যিনি হরি
প্রভু নারায়ণ । বামনরূপেতে তিনি আমার মদন ॥ দেবতার কার্য্য হেতু
হৈল অবতার । শুনিয়া লাগিল স্বদে অতি চমৎকার ॥ এতেক বচন শুনি
শুক্র মহামতি । কহিলেন শুন শুন ওহে দৈত্যপতি ॥ ইন্দ্রের রাজত্ব ভূমি
লয়েছ হরিয়া । ত্রিপাদ ছলেতে বিপ্র যাইবে লইয়া ॥ ত্রিপাদ ছলেতে ভিক্ষা
করিছে যাচন । একপাদে ধরা সৰ্ব্ব করিবে গ্রহণ ॥ দ্বিতীয় চরণে লবে স্বরগ
মণ্ডল । শরীরে ব্যাপিবে দেব সৰ্ব্ব নভস্থল ॥ তৃতীয় চরণে স্থান দিতে না
পারিবে । তখন বলহ দেখি কি কাজ করিবে ॥ গুরুর এতেক বাক্য করিয়া
শ্রবণ । বলিরাজা পুনঃ কহে শুন নিবেদন ॥ দুই পদ হেরিতেছি গুণো
মহাশয় । তৃতীয় চরণ কোথা দেহ পরিচয় ॥ কিরূপে তৃতীয় পাদে যাচিবেক
ভূমি । কহ দেখি সেই কথা ওহে মহামুনি ॥ দুই পদ ধরে সবে বিদিত
সংসারে । তৃতীয় চরণ বল পাবে কি প্রকারে ॥ বলির এতেক বাক্য করিয়া
শ্রবণ । শুক্র মহামতি পুনঃ কহেন বচন ॥ শুন শুন মহাভাগ ওহে দৈত্যপতি ।
বিশেষিয়া ধর স্বদে আমার ভারতী ॥ ইন্দ্রের রাজত্ব ভূমি কয়েছ হরণ । সে
হেতু তোমাতে নাশ করিতে রাজন ॥ বিশ্বগুরু নারায়ণ ঋষন আকারে । আসি-
য়াছে চল করি তোমার গোচরে ॥ এই যে হেরিছ রাজা যুগল চরণ । রজ-
স্বমোরুপ ইহা জানিহ রাজন ॥ সাত্ত্বিকরূপেতে আছে তৃতীয় চরণ । অতি
সুক্ষ্ম সেই পদ শুনহ রাজন ॥ সময়ে প্রকাশ হবে নাহিক সংশয় । জন্মিয়াছে

তিনপদ ওহে মহাশয় ॥ ইহাৱে ত্রিপাদ স্থল যদি কর দান । ভূমি তবে কোথা
যাবে কহ মতিমান ॥ শুক্রেৱ এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । বলিরাজা কহে
শুন আমার বচন ॥ যা বলিলে যদি সত্য হয় মহাশয় । যুথের বিষয় ইহা
নাহিক সংশয় ॥ যদ্যপি প্রকাশ হয় তৃতীয় চরণ । অবশ্য পাইব স্থল ওহে
তৎপাথন ॥ যদি এই বিপ্র হব অখিলের পতি । আমার পরম ভাগ্য ওহে
মহামতি ॥ বামন হইয়া যদি হন নারায়ণ । আমার বাসনা তবে হইল পূরণ ॥
মার লাগি যজ্ঞ করি ওহে মহাশয় । সেই জন সমাগত আমার আলয় ॥
ইহা হতে ভাগ্য বল কিবা আছে আর । অনুগ্রহ কৈল মোরে দেব দয়াদার ॥
নতত ভকতি যম আছে বিপ্রোপরে । বিপ্রে দান দেই আমি সদা অকাতরে ॥
ইহা জানি বিপ্ররূপে দেব নারায়ণ । প্রার্থীরূপে আমিলেন আমার মদন ॥
যজ্ঞরূপী নারায়ণ এই মনাতন । ইহাৱে করিব দান না হবে খণ্ডন ॥ প্রতিজ্ঞা
করেছি আমি দিব ইন্দিদান । কল্পে করিব মিথ্যা বল মতিমান ॥

রাজার বচন শুনি শুক্ল মহামতি । কহিলেন শুন শুন ওহে দৈত্যপতি ॥
কাথ্যভেদে মিথ্যা হয় ধর্মের কারণ । যথার্থেতে পরিণত ধরন কখন ॥ জাদি
কবি পূর্বে যাহা করেছে কীর্তন । সেই কথা বলি শুন দানব-রাজন ॥ জীবন
মন্ডল যদি হয় উপহিচ । গোবিপ্র রক্ষার কালে জানিবে নিশ্চিত ॥ বিবাহে
তথার্থে আদি কতিপয় কালে । অশ্রম না হয় কভু অসত্য বলিলে ॥ অতএব
কর দৈত্য মিথ্যা আচরণ । ইথে কোন দোষ নাহি হবে কদাচন ॥ নাহি
হইবে রক্ষা প্রাণরক্ষা হবে । আমার বচন সত্য অমিথ্যা জানিবে ॥ শুক্রেৱ
এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । বলিরাজা পুনঃ কহে মধুর বচন ॥ যাবলিলেন
সত্য ঘটে ওহে মহাশয় । কিন্তু যম বাক্য কভু খণ্ডবার নয় ॥ কেন রূপে
শ্রী-
পাদি করহ কীর্তন । বলিরাজা যাহা তাহা করিব সাধন ॥ যখনকালে
“দিব” না হবে অন্যথা । আমার প্রতিজ্ঞা জেন সাধিব স্মার্ত্তথা ॥ বিবাহে
অনুকুল আমার অন্তর । কেন রূপে বাধা দেও ওহে বিপ্রবর ॥ বহু বড় বিপ্র
যাছে মানব-আগারে । সদা বিচরণ করে সমল অন্তরে ॥ বুটভাবে পরিপূর্ণ
তাদের হৃদয় । অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয় ॥ ভবিতবা যাহা আছে
অবশ্য ঘটিবে । হেন জন নাহি তাহা খণ্ডিতে পারিবে ॥ বিহবকরে সর্ব বিশ্ব
করিব অর্পণ । আমার ভাগ্যারে ডাক আমার মদন ॥ দিক্কাব-নী যম ভাব্যা
রেমে তৎপর । তাহাৱে আনহ শাস্ত্র আমার গোচর ॥ তাহা সহ দিলি আমি
শানন্দিত-মনে । সাদরে পূজিব দেবদেব মনাতনে ॥ বাহুদেবে ভক্তিমান
না যেই জন । তার অমঙ্গল নাহি ঘটে কদাচন ॥ আমাদের কুলদেব নারায়ণ
হরি । প্রহ্লাদের প্রাণরক্ষা করিতে চুরারি ॥ নরসিংহ রূপ ধরে দেব মনা-
তন । অব্যয় পুরুষ তিনি নিত্য নিরঞ্জন ॥ এত বলি বলিরাজা জলপাত্র লয় ।
তাত্রপাত্রে কশ জল তিল আদি রয় ॥ কামিনাবিহীন হয়ে মর্পদী মনে । প্রস

তৎসদিতি বাক্য বলিয়া বদনে ॥ মাস পক্ষ আদি বাক্য বিধানে উচ্চারি।
সম্প্রদান-বাক্য বলে অমরের অরি ॥ অমনি বামনরূপ করি বিমর্জ্জম। অবা-
মনরূপ ধরে দেব সনাতন ॥ এক পদ তুলে দেব স্বরগ উপরে। ত্রৈলোক্যে ঘেরিল
পদ সবার গোচরে ॥ সেই পদে গঙ্গাজল দিল প্রজাপতি। যেই জল কম-
ণ্ডুলে করে অবস্থিতি ॥ এক পদে দেবদেব ব্যাপে ধরাতল। আকাশ ঘেরিল
ক্রমে দেব-কলেবর ॥ তৃতীয় পদের স্থান দেহ মহাশয়। এত বলি বাক্কে
দৈত্যে দেব দয়াময় ॥ পতির বন্ধন দেখি বিদ্যাবলী মতী। মনোভ্রঞ্জে কহে
শুন' অখিলের পতি ॥ শুন শুন জগন্নাথ আমার বচন। তোমারে সেবিল সদা
দানব-রাজন ॥ মুক্তিদাতা তুমি দেব বিদিত সংসারে। তবে কেন বাক্কে দৈত্যে
বলহ আমারে ॥ বিরোচনসুত এই অসুর রাজন। নিরুপট নরপতি ধর্ম্মপরা-
য়ণ ॥ মুক্তিদাতা জানি তোমা করে আরাধনা। তবে কেন বাক্কে নাথ দানবে
বল না ॥ দুই পদ-স্থান তুমি লভিয়াছ হরি। এক পদ আছে আর শুনহ
কাণ্ডারী ॥ দৈত্যের মস্তকে কেন না কর অর্পণ। রুখা কেন কর দেব নাথেরে
বন্ধন ॥ রূপা করি পদ রাখ মস্তক-উপরে। মুক্ত হয়ে যাক রাজা তব রূপা-
বলে ॥ তোমার সেবক খ্যাত দানব-রাজন। বন্দীভূত করা নহে উচিত কখন ॥

শুক বলে শুন শুন মুনি মহাশয়। বিদ্যাবলী-বাক্য শুনি দেব দয়াময় ॥
দৈত্যের মস্তকে দেন তৃতীয় চরণ। ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠে সেইক্ষণ ॥ এইরূপে
মুক্ত করি দানব-রাজনে। দেবদেব হরি কহে মধুর বচনে ॥ শুন শুন দৈত্য-
পতি আমার বচন। ইন্দ্রকে সকল রাজ্য করিহু অর্পণ ॥ সুতলে গমন কর
পিতামহ সহ ॥ সুফল ফলিবে তব নাহিক সন্দেহ ॥ অষ্ট-মহন্তর যবে হবে
উপস্থিত। ইন্দ্রত্ব লভিবে তুমি কহিহু নিশ্চিত ॥ বিক্রীত হলেম আমি
তোমার গোচরে। দ্বারীরূপে রব আমি সদা তব দ্বারে ॥ সুতলে থাকিয়া তুমি
সদা সর্ব্বক্ষণ। আমারে হেরিবে তথা কহিহু বচন ॥ সর্ব্বস্ব অর্পিলে তুমি ওহে
মহামতি। ইহাতে রটিবে তব সুঘণ সুখ্যাতি ॥ প্রহ্লাদের হেতু পূর্বে আন-
ন্দিতমনে। নরসিংহ-রূপ ধরি কহি তব স্থানে ॥ ত্বদর্থে ধরিহু আমি বামন
আকার। এখন শুনহ শীঘ্র বচন আমার ॥ আরু করম শীঘ্র করি সমাপন।
সুতলে প্রবেশ কর দানব-রাজন ॥ ক্রোধের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। অব-
শিষ্ট যজ্ঞকর্ম্ম করি সমাপন ॥ পিতামহ সহ যান সুতল পাতালে। অন্তর্হিত
হন বিষ্ণু সবার গোচরে ॥ অংশরূপে দেবদেব হরি গদাধর। সুতলে বলির
দ্বারে রহে নিরন্তর ॥ শুনিলে জৈমিনি ঋষে পুরাণ আখ্যান। বলিলাম পুণ্য-
কথা তব বিদ্যমান ॥ অহাপুণ্য উপাখ্যান বামনচরিত। পড়িলে শুনিলে হয়
পাতকরহিত ॥ শনার্থী লভয়ে ধন ধর্ম্মার্থী ধরম। রাজ্যার্থী লভয়ে রাজ্য
বন্ধ্য পুত্রধন ॥ পুত্রার্থী পুত্র হয় নাহিক সংশয়। কুরুপী সুরূপ লভে
জানিবে নিশ্চয় ॥ বামনচরিত যদি করে অধ্যয়ন। অথবা একান্তমনে করয়ে

প্রবণ ॥ ধরম আরোগ্য বিদ্যা লভয়ে নিশ্চয় । লভয়ে অব্যয় ফল নাহিক
সংশয় ॥ প্রাপ্তিরে গমনে বসে দুর্গম গহ্বরে । শশানে মশানে কিয়া নৃপতির
দ্বারে ॥ একমমে ভক্তিভরে করিলে স্মরণ । সে জন বিপদে তরে শাস্ত্রের
বচন ॥ স্মৃতিমাত্র দিব্যজ্ঞান পায় সেই নর । তার হৃদে সদা রহে বৈকুণ্ঠ-
দৈবর ॥ পুণ্যদিনে আত্মকালে দেবতারাদনে । ভক্তি করি শুনে কিয়া পড়ে
একমনে ॥ নির্বাপন পদবী লভে সেই সাধু জন । কহিনু তোমার পাশে ওহে
তপোধন ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

সগররাজার যজ্ঞ অনুষ্ঠান, যজ্ঞীয় অশ্ব-হরণ, কপিলশাপে সগর-
সন্তানগণ ভস্ম এবং সগরাদি কর্তৃক গঙ্গার
আরাধনা ।

দে ভাষো সগরস্তাপি স্মৃতিঃ কেশিনী হতঃ ।
ঐকান্ত্যে চ প্রসাদেন স্মৃতিঃ সগরান্ পাণ্ড ॥
পূত্ৰান্ যষ্টিসহস্রানি কেশিনী তমমজসং ।
সপুত্ৰান্ বক্রিনো দুষ্টাঃ পৃথিবীবারণক্ষমান্ ॥
দ্বয়ং যষ্টীং মনশ্চক্রে অক্লিষ কবিদেবতঃ ।
তস্মৈ যজ্ঞহব্যং বিপ্র অহং নারীণা অস্তযথা ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন । অপূর্ব পুরাণ-কথা করিব বর্ণন ॥
হরিপদ যবে উঠি ব্রহ্মাণ্ড বিদরে । কমণ্ডলু-জল দেন ব্রহ্মা সেই কালে ॥ গঙ্গা-
জলে স্পৃষ্ট হয়ে হরির চরণ । অপূর্ব সুদীপ্তি ধরে ওহে তপোধন ॥ তদবধি
গঙ্গা রহে হরির চরণে । পল্লভাত মহাত্ম্য নিজ মনে মনে ॥ অন্তর্হিত হন
পরে হরি দয়াময় । জাহ্নবী রহিল পদে করিয়া আশ্রয় ॥ সেই পদ হতে গঙ্গা
সমুদ্ভূত হয়ে । পবিত্র করেন ধরা পরেতে আগিরে ॥ সবিস্তার তব পাশে
করিব কীর্তন । মন দিয়া শুন ঋষে অপূর্ব কথন ॥ পল্লভাত-নাতিপল্লভে
ব্রহ্মার জনম । যরীচি তাঁহার পুল জানে সর্বজন ॥ যরীচির পুল হয় কণ্ডপ
সুজন । কণ্ডপ হইতে রবি ধরেন জনম ॥ রবির তনয় যমু বিদিত সংসারে ।
আত্মদেব নামে যিনি খ্যাত চরাচরে ॥ তাঁহার তনয় হয় ইক্ষ্বাকু সুজন ।
বিকুঙ্কি ইক্ষ্বাকুহৃত জানে সর্বজন ॥ বিকুঙ্কির পুল জন্মে নামে পুরঞ্জয় ।
অমেনা নামেতে হয় তাঁহার তনয় ॥ অমেনার পুল হয় পৃথু মহামতি । বিশ্ব-

গন্ধি নামে হয় পৃথুর সন্ততি ॥ বিশ্বগন্ধি হতে চন্দ্র ধরয়ে জনম । যুবনাথ
 হয় পরে চন্দ্রের নন্দন ॥ শ্রাবস্ত তাহার পুত্র ওহে মহোদয় । রুহদশ নামে
 হয় শ্রাবস্ত-তনয় ॥ রুহদশ লভে পুত্র ধুকুমার নাম । ধুকুমার-সুত জন্মে দৃঢ়াশ
 আখ্যান ॥ হৃদ্যাশ নামেতে হয় তাঁহার নন্দন । নিকুম্ভ হৃদ্যাশপুত্র ওহে তপো-
 ধন ॥ হরিণাশ জন্মে পরে ওহে মহাশয় । কুশাশ নামেতে হয় তাহার তনয় ।
 শ্বেনজিৎ নামে হয় কুশাশনন্দন । যুবনাথ তার পুত্র বিদিত ভুবনে ॥ যাক্ষাজ
 জন্মে শেষে যুবনাথে হতে । পুরুকুৎস জন্মে শেষে মানবভূমিতে ॥ এষদমু
 নামে হয় তাহার নন্দন । অনরণ্য তার পুত্র ওহে তপোধন ॥ হৃদ্যাশ তাহার
 পুত্র ওহে মহাশয় । ত্র্যকর্ণ নামেতে হয় হৃদ্যাশ-তনয় ॥ ত্র্যকর্ণের পুত্র হব
 ত্রিবন্ধন নাম । তাহার তনয় জন্মে ত্রিশঙ্কু আখ্যান ॥ হরিশ্চন্দ্র তার পুত্র
 অতি মহোদয় । রোহিত নামেতে হরিশ্চন্দ্রের তনয় ॥ রোহিতের পুত্র হয়
 হরিত আখ্যান । হরিতের পুত্র জম্বু ওহে মতিমান ॥ বিজয় তাহার পর ধরয়ে
 জনম । ভবক নামেতে হয় বিজয়-নন্দন ॥ ভবকের পুত্র হয় বৃক অভিধান ।
 বৃকের তনয় জন্মে বাহুক আখ্যান ॥ সগর বাহুকপুত্র বিদিত ভুবনে । মহা-
 বল পরাক্রান্ত কহি তব স্থানে ॥ সগরের দুই ভাগ্যি মনোবিমোহিনী । স্মৃতি
 একের নাম দ্বিতীয়া কেশিনী ॥ ঐশ্বর্য প্রসাদে সেই রূপসী স্মৃতি । যথা
 কালে লভে যক্তি সহস্র সন্ততি ॥ সগর ঐরসে জন্মে দে সন নন্দন । কেশিনী
 লভয়ে একমাত্র পুত্রধন ॥ অসমগ্ন নাম তার বিদিত ভুবনে । সত্য রাধিক
 মন ঈশ্বর-চরণে ॥ পুত্রগণে মহাবল করি দরশন । বজ্র হেতু মন করে সগর
 রাজন ॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ হেতু করি আরোহণ । ঋষি-দেবগণে রাজা করে নিদ-
 ত্বরণ ॥ যথাবিধি যজ্ঞ-অশ্ব ছাড়ি দিলে পর । হরি নিল সেই অশ্ব পরগ-
 নিকর ॥ অমুরার বশ হয়ে ঘোটক হরিণে । রাখিল ঘোটকবরে পাতালে
 লইয়ে ॥ কপিল নামেতে ঋষি মহাতলে ছিল । তাহার নিকটে অশ্ব লইয়া
 রাখিল ॥ সমাধিতে আছে দুনি একান্ত অন্তর । এ সব ব্রতান্ত নহে তাঁহার
 গোচর ॥ এদিকে ঘোটক নাহি পাইয়া রাজন । মনে মনে নানা চিন্তা করে
 অনুক্ষণ ॥ ঘাইট হাঙ্গার পুত্র দিলেন আদেশ । অশ্ব অহেষিয়া আন আশ-
 নার দেশ ॥ পিতার আদেশে সেই রাজপুত্রগণ । অশ্ব অহেষিতে মবে করিল
 গমন ॥ নববর্ষ সম্পূর্ণীপ সপ্ত স্বর্গপুরে । নানাতানে অশ্বেষণ ক্রমে ক্রমে করে ॥
 কোন স্থানে নাহি পায় তুরদমবর । অশ্বের লাগিয়া হৈল ব্যাকুল-অন্তর ॥
 কুদাল নামক ঋষি ছিল পুরাতলে । নিরখি লইল তাহা অতি কুতূহলে ॥ সেই
 অশ্বে গর্ত খুঁড়ি ধরণী উপর । বিবরে প্রবেশ করে হরিষ অন্তর ॥ অতল
 বিতল তল ভ্রমিল স্তল । ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় পরের সাতল ॥ কুত্রাপি
 গভীরে অশ্ব না করে দর্শন । মহাতলে অবশেষে করিল গমন ॥ সগর-সন্তান-
 গণে নিরীক্ষণ করে । নাগগণ স্পন্দাইল সভয় অন্তরে ॥ রাজপুত্রগণ তথা

করে দরশন । যজ্ঞীয় তুরঙ্গবর করে বিচরণ ॥ প্যানেতে বসিয়া আছে এক
ঋষিবর । তাহার নিকটে অশ্ব ক্রমে নিরন্তর ॥ চিনিয়া পিতার অশ্বে রাজ-
পূজগণ । মনে ভাবে অশ্বচোর এই তপোধন ॥ অশ্ব লয়ে মহাতলে করে
অবস্থিতি । এত ভাবি ক্রোধ করে সগর-সন্ততি ॥ মহাশব্দে ঢকা আদি করিয়া
বাদন । চরণে ঋষিরে করে সন্ধান তাড়ন ॥ মহাবেগে পদাঘাত করে তপো-
ধন । ধ্যান ভাঙ্গি ঋষিবর চাহিল নয়নে ॥ কপিল নামেতে ঋষি উগ্র তপো-
ধন । নয়ন মেলিয়া করে সরোমে দর্শন ॥ কোধবশে মহামুনি হতস্তম্ব করে ।
অমনি সকলে ভয় হয়ে ভূমে পড়ে ॥ বাইট হাজার পুত্র পাতকে ডুবিল ।
ঋষি-কোপে ভয় হয়ে পাতালে রহিল ॥

এদিকে সগর রাজা ব্যাকুল অন্তর । পূজগণ হেতু চিন্তা করে নরবর ॥
বহুদিন গেল সবে নাহি আসে ফিরে । না জানি দুর্ভাগ্যবশে কি ঘটিল
মোরে ॥ বাইট হাজার পুত্র করিতু প্রেরণ । বহুকাল হৈল নাহি করে আগ-
মন ॥ যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হৈল পাপীর কপালে । অসংখ্য তনয় দুৰি মরিল
অকালে ॥ এইরূপে চিন্তা করে সগর রাজন । সহসা আগত তথা নারদ
তখন ॥ যাবন রত্নান্ত পদে কহিল রাজার । শুনিয়া সগর রাজা ব্যাকুলিত-
কার ॥ বিলাপ করিয়া বচ সগর রাজন । পৌত্র অংশুমানে ডাকি কহেন
বচন ॥ যাহ বাহ তুরা করি যাহ মহাতলে । যথায় তনয়গণ ভয় হয়ে মরে ॥
সকল রত্নান্ত জানি আদিবে হেথায় । এত বলি অংশুমানে করেন বিদায় ॥
পিতামহ-আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ । তখনি চলিল অসমঞ্জের নন্দন ॥ যেই
পাথে গিয়াছিল পিতৃব্য সকলে । সেই পথে ধীরে ধীরে অংশুমান চলে ॥ মহা-
তলে ক্রমে ধীর করিয়া গমন । কপিল ঋষিরে তথা করে দরশন ॥ ঈশ্বর
স্বরূপ সেই পুরুষরতন । বসিয়া রয়েছে দেব মহামাবদন ॥ প্রণাম করিয়া
তাঁরে ক্রতাঞ্জলি হয়ে । অংশুমান বলে বাক্য বিনয় করিয়ে ॥ বিশ্বের ঈশ্বর
ভূমি ওহে বিশ্বাত্মনু । তোমা হতে বিশ্বজাত ওহে ভগবন ॥ দেবতার পূজ্য
ভূমি ওহে মহোদয় । সাংখ্যবোগ তোমা হতে প্রবর্তিত হয় ॥ মম পিতামহ
হন সগর নৃপতি । মহাযশা খ্যাতনামা রাজচক্রবর্তী ॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা
করি আয়োজন । নিমন্ত্রণ কৈল যত দেব ঋষিগণ ॥ যজ্ঞীয় তুরঙ্গ হরি পরগ-
নিকর । আনিয়া রাখিল হেথা ওহে মুনিবর ॥ তব পাশে হয়বরে করিয়া
বন্ধন । ভয়ে অন্তর্হিত হৈল যত নাগগণ ॥ অশ্ব হেতু পিতৃব্যেরা আসিয়া
হেথায় । তমোভাবে অপমান করিল তোমায় ॥ পাতকে ডুবিল তাহে পিতৃব্য
সকলে । অকালে হইল ভয় তব কোপানলে ॥ ব্রহ্মশাপে নষ্ট হয়ে রাজপুত্র-
গণ । লভিলেম অধোগতি ওহে তপোধন ॥ অনুগ্রহ দৃষ্টি কর সবার উপরে ।
যাহাতে পাতক হতে মুক্তিলাভ করে ॥ কৃপা করি যজ্ঞ-অশ্ব কর সমর্পণ ।
তব পদে ওহে প্রভু এই নিবেদন ॥

কপিল সন্তুষ্ট হয়ে অংশুমানে কয় । মঙ্গল হউক তব ওহে মহোদয় ॥
 যজ্ঞীয় তুরগ তুমি করহ গ্রহণ । তোমা হতে তব বংশ হইবে রক্ষণ ॥ তোমা
 হতে পিণ্ড পাবে সগরের কূলে । স্মৃতির পুত্রগণ মরিল অকালে ॥ দুর্য্যচার
 পুত্রগণ করি অহঙ্কার । তোমোভাবে অপমান করিল আমার ॥ কর্মদোষে মষ্ট
 হৈল তাহারা সকলে । উদ্ধার তাদের আর নাহি কোনকালে ॥ তবে যদি
 গঙ্গাদেবী করে আগমন । তবে পরিত্রাণ পায় রাজপুত্র-গণ ॥ ব্রহ্মাণ্ড-মস্তক
 ভেদি জাহ্নবী জননী । বিষ্ণুপাদ হতে পরে হইয়া বাহিনী ॥ যদ্যপি ধরায়
 দেবী করে আগমন । তবে পরিত্রাণ পায় রাজপুত্রগণ ॥ শঙ্করবল্লভা সেই
 জাহ্নবী পার্বতী । দুর্য্যাধ্যা হন তিনি শুন মহামতি ॥ সেবিয়া সন্তুষ্টা করি
 আনিতে পারিলে । পিতৃব্যগণের মুক্তি হবে সেই কালে ॥ অতএব জাহ্নবী
 আনিতে ধরায় । প্রাণপণে কর যত্ন কহিনু তোমায় ॥ একমাত্র গঙ্গাদেবী
 পাণীদের গতি । তাহা ভিন্ন অন্য গতি নাহি মহামতি ॥ গঙ্গা হেতু যতুবান্
 হবেন সগর । যদি তাহে মনোরথ না হয় সফল ॥ তাহা হলে তুমি হবে শেষে
 যতুবান্ । তাহাতে অসিদ্ধ যদি হও যতিমান ॥ তাহা হলে তব পুত্র পৌত্র
 আদি করি । সকলে করিবে যত্ন ওহে ধর্ম্মাচারী ॥ এক জন কার্য্যাসিদ্ধি অবশ্য
 করিবে । জাহ্নবীকে ধরাধামে অবশ্য আনিবে ॥ যজ্ঞীয় তুরগ তুমি করিয়া
 গ্রহণ । আমার বচনে গৃহে করহ গমন ॥ এতেক বচন শুনি সগরের নাতি ।
 অশ্রু লয়ে নিজ গৃহে করিলেন গতি ॥ সগর নৃপতি যথা যজ্ঞের আগারে ।
 উপনীত অংশুমান তথা করষোড়ে ॥ বিনয়ে বৃত্তান্ত সব করে নিবেদন ।
 যেরূপে পিতৃব্যগণ হয়েছে নিধন ॥ তাহাদের দুরগতি যেইরূপ হয় । কপিল
 বলিল যাহা শ্রবণে মহোদয় ॥ উদ্ধারের হেতু সব করি নিবেদন । করষোড়ে
 পুরোভাগে রহেন তখন ॥ পৌত্রমুখে সর্ব্ব কথা শুনিয়া সগর । হলেন চিন্তিত
 অতি ব্যাকুল অন্তর ॥ সমারম্ভ যজ্ঞ পরে করি সন্ধান । গঙ্গা আরাধনা হেতু
 করেন পূরণ ॥ পুত্রের কুশল বাঞ্ছা করিয়া রাজন । গঙ্গা আরাধনা হেতু
 করিল গমন ॥ বহুকাল মহাক্ষেত্রে তপশ্চর্যা করি । ব্যাকুল হলেন গঙ্গা আনিতে
 না পারি ॥ দুর্য্যাধ্যা জাহ্নবীকে নারিল আনিতে । কালবশে হৈল তাঁরে
 পরলোকে যেতে ॥ অংশুমানে রাজ্যভার করি সমর্পণ । করিলেন নরপতি
 লীলা সম্বরণ ॥ অবশেষে অংশুমান করিয়া কামনা । গঙ্গা আনিবারে তাঁর করে
 আরাধনা ॥ বহুকাল তপশ্চর্যা করে অনুষ্ঠান । গঙ্গারে আনিতে তবু নারিল
 ধীমান ॥ দিলীপ নামেতে পুত্র জন্মিল তাঁহার । ধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতি অতি সদ্ভা-
 চার ॥ নিকটক রাজ্য পুত্র করি সমর্পণ । পুত্রের নিকটে বলি গঙ্গা-বিবরণ ॥
 কালবশে কলেবর দিল বিসর্জন । দিলীপ হৈল রাজা ধর্ম্মপরায়ণ ॥ দিলীপ
 করিল বহু তপ অনুষ্ঠান । তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ধীমান ॥ বিষ্ণুর
 চরণে গঙ্গা করে সবস্থিতি । আনিতে নারিল তাঁরে দিলীপ স্মৃতি ॥ বহুকাল

তপশ্চর্যা করি অনুষ্ঠান । সুরলোকে নরপতি করিল পয়াণ ॥ পুরাণে অমৃত
কথা সার হাতে সার । সাধুগণ বাঞ্ছা করে স্বদে অনিবার ॥ মুক্তিপথে বাঞ্ছা
বদি কর সাধুগণ । একমনে পুণ্যকথা করিবে শ্রবণ ॥ ভবনন্দে মুক্তি পাবে
নাহিক সংশয় । হরির বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ তাই বলি ওরে মন মিছা
ভাব আর । হরির চরণযুগ স্বদে কর সার ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

গঙ্গা হেতু ভগীরথের তপসা', গঙ্গাকে মর্ত্যে গমনে শিবের
আদেশ ও গঙ্গাকে মৃত্যুকে পারণে শিবের
প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বর্ণন ।

ভগীরথ উবাচ । কথং বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে মম পূর্বপিতামহাঃ ।
গঙ্গামানসিতুং শক্তা মাভবন্ কৃতপুণ্যকাঃ ॥
অহং বা তৈর্ন শক্তং যৎ তৎ করিষ্যামি বা কথং ।
তদ্বদ্য মহাভাগ কথং ত্রেতাং গভির্ভবেৎ ॥
বশিষ্ঠ উবাচ । গঙ্গাদেবী দ্বারাদ্যা কথমব্রতপত্নয়া ।
মহুযালোকং ধবণীমাষান্ততি নৃপোত্তম ॥
তব পূর্বেন্দ্র পুরুষৈর্ভূতপঃ সন্ধিতং পবং ।
তব জন্ম তু ত্রেতাং বৈ তপসাং সার্থকারকং ॥

জৈমিনি জিজ্ঞাসে শুকে ওহে মহামতি । শুনিবু অপূর্ব কথা মধুর
ভারতী ॥ পূর্বপুরুষেরা যাহা নারিল করিতে । ভগীরথ সেই কর্থ সাধিল
কিমতে ॥ কিরূপে আনিল গঙ্গা সেই মহামতি । কিরূপে আসিল ভূমে সুর-
ধুনী সতী ॥ এই সব বিবরিয়া বলহ আমার । কৌতূহল হৈল বড় কহিবু
তোমায় ॥ কিরূপ তপস্যা করে দিলীপনন্দন । প্রকাশ করিয়া বল ওহে তপো-
ধন ॥ জাবালিরে কহে ব্যাস শুন মহাশয় । জৈমিনির বাক্য শুনি শুক মহো-
দয় ॥ আনন্দহৃদয়ে বলে গঙ্গা-বিবরণ । যেরূপে জাহ্নবী ভূদে করে আগমন ॥
শুক বলে শুন শুন ওহে মহামতি । দিলীপতনয় ভগীরথ নরপতি ॥ কুলগুরু
বশিষ্ঠেরে করি সন্মোদন । সন্দ্বিহৃদয়ে কহে ওহে ভপোধান ॥ যম পূর্বপিতা-
মহ কৃতপুণ্যগণে । গঙ্গা-আরাধনা বল করিল কেমনে ॥ আনিতে তাঁহার
নাহি পারিল গঙ্গায় । কিরূপে পারিব আমি ওহে মুনিরায় ॥ পূর্বপুরুষেরা
পাবে কেমনে সুগতি । প্রকাশিয়া বল তাহা ওহে মহামতি ॥ রাজার এতেক

বাক্য করিয়া শ্রবণ । মিষ্টভাবে কুলগুরু কহেম তখন ॥ শুন শুন মম
 বাক্য ওহে নরপতি । অতি দুরারাম্য হন গঙ্গাদেবী সতী ॥ অল্প তপে
 তাঁরে নাহি লভিতে পারিবে । কিরূপে ধরণীমাঝে জাহ্নবী আসিবে ॥ তব
 পূর্বপুরুষেরা বহু তপ করে । আনিতে নারিল গঙ্গা ভুবন মাঝারে ॥ উগ্র তপ
 করেছিল নাহিক সংশয় । কিন্তু না আসিল গঙ্গা ওহে মহোদয় ॥ তুমি আরা-
 ধনা কর ওহে মহামতি । অবশ্য আসিবে গঙ্গা হইবে সুগতি ॥ পূর্বপুরুষেরা
 তপ করিলেন যাহা । তোমা হতে সুমার্ধক হইবেক তাহা ॥ তুমি যদি কর
 রায় গঙ্গা-আরাধনা । অবশ্য আসিবে গঙ্গা পূরিবে কামনা ॥ রাজা বলে শুন
 প্রভো ওহে ভগবন্ । কীদৃশী জাহ্নবী দেবী কহ বিবরণ ॥ কোণায় তাঁহার
 স্থিতি কহ মহামতি । কিরূপে করিব তপ আমি মুচ্যমতি ॥ রাজার এতেক
 বাক্য করিয়া শ্রবণ । বশিষ্ঠ তাপস কহে শুনহ রাজন ॥ যেরূপে গঙ্গার ধ্যান
 করিতে হইবে । মন দিয়া শুন তাহা বলিতেছি তবে ॥ শ্বেতরূপা ত্রিনয়না
 বরপ্রদায়িনী । চতুর্ভূজা দিব্যরূপা মকরবাসিনী ॥ অভয় পীযুষ পদ্ম ঘট
 শোভে করে । বিবিধ ভূষণ শোভে দিব্য কলেবরে ॥ বিরাজিছে সদা হাস্য
 বদনকমলে । দেহতেজে দশদিক সমুজ্জ্বল করে ॥ স্মৃতপ্ত কাকন সম অপরূপ
 ধারণ । ধরিছেন বাসযুগ্ম অতি বিমোহন ॥ কলিপাপবিনাশিনী পর্বতনন্দিনী ।
 রক্ষণ করন দেবী শিববিমোহিনী ॥ এইরূপে তুমি রাজা একান্ত অন্তরে ।
 ধ্যান কর সদা সুখপ্রদা জাহ্নবীরে ॥ বিষ্ণুর পরম পদ ত্রৈলোক্য উপরে । আছে
 দেবী ব্রহ্মকমণ্ডলুর ভিতরে ॥ জাহ্নবীর পতি হন শশাঙ্কশেখর । মুর্ত্তিমান
 হয়ে তথা আছে নিরন্তর ॥ শুন শুন মহারাজ আমার বচন । হিমালয় পাশে
 তুমি করহ গমন ॥ তথায় থাকিয়া তপ কর অনুষ্ঠান । যাবত দেবীরে নাহি
 পাও মতিমান ॥ গঙ্গাদেবী দুরারাম্য শুনহ বচন । দেবদেবী সদা তাঁর করেন
 অর্চন ॥ কুলের প্রদীপ তুমি ওহে মহামতি । অবশ্য পাইবে গঙ্গা কহিনু সং-
 প্রতি ॥ পরমপাবনী গঙ্গা অতি পুণ্যতমা । দুরারাম্য দয়াময়ী শিবের ললনা ॥
 আনিতে পারিবে তাঁরে অবনীমাঝারে । তব সম নর নাহি হবে কোনকালে ॥
 না হয়েছে নাহি হবে শুনহ রাজন । অবিলম্বে তপ হেতু করহ গমন ॥ ত্রৈলো-
 ক্যপাবনী গঙ্গা শিবের গেহিনী । তাঁহারে পাইবে তুমি ওহে নৃপমণি ॥ পূর্ব
 পূর্ব পুরুষেরা যে তপ করিল । পিণ্ডীকৃত হয়ে তাহা সঙ্কিত রহিল ॥ সেই
 পুণ্য তব পুণ্যে হইবে মিলন । অবশ্য লভিবে গঙ্গা শুনহ রাজন ॥ তব কীর্তি
 বিরাজিবে ভুবনমাঝারে । অচলা রহিবে কীর্তি কহিনু তোমাঝে ॥ অতি সূক্ষ্ম
 পরব্রহ্ম বলহ যাহারে । তাহাই জানিবে রাজা গিরিজা গঙ্গারে ॥ জীবের
 উদ্ধার হেতু ওহে নৃপমণি । যতনে আনহ তাঁরে তুমি গুণমণি ॥ ব্রহ্মতদায়িনী
 গঙ্গা নাহিক সংশয় । ভুবন পবিত্র হবে ওহে মহোদয় ॥ তব নামে গঙ্গাদেবী
 বিখ্যাত হইবে । ভাগীরথী বলি তাঁরে সকলে ডাকিবে ॥ দীর্ঘজীবী হও তুমি

জামরি বচন । ইহাপেক্ষা কিবা কাজ করিবে সাধন ॥ মরের দুর্লভা গঙ্গা
জানিও অন্তরে । সুলভ করহ তুমি ভুবনমাঝারে ॥ ভক্তিভরে সবে করি
গঙ্গার অর্চন । অবশেষে তব পূজা করিবে সাধন ॥

গুরুর এতক বাক্য শুনি নরপতি । গঙ্গা লাগি তপ হেতু করিলেন গতি ॥
যথাস্থানে ভক্তিভরে করিয়া গমন । সুদ্রকর তপস্যাতে হলেন মগন ॥ এক
পদে রহি রাজা চাহি উর্দ্ধমুখে । নিরাশ্রয়ে নেত্র মেলি চাহে সূর্য্যদিকে ॥ নিরা-
হ্বারে এইরূপে করি অবস্থান । দিব্য বারবর্ষ রহে নৃপতি ধীমান ॥ এইরূপে
ভগীরথ উগ্রতপ করে । দেবগণ নিরুৎসাহ আপন অন্তরে ॥ শিবপাশে সর্ব
দেব করিয়া গমন । রাজার তপস্যা-কথা করে নিবেদন ॥ শুন শুন মহাদেব
ওহে মহেশ্বর । দেবদেব প্রভু তুমি শশাঙ্কশেখর ॥ নমস্কার করি তোমা ওহে
ত্রিনয়ন । তব পদে নতি করি ওহে পঞ্চানন ॥ নমো নমঃ নীলকণ্ঠ ভৈরব
তোমায় । শিতিকণ্ঠ বৃষধ্বজ নমি তব পায় ॥ ক্ষিতিমূর্তি তুমি সর্ব করি নম-
স্কার । শাস্ত্র শস্তুর তুমি সবার আধার ॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার ।
তুমি ভব জলমূর্তি পুনঃ নমস্কার ॥ তুমি রুদ্র অগ্নিমূর্তি অমর-বন্দন । নম-
স্কার নমস্কার করি গো বন্দন ॥ তুমি উগ্র বায়ুমূর্তি শশাঙ্ক-শেখর । প্রাণাপান
আদি রূপী ওহে মহেশ্বর ॥ নমস্কার নমস্কার পুনঃ নমস্কার । পুনঃ পুনঃ
নতি করি চরণে তোমার ॥ তুমি ভীম নভোমূর্তি ওহে ত্রিলোচন । ভূতরূপী
বিদ্যুরূপী সংহার-কারণ ॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি
করি চরণে তোমার ॥ ষজমান-মূর্তি তুমি ওহে পশুপতি । তুমি সাধ্য সাধ-
কাত্মা অগতির গতি ॥ নমস্কার নমস্কার তোমা নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি
করি চরণে তোমার ॥ সোমমূর্তি মহাদেব তুমি ত্রিনয়ন । সুখরূপী তব পদে
করিগো বন্দন ॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি
চরণে তোমার ॥ ঈশান ভাস্করমূর্তি তেজের স্বরূপ । তেজোরূপী দীপ্তিমান
না বুঝি স্বরূপ ॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার । পুনঃ পুনঃ নতি করি
চরণে তোমার ॥ অষ্টমূর্তিধারী তুমি তুমি কালমূর্তি । ভক্তিভরে তব পদে
করি গো প্রণতি ॥ তুমি দেব ভগবান্ তোমা নমস্কার । আশ্রিত সবারে
প্রভো করহ উদ্ধার ॥ ভগীরথ উগ্রতপ করিছে কাননে । কি কাজ করিব
মোরা নিবেদি চরণে ॥ তাহার কঠোর তপ করি দরশন । সভয়ে আশিনু
মোরা তোমার সদন ॥ তোমার শরণাগত মোরা সধুদয় । উচিত বিধান
বাহ্য কর দয়াময় ॥

অমরগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ । আশুতোষ দয়াময় কহেন তখন ॥ চিন্তা
না করিহ যত দেবতা-নিকর । মহারাজা ভগীরথ দয়ার সাগর ॥ তোমাদের
উপকার করিবার তরে । তপস্যা করিছে রার পবিত্র মাঝারে ॥ হুন্য়ে
বাঁশনা বাহ্য করে নরপতি । পুরাইব সেই আশা অতি দ্রুতিগতি ॥ আনন্দ-

অন্তরে সবে করহ গমন । আপন আপন স্থানে ওহে দেবগণ ॥ শিবের
 এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । তাঁহারে প্রণাম করি যত দেবগণ ॥ আনন্দে
 চলিল সবে আপন আগারে । এদিকে শঙ্কর মনে স্মরেন গজারে ॥ স্মৃতি-
 মাত্র গঙ্গাদেবী আনন্দিতমনে । উপনীত হন আসি শঙ্কর-সদনে ॥ প্রণাম
 করিয়া শিবে করে অবস্থান । গজারে কহেন পরে শঙ্কর ধীমান ॥ স্বাগত
 জিজ্ঞাসা করি কহে পঞ্চানন । শুনহ সুন্দরি গঙ্গে আমার বচন ॥ যে কারণে
 স্মরিয়াছি তোমা প্রিয়তমে । বলিতেছি শুন তাহা অবহিতমনে ॥ সূর্য্যবংশে
 মহারাজা ভগীরথ নাম । ধর্ম্মাচারী সদাচারী অতি গুণধাম ॥ তপস্যা করিছে
 রাজা করিয়া যতন ॥ তারে কেন নাহি কর রূপা বিতরণ ॥ পরম ধরম দয়া
 শাস্ত্রের বিচারে । বুঝিতেছি দয়া নাহি তোমার অন্তরে ॥ তোমা লাগি তপ
 কৈল সগর রাজন । অংশুমান আদি সবে করিল যতন ॥ দৃষ্টিপাত না
 করিলে তাদের উপরে । দয়াশূন্য ডুমি হেন বুঝিনু অন্তরে ॥ পরমার্থ তত্ত্ব-
 জ্ঞানী সগরাদি গণ । জিতেন্দ্রিয় জিত-আত্মা বিনিত ভুবন ॥ যজ্ঞা দাতা
 পুণ্যকর্ম্মা অতি শুদ্ধমতি । তাঁহাদের পক্ষনিষ্ঠা খ্যাত বসুমতী ॥ ক্রমে ক্রমে
 চারি রাজা তপস্যা করিল । তবু তব হৃদে নাহি দয়া উপজিল ॥ যেরূপ
 ধর্ম্মাত্মা তারা ধর্ম্মপরায়ণ । প্রতি জনে যোগ্য তোমা করিতে দর্শন ॥ তথাপি
 সকলে পরিশ্রম কৈল কত । সে কথায় নাহি কাজ হইয়াছে গত ॥ এখন
 আমার বাক্য করহ শ্রবণ । ভগীরথে রূপা করি দেহ দরশন ॥ তোমা লাগি
 নৃপতির জীবন সংশয় । ধর্ম্মাত্মা করিছে তপ বিশুদ্ধ হৃদয় ॥ তাহার উপরে
 হোক করুণা সঞ্চার । সগর সন্তানগণে করহ উদ্ধার ॥

শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মনোভ্রুংখে হন গঙ্গা বিষগ্নবদন ॥
 মানভরে কটাক্ষেতে চাহি শিবপানে । কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর-বচনে ॥
 শুনহ শঙ্কর প্রভো আমার বচন । কিরূপে তোমাতে আমি করিব বর্জ্জন ॥
 তোমাতে ছাড়িয়া আমি কিরূপে রহিব । অতিবহু তোমা ধনে লভিয়াছি
 ভব ॥ কি দোষে করিয়া দোষী ত্যজহ আমার । চরণে ধরিয়া সাধি মহেশ
 তোমায় ॥ ভগীরথ আরাধিছে সত্য বটে মোরে । আমারে লইয়া যেতে পাতাল
 নগরে ॥ এ হেন কঠোর কার্য্যে ওহে পঞ্চানন । করিতেছ অনুমতি না বুঝি
 কারণ ॥ অন্য কোন উপায়েতে ওহে মহেশ্বর । উদ্ধারহ সগরের সন্ততি-
 নিকর ॥ পাতালে যাইতে মোরে না দেহ আদেশ । তোমার চরণে ধরি শুনহ
 মহেশ ॥ কলিকালে ধরাতেলে মানব-নিকর । করিবেক অপমান আমার বিস্তর ॥
 কিরূপে পাপের ভার সহিব বল না । তব হৃদে মহেশ্বর নাহি বিবেচনা ॥
 পণ্ডধর্ম্মী নরগণ হবে কলিকালে । অপমানভরে সদা দহিছি অন্তরে ॥ কিরূপে
 তাদৃশী পীড়া সহিব তথায় । প্রকাশিয়া মহেশ্বর বলহ আমারি ॥ অতএব ক্ষমা
 কর ওহে পঞ্চানন । আমার পতন কেন কর আকিঞ্চন ॥ বিবেচনা কর দেব

আপন অন্তরে । হেন কাৰ্য্য কি প্রকারে হইবারে পারে ॥ আমি তব প্রিয়-
ভাৰ্য্যা ওহে পশুপতি । এই কি তাহার ফল দিতেছ সম্প্রতি ॥ পতিরে ছাড়িয়া
ভাৰ্য্যা কিল্পেতে রয় । বল দেখি মহেশ্বর হইয়া সদয় ॥ পতি যার মহাদেব
দেবদেব হর । সে জন কিল্পে যাবে পাতালনগর ॥ পিতা যার হিমালয়
পার্বতী আখ্যান । কিল্পে পাতালে সেই করিবে পয়াণ ॥ পিতা তাজি ধরা
পরে করি বিসর্জন । দেবগণ সহ স্বর্গে গেল যেই জন ॥ সে জন কিল্পে
যাবে পাতালনগর । বল দেখি বিবেচিয়া ওহে মহেশ্বর ॥ দেবের দুর্ভাগ আমি
বিদিত সংসারে । দেবগণ পূজা করে স্নমেক-শিখরে ॥ হৈন আমি কিবা রূপে
করিব পয়াণ । কিল্পে পাতালে হবে মম অবস্থান ॥ দিবা বপু তেয়াগিয়া
ওহে মহেশ্বর । তোমারে লভিতে ধরিলাম কলেবর ॥ সেই আমি কিল্পেতে
পাতালে যাইব । বল দেখি বিবেচিয়া ওহে ভবধব ॥ নিরাকার হয়ে আমি
ধরিছি আকার । কিল্পে পাতালে যাব ওহে দয়াধার ॥ স্নমেক দৌহিত্রী
আমি হিমের নন্দিনী । কিল্পে পাতালে যাব ওহে শূলপাণি ॥ ব্রহ্মভাণ্ড
তেয়াগিয়া হরির চরণে । লভেছি স্নেহের স্থান কহি তব স্থানে ॥ এখন কিল্পে
আমি পশিব পাতালে । বল দেখি মহেশ্বর ভাবিয়া অন্তরে ॥ সাকার হইয়া
আমি নিরাকার হই । নিরাকার রূপে আমি সলিলে মিশাই ॥ আর এক কথা
বলি শুন মহেশ্বর । নদীরূপে যাই আমি যদি ধরাতল ॥ অত্যাচ শিখর হতে
যদি আমি পড়ি । এ কার্য্যে যদ্যপি আজ্ঞা দেহ ত্রিপুরারি ॥ ধরায় গমন
আমি সহিতে পারিব । অধঃপাত হবে মম তাহাও সহিব ॥ উচ্চ হতে নিম্ন-
পাত সহিবারে পারি । তোমার বিরোগ কিন্তু ভ্রঃসহ পুরারি ॥ একান্ত যদ্যপি
মোরে ভূমে যেতে হয় । তবে এক কথা বলি শুন দয়াময় ॥ তোমার মস্তকে
স্থান যদি আমি পাই । অবহেলে তবে আমি ধরাতলে যাই ॥ তোমার মস্তকে
স্থান যদি লভি আমি । বৈকুণ্ঠ তাহার কাছে তুচ্ছ বলি গুণি ॥ তাহার কাছেতে
তুচ্ছ পুরুষ-উভয় । কহিনু মনের কথা ওহে পঞ্চানন ॥ তোমারে লভিলে
আমি সদা সৰ্ব্বক্ষণ । একভাবে মহাত্মখে থাকি নিমগন ॥

দেবীর করুণাবাক্য শুনি মহেশ্বর । হইলেন দেবদেব কাতর-অন্তর ॥ গভীর-
মধুর-বাক্যে দেব পঞ্চানন । গঙ্গারে কহেন তবে করি সন্মোহন ॥ শুন দেবি
মহাভাগে বচন আমার । আমাতে একান্ত রত পরাণ তোমার ॥ নদীরূপা
হলে তুমি শুনহ সুন্দরি । তোমারে ধরিব আমি নিজ শিরোপরি ॥ ভগীরথ
নরপতি ধর্মপরায়ণ । পাতালে তোমারে যেতে বলিবে মখন ॥ তখন বলিবে
তুমি সেই নৃপবরে । “মহেশ্বর মোরে যদি ধরিবারে পারে ॥ তবে ধরামার্গে
আমি করিব গমম । তোমার বচনে যাব পাতাল ভবন ॥ অন্যধার রূপে
আমি যদি পড়ি ভূমে । পৃথিবী না হবে শত্রু আমারে ধারণে ॥ আমার
যাতনা হবে শুমহ রাজন । ধরাদেবী পাবে পীড়া স্বরূপ বচন ॥” ইহা শুনি

ভগীরথ শিবপরায়ণ । মম আরাধনা হেতু হবে নিমগন ॥ তখন মন্তকে আমি
ধরিব তোমায় । সত্যবন্ধা বলি দেবি জানিবে আমার ॥ পাপরূপ বনরানি
দহিবার তরে । অগ্নিরূপা হবে তুমি সেই কলিকালে ॥ পাপ হতে ভয় ভ
না হবে কখন । তোমা হতে পাপ হবে ভয়েতে মগন ॥ কলিকালে পাপরানি
হইলে উদয় । পাপনাশী কীর্তি তব রটিবে নিশ্চয় ॥ ত্রিলোক ব্যাপিয়া তব
হবে অবস্থান । আমার বচন দেবি কর অবধান ॥ পূর্বকথা মনে দেবি করহ
শ্রবণ । হিমালয় তাজি যবে কর আগমন ॥ মেনকা প্রভৃতি শাপ দিলেন
তোমায় । “যে হেতু চলিলে তাজি আমি সবা কায় ॥ এই হেতু অধঃপাত
হইবে তোমার ।” মনে মনে সেই কথা করহ বিচার ॥ তাঁহাদের অভিশাপ
হবে ফলবান । নদীরূপে তুমি দেবি করহ পরায়ণ ॥ ভবিতব্য খণ্ডিবার কখনই
নয় । নদীরূপা হবে তুমি নাহিক সংশয় ॥ দুর্নিবাহ্য ভবিতব্যে শোক নাহি
কর । অন্তরে ভাবিয়া এবে মম বাক্য ধর ॥ নদীরূপে যাবে তুমি যথায় যথায় ।
সর্বত্র আমার শির জানিবে তথায় ॥ দেবগণ সর্বস্থান করিবে দর্শন । আমার
বচন দেবি করহ শ্রবণ ॥ তব জলে প্রাণত্যাগ করিবে যে জন । আমাতে
বিলীন হবে সেই মাধুগণ ॥ স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে তব অধিষ্ঠান । হবে দেবি
মম বাক্যে কর অবধান ॥ চিন্তা না করিহ দেবি আপন অন্তরে । নদীরূপে
যাহ তুমি অবনীমাঝারে ॥ শিবের প্রবোধবাণী করিয়া শ্রবণ শিবগিরিজা আপন
মনে প্রবোধিত হন ॥ ভগীরথে দেখা দিতে স্বচিন্তিত হয়ে । মানস করেন
দেবী আপন স্বদয়ে ॥ পুরাণে অমৃত-কথা সুধার ভাণ্ডার । শুনিলে শীতল
হয় অন্তর তাহার ॥ যেই জন একমনে করয়ে শ্রবণ । পাতক তাহার দেহে
না রহে কখন ॥ শিব-গঙ্গা-বিবরণ যেই জন শুনে । অবহেলে তরে সেই
ভবের বন্ধনে ॥ দারুণ সঙ্কটে সেই পায় অব্যাহতি । ভক্তিব্যোগে অন্তকালে
লভয়ে মুক্তি ॥

বিংশ অধ্যায় ।

ভগীরথের গঙ্গাসান্নাকার, ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গার স্তব, গঙ্গা
কর্তৃক ভগীরথকে বরদান ও শিবের আরাধনা
করিতে আদেশ ।

অথ দেবী তদা গঙ্গা তপন্তস্তং ভগীরথঃ ।
আস্থানং দর্শয়ামাস শ্বেতং চাক্র চতুর্ভুজং ॥
তাং দৃষ্ট্বা ধ্যানমাত্রৈককণ্ঠ্যং দৃগ্ভাভাং চ ভূপতিঃ ।
গঙ্গদাক্ষবহা বাচা গঙ্গাং তুষ্টাব ভূপতিঃ ॥
সহস্রনামভির্দিবোঃ শক্তিং পরমদেবতাং ।
স্তবেনানেন সন্তুষ্টা বাজে দেবী ববৎ দদৌ ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন । ভগীরথ করে হেথা গঙ্গা আরাধন ॥
ভগীরথে গঙ্গাদেবী দরশন দিল । চতুর্ভুজ ধরি শ্বেতরূপে প্রকাশিল ॥ ধ্যান-
যোগে নয়নেতে হেরি নরপতি । অলভ্য লাভেতে হন চরিতার্থ অতি ॥ হর্ষে
লোমাক্তিত তনু হলেন রাজন । গঙ্গাদবচনে স্তব করেন তখন ॥ সহস্র নামেতে
স্তব করে মরবর । বিস্তারিয়া বলি তাহা শুন বিপ্রবর ॥ ভগীরথ বলে শুন
শুন গো জননি । তোমার চরণযুগে প্রণমামি আমি ॥ ভগীরথ মম নাম
দিলীপতনয় । কৃতার্থ হইল মম জানিবে স্বদয় ॥ পূর্বপুরুষেরা বহু তপ করে-
ছিল । সেই পুণ্যে দেবি তব দরশন হৈল ॥ দয়াময়ী তুমি দেবি বিদিত সং-
সারে । দর্শন করিলু তোমা সেই পুণ্যফলে ॥ সূর্য্যবংশে জন্ম মম সাধক হইল ।
ভাগ্যবশে চক্ষু মম তোমারে হেরিল ॥ কৃতার্থ হলেম আমি নাহিক সংশয় ।
পবিত্র হইল আজি আমার স্বদয় ॥ রাজীবলোচনে গঙ্গা করি নমস্কার ।
সর্ব্বদা প্রণমি মাতঃ চরণে তোমার ॥ শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন ।
যেইরূপে গঙ্গা স্তব করিল রাজন ॥ পুণ্যতেজা এই স্তব কহিলু তোমারে ।
সহস্র নামক স্তব বিদিত সংসারে ॥ এ স্তবের শ্রবণ হন ব্যাস মহামতি । গঙ্গা
হন দেবী যিনি আদিমা প্রকৃতি ॥ অনুষ্টিপ চন্দ বলি জানে সর্ব্বজন । বিনি-
য়োগ যাতে যাতে করহ শ্রবণ ॥ অশ্বমেধ সহস্রেক শত রাজসূয় । গয়াশ্রাদ্ধ
শত আর শত বাজপেয়ী ॥ এই সর্ব্ব কার্য্যে আর পাতক বিনাশে । ব্রহ্মহত্যা-
আদি পাপনিচয়ের ধ্বংসে ॥ নির্বাণ মুকতিলাভে বিনিয়োগ হয় । সহস্র-
নামের এবে শুন পরিচয় ॥ “ওঙ্কাররূপিণী দেবী শ্বেতা সত্বশ্রুপিণী । শান্তিঃ
শান্তা ক্ষমা শক্তিঃ পরা পরমদেবতা ॥ বিষ্ণুনারায়ণী কাম্যা কমলীয়া মহা-

কলা । দুর্গা দুর্গতিসংহন্ত্রী গচ্ছা গগনবাসিনী ॥ শৈলেন্দ্রবাসিনী দুর্গবাসিনী
 দুর্গমপ্রিয়া । নিরঞ্জন চ নির্লেপা নিফলা নিরহঙ্কিয়া ॥ প্রমত্তা শুক্লদশমা
 পরমার্থা পুরাতনী । নিরাকারা চ শুদ্ধা চ ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী ॥ দয়া দয়াবতী
 দীর্ঘা দীর্ঘবক্তা দুর্গানরা । শৈলকন্যা শৈলরাজবাসিনী শৈলনন্দিনী ॥ শিবা
 শৈবা শাস্তবী চ শঙ্করী শঙ্করপ্রিয়া । মন্দাকিনী মহানন্দা স্বধূনী স্বর্গবাহিনী ॥
 মোক্ষাখ্যা মোক্ষদাত্রী চ ভুক্তিভুক্তিপ্রদায়িনী । জলরূপা জলময়ী জলেশী
 জলবাসিনী ॥ দীপ্তিহা করালাক্ষী বিশ্বাক্ষী বিশ্বতোমুখী । বিশ্বকর্ণা বিশ্ব-
 দৃষ্টিবিশ্বেশী বিশ্ববন্দিতা ॥ বৈষ্ণবী বিষ্ণুপাদান্তমস্তবা বিষ্ণুবাহিনী । বিষ্ণু-
 স্বরূপিণী বন্দ্যা বালা বাণী ব্রহ্মরী ॥ পীযুষপূর্ণা পীযুষবাসিনী মধুরদ্রবা ।
 সরস্বতী চ যমুনা গোদা গোদাবরী বরী ॥ বরেন্যা বরদা বীরা বরকন্যা বর-
 শ্বরী । বল্লবী বল্লবশ্রেষ্ঠা বাগ্মরী বিশ্বরূপিণী ॥ বারাহী বনসংস্থা চ বৃক্ষ-
 বৃক্ষমুন্দরী । বারুণী বরুণজ্যোষ্ঠা বরা বরুণবল্লভা ॥ বরুণপ্রণতা দেবী বরুণা-
 নন্দকারিণী । বন্দ্যা বন্দাবনী বন্দারকেড্যা বনবাহিনী ॥ দাক্ষায়ণী দক্ষকন্যা
 শ্যামা পরমমুন্দরী । শিবপ্রিয়া শিবারাধ্যা শিবমস্তকবাসিনী ॥ শিবমস্তকমুখা
 চ বিষ্ণুপাদপদা তথা । বিপত্তিনাশিনী দুর্গতারিণী জগদীশ্বরী ॥ পূতা পুণ্য-
 চরিত্রা চ পুণ্যান্যত্রী শুচিশ্রবা । শ্রীরামা রামরূপা চ রামচন্দ্রকচন্দ্রিকা ॥ রাধবী
 রদুবংশেশী সূর্য্যবংশপ্রতিষ্ঠিতা । সূর্য্য সূর্য্যপ্রিয়া শৌরী সূর্য্যমণ্ডলভেদিনী ॥
 ভগনী ভাগ্যদা ভব্যা ভাগ্যপ্রাপ্যা ভগেশ্বরী । ভবোচ্চয়োপলব্ধা চ কোটি
 জন্মতপঃফলা ॥ তপস্বিনী তাপসী চ তপন্তী তাপনাশিনী । তত্ত্বরূপা তত্ত্বময়ী
 তত্ত্বগোপ্যা মথেশ্বরী ॥ বিষ্ণুভেদদ্রবাকারা শিবগণনামতোদ্রবা । আনন্দদ্রব-
 রূপা চ পূর্ণানন্দময়ী শিবা ॥ কোটিসূর্য্যপ্রভা পাণ্ড্বান্তসংহারকারিণী । পবিত্রা
 পরমা পুণ্য তেজোধারা শশিপ্রভা ॥ শশিকোটিপ্রকাশা চ ত্রিজগদীপি-
 কারিণী । সত্য সত্যস্বরূপা চ সত্যজ্ঞা সত্যসম্ভবা ॥ সত্যশ্রয়া সত্যী শ্যামা
 নবীনা নরকান্তকা । সহস্রশীর্ষা দেবেশী সহস্রক্ষী সহস্রপাং ॥ লক্ষবক্তা
 লক্ষপাদা লক্ষহস্তা লক্ষনা । সদা নূতনরূপা চ দুর্লভা সুলভা শুভা ॥ রক্ত-
 বর্ণা চ রক্তাক্ষা ত্রিমেত্রা শিবমুন্দরী । ভদ্রকালী মহাকালী লক্ষ্মীর্গগন-
 বাসিনী ॥ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা মন্ত্ররূপা সূমন্ত্রিতা । রাজসিংহাসনতটা রাজ-
 রাজেশ্বরী রমা ॥ রাজকন্যা রাজপূজ্যা মন্দমারুতচামরা । বেদবন্দী প্রভাতা
 চ দেববন্দী প্রবন্দিতা ॥ বেদবন্দিস্তুতা দিব্যা বেদবন্দিসুবাণিতা । সুরাণাং
 বর্ণনীয় চ সুবর্ণগানমন্দিতা ॥ সুবর্ণদানলভ্যা চ গানানন্দশ্রীরামলা । মালা
 মালাবতী মালা মালাতী-কুমুদপ্রিয়া ॥ দিগম্বরী দুহুহকী সদা দুর্গমবাসিনী ।
 অভরা পদ্মহস্তা চ পীযুষমগ্নশোভিতা ॥ খড়্গহস্তা ভীমরূপা শ্যামা মকর-
 বাহিনী । শুদ্ধশ্রোতা বেগবতী মহাপাণ্ডবভেদিনী ॥ পাপালীরোদনকরী
 পাপনংহারকারিণী । যাতনাচয় বৈদ্যব্যাশিনী পুণ্যবন্ধিনী ॥ গভীরালক-

নন্দা চ মেরুশৃঙ্গবিভেদিনী । স্বর্গলোকরুতাবামা স্বর্গমোপানরূপিনী ॥ স্বর্গজা
 পৃথিবীগঙ্গা নরসেব্যা নরেশ্বরী । সুবুদ্ধিশ্চ কুবুদ্ধিশ্চ ত্রীলক্ষ্মী কমলালয়া ॥
 পার্বতী মেরুদোহিত্রী মেনকাগর্ভসন্তবা । অযোনিমন্তবা সূক্ষ্মা পরমাত্মা
 পরত্বনা ॥ বিষ্ণুজা বিষ্ণুজননী বিষ্ণুপাদনিবাসিনী । দেবী বিষ্ণুপদী পদ্যা
 জাহ্নবী পদ্মবাসিনী ॥ পদ্মা পদ্মাবতী পদ্মধারিণী পদ্মলোচনা । পদ্মপাদা
 পদ্মমুখী পদ্মনাভা চ পদ্মিনী ॥ পদ্মগর্ভা পদ্মশয়া মহাপদ্মগুণাধিকা ।
 পদ্মাক্ষা পদ্মললিতা পদ্মবর্ণা সুপদ্মিনী ॥ মহাসদলপদ্মস্থা পদ্মাকরনিবাসিনী ।
 মহাপদ্মা পুরহা চ পুরেশী পরমেশ্বরী ॥ হংসী হংসবিভূষা চ হংসরাজবিভূ-
 ষণা । হংসরাজসুবর্ণা চ হংসাক্রান্তা চ হংসিনী ॥ হংসাক্ষরস্বরূপা চ হংসরম্য-
 রূপিনী ॥ আনন্দজলসংপূর্ণা শ্বেতবারিপ্রপূরিকা ॥ অনায়াসসদামুক্তিযোগ্যা
 যোগ্যবিচারিণী । তেজোরূপা জলপূর্ণা তেজসী দীপ্তিরূপিনী ॥ প্রদীপবলি-
 কাকারা প্রাণায়ামস্বরূপিনী । প্রাণনা প্রাণনৈয়া চ মহৌষধিস্বরূপিনী ॥ মহৌ-
 ষধজলা চৈব পাপরোগতিক্রমকা । কোটিজন্মতাপোলক্ষ্মী প্রাণতাগোত্তরা-
 যুতা ॥ নিঃসন্দেহা নির্মহিমা নির্মলা মলনাশিনী । শবাক্রান্তা শবস্থানবাসিনী
 শববন্তী ॥ শ্যামানবাসিনী কেশকীকশ্যচিত্তৈরিনী । ভৈরবী ভৈরবশ্রেষ্ঠ-
 সেবিতা ভৈরবপ্রিয়া ॥ ভৈরবপ্রাণরূপা চ বীরমাধনবাসিনী । বীরপ্রিয়া
 বীরপত্নী কুলীনা কুলপণ্ডিতা ॥ কুলরক্ষিতা কৌলী কুলকমলবাসিনী ।
 কুলদ্রবপ্রিয়া কুল্যা কুলমালাজপপ্রিয়া ॥ কৌলদা কুলরক্ষিত্রী কুলবারিস্বরূ-
 পিনী । রণস্থী রণভূরম্যা রণোৎসাহপ্রিয়া রণিঃ ॥ নৃমুণ্ডমালাভরণা নৃমুণ্ডকর-
 ধারিণী । বিবস্ত্রা চ সবস্ত্রা চ সূক্ষ্মবস্ত্রা চ যোগিনী ॥ রসিকা চ স্বরূপা চ
 জিতাহারা জিতেন্দ্রিয়া । যামিনী চাক্ষুরাত্রস্থা কুর্জবীজস্বরূপিনী ॥ লজ্জা-
 শক্তিষ্চ বাগ্গলাপা নারী নরকহারিণী । তারা তারস্বরাত্মা চ তারিনী তার-
 রূপিনী ॥ অনন্তা চানিরহিতা মধ্যশূন্যস্বরূপিনী । নক্ষত্রমালিনী ক্ষীণা নক্ষত্র-
 স্থলবাসিনী ॥ তরুণানিত্যসঙ্ক্ৰাশা মাতঙ্গী মৃত্যুবর্জিতা । অমরামরসংসেব্যা
 উপাম্যা শক্তিরূপিনী ॥ ধূমাকারাগ্নিসংভূতা ধূমা ধূমাবতী রতিঃ । কামাখ্যা
 কামরূপা চ কাশী কাশীপুরহিতা ॥ বারাগমী বারযোষিৎ কাশীনাথশিরঃ-
 হিতা । অযোধ্যা মথুরা যাত্রা কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা ॥ দ্বারকা জলদগ্নিশ্চ
 কেবলা কেবলত্বনা । করণীরপুরস্থা চ কাবেরী কবরী শিবা ॥ রক্ষিণী চ কর্ণা-
 লাক্ষী কঙ্কলা শরণপ্রিয়া । জালামুখী ক্ষীণিণী চ ক্ষীরগ্রামনিবাসিনী ॥ রক্ষা-
 করী দীর্ঘকর্ণা সুদন্তা দন্তবর্জিতা । দৈত্যদানবসংহন্ত্রী দুর্ভেদন্ত্রী বলিপ্রিয়া ॥
 বলিমাংসপ্রিয়া শ্যামা বীষচক্ষুপিধারিণী । জবাকুসুমসঙ্ক্ৰাশা মাত্রিকী রাজসী
 তথা ॥ তাবমী তরুণী বজ্রা সুবতী বালিকা তথা । দক্ষরাজসুতা জম্বুমালিনী
 জম্বুবাসিনী ॥ জাম্বুনদবিভূষা চ জলজ্জাম্বুনদপ্রভা । রুদ্রাণী রুদ্রদেহস্থা
 রুদ্রা রুদ্রাক্ষধারিণী ॥ অশুচ পুরমাশুচ ভূষা দীর্ঘা চকোরিণী । রুদ্রাণীতা

বিষ্ণুগীতা মহাকাব্যস্বরূপিণী ॥ আদিকাব্যস্বরূপা চ মহাভারতরূপিণী । অষ্টা-
 দশপুরাণস্থা ধর্মমাতা চ ধর্মিণী ॥ মাতা মাম্যা স্বস্যা চৈব স্বশ্রুশৈব পিতা-
 মহী । গুরুশ্চ গুরুপত্নী চ কালসর্পভয়প্রদা ॥ পিতামহমৃতাসীতা শিবনীম-
 ন্ত্রিনী শিবা । রুদ্রিণী রুদ্রবর্ণা চ ভৈরবী ভৈরবীস্বরূপিণী ॥ সত্যভামা মহা-
 লক্ষ্মীভদ্রা জাম্ববতী মহী । নন্দা ভদ্রমুখী রিক্তা জয়দা বিজয়া জয়া ॥ জয়িত্রী
 পূর্ণিমা পূর্ণা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা । গুরুপূর্ণা সৌম্যভদ্রা বিষ্টিঃ সংবেশকারিণী ॥
 শনিরিক্তা কুজজয়া সিদ্ধিদা সিদ্ধিরূপিণী । অন্নতায়ত্তরূপা চ ক্রীমতী চ জলা-
 যুতা ॥ নিরাতঙ্কা নিরালস্য নিষ্কপঙ্কা বিশেষিণী । নিমেষা সেধরূপা চ বরিত্তা
 ঘোষিতাং বরা ॥ যশস্বিনী কীর্ত্তিমতী মহাশৈলাগ্রবাসিনী । ধরা ধরিত্রী
 ধরণী সিন্ধুবন্ধুঃ সবাঙ্কবা ॥ সম্প্রিঃ সম্পদীশা চ বিপত্তিপরিমোচিনী । জম্ব-
 প্রবাহহরিণী জম্বশূন্যা নিবন্ধিনী ॥ নাগালয়া নাগলীলা জটামণ্ডলধারিণী ।
 সূত্ররঙ্গজটাজুটা জটাপরশিরঃস্থিতা ॥ পট্টাহরধরা ধীরা কবিকাব্যাসুপ্রিয়া ।
 পুণ্যক্ষেত্রী পাপহরা হরিণী হারিণী হরা ॥ ইরিদ্রা নগরস্থা চ বৈদ্যনাথপ্রিয়া
 বলিঃ । বক্রেশ্বরী বক্রধারা বক্রেশ্বরপুরস্থিতা ॥ শ্বেতগঙ্গা শীতলা চ উম্মোদক-
 ময়ী কৃষ্ণিঃ । চোলরাজপ্রিয়করী চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তিনী ॥ আদিত্যমণ্ডলগতা সদা
 নিত্যা চ কাশ্যপী । দহনাফী ভয়হরা বিবজ্জ্বালানিবারিণী ॥ হরা দশহরা
 স্নেহদায়িনী কলুষাশনিঃ । কপালমালিনী কালী কালীকালস্বরূপিণী ॥ ইন্দ্রানী
 বারুণী বাণী বলাকা বললক্ষ্মরী । গোর্গোহ্রীধর্মরূপা চ হ্রীঃ শ্রীধন্যা ধনঙ্করা ॥
 বিৎসবিৎকুঃ কুবেরীভূভূতিভূমিধরাধরা । ঈশ্বরী হ্রীমতী হ্রীশা ক্রীড়ারতা
 জয়প্রদা ॥ জীবন্তী জীবনী জীবা জয়াকারা জয়েশ্বরী । সর্কোপদ্মবসঃশূন্যা
 সর্কপাপবিবর্জিতা ॥ সার্বিত্রী চৈব গায়ত্রী গণেশী গণবন্দিতা । দ্রুশ্রেক্ষা
 দ্রুশ্রাবেশা চ দুর্দর্শা চ সুযোগিনী ॥ ত্রুংখহস্তী ত্রুংখহরা ত্রুদান্তযমদেবতা ।
 গৃহদেবী ভূমিদেবী বনেশী বন্দেবতা ॥ গুহালয়া ধোরূপা মহাঘোরনিত-
 য়িনী । স্রোচকলা পাপমুখী চারুনেত্রী লয়াত্মিকা ॥ কাতিঃ কাম্যা নিগুণা চ
 রজঃসদ্বৃতমোময়ী । কালরাত্রিমহারাত্রির্জীবরূপা সনাতনী ॥ সুখদুঃখাদি-
 ভোক্ত্রী চ সুখদুঃখাদিবর্জিতা । মহারুজিনসংহারী রুজিনধাত্তমোচনী ॥ হনন-
 খলহন্ত্রী চ বারুণী পালকারিণী । নিদ্রাযোগ্যা মহানিদ্রা যোগনিদ্রা যুগে-
 শ্বরী ॥ উদ্ধারয়ত্রী স্বর্গঙ্গা উদ্ধারণপুরস্থিতা । উদ্ধতা উদ্ধতাহারা লোকোদ্ধা-
 রণকারিণী ॥ শঙ্কেশ্বরী শঙ্কহস্তা শঙ্করাজবিদারিণী । পশ্চিমাস্যা মহাশ্রোত-
 পূর্বদক্ষিণবাহিনী ॥ সান্ধ্বিয়োজনবিস্তীর্ণা পাবন্যুত্তরবাহিনী । পতিতোদ্ধা-
 রিণী দোষক্ষমিণী দোষবর্জিতা ॥ শরণ্যা শরণশ্রেষ্ঠী ত্রীকুতা জ্ঞানদেবতা
 শ্রাহ স্বধা বিরূপাক্ষী স্বরূপাক্ষা শুভামনা ॥ কৌমুদী কুমুদাকারা কুমুদায়র-
 ভূষণা । সৌম্যা ভবানী ভূতহা ভীমরূপা বরাননা ॥ বরাহকাম্যা বহিষ্ঠ
 বহৎশ্রোণী বলাহিকা । কেশিণী কেশপাশাঢ্যা নভোমণ্ডলবাসিনী ॥ মল্লিক

মল্লিকাপুষ্পবর্ণা লাক্ষ্মলধারিণী । তুলসীদলগন্ধাঢ্যা তুলসীদামভূষণা ॥ তুলসী-
 তরুসংহা চ তুলসীরসলেহিণী । তুলসীরসসুস্বাদুসলিলা বিল্বাদিনী ॥ বিল্ব-
 বৃক্ষনিবাসা চ বিল্বপত্ররসজ্জবা । মালুরপত্রমালাঢ্যা বৈলু শৈবার্দ্ধদেহিণী ॥
 অশোক শোকরহিতা শোকদাবাগ্নিনাশিনী । অশোকবৃক্ষনিলয়া রত্না গিরি-
 বরস্থিতা ॥ দাড়িমী দাড়িমীবর্ণা দাড়িমস্তনশোভিতা । রক্তাক্ষী ক্ষীর-
 বৃক্ষহা রক্তিনী রক্তদন্তিকা ॥ রাগিণী রাগভাৰ্যা চ সদা রাগবিবৰ্জিতা ।
 দিরাগরাগসংমোদা সৰ্বরাগস্বরূপিণী ॥ তালস্বরূপিণী তালরূপিণী তার-
 কেশরী । বালুকিকিল্লোকিতাভেদ্যা হনস্তমহিমাদিমা ॥ ১ ॥ মাতা উমা মপত্নী
 চ ধরা হারাবলী শুচিঃ । স্বর্গারোহপতাকা চ ইষ্টা ভোগী রথী ইলা ॥ স্বর্গ-
 তীরায়তজলা চারুবীচিস্তরঙ্গিনী । ব্রহ্মতীরা ব্রহ্মজলা গিরিদারণকারিণী ॥
 ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী ঘোরনাদিনী ঘোরবেগিনী । ব্রহ্মভাণ্ডবাসিনী চ হিরবাযু-
 প্রভেদিনী ॥ শুক্রধারাময়ী দিব্যশঙ্খবাদ্যানুসারিণী । ঋষিস্ততা সুরস্তুতা
 ঐহবগপ্রপূজিতা ॥ সূমেরুশীঘ্রনিলয়া ভদ্রা নীতা মহেশ্বরী । বজ্রচালক-
 নন্দা চ শৈলসোপানচারিণী ॥ লোকাশাপূরণকরী সৰ্বমানসদোহনী ।
 বৈলোক্যপাবনী ১ ১ ১ পৃথ্বীরক্ষণকারিণী ॥ ধরণী পার্থিবী পৃথ্বী পৃথুকীৰ্ত্তি-
 নিরাময়া । ব্রহ্মপুত্রী চ ব্রহ্মণ্য ব্রহ্মমান্যা বনাশ্রয়া ॥ ব্রহ্মরূপা বিষ্ণুরূপা
 শিবরূপা হিরণ্ময়ী । ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্ৰাঢ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বদা ॥ মজ্জজ্ঞানো-
 দ্ধারিণী চ অরণ্যার্তিবিনাশিনী । দুর্গাদায়ী সুখস্পর্শা মোদদর্শনদর্শনা ॥
 অরোগ্যদায়িনী শান্তা নানাতাপবিনাশিনী । তাপোৎসারণশীলা চ তপোদামা
 শ্রমাপহা ॥ সৰ্বদ্রুৎপ্রশমনী সৰ্বশোকবিনাশিনী । সৰ্বশ্রমহরা সৰ্বসুখদা
 সুখসেবিতা ॥ সৰ্বপ্রায়শ্চিত্তময়ী রাসমাত্রমহাতপা । সত্যনিষ্ঠাসুস্থায়ী
 তনুধারণবারিণী ॥ মহাপাতকদাবাগ্নিশীতলা শশধারিণী । গেয়া জপ্যা
 চিন্তনীয়্যা ধোয়া অরণলক্ষিতা ॥ চিদানন্দস্বরূপা চ জ্ঞানরূপা গণেশ্বরী ।
 আগম্যা আগমহা চ সৰ্বাগমনিরূপিতা ॥ ঈষ্টদেবী মহাদেবী দেবনীর
 দিবস্থিতা । দণ্ডবনগৃহস্থায়ী শঙ্করাচার্য্যরূপিণী ॥ শঙ্করাচার্য্যপ্রণতা শঙ্করা-
 চার্য্যসংস্তুতা । শঙ্করাভরণোপেতা সদা শঙ্করভূষণা ॥ শঙ্করাচারশীলা চ
 শঙ্ক্যা চ শঙ্করেশ্বরী । শিবশ্রোতা শঙ্কুমুখী গৌরী গগনদেহিণী ॥ দুর্গমা
 সূৰ্গমা গোপ্যা গোপিনী গোপবলুভা । গোমতী গোপকন্যা চ যশোদানন্দ-
 নন্দিণী ॥ কৃষ্ণানুজা কংসহত্নী ব্রহ্মরাক্ষসমোচনী । শাপসংমোচনী লক্ষ্মা
 লক্ষ্মেশী চ বিভীষণা ॥ বিভীষণা ভূষণী ভূষা হারাবলীরনুভমা । তীর্থস্তুতা
 তীর্থবন্দ্যা মহাতীর্থক তীর্থসুঃ ॥ কন্যা কম্পলতা কেলিঃ কল্যাণী কম্প-
 বাসিনী । কলিকল্যুসংহত্নী কালকাননবাসিনী ॥ কালসেব্যা কালময়ী
 কালিকা কামুকোত্তমা । কামদা কারণাখ্যা চ কামিনী কীর্ত্তিধারিণী ॥
 কোকামুখী কোকরাক্ষী কুরঙ্গনয়নী কবিঃ । কঙ্কলাক্ষী কান্তিরূপা কামাখ্যা

কেশরীহিতা ॥ খগা খগপ্রাণহরা ঘূর্ণত্ৰোতা ঘনোপমা । ঘূর্ণাক্ষদোষহরা
 ঘূর্ণরন্তী জগদ্রয়ং ॥ ঘোরাঘাতোপমজলা ঘর্ষারবঘোষিণী । ঘোষঘোষা
 নিবুঁফা ঘোবা ঘোরাঘবারিণী ॥ ঘোষরাজী ঘোষকন্যা ঘোষণীয়া ঘনালয়া
 ঘণ্টাটঙ্কারবটিতা ঘণ্টারী ঘঙ্ঘচারিণী ॥ ওন্তা ওকারিণী ওংশী ওকারবর্ণা
 শ্রয়া । চকোরনয়নী চারুমুখী চামরধারিণী ॥ চণ্ডিকা শুক্লসলিলা চন্
 মণ্ডলবাসিনী । চোহারবাসিনী চর্যা চমরী চর্যবাসিনী ॥ চর্যহস্তা চর্যমুখ
 চুকুদবসেবিতা । ছত্রিতা ছত্রিতাথারিছত্রচামরসেবিতা ॥ ছত্রিতাছদ
 সংহন্ত্রী ছরিতা ত্রক্ষরপিণী । ছায়া চ ছলশূন্যা চ ছলয়ন্তী ছলাহিতান্ ॥ ছিন্ন
 মস্তা ছলধরী ছবর্ণা ছুরিতা ছবিঃ । জীমূতবাসিনী জিহ্বা জবাকুসুমমুন্দরী
 জরাশূন্যা জরা জালা যবিনী যবনেশ্বরী । জ্যোতীরূপা জন্মহরী জন্মাদ্ধন
 মনোহরা ॥ ঝঙ্কারকারিণী ঝঙ্কা ঝঙ্করীবাদ্যবাদিনী । ঝননু পুরসংশক
 ঝরা ত্রক্ষঝরাঝরা ॥ ঞ্কারেশী ঞ্কারহা ঞ্বেৰ্ণমধ্যানামিকা । টঙ্কার
 কারিণী টঙ্কারিণী টঙ্ককাটনা ॥ টঙ্করাণী টঙ্কয়েশী টঙ্কারী টঙ্করপ্রিয়া । ডামরী
 ডমরাধীশা ডামরেশীশিরহিতা ॥ ডমরুধ্বনিবৃত্তান্তী ডাকিনী ডয়হারিণী
 ডীনা ডালিণী ডিঙী চ ডিঙাধ্বনিসদাপ্রিয়া ॥ ঢঙ্কারবা চ ঢঙ্কারী ঢঙ্কাবাদন
 ভূষণা । ণকারবর্ণধরণা ণকারীযানভাবিনী ॥ তৃতীয়া তীত্রপাপটী
 তীত্রা তরণিমণ্ডলা । ত্বারকরতুল্যাগ্যা ত্বারকরবাসিনী ॥ থকারাক্ষী থব
 ণস্থা দন্দশূকবিত্ত্বষণা । দীর্ঘচক্ষু দীর্ঘরবা ধনরূপা ধনেশ্বরী ॥ দূরদৃষ্টিদ
 গম্যা দ্রুতগন্তী দ্রবশ্রবা । নীরজাক্ষী নররূপা নিকলা নিরহঙ্কিষা ॥ পারা
 পরায়ণা পক্ষা পারায়ণপারায়ণা । পারকরী পণ্ডিতা চ পণ্ডা পণ্ডিতসেবিতা ॥
 পরা পবিত্রা পুণ্যাখ্যা পালিকা পীতবাসিনী । ফুৎকারদূরদূরিতা ফাণরন্তী
 ফণাশ্রয়া ॥ ফেণিলা ফেণদশনা ফেণা ফেণবতী ফণা । ফেৎকারিণী ফাণধরা
 ফাণলোকনিবাসিনী ॥ ফাণকৃতালয়া ফুল্লা ফুল্লারবিন্দলোচনা । বেণীধরা
 বণবতী বেগবতী ধরাবহা ॥ বন্দ্যাকবন্দ্যা বৃন্দেশী বনবাসা বনাশ্রয়া । ভীম
 রাজী ভীমপত্নী ভবশীঘ্রকৃতালয়া ॥ ভাস্করা ভাস্করধরা ভূবা ভাস্করবাসিনী ।
 ভয়ঙ্করী ভয়করা ভূষণা ভূমিভেদিনী ॥ ভগভাগ্যবতী ভব্যা ভবদুঃখ
 নিবারিণী । ভেরুণ্ডা ভেরুশূগমা ভদ্রকালী ভবহিতা ॥ মনোরমা মনোজ্ঞা
 চ মূতা মোক্ষা মহামতিঃ । মতিদাজী মতিহরা মঠস্থা মোক্ষরূপিণী ॥ যমপূজ্যা
 যজ্ঞরূপা যজমানী যমম্বলা । যমদণ্ডরূপা চ যমদণ্ডহরা যতিঃ ॥ রক্ষিকা
 রাত্রিরূপা চ রমণীয়া রমারতিঃ । লবঙ্গলেশরূপা চ লেশনীয়া লয়প্রদা ॥
 বিরুদ্ধা ব্রহ্মহস্তা চ বিশিষ্টা বেশধারিণী । শ্যামরূপা শরৎকন্যা শারদী শরণা
 শ্রুতা ॥ শ্রুতিগম্যা শ্রুতিস্তুত্যা ত্রীমুখী শরণপ্রদা । যষ্টী যট্‌কোণনিলয়া
 যট্‌কর্ণপরিষেবিতা ॥ সাত্ত্বিকী সত্যাবদনা সানন্দা সুখরূপিণী । হরিকন্যা
 হরিজলা হরিদ্বর্ণা হরীশ্বরী ॥ ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমরূপা ক্ষুরধরাশুশোষণী । অনন্তা

ইন্দ্রি়া ঙ্গা উমা উষা ঋষিকী ॥ ঋষ্যকৃপা ৯কারহা ৯কারী এসিতা তথা ।
ঐশ্বর্যাদায়িনী ওকারিণী ঐশ্বর্যকারিণী ॥ অক্ষথূন্যা অক্ষধরা অম্পর্শা অম্প-
ধারিণী । সর্ববর্ণময়ী বর্ণব্রহ্মরূপামলাত্রিষ্ণু ॥ প্রমত্তা শুক্লবর্ণনা পরমার্থা
পুরাতনী ।”

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন । গঙ্গার সহস্র নাম করি কীর্তন ॥
এইরূপে ভগীরথ গঙ্গাস্তব করে । মহাপুণ্য জয়প্রদ এ স্তব সংসারে ॥ ভক্তি
ভরে যেই ব্যক্তি করে অধ্যয়ন । অন্যেরে পড়ায় কিয়া করিয়া যতন ॥ সর্ব-
দিকি লাভ হয় জানিবে তাহার । বরদাত্রী হন দেবী ওহে গুণাধার ॥ দৈর্ঘ্য-
মাসে দশহরা স্মৃতিখি পাইয়া । তুর্গোৎসব বিধানমতে গঙ্গারে পূজিয়া ॥
আগম-বিধানে কিয়া করিয়া পূজন । গঙ্গাস্তব যেই জন করে অধ্যয়ন ॥ সং-
বৎসর গঙ্গাদেবী সানন্দ অন্তরে । বদ্ধ হয়ে রহে বিপ্র তাহার আগারে ॥
পূর্ণোৎসবে জন্মদিনে বিবাহের কালে । বিহিত বিধানে ভক্তি করি শ্রাদ্ধ-
দিনে ॥ অধ্যয়ন করে কিয়া করিলে শ্রবণ । অক্ষয় সকল কৰ্ম্ম হয় তপোধন ॥
ভাষার্থী লভয়ে ভাষা ধনাধীর ধন । অপুত্র জনেতে লভে তনয়-রতন ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্কর্গ হয় । ইহাতে নাহিক কিছু জানিবে সংশয় ॥
মুগায়া দিবসে আর পূর্ণিমা ত্রিযিতে । রবি-সংক্রমণে দিনক্ষরে ব্যতীপাতে ॥
এমাবস্যা পুষ্যাশুক্ষ হরির বাসরে । সাধুসঙ্গে গোষ্ঠে কিয়া গিয়া ভক্তিভরে ॥
অথবা ব্রাহ্মণমধ্যে বসি অবস্থান । পড়িবে শুনিবে কিয়া সাধু মতিমান ॥ পূর্ব-
জন্ম-উপার্জিত তপস্যার ফলে । দেবতার প্রীতি লভে যেইরূপ নরে ॥ সেই-
রূপ স্তবফলে জাহ্নবী স্নানরী । হয়েছিল মহাপ্রীত ভগীরথোপরি ॥ অতএব
যেই জন অতি ভক্তিভরে । গঙ্গাস্তব করে পাঠ সানন্দ-অন্তরে ॥ তাহার
উপরে তুষ্ট গঙ্গাদেবী হন । সত্য সত্য এই কথা শাস্ত্রের বচন ॥ স্তবে তুষ্ট
হয়ে দেবী পুলক অন্তরে । বর দিল প্রীতিভরে সেই নরবরে ॥ দেবী বলে
শুন শুন ওহে নরপতি । বর দিতে আসিয়াছি শুনহ ভারতী ॥ মনোগত
ভাব তব জানি হে রাজন । তথাপি জিজ্ঞাসি কিবা করিবে গ্রহণ ॥ গঙ্গার
এতেক বাক্য শুনি নরপতি । কহিলেন সবিনয়ে মধুর ভারতী ॥ শুন শুন
ওগো দেবি নিবেদি চরণে । বিকৃত পরম পদ ত্যজিয়া এক্ষণে ॥ ধর্ম্মার্গ
দিয়া করি পাতালে গমন । উদ্ধার করহ মোর পিতামহগণ ॥ আর এক কথা
বলি শুন গো জননি । যেই স্তবে তব স্তব করিলাম আমি ॥ এই স্তবে তব
স্তব করিবে যে জন । তারে না ত্যজিও দেবি এই নিবেদন ॥ রাজার এতেক
বাক্য শুনিয়া ভবানী । কহিলেন শুন শুন ওহে নৃপমনি ॥ যা বলিলে তাহা
হবে জানিবে রাজন । আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ ॥ তব কন্যা হৈনু
আদি শুন নৃপমনি । ভাগীরথী নামে হব বিখ্যাত অবনী ॥ তব কৃত স্তবে
স্তব যে করিবে মোরে । তাঁর বশ হব আমি কহিনু তোমারে ॥ নির্বাণ মুকতি

দান করিব তাহার। এবে এক কথা বলি শুনহ তোমার ॥ শিব-আরাধনা
ভূমি করহ এখন। মস্তকে ধরিবে মোরে সেই পঞ্চানন ॥ নৈলে নিরালস্য হয়ে
অবনী-মাঝারে। গমনে নহিব শঙ্কিত কহিনু তোমারে ॥ বিশেষতঃ মম বেগ
অতি যৌরতর। সহিতে নারিবে ধরা ওহে নরবর ॥ আরোহণ করি ভূমি
সুমেরুশিখরে। করিবেক শঙ্খধ্বনি সানন্দ অন্তরে ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া আদি
শুনহ রাজন। অমনি তোমার সহ করিব গমন ॥ এইরূপে ভগীরথে করি
বরদান। দেখিতে দেখিতে গঙ্গা হন অন্তর্ধান ॥

একবিংশ অধ্যায়।

মর্ত্যে গঙ্গাবতরণ।

শুক উবাচ। শুন বিপ্র মহাশচর্য্য গঙ্গাবতরণং কিসৌ।
শ্রবণং কীর্তনং যস্য মহাপাপকনাশনং ॥
বাজ্রা নববর্ণো দিব্যঃ বর্ণমাক্রহ শঙ্করঃ।
মহাজবং মহাবেগং চতুর্ভির্বাঞ্জিতিং হং ॥
বরাজ শঙ্খহস্তঃ স জলং কনককপবান্।
নানাভরণভূষণো মুকটোচ্ছলনস্তকঃ ॥
সুমেরুশৃঙ্গে বিপুলে ঢালয়ামাস ঘোটকান্।
নিঃস্রবঃ পবনশ্চৈব মানসস্তাবকস্তথা ॥
চতুর্ভির্ঘোটকৈবেতৈবাক্রহয়েদ্রমস্তকং ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন। যেইরূপে ভূমে গঙ্গা করে আগমন ॥
কীর্তন করিলে যাহা অথবা শ্রবণ। মহাপাপ অনায়াসে হয় বিনাশন ॥ দেবীর
আদেশে ভগীরথ নরপতি। আরাধনা করি ভুক্ত করি পশুপতি ॥ মনোহর
দিব্যরথে করি আরোহণ। সুমেরু উদ্দেশে রাজা করেন গমন ॥ মহাবেগবান্
রথ অতি মনোরম। শোভিছে তাহাতে দিব্য চারি ভুরঙ্গম ॥ রাজার করেছে
শঙ্খ কিবা শোভা পায়। সূতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ নৃপতির কায় ॥ বিবিধ ভূষণ শোভে
দিব্য কলেবরে। উজ্জ্বল মুকট কিবা মস্তক উপরে ॥ দীর্ঘদৃষ্টি দীর্ঘবাহু তপঃ-
পরায়ণ। সুদীর্ঘ ললাটে দীর্ঘ তিলক শোভন ॥ অমিতলোচন রাজা বিশাল-
হৃদয়। পীতবাস পরিধান অতি পুণ্যময় ॥ শুভ্রবর্ণ শঙ্খ শোভে নৃপতির করে।
চন্দ্রমা শোভিছে যেন সুমেরু-শিখরে ॥ রাজারে হেরিয়া যত ঋষি আদিগণ।
জয় জয় ধ্বনি করি আনন্দে মগন ॥ সারথি রাজার আজ্ঞা ধরি শিরোপরে।

চালাইল তুরঙ্গমে সুযেরুশিখরে ॥ মহাবেগে শূন্যমার্গে উঠে অশ্বগণ । ভাবক
মানস আর নিঃশ্বসন পবন ॥ চারি অশ্ব মহাবেগে উঠিয়া আকাশে । সশব্দে
চলিল মেরুগিরির উদ্দেশে ॥ দেখিতে দেখিতে তগা হৈল উপনীত । দেবগণ
হেরি সবে হলেন বিস্মিত ॥ মহাসত্ত্ব ভগীরথে করি দরশন । পরম আনন্দে
পুলকিত সর্বজন ॥ সুযেরু পর্বতে রাজ্য করিয়া গমন । ঘন ঘন দিব্য শঙ্খ
করেন বাদন ॥ মধুর গভীর শব্দ অতি স্নিগ্ধতর । উল্লগতি হয়ে শব্দ পূরে
দিগন্তর ॥ হরির চরণপদ্মে ছিল সুরধুনী । হইলেন বেগবতী সেই শব্দ শুনি ॥
ব্রহ্মাণ্ড-মস্তক দেবী করিয়া ভেদন । নদীরূপে ধারাবাহী হলেন তখন ॥
ব্রহ্মাণ্ড উপরিভাগে যেই বারি ছিল । মহাবেগে সেই বারি নামিতে লাগিল ॥
ভীষণ নিনাদ করি চলে মহেশ্বরী । সূচ্যরূপিণী দেবী শিব সহচরী ॥ সহস্র
শঙ্খের ধ্বনি গভীর যেমন । গভীরনাদিনী দেবী চলিল তেমন ॥ সপ্তবিংশ
লক্ষ সংখ্য যোজন ভেদিয়া । মেরুশিরে পড়ে দেবী সমুজ্জ্বল হয়ে ॥ দশদিক
শোভা পায় দেবীর পতনে । ক্ষান্ত হৈল মহাদেবী আসি সেই স্থানে ॥ ভগী-
রথ শঙ্খধ্বনি নিবৃত্ত করিল । দেবদেবীগণ যত একত্র হইল ॥ ভূমণে ভূষিতা
যত দেবনারীগণ । দেবগণ সহ সবে মিলিয়া তখন ॥ কুসুমচন্দনহস্তা জাকুবী
দেবীরে । পূজিতে লাগিল সবে আনন্দের ভরে ॥ জয়শব্দ শঙ্খশব্দ উঠে ঘন
ঘন । দশদিক বাপ্ত কৈল কুসুম চন্দন ॥ দিকপতিগণ সবে সম্বোধি রাজায় ।
মিষ্টভাবে কহে শুন ওহে নররায় ॥ গঙ্গারে আনিলে তুমি ক্ষত্রিয়-প্রধান ।
ধরাধামে নাহি কেহ তোমার সমান ॥ চারিদিকে যত লোক করে নিবসতি ।
সবারে কৃতার্থ কর ওহে মহামতি ॥ চারিদিকে তব কীর্তি রটুক সংসারে । তব
লাগি কৃতার্থিনী বহুধা ভূতলে ॥

এইরূপ শুভবাক্য করিয়া শ্রবণ । গঙ্গারে প্রণমি রাজ্য কহেন তখন ॥
গঙ্গে দেবি করযোড়ে করি নমস্কার । নিবেদন তব পদে শুনহ আমার ॥ ধারা-
চতুষ্টয়ীরূপে করহ গমন । চতুর্দিক পূত হোক এই নিবেদন ॥ শুনিয়া কহেন
দেবী মধুর ভারতী । চতুঃশিরা হও তুমি ওহে নরপতি ॥ তাহা হৈলে চারি-
ভাগ আমিও হইব । চারিদিকে চারি রূপে গমন করিব ॥ এতক বচন শুনি
স্বর্গ্যবংশধর । করযোড়ে সবিনয়ে করেন উত্তর ॥ তুমি দেবী মহাদেবী লোকের
দৈশ্বরী । তুমি গো জননী সর্বলোকশুভঙ্করী ॥ সে শক্তি তোমার আছে
নাহিক সংশয় । মানবে সে শক্তি বল কোথা হতে হয় ॥ সকল উপায় তুমি
জানি গো অন্তরে । চারিদিকে যাহ তুমি সু-উপায় করে ॥ রাজার এতক বাক্য
করিয়া শ্রবণ । দেবেন্দ্রবন্দিনী গঙ্গা চারিধারা হন ॥ শঙ্খপদ্মকরা দেবী অতি
মনোহরা । অম্প-বেগবতীরূপে হন তিন ধারা ॥ শঙ্খধ্বনি সহকারে পূর্বদিক-
মুখে । চলিলেন সীতারূপে অতি মনসুখে ॥ উত্তরদিকেতে গেল চলি এক
ধারা । ভদ্রা নাম হৈল তার অতি মনোহরা ॥ বঙ্গ নামে ধারা গেল পশ্চিম-

দিকেতে । কুতুমাল কুরুবর্ষ ভদ্রাশ্ব আদিতে ॥ বেগবতী সুরধুনী শঙ্খ তেয়া-
গিয়া । প্রবেশ করেন শেষে জলধিতে গিয়া ॥ অলকমন্দাখ্যা ধারা দক্ষিণেতে
গেল । পূর্ব তিন ছাড়া যাহা স্রোতেরূপে ছিল ॥ মহাবল মহাবেগ সেই ধারা
হয় । দক্ষিণাভিমুখী তাহা মেরু হতে রয় ॥ ভগীরথ নৃপতির পশ্চাতে
পশ্চাতে । মহাবেগে সেই ধারা চলে দক্ষিণেতে ॥ মেরুর দক্ষিণ শৃঙ্গে গুহা
বিভীষণ । তাহা দেখি ভগীরথ বিসম্বদন ॥ শঙ্খধ্বনি তেয়াগিয়া বিসম
অন্তরে । কহিলেন সবিনয়ে ভবানী দেবীরে ॥

দেবী গঞ্জে তব পদে করি নিবেদন । দুঃপ্রবেশ গিরিগুহা কর দরশন ॥
পশিলে নির্গম হতে নাহি পারা যায় । তমোময়ী মহাধোরা দেখি ভয় পায় ॥
কিরূপে তরিব গুহা বল গো ভবানী । তব পদে নিবেদন ওগো সুরধুনী ॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । গঙ্গাদেবী মিতভাসে কহেন তখন ॥ সত্য
সত্য মহাধোরা এই গুহা হয় । প্রবেশ নির্গম ইথে অতীব সংশয় ॥ ঐরাবত
যদি হেথা করি আগমন । দর্শনে এ গুহা রায় করে বিদারণ ॥ তবে ত মাইতে
পথ পাইব বিস্তর । নতুবা উপায় নাহি হুহে নরবর ॥ শীঘ্র করি নরপতি করহ
গমন । ঐরাবতে তুরা হেথা কর আনয়ন ॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনি নর-
পতি । ঐরাবতে আনিবারে করিলেন গতি ॥ ঐরাবত-পাশে রাজা করিয়া
গমন । কহিলেন শুন শুন ইন্দ্রের বারণ ॥ মহাভাগ তোমা আমি করি নম-
স্কার । আমার উপরে কর করুণা বিস্তার ॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
ঐরাবত প্রত্যন্তরে কহিল তখন ॥ কেন তুমি নরপতি কর নমস্কার । কি কাণ্ড
করিতে হবে বলহ তোমার ॥ আমি বিনা কিবা কাঁজ তোমার না হয় । প্রকাশ
করিয়া তাহা বল মহাশয় ॥ গঞ্জের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । সবিনয়ে নর-
পতি কহেন তখন ॥ ভগীরথ নাম মম দিলীপতনয় । গঙ্গারে লইয়া যাব
পাতাল আলয় ॥ পিতামহগণে মম করিব উদ্ধার । লইয়া যেতেছি গঙ্গা অবনী-
মাঝার ॥ মেরুর দক্ষিণ শৃঙ্গে গুহা ভয়ঙ্কর । দেখিয়া বিবাদে মম আকুল
অন্তর ॥ প্রবেশ নির্গম তাহে অতীব সংশয় । এ হেতু আসিনু আমি তোমার
আশ্রয় ॥ দর্শনে বিদীর্ণ যদি কর গুহাবরণ তবে ত ভবানী পান পথ বহুতর ॥
তবে গঙ্গা যেতে পারে অবনীমাঝারে । তোমা বিনা নাহি আর গুহা যে
বিদরে ॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । ঐরাবত পুনরায় কহিল বচন ॥
যা বলিলে তাহা আমি অবশ্য করিব । বিশাল দর্শনে মহা গুহা বিদারিব ॥
কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ । এক নিশা গঙ্গা সহ করিব সঙ্কম ॥ এক
নিশা যদি গঙ্গা করে সহবাস । তবে বিদারিব গুহা করিনু প্রকাশ ॥ গঞ্জের
এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । ভগীরথ নরপতি কহেন তখন ॥ শুন শুন ঐরা-
বত বচন আমার ॥ গঙ্গাবেগ যদি সহ হয় আপনার ॥ তবে গঙ্গা তব সহ
অবশ্য গহিবে । এত শুনি সুরগঙ্গা বলিলেন তবে ॥ শুন শুন নরপতি আমার

বচন । বেগ সহিবারে যদি না হই সক্ষম ॥ অসাধ্য করম তবে কুরুপে
করিব । কুরুপে বিশাল গুহা দন্তে বিদারিব ॥ গজের এতেক বাক্য শুনি
মহারাজ । কহিলেন শুন শুন ওহে গজরাজ ॥ যদি গঙ্গাবেগ তুমি সহিবারে
পার । অবশ্য সঙ্গম লাভ হবে গজবর ॥ ইথে কোম চিন্তা আর নাহিক
তোমার । করুণা করিয়া এবের কর আগুসার ॥ যদি তুমি মেরুশৃঙ্গ কর বিদা-
রণ । তবে গঙ্গা পথ পায় শুনহ বারণ ॥ ইন্দের সম্মাননীয় দেবী সুরধুনী ।
নিজে তোমা ডাকিয়াছে ওহে গজমণি ॥ এখন উচিত, যাহা কর অনুষ্ঠান ।
রূপা করি মোরে তুমি কর পরিত্রাণ ॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
দেবগজ কহে পুনঃ শুনহ রাজন ॥ অবশ্য গঙ্গার বেগ সহিতে পারিব ।
মেরু-গুহামাঝে আমি প্রবেশ করিব ॥ গঙ্গা সহ সহবাস হইবে আমার ।
ইহাতে সংশয় কিছু নাহি করি আর ॥ এত বলি ঐরাবত করিল গমন ।
গুহাপ্রবেশে আসি তবে দিল দরশন ॥ ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল ।
মহাবেগে গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈল ॥ গঙ্গার প্রবল বেগ করি দরশন ।
মহাদোর শব্দ তাঁর করিয়া শ্রবণ ॥ ভয়েতে বিভ্রান্তনেত্র মহাগজ হয় ।
দিরিয়া পলায়ে হেন শক্তি নাহি রয় ॥ দক্ষিণ মুখেতে দ্বারে প্রবেশ করিয়ে ।
মহাগুহা বিদারিল মহাদন্ত দিয়ে ॥ অবশেষে ভয়ে গজ করি হৃদঙ্গার ।
পলায়ে চলিল স্রমে লাগি চমৎকার ॥ সেইদিকে পথ পেয়ে মহেশী সুন্দরী ।
চলিলেন মহাবেগে কল কল করি ॥ ভগীরথ অগ্রে অগ্রে করেন গমন ।
মহাবেগে গঙ্গা যান পশ্চাতে তখন ॥ কত ভূর্গ কত গিরি করিয়া লঙ্ঘন ।
হেমকূট নিসর্গাদি করি অতিক্রম ॥ তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে । চলি-
লেন নৃপতির পশ্চাতে পশ্চাতে ॥ কোন স্থানে মহাত্রোতে চলিতে লাগিল ।
স্থানে স্থানে মহাবর্ত ঘুরিতে থাকিল ॥ সিংহ-গজ-সমাকুল অসংখ্য ভূধর ।
মগ্ন হয়ে রহে কত মলিল-ভিতর ॥ দেবদেবীগণ সুশ্রী পুষ্প লয়ে করে ।
পূজিতে লাগিল হর্ষে মলিল উপরে ॥ রাশি রাশি পুষ্প কত ভাসিতে
লাগিল । হেরিয়া সবার মন-নয়ন ভুলিল ॥ মহেশের শিরে বাস লভিবার
তরে । গঙ্গাদেবী মনস্থখে মহাবেগ ধরে ॥ কুরুপে ধরিবে মম বেগ পঞ্চা-
নন । মনে মনে গঙ্গাদেবী করেন চিন্তন ॥ 'এত চিন্তি শঙ্খধ্বনি শুনিতে
শুনিতে । কল কল রবে যান রাজার পশ্চাতে ॥ এদিকে গঙ্গারে শিরে
করিতে ধারণ । জটা বিস্তারিয়া আছে দেব পঞ্চানন ॥ হিমালয়ে মহেশ্বর
আছেন বসিয়ে । দেখি গঙ্গার বেগ ভাবিছে হৃদয়ে ॥ কুরুপ গঙ্গার বেগ
করিব দর্শন । মনে মনে ভাবে ইহা দেব পঞ্চানন ॥ গঙ্গাদেবী বেগবতী
ফেনবতী হয়ে । পড়িলেন শঙ্খশিরে সহস্রধা হয়ে ॥ তিপ্পান্ন যোজন পথ
করিয়া লঙ্ঘন । মহাবেগে শঙ্খশিরে হৈল নিপতন ॥ গঙ্গাদেবী হর্ষভরে
পড়ি শিবশিরে । মহাজটাজুটমাঝে মহাবেগ ধরে ॥ জটার ভিতরে গঙ্গা

ঘুরিতে লাগিল । নির্গমে কোথাও পথ কভু না মিলিল ॥ শিব-জটাম্বরে
 গঙ্গা যথা যথা যায় । নূতন নূতন স্থান দেখিবারে পায় ॥ এইরূপে মহাতেজা
 শিবের জটায় । কত কাল ভ্রমে গঙ্গা পথ নাহি পায় ॥ একবর্ষ এইরূপে
 করিয়া ভ্রমণ । শান্ত হয়ে শিবপাশে আবিভূত হন ॥ বিনয়ে শিবেরে কহে
 ওহে পশুপতি । জগতে তোমার নাথ অনন্ত শক্তি ॥ কৃপা করি পথ মোরে
 করহ প্রদান । অবনীমাঝারে আমি করিব পয়াণ ॥ শঙ্কুধ্বনি করিতেছে
 ভগীরথ রাগী । শুনিয়া হতেছি নাথ ব্যাকুলিত-কায় ॥ একবর্ষ ভ্রমি তব
 জটায় ভিতরে । শান্ত হৈনু ওহে প্রভু কি কব তোমারে ॥ কোনরূপে
 নাহি পেয়ে নির্গমের দ্বার ॥ শরণ লইনু নাথ জানিবে তোমার ॥ তব জটা-
 রণ্যে দ্বার করহ প্রদান । সগর-সন্তানগণে কর পরিভ্রাণ ॥ ব্রহ্মণ্যে
 তাহাদিগে করহ মোচন । মম অপরাধ নাশ করহ মার্জ্জন ॥ গঙ্গার এতক
 বাক্য শুনি শূলপানি । কহিলেন শুন বলি ওহে সুরধুনি ॥ কিরূপে তোমার
 বেগ সহিতে পারিব । এই চিন্তা মনে মনে হয়েছিল তব ॥ মহাবেগে
 মোরে তুমি গুণো প্রিয়তমে । পাতালে লইয়া যাবে ভেবেছিলে মনে ॥ এখন
 সে বেগ তব রহিল কোথায় । এবে কেন হেন বাক্য বলিছ আমায় ॥ যখন
 আমার তুমি লইলে শরণ । তখন যথেষ্ট প্রিয়ে করহ গমন ॥ এত বলি
 জটাজুট-দক্ষিণ হইতে । ছিড়িয়া দিলেন দ্বার হামিতে হামিতে ॥ দ্বার নুতন
 করি দিলে পক্ষিণী সেমন । পিণ্ডের হইতে করে বাহিরে গমন ॥ সেইরূপে
 দ্বার পেয়ে জাহ্নবী সুন্দরী । জটা হতে বাহিরিল কল কল করি ॥ জৈষ্ঠ-
 মাসে শুক্লপক্ষে দশমী তিথিতে । হস্তা নক্ষত্রের যোগে মঙ্গলবারেতে ॥ হিমা-
 লয় পরিত্যজি জাহ্নবী সুন্দরী । চলিলেন ধরাতলে কল কল করি ॥ চারি
 দিকে মহাশঙ্ক হব জয় জয় । মুক্কা হয়ে তবু ধরা মুক্কা নাহি হয় ॥ গঙ্গা
 লাভে ধরা দেবী আনন্দে ভাদিল । ধরারে পাইয়া গঙ্গা নিরুত্তি পাইল ॥
 জ্বলদগ্নিশিখাকোটি তেজস্বী সেমন । গঙ্গাতেজ সমুজ্জ্বল হইল তেমন ॥
 পাপরাশি তাহা দেখি অতি ভীত হয়ে । পলায়ে চলিল সবে ধরণী তাজিয়ে ॥
 এইরূপে সুরপূজ্যা জাহ্নবী ভবানী । পাপীগণে উদ্ধারিতে আসিল অবনী ॥
 গঙ্গাবতরণ-কথা অতি পুণ্যতম । শুনিলে পাতকরাশি হয় বিমোচন ॥
 দেহান্তে সে জন লভে পরমা সুগতি । অপূর্ব জাহ্নবী-কথা অতি পুণ্যবতী ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

গঙ্গার পাতালে গমন ও সগরসন্তানগণের উদ্ধার ।

অথ গঙ্গা তদা দেবী দক্ষিণস্রাং ধরাতলে ।
 আনন্দসম্পদা চাগ্রা যথো বিপুলধাবধা ॥
 তরঙ্গচাক্ষুঃপত্রাচা ফেনপুষ্পবিবাসিতা ।
 গঙ্গাথা মুক্তিসংকীর্ণা ববাজ ধবলীং গতা ॥
 অগ্রে ভগীরথো বাজা শঙ্খহস্তো বথোপরি ।
 প্রগচ্ছন চাক্ষবেগেন গঙ্গা শঙ্খানুকামিনী ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন । অপূর্ব জাহ্নবীকথা পাতকনাশন ॥
 ধরাতলে গঙ্গা দেবী করিয়া গমন । দক্ষিণ দিকেতে ক্রমে চলেন তখন ॥
 আনন্দসম্পদে দেবী সম্পন্ন হইয়ে । নিপুল ধারায় চলে পুলক-সদয়ে ॥ মুক্তি-
 লতা গঙ্গা দেবী ভূমে শোভা পায় । তরঙ্গ সুচাক্ষুঃপত্র জানিবে তাহার ॥ ফো-
 রুপ পুষ্প তাহে শোভিতে লাগিল । চাক্ষুঃপত্র গঙ্গা দেবী শোভিতে থাকিল ॥
 করি মিঃহ মহানাগ বিহঙ্গাদি করি । আনন্দে আকুল হৈল জাহ্নবী নেহারি ॥
 অগ্রে অগ্রে ভগীরথ শঙ্খ লয়ে করে । পশ্চাতে চলিল গঙ্গা শঙ্খ অনুসারে ॥
 কত গ্রাম কত বন পার্শ্বতনিকর । সুরমা অসংখ্য কত শত সরোবর ॥ এই
 সব ক্রমে ক্রমে করি অতিক্রম । দক্ষিণ মুখেতে গঙ্গা করেন গমন ॥ চারিদিকে
 স্তব করে দেবর্ষিগণ । মহাবেগে গঙ্গা দেবী যায় ধরাতল ॥ যেখানে যেখানে
 গঙ্গা তথা পঞ্চানন । জাহ্নবী শিবের হন আদরের ধন ॥ শিবের মস্তক
 সদা জাহ্নবীর তীরে । স্থানের প্রমাণ শিব এইরূপে করে ॥ জল হতে অষ্ট
 হস্ত তীর বলি গণি । বিস্তারে যোজন সার্কি রহে শূলপাণি ॥ তট হতে দেড়
 যোজনক স্থান ব্যাপি । শিবের মস্তক রহে যিনি বিশ্বরূপী ॥ দীর্ঘেতে মেরুপ
 জ্ঞান বিশত যোজন । শাস্ত্রে এইরূপ আছে বিধি নিরূপণ ॥ মহাবেগে গঙ্গা
 দেবী করিয়া গমন । সাত যোজনের পথ করি অতিক্রম ॥ হিমালয়-পাশে
 হেরে সপ্ত ঋষিগণে । সপ্ত শঙ্খ বাদ্য করে হরষিতমনে ॥ সেই স্থানে সপ্ত
 ধারা হলেন সুন্দরী । সপ্ত ঋষি ভার্মে সুখে বিবা বিভাবরী ॥ অবশেষে দ্বি-
 দ্বারে করিয়া গমন । করিল জাহ্নবী দেবী ধারা সঙ্কোচন ॥ সর্বমুখী হৈল
 দেবী পাষাণভেদিনী । নদীগণ সহ মিলে শেষেতে ভবানী ॥ নদীগণ সঙ্গে
 মিলি জাহ্নবী তখন । বর্জিত হলেন দেবী আনন্দে মগন ॥ অবশেষে অগ্নি-

কোণ অভিযুক্তী হয়ে । চলিলেন ধরাতে আনন্দে মজিয়ে ॥ যমুনা সহিত
শেষে হইল মিলন । শুণ্ডা সরস্বতী সহ লভিল সঙ্গম ॥ যমুনা সহিত আর
সরস্বতী সনে । মিলিলেন গঙ্গা দেবী ভূতলে যে স্থানে ॥ প্রয়াগ তাহার নাম
অতি পুণ্যতম । তথা হতে পূর্বমুখে করেন গমন ॥ পূর্বপ্রোতা হয়ে গঙ্গা
কিবা শোভা পায় । বারাণসী ধামে দেবী অবশেষে যায় ॥ শিব দরশন হেতু
কৌতুকী হইয়ে । উত্তরবাহিনী হন তথায় আসিয়ে ॥ সপাদ যোজন সেই
বারাণসী হয় । ধরা হতে ভিন্ন উছা জানিবে নিশ্চয় ॥ তথা হতে পূর্বমুখে
করেন গমন । এইকালে ভগীরথ মানবরাজন ॥ অতিশয় পরিশ্রমে হইয়া
কাতর । শঙ্কধ্বনি কান্ত করে নৃপতিপ্রবর ॥ সারপি হইল আন্ত আন্ত অশ-
গণ । হেনকালে ঘটে এক আশ্চর্য ঘটন ॥ জঙ্ঘু নামে ঋষি এক মহাতপো-
ধন । শঙ্কশব্দ হেনকালে করে ঘন ঘন ॥ পশিল সে শব্দ গিয়া গঙ্গার শ্রবণে ।
শব্দ অনুসারে দেবী চলিলেন ক্রমে ॥ এদিকে বিশ্রাম করি ভগীরথ রায় ।
পুনঃ শঙ্ক লয়ে করে সবনে বাজায় ॥ কিয়দূর গিয়া গঙ্গা করেন শ্রবণ ।
অন্য শঙ্কধ্বনি যেন করে কোন জন ॥ কে করে শঙ্কের ধ্বনি জানিবার আরে ।
স্থির হয়ে গঙ্গা দেবী নয়নে নেহারে ॥ বুঝিল জঙ্ঘুর কাজ আর কেহ নয় ।
অধরোষ্ঠ কীপে ঘন রোমে অতিশয় ॥ মনে মনে গঙ্গাদেবী ভাবেন তখন ।
প্রাবিত করিব জলে মুনির আশ্রম ॥ এত ভাবি ভগীরথে করি সন্মোহন ।
কহিলেন শুন বলি নৃপতি সুজন ॥ জঙ্ঘুর আশ্রম যথা চলহ তথায় । জলেতে
ভাসাব উছা কহিনু তোমায় ॥ নিজাশ্রমে জঙ্ঘু মুনি লইতে আমারে । দেখ
দেখ শঙ্কধ্বনি ঘন ঘন করে ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । আশ্রমের
দিকে রাজা করেন গমন ॥ পশ্চাতে পশ্চাতে যান ভবানী সুন্দরী । মহাবেগে
বতী হয়ে কল কল করি ॥ জ্ঞানযোগে জঙ্ঘু মুনি আপন হৃদয়ে । গঙ্গার মনের
ভাব জানিতে পারিয়ে ॥ ব্রহ্মতেজে মনে মনে করেন শ্রবণ । দক্ষ কর ভূমে
দিয়া বসেন তখন ॥ দেখিতে দেখিতে গঙ্গা চলিয়া তথায় । জঙ্ঘুর দক্ষিণ করে
মহাবেগে যায় ॥ ব্রহ্মকর সম করে গঙ্গারে পাইয়া । গওষে করেন পান
আনন্দে মজিয়া ॥ স্বর্গ মর্ত্য অন্তরীক্ষে উঠে হাহাকার । নরপতি মহাকুরু
বিষয় আকার ॥

অবশেষে যুক্তিমতী হইয়া তখন । গঙ্গা দেবী উপনীত ঋষির সদন ॥
বিনয়ে মুনিরে কহে ওহে ঋষিবর । জানি জানি আমি ভব সদয় অন্তর ॥
ব্রহ্মতেজ তব দেহে সদা অধিষ্ঠান । বুঝিলাম এবে হৃদে ওহে ভগবান ॥
অপরাধ ক্ষম মম ওগো মহোদয় । লোকহিত হেতু আমি যাই মর্ত্যালয় ॥ জঠর
হইতে ঘোর কর পরিত্যাগ । পুত্রীরূপা হৈনু আমি ওহে মহাভাগ ॥ সগর-
সন্তানগণ রয়েছে পাতালে । দয়া কর ওগো ঋষে তাদের উপরে ॥ দিব্যাগতি
যাহে পায় সেই সব জন্ম । কৃপা করি কর তাহা ওহে তপোধন ॥ বহু তপ

কেল ভগীরথ মরপতি । সে তপে সার্থক কর ওহে মহামতি ॥ জাহ্নবী আমার
নাম হবে তপোধন । রটিবে তোমার কীর্তি এ তিন ভুবন ॥ দেবগণ বিষ্ণু-
গণ নিয়ত তোমার । গাইবে অমল কীর্তি ওহে গুণাধার ॥ ক্ষমা কর মহামতে
মহা তপোধন । জঠর হইতে যারে তাজহ এখন ॥ গঙ্গার কাঁড়-বাক্য শুনি
মহামুনি । জানুদেশ ভেদি তাঁরে চাড়েন তখন ॥ তদবধি নাম হৈল জাহ্নবী
গঙ্গার । আনন্দে জাহ্নবী দেবী হন আগুসার ॥ কিছুদূর তার পরে করিলে
গমন । পরিশ্রমে ক্লান্ত হৈল রাজার বাহন ॥ হেনকালে পদ্মাবতী জাহ্নবী
নন্দিনী । উচিত সময় নিজ মনে মনে গণি ॥ ভগিনী গঙ্গারে পদ্মা করিতে
দর্শন । ঘন ঘন শঙ্খবাদ্য করেন তখন ॥ শঙ্খ শুনি গঙ্গা দেবী সেই দিকে
নায় । কিয়দূরে অগ্নিকোণে পদ্মাবতী পায় ॥ এদিকে নৃপতি দেখে অদূরে
চাহিয়া । অন্যদিকে গঙ্গা দেবী যেতেছে চলিয়া ॥ তাহা দেখি সারথিরে করি
সংহোধন । কহিলেন শীঘ্র রণ করহ চালন ॥ আই দেখ গঙ্গা দেবী অন্যদিকে
যায় । এত বলি শঙ্খ লয়ে সবনে বাজায় ॥ শঙ্খধ্বনি শুনি গঙ্গা সলিল হইতে ।
উখিত হইয়া দেখে রাজারে দূরেতে ॥ শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন করিছেন তিনি । এ-
দিকে বাজায় শঙ্খ পদ্মাবতী ধনী ॥ তাহা দেখি রোম জন্মে পদ্মাবতীপরে ।
সেই রাখে পদ্মাবতী নদীরূপ পরে ॥ রিত্তীগলিলা হয়ে দেবী পদ্মাবতী ।
পৃথকুখে চলিলেন মাগধ অবধি ॥ পূর্বমাগরেতে গিয়া হইল মিলন । এদিকে
দক্ষিণশ্রোতা সুরধুনী হন ॥ মাগধ নিকটে জানি জাহ্নবী সুন্দরী । দক্ষিণ-
দিকেতে যাম কল কল করি ॥ ক্রমে ক্রমে মাগরেতে করিলে গমন । সমুদ্র
আগিল লয় কুসুম চন্দন ॥ ভাষ্যা সহ জলনিধি উপনীত হয়ে । গঙ্গার করিল
পূজা মানন্দ স্বদয়ে ॥ গঙ্গা দেবী অবশেষে ভেদিয়া মাগধ । মহাতলে উপ-
নীত কপিল-গোচর ॥ দেখেন তথায় বসি মহা তপোধন । তেজেতে জ্বলিছে
কিবা কনকবরণ ॥ সেই স্থানে ভগীরথ নানা উপহারে । ধূপ দীপ আদি দিয়া
পূজন গঙ্গারে ॥ কপিল গঙ্গারে কহে ওগো মহেশ্বর ! আমিযাছ বহু দেশ
অতিক্রম করি ॥ মহাতলে এবে তুমি কৈলে আগমন । সগরসন্তানগণে কত
দরশন ॥ সাইট হাজার পুত্র দেখ এই স্থানে । দক্ষ হয়ে আছে মম ক্রোধজ
দহন ॥ অধোগতি লভিয়াছে রাজপুত্রগণ । ইহাদিগে কর দেবি কৃপা বিত-
রণ ॥ ইহাদের অন্য গতি নাহি কিছু আর । তুমি মাত্র পার দেবি করিতে
উদ্ধার ॥ তোমার কৃপায় দেবি লভি পরিত্রাণ । দিব্যগতি লাগু হোক সগর-
সন্তান ॥ তোমারে স্পর্শি নু আমি শুন গো ভবানি । কৃতার্থ হলেম আজি
নিস্তারকারিণি ॥

শুক বলে শুম শুন ওহে তপোধন । কাপলের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥
ভৃঙ্গকর্কুক পূজ্যা হইয়া ভবানী । সগরসন্তানগণে স্পর্শেন তখন ॥ ভস্মো-
পরি গঙ্গাজল লাগিল যেমন । যমলোকে চারুরূপ হৈল সর্বজন ॥ মহাবল

পরাক্রম হইল সকলে । সমদুতগণ সবে বিস্ময়ে মেহারে ॥ আসিল গগনপু-
 অপূর্ব বিমান । অঙ্গরেয়া হর্ষভরে করে গুণগান ॥ বিমামে চড়িয়া হত সগ-
 মন্দন । সুরপুঞ্জে মনমুখে করিল গমন ॥ ভগীরথ নরপতি আনন্দিতবনে ।
 উপনীত হন আসি আপন ভবনে ॥ মহামহোৎসবম্বয় হইল নগর । পুলক
 পূরিত হইল সবার অন্তর ॥ এনিকে পাতালে গঙ্গা নাগের ভবনে । বিখ্যাত
 ছিলেন দেবী ভোগবতী নামে ॥ গঙ্গার চরিত-কথা পবিত্র আখ্যান । কীর্তন
 করিনু গুহে ঋষে মতিমান ॥ যেকপে ধরায় তিনি করেন গমন । কহিনু সকল
 কথা তোমার সদন ॥ যেই জন পড়ে ইহা আয়ু বাড়ে তার । যশ বাড়ে বংশ
 বাড়ে ধন ধর্ম্ম আর ॥ শোকনাশ দুঃখনাশ জানিবে ইহায় । মঙ্গলজনক ইহা
 কহিনু তোমায় ॥ কিবা বিপ্র কিবা ক্ষত্র কিব বৈশ্যগণ । পড়িবে শুনিবে কিহ
 হয়ে একমন ॥ পড়ে কিহা শুনে ইহা যদি কোন জন । পরমা সুগতি লভ
 শাস্ত্রের বচন ॥ নারীগণ শূদ্রগণ যদি কভু শুনে । উত্তমা সুগতি লভে শাস্ত্রের
 বচনে ॥ তড়াগ মন্দির কুপ পানপ কানন । এ সব প্রতিষ্ঠা কর্ম্ম হয় যেই
 ক্ষণ ॥ অশৌচান্তে দ্বিতীয়াঙ্কে একান্ত অনুরে । পড়িবে শুনিবে কিহা তক-
 ভরে ॥ গ্রহপাড়া আদি ঘরে জগাম্বিপীড়নে । পড়িবে শুনিবে কিহা একা
 ন্তিক মনে ॥ মহাপাপী হয় যেই এ ভব সংসারে । মরণসময়ে যদি এই সব
 পড়ে ॥ অথবা একান্তমনে করয়ে শ্রবণ । সে জন সে ফল পায় শুন তাপ
 ধন ॥ আজন্ম গঙ্গায় স্নান করিলে যে ফল । সে জন সে ফল পায় না হই
 বিফল ॥ গঙ্গার গভেতে হয় বন্যাপি মরণ । যেই ফল পায় তাহে সেই সাধু-
 জন ॥ সেই ফল সেই পাপী লভয়ে নিশয় । শাস্ত্রের বচন ইহা গুহে মহো
 দয় ॥ যেই জন একমনে করে অধ্যয়ন । মনোরণ সিদ্ধি তার শাস্ত্রের বচন ॥
 যোজন অন্তেতে থাকি গঙ্গা গঙ্গা বলে । ভক্তিভরে ডাকে যেই মন কুহুহলে ॥
 পাতক তাহার দেহে না থাকে কখন । দিবাগতি লাভ করে অন্তিমে সুজন ॥
 ভাগীরথী-গুণকণ কে বর্ণিতে পারে । অনন্ত সহশ্রমুখে সীমা দিতে নারে ।
 কুপার আধার দেবী গুণের আধার । পাতকী জনেরে ভবে করেন উদ্ধার ॥
 আনন্দে সতত বাস করির চরণে । কমণ্ডলু মাঝে রহে ব্রহ্মবিদ্যামানে ॥ শিব
 জটাঙ্গুটমাঝে করিয়া নিবাস । পরিপূর্ণ করে দেবী মন-অভিলাষ ॥ সগর-
 সন্তানগণে উদ্ধার কারণ । মহাতলে দয়াময়ী করেন গমন ॥ ভাগীরথী-রূপে
 রহে মানব-আগারে । দেবগণ হিত হেতু সুমেরু-শিখরে ॥ দেবীর মাহাত্ম্য বল
 কে করে বর্ণন । পঞ্চমুখে পঞ্চানন নারে কদাচন ॥ দেবীর মাহাত্ম্য জানি আপন
 অন্তরে ॥ শনিছে শিব ধরে তাঁরে মস্তক উপরে ॥ বেদেতে তাহার তত্ত্ব বুঝা
 নাহি যায় । মানবে কিরূপে বল বুঝিবে তাহার ॥ পরমা প্রকৃতি তিনি জানিবে
 অন্তরে ॥ কৃপা করি জমমেন হিমালয়-বরে ॥ দেবীর কৃপায় পুত্র এ তিন
 ভুবন । পাপীর পাতক হয় সমূলে নাশন ॥ বিমুখ্যে বাক্ষ্য করি যেই

জন । কোটিজন্মপাপ তার হয় বিমোচন ॥ নারীহত্যা ভ্রাহত্যা যদি কেহ
করে । অস্ত্রমে গজার তীরে যদি সেই মরে ॥ যমদূত তার পাশে না করে
গমন । দিব্যাধানে শিবলোকে যার সেই জন ॥ গুরুদ্রোহ গোঁয়ারতি যেই জন
করে । মিথ্যা কহে হিংসা করে পরের উপরে ॥ প্রভারণা করি করে সর্বশ্ব
লুপ্তন । অথবা যে জন করে ব্রহ্মহরণ ॥ পরদারা মহাপাপ যেই জন করে ।
নেহ তাজে যদি সেই জালুবারী তীরে ॥ দিব্যাগতি পায় সেই নাহিক সংশয় ।
কহিবু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

হিমালয়ে উয়ার জন্ম, উয়ার তপস্বী, মদনভঙ্গ ও
শিবের উমালাভ ।

জৈমিনিক্রমাত । উক ইবা শিবং প্রাপ্ত্য গঙ্গা সত্যকৃপিতী ।
উমালাভ শিবং প্রাপ্তিঃ বদ প্রজ্ঞান মতামতে ॥
অধিক্রমাত । সমাং গংগাং হিমবতঃ পুণ্ড্রবৈ মেনকা পুণ্ড্রঃ ।
অনাং হিমবতঃ চাকুগুণবলসমদিতঃ ॥
অলংকনকগোবর্জীং দ্বিভুজা চাকুলোচনাং ।
তদ্ব্যংগভবস্তাং মেনাকাং সঙ্গৈ গঙ্গাং চ ততঃ ॥

জৈমিনি জিহ্বামে পুনঃ ওহে মহামতি । শুনিতু তোমার মুখে অপূর্ব
ভারতী ॥ সতীদেবী দক্ষগৃহে তাজি কণেবর । অর্দ্ধ অংশে গঙ্গারূপে লভে
গঙ্গাধর ॥ সেকপে লভিল উমা দেব পঞ্চাননে । রূপা করি বল তাহা আমার
সদনে ॥ জৈমিনির বাক্য শুনি শুক তপোধন । কহিলেন শুন বলি অপূর্ব
কথন ॥ গঙ্গাদেবী সুরলোকে করিলে গমন । মেনকা প্রসবে পুনঃ তনয়া
রতন ॥ সুচারুকপিণী কন্যা গুণে গুণবতী । কনকগোবর্জী দেবী শীলবতী
অতি ॥ দ্বিভুজ শোভিছে কিবা ততি চমৎকার । সুচারু লোচন শোভে
যদি কি বাহার ॥ কন্যা পেরে মেনা আদি পুরবাসীগণ । গঙ্গাশোক ছদ্ম
হতে করে বিসর্জন ॥ শুকপক্ষে শশিকলা ঘেঁরুপ বাড়ে । দিনে দিনে বাড়ে
উমা হিমালয়-ঘরে ॥ একদা নারদ ঋষি দেব তপোধন । হিমালয় অন্তঃপুরে
করিয়া গমন ॥ নিজ্ঞানে সম্বোধি মেনা আদি সবাকারে । কহিলেন সতীকথা
আমন্দ অন্তরে ॥ মুনির মুখেতে সব করিয়া শ্রবণ । কন্যার পরম তত্ত্ব
বুঝিল তখন ॥ জানিলেন কন্যা হন আদিয়া প্রকৃতি । অনাদি অজন্মা দেবী

গুণবতী সতী ॥ অস্ত্রাপুর হতে তবে দেব তপোধন । হিমালয়-পাশে আমি
দেন দরশন ॥ সযোধি কহেন তাঁরে ওহে হিমালয় । শুন শুন বলি তব
কন্যা-পরিচয় ॥ কমললোচনা দেবী তোমার আগারে । জন্মিয়াছে ওহে
গিরি কহিনু তোমারে ॥ বিবাহের যোগ্য কন্যা হয়েছে সুন্দরী । কাহারে
অর্পিব কন্যা বল ওহে গিরি ॥ ঋষির এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । কহি-
লেন গিরিবর ওহে তপোধন ॥ যোগ্যপতি লভিবারে আমার নন্দিনী ।
করিছে কাননে তপ ওহে মহাত্মনি ॥ অদূরে আছে পতি যে জন উহার ।
লভিবে তাহারে কন্যা ওহে গুণধার ॥ এতক বচন শুনি নারদ তখন ।
কহিলেন শুন শুন পর্বত-রাজন ॥ যা বলিলে সত্য বটে ওহে মহাশয় ।
তবু এক কথা বলি শুন হিমালয় ॥ পুরুষ উদ্যোগী হবে সদা সর্বক্ষণ ।
করম রাক্ষসে নৈশে করয়ে নিধন ॥ সর্বথা উদ্যোগী হবে শাস্ত্রের বিধান ।
কাৰ্য্যসিদ্ধি হবে তাহে ওহে মতিমান ॥ কন্যার জনক ভূমি ওহে হিমালয় ।
যাহাতে সে পতি লভে ওহে মহোদয় ॥ উচিত কর্তব্য তাহা করিতে তোমার ।
কন্যাদান-ফল লভ ওহে গুণধার ॥ লক্ষ্য হইবে লাভ করি বিবেচনা ।
যে জন উদ্যোগ কভু কিছুতে করে না ॥ কাৰ্য্যসিদ্ধি সে জনের কভু নাহি
হয় । গৃহীনাশে গণ্য নহে সে জন নিশ্চয় ॥ অতএব শুন বাক্য ওহে
গিরিবর । কন্যার বিবাহ লাগি হও অগ্রসর ॥ মন্ত্রীগণ সহ আর লয়ে
বিপ্রগণ । পরামর্শ কর এবে ওহে বিচক্ষণ ॥ কন্যার বিবাহ হেতু বরের
লাগিয়ে । অন্বেষণ কর গিরি যতন করিয়ে ॥

এতক বচন শুনি হিমগিরিবর । কহিলেন নারদেরে করি ঘোড়কর ॥
তত্ত্ববেত্তা তুমি প্রভু ওহে ভগবন । কে হবে কন্যার বর বলহ এখন ॥ কাহার
করেতে আমি অর্পিব নন্দিনী । কারে লভি হবে কন্যা পরম সুখিনী ॥ এতক
বচন শুনি নারদ তখন । কহিলেন গিরিবরে করি সযোধন ॥ যোগ্যপতি
আছে তব জানিবে কন্যার । তার লাগি তপ করে তনয়া তোমার ॥ বলি-
তেছি সেই কথা করহ শ্রবণ । কৈলাসে আছেন পতি জানিবে সুজন ॥ স্বয়-
মাক্ষা মহাবাহু সেই মহামতি । কুবের কিস্কর যাঁর শুনহ ভারতী ॥ তাঁহার
করেতে কন্যা করহ অর্পণ । পূজিবে ভকতিভরে যত দেবগণ ॥ ঋষির বচন
শুনি কহে হিমালয় । শুন শুন মম বাক্য ওহে মহোদয় ॥ যা বলিলে তাহে
নাহি অন্যথা করিব । শিবের করেতে কন্যা সাদরে অর্পিব ॥ শিবেরে
আনহ শীঘ্র ওহে তপোধন । আমার কন্যার যিনি বাঞ্ছনীয় ধন ॥ গিরির
এতক বাক্য শুনি ঋষিবর । অবিলম্বে চলি যান মধ্যমহেশ্বর ॥ কৈলাসে
ধাইয়া তবে দেব তপোধন । প্রণমিয়া শিবপদে কহেন তখন । শুন শুন
মম বাক্য শশাঙ্ক-শেখর । সতীলাভ হৈল তব করিনু গোচর ॥ মনোরথ
পূর্ণ তব জানিবে এখন । বিশেষ বিবরি বলি করহ শ্রবণ ॥ গঙ্গারে যথায়

পায় অমর নিকর । সেই স্থানে আছে সতী ওহে গঙ্গাধর ॥ তোমারে
লভিতে গৌরী একান্ত অন্তরে । করিতেছে ঘোরতপ কানন ভিতরে ॥ তব
বার্তা বলিয়াছি গিরি-দম্পতীরে । তুমিও চলহ দেব হিমালয়-পুরে ॥ তোমারে
সেবিবে গৌরী হয়ে একমন । গৌরীরে লভিবে তুমি ওহে পঞ্চানন । এতেক
বচন শুনি কহে পশুপতি । শুন শুন মম বাক্য ওহে মহামতি ॥ গঙ্গারূপে
সতীধনে লভিয়াছি আমি । পুনঃ কার কথা কহ ওহে মহামুনি ॥ গঙ্গারে
ধরেছি আমি নিজ শিরোপরে । কৃতার্থ হয়েছি আমি আপন অন্তরে ॥ শিবের
এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । নারদ কহেন শুন ওহে পঞ্চানন ॥ তব সতী
ওহে দেব দ্বিবিধ আকারে । জনম ধরিয়াছেন হিমালয় ঘরে ॥ গঙ্গা উমা
দুইরূপ ওহে পঞ্চানন । এক জনে শিরোপরে করেছ ধারণ ॥ বামাক্ষে
উমারে তুমি ধর পশুপতি । তব বামাজিনী ভাষা সেই দেবী সতী ॥ বামাক্ষে
এখন তাঁরে লভ পঞ্চানন । তোমার অঙ্গের ধন উমারতুধন ॥

ঋষি এতক বাক্য শুনি পশুপতি । তাঁহার সঙ্কেতে দেব করিলেন
পতি ॥ তাপসের বেশ শিব করিয়া ধারণ । হিমালয়ে দ্রুতগতি করেন গমন ॥
বিকল্পে স কীর্ণাণে গিয়া পশুপতি । কহিলেন মিস্ত্রভাবে মধুর ভারতী ॥
কে তুমি কাহার কন্যা বলহ সুন্দরি । কি হেতু করিছ তপ এত কষ্ট করি ॥
এ নহে শোভনে তব তপের সময় । সুকুমারী কেবা তুমি দেহ পরিচয় ॥ শিবের
এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মধুর-বচনে উমা কহেন তখন ॥ শুন শুন
বিপ্র আমি হিমের নন্দিনী । শিবের লাগিয়া তপ করিতেছি আমি ॥ পূর্ব-
জন্মে ছিল মম দাক্ষায়ণী নাম । দেহ ত্যজি উমারূপী এবে মতিমান ॥ দেবীর
বচন শুনি দেব পঞ্চানন । মিস্ত্রভাবে চল করি কহেন তখন ॥ কি কারণে
বরাননে এ বুদ্ধি তোমার । শিবেরে করিবে পতি একি চমৎকার ॥ কুরূপ
সে পঞ্চানন শ্মশানে বিচরে । কিরূপে পতিত্ব বল দুরিবে তাহারে ॥ শুণে
শুণবতী তুমি শুন গো সুন্দরি । ইন্দ্র আদি সুরবাসী নবে পরিহরি ॥ বরিতে
বাসনা হৈল মহেশে তোমার । তোমার বাসনা শুনি লাগে চমৎকার ॥ শিবের
লাগিয়া কর তপ আচরণ । শুনি বরাননে হৈনু বিস্ময়ে মগন ॥ অপকৃপ
কপ তব হেরিছি নয়নে । এ রূপ কি শোভা পায় শিবের মিলনে ॥ তোমার
চরণ সম নহে পঞ্চানন । তুমি তপ কর এ কি আশ্চর্য ঘটন ॥ তোমার
লাগিয়া তপ করিবে সে জন । তোমারে লভিতে আমি ধরিবে চরণ ॥
তাহা হলে শোভা পায় শুন শো সুন্দরি । অন্য জনে বর এই
বাঞ্ছা পরিহরি ॥ শিবের এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । রোষভরে
উমা দেবী কহেন তখন ॥ শুন শুন ব্রহ্মচারী বচন আমার । একরূপ
বলিতে নহে উচিত তোমার ॥ পুনঃ হেন বাণী আর না বল বদনে । শিব-
নিন্দা ঘেন আর না শুনি শ্রবণে ॥ পূর্বজন্মে শিবনিন্দা করিয়া শ্রবণ । দক্ষ-

লয়ে সতীদেহ কৈলু বিসর্জন ॥ এখন আমার বাক্য শুন ব্রহ্মচারী । শিব-
নিন্দা করি তুমি হলে পাপাচারী ॥ পাপেতে তরিতে যদি থাকে অভিলাষ ।
শিবের করহ স্তব করিহু প্রকাশ ॥ শিবনিন্দা যেই জন করয়ে শ্রবণ । উচিত
তাহার হয় দেহ বিসর্জন ॥ দেবীর বচন শুনি নিজের মহেশ্বর । নিজের
করেন স্তব ওহে দিগম্বর ॥ তুমি শিব তুমি হর তুমি ত্রিনয়ন । গিরিশ
বিশেষ তুমি নিতা সনাতন ॥ প্রমথগণের সহ করহ বিহার । সর্বানন্দরূপী
তুমি ওহে দয়াদার ॥ কালরূপী তুমি দেব সংহার-কারণ । ব্যাপিয়া রয়েছে
তুমি সকল ভুবন ॥ রূপা করি রূপা কর অধীন উপরে । ভবভয় বিনা-
শিতে আর কেবা পারে ॥ তোমার চরণে যেই লভয়ে শরণ । শোক তাপ
মৃত্যু ভয় না রহে কখন ॥ তোমার রূপায় হয় নিকর মুকতি । তোমার
রূপায় হয় ভগবত ভক্তি ॥ তোমার রূপায় হয় ভববন্ধ ক্ষয় । তোমার রূপায়
কর্মবন্ধনাশ হয় ॥ ত্রিগুণ-আত্মক তুমি ওহে পঞ্চানন । তোমার চরণে প্রভু
করি গো বন্দন ॥ উদ্ধারক বিরূপাক্ষ তুমি রুত্তিবাস । তোমার রূপায় পুরে
মন-অভিলাষ । প্রসাদ প্রসাদ দেব আমার উপরে । সদা যেন মতি রহে
তব পদোপরে ॥

ব্রহ্মচারী-মুখে শুনি এতক বচন । আনন্দে শিবানী হন আনন্দিতমন ॥
বিপ্রেসে সঘোষি তবে মধুর-বচনে । কহিলেন শুন শুন বহি তব হানে ॥
শুন শুন ব্রহ্মচারী তোমা নমস্কার । শিবতত্ত্বজ্ঞাতা তুমি অবনীমাকার ॥ ব্রহ্ম-
চারীবেশী তুমি সদ্যপি ব্রাহ্মণ । শিবতুল্য তুমি মাধু ওহে মহাত্মন ॥ শিবেরে
তোমাতে ভেদ নাহি কিছু আর । ভক্তিভরে তোম আমি করি নমস্কার ॥
তুমি বিপ্র মহামাধু অবনী ভিতরে । তব সম পার্থিকেরে চাহে ধর্মী নরে ॥
তোমার ভক্তি হেরি লাগিল বিস্ময় । সামান্য নহেক তুমি হেন মনে লয় ॥
যেই জন সদা ভক্তি করে পঞ্চাননে । সে জন সামান্য নহে এ তিন ভুবনে ॥
তাহার অসাধ্য বল কিবা আছে আর । দেবগণ সদা বশ জানিবে তাহার ॥
তাহারে পূজিলে হয় শিবের অর্চন । তাহার দর্শনে হয় শিবদর্শন ॥ শিব-
রূপালাভ হয় তাহার রূপায় । শাস্ত্রের বিচার ইহা কহিহু তোমায় ॥ অধিক
বলিব কিবা ওহে ব্রহ্মচারী । পূজনীয় তুমি মদ সম ত্রিপুরারি ॥ অতএব
তোমা আমি করি নমস্কার । শিবতুল্য ভক্তি মম চরণে তোমার ॥ এত বলি
উমা দেবী অতি ভক্তিভরে । প্রণাম করিতে যান দেব মহেশ্বরে ॥ সহসা
আপন রূপ ধরে পঞ্চানন । রূষোপরে শোভা পান অতি রিমোহন ॥ উনারে
সঘোষি কন শুন বরাননে । আমারে পাইবে তুমি নাহি জীব মনে ॥ তোমা
ছাড়া নহি আমি জানিবে কখন । এত বলি তিরোহিত হন পঞ্চানন ॥ এদিকে
পার্বতী যান পিতার আলয় । আনন্দে পুরিল তাঁর পবিত্র স্বয়ং ॥ এইরূপে
বহুকাল বিগত হইল । বহুদিন পিতৃগৃহে পার্বতী যাপিল ॥ এদিকে গঙ্গার

পেয়ে শিব পঞ্চানন । শিরোপরি মহানন্দ করিছে ধারণ ॥ পুষ্প দার-পরি-
 গ্রাহে নাহিক বাসনা । একমাত্র জানে দেব জাহ্নবী ললনা ॥ সে ভাবে উন্মত্ত
 আছে দেব পঞ্চানন । উমারে নাহিক আর হৃদয়ে স্মরণ ॥ নারদের মুখে সব
 শুনি হিমালয় । মনে মনে যুক্তি স্থির করি মহোদয় ॥ উমারে পাঠান যথা
 আছে পঞ্চানন । শিবের সেবার লাগি ওহে তপোধন ॥ পিতার আদেশে উমা
 অতি যত্ন করি । দিবানিশি সেবা করে দেব ত্রিপুরারি ॥ কিন্তু মহাযোগী শিব
 পর হতে পর । কামনা না করে কভু উমার উপর ॥ ইহা দেখি প্রজাপতি
 দেব পদ্মাসন । কামেরে পাঠায়ে দেন যথা পঞ্চানন ॥ পূর্বকালে পিতামহ
 দেব প্রজাপতি । সন্ধ্যা নাম্নী কন্যা সহ করেছিল রতি ॥ কামবশে এই কাজ
 করি পদ্মাসন । সবার নিকটে আছে লজ্জিত-বদন ॥ শিবেরে কামের বশ
 করিবার তরে । পাঠালেন কন্দর্পেরে কাননমাকারে ॥ যাতে ভঙ্গযোগ হন
 দেব পঞ্চানন । কন্দর্প করিবে তাহা এই সে কারণ ॥ ব্রহ্মার আদেশে কাম
 কাননেতে পশি । শিবের অদূরে নিজ পত্নী সহ বসি ॥ শরাসনে মোহনাদি
 ছুড়ে পঞ্চ বাণ । বসন্ত মুরতি ধরি করে অবস্থান ॥ যেমন জুড়িল বাণ পুষ্প-
 শরাসনে । অমনি বিকৃতি জন্মে মহেশের মনে ॥ সহসা একরূপ হৈল কিসের
 কারণ । জানিবারে চারিদিকে চাহে পঞ্চানন ॥ দেখিলেন পার্শ্বদেশে শরা-
 মন লয়ে । পুষ্পবাণ ছুড়ি আছে মদন বসিয়ে ॥ তাহা দেখি রোষভরে দেব
 পঞ্চানন । কাম-অভি মুখে চাহে সরোব-নয়ন ॥ যেমন সরোবে চাহে মদ-
 নের পানে । ভস্মীভূত হয়ে কাম পড়ে ধরাসনে ॥ মদন হইয়া ভস্ম হয়-
 কোপানলে । আনন্দ রূপেতে গেল উমার শরীরে ॥ কামের শরীর-ভস্ম লয়ে
 মহেশ্বর । তাহাতে লেপন করে নিজ কলেবর ॥ কামভাবে উমা দেবী চাহে
 ঘন ঘন । তাহা দেখি কামবশ হন পঞ্চানন ॥ মদনের বশ হেরি দেব মহে-
 শ্বরে । ব্রহ্মাদি দেবতা হন প্রফুল্ল অন্তরে ॥ এদিকে সানন্দ হয়ে গিরি হিমা-
 লয় । শিবকরে কন্যা দিতে সমুদ্যত হয় ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যত দেবতা-
 নিকর । উপনীত হৈল সবে যথা মহেশ্বর ॥ সবার সাক্ষাতে দেবদেব ত্রিন-
 যন । করিলেন পার্শ্বতীর পাণিপ্রপীড়ন ॥ বিধি অনুসারে হৈল শিব-পরি-
 গণ । উমারে লভিয়া শিব আনন্দ-হৃদয় ॥ এইকালে দেবগণ তারকের ভয়ে ।
 মলিনবদনে রহে বিষণ্ণ-হৃদয়ে ॥ দুর্দান্ত দানব সেই বলে মহাবল । তাহার
 পীড়নে দুঃখী অমর-নিকর ॥ শিবের ঔরসে যেই জন্মিবে সন্ততি । দেবসেনা-
 পতি হবে সেই মহামতি ॥ তবে ত তারক দৈত্য হবে পরাজয় । এই হেতু
 দিলি যত দেবতা নিচয় ॥ পুত্র ভিক্ষা করে এক শিবের গোচরে । শিবের
 ঔরসে হবে সেনাপতি তরে ॥ দেবতার হিত হেতু দেব পঞ্চানন । উমা সহ
 বিহারেতে ছলেন যগন ॥ ইলারূত বর্ষে গিয়া সুমেরুর ঘূলে । বিহার আরম্ভে
 দেব মন-কুড়ুলে ॥ দিব্য বর্ষশত গত ক্রমেতে হইল । মৈথুনে শিবের তরু

তৃপ্তি না জন্মিল ॥ তথাপি নাট্য হয় শেষ শিবের বিহার । দেবগণ হৃদে ভাবে
 এ কি চমৎকার ॥ তুঃসহ করম দেখি যত দেবগণ । অনর্থ ঘটিবে হেন ভাবে
 মঙ্গল নম ॥ মহাভীত হৈল যত দেবতা-নিকর । নানাযত পরামর্শ করে পর-
 স্পর ॥ দিব্য শত বর্ষ গেল যাহার মৈথুনে । ধরিতে পারিবে কেবা তাহার
 নন্দনে ॥ তাহার নন্দনে ধরে হেন শক্তি কার । ভাবিয়া দেবতা-হৃদে লাগে
 চমৎকার ॥ এত ভাবি দেবগণ মন্ত্ৰণা করিয়ে । কতিপয় বিপ্রে তথা দিলেন
 পাঠায় ॥ বিপ্রগণ আজ্ঞামাত্র আনন্দিতমনে । উপনীত হন শিব-শিবির
 সদনে ॥ বিপ্রগণে নেহারিয়া পার্শ্বতী সুন্দরী । লজ্জায় বসন লয়ে পরে ত্বর
 করি ॥ তদবধি সেই স্থানে পুরুষ না যায় । পুরুষ রমণী হয় যাইলে তথায় ॥
 এদিকে মৈথুন দেবী তাজিল যেমন । শিবভেজ ভূমিতলে হইল পতন ॥
 সর্কব্যাপী সেই ভেজ লইয়া মানরে । রাখিলেন বক্ষিদেব ততি যত্ন করে ॥
 কিস্ত তাহা রাখিবারে অসমর্থ হয়ে । গঙ্গারে নিলেন বক্ষি আদর করিয়ে ॥
 গঙ্গা দেবী লয়ে তাহা সহিতে নারিল । কৈলাসের শরবনে নিক্ষেপ করিল ॥
 সেই ভেজে জনমিল অপূর্ব সন্তান । দেবসেনাপতি হৈল মহাবলবান্ ॥ মহা
 ভুজ মহাসক্ত শিবের নন্দন । সূতপ্ত কাক্ষন সম অঙ্গের বরণ ॥ নানাবিধ
 বিভূষণ শোভে কলেবরে । সেনাপতি-পদে সবে বসিল তাঁহারে ॥ ক্রিষ্ণ-
 কাপি ছয় জন করিয়া আদর । স্তনদুগ্ধ দিয়া পালে সেই পুত্রবর ॥ সেই হেতু
 কার্তিকের নাম হৈল তার । গুহন কারণ হৈল গুহ নাম আর ॥ ছয় মুখে
 স্তন্য পাম করিল নন্দন । সেই হেতু নাম তাঁর হৈল ষড়ানন ॥ অনন্তর
 কার্তিকের হলে সেনাপতি । অস্ত্র শস্ত্র দিল তাঁরে অমর-সংহতি ॥ শিব
 আদি দেবগণ সানন্দ অন্তরে । অস্ত্র শস্ত্র বাহনাদি দিলেন তাঁহারে ॥ অনন্তর
 মহাবল শিবের নন্দন । অস্ত্র শস্ত্র করে ধরি করি মহারণ ॥ তারক অস্ত্রে বধ
 করিল সমরে । তাহ দেখি দেবগণ ভাসে সুখনিরে ॥ এদিকে উমার সহ দেব
 পশুপতি । সানন্দে কৈলাসধামে করিলেন গতি ॥ তথায় পার্শ্বতী দেবী
 পুলক-অন্তরে । শিব-অর্ক অঙ্গ হরি ভাসে সুখনিরে ॥ পার্শ্বতী জিজ্ঞাসে
 পরে শিবের গোচর । মন্ত্ৰ তন্ত্র বলে শিব করিয়া আদর ॥ জিজ্ঞাসিলে যেই
 কথা ওহে তপোধন । যথাযথ সেই সব করিহু কীর্তন ॥ যেক্রমে উমারে লভে
 দেব মহেশ্বর । বলিহু সে সব কথা তোমার গোচর ॥ অপূর্ব আখ্যান এই
 করিলে কীর্তন । মহাপুণ্য হয় আর অভীষ্ট সাধন ॥ জপিবে পড়িবে কিম্বা
 করিবে শ্রবণ । আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ তপোধন ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

জাহ্নবীতে কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ ।

জৈমিনিব্রূবাচ । উক্তা ত্রয়া মহাপুণ্যা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ।

গঙ্গায়াং যন্ত কর্তব্যাকর্তব্যং বদন্ত তং ॥

অষ্টকুলাকাঙ্গীমঘবিরতির্নোপলভ্যতে ।

নৈবৈব তবতো বাক্যমুদ্বিগত্যাৎমচূতং ॥

জৈমিনি বিনয়ে কহে ওহে তপোধন । মহাপুণ্য গঙ্গা-কথা করেহ বর্ণন ॥
গঙ্গাতে কর্তব্য যাহা বল মহাশয় । অকর্তব্য তাহে বল কিবা কর্ম হয় ॥
অমৃত সমান কথা তোমার বদনে । তাহার নিরুত্তি নাহি বাঞ্ছিতেছি মনে ॥
তোমার বদনে যাহা হয় উচ্চারণ । অনুত্তম অর্থযুক্ত ওহে মহাত্মন ॥ জৈমি-
নির এই কথা শুনি মহামুনি । আনন্দে বলেন তাঁরে সুমধুর বাণী ॥ গঙ্গায়
কর্তব্য যাহা করহ শ্রবণ । অকর্তব্য তাহে যাহা করিব বর্ণন ॥ মনোরম
গঙ্গাকৃত্যে যেই জন শুনে । গঙ্গাস্নান ফল তার শাস্ত্রের বিধানে ॥ হিমালয়
গিরি হতে সাগর অবধি । যথা যথা দিয়া গঙ্গা করেছেন গতি ॥ পরম পবিত্র
দেশ সেই সেই স্থান । তথা হতে শ্রেষ্ঠ আর নাহি মতিমান ॥ অযোধ্যা
অবন্তী কাশী মথুরা নগরী । মায়া কাশী মনোহারী দ্বারাবতী পুরী ॥ মুক্তি-
প্রদা এই সাত জানিবে ধরায় । সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু তোমায় ॥
অযোধ্যা পবিত্র দেশ ত্রীরামের পুরী । কৃষ্ণের পালিতা হয় মথুরা নগরী ॥
কামরূপ ঘারে বলে মায়া তার নাম । বারাণসী শিবপুর খ্যাত সর্বস্থান ॥
শিবকাশী বিষ্ণুকাশী কাশীযুক্ত হয় । অবন্তী সাগর-তীরে আছে পরিচয় ॥
পুরুষ-উত্তম ঘারে বলে সর্বজন । অবন্তী তাহার নাম ওহে তপোধন ॥
কৃষ্ণের নির্মিতা পুরী দ্বারকা নগরী । পৃথ্বীমধ্যে গণ্য নহে এই কয় পুরী ॥
অযোধ্যা মোহন পুরী পুণ্যের আকর । রামের ধনুর আগে আছে নিরন্তর ॥
কেশব সতত নিজে সানন্দ অন্তরে । ধরিছেন সুদর্শনে মথুরা নগরে ॥ মায়া-
পুরী সদা শিবলিঙ্গের উপর । ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সবে রহে নিরন্তর ॥ শিবের
ত্রিশূলোপরি বারাণসী পুরী । হরিহরাত্মক কাশী যুগল নগরী ॥ বামহস্তে
এক কাশী ধরে জনার্দন । অন্য কাশী দক্ষ করে দেব পঞ্চানন ॥ অবন্তী
নগরী আছে হরি-পদ্মোপরে । দ্বারাবতী পাঞ্চজন্য শঙ্খের উপরে ॥ একত্র
এ সবে গণি মুক্তিপ্রদ বলি । একা কিন্তু মুক্তিপ্রদা জাহ্নবী সুন্দরী ॥ শিরো-

পরি জাহ্নবীরে ধরে পঞ্চানন । গঙ্গার মাহাত্ম্য বল কে করে বর্ণন ॥ মহা-
 দেব শিরোপরি ধরেন যখন । নিজশির বুদ্ধি করে দেব পঞ্চানন ॥ অষ্ট হস্ত
 অতিরিক্ত অর্দ্ধেক যোজন । শিবের মস্তক হয় ওহে তপোধন ॥ গঙ্গাশ্রয়
 দেশ যত আছয়ে যেখানে । পৃথুমধ্যে গণ্য নাহি হয় সে কারণে ॥ শিবের
 মস্তক বলি জানিবে তাহার । পরম পবিত্র স্থান কহিনু তোমায় ॥ জাহ্নবী
 প্রথমে হন দক্ষিণবাহিনী । পূর্বশ্রোতা কোন স্থানে পশ্চিমবাহিনী ॥ উত্তর-
 বাহিনী হয়ে চলেছে কোথায় । গঙ্গার যতেক গতি কি কব তোমায় ॥ দক্ষিণ-
 বাহিনী হতে এক শত গুণে । পূর্ববাহিনীর গতি কহি তব স্থানে ॥ পূর্ব
 হতে পশ্চিমের শতগুণ হয় । উত্তরের তাহা হতে সহস্র নিশ্চয় ॥ সর্বথা
 মুক্তিদা গঙ্গা ওহে মহামুনি । কহিলাম তব পাশে অপূর্ব কাহিনী ॥ গঙ্গা
 সম তীর্থ নাহি অবনীমণ্ডলে । গঙ্গা সম নাহি দেবী জানিবে অন্তরে ॥ গঙ্গা-
 তীরে স্থিতি হয় পরম বগতি । অন্তরে জানিবে গঙ্গা একমাত্র গতি ॥ আকাশ-
 বাসিনী গঙ্গা পর্বতবাসিনী । অবনীবাসিনী দেবী পাতালবাসিনী ॥ যেখানে
 সেখানে গঙ্গা হয় দরশন । করিবারে পারে তথা মিনান-মজ্জন ॥ গঙ্গা-দর-
 শন হয় যে কোন সময়ে । স্থানে বাধা নাহি কিছু জানিবে স্বদয়ে ॥ কিবা
 পাপী মহাপাপী কিবা পুণ্যবান । গঙ্গাস্নানে অধিকার সবারি সমান ॥
 কীটপতঙ্গাদি যদি গঙ্গাজলে মরে । সুরপুরে যায় সেই দিব্য কলেবরে ॥
 মাহার পবিত্র বারি করিয়া স্পর্শন । উদ্ধার পাইল যত মগর-নন্দন ॥ তমো-
 ভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলে । ব্রহ্মশাপে মুক্ত হৈল মন-কুহলে ॥ দিব্য
 রূপ দিব্য দেহ করিয়া ধারণ । অবহেলে গেল চলি অমর-ভবন ॥ তাই বলি
 শুন শুন ওহে তপোধন । ভক্তিভরে গঙ্গাসেবা করে যেই জন ॥ তার কথা
 কি বলিব বলা নাহি যায় । অনন্ত পুণ্যের ভাগী সে জন ধরায় ॥ শতেক
 যোজন দূরে করি অবস্থিতি । গঙ্গা গঙ্গা রবে বলে মধুর ভারতী ॥ সর্বপাপে
 মুক্ত হয়ে সেই সাধুজন । দেহ অবসানে করে বৈকুণ্ঠ গমন ॥ আজন্ম পাতক
 করে যেই দুরমতি । মৃত্যুকালে করে যদি গঙ্গায় বসতি ॥ সে জন মুক্তি
 লভে নাহিক সংশয় । অতএব গঙ্গা রক্ষা করিবে নিশ্চয় ॥ জাহ্নবীরে ত্যাগ
 করে যেই মুঢ়জন । পরিত্রাণ নাহি তার জানিবে কখন ॥

এতেক বচন শুনি জিহ্বাসে জৈমিনি । সন্দেহ হর্যেছে এক ওহে মহা-
 মুনি ॥ গঙ্গারে করিবে রক্ষা করিলে বর্ণন । কিরূপে হইবে রক্ষা কহ মহা-
 ত্মন ॥ কীদৃশ জাহ্নবী ত্যাগ কহ মহামতি । সংশয় ছুটুক নাশ শুনিয়া
 ভারতী ॥ ঋষির বচন শুনি শুক তপোধন । কহিলেন শুন সব করিব বর্ণন ॥
 প্রবাহ অবধি ধরি হস্ত চতুর্দয় । নারায়ণ স্বামী হন ওহে মহাশয় ॥ কণ্ঠগত
 প্রাণ যদি হয় তপোধন । এই স্থানে কিছু নাহি করিবে গ্রহণ ॥ এই স্থানে
 কত নাহি করিবেক দান । যদ্যপি সুপাত্র তথা থাকে বিদ্যমান ॥ প্রতিগ্রহা-

ভাবে হয় দানের অভাব । কহিনু তোমাতে ওহে সুশীল-স্বভাব ॥ পরের
অনিষ্ট কিছু যাহে যাছে হয় । গঙ্গায় সে কাজ নাহি করিবে নিশ্চয় ॥ প্রতি-
এহ যদি তথা করে কোন জন । জাহুবী বিক্রীত হয় ওহে মহাত্মন ॥
জাহুবী বিক্রীত মুনি যদাপি হইল । জনার্দন তাহে জান বিক্রীত রহিল ॥
যদাপি বিক্রীত হৈল দেব জনার্দন । বিক্রীত হইল তবে এ তিন ভুবন ॥
এ হেন জনের নাহি কভু পরিত্রাণ । কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান ॥
মিথ্যাবাক্য প্রতিগ্রহ অথবা প্রদান । অপারমার্গিক বাক্য ওহে মতিমান ॥
ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য বসনক্ষালন । কটু বাক্য শাস্ত্রাধীত অথবা ভৈঙ্গিন ॥
গাত্রমল-প্রক্ষালন আমাধর্মাচার । পরদ্রব্যে পূজা পীড়াপ্রদ-কার্য্য আর ॥
না জামি কখন কিছু অশাস্ত্র কখন । তিল বিনা তর্পণাদি পাদপ্রক্ষালন ॥
নিষ্ঠীবন মলমূত্র আদি পরিত্যাগ । অন্য তীর্থের প্রশংসা ওহে মহাভাগ ॥
জলান্তর-প্রশংসন উচ্ছ্রিক্ত-ক্ষেপণ । দণ্ডদ্বারা জলোপরি অথবা তাড়ন ॥
গঙ্গাতে এ সব কার্য্য কভু না করিবে । গঙ্গাজলে সন্তরণ কভু নাহি দিবে ॥
তৈল মাখি গঙ্গাজলে না করিবে স্নান । প্রাণান্তে শপথ নাহি করিবে ধীমান ॥
স্বর্ণ-রৌপ্য-অলঙ্কার করিয়া ধারণ । কভু না করিবে স্নান শাস্ত্রের বচন ॥
গঙ্গায় আপন্য নাহি করিবে কখন । না করিবে শোক মোহ শাস্ত্রের বচন ॥
দুঃখচিত্ত কভু নাহি হবে গঙ্গাতীরে । পাপবুদ্ধি না রাখিবে কদাচ অন্তরে ॥
বিষয়-আলাপ নাহি করিবে কখন । শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে তপোধন ॥
ভাদ্রমাসে ক্লৃৎপক্ষে চতুর্দশী দিনে । যে পঞ্চম জল উঠে ওহে মহামুনে ॥
গঙ্গাগর্ভ বলি তাহা শাস্ত্রের বচন । তার উল্লে তীর বলি করিবে গণন ॥
তথা হতে সার্ক শত হস্ত পরিমাণ । তীর বলি গণনীয় ওহে মতিমান ॥
তীর হতে দুই ক্রোশ যত দূর হয় । তীরক্ষেত্র বলে তারে ওহে মহাশয় ॥
প্রবাহ হইতে শত হস্ত পরিমাণ । গর্ভক্ষেত্র বলি গণ্য ওহে মতিমান ॥
গর্ভক্ষেত্রে যাহা বাহা বর্জ্জনীয় হয় । মন দিয়া শুন তাহা কহি সমুদয় ॥
হিংসা দ্বেষ প্রতিগ্রহ অনৃত কখন । স্থানাস্থান-বিকল্পনা অশাস্ত্র বচন ॥
পরান্ন-ভোজন পর-দ্রব্যাদি-ভুঞ্জন । শোক মোহ দুঃখ আর কলহ-করণ ॥
পাপে মতি নাস্তিকতা ভিক্ষার বাসনা । পরীহাস চঞ্চলতা বিষয়-কামনা ॥
গর্ভক্ষেত্রে এই সব করিবে বর্জ্জন । গঙ্গাতীরে বর্জ্জ্য যাহা শুনহ এখনি ॥
মিথ্যাবাক্য শোক মোহ পাপকাজে মতি । নাস্তিকতা কটুবাক্য অপরের ক্ষতি ॥
পর-পীড়াকর কার্য্য কভু না করিবে । না জানিয়া কোম কথা কভু না বলিবে ॥
অশাস্ত্র বচন নাহি বলিবে কখন । না বলিবে তীর্থান্তর-প্রশংসাবচন ॥
জলান্তর-প্রশংসন কভু না করিবে । স্থানাস্থান-বিবেচনা সর্ব্বথা তাজিবে ॥
গঙ্গাতীরে যেই জন করে অবস্থান । সর্ব্ব কার্য্য গঙ্গাজলে করিবে ধীমান ॥
অন্য জল স্পর্শে যদি থাকি গঙ্গাতীরে । ব্রহ্মহত্যা পাপ ঘেরে তাহার শরীরে ॥

দেবপূজা পিতৃপূজা সকল করমে । মহাতীর্থ গঙ্গা ক্ষেত্র জানিবেক মনে ॥
 গঙ্গাতীরে কতশো কত নাহি রয় । শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
 গঙ্গাতীরে মনমুগ্ধ কত না ত্যজিবে । নতবা পাতকে মজি নতকে ডুবিলে ॥
 গঙ্গাতীর-সন্নিহিত যেই যেই স্থান । পুণ্যতম বলি খ্যাত ওহে মতিমান ॥
 কিবা দীক্ষা কিবা জপ দেবতাপূজন । গঙ্গাতীরে ভক্তিভরে করিবে সাধন ॥
 নারায়ণ-ক্ষেত্র মধ্যে কর্তব্য যা হয় । বলিতেছি সেই সব শুন মহাশয় ॥
 শুদ্ধবাস ভক্তিভরে করি পরিধান । করিবে সাবিত্রী জপ ওহে মতিমান ॥
 পর-উপকার-কর্ম্ম আঁছ ও তপণ । দ্রব্যোৎসর্গ ইচ্ছদেবে সংপ্রীতিকরণ ॥
 নারায়ণ-ক্ষেত্রে এই সব আচরিবে । মনে মনে পাত্ৰোদ্দেশে দ্রব্য দান দিবে ॥
 যৌনভাবে স্তব-স্ততি করিবে পঠন । নীচজাতি সহ নাহি করিবে বচন ॥
 ত্র্যম্বকে বারিপান করিতে হইবে । তবে পুণ্য উপাধির্জবে এই বিশ্বভাবে ॥
 বলিলু সকল কথা তব বিদ্যমান । শুনিলে সে জন লভে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান ॥
 সার হতে সার রহদ্রম পুরাণ । যেই জন শুনে সেই ভবে পুণ্যবান ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

গঙ্গায় স্নানার্থ যাত্রাকাল ও স্নানাদি সময়ের
 কর্তব্যাকর্তব্য কথন ;

ঋষিক্রবাচ । গঙ্গাযাত্রা চরেম্মর্ত্যো মন উৎকর্ষতে যদা ।
 স্নাত্ব দেবান ঋষীংশ্চৈব পিতৃংশ্চৈব সমর্চয়েৎ ॥
 পিণ্ডাঘ বাগদী শুক্রে প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ।
 মৈথুনং কলহং হিংসাং বর্জয়েদ্ গঙ্গাযাত্রয়া ॥

শুন শুন তার পর ওহে অপোদন । গঙ্গার মহিমা কত করিব বর্ণন ॥
 উৎকর্ষিত হবে যবে অশ্রম অন্তর । তখন করিবে গঙ্গাযাত্রা নববর ॥ গঙ্গাজলে
 স্নান করি বিহিত বিধানে । পূজিবে ভক্তি করি ঋষি-পিতৃগণে ॥ শুভ্রবর্ণ
 দুই বস্ত্র করিয়া ধারণ । করিবেক প্রাণায়াম বিধানে সাধন ॥ স্নানাদি কারণে
 যবে চলিবে গঙ্গায় । মৈথুন কলহ ত্যজিবেক সর্বদায় ॥ মল্লিম বসন দেহে
 করিয়া ধারণ । গঙ্গায় স্নানাদি হেতু করিবে গমন ॥ সেই কালে ভক্তিভরে
 একান্ত অন্তরে । প্রণাম করিবে গুরু গণেশ বিষ্ণুরে ॥ শিব ভূগা গো ব্রাহ্মণ
 লক্ষী সরস্বতী । ভক্তিভরে এ সবাকৈ করিবে প্রণতি ॥ গুরুবৎ পিতরো দেবা

ইতি আদি করে । মন্ত্ৰ পড়ি গঙ্গাযাত্রা করিবে মানরে ॥ * এই মন্ত্ৰে প্রণমিয়া
ওহে মুনিবর । গঙ্গে দেবি মন্ত্ৰ পড়িবেক তার পর ॥ † বিলু ডুলসীয়ে পরে
করিবে প্রণাম । অবশেষে লবে বিলুপত্রের আত্মাণ ॥ তার পর গঙ্গাযাত্রা
করিতে হইবে । মহাপুণ্য সেই জন নিশ্চয় লভিবে ॥ শয়নে ভোজনে দানে
অথবা নিশীথে । দিবাভাগে কিবা ভক্তি করিয়া পথেতে ॥ গঙ্গা গঙ্গা বলি
সদা করিয়া স্মরণ । ভক্তিভরে করিবেক সমস্ত যাপন ॥ বিধিমতে গঙ্গাযাত্রা
করে সেই জন । পাপরাশি তার দেহে না রহে কখন ॥ ক্ষপাত্ময়ে অশুকার
বিনাশে যেমন । বিশ্বরাশি তথা তার হয় বিনাশন ॥ গঙ্গার পবিত্র বায়ু
শরীরে লাগিলে । সর্বপাপে মুক্ত হয় সেই পুণ্যফলে ॥ গঙ্গাস্নান হেতু যাত্রা
করে যেই জন । তার বিশ্ব আচরণ করে দেবগণ ॥ গঙ্গার নিকটে ক্রমে উপস্থিত
হলে । গঙ্গাবায়ু স্পর্শ দেহে হবে যেই কালে ॥ সেই কালে এই স্তব পড়িবে
সুজন । যাহাতে পরম তুষ্ট হবে জনার্দন ॥

“স্বৈ মহিম্বি হিতং দেবমপ্রমেয়মজং প্রভুং । শোকমোহবিনির্মুক্তং
ধ্যায়ৈদ্বিকুং সনাতনং ॥ আসনাদৈর্যমস্পৃষ্টং সেবিতং যোগিভিঃ সদা ।
নিষ্ঠুণং সৰ্গণং শান্তং ধ্যায়ৈদ্বিকুং সনাতনং ॥ সৰ্বদোষবিনির্মুক্তং সুপ্র-
ভাবং সুনির্মলং । নিফলং শাস্তং দেবং ধ্যায়ৈদ্বিকুং সনাতনং ॥ অতুলং সুখ-
বর্ণ্যনাং ব্যোমদেহং সনাতনং । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মসমাযুক্তং ধ্যায়ৈদ্বিকুং সনাতনং ॥
করাঙ্করবিনির্মুক্তং জন্মমৃত্যুবিবর্জিতং । অভয়ং সত্যাসংকল্পং ধ্যায়ৈদ্বিকুং
সনাতনং ॥ অমৃতং সাধনং সাধ্যং যং পশ্যন্তি মনীষিণঃ । স্তোয়াখ্যং পরমা-
জ্ঞানং ধ্যায়ৈদ্বিকুং সনাতনং ॥ ব্যাসাদৈর্যমিভিঃ সৰ্বৈর্ধ্যানযোগপন্নায়ণৈঃ ।
অর্চিতং ভাবকুসুমৈর্ধ্যায়ৈদ্বিকুং সনাতনং ॥” বিষ্ণুটক বলি এই স্তব মনোহর ।
মহাপুণ্য যোগীদের মহাহর্ষকর ॥ যেই জন ভক্তি করি করে অধ্যয়ন । বিষ্ণু-
তুল্য হয় সেই শাস্ত্রের বচন ॥ এইরূপে স্তব পাঠ করি নরবর । গঙ্গাদরশন
করিবেক তার পর ॥ মহাপুণ্য জাহ্নবীরে করি দরশন । দণ্ডবৎ নমস্কার
করিবে তখন ॥ “গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ শিবশিরে বাস । প্রণমি তোমারে কর
করণা প্রকাশ ॥ জনম সকল মম কর ভগবতি ।” ‡ এ মন্ত্ৰ পড়িয়া তবে
করিবে প্রণতি ॥ অবশেষে যেই মন্ত্ৰে করিবে স্পর্শন । মন কিয়া শুন তাহা

* মন্ত্ৰ বখা—গুরবঃ পিতরো দেবা দিক্‌পালাস্ত ঐশাস্তবা ।

ঋষশ্চারবাঃ দিত্বা গঙ্গর্ক্সাঃ ক্রিবাস্তবা ।

সর্ক্সা দেবাস্ত দেবাস্ত প্রণমাস্তে মমাদুনা ।

গঙ্গাস্নানার্থযাত্রায়াং শ্ববস্ত সর্ক্সসাবধাঃ ৬

† মন্ত্ৰ বখা—গঙ্গে দেবি লোকমাতর্ক্সিয়োংসাবিণি ত্তে নমঃ ।

স্বন্দর্শনার সদযাত্রাঃ কুরোম্যাত্রানুমোদয় ।

‡ মন্ত্ৰ বখা—গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ শিবশীর্ষস্ততালয়ে ।

জন্মৈতৎ সফলং মেতস্ত তবতীঃ প্রণমাম্যহং ৬

করিব বর্ণন ॥ “অরণ করেছি তোমা করেছি দর্শন । মহেশ্বরি এবে তোমা করি
পরশন ॥ জগত-জননী বিদু দেহ-দ্রবাকারে । প্রসন্ন হও গো মাতঃ আমার
উপরে ॥” * এই মন্ত্রে জাহ্নবীরে করিবে স্পর্শন । বিধানে করিবে শৈশে
স্নান আচরণ ॥ দ্বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিতে হইবে । পুনঃ নাহি আসিবারে
হবে এই ভবে ॥ তীর্থ আবাহন ইথে নাহি প্রয়োজন । সঙ্কল্প না করি
স্নান করে যেই জন ॥ সে জন পাতকে মুক্ত নাহিক সংশয় । কহিলাম তব
পাশ্বে, ওহে, মহোদয় ॥ এইরূপে স্নানবিধি করি আচরণ । দেব ঋষি পিতৃ-
গণে করিবে তর্পণ ॥ ‘অন্য চিন্তা ছাড়ি হাতে করি বিসর্জন । অবশেষে ইষ্ট-
দেবে করিবে পূজন ॥ গঙ্গাতীরে তিন রাত্রি করিবে বসতি । মহাপুণ্য উপা-
র্জিবে তাহে মহামতি ॥ সেই স্থানে অবস্থান হয় যতক্ষণ । সার্থক সে ক্ষণ
হয় ওহে মহাজন ॥ গৃহেতে কিরিয়া পুনঃ যখন যাইবে । পুনঃ দর্শন হেতু
কামনা করিবে ॥ মাতা পিতা ভাৰ্য্যা পুত্র কিম্বা দুহিতার । এ সব তাজিলে
দ্রুত হয় যা তাহার ॥ তা হতে অধিক দ্রুত গঙ্গার বিহনে । শাস্ত্রের বচন এই
কহি তব স্থানে ॥ যথায় জাহ্নবী নাহি আছে বিদ্যমান । ক্ষণেক তথায় নাহি
রহিবে, ধীমান ॥ যেই স্থানে গঙ্গা নাহি হয় দর্শন । সে দেশে কখন নাহি
করিবে গমন ॥ একপানে অবস্থিত হয়ে যেই জন । অযুত বৎসর তপ করে
আচরণ ॥ গঙ্গাতীরে দণ্ডমাত্র যেই করে বাস । ততোধিক পুণ্য তার আছয়ে
প্রকাশ ॥ দণ্ড সংখ্যা অনুসারে মাস পক্ষ আদি । অবস্থিতি হেতু পুণ্য লভিবে
সুমতি ॥ যতক্ষণ গঙ্গাতীরে অবস্থান করে । পিতৃগণ রহে তুষ্ট তাবত
অন্তরে ॥ দেবগণ তুষ্ট তারে রহে ততক্ষণ । করিবে তাবত ব্রহ্মচর্য আচ-
রণ ॥ পরান্ন তাবত নাহি করিবে আহার । প্রতিগ্রহ পরনিন্দা না করিবে
আর ॥ গঙ্গাতীরে থাকি যেই পরনিন্দা করে ॥ সর্বময় বিদ্যুৎ রশ্মি হন তার
পরে ॥ গঙ্গাস্নান হেতু আসি কভু গৃহে জন । স্বর্ণ বস্ত্র তণ্ডুল না করিবে
গ্রহণ ॥ যেই জন লোভবশে করয়ে গ্রহণ । গঙ্গাস্নান সিদ্ধ তার না হয়
কখন ॥ গঙ্গার নিকটে থাকি গেই মূঢ়মতি । গঙ্গাস্নান নাহি করে করিয়া
ভক্তি ॥ সদাকাল পশু সম রহে সেই জন । মহাপাপী সেই জন শাস্ত্রের
বচন ॥ বাহারা বসতি করে জাহ্নবীর তীরে । ত্রিসন্ধ্যা দেখিবে তারা জাহ্নবী
দেবীরে ॥ গঙ্গাতীর ছাড়ি দূরে করিয়া গমন । অন্য জলে স্নান করে যেই
মূঢ়জন ॥ ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত সেই জন হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা
নয় ॥ গঙ্গাতীরে যেই জন করে অবস্থান । নিত্য নিত্য গঙ্গাজলে যেই করে
স্নান ॥ তাহার অর্চনা যদি কভু কেহ করে । অশ্বমেধ বল পায় সে জন
সংসারে ॥ গঙ্গাহীন দেশে যেই করে অবস্থান । ভগ্ন গৃহে বাস তার জামিবে

* মন্ত্র কথা—স্বস্ত্যসি গঙ্গে দৃষ্টাসি স্পৃশ্যসি ত্বং মহেশ্বরি ।

বিদুদেহদ্রবাকারে প্রণীত জগদধিকে ॥

দীপ্তান ॥ গঙ্গার আশ্রয়ে বাহি রহে যেই জন । বিধি প্রবন্ধিত সেই ওহে
মহাত্মন ॥ কিবা গ্রাম জানপদ পর্বত আশ্রয় । যার মধ্য দিয়া গঙ্গা করয়ে
গমন ॥ পরম পবিত্র স্থান সে সব নিশ্চয় । সত্য সত্য কহিলাম ওহে মহা-
দেব ॥ দুঃখ ভ মানুষ জন্ম করিয়া ধারণ । তড়িত সমান লভি চঞ্চল জীবন ॥
গঙ্গা আরাধনা করে সেই সাধুযতি । মহাবুদ্ধি সেই জন ওহে মহামতি ॥
দেবলোকে পূজনীয় সেই সাধুজন । মহাত্মা বলিয়া সেই মিথ্যাত ভুবন ॥
মৃত্যু সম তেজোময়ী জাহ্নবীরে হেরে । মহাপুণ্য লাভে সেই সব নরবরো
নাস্তক সাহারা হয় অতি দুরমতি । গাপপূর্ণ নেত্র যার ওহে মহামতি ॥
মহাপাপী দুরমতি সেই সব জন । সাধারণ ননী সম করে দরশন ॥ গঙ্গাধীন
শক্তি আসি গঙ্গাতীরে । ভক্তি ভবে যেই জন নিবসতি করে ॥ মহাবুদ্ধি
সেই জন নাহিক সংশয় । দেবের দুঃখ ভ সেই মহাসাধু হয় ॥ গঙ্গাতীরে
ওহে যার দৈত্যকী বসতি । শিবদ্রব্য সেই জন ওহে মহামতি ॥ গঙ্গাতীরে
বস হেতু কামনা করিষ । মান্দে যে জন দান করয়ে তনয়া । তার পূর্ব
পিতামহ আদি ৭৭ । গয়াশ্রদ্ধ সম পুণ্য ভূঞ্জে অনুক্ষণ ॥ গঙ্গাতীরে বাস
হেতু করিয়া মনন । ভূমিদান করে সেই ওহে মহাত্মন ॥ চতুর্দশ ইন্দ্র রহে
সাত সংসারে । স্বর্গরাজ্য ভঞ্জে সেই মানন্দ যন্তর ॥ অপরাধী যদি বাস
কর গঙ্গাতীরে । বাক্যে কিবা নও যেই তাড়য়ে তাহারে ॥ তাহারে বিদুষ
হয় ত দেবগণ । গঙ্গা দেবী সেই জনে করেন বর্জজন ॥ নরকে নিমগ্ন হয় সেই
দমনি । মন্দেহ নাহিক ইথে ওহে মহামতি ॥ গঙ্গাতীরস্থিত নরে করি দর-
শন । সূচ্যতুল্য মনে মনে যে করে চিন্তন ॥ বিমল নয়ন তার জানিবে দীমান ॥
দেবগণে দেশা পায় সেই যতিমান ॥ গঙ্গাতীরে যেই জন করে অবস্থান । দেব-
গণ পূজ্য সেই ওহে যতিমান ॥ দূতমতি জন ভাবে মানুষের প্রায় । পরম
সন্মান তারা কহিনু তে মায ॥ গঙ্গাতীরে যেই জন কল্ল নিবসতি । দেবতা
সমান সেই ওহে মহামতি ॥ তার অপমান করে যেই দুঃ জন । মঙ্গল না হয়
তার জানিবে কখন ॥ কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ পিশাচ নিকর । গঙ্গার উভয়
তীরে রহে নিরন্তর ॥ শিবের আদেশে তারা করে অবস্থান । বায়ুৰূপে রহে
তাব ওহে যতিমান ॥ যে হেতু তাহারা তথা করে নিবসতি । বর্ণন করিব
তাহা শুন মহামতি ॥ যেই সব পাপীগণ জাহ্নবীর তীরে । বিষ্ঠা মূত্র স্বেচ্ছা
আদি পরিভ্যাগ করে ॥ তাহানিগে পিশাচের ভোজন করার । ঐ সব ঘৃণিত
দ্রব্য কহিনু তোমায ॥ গুরুসেবা-পরামুখ যেই দুঃগণ ॥ মিথ্যাবাদী রথা
হিংসারত অনুক্ষণ ॥ বিখ্যাস-যাতক যার ক্রুর অতিশয় । তাদের দুর্গতি
বলি শুন পরিচয় ॥ পিশাচেরা তাহাদিগে শূনেতে লইয়ে । মৃত্যুকালে নাশ
করে নিক্ষেপ করিয়ে ॥ এইরূপে দেহত্যাগ করি পাপীগণ । দুর্গতি লভয়ে
কত কে করে বর্ণন ॥ বায়ুকপী পিশাচেরা জীবন লইয়ে । অন্যের অজ্ঞাতে

'লোচন'। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে মজে সেই জন ॥ পিতৃকুল তার যত আছে বর্ণ-
 পুরে । উদ্ধত মলিল নাহি আকিঞ্চন করে ॥ চক্রকুণ্ড নামে আছে নরক
 দুর্বার । তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার ॥ অযুত বরষ তথা করিয়া
 ষাপন । দরিদ্রের ঘরে আসি ধরয়ে জনম ॥ সাতবার এইরূপ শরীর ধরিয়।
 দারুণ যাতনা পায় ধরাধামে গিয়া ॥ বিপ্রকরে ধনদান করি যেই জন ।
 পুনরায় লোভবশে করয়ে হরণ ॥ মদীকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায় । তযুত
 বরষ তথা মহাকষ্ট পায় ॥ সাত জন্ম কুকলাস হয় সেই জন । অবশেষে নর
 দেহ করয়ে ধারণ ॥ দরিদ্র হইয়া সেই জন কষ্ট পায় । যাতনা মেছারি তার
 বক্ষ কাটি যায় ॥ পরনারী প্রতি যেই লোভপরাবণ । সেই জন মহাপাপী
 নারকী দুর্জন ॥ অথবা যে জন বলে করে বন্যাকার । মহাপাপী বলি সেই
 শরায় প্রচার ॥ শুক্রকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন । শব্দে থাকি তথা কখন
 ষাপন ॥ ইন্দ্ৰদেব প্রতি বিদ্যা কোন বিপ্রজনে । কদেব ছাপাত করে সেই
 রুষ্ঠমনে ॥ রক্তকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায় । ৩ হার যাতনা দেখি বুক ফেটে
 যায় ॥ সাতবার ধরাধামে ব্যাধের আগারে । সে জন লভয়ে জন্ম কহিল
 তোমারে ॥ ইরিগুণ গান শুনি যেই পাপমতি । উদ্যোগ করে তাহ পতি
 মানে অতি ॥ অক্ষকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায় । শতবার থাকি তথা কখন
 পায় ॥ অবশেষে ধরাধাম চাণ্ডাল-আগার । তিনবার ধরে জন্ম কহিল
 তোমারে ॥ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগণে সরিষা খিন । দণ্ডকুণ্ড নরকেতে পায়
 সেই জন ॥ অমশনে রাখি তথা যমের বিষ্ণর । হস্ত পদ বান্ধি দেয় কষ্ট
 তর ॥ মধুলোভে মদ্যপান যদি ভগ্ন করে । গরাকুণ্ডেতে তবে সেই জন পড়ে ।
 তথায় গরল মাত্র করিয় ভোজন । কত কষ্ট পায় পাপা কে করে বর্ণন ।
 বিপ্রদেহে দণ্ডাতা সেই জন করে । বহ্নিকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে ॥
 বজ্রাঘাত করে তার যমর কিস্কর । তাহার যাতনা হেরি বিদরে অন্তর ।
 অর্থলোভে প্রব্রাগণে সেই জন পতি । বিনা দোষে শাস্তি দেয় ওহে মহামতি ॥
 রুশিককুণ্ডেতে পড়ে সেই দুষ্ট জন । মহাদুঃখ পায় সেই কে করে বর্ণন ॥ ধর্ম-
 কর্ম বিসর্জিয়া যেই বিপ্র জন । শয় করে অশ্বোপরি করি আরোহণ ॥ ক্ষত্রিয়
 আচার করে সানন্দ অনবে । বসাকুণ্ডে সেই জন অবস্থিতি করে ॥ তাহার
 কেশেতে ধরি যমদূতগণ । নাশিত দেয় শাস্তি ওহে উপোদন ॥ অন্যায়
 করিয়া যেবা কোন জনে ধরি । দণ্ডকুণ্ডে সরিয়া রাখে কাল্যাপুছে পুরি ॥ গোল-
 কুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন । পানিশী হয়ে তথ্য রহে তনুক্ষণ ॥ যমের
 কিস্কর আসি করিয়া ছাড়া । দণ্ডাতা দেয় কত দারুণ যাতনা ॥ আত্মীয়-
 জন্মেরে হিংস করে যেই জন । আত্মীয় হেরিয়া মন্দ । কিরায় বদন ॥ গাত্র-
 মলকুণ্ড নামে নরক দুর্বার । তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার ॥ অযুত
 বরষ তথা যাতনা পাইয়া । গাধারূপে ধরে জন্ম ধরাধামে গিয়া ॥ অবশেষে

সাত জন্ম শৃংখল কঠরে । তবে ত পাণের নাশ কহিনু তোমারে ॥ বাণের
 দেখিয়া হাস্য করে যেই জন । কর্ণমলকুণ্ডে হয় তাহার পতন ॥ নরক-যাতন
 পেয়ে সহস্র বৎসর । বশির হইয়া জন্ম দরিদ্রের ঘর ॥ সপ্তজন্ম এইরূপে
 জন্মে দুরাচার । শাস্তের বিধান ইহা ওহে গুণাধার ॥ লোভবশে রোষবশে
 যেই দুঃজন । জীবের জীবন ধন করে বিনাশন ॥ মহাপাপী সেই জন অবনী-
 ভিতরে । লক্ষবর্ষ মজ্জাকুণ্ডে নিবসতি করে ॥ শশক হইয়া ভূমে জন্মে সাত
 বার । মীনরূপী সপ্ত জন্ম হবে পুনরাব ॥ আপন কন্যক'ধনে যেই দুঃজন ।
 বাল্যাবদি রক্ষা করে করিবা যতন । অবশেষে অর্থলোভী হইয়া অন্তরে ।
 মনোমত ধন লবে তারে বিক্রি করে ॥ যাংসকুণ্ড নরকেতে পড়ি সেই জন ।
 কত যে যাতনা পায় কে করে বর্ণন ॥ যত রোম ধরে দেহে সেই দুরাচার ।
 তত বর্ষ কুণ্ড ভোগ হইবে তাহার ॥ যমদূত সব তারে করায় পীড়ন । বিষ্ঠা-
 নিকপে কুণ্ডে রহে তনুফণ ॥ ঘাইট হাণার বৎ নরকে থাকিয়া । ব্যাধের
 ভালরে ভঞ্জে ধরাভাগে দিয়া ॥ সাত জন্ম ব্যাধবশে যাতায়াত করি । সাত
 বার জন্মে শেমে ভেকরূপ ধরি ॥ অবশেষে তিন দন্ড শূকর হইয়া । বোবা হয়ে
 গন্ধে পরে পল্লাধামে দিয়া ॥ সত বৎসর হ'য় থাকে সেই জন । তবে ত
 পাণেব ক্ষয় ০ ১২ বৎসর ॥ পর-পত্নী বধো রি কুৎসনোহর । নেহারি যে
 জন হ'ব কামতে কাতল ॥ ক'মদুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন । 'বায়েসে দংশন
 ব'লে তাহার নয়ন ॥ আত্মসত বর্ষফল দুগ্ধি দুরাচার । যাতন' পাইয়া সদা
 কবে হাহাকার ॥ যেই জন লোভবশে স্বর্ণ চুরি করে । কক্ষকুণ্ড নরকেতে সেই
 জন পড়ে ॥ তাহার শরীরে রহে যত রোমচব । বিষ্ঠাভোগী হয়ে তথা তত
 বৎসর ॥ দরিদ্র হইয় শেখ জন্মে সাতবার । অবশেষে ধরে দেহ হয়ে স্বর্ণ-
 কার ॥ তাম্র শৌহ আদি ধাতু করিলে হরণ । বাজকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই
 জন ॥ বাজের পুৰীষ সদা লবিবে ভোজন । বাজতে উপড়ি লবে তাহার
 লোচন ॥ দেব কিছা দেবদ্রব্য করিলে হরণ । কক্ষকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই
 জন ॥ কদাচারে সদা তণ করে অবহিতি । রোমসংখ্য বর্ষ তথা করয়ে
 বসতি ॥ গৈরিক বসন কিছ' রজত ভূষণ । লোভবশে চুরি করে যেই দুঃজন ॥
 পাষণকুণ্ডেতে যায় সেই দুবাচার । ব্যাবিগ্রস্ত হয়ে ভূমে জন্মে পুনর্বার ॥
 বেষ্ঠার ওদন করে যে জন ভোজন । লালুকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন ॥
 কাংস্যপাত্র চুরি করে যেই দুরাচার । রোমসংখ্য বৎসর ভোগ শিলাকুণ্ডে তার ॥
 অবশেষে অন্ধ হয়ে জন্মে ধরাভালে । য'এনা সতত দেয় যমের কিস্করে ॥
 বিশ্র হয়ে স্নেহধর্মী হয় যেই জন । অসিকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন ॥
 যমদূত দেয় কষ্ট তারে অনিবার । রোমসংখ্য বর্ষ তথা থাকে দুরাচার ॥ তিন-
 বার জন্মে পরে পশুরূপী হয়ে । কক্ষসর্প হয়ে জন্মে কাননে পশিয়ে ॥ অব-
 শেষে ডালবৃক্ষ হয় তিনবার । তার পর পাপক্ষয় ওহে গুণাধার ॥ ধান্য

আদি শস্য চুরি করে যেই জন । তাহাঁই সরিষা আদি করয়ে ধরণ ॥ তাহার
শরীরে থাকে যত রোমচয় । চূর্ণকুণ্ড নরকেতে তত বর্ষ রয় ॥ পরদ্রব্য লয়
যেই বঞ্চনা করিয়া । চক্রকুণ্ডে পড়ি পায় দারুণ যাতনা ॥ হাজার বর্ষ তথা
করিয়া যাপন । কলুর গৃহেতে পরে ধরয়ে জনম ॥ তিনবার কলুজন্ম ধরে
পাপীবর । ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পায় যাতনা বিস্তর ॥ বংশহীন হয় শেষে সেই
পাপমতি । অন্তকালে কর্ণবশে দারুণ দুর্গতি ॥ আত্মীয়-বান্ধবগণে করি
দরশন । বদন ফিরায় যেই দুষ্ট অভাজন ॥ তাহার দুর্গতি হয় চক্রকুণ্ডে
পড়িয়া । একযুগ রহে তথা বিষম অন্তরে ॥ বিকলাঙ্গ হয়ে শেষে জন্মে সাত
বার । সপ্ত জন্মে বংশহীন হয় দুরাচার ॥ বিপ্রজনে দৃঢ় করে যেই অভাজন ।
অথবা পরের নিন্দা করে যেই জন ॥ সূচিমুখ নরকেতে হয় তার গতি । তিন
যুগ পায় কষ্ট করিয়া বসতি ॥ অবশেষে সাত জন্ম দুঃখদায়ক হয় । ভস্মকীট
হয়ে পরে সপ্ত জন্ম রয় ॥ বৃশ্চিকরূপেতে শেষে ধরিয়া জনম । দারুণ যাতনা
পায় সেই দুঃজন ॥ অভিমানে মত্ত হয়ে পরের আগারে । প্রবেশিয়া গৃহ-
ভঙ্গ ঘেঁই জন করে ॥ ছাগরূপে মেনরূপে ধরয়ে জনম । কত কষ্ট পায় তাহা
কে করে বর্ণন ॥ যুত্য়কালে যমদূতে প্রগীড়িত করে । দারুণ যাতনা পেয়ে
কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ তিন যুগ বহু কষ্ট পেয়ে নিরন্তর । ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জন্মে
অবনীভিতর ॥ সাত জন্ম গোপগৃহে জনম লভিয়া । দারুণ যাতনা পায়
ব্যাধিতে ভুবিয়া ॥ অবশেষে দারাপুত্র বন্ধু আদি জন । বিহীন হইয়া কষ্ট
পায় অনুক্ষণ ॥ লগুদ্রব্য চুরি করে যেই পাপাচার । বজ্রমুখ নরকেতে বসতি
তাহার ॥ একযুগ দুঃখভোগ করিয়া তথায় । মানবরূপেতে পুনঃ হাইবে
ধরায় ॥ অশ্ব চুরি হস্তী চুরি করে যেই জন । গজদংষ্ট্র নরকেতে তাহার
পতন ॥ যমদূত গজদন্তে করয়ে প্রহার । শতবর্ষ তথা থাকি করে হাহাকার ॥
তিন জন্ম হবে শেষে গজরূপ ধরি । স্নেহরূপে তিন বার যাবে নরপুরী ॥
কাতর হয়ে যদি কোন নর । জলাশয়ে জল হেতু যায় দ্রুততর ॥
বৃশ্চিকর ব্যাঘাত করে যেই দুরাচার । গোমুখ নরকে হবে গমন তাহার ॥ মহা-
কাল তথা করিয়া বসতি । দারুণ যাতনা পাবে সেই মূঢ়মতি ॥ অবশেষে
ধরাতলে করিয়া গমন । দরিদ্র-আগারে পুনঃ ধরিবে জনম ॥ রোগী হয়ে
চিরদুঃখ লভিবে তথায় । হেরিয়া তাহার দুঃখ বুক কেটে যায় ॥ বিষ্ণুর শয়ন-
কালে যেই দুরাচার । কচ্ছপের মাংস স্নেহে করয়ে আহার ॥ কুর্ককুণ্ড নরকেতে
যায় সেই জন্ম । অযুত বর্ষ তথা করয়ে যাপন ॥ কচ্ছপ হইয়া শেষে জন্মে
সাতবার । কত যে যাতনা পায় কি কহিব আর ॥ যুত চুরি মীন চুরি করে
যেই জন । ভস্মকুণ্ড নরকেতে তাহার গমন ॥ সহস্র বর্ষ তথা করি অব-
স্থিতি । ঘূষারূপে সপ্ত জন্ম আঁসিবেক-ক্ষিতি ॥ তবে ত পাপের ক্ষয় হইবে
তাহার । কহিল্যাম সার কথা নিকটে তোমার ॥ পুণ্যকী হরণ করে যেই দুঃ

জন । বন্ধকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন । দারুণ যাতনা পায় নরক ভিতরে ।
 যমদূত অগ্নি দিয়া পুড়াইয়' যারে ॥ যেই জন হিংসা করি কিবা বল করি ।
 অপরের ভূমি কিবা বাটী লয় হরি ॥ তাহার পাপের কথা না যায় বর্ণনা । তপ্ত-
 তৈলকুণ্ডে পড়ি সে পায় যাতনা ॥ তৈলেতে তাহার দেহ ভাজা ভাজা হয় ।
 অনশনে থাকি তথা কত কষ্ট লয় ॥ মন্থনুর কাল তথা করয়ে যাপন । যম-
 দূতগণ করে সতত তাড়ন ॥ অবশেষে অসিপত্র নরকেতে ফেলে । চৌদ্দ ইন্দ্র-
 গাত কাল রহে সেই স্থলে ॥ কোপবশে বিপ্রহত্যা করে যেই জন । অসিপত্র
 নরকেতে তাহার পতন ॥ সতত পীড়ন করে যমের কিস্কর । আত্মনাশ করে কত
 অতি ঘোরতর ॥ মন্থনুর কাল তথা করিয়া যাপন । শূকর রূপেতে ভূমে ধরয়ে
 জনম ॥ পরের গৃহেতে যেনা অগ্নি করে দান । সুরধার কুণ্ডে হয় তার অব-
 স্থান ॥ অযুত বরষ পরে প্রেতরূপ ধরি । শেষে যাতনা পায় দুত্রাহার করি ॥
 মাত জনম এইরূপে করি অবস্থান । মানব আচারে ভূমে করয়ে প্রয়াণ ॥ শূল-
 রোগে অভিভূত হয় সেই জন । মাত জনম এইরূপে করয়ে যাপন ॥ অবশেষে
 মাত জনম কুর্হরোগী হয় । শেষে যাতনা পেয়ে বিনের হৃদয় ॥ তবে ত পাপের
 ময় হইবে তাহার । কহিনাম মার কণা শাণ্ডে বিচার ॥ গুরুহত্যা ব্রহ্ম-
 হত্যা করে সেই জন । অগ্ন্য নারীর মস্তক করে মনকন ॥ যেই বিপ্র তিন মন্ধ্যা
 মন্ধ্যা নাহি করে । গরদান লয় সেই গিয়া তৈল পুর ॥ শূদ্রের আলয়ে যেই
 করয়ে রমন । মদ্য র পতি হয়ে করয়ে রমন ॥ ভিত্তিকেরে হিংসা করে যেই
 দুঃখান । ভ্রাতৃহত্যা মহাপাপ করে সঙ্কলণ ॥ দোর পাপে লিপ্ত হয় সেই দুরা-
 চার । যমদূত বামায়েত করয়ে প্রহার ॥ দখন কর্তকে ফেলে কড় ফেলে জলে ।
 পান্যানে নিদোষ করে কড় তপ্ত তৈলে ॥ অগ্নিতে পুড়িয়ে যারে তাহারে কখন ।
 তখন লোহে পড়ি কট পায় সেই জন ॥ লক্ষ বদ এইরূপে হই দুরাচার । শকুনি
 হইয়া অগ্নে একশতবার । দরিবেক মন্তুবার শূকর জনম । মাতবার হবে
 পরে কাল-ভুতঙ্গ ॥ অবশেষে পিষ্টাকুণ্ডে পড়ি দুরাচার । বাইট হাজার বর্ষ
 করে হাহাকার ॥ তার পর কুর্হরোগী হয়ে ধরাতলে । জনম ধরিবে পুষ্ক-
 দরিদ্রের ঘরে ॥ তাহার বংশের যত সন্তান সন্ততি । যক্ষ্মারোগী হয়ে
 ধ্বংস পাপে ক্রতগতি ॥ জনেক তাহার বংশে নাহি রবে আর । অকালে
 প্রাণের পত্নী হইবে সংহার ॥ পাপের যাতনা বল কে বর্ণিতে পারে । দারুণ
 যাতনা পায় নরকেতে পড়ে ॥ স্থানে স্থানে পাণীগণে যত কাকগণ । মনের
 হরিষে ছিড়ি করিছে ভোজন ॥ মশক-দংশনে পাণ্ডিগণ স্থানে স্থানে । অশেষ
 যাতনা পেয়ে কান্দে প্রাণপণে ॥ মলমূত্র-ব্রদে কেহ থাকি অনিবার । উদ্ধার
 আশয়ে যত্নে নিতেছে মাতার ॥ কেহ কেহ মলকুণ্ডে হয়ে নিমগন । পুঞ্জ
 পুঞ্জ কুমিকীট করিছে ভোজন ॥ কেহ কেহ অতি তপ্ত বালুকায় পড়ি । যাতনা
 পাইয়া তাহে যায় গড়াগড়ি ॥ সন্তাপে তাপিত তার হয় কলেবর । বৎস

ডুলিয়া ডাকে কোথা গোঁইশ্বর ॥ তবু পরিজ্ঞান নাহি পায় পাপীজন ।
করমের ফল বল কে করে খণ্ডন ॥ স্থানে স্থানে কত পাপী শোণিতের কুণে ।
মৃত্যু হয়ে জগদীশে ডাকিছে সন্তানে ॥ প্রবল আতপতাপে কোন কোন্ জন ।
দক্ষিণ হুত হয়ে সদা করিছে রোদন ॥ পড়িতেছে শিলারানি কাহার উপর ।
কাহারো মস্তকে পড়ে খড়্গ বহুতর ॥ কাহারো উপরে হয় অনল বর্ষণ । কণ্ট-
কের মাঝে কেহ হতেছে পতন ॥

শুক বলে শুন শুন ওহ তপোধন । এইরূপে শাস্তি পায় যমের ভবন ॥
পথেতে দারুণ কষ্ট ইহা হতে হয় । শুনিলে সে সব কথা শিহরে হৃদয় ॥
পথের বিস্তৃতি হয় লক্ষিক যোজন । দুর্গম ভীষণ পথ ওহে মহাত্মন ॥ দেহ-
স্তাগ করে মাঝে পাপী দুষ্কজন । ভীষণ প্রেতের দুর্তি করয়ে ধারণ ॥ অবশেষে
যমদূত লোহিত লোচনে । ধরিয়া লইয়া যায় যমের ভবনে ॥ দারুণ যাতনা পথে
পায় পাপীজন । অনন্ত অক্ষয় তাহা কবিত্তে বর্ণন ॥ তৃণাবশে কণ্টশুক তাহা-
দের হয় । থর থর ঘন ঘন কম্পয়ে হৃদয় ॥ যমের কিঙ্কর যারা ভীষণ-আকার ॥
পাপীগণে পথিমধ্যে করয়ে প্রহার ॥ অশেষ যাতনা তাহে সহিতে না পেরে ।
ভীষণ চীৎকার করি কান্দে উঠেঃস্বরে ॥ তাদের বিলাপধ্বনি করিলে শ্রবণ ।
বজ্র সম বাজে কর্ণে অতি বিভীষণ ॥ যমদূত দয়াদৃষ্টি না করে কখন । কণ্টক-
ভিত্তির দিয়া করে আকর্ষণ ॥ লোহিত নয়নে করে দুন্দল প্রহার । পলায়ন-
হেতু চেষ্টা করে দুরাচার ॥ পলাবারে নাহি পারি কান্দে উভরায় । ঘন ঘন
মারে দূত কি কব তোমায় ॥ দুর্গম ভীষণ পথ কি করি বর্ণন । চিন্তিলে
কম্পিত হয় দেহ আর মন ॥ ভীষণ দুর্গম পথ অতি দোরতর । কোথা বালী
কোথা ধূলি কোথাও অনল ॥ কর্দমে মগন কোথা কোথা অগ্নি জ্বলে । তীক্ষ্ণ-
ধার পাষাণাদি পড়ে পদতলে ॥ স্থানে স্থানে মেদগণ মুমূলের ধারে । বরণ
করিছে সদা পাপাত্মা উপরে ॥ মাঝে মাঝে শোভিতেছে তরবারি বন ।
হেরিয়া ভয়েতে কাঁপে পাপীর জীবন ॥ কর্দম বর্ষণ হয় কভু স্থানে স্থানে ।
জ্বলন্ত অনল-শিখা বর্ষে কোন স্থানে ॥ লৌহমুচি স্থানে স্থানে আছয়ে প্রোথিত ।
পাপীগণে বিধি তাহা করে প্রপীড়িত ॥ কণ্টকের রক্ষ কত অতি বিভীষণ ।
খোর অন্ধকার কোথা হয় দরণন ॥ মড় মড় শব্দে যত মহীকুহগন । পাপীর
উপরে সদা হতেছে পতন ॥ যমদূত মাঝে মাঝে ভীষণ-আকার । পাপীর
উপরে করে মুঘল প্রহার ॥ দিশাহারা হয়ে পাপী চারিদিকে চায় । চারিদিক
শূন্য দেখে না হেরে উপায় ॥ স্থানে স্থানে মহাবল মত্তহস্তীগণ । ঘন ঘন
পথিমধ্যে করিছে ভ্রমণ ॥ তাদের চরণতলে পড়ি পাপীচয় । দলিত হইয়া
কান্দে কাতর হৃদয় ॥ রক্ষ রক্ষ জন বলি করে আর্তনাদ । যমদূত তাহে নাহি
করে কর্ণপাত ॥ পাপীগণে গলে বান্ধি টানি লয়ে যায় । মহাকষ্ট পেয়ে
পাপী কান্দে উভরায় ॥ কোথাও পৃষ্ঠেতে ফুটে কণ্টক ভীষণ । দুই চক্ষে

বারিধারা পড়ে ঘন ঘন ॥ ধূলি-জাল পণে কোথা বদন-বিবরে । অশেষ
যাতনা তাহে কি কব তোমারে ॥ পদতলে শূল বিদ্ধ হয় ঘন ঘন ॥ রক্তধারা
বহে তাহে অতি বিভীষণ ॥ শিলারষ্টি কভু হয় পাণীর উপরে । নিরন্তর
পড়ে যেন মুষলের ধারে ॥ এইরূপে কত কষ্ট পাণীগণ পায় । বিশেষ বিবরি
আর কি কব তোমায় ॥ কিন্তু এক কথা বলি শুম তপোধন । এসব পাপেতে
পাণী যেই দুরজন ॥ ভাগবশে যদি মরে জাহ্নবী-সলিলে । অবহেলে তরে
সেই ভব-পারাবারে ॥ তাহার উপরে নাহি যম-অধিকার । অনায়াসে বাঁসি
সেই বৈকুণ্ঠ আগার ॥ গঙ্গার সমান তীর্থ নাহি কোন স্থানে । কহিনু নিগূঢ়
তত্ত্ব তোমার সদনে ॥ গঙ্গাতে মরিলে তাহে যেই ফল হয় । বলিব সে সব
কথা শুম মহাশয় ॥ পুরাণের সার রহস্করমপুরাণ । যেই জন শুনে সেই লভে
নিবাস্তান ॥ ভকতি জনমে ইথে মুক্তি করতলে । ভবসিন্ধু তরে সেই অতি
কৃত্বহলে ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

গঙ্গামরণ ফল ও তৎপ্রসঙ্গে কাককর্ণ রাজার উপাখ্যান ।

ঋষিকবাচ । যো জন্মকোটিনিশ্চাপঃ স গঙ্গামরণো ভবেৎ ।
প্রবাহমবধিঃ কুমা যাদঙ্কস্তচতুষ্টয়ং ।
অত্র চেনমিয়তে দেহী ন দেহং পুনব্রব্রজেৎ ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে মহামতি । বর্ণন করিব পরে অপূর্ব ভারতী ॥
কোটি জন্ম পাপহীন হয় যেই জন । নিশ্চয় তাহার হয় গঙ্গার মরণ ॥ প্রবাহ
অবধি করি হস্ত চতুষ্টয় । ইহার মাঝেতে মরে যেই জীবসয় ॥ পুনঃ তারা নাহি
আসে ভব-কারাগারে । আর নাহি হয় কভু দেহ ধরিবারে ॥ গঙ্গানীরে দেহ-
ত্যাগ যেই জন্মে হয় । সেই জন্মকৃত পাপ কভু নাহি রয় ॥ কোটি-জন্মার্জিত
পুণ্য লভে সেই জন । শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বচন ॥ শত শত অপকার্য
করি যেই নর । গঙ্গার সলিলে তাজে নিজ কলেবর ॥ যাবত পাতক তার
হয় বিনাশন । পুণ্য বৃদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥ সেই পুণ্য দেহীগণ করিয়া
আশ্রয় । উৰ্দ্ধলোকে যায় চলি নাহিক সংশয় ॥ পশু পক্ষী কীট আদি কিম্বা
কোন নর । জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তাজে নিজ কলেবর ॥ গঙ্গাতে যদাপি হয়
তাহার মরণ । বিষ্ণুপদ পায় সেই ওহে মহাত্মন ॥ জৈমিনি এতেক শুনি কহেন :

তখন । শুভ শুভ ওহে প্রভু আমার বচন ॥ মিথ্যাবাদী ভুট্ট যারা অতি দুঃ-
মতি । তাহারা শূন্যেতে মরে ওহে মহামতি ॥ পিশাচেরা তাহাদিগে তুলিয়া
শূন্যেতে । নিক্ষেপ করিয়া মারে বলেহ পূর্বেতে ॥ কিরূপে মুক্তি পায় সেই
সব জন । বিস্তারিয়া সব কথা করহ বর্ণন ॥ তির্থাগমোনি-জাত যারা ওহে
মহাশয় । গঙ্গাস্নাত্য তাহাদের কিবা রূপে হয় ॥ ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ করে
যেই জন । তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করহ বর্ণন ॥ এই সব জানিবারে আছয়ে
সংশয় । কৃপা করি বল তাহা ওহে মহোদয় ॥ মহাযোগী ভবাদৃশ যেই সব
জন । অতীন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম করেন দর্শন ॥ জৈমিনির বাক্য শুনি শুক মহা-
মতি । কহিলেন শুভ বলি অপূর্ব ভারতী ॥ মিথ্যাবাদী ভুট্ট যারা ওহে
তপোধন । গুরু-সেবা-পরাক্রম যেই সব জন ॥ রূপা-হিংসারত ক্রুর বিশ্বাস-
বাতকী । এই সব পাপে যারা অতীব পাতকী ॥ তাহাদের ভাগ্যে নাহি গঙ্গা
দর্শন । পাপ প্রতিদ্বন্দ্বী হয় ওহে তপোধন ॥ সেই পাপফলে তারা শূন্যের
উপরে । প্রাণ বিসর্জন করে কহিনু তোমারে ॥ পাপবশে পুনঃ তারা সংসা-
রেতে যায় । কর্মফল ভুঞ্জে তথা কহিনু তোমায় ॥ অবশেষে ভাগ্যবশে
করমের ফলে । যখন জীবন ত্যজে জারবী-মলিলে ॥ সেই কালে মুক্তি লভে
মাহিক সংশয় । কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥ তির্থাঙ্কজাতি ভাগ্য-
বশে গঙ্গাতে মরিলে । মূরপুরে যায় তারা মন-কুহূলে ॥ পিশাচেরা তাহা
দিগে না ফেলে কখন । স্বর্গভোগ করে তারা ওহে মহাত্মন ॥ স্বর্গভোগ
অন্তে তারা পুনশ্চ জন্মে । অবশেষে মুক্তি পায় কহি তব স্তনে ॥ ব্রহ্মহত্যা
গুরুহত্যা নারীহত্যা আদি । অজ্ঞানেতে যারা করে ওহে মহামতি ॥ সত্যবাক্য
বলে তারা যদি নিরন্তর । অন্তরের স্বাস্থ্য যদি থাকে মুনিবর ॥ তা হলে তাদের
পাপ হয় বিনাশন । নিশ্চয় তাহারা লভে গঙ্গার মঙ্গল ॥ এবে কি শুনিতে
বাঞ্ছা কর মহামতি । সংশয় ছেদিব তব কহিনু ভারতী ॥ এতেক বচন শুনি
জৈমিনি তখন । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে ভগবন্ ॥ কোন্ জন কিবা রূপে
মরেছে গঙ্গায় । বিস্তারিয়া সেই সব বলহ আমার ॥ সেই সব জানিবারে কুহূ-
লনী মম । কৃপা করি বল মোরে ওহে ভগবন্ ॥

এতেক বচন শুনি শুক মহামতি । কহিলেন শুভ বলি অপূর্ব ভারতী ॥
সগরের পুঞ্জগণ কপিলের শাপে । পাতালেতে ভস্মীভূত হয় যেইরূপে ॥
গঙ্গাজল স্পর্শে তারা ওহে মহামতি । অবশেষে লভে সব অনুত্তম গতি ॥
পূর্বেতে সে সব আমি করেছি বর্ণন । অন্য উপাখ্যান কহি করহ শ্রবণ ॥
কীকট নামেতে দেশ জামে সর্বজন । কাককর্ণ নামে তথা আছিল রাজন ॥
প্রজাদের হিত চেষ্টা করে নিরন্তর । ব্রহ্মদেবী কিন্তু রাজা ওহে মুনিবর ॥ ধর্ম-
কথা কোন্ স্থানে করিলে শ্রবণ । বজ্র সম তাহে বোধ করিত রাজন ॥ রজো-
গুণে তমোগুণে সেই মনপতি । জটত বিমুক্ত ছিল ওহে মহামতি ॥ সেই

দেশে গয়া নামে আছিল নগর। অতি পুণ্য সেই স্থান জানে সর্ব নর ॥
 কল্হন নামেতে নদী আছিল তথার। শিভগণ পরিত্রাণ লভয়ে যাহার ॥
 গয়াতে বিমুখ ছিল সেই নরপতি। কোন প্রজা নাহি যেত ওহে মহামতি ॥
 একদা বণিক এক ধর্ম-পরায়ণ। রাজার নিকটে আসি দিল দরশন ॥ নিত্য
 গঙ্গাস্নানে রত সেই সাধুবর। গঙ্গা-ভক্তি-সমন্বিত তাহার অন্তর ॥ রাজার
 নিকটে আসি সেই সাধুজন। অমূল্য রতন সব করিল অর্পণ ॥ রাজার সহিত
 হৈল তাহার প্রণয়। মনসুখে বণিগর সেই স্থানে রয় ॥ , এইরূপে একবর্ষ
 অতীত হইল। মহা দাহদ্বর আসি রাজারে ঘেরিল ॥ স্বয়ংকাল আসি ক্রমে
 হৈল উপস্থিত। চিন্তায় চিন্তায় রাজা হৈল ব্যাকুলিত ॥ বণিকের প্রতি রাজা
 করি দরশন। ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ আরি করিল রোদন ॥ রাজা বলে শুন সখে
 ওহে মহাভাগ। অতীরে করিব আমি প্রাণ পরিত্যাগ ॥ শিশু পুত্র রাজ্য
 আর এই ধন জন। সকলি তোমার করে করিহু অর্পণ ॥ রক্ষণ করিবে তুমি
 সব নিরন্তর। বিশ্বাসী বান্ধব তুমি ওহে সুহৃদ্বর ॥ রাজার এতক বাক্য
 করিয়া শ্রবণ। বণিক মধুর ভাষে কহেন তখন ॥ সবারে মরিতে হবে ওহে
 মহামতি। কালের করাল হাতে নাহি অব্যাহতি ॥ কিবা সুখ কিবা দুঃখ
 যাহা কিছু হয়। ঈশ্বর সবার কর্তা ওহে মহাশয় ॥ সুখ-দুঃখ-কর্ডা নহে অন্য
 কোন জন। আত্মা হেতু শোক নাহি করিও রাজন ॥ আত্মকৃত কর্মফল
 ভুঞ্জিবারে হয়। অন্য উপাধ্বজিত ফল কেহ নাহি ময় ॥ দেহও আত্মার মধ্যে
 জানিছ যখন। পুত্র বন্ধু লাগি তবে কিসের চিন্তন ॥ সংসারে এসেছ একা
 একাকী যাইবে। পুত্র বন্ধু ধন জন কোথা পড়ি রবে ॥ আমার বচন এবে
 করহ শ্রবণ। গঙ্গা হরি শিবে হৃদে করহ স্মরণ ॥ শরীরবন্ধন হতে লভিবে
 মুক্তি। নিশ্চয় হইবে তব পরমা সুগতি ॥ সেই ধর্ম্যে পুত্র তব লভিবে
 কল্যাণ। কহিহু তোমার পাশে ওহে মতিমান ॥

এতক বচন শুনি কীকট-রাজন। কহিলেন শুন সখে আমার বচন ॥
 হেন বাক্য মুখে কভু নাহি বল আর। বন্ধুর উচিত নহে ওহে গুণাধার ॥
 বিপদে না বল কভু এ হেন বচন। শিশু পুত্রে আন সখে আমার সদন ॥
 তাহারে অর্পিব সখে করেতে তোমার। পালন করিবে তারে বচনে আমার ॥
 যাহে অন্য রাজগণ করি আক্রমণ। সক্ষম নাহিক হয় করিতে পীড়ন ॥ তাহার
 উপায় তুমি করিবে সদাই। তোমার নিকটে আমি এই ভিক্ষা চাই ॥ অরিতে
 বলিলে গঙ্গা হরি শূলপাণি। হেন বাক্য কভু নাহি জনঘেতে শুনি ॥ রাজার
 এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বণিক সুমিষ্ট-ভাষে কহেন তখন ॥ কেন চিন্তা
 শোক কর ওহে নরপতি। রাজ্য পুত্র পাল তুমি জীব নিরবধি ॥ আমিও
 হয়েছি বৃদ্ধ শুনহ রাজন। কবে আমি আসিবেক দুঃস্তু শমন ॥ কিরূপে
 পুত্রেরে তব করিব পালন। দীর্ঘজীবী হও তুমি এই আশিষম ॥ বন্ধুর বচন

শুনি কহে নরপতি । শুন শুন যম বাক্য ওহে মহামতি ॥ মহাভীম দুই জন
করি দরশন । আমার সম্মুখে আছে দাঁড়িয়ে এখন ॥ বলেতে আমারে দেখ
বন্ধন করিয়ে । উদ্যত হয়েছে দৌঁছে যাইতে চলিয়ে ॥ যাইতে বাসনা যম
নাহিক কখন । তথাপি থাকিতে নাহি হতেছি সক্ষম ॥ এইরূপে স্বত্বকালে
কীকট রাজন । বিহ্বল হইয়া করে বিস্তর রোদন ॥ বিলুপ্ত হইয়া গেল ইন্দি
য়ের জ্ঞান । বহুকষ্টে তেয়োগিল আপন পরাণ ॥ যমদূত দৌঁছে ধরি সবলে
অগ্রহায় । বাক্সিয়া যমের পুরে লইয়া পলায় ॥ হেনকালে শুন ঋষে আশ্চর্য
ঘটন । অকস্মাৎ দূত এক করে আগমন ॥ খন খন যমদূতে নিবারণ করে ।
“নাহি লহ নাহি লহ কীকট-রাজারে ॥” সেই দূত এইরূপ কহিতে লাগিল ।
রূপের ছটায় তার দিক প্রকাশিল ॥ পরম তেজস্বী সেই স্তম্ভুর বরণ । চতু
ভূর্জ ত্রিনয়ন অতি বিমোহন ॥ শোভিতেছে জটাকূট মস্তক উপরে । মুকুট
শোভিছে কিবা জনমন হরে ॥ কটিতে শোভে পীত কোণেয় বসন । নুপুরে
শোভিছে কিবা যুগল চরণ ॥ শূল পক্ষ অক্ষ আর চতুর্থ অভয় । এই চারি
চারি ভূজে শোভে মহাশয় ॥ শিবের কিস্কর গঙ্গাভৈরব আখ্যান । জীবের
বিপদ হতে করে পরিব্রাণ ॥ য়ুদ্র য়ুদ্র হাস্য শোভে কমলবদনে । যমদূতে
সংহোধিয়া কহে সেইক্ষণে ॥ কোথা যাও কোথা যাও ওহে দৃতগণ । তিষ্ঠ
তিষ্ঠ কেবা বল হও দুই জন ॥ এতেক বচন শুনি যমদূতদ্বয় । ভয়েতে আত্ম
হয়ে স্থিরভাবে রয় ॥ সবিনয়ে যুদ্রভাবে কহিল তখন । যমের কিস্কর মোর
হই দুই জন ॥ তাঁহার আদেশে মোর কীকট রাজনে । বাক্সিয়া লইয়া সেই
শমন-ভবনে ॥

এতেক বচন শুনি ভৈরব তখন । কহিলেন শুন শুন আমার বচন ।
বলিলে তোমরা দৌঁছে যমের কিস্কর । ইহাতে নিশ্বাস নাহি মানিছে অহর ।
কেন না নিষ্পাপ হয় কীকট রাজন । সবলে নিতেছ তাঁরে করিয়া বন্ধন ॥
যখন করিছ দৌঁছে অধর্ষাচরণ । তখন যমের দূত নহ দুই জন ॥ এতেক বচন
শুনি যমদূতদ্বয় । বিনয়ে কহিল শুন ওহে মহাশয় ॥ সত্য বটে মোরা দৌঁছে
যমের কিস্কর । কীকট-নৃপতি হয় পাপীর প্রবর ॥ পাপভূমে হইয়াছে ইহার
মরণ । এ হেতু লইয়া যাই শমন-ভবন ॥ যমদেও দণ্ড পাবে কীকট-নৃপতি ।
নিষেধ করিছ তাহে কেন মহামতি ॥ কেবা তুমি অপরূপ করি দরশন । প্রকাশ
করিয়া বল মোদের সদন ॥ এতেক বচন শুনি ভৈরব স্মৃতি । কহিলেন শুন
শুন আমার ভারতী । গঙ্গাচর মোর গঙ্গাভৈরব আখ্যান । গঙ্গার আদেশ
পালি শুন মতিমান ॥ “পাপ নাহি ক’তু এই রাজার শরীরে । যমের প্রভু
নাহি ইহার উপরে ॥ বণিক আছিল সদা ধর্মপরায়ণ । গঙ্গাশ্রমী গঙ্গাবাসী
ছিল সেই জন ॥ তাহার সংসর্গে রাজা হৈল পুণ্যবান । দিব্যধামে নরপতি
করিলে প্রয়াণ ॥ গঙ্গাবাসী গঙ্গাভক্ত হয় সেই জন । তাহার সংসর্গে যেই রহে

অনুগ্রহ ॥ সে জন নাহি কভু যমের যাতনা । তবে কেন নৃপবরে বাসিহ
বল না ॥ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর নৃপবরে । নাহিলে হারাবে প্রাণ কহিলু
দৌহারে ॥ নৈলে লোপ হবে তব সম-অপকার । রুদ্রের আদেশ ইহা করহ
বিচার ॥ এতেক বচন শুনি যমের কিস্কর । ভয়েতে হইল দৌহে বিহ্বল-
অন্তর ॥ মহাপাশ মহাদণ্ড এই দুই নাম । সমদূত দৌহে ধরে গুহে মতিমান ॥
ভয়েতে রাজারে ছাড়ি সেই দুই জন । ভৈরবের চরণযুগে করিয়া বন্দন ॥
অবিলম্বে চলি গেল শমন-ভবনে । ভৈরব চলিয়া গেল' আপনার স্থানে ॥
এদিকে বিমানে চড়ি কীকট-রাজন । দিব্যধামে অবিলম্বে চলিল তখন ॥ দেব-
কন্যা সবে মিলি সানন্দ অন্তরে । বীজন করিতে থাকে কীকট রাজারে ॥ এই-
রূপে স্বর্গে গেল কীকট-রাজন । এদিকে শুনহ পরে গুহে তপোধন ॥ বণিব
রাজার পুভে লইয়া মাদরে । গঙ্গার তীরেতে গিয়া স্থখে বাস করে ॥ শুনিলে
অপূর্ব কথা গুহে তপোধন । পূর্ব ভাগ্যবশে হব গঙ্গার মরণ ॥ সংসর্গের
ফল ভুমি শুনিলে শ্রবণে । অধিক বলিব কিবা তোমার মদনে ॥ অতএব মন
দিয়া করহ শ্রবণ । গঙ্গা তাজি কভু নাহি করিবে মরণ ॥ গঙ্গা তাজি এক-
পাদ কভু নাহি যাবে । সর্বত্র মন্যপি যায় তবু না ছাড়িবে ॥ গঙ্গাত্যাগ সম
আর নাহি কাবপদ । গঙ্গাবাস মহাপুণ্য পরম সম্পদ ॥ গঙ্গানারায়ণক্ষেত্রে
পিয়া গঙ্গাজল । রামনারায়ণ আদি স্মরি সেই নর ॥ গঙ্গে গঙ্গে এই বাক্য
করিয়া শ্রবণ । যেই জন দেহ তাজে গুহে তপোধন ॥ তাহার সকল সিদ্ধি
জানিবে অন্তরে । আর না সে জন আসে ভবকারাগারে ॥ রামনারায়ণানন্ত
শ্রীমদ্রুদন । কল কেশব কংসারে বৈকুণ্ঠ বামন ॥ গোবিন্দ মুকুন্দ হরে
শ্রীনাথদেবেশ । পুরুষ উত্তম বিষ্ণু গুহে ক্ষমীকেশ ॥ পুণ্ডরীক-অক্ষ পদ্মনাভ
ভগবন্ । অচ্যুত ইত্যাদি নাম করিয়া শ্রবণ ॥ অথবা আপন মুখে করি
উচ্চারণ । অন্তকালে যেই জন তাজয়ে জীবন ॥ তাহার সকল সিদ্ধি জানিবে
অন্তরে । পুনঃ নাহি আসে সেই ভবকারাগারে ॥ শিব শঙ্কর পঞ্চানন রুদ্র
ত্রিলোচন । ঈশান দেবীশ ঈশ কমল-নয়ন ॥ গঙ্গেশ পার্শ্বতীনাথ যুড় গঙ্গা-
ধর । ভীম গুরো নাথ শম্বো ভূতপাত্ত পর ॥ এই সব নাম কর্ণে করিয়া
শ্রবণ । অথবা উচ্চারি যেই তাজয়ে জীবন ॥ সাধনেতে বাকী তার কিবা
থাকে আর । বলিলু তোমার পাশে গুহে গুণাদার ॥ গঙ্গে বাতঃ শোক্ষদাত্রী
দেবী নারায়ণী । সংসার-বন্ধন হতে তার গো তারিণি ॥ এসব উচ্চারি কিম্ব
করিয়া শ্রবণ । অন্তকালে যেই জন তাজয়ে জীবন ॥ সাধনেতে বাকী তার
কিবা থাকে আর । বলিলু তোমার পাশে শাস্ত্রের বিচার ॥ চণ্ডাল হইয়া যদি
মরণ-সময়ে । গঙ্গাজল মুখে দেয় বতন করিয়ে ॥ মুকতি সে জন্ম লাভে নাহি
সংশয় । শাস্ত্রের বচন ইহা গুহে মহোদয় ॥ গঙ্গাজলে নাহি মীচ-উষ্ম
বিচার । না ভাবিবে কালাকাশ গুহে গুণাদার ॥ দেশাদেশ বিবেচনা কভু

মা করিবে । প্রাপ্তমাত্র প্রণমিয়া সেবন করিবে ॥ গঙ্গা-নারায়ণক্ষেত্রে বিপ্রের
 সদনে । হরিনাম গায় যেই একান্ত যতনে । দেহ-অন্তে মুক্তিলাভ করে সেই
 জন । শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বচন ॥ রুদ্রাক্ষ তুলসী আর বিলুপত্র মনে ।
 লেপিয়া গঙ্গার মাটি মাখি যেই জনে ॥ অন্তকালে নিজ দেহ করে বিসর্জন ।
 দেহ-অন্তে মুক্তিলাভ করে সেই জন ॥ গঙ্গানীরে দেহত্যাগ যেই জন করে ।
 নিজ আসি মহাদেব তাহার গোচরে ॥ শ্রবণে বিমল ভ্রান করেন প্রদান ।
 গঙ্গাতে মরিলে মুক্তি নাহি তাহে জান ॥ রাত্রিকালে দিবাভাগে অথবা
 সংকীর্ত্তন । প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নেতে ওহে মুনিরায় ॥ দক্ষিণ অয়নে কিম্বা উত্তর
 অয়নে । গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়া বদনে ॥ গঙ্গার সলিলে দেহ করে বিস-
 র্জন । নির্বাণ মুক্তি লভে শাস্ত্রের বচন ॥ গঙ্গার মাহাত্ম্য বল কে বলিতে
 পারে । শতবর্ষে সমাপন করিবারে নারে ॥ বিধাতা সক্ষম নাহি হয়েন কখন ।
 যামবেয় কথা দূরে রাখ তপোধন ॥ বলিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি ।
 শুনহ পরেতে বলি অপূর্ব ভারতী ॥ গঙ্গাতে দেবতা পূজা ইত্যাদি করিলে ।
 পুণ্যাত্মা গণের তাহে যেই ফল ফলে ॥ সেই সব বিস্তারিয়া করিব কীর্ত্তন ।
 মন দিয়া শুন এবে ওহে তপোধন ॥ পুরাণের মার রহস্করম পুরাণ । মুক্তি-
 দায়ী আছে ইথে বহু উপাখ্যান ॥ একমনে যেই জন করে অধ্যয়ন । অথবা
 একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ ॥ রোগ শোক নাহি রহে তাহার অন্তরে । সংসার
 বন্ধন তারে কভু নাহি ঘেরে ॥ দেহ-অন্তে সেই জন সুরপুরে যায় । তাহারে
 হেরিয়া পাপ দূরেতে পলায় ॥ রোগী জন রোগ হতে মুক্তিলাভ করে । পুত্রা-
 খীর পুত্র হয় কহিনু তোমারে ॥ কামীর কামনা পূর্ণ ইহাতেই হয় । ধনাখী
 লভয়ে ধন নাহিক সংশয় ॥ সকলি হরির লীলা ওহে তপোধন । একমনে
 হরিপদ করহ শরণ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

গঙ্গাতে দেবপূজাদির মাহাত্ম্য কীর্তন ।

সিদ্ধিঃ সৰ্বাঃ প্রবেশন্ত ত্রীণিঃ সপ্তকীর্তনৈঃ ।
 সঙ্গীঃ সনসাত দেবান্ দিক্‌পালান্চ গ্রহানপি ।
 শিবং ভূতেশ্বরং দেবং মুনিমপি যথাবিধি ।
 হুতান প্রোষান পিণ্ডাচ্চৈব গন্ধদ্ব্যঙ্গদগন্ধনা ॥
 পিতৃন সর্গান পুত্রভেদে দ্বিজপত্ন্যভ্যে ৷

জৈমিনিরো সঙ্ঘোদিয়া শুক মহামতি । কহিলেন শুন ঋষে অপূর্ব ভারতী ॥
 অক্ষয় ফলের বাগ্গা করে সেই নর । গঙ্গা হতে থাকি সেই যোজন-ভিতর ॥
 নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ত্রিবিধ করম । বিধানের করিবে সেই গুহে তপোধান ॥
 সেই কার্য আচরিলে জাকবীর তীরে । অক্ষয় হইবে তাহা কহিলু তোমারে ॥
 শুদ্ধিকালে সেই কার্য শাস্ত্রের বিচার । মলমাসে বর্জ্য যা গুহে গুণাধার ॥
 গঙ্গাতে নকল কালে করিবারে পারে । কালকাল নাহি কিছু জাকবীর
 তীরে ॥ গঙ্গা নাহি সেই স্থানে গুহে মহামতি । সে স্থানে জন্মিবে আছে
 প্রারম্ভিত-বিধি ॥ গঙ্গাজলে কিম্বা শালমায়ের উপরে । যদ্যপি দেবতাপূজা
 করে কোন নরে ॥ তাহে নাহি হবে আবাহন বিমর্জ্জন । শাস্ত্রের বচন ইহা
 গুহে তপোধান ॥ বিষ্ণু সূত্রা গণপতি লক্ষ্মী সরস্বতী । মনঃ পার্শ্বতী সঙ্গী এহ
 পশুপতি ॥ দিক্‌পাল ভূত প্রেত দৈত্যদেব অক্ষয় । পিণ্ডাচ্চ ভোগ্য পিতৃ গুহে
 মুনিবর ॥ গঙ্গাজলে এই মতে করিবে পূজন । মহাপুণ্য হবে ইথে গুহে মহা-
 ত্মন ॥ শুদ্ধ শুক্রবস্ত্র মুমে করি পরিধান । আসনে বসিয়া পরে সাধু মতিমান ॥
 পূর্বমুখে কিম্বা বসি উত্তরমুখেতে । পূজিবেক দেবগণে ঐকান্তিকচিত্তে ॥
 আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী । গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ গুহে মহামুনি ॥
 বস্ত্র অলঙ্কার মধুপর্ক মালা আর । নৈবেদ্য তাম্বূল আচমনী পুনর্ব্বার ॥ এই
 সব উপচারে পূজিতে হইবে । বিশেষ কারণ বলি শুন ঋষে তবে ॥ স্বর্ণ
 কিম্বা রৌপ্যময় অর্পিলে আসন । অভাবেতে কুশ কাশ গুহে মহাত্মন ॥ স্বাগত
 জিজ্ঞাসা পরে করিবে সূজন । জল দ্বারা পাদ্য পরে করিবে অর্পণ ॥ শুন
 শুন ঋষিবর অস্ত্রের বিধান । ত্রিকোণমণ্ডল বামে করিয়া ধীষাম ॥ তৎপাতি
 সেই স্থানে করিয়া স্থাপন । তদুপরি শঙ্খ পরে রাখিবে সূজন ॥ শঙ্খের
 ত্রিভাগ হবে পূরিত সলিলে । আতপ শুণ্ড দূর্ব্বা দিবে তার পরে ॥ ধেনু-

মুদ্রা যোনিমুদ্রা করি প্রদর্শন । করিবে তাহাতে পরে তীর্থ আবাহন ॥ গঙ্গা-
 জলে আবাহন কিন্তু কড়ু নাই । শুন শুন তার পর বলি তব ঠাই ॥ যথা-
 ক্রমে অগ্নি সূর্য্য ইন্দু নাম করি । নিক্ষেপ করিবে পুষ্প শঙ্খের উপরি ॥ জপি-
 বেক মূলমন্ত্র পরে অষ্টবার । অর্ঘ্য বলি এই বারি খাত গুণাধার ॥ সে জল
 স্পর্শনে সর্ব্ব মনুষ্য হয় । আচমনী হেতু জল নিবে মহাশয় ॥ গন্ধের নিয়ম
 এবে করহ অবগ ॥ বহুবিধ গন্ধ আছে ওহে তপোধন ॥ কস্তুরী অম্বর আর
 চন্দনাদি করে । বহুবিধ গন্ধ আছে জানিবে অন্তরে ॥ পুরুষ দেবতা যবে
 করিবে পূজন । তখন অর্পিবে তাঁরে ধবল বসন ॥ রক্তগৌর বস্ত্র দিবে দেবীর
 পূজায় । নীলবস্ত্র দিবে মূনে দেবী মনসার ॥ রক্তবস্ত্র দিবাকরে করিবে
 অর্পণ । ত্রিকুঞ্জে নীলবস্ত্র দিবে কদাচন ॥ যেই দেব যেই বর্ণ করেন ধারণ ।
 সেইরূপ বস্ত্রে তিনি মহাত্ম্য হন ॥ স্বর্ণ-রৌপ্য-অলঙ্কার করিবে অর্পণ ।
 কাংস্যপাত্রে মধুপর্ক ওহে মহাত্মন ॥ দধি মধু স্নাত তিন মিশায়ে মাদরে ।
 অর্পিবেক মধুপর্ক ভক্তি সহকারে ॥ ষোড়শাঙ্গ ধূপ দিবে শাস্ত্রের বিধান ।
 দশাঙ্গ কাহারো মতে ওহে মতিমান ॥ স্নত-দীপ দিতে হয় দেবতা-পূজনে ।
 অভাবেতে তৈলদীপ শাস্ত্রের বিধান ॥ বিবিধ স্নগন্ধি পুষ্প করিয়া সকর ।
 মালা গাঁথি দিবে তাহা ওহে মহাত্মন ॥ নৈবেদ্যেতে ফল তৃণ ইত্যাদি
 অর্পিবে । স্নতস্পৃষ্ট করি কিন্তু অর্পিতে হইবে ॥ শর্করাদি মিষ্টদ্রব্য করিবে
 অর্পণ । নিবেদন-কালে মুদ্রা করাবে দর্শন ॥ অর্ঘ্যদানে যেই চুদ্রা হয়েছে
 বর্ণন । সেই মুদ্রা ভক্তিভরে করাবে দর্শন ॥ পুনর্বার আচমন করিয়া প্রদান ।
 তাহুল অর্পিবে পরে ওহে মতিমান ॥ গুবাক লবঙ্গ দিয়া তাহুল মাজায়ে ।
 অর্পিবেক পূজাকালে পুলক-হৃদয়ে ॥ এইরূপ উপহারে গঙ্গার সন্নিধি ।
 করিবে দেবতাপূজা মন-কুতূহলে ॥ যাবত করিবে সাধু দেবতা পূজন । পর
 ভাষা নীচকথা করিবে বর্জন ॥ অশুচি স্পর্শন নাহি করিবে সেকালে । ক্রোধ
 হিংসা চঞ্চলতা তাজিবে মাদরে ॥ আমি তুমি আদি জ্ঞান-বুদ্ধি শোক ভয় ।
 অর্থচিন্তা ভেয়াগিবে ওহে মহাদয় ॥ পূজাকালে গুরু যদি করে আগমন ।
 অমনি দেবতাপূজা করিবে বর্জন ॥ গুরুপুত্রে গুরুপৌত্রে যদি কড়ু হেরে ।
 পূজক ত্যজিবে পূজা মাদর অন্তরে ॥ দেবপূজা ছাড়ি ঔঁহাদিগকে পূজিবে ॥
 ইহাতে অধিক ফল অন্তরে জানিবে ॥ ইষ্টদেবে ভক্তিভরে করিবে পূজন ।
 শাস্ত্রের বিধান এই ওহে মহাত্মন ॥ দেবতা উদ্দেশে যেই নৈবেদ্যাদি দিবে ।
 বিপ্রের করেতে তাহা অর্পণ করিবে ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে মহামতি । বর্ণন করিব এবে শিবপূজা-বিধি ॥
 পাসাণে কাঞ্চনে রৌপ্যে কিয়া মুক্তিকায় । গড়িবেক শিবলিঙ্গ কহিষু তোমায় ॥
 অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ লিঙ্গ করিতে হইবে । সোমসূত্রে দিব্যবেদি নির্মাণ করিবে ॥
 করিবে তাহার নীচে পরেতে আসন । বৃষরূপ উহা জান ওহে মহাত্মন ॥

লিঙ্গের সহিতে দেবী গঠিতে হইবে । যোনিরূপা করি তাঁরে নির্মাণ করিবে ॥
 দণ্ডাকার হবে লিঙ্গ ওহে মহাশয় । সাক্ষাৎ শঙ্কর তিনি অন্য কেহ নয় ॥
 অঙ্গুষ্ঠ হইতে কম কভু না করিবে । উত্তোরিক যত হবে তত পুণ্য হবে ॥
 দ্বিবিদীর্ণ তবে অঙ্গ ওহে মহাশয়ন । ব্যঙ্গ সেন নাহি হয় কভু তপোধান ॥
 যাবত লিঙ্গেরে নাহি করিবে পূজন । ততক্ষণ শূন্য নাহি রাখিবে কখন ॥ যথা-
 বিধি এইরূপে করিষা নির্মাণ ॥ বিধিযতে উপচারে পুজিবে হীমান ॥ শিবার্ঘ্যে
 গঙ্গার গর্ভ করিষা খনন । যুক্তি লাইলে দোষ নাহি কদাচন ॥ বিলুপ্ত
 শঙ্করেরে করিবে প্রদান । মহাত্মিকর উহা ওহে মতিমান ॥ কেবল গঙ্গার
 জলে যদি পূজা করে । মহাদেব পরিদ্রষ্ট তাহার উপরে ॥ গঙ্গাতটে শিবপূজা
 বাঞ্छে যেই জন । অনন্ত তাহার পুণ্য বলিতে অক্ষম ॥ বিলুপ্ত গঙ্গাজল যদি
 করে দান । সমস্ত পুণিবী দান তাহে মতিমান ॥ শিবেরে নৈবেদ্য যাহা
 অর্পিতে হইবে । লিঙ্গোপরি ভক্তি করি সেই সব দিবে ॥ অগ্নিরূপে তাহা
 শিব করেন গ্রহণ । কভু নাহি তাহা লয়ে করিবে ভক্ষণ ॥ শিবের নির্মাণ
 পত্র পুষ্প ফল আদি । নাহি লবে কদাচন ওহে মহামতি ॥ প্রমাদে লাইলে
 সেই নরকেতে যাবে । শিবদ্রবকারী বলি বিদিত হইবে ॥ তান্ত্রিক বিধানে
 শিবের করিয়া পূজন । লিঙ্গোপরি যাহা নাহি করিবে অর্পণ ॥ সেই নৈবেদ্যের
 কিছু লইয়া মানরে । ভক্ষণ করিবে না ব ভক্তি সহকারে ॥ নতুবা দেবতা তাহা
 না করে গ্রহণ । শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে তপোধান ॥ ব্রাহ্মণেরে নৈবেদ্যাদি
 অর্পণ করিবে । ব্রাহ্মণ ভক্তি করি মানরে হইবে ॥ পৃথিবীকালে চতুর্ন্থ দেব
 পদ্মানন । শিবপূজা যথানিধি করি আচরণ ॥ বহু মিলি কল সহ নৈবেদ্য
 করিয়ে । শঙ্করে অর্পিল ব্রহ্মা মানরে স্বরয়ে ॥ এদিকে কুকুররূপে দেব পঞ্চা-
 নন । ব্রহ্মার আলয়ে আমি উপনীত হন ॥ নৈবেদ্য ভোজন আমি করেম
 তথায় । তাহা দেখি কুকুরেরে বিধাতা তাড়ার ॥ তখন আপন রূপ করিয়া
 ধারণ । বলিলেন বিধাতারে দেব পঞ্চানন ॥ কুকুর ভাবিয়া ঘোরে ওহে পদ্মা-
 নন । কি হেতু তাড়ালে তাহা করহ বর্ণন ॥ তোমার বাসনা আমি পূরাবার
 তরে । নৈবেদ্য ভূঞ্জিতে আমি তোমার আগারে ॥ কুকুর বোধেতে ঘোরে
 করিলে তাড়ন । এ হেতু কলঙ্কী হবে ওহে পদ্মানন ॥ শিবের এতেক বাক্য
 শুনি পদ্মাকর । কহিলেন শুন শুন ওহে দিগম্বর ॥ নিজরূপ নাহি ধরি কুকুর
 আকারে । পরিহাস কৈলে আমি আমার আগারে ॥ অতএব বলি শুন ওহে
 পঞ্চানন । তোমার নৈবেদ্য সেবা করিবে ভোজন ॥ কুকুর হইবে সেই নাহিক
 সংশয় । আমার বচন দেব কভু মিথ্যা নয় ॥ ব্রহ্মার বচন শুনি দেব পঞ্চানন ।
 আপন স্থানেতে পুনঃ করিল গমন ॥ এইরূপে শিবপূজা করিয়া সাধন ॥
 অষ্টমূর্ত্তি পূজা পরে করিবে সূজন ॥ ক্ষমস্ব বলিয়া পরে বিসর্জিবে তাঁর ।
 বলি পূজার বিধি তাপস তোমার ॥ শিবলিঙ্গ যদি কেহ করয়ে পূজন

তাহে দিদ্ধ হয় সৰ্বদেবের অৰ্চন ॥ শিব শক্তি দুইজন সৰ্বলোকময় ।
 এ ছেতু শিবের পূজা করিবে নিশ্চয় ॥ বরঞ্চ আপন প্রাণ দিবে বিসৰ্জন ।
 নিজের মন্তুক কিয়া করিবে ছেদন ॥ তথাপি শিবেরে নাহি করিয়া পূজন ।
 কতু নাহি কোন দ্রব্য করিবে ভোজন ॥ প্রতিদিন শিবলিঙ্গ পূজিবে সাদরে ।
 কিবা বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি করে ॥ শিবপূজা নাহি করি যেই দুরজন ।
 অপর দেবতাগণে করয়ে পূজন ॥ মনুষ্যহীন ঔষধির সমান তাহার । সকলি
 ত্রিকলু হয় ওহে গুণাধার ॥ শিবপূজা নাহি করি করিলে ভোজন । বিষ্ঠার
 সমান অন্ন হয় মহাত্মন ॥ শিবে না পূজিয়া যদি জল পান করে । মৃত্র ময়
 হয় তাহা জানিবে অন্তরে ॥ গুরুদেব শিব সম ওহে মহাদয় । গুরুপত্নী শিব
 সম নাহিক সংশয় ॥ গুরু গুণনারা দোহে না করি পূজন । যেই জন মন-
 সুখে করয়ে ভোজন ॥ ভুলিয়া হেরিবে নাহি বদন তাহার । হেরিলে ভুবিবে
 পাপে ওহে গুণাধার ॥ মূৰ্ত্তিমান্ পিতা সম দেব পকানন । পার্শ্বতী জননী
 সমা ওহে তপোধন ॥ দোহারে না পূজি যেই মনসুখে যায় । না দেখিবে তার
 মুখ কহিনু তোমার ॥ শিবের অৰ্চনা নাহি করে যেই জন । শূকর-দোনিতে
 সেই লভয়ে জনম ॥ অশৌচে শিবের পূজা কতু না ত্যজিবে । মহাগুরু নামে
 দশ দিবস বর্জিবে ॥ যেই দিকে গেই মূৰ্ত্তি করিবে পূজন । মন দিয়া শুন হ্রে
 ওহে তপোধন ॥ পূৰ্বদিকে ক্ষিত্ৰিমূৰ্ত্তি জানিবে অন্তরে । দক্ষিণেতে বাকি
 মূৰ্ত্তি কহিনু তোমারে ॥ পশ্চিমে আকাশ মূৰ্ত্তি ওহে মহাশয় । উত্তরেতে দোম-
 মূৰ্ত্তি আছে পরিচয় ॥ জল চন্দ্র যজমান ভাস্কর মূৰ্ত্তি । অগ্নি আদি কয় দিকে
 জানিবে স্মৃতি ॥ সৰ্ব ভব রূদ্র উগ্র ইত্যাদি নামেতে । অগ্নি আদি সৰ্বদিকে
 পূজিবে ভক্তিতে ॥ মধ্যাহ্নে শিবে শেষে করিবে পূজন । বেদিতে শক্তির
 পরে করিবে অৰ্চন ॥ অবশেষে জপকার্য করি সমাপন । নৃত্য গীত বাদ্য
 স্তব করিবে বন্দন ॥ শিবপূজা হতে শ্রেষ্ঠ নাহি কিছু আর । কহিনু তোমার
 পাশে ওহে গুণাধার ॥ গঙ্গাতে অথবা অন্য যেই কোন স্থানে । করিবে শিবের
 পূজা বিহিত বিধান ॥ গঙ্গাতীরে শিবপূজা করিলে যে ফল । নিজে শিব বলি-
 বারে নারে মুনিবর ॥ পুরাণে সুধার কথা নানা উপাখ্যান । শুনিলে সে জন
 লভে দিবা তত্ত্বজ্ঞান ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধজন্য ফলকথন ও গঙ্গাপ্রসঙ্গে অষ্টমুখ ও ষোড়শমুখ
ব্রহ্মার বিবরণ ।

ঋষিক্রবাচ । শ্রাদ্ধা কুর্বাতি, গঙ্গায়ান্ পাশ্বেনৈব বিধানতঃ ।
তীর্থশ্রাদ্ধা বিত্তং শ্রোক্তং পিতৃণাং পরিতোষণং ॥
যন্ত গঙ্গাং সমাদাদ্য শ্রাদ্ধা সম্যংসবং চরেৎ ।
গব্যশ্রাদ্ধমকুর্বাণি পিতৃণাং নিকৃণন্ত সং ॥

শুক বলে মন দিয়া শুনহ জৈমিনি । বর্ণন করিব তবে অপূর্ব কাহিনী ॥
গঙ্গাতীরে সাধুগণ করিয়া গমন । পার্শ্বগণ বিধানে শ্রাদ্ধ করিবে সাধন ॥
তীর্থশ্রাদ্ধ বলে তারে ওহে মহাশয় । পিতৃগণ মহাত্মক ইহাতেই হয় ॥ গঙ্গা-
তীরে উপনীত হয়ে সাধুজন । বাৎসরিক শ্রাদ্ধ যদি করয়ে সাধন ॥ গব্যশ্রাদ্ধ
বিনা সেই অতি অবহেলে । গ্নাহীন হয় পিতৃগণের গোচরে ॥ গব্যধামে পিণ্ড-
দান দিলে যেই ফল । গঙ্গাতীরে দিলে তাহা লভে নরবর ॥ বিশেষতঃ কলি-
যুগে জাক্ষবীর তীরে । পিণ্ডদান সুপ্রশস্ত শাস্ত্রের বিচারে ॥ অপমৃত্যু হয়
সার ওহে তপোধন । গঙ্গাতীরে পিণ্ড দিলে তাহার কারণ ॥ দুর্গতি উদ্ধার হয়
জানিবে তাহার । সুগতি লভয়ে সেই শাস্ত্রের বিচার ॥ অমাবস্তা তিথি পেয়ে
জাক্ষবীর নীরে । শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সাধু করিবে সাধরে ॥ তুলসী কুসুম তিল
করিয়া সঞ্চয় । করিবে এ সব কার্য ওহে মহাশয় ॥ শুক্রবারে রবিবারে
শাস্ত্রের বিচারে । তিল না তর্পণে নিবে খ্যাত চরাচরে ॥ কিন্তু গঙ্গাজলে নাহি
সেই বিধি হয় । অন্যত্র পালিবে তাহা ওহে মহোদয় ॥ শ্রাদ্ধ করিবার আগে
তার পূর্বদিনে । তাজিবে যে সব বস্তু শুনহ জৈমিনে ॥ ময়ূর আমিষ মাংস
তৈল দ্বিভোজন । তিক্তদ্রব্য মারীমঙ্গ ক্রোশার্জ গমম ॥ শৈশুন কলহ শোক
রোষ ও রোদন । অস্ত্রগ্রহ রক্তপাত পরান্ন-ভোজন । শ্রাদ্ধ করিবার আগে
তার পূর্বদিনে । তাজিবে এ সব সাধু এ শাস্ত্র যতনে ॥ যেই দিনে শ্রাদ্ধকাৰ্য্য
করিবে সাধন । নদীপারে কছু নাহি করিবে গমন ॥ ক্রয়-বিক্রয়াদি কার্য্য
কছু না করিবে । সর্বথা যতন করি ব্যায়াম তাজিবে ॥ অধ্যাপন অধ্যয়ন
করিবে বর্জন । সাংস-সন্ধ্যা না করিবে সেদিন কখন ॥ ধান্য মুগ মসুরাদি
আঘাত না করিবে । ঘাচণ্ডা অস্বাস্থ্য-ভাব কছু না দেখাবে ॥ শ্রাদ্ধদিনে এই
সব করিবে বর্জন । কহিনু শাস্ত্রের বিধি ওহে তপোধন ॥ স্নান দান নাহি

করি যেই অভাজন। পুলকিতমনে করে জাকবী লঙ্ঘন ॥ পূর্বজন্মকৃত পু-
 বিনাশে তাহার। অত এব শুন বলি ওহে গুণাধার ॥ যথাবিধি স্নান আদি
 করি সমাপন। গঙ্গার অপর পারে করিবে গমন ॥ বিনা কার্যে নাহি যাবে
 জাকবীর পারে। শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে অন্তরে। গঙ্গাতীরে বিপ্র যদি
 হয় দরশন। ভক্তিভাবে প্রণমিবে তাঁহারে তখন ॥ দেখু দরশন যদি হয়
 গঙ্গাতীরে। মহাপুণ্য হয় তাহে শাস্ত্রের বিচারে ॥ শুক্ল বস্ত্র বন্যপুষ্প তুলসী
 সুন্দরী। গঙ্গাতীরে এই সব নমনে নেহারি ॥ সেই দণ্ডে প্রণমিবে পরম
 আদরে। মহাপুণ্য হয়ে তাহে কহিবু তোমারে ॥ হংস কারণ্ডব ক্রৌঞ্চ মারম
 সঞ্জয়। শুক পদ্ম চক্ৰবাক নৃপতি বারণ ॥ গঙ্গাতীরে এই সব দেখিলে নয়নে।
 প্রণমিবে ভক্তিভাবে একান্ত বতনে ॥ শঙ্খশিল গঙ্গাতীরে করিলে দর্শন ॥
 ভক্তিভরে প্রণমিবে তাহারে তখন ॥ বিশ্বে কিম্বা শিবলিঙ্গে জাকবীর তীরে।
 স্থাপন করয়ে যেই অতি ভক্তিভরে ॥ দুর্গার মন্দির কিম্বা বিষ্ণুর মন্দির। গঙ্গা-
 তীরে স্থাপে যেই শুনহ সুধীর ॥ সংসারে তাহার আর না হয় জনম। শাস্ত্রের
 বিধান ইহা ওহে মহাত্মন ॥ পাবাণে ইষ্টকে কিম্বা অথবা মাটিতে। গঙ্গাতীর
 বান্ধে যেই ভক্তিযুক্তিতে ॥ মহাপুণ্যবান সেই বিদিত সংসার। ভবকারা-
 গারে সেই নাহি আসে আর ॥ ত্রিসংখ্য জাকবীতীর করিলে মার্জয়। সোটি-
 জন্মকৃত পাপ হয় বিনাশন ॥ সেই জন উপনীত হয়ে গঙ্গাতীরে। মন্দির বদন
 হয় বিষম অন্তরে ॥ তার প্রতি সর্বদেব সদা কুটে হন। মহাক্লুর বলি সেই
 বিদিত ভুবন ॥ যেই জন উপনীত হয়ে গঙ্গাতীরে। অঙ্গপাত করে তথা
 বিষম অন্তরে ॥ সহস্র ব্রহ্মার পাত যত দিনে হয়। ততকাল অধিকৃণ্ডে সেই
 জন রয় ॥ গঙ্গার তরঙ্গ হেরি তাহার বদন। আনন্দে প্রফুল্ল হয় ওহে মহা-
 ত্মন ॥ শিতৃগণ দেবগণ তাহার উপরে। সতত মন্ত্ৰট রহে কহিবু তোমারে ॥
 গঙ্গাবাস পরিত্যাগ করি যেই জন। অন্যত্র বসতি হেতু করয়ে মনন ॥ গঙ্গা-
 লাভ তার ভাগ্যে কাহু নাহি হয়। জাকবী ত্যাগেন তারে ওহে মহাশয় ॥
 দেহত্যাগ করি পারে সেই নরাধম। কৈটাদি দেশে গিয়া লভয়ে জনম ॥ *
 সেই স্থানে দেহত্যাগ করি সেই জন। কৈটরূপে নভোমার্গে করে বিচরণ ॥
 “গিচি কুচি” আদি শব্দ করি নিরন্তর। সবারে বিরক্ত করে ওহে নরবর ॥
 সহস্র সহস্র কম্পে এহেন প্রকারে। মহাকষ্ট পেয়ে জন্মে শূকর আকারে ॥
 পুনঃ পুনঃ এই দশা কতবার পায়। কহিবু শাস্ত্রের কথা তাপস তোমার ॥
 সুখভোগ পরিত্যাগ করি যেই জন। গঙ্গাতীরে অবস্থান করে অনুক্ষণ ॥
 জীবমুক্ত সেই জন কহিবু তোমায়। তার সম পুণ্য-স্বাত্ম নাহিক ধরায় ॥
 গঙ্গারূপে তব পাশে করিবু বর্ণন। সকল বর্ণিতে পারে আছে কোন জন ॥
 গঙ্গাপার্থ বর্ণিবারে শক্তি কাহার। বিষ্ণুও নহেন শক্তি ওহে গুণাধার ॥

শিবের সামর্থ্য নাই বর্ণিতে সকল । মনুষ্যের শক্তি কিবা ওহে মুনিবর ॥
উদ্ভাস বসি এক শূন্য ছে কৈশিক । বিস্তৃত হইবে গবে শুনিলে শ্রবণে ॥

পুরাকালে ঋষিগণ খিলিয়া সকলে । ব্রহ্মার নিকটে যান অতি কুতূহলে ॥
চন্দ্রিত হয়ে সবে ব্রহ্মার সন্ধান । কহিলেন শূন্য শূন্য ওহে ভগবন ॥ গঙ্গার
মাহাত্ম্য শুনি বাসনা অন্তরে । বিস্তার করিয়া বল আমি সবাকারে ॥ এতেক
বচন শুনি দেব পদ্মাসন । কহিলেন শূন্য শূন্য ওহে ঋষিগণ ॥ গঙ্গার মাহাত্ম্য
বলি মাধ্য কি আমার । শিব শিব সন্নিধান কর আশুয়ার ॥ তাঁহারা উচ্চৈ
জানি ওহে ঋষিগণ । জিজ্ঞাসা করহ গিয়া তাঁদের সন্ধান ॥ এতেক বচন
শুনি ঋষিগণ কর । আমাদের নিবেদন শুন মহাশয় ॥ ভূমিই গমন কর শিব-
বিক্রপাশে । জিজ্ঞাসা করিয়া জান তাঁদের সন্ধান ॥ তোমার নিকটে যোরা
করিব শ্রবণ । আমরা নারিব যেতে তাঁদের সন্ধান ॥ ঋষিদের বাক্য শুনি দেব
পদ্মোনি । প্রথমে কৈলাসে যান ওহে মহাত্মনি ॥ দেখেন আসনে বসি দেব
পদ্মাসন । কোটি চন্দ্র সম ক ব্রহ্ম অতি বিমোহন ॥ বায়ুচর্য পরিদান অতি
মনোহর । শিরেতে জাহ্নবীদেবী করে কলকল ॥ গঙ্গার সবেতে দুগ্ধ হয়ে
পদ্মাসন । মূলগুণ নৃত্য করে অতি দন দন ॥ তরঙ্গ নিদা কর্ণে পশিছে
দেমন । রোমাঙ্কিত তবু শিব হতেছে তেমন ॥ বসিয়া রয়েছে 'নন্দী' শিবের
পাশে । চতুর্মুখ হেরি সব পশিত অন্তরে ॥ মহেশ্বরে বাস্তু হেরি দেব পদ্মা-
সন । জিজ্ঞাসিতে না পারিয়া করিল গমন ॥ চলিলেন ধীরে ধীরে বৈকুণ্ঠ
ভবনে । পশিমাঝে মহাবায়ু উঠিল গগনে ॥ বায়ুবেগে ক্ষিপ্ত হয়ে দেব পদ্মা-
সন । অগ্নি ব্রহ্মাণ্ডে গিয়া হলেন পতন ॥ অষ্টমুখ বিধি তথা নিবসতি করে ।
চতুর্মুখ হেরি তাঁরে জিজ্ঞাসে সাদরে ॥ কে ভূমি বলহ দেব অষ্টমুখ ধর ।
কর অধিকৃত দেশ কেবা দণ্ডধর ॥ চতুর্মুখ ব্রহ্ম আমি ওহে ভগবন । তোমার
চরণপূজে করি গো বন্দন ॥ এত শুনি অষ্টমুখ কহেন বচন । শূন্য শূন্য
মম বাক্য চতুর-আনন ॥ পুরাকালে ছিনু আমি অবনী-মাকারে । সামান্য
শরীরী ছিনু ইন্দুর-আকারে ॥ একদা মার্জ্জাব এক করে আক্রমণ । ভয়েতে
ধাবিত আমি ছলেম তখন ॥ দৌড়িতে দৌড়িতে যাই জাহ্নবীর তীরে ।
অজ্ঞানে পড়ি নু গিয়া জাহ্নবীর নীরে ॥ গঙ্গায় পড়িয়া আমি তাজিনু জীবন ।
মে ফলে ছলেম আমি অষ্টম আনন ॥ অষ্টমুখ ব্রহ্মারূপে রহি এই স্থানে ।
বিধাতা দিলেন রাজ্য জানিবে এখায়ে ॥ গঙ্গা র মাহাত্ম্য ভূমি জানিবার তরে ।
চলিয়াছ হরিপাশে বৈকুণ্ঠ আগারে ॥ যাহ যাহ তুরা করি ওহে পদ্মাসন ।
বৈকুণ্ঠ আশয়ে তুরা করহ গমন ॥ এতেক বচন শুনি কহে পদ্মোনি ॥ বৈকুণ্ঠ
কোথায় আমি পথ নাহি জানি ॥ বায়ুবেগে আসিয়াছি জানিবে হেথায় ।
রূপা করি পথ কোথা দেখাও আমায় ॥ অষ্টমুখ ব্রহ্মা শুনি এতেক বচন ।
বথাবিধি চতুর্মুখে করি সস্তাষণ ॥ বৈকুণ্ঠের পথ তাঁরে করান দর্শন । সেই

পথে গেল ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠভবন ॥ যেমন বৈকুণ্ঠে আসে দেব পদ্মাসন । বায়ু-
বেগে পুনঃ ক্ষিপ্ত হালেন তখনি ॥ অপর ব্রহ্মাণ্ডে গিয়া উপনীত হন । দেখেন
তথায় ব্রহ্মা মোড়শ-আনন ॥ তাঁহারে দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত অন্তরে । জিজ্ঞা-
সিল পরিচয় বলহ আমারে ॥ ষোলমুখ ব্রহ্মা কহে শুন পদ্মাসন । পূর্বেতে
আছিলাম আমি মানব-ভবন ॥ কুকুর আছিলাম আমি কহিলাম তোমায় । জীবন
তাজিনু আমি পড়িয়া গঙ্গায় ॥ সেই ফলে হইলাম আমি মোড়শ-আনন । হরির
আদেশে করি ব্রহ্মাণ্ড শাসন ॥ এতক বচন শুনি বিস্মিত অন্তরে । কহিলেন
চতুর্মুখ মোড়শ-মুখেরে ॥ পথ নাহি জানি আমি ওহে মহাত্মন । কিরূপে
যাইব বল বৈকুণ্ঠভবন ॥ এত শুনি ষোলমুখ করিয়া আনর । পথ দেখালেন
যেতে বৈকুণ্ঠনগর ॥ সেই পথ দিয়া চলে দেব পদ্মাসন । উপনীত হন আমি
বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ দেখিলেন তথা আমি বৈকুণ্ঠ আলায়ে । চারিজন আছে বসি
মানন্দ ভ্রময়ে ॥ সূর্য্য সম কালি সব করিছে ধারণ । বিষ্ণুরূপধারী মনে
শ্রীমন্মথবরণ ॥ পীতবস্ত্র পরিধান জতি মনোহর । শোভিতেছে চারিভুজ অতীব
সুন্দর ॥ তাহাদিগে দরশন করি পদ্মাসন । জিজ্ঞাসেন মিস্টভাবে শুন সর্ব্বজন ॥
কে তোমরা চারি জন কহ মহামতি । কোন্ জন হও বিষ্ণু বলহ সংপ্রতি ॥ অথবা
আছেন বিষ্ণু অন্য কোন জন । রূপা করি বল তাহা আমার মন ॥ বৈকুণ্ঠেরা
এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । কহিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মন ॥ আমরা চারিজন
হই বিষ্ণুর কিস্কর । নিরঞ্জন বিষ্ণু আছে জানিবে অপর ॥ আমাদের পূর্ব্ব-
কথা করিব বর্ণন । মন দিয়া শুন তাহা চতুর-আমন ॥ গঙ্গাজলে শব এক
ছিল বহুদিন । ক্রমিকপে ছিন্তে তাহে শুনহ প্রবীণ ॥ গঙ্গায় মরিবু শেষে যোরা
চারি জন । সেই পুণ্যে এই ফল কর দরশন ॥

এতক বচন শুনি দেব পদ্মাসন । অবিলম্বে নিজালয়ে করিল গমন ॥
উপনীত হয়ে ত্বরায় ঋষিগণ পাশে । কহিলেন শুন শুন বলিব বিশেষে ॥
শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন । দুই ব্রহ্মা হেরিয়াছি অপূর্ব্ব দর্শন ॥
একের ষোলমুখ অন্য অষ্টানন । কুকুর ইন্দুর পূর্বে ছিল দুই জন ॥ দেহ-
ভাগ করি দোঁহে জাহ্নবী-মলিলে । ধরেছে ব্রহ্মার রূপ সেই পুণ্যকলে ॥
ব্রহ্মাণ্ডস্থরের পতি সেই দুই জন । দিব্যরূপধারী দোঁহে ওহে মুনিগণ ॥ তার
পর চারি জনে করিবু দর্শন । শঙ্খচক্র গদাধর জলদবরণ ॥ বনমালা শোভে
গলে তাহা সযাকার । পীতবাস পরিধান ক্রমের আকার ॥ জিজ্ঞাসি জানিবু
পরে সব নিবরণ । ক্রমিকপে ছিল তারা পূর্বে চারি জন ॥ গঙ্গাজলে দেহ
তাজি সেই পুণ্যকলে । বিষ্ণুর কিস্কর হৈল বৈকুণ্ঠ-নগরে ॥ গঙ্গার যাহা আ-
জানি এ হেন প্রকারে । আসিলাম পুনঃ ফিরি আপনা আগারে ॥ গঙ্গার
যাহা আ জানি দেব পদানন । শিরোপরি ধরে তারে করিয়া যতন ॥ জাহ্নবী
পরমা গতি জানিবু অন্তরে । উদ্ধার যাহা আ বুঝে কে আছে সংসারে ॥ শুণ

কহে শুন শুন ওহে তপোধন । ত্রেকার মুখেতে শুনি যত দুর্বিগণ ॥ গঙ্গা গঙ্গা
বলে সদা বদনবিবরে । গঙ্গার মহিমা গায় ভকতির ভরে ॥ গঙ্গার মাহাত্ম্য
এই করিছু বর্ণন । এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ তপোধন ॥ পুরাণের মার
বৃহত্তরম পুরাণ । শুনিলে তাহার হয় অরপুরে স্থান ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

মহত্তর ও রাজবংশ বর্ণন ।

জানঃ স্যাম্ভুতঃ প্রোক্তো মন্বন্তরবংশবীৰভঃ ।
দ্বিতীয়স্তমমুঃ প্রোক্তো নান্যং স্যাম্ভুতঃ ॥
উত্তমোখ্যতীয়স্ত চতুর্থস্তমসঃ স্মৃতঃ ।
পঞ্চমো বৈবতেঃ নাম দর্শশাস্ত্র উচ্যতে ॥
সপ্তমঃ শাকদেবায়ঃ সারবিবষ্টমঃ স্মৃতঃ ।
অষ্টমো বক্ষসাদিবিষ্ণুসাদিবিপত্যতঃ ।
একাদশস্তমো প্রোক্তো কলসাদিবীৰভঃ ॥
দ্বাদশো দক্ষসাদির্বেদসাবিবিপত্যতঃ ।
ইন্দ্রসাদিনামা চ ত্রিগাতি চতুর্দশ ॥

দৈমিনি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে তপোধন । শুনিবু কোমর মুখে অপূর্ব
কথন ॥ এখন নিবেদি পুনঃ করিয়া মিনতি । প্রকাশ করিয়া বল ওহে মহা-
মতি ॥ মহত্তর-কথা বল করিয়া বিস্তার । রাজবংশ বল সব ওহে গুণাধার ॥
এতক বান শুনি শুক মহামতি । কহিলেন শুন শুন অপূর্ব ভারতী ॥ মনু-
সোর একবর্ষ যতদিনে হয় । দেবতার অহোরাত্র তাহারেই কর ॥ এরূপ
ত্রিষষ্টি আর শতবর্ষ হলে । নিবাসন হয় তাহে শাস্ত্রে হেন বলে ॥ দ্বাদশ
সহস্র বর্ষ হলে এইরূপ । চতুর্দশ হয় তাহে জানিবে স্বরূপ ॥ এরূপ সহস্র
যুগ যত দিনে হয় । বিধাতার দিন তাহে শাস্ত্রের নির্ণয় ॥ এরূপ সহস্র যুগ
গত হলে পরে । বিধাতার রাত্রি তাহা শাস্ত্রে হেন বলে ॥ একাত্তর যুগে হয়
এক মহত্তর । ততকাল রাজা করে এক পরম্বর ॥ বিধাতার এক দিন যত
কাণে হয় । চতুর্দশ ইন্দ্র তাহে আছয়ে নিবস ॥ মনুর আখ্যান এবে করহ
অবণ । প্রথমতঃ স্যাম্ভুব ওহে মহাত্মন ॥ ত্রেকার শরীর হতে জনম ইহার ।
আদ্য মনু বলি খ্যাত ওহে গুণাধার ॥ স্যাম্ভুতের তার পর ওহে মহাত্মন ।
তৃতীয় উত্তম মনু জানে সর্গজনে ॥ চতুর্থতম মনু খ্যাত চরার । পঞ্চম
রৈবত মনু ওহে গুণাকর ॥ ষষ্ঠম তপোধর পর বিদিত ধরায় । সপ্তম য

শ্রীকৃষ্ণদেব কহিষু তোমায় ॥ সার্বণি অষ্টম মনু বিদিত ভুবন । মধ্যম জানিবে
 ব্রহ্মসার্বণি সূচন ॥ দশম জানিবে বিষ্ণুসার্বণি আখ্যান । তৎপরে জানিবে
 রুদ্র-সার্বণি ধীমান ॥ ধরম-সার্বণি পরে জানিবে সূমতি । শেষেতে বেদ-
 সার্বণি ওহে মহামতি ॥ সবার শেষেতে ইন্দ্রসার্বণি আখ্যান । চতুর্দশ মনু-
 স্তর ওহে মতিমান ॥ অতীত হয়েচে তার মনু মনুস্তর । পরেতে হইবে আর
 ওহে মুনিবর ॥ চতুর্দশ মনুস্তরে যত কাল-হয় । চারি অংশ আছে তাহে
 শাস্ত্রের নির্ণয় ॥ প্রথমেতে সত্য আর ত্রেতা দ্বিতীয়েতে । তৃতীয়ে দ্বাপর আর
 কলি যে শেষেতে ॥ সহস্র সংখ্যক দিবা বর্ষ হলে পর । কলির হইবে শেষ
 ওহে গুণধর ॥ ইহার দ্বিগুণ যান দ্বাপরেতে পরে । তাহার দ্বিগুণ ত্রেতা
 জানিবে অন্তরে ॥ অবশিষ্ট সত্যযুগ ওহে তপোধন । বশিষ্ঠ তোমার কাছে
 শাস্ত্রের বচন ॥ প্রতি মনুস্তরে দেবদেব জন্মানন্দ । দেখেছাবশে অবতার করেন
 এহণ ॥ দৈত্যদম্পহারী তিনি দেবতা-পালক । অধর্ম-বিনাশী হন ধর্মের
 স্থাপক ॥ রাজবংশ-বিবরণ করহ শ্রবণ । অতিশুদ্ধ পুণ্যকর্যা সেই সব জন ॥
 সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ বিদিত ধরায় । প্রথমতঃ সূর্য্যবংশ বলিব তোমায় ॥ দেব-
 দেব প্রজাপতি দেব পদ্মাসন । শ্রীহরির নাভিপদ্মে তাঁহার জন্ম ॥ মরীচি
 তাঁহার পুত্র বিদিত ভুবন । কশ্যপ মরীচি-পুত্র জানে সর্বজন ॥ কশ্যপের
 পুত্র সূর্য্য আর দেবগণ । শ্রীকৃষ্ণদেব সূর্য্যপুত্র ওহে তপোধন ॥ শ্রীকৃষ্ণদেব
 লাভ করে ঈক্ষুকু তনয় । শশাদ ঈক্ষুকুপুত্র ওহে মহাশয় ॥ যুগন্ধর তার
 পুত্র ওহে মহামতি । যুগন্ধরপুত্র হয় অনেকা সূমতি ॥ তার পুত্র বিশ্বগন্ধি
 ধর্মপরায়ণ । দূতাস্থ তাহার পুত্র ওহে তপোধন ॥ অযরীষ তার পুত্র বিদিত
 ভুবনে । ভুবল তাহার পুত্র জানে সর্বজন ॥ ককুৎস্থ তাহার পুত্র অতি মহা-
 মতি । কপিলাশ্ব তার পুত্র জানিবে সূমতি ॥ দেবমীচ তার পুত্র অতি বল-
 ধর । কাশ্মিলা তাহার পুত্র খ্যাত চরাচর ॥ নবমা তাহার পুত্র জানে সর্বজন ।
 মহাবল তার পুত্র কহি তব স্থানে ॥ যুবনাশ্ব তার পুত্র ওহে মহামতি । যুব-
 নাশ্ব লভে পুত্র মাক্তাতা সূমতি ॥ অযরীষ তার পুত্র বিখ্যাত ভুবন । তাহার
 তনয় অহিবকুহা সূচন ॥ যুবনাশ্ব তার পুত্র ধর্ম মতি ঘর । নিষধ তাহার
 পুত্র ওহে গুণাধার ॥ নিষধের পুত্র জন্মে বাহুক আখ্যান । বাহকের পুত্র হয়
 সগর ধীমান ॥ অসমঞ্জা তার পুত্র অতি গুণধর । অংশুমান তার পুত্র খ্যাত
 চরাচর ॥ তাঁহার তনয় হয় দিলীপ ভূপতি । ভগীরথ তার পুত্র অতি মহা-
 মতি ॥ তার পর জন্মে রঘু ধর্মপরায়ণ । দশরথ তার পুত্র বিদিত ভুবন ॥
 ভগমানু বিষ্ণু জন্মে তাঁহার আগারে । রাম আদি চারিরূপে জানে সর্ব নরে ॥
 রামের অপূর্ব্ব কীর্তি খ্যাত চরাচর । বলিলাশ্ব সূর্য্যবংশ ওহে গুণধর ॥ চন্দ্র-
 বংশ-বিবরণ করহ শ্রবণ । ব্রহ্মার তনয় অত্রি বিদিত ভুবন ॥ অত্রির তনয়
 চন্দ্র খ্যাত চরাচরে । চন্দ্রের তনয় বৃধ জন্মে সব নরে ॥ তাহা হতে পুরুরবা

লভেন জনম । তার পুত্র আয়ু নাম করেন ধারণ ॥ আয়ুর তনয় বসুধার
নাম ধরে । বিয়তি তাহার পুত্র জানিবে অন্তরে ॥ বিয়তির পুত্র কৃতি ধর্ম-
পরায়ণ । নবম তাহার পুত্র জানে সর্বজন ॥ নবমের পুত্র হয় যযাতি স্মৃতি ।
যযাতির পঞ্চ পুত্র খ্যাত বসুমতী ॥ দ্বিতীয় তাহার পুত্র জানে সর্বজন । জন্মে-
জন্ম তার পুত্র বিখ্যাত ভবন ॥ প্রতিজ্ঞান তার পুত্র জানিবে অন্তরে । যনন্য
তাহার স্মৃত কহিছু তোমারে ॥ চারুপদ তার পুত্র ধর্মপরায়ণ । তাহার তনয়
সহ ওহে তপোধন ॥ বহুগর তার পুত্র ওহে মহামতি । তাহার তনয় হয়
নামেতে সংঘাতি ॥ অহংঘাতি তার পুত্র অতি গুণধর । রৌদ্রাশ্বের পিতা
তিনি খ্যাত চরাচরে ॥ তৎপুত্র অবন্তীনাথ জানে সর্বজন । স্মৃতি তাঁহার পুত্র
ওহে তপোধন ॥ মেধাতিথি তার পুত্র জানিবে অন্তরে । দ্রুম্যন্ত তার পুত্র
খ্যাত চরাচরে ॥ দ্রুম্যন্তর পুত্র হব ভরত আখ্যান । রশ্মিদেব তার পুত্র অতীব
ধীমান ॥ অজমীচ তার পুত্র অতি গুণধর । শান্তি নামে পুত্র লভে সেই নর-
বর ॥ শান্তির তনয় হয় নামে দিবোদাস । যাহার অতুল যশ ভুবনে প্রকাশ ॥
শতানন্দ তার পুত্র ধর্মপরায়ণ । মিত্রয় তাহার পুত্র অতীব সজ্জন ॥ ঋপদ
তাহার পুত্র ওহে মহামতি । পূর্বন্য তাহার পুত্র অতীব স্মৃতি ॥ ঋকস্মৃত
তার পুত্র ওহে তপোধন । তাহার তনয় হয় নামে সঘরণ ॥ তার পুত্র মহাবল
কুরু নাম ধরে । প্রতীপ তাহার পুত্র বিদিত সংসারে ॥ প্রতীপের পুত্র হয়
বাহ্লিক স্মৃতি । শান্তনু তাহার পুত্র ওহে মহামতি ॥ তাহার তনয় হয়
অতি বলধর । নামেতে বিচিত্রবীৰ্য্য ওহে গুণধর ॥ তাঁহার তনয় হয় পাণ্ডু
নরপতি । পঞ্চ পুত্র জন্মে যার খ্যাত বসুমতী ॥ ধর্ম বায়ু ইন্দ্র এই তিন দেব
হতে । কুন্তী-গর্ভে তিন পুত্র জনমে ভারতে ॥ অধিনীকুমার-অংশে আর
দুই জন । মাদ্রীর গর্ভেতে জন্মে পাণ্ডুর নন্দন ॥ পাণ্ডব বলিয়া পঞ্চ বিখ্যাত
সংসারে । পুণ্যযশা পুণ্যকীর্তি কহিছু তোমারে ॥ সর্বজ্যোষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম-
পরায়ণ । মহাবল ভীমসেন দ্বিতীয় নন্দন ॥ নররূপে পূর্বজন্মে আছিলেম
যিনি । অর্জুনরূপেতে তিনি আসেম অবনী ॥ নকুল ও সহদেব এই দুই
জন । মাদ্রীর উদরে জন্মে যমজ নন্দন ॥ অভিমন্যু নামে পুত্র অর্জুনের
হয় । পরীক্ষিত তার পুত্র আছে পরিচয় ॥ জন্মেজয় নামে হয় তাঁহার নন্দন ।
কহিছু তোমার পাশে ওহে তপোধন ॥ যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনাম ধরে ॥
বলিয়াছি সেই কথা পূর্বেতে তোমারে ॥ তাঁহার তনয় হয় নল অভিধান ।
কৃতবীৰ্য্য তার পুত্র ওহে মতিমান ॥ অর্জুন নামেতে হয় ইহার তনয় । যাহার
মহত্ব বাহু আছে পরিচয় ॥ যাহারে অরণ কৈলে আপনার মনে । নষ্ট দ্রব্য
পায় পুনঃ শাস্ত্রের বচনে ॥ এইরূপে দ্রব্যলাভ করিয়া সৃজন । লবণ স্পর্শিবে
পরে ওহে মহাত্মন ॥ লবণ করিবে দান ব্রাহ্মণের করে । শাস্ত্রের বিচার এই
কহিষু তোমারে ॥ অর্জুনের পুত্র হয় বিষ্ণি অভিধান । শশবিন্দু তার পুত্র

ওহে মতিমান ॥ শশবিম্ব-পৌত্র যিনি বজ্রনাম ধরে । তার পুত্র ভোজরাজ
বিখ্যাত সংসারে ॥ সৌমিত্র নামেতে হয় তাঁহার নন্দন । সৌমিত্রের পুত্র
মিনি বিখ্যাত ভুবন ॥ তাঁহার তনয় নিম্ন ওহে মহামতি । নিম্নের তনয় দুই
ধ্যাত বসুমতী ॥ সত্রাজিৎ একের নাম শুন তপোধন । প্রসেন দ্বিতীয় পুত্র
ধর্মপরাধন ॥ তাহার তনয় হয় শূর অভিধান । বহুদেব তার পুত্র অতি
মতিমান ॥ ইহার তনয় রুদ্র গোলক-ঈশ্বর । দ্বাপরাহ্নে অবতীর্ণ ওহে গুণ
ধর ॥ দুষ্টবংশ এইরূপ করিলু কীর্তন । মনুবংশ অতঃপর করিব বর্ণন ॥
এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা, কহ মহামতি । পুরাণে হরির লীলা অপূর্ব ভারতী ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

গণেশের জন্ম, তাঁহার শিরঃপতন, নন্দী সহ ইন্দ্রের যুদ্ধ ও প্রাবর্তের
মন্তুক আনয়ন এবং গণেশের স্বেচ্ছা যোজন ।

পুত্রা পপচ্ছ গিরিতা শঙ্করং সৌভাগ্যবৎ ।
অপত্যনিচ্ছতী দেবী সাপত্যো নিখিগা স্থিতা ॥
নির্দোষতা ক্রিয়া নাস্তি তস্মাৎ সাপত্যো ভব ।
তদৈব নমি সংসারোত্তরমং জনবাক্ষসং ॥

ঈশিনি জিজ্ঞাসে পুংঃ ওহে ভগবন্ । তব মুখে সুধাকথা কহিলু
প্রবণ ॥ শিববংশ শুনিলে বাসনা আমার । রূপ, করি কহ তাহা করিয়া
বিস্তার ॥ এতেক বচন শুনি শুক মহামতি । কহিলেন শুন শুন অপূর্ব
ভারতী ॥ পরম পুরুষ শিব ওহে মতিমান । পুরুষ নাহিক কেহ শিবের
সমান ॥ পার্শ্বতী সন্মান্য নারী নাহিক ভুবনে । দুই জন সৃষ্টি-কর্ত্তা জানি-
বেক যেন ॥ সংসারে পুণ্যম যত কর দরশন । শিবাত্মক বলি তবে জান
তপোধন ॥ যাবত রমণী হয় পার্শ্বতী কপিনী । শাহের বচন ইহা ওহে
মহানুহি ॥ পুংলিঙ্গ-রূপক শিব ওহে তপোধন । স্ত্রীলিঙ্গরূপিনী দেবী
শাহের বচন ॥ শিব দেবী লিঙ্গরূপে অখিল সংসারে । তাবর জন্মে
বাঞ্ছা কহিলু তোমারে ॥ অতএব শুন শুন ওহে তপোধন । শিববংশ মর্ক
বিশ্ব কর দরশন ॥ শিবাত্মক বলি সব জানিবে অনুরে । শিববংশ নাহি
ভিন্ন কহিলু তোমারে ॥ শিব-শক্তি-যুত সর্ব জানিবে ধীমান । ইহা ভিন্ন নাহি
কিছু ওহে মতিমান ॥ শিব-শক্তি-যুত বিদ্যুৎ যিনি নিরঞ্জন । শিব-শক্তি-যুত
বিদ্যুৎ জানিবে স্বজ্ঞান ॥ শিব-শক্তি-যুত জান দেবতা নিকরে । শিব-শক্তি-যুত

ভাব জগত-সংসারে ॥ একদা-কৈলাস শিরে গিরিজা সুন্দরী । বসিয়া
 অছেন সুখে সহিতে পুরারি ॥ অপত্য বামন হইবে দেবীর অন্তরে । বিনয়ে
 কহেন শিবে অতি ধীরে ধীরে ॥ বংশহীন গেই জন ওহে ত্রিলোচন । ধর্ম্য কর্ম্য
 নাহি তার জানিবে কখন ॥ অতএব মম গর্ভে সন্তান জন্মায়ে । মহাসুখে
 থাক তারে আনন্দে লইয়ে ॥ দেবীর এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মধুর বচনে
 কহে দেব পঞ্চানন ॥ শুন শুন শৈলসুতে বচন আমার । শুনিত্ত তোমার
 মুখে একি চমৎকার ॥ গৃহস্থ কখন আমি নহে ত সুন্দরী । পুত্রে মম কিবা
 কাজ ওহে সুরেশ্বরি ॥ কৃচ্ছ্র করিয়া যত স্বর্গবাসীগণ । ভাষ্যাক্রমে মোরে
 তোমা করেছে অর্পণ ॥ যে জন গৃহস্থ হয় গৃহে বাস করে । পুত্র কিবা ধন-
 বাঞ্ছা সেই জন করে ॥ পুত্র হেই দারগ্রহ শাতুর বচন । পুত্র বাঞ্ছা শুধু
 হয় নিগু প্রয়োজন ॥ আমার মরণ নাই কভু কোন কালে । পুত্রে তবে
 কিবা কাজ বল দেবি মোরে ॥ যে জন জগতে করে ব্যাধি নিরূপণ । ঔষধে
 তাহার বল কিবা প্রয়োজন ॥ যত নর নারী বিখে কর দরশন । সবার
 শরীরে অতি মোর দুইজন ॥ আনন্দ রূপেতে থাকি সবার অন্তরে । তাহাতে
 অপত্য জন্ম এ বিশ্ব-সংসারে ॥ অপত্য মোরা দৌহে শুনহ সুন্দরী ।
 শাকুরামরূপে সন্যাসেরণ করি ॥ পতির এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 মধুর বচনে সত্য কহেন তখন ॥ শুন শুন দেবদেব শশাঙ্কশেখর । নীলকণ্ঠ
 ত্রিলোচন অরহর হর ॥ যা বলিলে সত্য বটে ওহে পঞ্চানন । আমি কিন্তু
 বাঞ্ছা করি পুত্র একজন ॥ পুত্র নিয়া মোরে ভূমি ওহে মহেশ্বর । মনের
 হরিসে যোগ কর তার পর ॥ যোগী হয়ে ইচ্ছামত কর বিচরণ । পুত্রধনে
 পালি আমি করিয়া যতন ॥ পুত্রের বদন আমি করিব চুম্বন । মনে মনে বড়
 আশা ওহে পঞ্চানন ॥ ভাষ্যাক্রমে ভূমি মোরে লয়েছ পুরারি । অতএব পুত্র-
 দান কর রূপা করি ॥ দেবীর এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । কহিলেন কোপ-
 বশে দেব ত্রিনয়ন ॥ পুত্র পৌত্র বংশ বাঞ্ছা করিতেছ মনে । অতএব মম
 বাক্য শুনহ শ্রবণে ॥ সদ্যপি লভহ ভূমি কখন নন্দন । নিবাহ-বিমুখ হবে
 সেই পুত্রধন ॥ এত বলি দেবদেব অতি রোদভরে । তথা হতে উঠি যান
 অতীব সত্বরে ॥ তাহা দেখি গিরিসুতা বিষাদে মগন । অধোমুখে মনোভ্রষ্ট
 করেন চিন্তন ॥ জয়া ও বিজয়া ছিল নিকটে তাঁহার । সখিভ্রষ্টে ভ্রষ্ট জন্মে
 স্বদে দৌহাকার ॥ ক্রতগতি শিবপাশে করিয়া গমন । মিষ্টভাবে ভূমিলেন
 পাগলের মন ॥ অবশেষে পুনঃ আমি দেবীর গোর । দেবীরে বিমনা দেখি
 বলেন শঙ্কর ॥ কেন দেবী মনোভ্রষ্টে কর অবস্থান । পুত্রভাবে কেন ভূমি
 ব্যাকুল পরাণ ॥ পুত্রের বদন ভূমি করিবে চুম্বন । এই বাঞ্ছা যদি তব
 করিয়াছে মন ॥ দিতেছি তোমারে পুত্র করহ এহণ ॥ দেহভরে পুত্রমুখ
 করহ চুম্বন ॥ এত বলি বহু এক লইয়া শঙ্কর । বলিলেন লহ এই তনয়

স্তম্ভর ॥ যতনে তনয়ে এই করহ পালন । যত ইচ্ছা স্নেহবশে করহ চুম্বন ॥
 এতেক বচন শুনি কহেন পার্বতী । কি বল কি বল নাথ ওহে পশুপতি ॥
 বস্ত্র লয়ে কিবা কার্য্য হইবে আমার । পুত্রকার্য্য হবে ইথে কিসে জগাধার ॥
 রক্তবর্ণ ঘন বস্ত্র করিয়া গ্রহণ । পুত্র বলি মোরে তুমি করিলে অর্পণ ॥ পরি-
 হাস ছাড় নাথ মিনতি তোমাতে । পশুবুদ্ধি নহি আমি জানিবে অন্তরে ॥
 বস্ত্র লয়ে বল দেখি ওহে পঞ্চানন । পুত্র লাভে যে আনন্দ হয় কি কখন ॥
 এত বলি সেই বস্ত্র লইয়া সুন্দরী । পুত্র সম রাখে ক্রোড়ে অতি যত্ন করি ॥
 উপহাস ভাবি মনে করেন চিন্তন । অকস্মাৎ পুত্ররূপী হইল বসন ॥ কোলেতে
 ধাকিয়া পুত্র নাচিতে লাগিল । জীব জীব বলি সতী আমন্দে ভাগিল ॥ জীবন
 পাইয়া শিশু আনন্দে মগন । মা' বলি ঘন ঘন করিছে রোদন ॥ তাহারে
 লইয়া কোলে শিবের ঘরগী । স্তনদুগ্ধ দেন মুখে আনন্দে তখনি ॥ দুগ্ধ পান
 করি শিশু আনন্দে মগন । ঘন ঘন মাতৃপানে করে দরশন ॥ বদন চুষ্মন
 সতী অতি স্নেহভরে । এইরূপে রহে শিশু অঙ্কের উপরে ॥ আলিঙ্গন করি
 পুত্রে কৈলাস ঈশ্বরী । মহেশে সযোধি কন স্তনহ পুরারি ॥ ধর ধর পুত্রধনে
 করহ গ্রহণ । কৃপা করি দিলে তুমি তনয় রতন ॥ পুত্রলাভে কিবা সুখ
 দেখ মহেশ্বর । এত বলি দেন শিশু মহেশের কর ॥ দেবীর বচন শুনি দেন
 পঞ্চানন । কহিলেন প্রিয়ভাসে মধুর বচন ॥ পরিহাস করি বস্ত্র দিলাম
 ঈশ্বরী । তাহাতে জন্মিল পুত্র রূপের মাদুরী ॥ ভাগ্যবশে পুত্র হৈল আশ্চর্য্য
 ঘটন । দেহ দেখি আয়ু সংখ্যা করিগো গগন ॥ এত বলি পুত্র কোলে লয়ে
 পঞ্চানন । যতনে নিপুণ করি করেন দর্শন ॥ মর্কর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দেখি
 মহেশ্বর । পার্বতীরে সযোধিয়া করেন উত্তর ॥ গ্রহনোষে জন্মিয়াছে তনয়
 রতন । বহু দিন না বাঁচিবে কহিলু বচন ॥ অল্প আয়ু এই পুত্র স্তনগো
 ভবানী । অগ্নিরে তাজিবে প্রাণ কহিলাম বাণী ॥ এইরূপ বলিতেছে দেব
 পঞ্চানন । সহসা ঘটিল এক অপূর্ব্ব ঘটন ॥ শিশুর মস্তক ছিন্ন হইয়া তখন ।
 দেখিতে দেখিতে হলো ভূতলে পতন ॥ উত্তর মুখেতে শির ভূতলে পড়িল ।
 ছিন্নশির শিশুকোলে পার্বতী লইল ॥ ঘন ঘন মহাদেবী করেন রোদন ।
 হা বৎস হা বৎস বলি হৈল অচেতন ॥ বিস্মিত হইয়া রহে দেব মহেশ্বর । ছিন্ন
 শির তুলি লন হস্তের উপর ॥ মিন্টভাসে পার্বতীরে করি সযোধন । কহি-
 লেন স্তন প্রিয়ে মা' কর রোদন ॥ পুত্রশোক নাহি কর আপন অন্তরে । জীবিত
 করিব পুত্রে কহিলু তোমাতে ॥ ছিন্ন শির লয়ে পুনঃ সন্ধেতে হইহার । জুড়িয়া
 দেহ গো প্রিয়ে কহিলাম মার ॥ এত শুনি হৈমবতী মানন্দ অন্তরে । ছিন্ন
 শির লয়ে দেন সন্ধের উপরে ॥ কিস্তু জোড়া নাহি লাগে করেন চিন্তন ।
 সহসা আকাশবাণী উঠিল তখন ॥ "স্তন স্তন দেবদেব ওহে পঞ্চানন । গ্রহ-
 নোষে জন্মিয়াছে তোমার মন্দন ॥ রিষ্ট দৃষ্টি পড়িয়াছে শিশুর উপরে । এ

শির জুড়িবে নাহি স্কেতার উপরে ॥ অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ । অমোর
মস্তক শীঘ্র কর আনয়ন ॥ স্কেতে সংলগ্ন কর বাঁচিবে এখনি । কিন্তু এক
কথা শুন ওহে শূলপাণি ॥ উত্তর শিররী হয়ে তোমার মন্দম । আছিল করেছে
তব ওহে ত্রিলোচন ॥ অতএব যার শির আনিবে পুরারি । সেই জন হয় বৈষ্ণব
উত্তর শিররী ॥ দৈববাণী শুনি তবে দেব পঞ্চানন । দেবীরে আশ্বাস বাক্য
করেন অর্পণ ॥ নন্দীরে ডাকিয়ে তবে দেবদেব হর । মস্তক আনিতে তারে
পাঠান সত্ত্বর ॥ শিবের আদেশে নন্দী করে অঙ্গবেশন । ক্রমে ক্রমে বিচরিল
এ তিন ভুবন ॥ অবশেষে উত্তরিল ইন্দ্রের নগরে । দেখে ঐরাবত আছে
উত্তর শিরেরে ॥ তাহা দেখি নন্দী হয়ে পুলকে যগম । মস্তক কাটিতে হয়
উদাত তখন ॥ ভয় পেয়ে ঐরাবত মহাশয় করে । শুমিলেন দেবরাজ
শ্রবণ-বিবরে ॥ ক্রতগতি সেই স্থানে করি আগমন । নন্দীরে সম্বোধি কম
সকোপ বচন ॥ কেবা তুমি গজ হত্যা করিছ আমার । দেখিতেছি তোমারে যে
অদ্বুত আকার ॥ কাহার আজায় তব হেথা আগমন । কি হেতু করেছে খজা
করহ ধারণ ॥ এতেক বচন শুনি নন্দীশ্বর কর । শিবদাস আমি নন্দী ওগো
মহাশয় ॥ শিবের আশ্বাস মম হেথা আগমন । ঐরাবত-শির লব এই আকি-
ঞ্চন ॥ শিবের তনয় এক লভেছে জনম । রিক্তিকালে জন্ম তার শুমহ রাজন ॥
সেহেতু পতন হৈল মস্তক তাহার । দৈববাণী হৈল পরে ওহে গুণধার ॥
উত্তর শিরেরে শুয়ে আছে সেই জন । তাহার মস্তক আনি করহ যোজন ॥
এই হেতু আদিবাহি শিবের আশ্রয় । গজের মস্তক লব কহিমু তোমার ॥
ঐরাবত-আশা ত্যাগ করহ রাজন । ইহার অন্যথা নাহি হবে কদাচন ॥
শিবের তনয় পুনঃ পাবে প্রাণদান । এ হেতু গজের তব বধিবা পরাণ ॥
নন্দীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । রোষভরে দেবরাজ কাঁপে ধন ধন ॥
অবশেষে দেবগণে ডাকিয়া সদনে । নন্দীরে কহেন ইন্দ্র সকোপ বচনে ॥
অশ্রুধারা মশানে থাকে দেব পঞ্চানন । তাহার কিন্তু তুমি ওরে দুরাত্মন ॥
আমি বিদ্যামানে তুমি ওরে দুরাচার । কি সাধ্য আমার গজে করিবে সংহার ॥
এত বলি গদা তুলি অমর-রাজন । নন্দীশ্বরে বধিবারে করেন গমন ॥ অমনি
হস্তার ছাড়ে শিব-অনুচর । ভদ্রীভূত হৈল গদা দেখিছে অমর ॥ পুনরায়
অন্য গদা করিয়া গ্রহণ । নন্দীর উপরে মারে অমর-রাজন ॥ অমনি সে গদা
ধরি নিজ বাম করে । অবহেলে মারে নন্দী ইন্দ্রের উপরে ॥ গদাঘাতে দেব-
রাজ কাতর তখন । ক্ষণকাল রহে বসি হয়ে অচেতন ॥ অবশেষে শূন্য হয়ে
অতি রোষভরে । শূল লয়ে মারে পুনঃ নন্দীর উপরে ॥ খজাঘাতে নন্দী
তাহা করিল ছেদন । ত্রিখণ্ড হইয়া শূল হইল পতন ॥ তাহা দেখি বজ্র করে
অমর-ঈশ্বর । পলায়ে চলিল ভয়ে হইয়া সত্ত্বর ॥ শিবচর নন্দীশ্বর করি দর্শ-
ণম । ভীষণ মরতি তবে করিল ধারণ ॥ লহনা মাতিল তথা করি আগমন ॥

ঐরাবত গজ ইন্দ্রে করে সমর্পণ ॥ মাজুত-প্রদত্ত গজে চড়ি দেবেশ্বর । বজ্র
 হস্তে হন পুনঃ অতি ভয়ঙ্কর ॥ নন্দীর সহিত পুনঃ সমর করিতে । দেবগণে
 সজ্জ করি চলেন ত্বরিতে ॥ দেবগণ রোমবশে করি আগমন । নন্দীর উপরে
 করে শর বরিষণ ॥ যত শর মারে সব নন্দীর শরীরে । পাশাণে লাগিয়া
 যেন পাড়ি যায় দূরে ॥ পানান-স্নাকার নন্দী অদ্ভুত-দর্শন । বাম হস্তে তীক্ষ্ণ
 অস্ত্র করিয়া ধারণ ॥ হৃদয় করিয়া তীক্ষ্ণ খড়্গের প্রহারে । দেবতাগণের শর
 নিবৃত্তি করে ॥ তাহার অদ্ভুত দেহ করি দরশন । দেবতা সকলে ভয়ে কাঁপে
 ঘন ঘন ॥ অবশেষে নন্দী করে খড়্গের আঘাত । চিল্লশির হয়ে গজ হনো
 ভূমিপাত ॥ দেবগণ তাহা দেখি বিস্ময়ে মগন । হাহ রবে সবে করে মগনে
 রোনন ॥ দুগু লয়ে নন্দী পরে আসিয়া মত্তর । তাহা দেখি মহা ক্রুদ্ধ দেব
 মহেশ্বর ॥ নন্দীর বিপুল বন করি দরশন । বন ঘন পঞ্চানন করে আনি-
 জ্ঞন ॥ মহাহর্ষ গজশির শিশুর অঙ্গেরে । জুড়িয়া দিলেন শিব অতিশয়
 ত্বরিতে ॥ অঘনি লভিল প্রাণ শিবের কুমার । পঞ্চম সুন্দর শিশু মোহন
 আকার ॥ স্থলদেহ স্বর্ষকরে গজভক্ত-বদন । জবা পুষ্প সম কান্তি ধরে
 আনন ॥ গওহলে অবিরত মদজন করে । গন্ধে মদুকরণ চারিদিকে
 ঘোরে ॥ চতুর্ভাজ লছোদর অতি বিমোহন । তনয়ে হেরিয়া শিব আনন্দিত
 মন ॥ দেখিতে আসিল যত অমর-নিবর । গজদুখ শিশু শোভে অঙ্গের
 উপর ॥ ব্রহ্মা আদি সত দেব পুলকিতমনে । পুত্র অভিষেক করে একান্ত
 যতনে ॥ লছোদর নাম ব্রহ্মা রাখেন তখন । সর্ব দেবগণ মগ্নে শোভিতে
 নন্দন ॥ এই হেতু অগ্রে পূজা হইল তাহার । পুত্র হেরি মহাবট শিব গুণা-
 ধার ॥ সরস্বতী মহাতৃষ্ণা ইয়া অন্তরে । অপূর্ব লেখনী দিল তনয়ের করে ॥
 জপমালা সমর্পিল দেব পদ্মাসন । গজরাজ দিল ইন্দ্র অমর-রাজন ॥ পদ্মা
 বতী পদ্ম দিল আনন্দের ভরে । নিজের শিব বাসস্থান দিলেন পুত্রেরে ॥
 বৃহৎসপতি ষড়সূত্র করিল অর্পণ । পৃথ্বী দেবী সমর্পিল মূর্খিক বাহন ॥ যত সব
 মুনিগণ করি আগমন । রক্তবর্ণ শিবসুতে করিল স্তবন ॥ অবশেষে প্রজা-
 পতি দেব পদ্মাসন । শিবেরে মহোপকন মধুর বচন ॥ শুন শুন মহাদেব
 শশাঙ্ক শেখর । তোমার তনয় এই দেব লছোদর ॥ তোমাতে ইহাতে ভেদ কিছু
 মাত্র নাই । অতএব শুন যাহা বলি তব চাঁই ॥ সবার আগেতে হবে গণেশ
 পূজন । সর্বশেষে তব পূজা ওহে পঞ্চানন ॥ ইহা হলে অগ্রে কিবা আর
 পরিশেষে । তোমার হইল পূজা জানিবে বিশেষে ॥ দেবতাগণের পূজা তোমার
 মন্দন । গণাধিপ নাম হৈল এই সে কারণ ॥ গজদুখ ধরে শিশু ওহে মহে-
 শ্বর । এই হেতু গজানন নাম অতঃপর ॥ ইন্দ্রে করে করিয়া জয় ওহে পঞ্চা-
 নন । গজশির নদী তব করেছে ছেদন ॥ একটী দশন তার ভাঙ্গিয়াছে তাই ।
 একদন্ত নাম শিশু ধরিল গোঁসাই ॥ হেরয় আখ্যান হৈল বীজরূপ জ্ঞান ।

লক্ষ্যের নাম হৈল ওহে মতিমান ॥ ইহার অরণে হবে বিদ্ব বিনাশন । এ
 হেতু বিদ্বৈশ নাম ওহে পঞ্চানন ॥ যাত্রাকালে কিদারম্বে যেই মহামতি ।
 গণেশে অরিবে শুন ওহে পশুপতি ॥ যাত্রাকাল সিদ্ধি হবে জানিবে তাহার ।
 আরক্ত করম পূর্ণ ওহে গুণাধার ॥ সকল মঙ্গল কর্ণে দেব গজানন । পূজনীয়
 হবে শুন ওহে পঞ্চানন ॥ গণেশে পূজিলে হবে দেবতা অর্চনা । মাথকের হবে
 তাহে সুনিদ্ধ কামনা ॥ এত বলি দেবদেব দেব পদ্মাসন । মৌনভাবে স্তম্ভ-
 মনে রহেন তখন ॥ ঐরাবত বিহনেতে সুর-অধিপতি । মনোঃপ্রথে শিবকুম
 ওহে পশুপতি ॥ দেবদেব মহাদেব ওহে দিলোচন । পার্শ্বতী ঈশ্বর ভব
 বন্দিগো চরণ ॥ নিবেদি তোমারে পাত ওহে দিগম্বর । মহাবল নন্দীশ্বর ভব
 অনুর ॥ ঐরাবত মথ গজে করেতে নিধন । অকালে কবেগি মোরা নন্দী সহ
 রণ ॥ অপরাধ ক্ষমা কর ওহে পশুপতি । তোমার চরণে মম এই ত মিনতি ॥
 হাহার আত্মায় পারি নিজশির নিতে । গজশির কিবা ছার তাঁহ'র কাছেতে ॥
 গজশির নিতে আমি ওহে পঞ্চানন । হয়েছিল প্রথমতঃ কনিষ্ঠ তখন ॥
 অপরাধ ক্ষমা কর ওহে দিগম্বর । ভক্তি করি নতি করি চরণ উপর ॥ ইন্দের
 বচন শুনি দেব পঞ্চানন । মধুর বচনে কহে করহ শ্রবণ ॥ চিরশীর্ষ ঐরা-
 বত লইয়া মানরে । নিজপ কবহ উল্লু মাগরের নীরে ॥ পুনঃ ঐরাবত
 পাবে কহিনু বচন । যখন হইবে কৈরলাগর মন্তন ॥ ঐরাবত-শির নিরে ভূমি
 দেবরাজ । পুনরে লীলায়ে কৈলে অবিহিন কাজ ॥ সে হেতু তোমারে আমি
 দিনু এই বর । সমুদ্র মন্তন কালে পাবে গজবর ॥ ইহা শুনি দেবরাজ পুল-
 কিত মনে । বিনায় লইয়া মান আপন ভবনে ॥ ত্রক আদি মাঝে ক্রমে
 করেন গমন । পার্শ্বতী গণেশে করে নামন পালন ॥ গণেশ পরম বোগী
 নদ্যারে বিদুখ । সন্ধ্যাকাল মন হরি চিন্তয় উৎসুক ॥ একদা তাপসগণ
 আসিয়া সকলে । বেলাতো গণেশে বহু নতি করে ॥ গণেশ হেরয় গণা-
 দিগ গজানন । গিরিশ-আত্মজ তাঁর পার্শ্বতীনন্দন ॥ লঙ্কাদর অগ্নিপূজা বোগী
 দেবরাজ । চন্দ্রবাহু একদন্ত আর বিদুরাজ ॥ সর্পনা মঙ্গলরূপী লিপির
 ঈশ্বর । মুমুক-বাহন বীর ব্যাস-চন্দ্রাব ॥ বীর দানবকর দন্তী দবল বদন ।
 কেবল মোক্ষ আর বৈকুণ্ঠ যুজন ॥ পঞ্চপানি পঞ্চবক্তৃ শঙ্কর ঈশ্বর । হরি-
 গত নৃত্যকারী শিব মহেশ্বর ॥ শিবপুত্র মহাবীর জগত আধার । শশীমূর্ত্য-
 দিলোচন শৈবদর্শ্য আর ॥ সামুদ্র সমুদ্রপাতা দিবাকরণ জর । সমুদ্র-জঠর
 বারিনাথ ও বিজয় ॥ গণেশের নামস্তত্র যেই জন পড়ে । পাতক নাহিক
 রহে তাহার শরীরে ॥ যাত্রাকালে পূজাকালে দানের সময় । গঙ্গাস্নানে প্রাত্-
 কালে ওহে মহোদয় ॥ যে কোন মঙ্গল কর্ণে যেই জন পড়ে । প্রতাহ ত্রিসন্ধ্যা
 কিয়া পড়ে ভক্তিভরে ॥ অথবা ভক্তি করি করয়ে শ্রবণ । বিশ্বরাশি তার
 কাছে না আসে কখন ॥ দিনে দিনে শুভ হয় জানিবে তাহার । ধর্ম ধান্য

পুত্র আদি বাড়ে অনিবার ॥ ইন্দ্ৰদেবে মহাভক্তি অবশ্য জন্মে । বাঞ্ছিত
সাধন হয় শাস্ত্রের বচনে ॥ এইরূপে স্তব করি যত ঋষিগণ । আপন আপন
স্থানে করিল গমম ॥ গণেশের কৃষ্ণকথা বলিলু জৈমিনে । বিবাহ না করে
দেব জেনো একমনে ॥ আরো এক পুত্র পায় দেব পঞ্চানন । কার্তিক তাঁহার
নাম শুম তপোধন ॥ তাহারো বিবাহ নাহি হইল দীমান ॥ সে জন কোমার-
ভ্রাতা করে অনুষ্ঠান ॥ জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওহে তপোধন । তব পাশে
সব কথা করিলু কীর্তন ॥ তপস্যা কারণে এবে করহ প্রস্থান । যথাস্থানে
বাই আশি ওহে মতিমান ॥ জাবালিরে সম্বোধিয়া কহে বৈপায়ন । জৈমিনি
শুকের মুখে শুনিয়া বচন ॥ গুরুরে প্রণাম করি একান্ত অন্তরে । তপস্যা
কারণে যাম অন্য কোম স্থলে ॥ যোগবেত্তা শিব-অংশ শুক মহামতি । ইচ্ছা-
বশে যথাস্থানে করিলেন গতি ॥ শুনিলে জাবালি ঋষি করিলু বর্ণন । তার
কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ তপোধন ॥ পুরাণের সার বৃহদ্রসপুৰাণ । পদে পদে
সুধাকথা বেদব্যাস গান ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

বর্ণাপ্রমদধ্বকথন ।

বাস উবাচ । মূলপ্রকৃতিসম্বৃতা ব্রহ্মবিশ্বমহেশ্বরাঃ ।
তেষু বৈ মধ্যমো বিষ্ণুঃ সৰ্বদেহঃ সনাতনঃ ॥
ভক্ত্যভিব্যম মুখ্যঃ বিশ্বাঃ সৰ্ববৈদসমাপ্রবাঃ ।
বাহ্যোক্ত কল্পিতা জাতাঃ প্রজাপালনহেতবে ॥
উরুতো ববিজ্ঞো জাতা ধনবক্ষণহেতবে ।
ত্রয়াণ্যং সেবনার্থায় শূদ্রো জাতস্ত পাদতঃ ॥

সুতরে সম্বোধি কহে শৌনক সূত্রম । শুনিলু তোমার মুখে অপূর্ণ
কথন ॥ পুনশ্চ জাবালি ঋষি ব্যাসের গোচরে । কি কথা জিজ্ঞাসা করে বল
কৃপা করে ॥ এতেক বচন শুনি সূত্র মহাশয় । কহিলেন শুম শুন ওহে ঋষি-
চর ॥ জাবালি শুনিয়া সুখে দেবী-উপাখ্যান । বেদব্যাসে পুন কহে ওহে
মতিমান ॥ শুনিলু তোমার মুখে অপূর্ণ কথন । বর্ণাপ্রম-ধ্ব শুনি এবে
আকিঞ্চন ॥ কৃপা করি বল তাহা ওহে মহোদয় । শুনিয়া তোমার মুখে জুড়াই
করয় ॥ বাস বলে শুম শুম ওহে তপোধন । বলিব সকল কথা তোমার
সদন ॥ ত্রয়ো বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিমজমে । আদিয়া প্রকৃতি হতে জানিবে
জন্মে ॥ তাঁর নামে বিষ্ণু হন জানিবে মধ্যম । সৰ্বদেহধারী ইনি নিত্য

সনাতন ॥ সর্ববৈদ-সমাপ্তি যতেক দ্বিজাতি । বিষ্ণুর মুখেতে জন্মে ওহে
মহামতি ॥ বাহু হতে জন্মে যত ক্ষত্রজাতিগণ । পালন করিলে প্রজা এই সে
কারণ ॥ উরু হতে বৈশ্যগণ নিজ জন্ম ধরে । জনম তার হয় ধন রক্ষা
তরে ॥ এই তিন জাতিরই সেবন কারণ । পদ হতে শূদ্র জন্মে ওহে মহা-
জ্ঞান ॥ এই রূপে চতুর্বিধ করিয়া সৃজন । অবশেষে ধর্ম্য সব হৈল উৎপাদন ॥
ধর্ম্যের দুইটি পথ আগম ও নিগম । এই দুটি হৈল সৃষ্ট ওহে মহাজ্ঞান ॥ এই
দুটি দ্বারা বিশ্ব জন্ম স্থাবর । রহিয়াছে অধিষ্ঠিত ওহে বিপ্রবর ॥ বৈদমার্গ
বলি জ্ঞান নিগম যে হয় । তত্ত্বমার্গ আগমেরে জানিবে নিশ্চয় ॥ বৈদমার্গ
কর্মরূপ ওহে মতিমান । তত্ত্বমার্গ ধরে ঋষি শৌনিক আখ্যান ॥ যোগ যারে
বলে তাহা শুন মহোদয় । করম বিশেষ উহা আর কিছু নয় ॥ শৌন দ্বারা
তত্ত্ব লাভ হয় মহামতি । বলিনু তোমার পাশে নিগূঢ় তত্ত্বতী ॥ কর্মরূপ
বৈদমার্গ হতে মহাজ্ঞান । যোগ কর্ম লাভ হয় কহিনু বচন ॥ কর্ম বিনা ক্ষণ-
কাল থাকি নাহি যাব । কর্মবশ জীবগণ কহিনু তোমায় ॥ যতদিন উদ্ভু-
তান নাহি লাভ হয় । তত দিন কর্মবশ জীবগণ রয় ॥ এ হেতু তত্ত্বাধী-
ন করম করিবে ॥ কর্তব্য করম তাগে অপ্রাপ্য হবে ॥ যাহারে অদ্বৈত
ভাব বলে মহাজ্ঞান । তত্ত্ব-মগি জ্ঞান তারে কহিনু বচন ॥ বাক্যে নাহি বুঝা
যার নিগূঢ় তাহার । কহিলাম তব পাশে ওহে গুণধার ॥ কর্মবশে সেই
লাভ কর্মবশে ক্ষয় । কর্মবশে স্বর্গ আর নরক নিশ্চয় ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য
শূদ্র চারি জাতি । স্বধর্ম্য থাকিবে সদা ওহে মহামতি ॥ অনুভব তত্ত্ব লাভ
তাহা হলে হয় । কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥ শূদ্রগণ শৌন ধর্ম্য
পালিবে যতনে । বৈশ্যগণ রবে সদা আপন ধরবে ॥ ক্ষত্রগণ নিজধর্ম্য
করিলে পালন । স্বধর্ম্য নিরাত রবে দ্বিজজাতিগণ ॥ সংক্রিয়া করিবে বিপ্র
মুক্ত লাভ তরে । কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥ উচ্চবর্ণে যেই ধর্ম্য
আছে নিরূপণ । নীচ হয়ে যদি তাহা করে আচরণ ॥ তাহা হলে পড়ে সেই
নরক-মাঝারে । এ হেতু আপন ধর্ম্য পালিবে সাদরে ॥ যে জাতি যেমন কর্ম
করিবে পালন । ক্রমে ক্রমে বলিতেছি বরহ শ্রবণ ॥ যজ্ঞ অধ্যয়ন দান এ
তিন করম । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য করিবে সাধন ॥ এ তিন জাতিরই সেবা
শূদ্রেরা করিবে । তিনের আদেশ তারা সর্বথা পালিবে ॥ বিপ্রেরে সেবিবে
সদা ক্ষত্রজাতিগণ । বিপ্র-সেবা ক্ষত্র-সেবা বৈশ্যের করম ॥ এ তিনে করিবে
সেবা শূদ্রজাতিচর । শূদ্রের পালিবে সবে হইয়া সদূর ॥ দেবশর্ম্ম
বিপ্রগণ করিবে লিখন ॥ বর্ষা বলি লিখিবেক ক্ষত্রজাতিগণ ॥ বৈশ্যগণ
ধন দান করিবে প্রয়োগ । শূদ্রের পরেতে হবে দান শ্রদ্ধা যোগ ॥ বিপ্রা কিয়
ক্ষত্রবারী দেবী যে লিখিবে । বৈশ্য শূদ্রা দাসী শ্রদ্ধা অন্নিবে এ তিনে ॥
সম্মুখে ব্রাহ্মণ যদি হয় দরশন । প্রণাম করবে তাঁরে অন্য জাতগণ ॥ বিপ্র

দেখি যেই জন না করে প্রণাম । ত্রুড়হত্যা পাশী সেই ওহে মতিমান ॥ সংস্কৃত
 বচন সদা বলিবে ত্রোক্ষণ । পরস্পর প্রণমিবে করিলে দর্শন ॥ পিতা কিন্তু
 পুত্র নাহি করিবে প্রণাম । আরো বাহা বলি তাহা শুন মতিমান ॥ জল কিম্বা
 জলপাত্র হস্তেতে যাহার । অগ্নি হাতে করি যেই করে আগুনার ॥ কিম্বা অন্য
 যমে রত আছে যেই জন । অথবা যে জন বনি করিছে ভোজন ॥ রন্ধন করিছে
 কিম্বা যোগে রত রয় । প্রণাম করিতে তারে নাহি মহোদয় ॥ পুষ্প হাতে
 আছে যার কিম্বা আছে ধানে । নিদ্রিত রয়েছে কিম্বা শুইয়া শয়নে ॥ ক্রোম-
 মুক্ত কিম্বা যারে করিবে দর্শন । অথবা ধাবিত হয়ে যায় যেই জন ॥ সে জন
 প্রণাম নাহি কখন করিবে । প্রণামিলে মহাপাপে মজিতে ছইবে ॥ আদ্র-
 বস্ত্রে যেই বিপ্র করেন গমন । অস্ত্র শস্ত্র কিম্বা যেই করিছে ধারণ ॥ পণ্ডিত
 হইলে ভূমে যেই বিপ্রদর । অথবা উন্মত্ত যেই ওহে দ্বিজবর ॥ অতিমিয় স্থানে
 কিম্বা করে অবস্থান । অন্যমন্য হয়ে কিম্বা রাহে মতিমান ॥ প্রণাম তাহারে
 নাহি করিবে কখন । শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে তপোধন ॥ পৃষ্ঠদেশ নিরী-
 ক্ষিত হতেছে যাহার । সিনান করিছে কিম্বা ওহে গুণধার ॥ প্রহার করিছে
 কিম্বা অন্য কোন জনে । প্রণাম করিবে নাহি কভু সেই জনে ॥ যে বিপ্র
 গাত্রেতে তৈল করিছে মর্দন । কিম্বা কোন দ্রব্য আনি করিছে ভোজন ॥
 উচ্চ স্থান হতে কিম্বা গিয়াছে পড়িয়া । উচ্ছ্রিষ্ট শরীরে কিম্বা রয়েছে বর্শিয়া ॥
 সিক্তবস্ত্র যেই বিপ্র কিম্বা বিবসন । প্রণাম তাহারে নাহি করিবে কখন ॥
 প্রণাম করিলে তারে আশীর্বাদ দিবে । আগেতে আশীষ বিপ্র কভু
 করিবে ॥ যদ্যপি প্রমাদে করে ওহে মহামতি । অশ্রমে দোহার হবে নর-
 কেতে গতি ॥ পরস্পর বিপ্র যেই গুণরদ্ধ হয় । বয়সে অধিক কিম্বা ওহে
 মহোদয় ॥ প্রণাম করিবে তারে শাস্ত্রের বচন । কিন্তু এক কথা বলি শুন
 তপোধন ॥ গুরুজন যদি হয় গুণেতে অধম । প্রণাম তথাপি তারে করিবে
 সূক্ষম ॥ গুরুর বিষয় পূর্বে বলিয়াছি আমি । মনে মনে ভাবি দেখ ওহে
 মহামুনি ॥ গুরুজনে নাম ধরি কভু না ডাকিবে । ডাকিলে পাতক তারে মর্কট
 ঘেরিবে ॥ পুরোক্ষে তাঁদের দোষ করিলে কীর্তন । মহাপাপে ভুবে সেই অধম
 দুর্জয় ॥ মাতুলানি গুরুজম বয়োনিষ্ঠ হলে । প্রণাম করিবে তারে মন-কুব-
 হলে ॥ সম্পর্কে যে জন রক্ত-বসিবে তাহার । কিন্তু না স্পর্শিবে পদ কহিল
 তোমার ॥ বয়সে কনিষ্ঠ হয় যেই গুরুজন । পাদস্পর্শ তার নাহি করিবে
 কখন ॥ সম্পর্কে নাছারা গুরু বয়সে সমান । তাহাঙ্গিগে সমস্কার করিবে
 দীমান ॥ গুরুজন ভিন্ন অন্য রমণীগণেরে । বিপ্র হয়ে কভু নাহি প্রণমিবে
 তারে ॥ যুবতী গুরুর ভাৰ্য্যা করিলে দর্শন । প্রণমিবে কিন্তু নাহি স্পর্শিবে
 চরণ ॥ ভাদ্রবধু পূর্ববধু নিবোর রমণী । শাস্ত্রী যে জন কিম্বা ওহে মহামুনি ॥
 ইহাদের সম্মুখেতে না রবে কখন । অঙ্গ স্পর্শ চুরে থাক ওহে মহাত্মন ॥

দর্শনে যবে সদা শাস্ত্রের বচনে । কহিলু নিগূঢ় কথা তোমার' সননে ॥
 স্ফিট এ সবে নাহি করিবে অর্পণ । শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন ॥
 জননী গুরুর পত্নী স্বস্তি ঠাকুরাণী । জ্যোষ্ঠা মহোদর। মামী আর মামু-
 গানী ॥ পিসী এই মাতঙ্গন জননী সমান । জননী সমান সবে করিবে
 দাহ্যম ॥ যথাক্রমে এট মাত শ্রেষ্ঠ নীচ হয় । সর্বদা সুপূজ্য মান্য ইহার
 নিশ্চয় ॥ ভাষ্যার মাতুল আদি বারা মহামতি । সমাদরে তাঁহাদিগে করিবে
 প্রণতি ॥ রমণীর ভ্রাতা যদি বয়োজ্যেষ্ঠ হয় । প্রণামের যোগ্য বটে সে
 জন নিশ্চয় ॥ কিন্তু পাদস্পর্শ নাহি করিবে কখন । বলিলু তোমার পাশে
 ওহে মহাত্মন ॥ সকল বর্ণের গুরু বিপ্র মহামতি । অন্য জাতি শিষ্য সম
 জানিবে স্মৃতি ॥ প্রণামের বিধি এই করিলু কীর্তন । ইহার অন্যথা করে
 হেটু অভাজন ॥ সর্বথা দণ্ডের যোগ্য সেই দুঃখার । কহিলু তোমার পাশে
 শাস্ত্রের বিচার ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণাদির কর্তব্য কথন ॥

ব্রাহ্ম উবাচ । ধ্যামতি ব্রাহ্মণানাং ধর্মঃ বক্ষ্যামি শাখতান্
 পবিত্রান বক্ষ্যে গীতান্ ব্রাহ্মণৈশ্চরিতানপি ।
 মতং শান্তিঃ ক্রমাদিসাধনৈঃসাহিত্যোপিতা
 দয়া দানঞ্চ ভিক্ষা চ পরাচুর্ধ্বগকারিণী ॥
 সৌজন্তং দিনমষ্টৈব যজ্ঞনং যাজনস্তথা ।
 প্রতিগ্রহচ্ছাদয়নাধ্যাপনে শ্রমভোজনং ॥

ব্রাহ্ম বলে শুন শুন ওহে মহামতি । বর্ণন করিব ক্রমে অপূর্ব ভারতী ॥
 বিপ্রের ধর্ম এবে করিব কীর্তন । শাখত পবিত্র কথা ওহে তপোধন ॥
 বিপ্রের চরিত গান করে পদ্রয়োনি । বিপ্রের ধর্ম বলি শুন মহামুনি ॥
 মত শান্তি ক্রমা দয়া অহিংসা বিনয় । যজ্ঞন যাজন দান ওহে মহোদয় ॥
 অশ্পেতে সন্তোষ ভিক্ষা আর অধ্যয়ন । অধ্যাপন অস্পাহার অনামিষাশন ॥
 অগ্নিসেবা সূর্য্যসেবা ব্রত অনুষ্ঠান । গুরুসেবা আদি করি ওহে মতিমান ॥
 গোসেবা সৌজন্য আর প্রতিগ্রহ আদি । এ সব করম সদা করিবে দ্বিজাতি ॥
 অশুচি স্পর্শন বিপ্র কভু না করিবে । অশুচি স্থানেতে বাস সর্বথা ত্যজিবে ॥
 নীচ-জাতিগৃহে নাহি করিবে গমন । নীচ সহ না করিবে কভু আলাপন ॥
 নীচবাক্য কভু নাহি অন্তরে করিবে । স্থানেতে আলাপ বিপ্র সর্বথা ত্যজিবে ॥

জপেতে'আলস্য নাহি করিবে কখন । যদি হতে দুঃখ সদা করিবে বর্জন ॥
 শূদ্রের আলয়ে নাহি করিবে আহার । শুনিবে ধরম-কথা বিপ্র অনিবার ॥
 অস্ত্র শস্ত্র কভু নাহি করিবে ধারণ । গোচারণ কভু নাহি করিবে ত্রোক্ষণ ॥
 গোবিক্রয় কভু নাহি দ্বিজাতি করিবে । করিলে গোহত্যাপাপে ভুবিতে হইবে ॥
 তৈল আদি স্নেহদ্রব্য অথবা বসন । বিক্রয় নাহিক কভু করিবে ত্রোক্ষণ ॥
 প্রাণী কিম্বা বস্তু নাহি করিবে বিক্রয় । বেতন না লবে কভু বিপ্র যেই হয় ॥
 চর্মবাদ্য কভু নাহি করিবে ত্রোক্ষণ । তাহ দ্বারা না করিবে উদর পোষণ ॥
 বিপ্র-হয়ে চর্ম নাহি কর্তন করিবে । ত্রিসন্ধ্যা সাবিত্রী জপ করিতে হইবে ॥
 দেব ঋষি পিতৃগণে করিবে তর্পণ । বিশেষ উচিত ইহা শাস্ত্রের বচন ॥
 প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নেতে সারাক্ষর সময়ে । গায়ত্রী জপিবে বিপ্র একান্ত সদয়ে ॥
 ত্রোক্ষণ-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা গায়ত্রী যে হয় । রক্ত শ্যামা কল্লো এই আছে পরিচয় ॥
 ত্রোক্ষণা সংস্থিত আছে গায়ত্রী-মাঝারে । ত্রিসন্ধ্যা জপিবে তাহা একান্ত অন্তরে ॥
 গায়ত্রীয়ে যেই বিপ্র না করে আদর । জলোক্ষণ সেই জন হ্যাত চরাচর ॥
 বিপ্র হয়ে যেই জন সন্ধ্যা নাহি করে । সূর্যহত্যা পাপ তারে মহাবলে বরে ॥
 বিপ্র হয়ে স্নান নাহি করে যেই জন । পূরুষ ভোজন করে সেই অভাজন ॥
 গায়ত্রী না জপি যদি জল পান করে । পূর রক্ত সম জল জানিবে অন্তরে ॥
 প্রতিদিন যেই বিপ্র না করে তর্পণ । পিতৃহত্যা-পাপী হয় সেই দুর্জন ॥
 যেই কালে সূর্যোদয়ে সমুদিত হয় । অন্তগত হন সূর্য ১০৪ যে সময় ॥
 রাক্ষসী সময় বলে এই দুই কালে । রাক্ষসেরা এই কালে আগি কুতূহলে ॥
 সূর্যোরে আগিতে তারা করে উপকম । সেই কালে সন্ধ্যা করে যত বিপ্রজন ॥
 সন্ধ্যা বিপ্রভাবে সেই দুর্ভাগ্যজন । ভয়ে ভীত হয়ে তারা করে পলায়ন ॥
 রক্তপাতে পূরপাতে সূতকে বা স্বরে । সূতকাদেশোচ্যে তার জানিবে অন্তরে ॥
 বৈদিক করম নাহি করিবে কখন । শাস্ত্রের বচন ইহা শুধে মহাত্মন ॥
 পাতঃসন্ধ্যা বিপ্র হয়ে যদি নাহি করে । সেই বিপ্র অশুচি হয় জানিবে অন্তরে ॥
 বৈদিক কর্মেতে তার নাহি অধিকার । বলিহু তোমার পাশে শাস্ত্রের বিচার ॥
 রাজদ্বারে বন্দীভূত হইলে কখন । দূরদেশে সেতে পাপে রহিবে যখন ॥
 করিবে মানসী হইবে সেই সব কালে । তাহাতে নাহিক দোষ শাস্ত্রে হেন বলে ॥
 শোক-মোহে অভিভূত হইলে কখন । অশুচি হইবে বিপ্র শাস্ত্রের বচন ॥
 করিবে মানসী সন্ধ্যা তাম্রণ সময়ে । পাতক হইবে দূর জানিবে সদয়ে ॥
 দ্বাদশী পূর্ণিমা কিম্বা অমাবস্যা তিথি । ত্রাঙ্কদিনে সংক্রান্তিতে হইরা দ্বিজাতি ॥
 সাংসন্ধ্যা না করিবে শাস্ত্রের বচন । করিলে পিতৃহা হবে শুধে মহাত্মন ॥
 প্রতিদিন বিপ্রজাতি একান্ত অন্তরে । সহস্র সাবিত্রী জপ করিবে মাদরে ॥
 অগ্নয়ে শতধা জপ করিবে স্তুজন । শাস্ত্রের বচন ইহা শুধে মহাত্মন ॥
 যে কালে গায়ত্রী জপ করিবে স্তুজন । অধরোষ্ঠ ক্রত নাহি করিবে চাপন ॥

অতি মৃদু কভু মাহি চালন করিবে । চালনা যথামরূপে করিতে হইবে ॥
 শুভ্র বস্ত্র-যুগ্ম সাধু করিয়া ধারণ । সাবিত্রী জপিবে ইহা শাস্ত্রের নিয়ম ॥
 আদিত্যে অস্ত্রেতে তার প্রণব জুড়িবে । সবাস্ত্রান্তে দশপর্কে জপিতে হইবে ॥
 যথামার পর্বদ্বয় করি বিসর্জন । জপিবে অন্যান্য পর্কে শাস্ত্রের বচন ॥
 জপকালে পরস্পর অঙ্গুলী-সকল । সংশ্লিষ্ট রহিবে সব শুধে মুনিবর ॥
 ত্রিসঙ্ক্কা গায়ত্রী জপ করে সেই জন । ত্রুক্ষহত্যা পাপ তারে না ধেরে কখন ॥
 নৈববশে যদি পাপ কভু কিছু আসে । অনলে পতন্তব্য বিনাশে নিমেষে ॥
 সাবিত্রী শতেক জপ করে সেই জন । দিনকৃত পাপ তার হয় বিনাশন ॥
 সহস্র সাবিত্রী জপ সেই জন করে । সর্গ পাপ হয় নাশ তাহার অচিরে ॥
 গায়ত্রী বিধান জপ করিয়া সুজন । হৃদয়ে অর্পিবে তাহা শুধে তপোদমন ॥
 মহেশ-মুখসমুত্তা ইত্যাদি করিয়ে । পড়িতে হইবে মন্ত্র একান্ত হৃদয়ে ॥ *
 গায়ত্রীর বর্ণ রূপ যাহা যাহা আর । আদিত্য-পুরাণে আছে বর্ণনা তাহার ॥
 সাবিত্রীর গান করে সেই সাধুজন । সাবিত্রীর বরে তারে সেই সে সজ্জন ॥
 এ হেতু গায়ত্রী নাম জানিবে অন্তরে । কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
 পিতৃগণ উদ্দেশ্যেতে দ্বিজজাতিগণ । বিধান করিবে মনে সতিল তর্পণ ॥
 দক্ষিণ মুখেতে দ্বিজ তর্পণ করিবে । যেনশূন্য স্বচ্ছবারি অর্পিতে হইবে ॥
 দক্ষিণাগ্রতীর্থে জল করিয়া গ্রহণ । অর্পিতে হইবে জল শাস্ত্রের বচন ॥
 পামভাগ হতে তিল লইতে হইবে । গাত্রলোম তিলে যেন কভু না স্পর্শিবে ॥
 তর্পণেতে স্বধাবাক্য হবে উচ্চারণ । এইরূপে যথাবিধি করিয়া তর্পণ ॥
 আপনার পুরোভাগে রাখিয়া ব্রাহ্মণে । আশিবে মনের সুখে আপন ভবনে ॥
 ব্রাহ্মণ যদ্যপি নাহি হয় দরশন । জল লয়ে নিজগৃহে করিবে গমন ॥
 রাত্রিবান কিম্বা লৌহ ঘান অবসানে । কভু ন করিবে স্পর্শ শাস্ত্রের বিধান ॥
 ঘান অন্তে সদা ধৌত লইয়া বসন । করিবে ব্রাহ্মণগণ করিয়া যতন ॥
 বারেক পরিয়া যাহা করিরাছে ত্যাগ । দিবাতে অশুদ্ধ তাহা শুধে মহাভাগ ॥
 তাল্লাতাল্লা যাহা হৌক রাত্রির বসন । সর্বথা অশুদ্ধ তাহা শাস্ত্রের বচন ॥
 দিবাভাগে যতক্ষণ ধৌত নাহি হয় । তাবৎ অশুদ্ধ তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
 যে বস্ত্র পরিয়া রতিক্রীড়া করা যায় । করিবেক শত ধৌত যতনে তাহার ॥
 তাহা হলে শুদ্ধ হবে সেই সে বসন । শাস্ত্রের বচন ইহা শুধে মহাজ্ঞান ॥
 তিলক বসন দস্ত্র যজ্ঞসূত্র আর । যতনে রাখিবে শুভ্র দ্বিজ গুণাধার ॥
 তাহা হলে শুদ্ধ-আত্মা সেই সে ব্রাহ্মণ । শাস্ত্রের বিচার ইহা জানে সর্বজন ॥
 গলদেশে যথাস্থানে একান্ত অন্তরে । রাখিবেক যজ্ঞসূত্র অতি সযত্নে ॥

* গায়ত্রী জপান্তে এই মন্ত্র পড়িয়া স্বর্গকে সমর্পণ করিতে হয় । যথা—

মহেশমুখসমুত্তা বিষ্ণোকর্কসংস্থিতা ।

ব্রহ্মণ্য সযজ্ঞতাতা গমু দেবি যথেষ্টমা ॥

বদ্ধশিখ হয়ে সদা রহিবে ব্রাহ্মণ । তিলক সর্বদা অঙ্গে করিবে ধারণ ॥
 মল মূত্র যেই কালে করিবে বর্জ্জন । উপবীতী সেই কালে না রবে কখন ॥
 স্কন্ধদেশে কর্ণে কিছা মস্তক-উপরে ॥ রাখিবেক উপবীত শাস্ত্রের বিচারে ॥
 কাঁচা খুলি মূত্র পরে করিবে বর্জ্জন । শাস্ত্রের বিধান এই ওহে মহাত্মন ॥
 তৈল মাখি মূত্রতাগ কভু না করিবে । অথবা পুরীষতাগ সর্বথা ত্যজিবে ॥
 যেই কালে মল মূত্র করিবে বর্জ্জন । অথবা নারীর সঙ্গ করিবে যখন ॥
 অথবা ভোজন স্নান যে কালে করিবে । দন্ত প্রক্ষালন কিছা করিবেক যবে ॥
 এই ছয় কর্মে রবে মৌনভাব ধরি । নির্দিষ্ট হয়েছে ইহা শাস্ত্রেতে বিচারি ॥
 বিপ্রেয় শরীর মহে স্নেহের কারণ । তপস্ক্রম ধর্ম কর্ম করিবে ব্রাহ্মণ ॥
 পরকালে মোক্ষলাভ হইবে তাহার । শাস্ত্রের বিধান ইহা কহিনু তোমার ॥
 সন্ধ্যা-উপাসনা করে যেই বিপ্রজন । তাহার শরীরে পাপ না রহে কখন ॥
 দিবাকরে অন্ধকার না রহে যেমন । তদ্রূপ পাতকহীন সেই সে ব্রাহ্মণ ॥
 ভূদেব বলিয়া খ্যাত বিপ্রগণ হয় । ব্রহ্মতেজে তেজীরান্ ব্রাহ্মণ নিশ্চয় ॥
 মুখতা বিপ্রেয় কভু উপযুক্ত নয় । নিস্ত্রাভা ভাস্করে কভু শোভা নাহি হয় ॥
 অম্প পুণ্যে বিপ্রকুলে কভু না জনমে । বিপ্র হয়ে রত যদি রহে নীচকর্মে ॥
 আত্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয় সেই জন । শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন ॥
 বিপ্রেয় কুপায় যত ক্ষত্রিয়-নিকর । অন্ন আদি ভোগ করে ওহে দুনিবর ॥
 অখিল বসুধা হয় বিপ্রেয় অধীন । নিখিল পরম বশ জানিবে প্রবীণ ॥
 বিপ্রগণ অগ্রে যাহা করিবে গ্রহণ । অবশেষ লবে পরে ক্ষত্রিয়াদিগণ ॥
 সকলের পিতা হয় বিপ্রজাতিগণ । ব্রাহ্মণী জন্মনী সমা ওহে তপোদন ॥
 যত তীর্থ ধরামাঝে কর দরশন । বিপ্রেয় চরণ হতে সবার জন্ম ॥
 আদি রাজা মনু পূর্বে এরূপ বিধানে । বিপ্রেয় যদ্যদা রক্ষা করেছে যতনে ॥
 করিয়াছে মনু পূর্বে এই নিরূপণ । গো মতী বিপ্রগণে করিবে রক্ষণ ॥
 বিপ্র কিছা নারীগণে ভ্রমেও কখন । পুষ্প দ্বারা কভু নাহি করিবে তাড়ন ॥
 যদ্যপি তাড়না করে ওহে তপোধন । ইন্দ্রদেবে হয় তাহে জানিবে তাড়ন ॥
 বিপ্রগণে কভু নাহি করিবে তাড়ন । কটুবাক্য বিপ্রে নাহি বলিবে কখন ॥
 দণ্ডঘাত বিপ্রগণে কভু না করিবে । শাস্ত্রের বিধান ইহা অন্তরে জানিবে ॥
 যত দিন ধরাদায়ে রহিবে ব্রাহ্মণ । ভূমণ্ডলে রহিবেক যাবত গোপণ ॥
 শুদ্ধিরা রবে এই ত শরণী । কহিলাম তব পাশে ওহে মহাত্মনি ॥ গো ব্রাহ্মণ
 নারীজাতি এই তিনজন । পৃথিবীর হয় মাত্র কল্যাণ কারণ ॥ এই তিনে
 হিংসা করে সেই দুটমতি । অমঙ্গল হয় তার জানিবে সুমতি ॥ বিপ্রেয় চরণ
 তীর্থ জানিবে সৃজন । বিশুদ্ধ গরুর পুষ্ঠ শাস্ত্রের বচন ॥ নারীর সকল অঙ্গ
 অতি পুণ্যময় । তীর্থ বলি এই তিন আছে পরিচয় ॥ এই তিনে অমাদর করে
 সেই জন্ম । সে জন অস্ত্রিষে করে এককে গমন ॥ প্রাণায়াম করিবেক সদা

বিপ্রগণ । পাতক-নিকর তাহে হবে বিনাশন ॥ প্রাণায়াম বিনা পাপ দূর
নাহি হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কহিলু নিশ্চয় ॥ বিপ্রের ধরম এই করিলু
কীর্তন । ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্য এবে করহ শ্রবণ ॥ পুরাণের সার বৃহদ্ধরম পুরাণ ।
শুনিলে সে জন লভে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান ॥

দ্বয়স্তিংশ অধ্যায় ।

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্য কথন ।

বাচ্য ক্ষত্রিয় ঐত্বাতঃ প্রজাপালনতৎপরাঃ ।
সহ্যং দানং বিমুক্ত্যৈব স্তথা বাঞ্ছনসেবনং ॥
দর্পো বিরোধো নিয়তং যুদ্ধসামগ্র্যাসংগ্রহঃ ।
পরিখ্যাকনগণৈকৈব চাতুর্যং বাজ্যদর্শনং ॥
মহিত্তিগ্নয়নগণৈশ্চ শিষ্যকর্ম্মভয়েন চ ।
বজ্জিতপ্রহরণাণ্যে ন চৈকমদ্রণাণি চ ॥

জ্যোতিষে সছোষিত্য ককটৈদ্ব্যপায়ন । কহিলেন শুন শুন ওহে তপোধন ॥
ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য নামে বিনিত সংহারে । প্রজার পালন সদা করিবে সাদরে ॥
দান্য দান বিমুক্ত্যৈব ব্রাহ্মণ-সেবন । যুদ্ধের উচিত যত দ্রব্য আহরণ ॥
বিরোধ গরব আদি এ সব করম । সতত ক্ষত্রিয়গণ করিবে সাধন ॥ চর
দ্বারা রাজ্য তত্ত্ব সতত করিবে । পরিখ্য নিদ্রিক্ট স্থানে করিতে হইবে ॥ মস্ত্রী
মহ নিরস্তুর করিবে মচরণ । আরজ করম শীঘ্র করিবে সাধন ॥ বহুজন লয়ে
নাহি মস্ত্রণা করিবে । দণ্ডাহারে দণ্ডদান সাবধানে দিবে ॥ শাস্ত্রোপরি
ক্ষত্রিয়েরা করিবে আদর । ভকতি রাখিবে সদা বিপ্রের উপর ॥ বিপ্রের
নিকটে কর না লবে কখন । জদি হতে শোক মোহ করিবে বজ্জিন ॥ না
রাখিবে বিবাদে অস্ত্র-ম-কারে । বায় হেতু রূপগতা ত্যজিবে সাদরে ॥
প্রসন্ন রহিবে সদা প্রজার উপর । ক্ষত্রের ধরম ইহা ওহে মুনিবর ॥ বরুণ
অনল ঈশ সোম ও শমন । এই পঞ্চতুল্য হয় ক্ষত্রিয়-রাজন ॥ রাজার উপরে
হিংসা কভু না করিবে । তাহার উপরে ক্রোধ সর্ব্বথা ত্যজিবে ॥ রাজার
অপ্রিয় নাহি বলিবে কখন । শাস্ত্রের নিয়ম ইহা ওহে মহাত্মন ॥ দেবগণ
রাজরূপে অবনী-মাঝারে । সতত বিরাজ করে কহিলু তোমারে ॥ রাজার
শরীর বিধি করেছে নির্মাণ । যেক্রমে হয়েছে তাহা শুন মতিমান ॥ ইন্দ্রের
প্রভুত্ব বিধি করিয়া গ্রহণ । বক্রির প্রভাপ লয়ে ওহে তপোধন ॥ যমের
ক্রুরতা আর লক্ষ্মী বিধাতার । কুবেরের ধনসত্ত্ব ওহে গুণাধার ॥ বিষ্ণুর

লইয়া মন্ত্ৰ ওহে তপোধন । রাজার শরীর বিধি করেছে সৃজন ॥ ইন্দ্ৰের
 সমান রাজা জানিবে অনুরে । ইন্দ্ৰ সম ধরামাঝে নৃপতি বিহরে ॥ অশ্ব-
 বেষ মহাশ্রক করিলে সাধন । তাহে যেই পুণ্যরাশি হয় উপার্জন ॥
 প্রজার পালনে রাজা সেই পুণ্য পায় । শাস্ত্রের বিধান ইহা কহিনু তোমায় ॥
 ধর্ম্যভঃ যে রাজা করে প্রজার পালন । তাহার পুণ্যের কথা করহ শ্রবণ ॥
 প্রজাগণ যেই পুণ্য উপার্জন করে । সে পুণ্যের ষষ্ঠ ভাগ বহিবে রাজারে ॥
 শাস্ত্রোক্ত বিষয় সব শুনিলে শ্রবণে । অশাস্ত্রীয় উপদেশ না শুনিলে কাণে ॥
 এরূপে যে রাজা করে কাহা অশুঠান । নাহি হেরি জিতেন্দ্রিয় তাহার সমান ॥
 যে নৃপতি নাহি পুজে বয়োবৃদ্ধ জনে । থাকিতে হইবে তারে শত্রুর অধীনে ॥
 সামদান ভেদ নও নীতি চতুষ্টয় । শিখিলে নৃপতি ইহা শাস্ত্রের নির্ণয় ॥ কাম
 ক্রোধ লোভ মোহ আর অহঙ্কার । এ সব ত্যজিলে যত্নে নৃপতি কুমার ॥ যথা-
 কালে এই সব প্রয়োগ করিবে । তবে ত নৃপতি সুখে জীবন কাটায়ে ॥ দুষ্ক-
 রিত্রা নারী মেবা আর সুরাপান । না করিবে কভু জেন নৃপতি ধীমান ॥
 আত্মভুষা অতিরোষ পরুষ বচন । সর্বথা নৃপতি ইহা করিবে বর্জন ॥ মহা
 পাপ বলি পরনারী আরাধনা । করিবে যতনে নিজ পত্নী উপাসনা ॥ প্রণয়-
 বচনে তারে সদত তুষিবে । মযতনে দারা পুত্র পালন করিবে ॥ যগরায়
 রাজা যবে করিবে গমন । সর্বথা কাশিনীসঙ্গ কারবে বর্জন ॥ সুরাপান করে
 সদা যেই দুরাচার । কুলটা কামিনী লয়ে করয়ে বিহার ॥ তাহার পাপের
 সীমা কে বর্ণিতে পারে । সুরাপানে দেহিদের দেহ ক্ষয় করে ॥ অতএব
 সুরাপান করিবে বর্জন । অক্ষ ক্রীড়া ভ্রমে নাহি করিবে কখন ॥ অভিশপ্ত
 গৌর কিম্বা ঘাতক যে নর । তাহারে করিবে শাস্তি নৃপতি প্রবর ॥ কঠোর বচন
 নাহি করিবে কখন । লবুদোষে গুরুদণ্ড না দিবে রাজন ॥ মত্যাব্যাকো মক-
 লেয়ে সদত তুষিবে । ধর্ম্মনিষ্ঠজনে সদা যতনে পালিবে ॥ আসন বিগ্রহ
 সন্ধি প্রস্তাব আশ্রয় । ক্ষমা তেজ মান আদি যত গুণচয় ॥ এ সব সদত
 রাজা করিবে অভ্যাস । বরাধায়ে মহাকীর্তি হইবে প্রকাশ ॥ এই সব রাজ-
 নীতি অজ্ঞাত সাধারণ । রাজত্ব করিতে শক্তি নাহিক তাহার ॥ বয়োধিক
 বুদ্ধিমান বিজ্ঞ য়েই জন । তার কাছে সূক্ষ্মত্ব করিবে গ্রহণ ॥ কৃষি দুর্গ বাণি-
 জ্যাদি করাদি সাধন । গজবাজিবন্ধ আর সৈন্য বিরচন ॥ অমাত্যগণের
 দ্বারা করিবে নৃপতি । বিধিমতে দিবে শাস্তি অপরাধী প্রতি ॥ রাজ্যের
 কোথায় কিবা হতেছে ঘটন । রাজপ্রতি তুষ্ট রুষ্ট কোন প্রজাগণ ॥ এ সব
 বিশেষরূপে জ'নিবার তরে । নিযুক্ত করিবে চর রাজত্ব ভিতরে ॥ চরগণ
 ছদ্মবেশ করিবে ধারণ । মায়া বেশভূষা ভাঙ্গা করিবে গ্রহণ ॥ নাতিদীর্ঘ
 নাতিখর্ব্ব হইবে আকার । রাজ্রিতে অধিবে তারা নহে দিব্যচর ॥ অন্তঃপুরে
 সেই চর হবে নিয়োজন । ধীর শান্ত হির সব হবে সুললণ ॥ নপুংসক বৃদ্ধ

কিয়া বুদ্ধিমতী নারী । এরা সব অন্তর্দ্বারে হবে প্রতিহারী ॥ একাকী নৃপতি
নাহি করিবে শয়ন । একাকী কদাচ যেন না করে ভোজন ॥ প্রাণ সম বন্ধু
পাশে আপন রাজ্যেরে । না পাঠাবে কভু রাজা সুবিশ্বাস করে ॥ রাজত্ব
রক্ষণে যদি হইবে বাসনা । সুমন্ত্রী সদত নৃপে দিবে সুমন্ত্রণা ॥ সদত করিবে
যন্ত্রী ধর্ম অনুষ্ঠান । সুখেতে করিবে রাজ্য নৃপতি ধীমান ॥ শুন শুন মহা-
মতে তাপস-প্রবর । শোভিত করিবে রাজ্য আপন নগর ॥ প্রান্তভাগে দুর্গ
এক করিবে নির্মাণ । করিবে নিপুণ যোদ্ধা তাহে অবস্থান ॥ জলদুর্গ ভূমি-
দুর্গ রক্ষদুর্গ নাম । বনদুর্গ শৈলদুর্গ আরণ্য আখ্যান ॥ পরিখাত দুর্গ আর
বিশেষ বিধান । করিবে নৃপতি সব কল্যাণ কারণে ॥ দুর্গ যদি হয় কভু
মুদঙ্গ আকার । হইবে রাজ্য তাহে স্বকুল সংহার ॥ লক্ষ্যদুর্গ পূর্বে ছিল
দুদঙ্গ আকৃতি । তাহাতে সবংশে মরে রাবণ ভূপতি ॥ বলির নগর ছিল সে
রূপে নির্মাণ । লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয়ে তাহে পাতালেতে যান ॥ শালুর শ্বেতাখ্য পুরে
দুদঙ্গ আকার । দুর্গ বিনির্মিত ছিল অতি শোভাধার ॥ শ্রীবিহীন হন রাজা
সেই সে কারণে । বিখ্যাত আছয়ে তাহা এ তিন ভুবনে ॥ নির্মিত যদ্যপি
হয় দনুর আকার । সে বংশে সুখেতে সব করিবে বিহার ॥ ইক্ষুকু রাজ্যের
পুত্রী অযোধ্যা নগরে । দনুর আকৃতি দুর্গ অতি শোভা ধরে ॥ সেই কলে
তার বংশ নিত্য রক্ষি পায় । গোলোক-বিহারী রাম জনমে যাহায় ॥ দুর্গভূমে
একি ভাবে দরার ঈশ্বর । করিবে দুর্গের পূজা একান্ত অন্তর ॥ অবশেষে
দ্বারদেশে দিকপালে পূজিবে । জয়লাভ হবে তাহে নিশ্চয় জানিবে ॥
রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে সেই জন । বিপ্রে অপমান যেন না করে কখন ॥
নৃপতি হইয়া করে বিপ্রে অপমান । পরলোকে মহাদুঃখ সেই জন পান ॥ কলঙ্ক
রটনা হয় জগত মাঝারে । প্রজাগণ নহে ভুলি তাহার উপরে ॥ বহুদিন নর-
কোতে করিয়া বসতি । দরাতলে হন পুন নিরুন্ট-সন্ততি ॥ রাজ্যের মঙ্গল
বাঞ্ছা যদি থাকে মনে । বিপ্রে অপমান নাহি করিবেক ভ্রমে ॥ মনে মনে বিপ্র-
নিন্দা করে সেই জন । দারুণ নরকে সেই হয় নিমগন । সেই রাজ্য বিপ্রে করে
মতি সমাদর । নির্মিষে রাজত্ব করে অবনী ভিতর ॥ ইহলোকে সুখে থাকি
মহাসিদ্ধি পায় । অন্তিম মুকতি পেয়ে সুরপুরে যায় ॥ পুত্রেরে স্ববশে সদা
রাখিবে নৃপতি । নৈলে ইচ্ছাচারী হয় রাজ্যের সন্ততি ॥ এইরূপ নীতি যেরা
করে আচরণ । সুখেতে রাজত্ব করে সেই সে রাজন ॥ বিধিমতে নরপতি দণ্ড
দিবে সবে । ধর্মপথে সদা থাকি প্রজারে পালিবে ॥ রাজ্যমধ্যে দণ্ডনীয়
যদি নাহি রয় । কাননে যাইয়া পশু মারিবে নিশ্চয় ॥ পশু মারি যজ্ঞ আদি
করিবে সাধন । কাকবলি আদি করি করিবে অর্পণ ॥ ব্রাহ্মণের বধদণ্ড
কভু না করিবে । ব্রাহ্মণ অবধ্য বলি বিচারে জানিবে ॥ বাল বৃদ্ধ নারী আর
ব্রাহ্মণ যে জন । অবধ্য এ সব হয় শাস্ত্রের বচন ॥ বিপ্রগণ অপরাধ যদি

কভু করে । যেরূপে দিবেক দণ্ড শুন অতঃপরে ॥ প্রথমে যন্তুক তার করিয়া
মুণ্ডন । করিবে তাহার পর গোময়ে লেপন ॥ খরযানে আরোহণ করাইয়া
পরে । ভ্রমণ করাবে তারে সবার গোচরে ॥ অপরাধ যদি করে ক্ষত্রিয়-
নিকর । যেরূপে দিবেক দণ্ড শুন অতঃপর ॥ পরনারী আকর্ষণ যদি সেই করে ।
অথবা পরের দ্রব্য লয় অপহরে ॥ তাহা হলে হস্ত পদ করিবে কর্তন । কর
নাসা সে জন্মের করিবে ছেদন ॥ সর্বস্ব হরণ পরে করিয়া তাহার । নির্বাসিত
করি দিবে শাস্ত্রের বিচার ॥ বৈষ্ণবগণ যেইরূপে দণ্ডার্থ হইবে । বলিতেছি সেই
কথা শুন শুন এবে ॥ ক্রুর পাপী যদি হয় বৈষ্ণব কোন জন । পরদারা পর-
দ্রব্যে লোভপরায়ণ ॥ শূলদণ্ডে বিনাশন করিবে তাহার । এই ত বৈষ্ণবের
দণ্ড কহিনু তোমায় ॥ অথবা রক্তে পাশ করিয়া বন্ধন । মারিবেক বৈষ্ণবজনে
শাস্ত্রের বচন ॥ শূদ্রজনে যেইরূপে দিবে দণ্ডদাম । বলিতেছি সেই কথা
শুন মতিমান ॥ শূদ্রকূলে জন্মি যেই দুষ্টমতি হয় । তাহারে নাশিবে নৃপ
শাস্ত্রে হেন কয় ॥ হস্তীর চরণে তারে করিবে পেষণ । শাস্ত্রের বিধান ইহা
ওহে মহাজ্ঞান ॥ একের জন্যেতে বহু বধ না করিবে । রাজ্য গ্রাম কিহা
কিছু কভু না নাশিবে ॥ এইরূপে সুশাসন করিয়া রাজন । ধন লয়ে কোটা-
গারে করিবে স্থাপন ॥ এইরূপ ধর্ম জানে যেই নরপতি । ধর্মবেত্তা কহে
তারে ওহে মহামতি ॥ মঙ্গল সতর্ক বাঞ্ছা যেই রাজা করে । ব্রহ্মরক্ষি কভু
নাহি লবে অপহরে ॥ স্বীয় দত্ত পরদত্ত ব্রহ্মরক্ষি যদি । লোভবশে হরি লব
কোন নরপতি ॥ বিষ্ঠাকূলে সেই জন্ম করয়ে গমন । মাইট হাজার বৎসর
স্থাপন ॥ কুমিরূপে সেই কূলে করে নিবসতি । কহিনু তোমার পাশে ওহে
মহামতি ॥ রাজগণ বিপ্রগুণে করিবে স্থাপন । ইহা হতে নাহি আর কিছুই
উত্তম ॥ ব্রহ্মস্ব হরণাপেক্ষা পাপ নাহি আর । বলিলাম তব পাশে শাস্ত্রের
বিচার ॥ ধর্ম কর্ষে সদা মতি রাখিবে রাজন । স্বস্তায়ন আদি করি করিবে
সাধন ॥ বিপ্রপূজা নিরন্তর করিবে সাদরে । বৃদ্ধকালে রাজ্য দিবে তনয়ের
করে ॥ এইরূপে রাজ্য করে যেই নরপতি । পুরুষে পুরুষে রটে তাহার
সুখ্যাতি ॥ এই ত রাজার ধর্ম করিনু কীর্তন । বৈষ্ণব ও শূদ্রের ধর্ম করহ
শ্রবণ ॥ পুরাণে সুধার কথা অমৃত সমান । সাধুগণ শুনি হয় সুখে ভাসমান ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

বৈশ্য ও শূদ্রদর্শ্য কথন ।

বাস উবাচ । কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা-কৃসীদ-বৃদ্ধজীবিকা । -

ধনস্ত বন্ধনং কুর্ধ্যাদ্রাজ্ঞশ্চ পরিহোষণং ॥

ধাত্ত তুগ-বদ্রাদিমণি-মুকাদিকস্তথা ।

মৃত্তৈতলাদি-স্বর্ণাদি-দক্ষদ্রব্যাদি-সংগ্রহং ।

ক্রয়ক বিকষকৈশ্চ কুর্ধ্যাদ্বৈশ্যো হতস্মিতঃ ॥

জাবালিরে সম্বোধিয়া ব্যাস মহামতি । কহিলেন শুন শুন অপূৰ্ণ ভারতী ॥ বাণিজ্য গোরক্ষা কৃষি বৈশ্যেরা করিবে । সুদ লয়ে নিজধন ক্রমেতে বাড়াবে ॥ কন্দিব রাজার সদা মন্তোম বিধান । আরো যাহা যাহা তাহা কর অবধান ॥ ধান্য বস্ত্র তণ্ডুলাদি মণি মুক্তাচয় । স্নাত তৈল স্বর্ণ আদি দ্রব্য সমুদয় ॥ ক্রয় ও বিক্রয় সদা বৈশ্যেরা করিবে । যেরূপ করিবে ধন বলি-তেছি এবে ॥ যেই ধন বৈশ্যগণ করিবে অর্জন । চারিভাগে হবে ভাগ সেই সব ধন ॥ এক ভাগ বাণিজ্যার্থ রাখিবে সাদরে । গৃহার্থে অপর ভাগ রাখিবে আগারে ॥ ধর্মার্থে তৃতীয় ভাগ করিবেক ব্যয় । আপদার্থে এক ভাগ করিবেক সঞ্চয় ॥ ধনরক্ষা হেতু ধর্ম করিবে সাধন । নতুবা অর্থের নাশ শাস্ত্রের বচন ॥ ধর্মরক্ষা বৈশ্যগণ যদি নাহি করে । তাহার যতেক অর্থ চৌরগণে হরে ॥ অথবা কাড়িয়া লয় দেশের নৃপতি । অগ্নিতে পোড়ায় কিম্বা জানিবে সুমতি ॥ অথবা জলেতে সব করিয়া প্লাবন । তাহার যতেক ধন করে বিনাশন ॥ স্বস্ত্যয়ন বৈশ্যগণ করিবে সাধন । করিবেক বিজ্ঞপূজা আর রাজা-র্জন ॥ পালিবেক শূদ্রগণে করিয়া আদর । ধর্মকর্মে রাখিবেক মন নিরন্তর ॥ হস্তী অশ্ব ধান্য ভূমি গো মেষ কাকন । নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ওহে মহাত্মন । এ সব দ্রব্যের মূল্য যবে যাহা হয় । তাহে পারদর্শী হবে বৈশ্য জাতিচয় ॥ সেই মূল্যে দ্রব্য সব করিবেক ক্রয় । ষোড়শাংশ লাভ রাখি করিবে বিক্রয় ॥ ইহা হতে বেশী লাভ কভু না করিবে । করিলে ধর্মের হানি নিশ্চয় জানিবে ॥ ঋণ দিয়া, মাসে মাসে বৈশ্যজাতিগণ । ষোড়শাংশ সুদ লবে শাস্ত্রের বচন ॥ বৈশ্যের করম এই করিহু কীর্তন । শূদ্রের ধরম এবে করহ শ্রবণ ॥ ত্রাঙ্গণাদি সর্কবর্ণে করিবে পূজন । তাঁহাদের আজ্ঞা নাহি করিবে লঙ্ঘন ॥ বৈদিক কর্মেতে নাহি কোন অধিকার । বেদপাঠ না করিবে শাস্ত্রের

বিচার ॥ কভু নাহি শূদ্রগণ পুরাণ পড়িবে । শাস্ত্রার্থ কথন সঁদা শূদ্রেরা
 ত্যজিবে ॥ বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য এই তিন জাতিগণে । কভু না পড়াবে কিছু
 শাস্ত্রের বচনে ॥ শ্লোকার্থ অথবা শ্লোক বর্ণ ব্যাকরণ । শূদ্রের নিকটে যদি
 শিখে বিপ্রগণ ॥ অপোগতি হয় তার শাস্ত্রের বচনে । কহিলাম শাস্ত্রকণা
 তোমার সদনে ॥ আত্মহত্যা পাপে মজে সেই বিপ্রবর । শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা
 বেদের গোচর ॥ স্নত জল পান্য আদি অথবা আমন । শূদ্রেরে না দিবে
 বিপ্র শাস্ত্রের বচন ॥ নিমন্ত্রণ কভু নাহি করিবে শূদ্রেরে । বেদ না শুনিবে
 শূদ্র কহিনু তোমারে ॥ পুরাণ শুনিবে নাহি ওহে মহাত্মন । আগম পড়িবে
 শূদ্র গুরুদত্ত ধন ॥ গুরুদেব যেই মন্ত্র অর্পণ করিবে । রূপা করি যেইরূপ
 উপদেশ দিবে ॥ করিবে মেরূপ কাণ্ড শূদ্র জাতিগণ । শাস্ত্রের বিধান ইহা
 ওহে মহাত্মন ॥ নৈবেদ্য করিয়া আদি দেবে নিবেদিত । কভু না শূদ্রেরে
 দিবে কহিনু নিশ্চিত ॥ বিপ্রের চরণায়ত একান্ত অনুরে । সেবিবেক শূদ্র
 গণ অতি ভক্তিভরে ॥ বিপ্রোপরি ভক্তি রাখে যদি শূদ্রগণ । ত্রুণমে
 উদ্ধার পায় শাস্ত্রের বচন ॥ উপদেশে কিবা মন্ত্বে নাহিক উদ্ধার । হস্তে না
 কবচে নাহি কহিলাম মার ॥ বিপ্রের প্রদানে কিন্তু শূদ্রগণ তরে । কহিনু
 শাস্ত্রের বিধি-তোমার গোচরে ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপান গুরুস্বী হরণ । চুরি
 আদি মহাপাপ শাস্ত্রের বচন ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যজাতিগণ । এই
 সবে মহাপাপী শাস্ত্রের বচন ॥ শূদ্রগণ সুরাপান যদি কভু করে । ব্রাহ্মণ
 গমন পাপ সেই জনে ঘেরে ॥ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই তিন জাতিগণ । ব্রাহ্মণের
 মাতৃসম করিবে দর্শন ॥ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই তিনের কন্যায় । কন্যা সদ
 হেরিবেক ব্রাহ্মণ সবায়ে ॥ বিপ্রের আগনে শূদ্র কভু না বসিবে । বিপ্র
 হতে উচ্চানন সর্বথা ত্যজিবে ॥ বিপ্রের সাক্ষাতে নাহি করিবে পূজন ।
 শাস্ত্রের বিধান এই ওহে মহাত্মন ॥ অঙ্গুলাগ্রে জলবিন্দু লইয়া সাদরে ।
 শূদ্রগণ আচমন করিবেক পরে ॥ সর্বজাতি রমণীর একরূপ বিধান । কহিনু
 শাস্ত্রের কথা তব বিন্যাসন ॥ যেই পাত্রে জল পান শূদ্রগণ করে । শূদ্রগণ
 যেই বস্ত্র নিঙ্গদেহে ধরে ॥ যেই পাত্রে শূদ্রগণ করয়ে ভোজন । ব্যবহার
 না করিবে তাহা বিপ্রগণ ॥ ব্যবহার করে যদি মহাপাপী হয় । শাস্ত্রের
 বিধান ইহা ওহে মহাশয় ॥ মল মূত্র পরিত্যাগ করি শূদ্রগণ । স্মৃতিকাতে
 হস্তব্রহ্ম করিবে ক্ষালন ॥ যাবত দুর্গন্ধ নাহি বিদূরিত হয় । তাবত করিবে
 ধোত ওহে মহাশয় ॥ সর্বজাতি রমণীর একরূপ বিধান । কহিলাম তব পাশে
 ওহে মতিমান ॥ বিপ্রের স্মৃতিকাশুদ্ধি করহ শ্রবণ । মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া
 ব্রাহ্মণ ॥ একবার লিঙ্গে দিবে ওহে তিনবার । দশবার বামকরে ওহে গুণা-
 ধার ॥ কর ক্রোড়ে তথা সপ্ত করিবে অর্পণ । উভয়েতে তিন তিম শাস্ত্রের
 বচন ॥ প্রতিপদে তিনবার অর্পিতে হইবে । নখশুদ্ধি তার পর যতনে

করিবে ॥ বিধানে করিবে দ্বিজ পরে আচমন । কর পদ পুনরায় করিবে
কালম ॥ আচমন শাস্ত্রে আছে যেমত বিধান । সেকপে করিবে দ্বিজ ওহে
মতিমান ॥ যথাবিধি আচমন করিলে সাধন । নারায়ণ সম হয় সেই সে
ব্রহ্মণ ॥ বলিনু জাবালে ঋষে সকল কথন । তিলকবিধান এবে করহ শ্রবণ ॥
বিন্দুমাত্র শূদ্রগণ ললাটে ধরিবে । আশিখাত্ত উল্লপুণ্ড্র বিপ্রগণ দিবে ॥ মধ্য-
শূন্য দ্বিকালক তিলকবিধান । বাহু ত্রিঐবা পার্শ্ব ওহে মতিমান ॥ এই
সবে বিপ্রগণ তিলক ধরিবে । পিতৃ বিদ্যামানে বাহু বর্জ্জন করিবে ॥ উচ্ছ্রিষ্ট
হস্তেতে শূদ্র যদি কভু আসি । বিপ্রেরে স্পর্শন করে ওহে মহাশয়ি ॥ কুকুর
সমান স্পর্শ জানিবে তাহায় । উপবাসী রবে দ্বিজ বলিনু তোমায় ॥ দ্বিজ
না স্পর্শিবে শূদ্র অস্মাত হইয়ে । পরীহাস না করিবে গর্জিত স্বরয়ে ॥ পিতা-
মহ পিতৃব্যাদি ভ্রাতার নন্দন । এই সব শাস্ত্রে শূদ্র করি সাধোদন ॥ বিপ্রের
সহিত কথা কভু না করিবে । বলিলে শব্দে পাপে মজিতে হইবে ॥ দ্বিজ
পাদি বগদর্শ্য করিনু কটন । নেত্রীকোণ অতঃপর করিব বর্ণন ॥ আশ্রম
বিধান পরে বলিব তোমায় । শুণিলে পুণ্য কণ্ঠ মোক্ষপদ পায় ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

সামান্যতঃ দেবীপূজার মণ্ডল পূজা, মুদ্রা, বলিদানের ফল,
আসন, বসন, বসি, নৈবেদ্য নমস্কার
প্রভৃতির নিয়মাদি বর্ণন ।

বাস উাচ । সংক্ষেপতঃ প্রাক্যামি জানালে তমশানা ॥
মণ্ডলে পূজন মুদ্রা বস্ত্রাঙ্গাধিষ্ঠানপ ॥
নৈবেদ্যাদিানক্ষাধ নন্যাবিধিভুগা ॥
অস্থানি বানি সকানি তৎ সূত্রং পোদন ॥

জাবালিরে সঙ্ঘোধিয়া ব্যাস তপোধন । কহিলেন শুন শুন ওহে মহা-
ত্মন ॥ সংক্ষেপে মণ্ডলপূজা মুদ্রা আদি করি । আসন বসন বলি শাস্ত্রের
বিচারি ॥ নৈবেদ্যাদি নমস্কার যাহা যাহা আছে । সানন্দে বলিব মুখে সব
তব কাছে ॥ মণ্ডলে পীঠের পূজা বিধানে করিবে । তাহাতে কামনা সিদ্ধ
নিশ্চিত হইবে ॥ নেত্রবীজে প্রথমতঃ লিখিবে মণ্ডল । ত্রিকোণ পরেতে হবে
পদ্ম অষ্টদল ॥ চণ্ডীরে সূর্য্যের সম ভাবি অঘ্য দিবে । স্থানে স্থানে পীঠশক্তি
মণ্ডলে পূজিবে ॥ ধর্ম্মাদি সত্ত্বাদি আর আধারাদি শক্তি । মধ্যপত্রে পূজি-

বেক আছে যথাবিধি ॥ পূজিবে সূর্যের আর নিজ শক্তির ॥ পূজিবেক
কামেশ্বরী লোহিত সাগর ॥ অসিকর্ণ চিত্রকূট ভগ্নকূট আদি ॥ বিধানে পূজিবে
পীঠে যত গিরিপতি ॥ মালকূট শ্বেত নীল সচিত্র বরাহ ॥ গন্ধমাদনাদি শৈল
আর নবগ্রহ ॥ জলেশ কেনার আর দিকুরবাসিনী ॥ ধাত্রী স্বধা স্বাহা মান-
ন্তোক নিবারিণী ॥ চৌষটি যোগিনীগণ হইবে পূজিতা ॥ ভৈরব ভৈরবী
আর দেবতা বনিতা ॥ করিয়া কচ্ছপ মুদ্রা করিবেক ধ্যান ॥ যথাশক্তি করি-
বেক উপচার দান ॥ বড়জাদি করি পূজা পূর্বাদি দলেতে ॥ জয়ন্ত্যাদি পূজি-
বেক পঞ্চাক্ষরমতে ॥ কেশবের মধ্যে পূজা উগ্রচণ্ডা আদি ৷ ত্রিকোণ কেশরে
পূজা শুন তার বিধি ॥ রতি রতিপতি পুষ্পধনু পঞ্চবাণ ৷ কামমন্ত্রে এসবার
পূজার বিধান ॥ পূজিবে বাহন অম্ব শস্ত্র পঞ্চানন ৷ পূজিবে অম্বর ঋষি
পরিবারগণ ॥ চতুরক্ষর মন্ত্রেতে দিবে পুষ্পাঞ্জলি ৷ জপ করি নিজ মন্ত্রে
দিবে নানা বলি ৷ দেখাইয়া সোনি মুদ্রা নির্দালা লইবে ৷ এইকপে পূজা
করি অচ্ছিন্ন করিবে ॥ যোগনিদ্রা জগন্ময়ী জগত-রূপিণী ৷ শারদাখ্যা মহা-
দেবী ভুবন-জননী ॥ এই বিধানেন্তে পূজা করিলে সমাপ্তি ৷ কামনা পূরণ
হয় শিবলোকে গতি ॥ নীলকূটে জলে স্থলে কিম্বা শিলাতলে ৷ ইচ্ছামত
পীঠদেব-পূজা সেই স্থলে ॥ পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চমূর্ত্তি যে জন পূজিবে ৷ আশি ব্যাধি
যাবে দূরে ধন ধান্য পাবে ॥ শত কোটি গাভী দানে পায় যেই ফল ৷ দেবীর
পূজনে পাবে সফল সকল ॥ একবার অধিকারে সে জন পূজিবে ৷ দর্শ পর
দর্শ পূর্ব কুল উদ্ধারিবে ॥ দ্বিবার পূজয়ে যদি বিধানে মণ্ডলে ৷ শত বংশ
পরিভ্রাণ সেই পূণ্য ফলে ॥ যে নর দেবীর পূজা করে তিনবার ৷ সহস্র পুণ্য
বংশে সে করে উদ্ধার ॥ ইহ জন্মে পায় সুখ চিরায় হইয়া ৷ মহানন্দে করে বাগ
পুত্র পৌত্র লৈয়া ৷ দেহান্তে শিবত্ব পেয়ে হয় গণাধিপ ৷ কৈলাস শিখরে রহে
দেবীর সমীপ ॥ ত্রিকোণ বট্ কোণ আদি সপ্তধা প্রকার ৷ অর্দ্ধচন্দ্র প্রদক্ষিণ
দণ্ডবৎ আর ॥ অষ্টাঙ্গ পরেতে উগ্র সপ্ত নমস্কার ৷ কহিলাম তব পাশে ওহে
গুণাধার ॥ তদন্তর শুন শুন মুদ্রা প্রকরণ ৷ উপদেশ বিনা মিথ্যা তাহার সাধন ॥
সম্পূটক ধেনু বিলু পাঞ্জলি পদ্মক ৷ ধোনি বন্ধ দণ্ড মুণ্ড নারীচ পৃথক ॥
বন্দনীয় মহামুদ্রা মহাযোনি আর ৷ নিঃশঙ্ক পুটক আর অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ॥
মুষ্টিক বিমুখ শঙ্খ অর্দ্ধ বজ্রযোনি ৷ ত্রুণ পুণ্ড্র অর্দ্ধধেনু বট শিখরিণী ৷
সম্মিলনী কুণ্ড শূল আর সিংহবক্ত ৷ উন্নীলনী পাশুপত বিষ শুদ্ধ চক্র ৷
কুণ্ডলী ত্রিমুখ ভোগ-ব্যহ প্রসবিনী ৷ অশ্বিনী পাশিনী কাকী আর ভূজঙ্গিনী ॥
খেচরী ও মহাবেধ তাড়ানী মাণ্ডবী ৷ বিপন্নীতকরী আর উজ্জান শাস্ত্রবী ॥
ইত্যাদি বিবিধ মুদ্রা আছে যে যাবত ৷ পূজা ধ্যান জপ কর্ণে জানিবে তাবত ॥
বলিদানে শত্রুজয় নাহি রাজভয় ৷ যাতে যত দিন তৃপ্ত শুন সে নির্ণয় ॥
কচ্ছপ যৎসোতে তৃপ্ত শিবা একমাগ ৷ কুম্বীরেতে তিনমাস জানিবে নির্ধান ॥

দুগ মাংসে অষ্টমাস জানিবেক তৃপ্তি । গোদিকা রুধিরে একবর্ষ ভগবতী ॥
 শূকর শোণিতে তৃপ্তা দ্বাদশ বৎসর । অজ্র মেসে তৃপ্তা দেবী পঁচিশ বৎসর ॥
 মহিষ গণ্ডারের মাংসে ব্যাঘ্রের রুধিরে । শতবর্ষ করে তৃপ্তি দেবীর অন্তরে ॥
 স্বগাত্র শোণিতে সিংহ শরভ রুধিরে । সহস্র বৎসর তৃপ্ত দেবী-কদি করে ॥
 রুকমার-মাংসে যদি দেয় বলিদান । পঞ্চশত বর্ষ তৃপ্তি ভগবতী পান ॥
 তিন শত বর্ষ তৃপ্ত রোহিত মাংসেতে । সহস্র বৎসর তৃপ্ত মানুষ-বলিতে ॥
 মন্থপূত হলে রক্ত সুধা ভূলা হয় । শোণিত মন্তক মাংস দিবেক নিশ্চয় ॥
 অপক্ক দিবেক শীর্ষ শোণিত পশুর । পাক করি দিবে মাংস হইবে মধুর ॥
 কুশ্মাণ্ড আমব ইক্ষুদণ্ড মন্যদান । ভাগ সম তৃপ্ত দেবী জানিবে সন্ধান ॥
 এই ত বলির বিধি জানিবে বিস্তার । উৎসর্গ বিধান যত নীতি অনুসার ॥
 ব্রহ্মন্দীকেশ্বরেতে আছে অবিকল । মন্থ তন্থ আদি যত মেরুপ সকল ॥
 ত্রিমাংসের নূন পশু নাহি বলি দিবে । তিন পক্ষ নূন পক্ষী নাহিক ছেদিবে ॥
 বিকলাঙ্গ জীর্ণ ভঙ্গ কিম্বা অঙ্গহীন । এ সকল পশু পক্ষী না লবে প্রবীণ ॥
 আসন বিনিময়ত দিবেক প্রথম । গুপ্তাসন আদি করি যতেক নিয়ম ॥
 গুপ্তাসন কাষ্ঠাসন চর্ম্ম কুশাসন । চতুর্বিধ বস্ত্রাসন তৈজস গঠন ॥ নকটক
 ক্ষীরপক্ষ সার বিবর্জিত । চৈতরক্ষ বিভীতক প্রভৃতি গঠিত ॥ এই সব রক্ষ
 ভিন্ন দাক্ষাসন দিবে । সিংহ ব্যাঘ্র গজাজিন দুগচর্ম্ম দিবে ॥ বস্ত্র মধ্যে
 প্রেষ্ঠতম জানিবে কঞ্চল । লৌহ ভিন্ন তৈজসের দিবেক সকল ॥ শিলাময়
 রত্নময় আর মণিময় । এইমত জানিবেক আসন নিয়ম ॥ পাদ্যার্থ উদক দান
 গাণ্ড্য তারে বলে । তৈজস পাত্রেতে করি কিম্বা শঙ্খজলে ॥ সিদ্ধার্থ কুমুম
 দূষি আর গন্ধবারি । তণ্ডুল দিবেক শঙ্খপাত্রে আদি করি ॥ করিবেক অর্ঘ্য-
 দান করি মন্থপূত । দিবে আসমনী বারি করি গন্ধযুত ॥ কৃষ্ণাণ্ডরু কর্পূরাদি
 করিয়া বারিত । তৈজস পাত্রেতে দিবে ফেন-বিবর্জিত ॥ দধি ঘৃত চিনি
 মধু আর শুদ্ধবারি । মধুপক্ক হেতু দিবে কাংস্যপাত্রে করি ॥ দিবেক স্নানীয়
 দ্রব্য করিয়া রচনা । কস্তুরী কুম্ভুম আদি আর গোরোচনা ॥ ওড় মধু পক্ক
 গব্য মহৌষধিগণ । স্নেহ দ্রব্য স্নিগ্ধজল শর্করা চন্দন ॥ অন্তেতে দিবেক জল
 স্বর্ণ রত্নোদক । তৈজস শাঙেতে করি দিবেক মাধক ॥ অতঃপর শুন শুন
 বস্ত্রের বিধান । চতুর্বিধ বস্ত্র বিধি করিল নির্মাণ ॥ কাপাস ফলজ বস্ত্র
 লোমজ কঞ্চল । শাল পটু আদি করি জানিবে সকল ॥ রক্ষের ত্রুকেতে হয়
 গুটিপোকা জন্য । চতুর্বিধ বস্ত্র দিবে নিষিক্ত যে অন্য ॥ পরিধেয় জীর্ণ
 শীর্ণ হয় দশাহীন । সূচিবিদ্ধ কেশযুক্ত হইলে মলিন ॥ মুসিক-দূষিত
 শ্লেষ্মা-মলাদি সংলগ্ন । দেব-পিতৃ-কর্মে দিলে কর্ম্ম হয় ভগ্ন ॥ দেবপিতৃ-কর্মে
 নাহি নীল বস্ত্র দিবে । নীল বস্ত্র দানে জেন কর্ম্ম নষ্ট হবে ॥ রক্তবস্ত্র বিজুকে
 না দিবে কদাচন । তদন্তর দিবে নানা অঙ্গের ভূষণ ॥ কিরীট কুণ্ডল হার

অমূল্য-ভাদক । অমূল্য বলয় আদি দিবক সাধক ॥ ফুল-ঘণ্টা হুপুরাদি চরণেতে দিবে । কর্ণভূষা কাঞ্চীদামে যতনে সাজাবে ॥ অলঙ্কার অঙ্গে দিবে বিবিধ প্রকার । দেবতারে দিলে চতুর্ভুজ ফল তার ॥ ভূষণ যতেক দিবে স্বর্ণ-রৌপ্যময় । অন্য ধাতুময় যেন কতু নাহি হয় ॥ ভূষণান্তে দিবে উপভূষণ বিস্তর । পর্য্যঙ্ক কলস ঘণ্টা আর যে চামর ॥ ঐবার উল্লেখে নাহি দিবে রৌপ্যময় । ভূষণ প্রদানে চতুর্ভুজ ফল হয় ॥ সর্ব দেবতার হয় তুষ্টি-পুষ্টি-কর । গন্ধ প্রকরণ কিছু শুন অতঃপর ॥ পঞ্চবিধ গন্ধদ্রব্য বলি ক্রমে ক্রমে । চূর্ণগন্ধ আর স্নট হয় পরিশ্রমে ॥ তৃতীয় দাহজ আর চতুর্থ মর্দজ । পঞ্চম বিধির সৃষ্টি জীবের অঙ্গজ ॥ গন্ধযুক্ত পত্রচূর্ণ চূর্ণগন্ধ নাম । মলয় পর্বতে জানি তার নিত্যধাম ॥ ঘর্ষণ করিয়া গন্ধ অঙ্গে যাহা মাখে । স্নট গন্ধ নাম তার বলে সর্বলোকে ॥ অগুরু চন্দন দেবদারু চুয়াইয়া । যেই গন্ধ বিখ্যাত সে দাহজ বলিয়া ॥ পুষ্পত্বক পত্র আদি করি দিপীড়ন । চতুর্থ মর্দজ গন্ধ হয় উৎপাদন ॥ যুগনাভি কোমোদ্রবে জীবাস্রজ বলে । গহন কানন কিয়া জনমে অচলে ॥ এইরূপে সর্বত্রোতে জেন পঞ্চবিধ । কালিয় কায়জ আর আছে বহুবিধ ॥ দেবপিতৃ-কর্গে গন্ধ জানিবে উত্তম । স্নট কিয়া চূর্ণগন্ধ বিকু-প্রিয়তম ॥ চূর্ণগন্ধ সর্ব দেবে হয় প্রীতিকর । তাহাতে সঙ্কট হন যতেক অমর ॥ কস্তুরী কুঙ্কুমাগুরু চন্দ্রভাগ আর । মিশ্রিত করিয়া পূজা দিবে ত্রিপুরার ॥ গন্ধদানে কামলাভ গন্ধে হন হয় । অগের সাধন গন্ধ পরে মোক্ষ হয় ॥ শুনিলে গন্ধের ফল শুন পুষ্পদান । দেবীপ্রিয় যে সকল পুষ্পের বিধান ॥ বকুল মন্দার কুন্দ পুষ্প কুরুণ্টক । অর্ক করবীর ফুল আর কুরবক ॥ সিন্দুরার রক্তজবা ও অপরাঞ্জিতা । দূর্বাস্কুর লবঙ্গপুষ্প আর ব্রহ্মলতা ॥ মালতী মল্লিকা জাতি মাধবী কুল্লক । পাটলা টগর জবা আতমী চম্পক ॥ রোচনাত্রাতক আর নবীন মল্লিকা । অটকব লোপ দোণ শিরীষ কর্ণিকা ॥ শমীপুষ্প পনবক অরণ অশোক । খেতারুণী স্থলপদ্ম পলাশ তিলক ॥ এ সব কুসুম দিবে পত্র দিবে শেষ । অপামার্গ ভৃঙ্গরাজ গন্ধিনী বিশেষ ॥ বলাহক পত্র দিবে যদি রঞ্জন । আত্মাতক গুচ্ছ জম্বু পত্র সুশোভন ॥ দাড়িঘের পত্র আর কুশ দূর্বাস্কুর । আমলকী শমীপত্র বিলের প্রচুর ॥ মালা করি দিলে তথা ফলদা ঈশানী । ভক্তি ভরে তৃণোষধে পূজিবে ভবানী ॥ ইহার অভাবে ফুল অক্ষেতে পূজিবে । তাবতের অভাবেতে জল মাত্র দিবে ॥ ফুলসী কুসুম দিবে ত্রি-রক্তিহেতুক । বাজিদন্ত পত্রে চণ্ডী সদাই উৎসুক ॥ ষাড়িশোপচারে যেনা অশক্ত হইবে । গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ মৈবেদ্যে পূজিবে ॥ দর্শনভাবে ভক্তিভাবে করিবে পূজন । দীপের নিয়ম কিছু করহ শ্রবণ ॥ তজ্জন্ম দীপ দিলে লোক করে জয় । চতুর্ভুজ-প্রদ দীপ জানিবে নিশ্চয় ॥ পুষ্প দীপে সতত যে পূজয়ে দেবতা ; অবশ্য সে যাবে স্বর্গে নাহিক অন্যথা ॥

প্রসন্ন দেবতা পুষ্পে পুষ্প দেব স্থিতি । চরাচর পুষ্পে জেন কররে বসতি ॥
 পুর কোটি পুষ্পগত পুষ্প মনোহর । ত্রিবর্ণ মাধন পুষ্প পুষ্টি তুষ্টি কর ॥
 পুষ্পমূলে ত্রিভা থাকে পুষ্পমধ্যে হরি । অগ্রে হর মর্কদেব আছে দল ধরি ॥
 এই হেতু পুষ্পযোগে করিলে অর্চন । পরম মঙ্গল হন অমর মগন ॥ নানা-
 বিধ স্নেহ দ্রব্যে প্রদীপ স্থালিবে । তন্মধ্যে ঘ্রতের দীপ প্রধান জানিবে ॥
 তিলজ সর্ষপ তৈল আর তুচ্ছাত । রাজিক মঞ্জাত আর আছে নানামত ॥
 গন্ধবিধ বর্জিত হবে আচারে নিয়ম । পদ্মসুহৃৎ দর্ভসুহৃৎ ফলসুহৃৎ কর ॥ রোমজ
 কোবজ এই সুহৃৎ নিরূপণ । রোমজ কোবজ দৈব-কর্মে নিবারণ ॥ দীপাধার-
 পাণ্ড শুন তৈজস উত্তম । দারু লৌহ চটিকার আচারে নিয়ম ॥ তৃণধ্বজ জাত
 বলি আছে দীপাধার । কদাচ ভূমিতে দীপ না রাখিবে আর ॥ নিধুম নিঃশঙ্ক
 হা শিখার সংযত । দক্ষিণাবর্তক বস্ত্র সূক্ষ্মলভ ॥ তৈল ঘ্রত স্নেহ দ্রব্য
 না হবে মিশ্রিত । বগা ময়ূর প্রাণিভব মর্কদা বর্জিত ॥ না করিবে কোন
 রূপে দীপ নির্দীপন । দীপ-হতা অঙ্গ হয শাশুর লিখন ॥ এইত দীপের
 কদা ধূপ বলি শুন । নানারঙ্গ সুখপ্রদ হইবে সুগুণ ॥ নিস্তাপ সুগন্ধি কাষ্ঠ-
 দ্বন্দ্ব জনা ধূম । মে ধূপে দেবতা তুষ্ট জানিলে উত্তম ॥ দশাঙ্গ ও নোড়শাঙ্গ
 আছে মতা হরে । অন্য অন্য আছে ধূপ কহিব তোমারে ॥ শ্রীচন্দন কালা-
 ত্তম মরুল উদম । বিক্রম প্রভৃতি করি জানিবে নিয়ম ॥ পীতশাল পরিমল
 বিমর্দী কামন । দেবনাক বিষ্ণুমার শ্রীহরিচন্দন ॥ খদির মন্তান পারিজাত
 বেদময় । এই সব রূপে ধূপ জানিবে নিশ্চয় ॥ যক্ষধূপ রক্ষধূপ শ্রীপিণ্ড
 কবর । পাতবাহ শিঙাণ্ডক সুগোল অপার ॥ অন্যান্য নিয়াম বহু সব ধূপ
 নাম । ধূপ বিবরণ এই কিছু কহিলাম ॥ মাদবেরে যক্ষধূপ কদাচ না দিবে ।
 রক্ত বিক্রমেতে শিবে নাহিক পূজিবে ॥ যক্ষধূপে মহামায়া পূজিবে মর্কদা ।
 চণ্ডিকা ঘটেতে ধূপ না রাখিবে কদা ॥ পুষ্প ধূপ গন্ধ আদি লইয়া আশ্রাণ ।
 দেবতারে দিলে হয় নরকেতে ভান ॥ এখন অঞ্জন কথানকরহ শ্রবণ । ত্রিপুরা
 কামাখ্যা আদি যাহে তুষ্ট মন ॥ তাম্র পাত্রে দীপ তাপ তৈল ঘ্রত যোগে । অঞ্জন
 করিয়া দিবে দেনী উপভোগে ॥ চতুর্দর্শপ্রদ ধূপ কামদ অঞ্জন । দেবতারে
 দিবে দান ভক্তিয়ুক্তমন ॥ নৈবেদ্যের বিধি এবে শুন মহামতি । দেবতা
 সকলে তুষ্ট নৈবেদ্যেতে অতি ॥ ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ পেয় চোষ্য এ পঞ্চম ।
 ভাবত নৈবেদ্য বলি জানিবে নিয়ম ॥ দেবীপ্রসন্ন যে যে দ্রব্য গুণহে সাধক ।
 লাঙ্গলী কপিথ দ্রাক্ষা মন্তোবজনক ॥ দধি কুশাণ্ড কোল পনস বকুল ।
 মধুকর রমালাত্র আফোট মমূল ॥ শ্রীফল সুপক্ক উহু শিঙিক খজ্জুর । মাধব
 পুনাগ প্রিয় আর বীজপূর ॥ কর্কটী জয়ীর ক্ষীর রমাল জহল । বড়বিধ
 নাগরঙ্গ হরীতকী ফল ॥ পাটোল কদলীরস্ত মধুক দেবক । তিল্লুক কুমুম কার-
 বিল্ল কুরুষক ॥ বন্য ফল পুষ্পে দেবী করিবে পূজন । শ্রেয়াতক নিষ শোণ

করিলে বর্জ্জম । সকল ফলের মধ্যে চারি প্রিয়ফল । আত্র মাড়ুলক ক-
মর্দক লাল্লল ॥ শৃঙ্গটক কসেরুক শালুক যুগাল । শৃঙ্গবের মূলকন্দ প্রভৃতি
রসাল ॥ পিষ্টক পায়স আর কুমর যাবক । চিপটক ভৃষ্টদ্রব্য দিবেক মোদক ॥
সশর্কর স্নাতযুক্ত হবিষ্য ওদন । সুরভি গন্ধাত্য দ্রব্য বিবিধ বাঞ্জন ॥ মাংস-
ভব দ্রব্য যত স্নাতের সহিত । সুরা মধু দিবে দান আছয়ে বিহিত ॥ অশ্বমেধ
ফল প্রাপ্ত হয় সেই জন । মাষ মুগ মসুরাদি করে নিবেদন ॥ তিল যব আদি
যত ভক্ষ্য ভোজ্য হয় । সুপক্ক সংস্কার করি দিবেক নিশ্চয় ॥ যেক্ষেপে যাহার
পাক শাস্ত্রে আছে বিধি । সেইরূপে দিবে তাহা শুন গুণনিধি ॥ দধি পুতিগন্ধ-
যুক্ত ভক্ষ্য কদাচন । অন্ত্যজাদি স্পৃষ্ট দ্রব্য না দিবে কখন ॥ কপূরবাসিত
অতি সুগন্ধি তাযুল । এলাচি লবঙ্গ আদি দিবেক অতুল ॥ বলিদানে দত্ত
মুগ ছাগ আর মেঘ । পক্ক করি দিবে মাংস অশেষ বিশেষ ॥ লৌহপাত্রে স্নান-
স্কৃত মাংসের বাঞ্জন । নিবেদিলে দেবীলোকে তাহার গমন ॥ কুমারান্ন যব
তিল আতপ-তণ্ডুল । প্রদানে তাহার হয় সৌভাগ্য অতুল ॥ কসেরুক শালুক
আর নামে শৃঙ্গটক । কন্দর কাঞ্চট শূল কন্দ যুগালক ॥ এ সব ফলেতে সদা
অতিভক্তিভরে । পূজিবে সর্বমঙ্গলা ভবানী দেবীরে ॥ পুথুক কুমর আর
মোদক যাবক । পরমান্ন সুরসাল বিবিধ পিষ্টক ॥ মহামায়া সমুদ্দেশে করিবে
অর্পণ । ইহাতে প্রসন্ন দেবী শাস্ত্রের বচন ॥ মুগ মেঘ অজ্ঞ আর মহিষের
ক্ষীর । অতি প্রীতিপ্রদ জেন দেবী ভবানীর ॥ শালান্ন শীতল বারি মাংস
বহুতর । দেবীরে করিবে দান না হবে কাতর ॥ মধু চিনি ধান্যাদি দিবেক
প্রচুর । দুর্গার উদ্দেশে দিবে ইস্কু আদি গুড় ॥ সুগন্ধি বাঞ্জন যেরূপে ভক্তিভাবে
দেয় । অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল সেই জন পায় ॥ একমণে পূজাকালে পার্থক্য সূক্ষ্ম ।
কালিকা উদ্দেশে সুরা করিলে অর্পণ ॥ ইহকালে সুখে থাকি অন্তে মোক্ষ হন ।
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥ লাল্লল ক্রমুক আর রসাল রুচক । পরম
সুমিষ্ট দ্রব্য আর কষ্মর্দক ॥ দেবীর উদ্দেশে ইহা করিলে অর্পণ । অতুল সম্প্রদ
লাভ করে সেই জন ॥ বহুদিন দেবীলোকে করিয়া বসতি । সে জন সুজন পায়
অন্তিম মুকতি ॥ মাষ মুগ মসুরাদি শস্য বহুতর । সংশোধিত করি দিবে না
হবে কাতর ॥ কিবা ঋষি কিবা যতি কিবা বিপ্রগণ । নিবেদিয়া অধিকারে করিবে
ভক্ষণ ॥ অর্দ্ধপক্ক দধি আর পুতিগন্ধময় । সেই সব দ্রব্য কন্তু দেবীযোগ্য নয় ॥
কপূরবাসিত পান করিলে অর্পণ । দুঃখ-বিনাশিনী জন অতি ভুঙ্টমন ॥
গমাংস মৎসামাংস দেয় যেই জন । তার প্রতি ভুট্টা দেবী শাস্ত্রের বচন ॥
বজ্র মাংস ছাগমাংস মৎস্যের সহিত । বিবিধ সুগন্ধি দ্বারা করিয়া বাসিত ॥
দেবীর উদ্দেশে যথাবিহিত বিধানে । ভক্তিভাবে দেয় যেই অতি সযতনে ॥
ক্রবর্তী হয়ে সেই মহাসুখ পায় । অন্তিম তাহার স্থান কালী-রাজ্যপায় ॥
লবঙ্গ এণ-মাংস সংস্কার করিয়ে । শিবানীরে দেয় যেই একচিত্ত হয়ে ॥

ইহলোকে থাকি সুখে অস্তে সেই জন । দেবীলোকে সনানন্দে করে বিচরণ ॥
 দ্রুত যোগে যবচূর্ণ দ্বিবিধ খজ্জর । এক-চিন্তে ভক্তি-ভরে দিবেক প্রচুর ।
 রাজসূয়-যজ্ঞ-ফল ইহাতেই হয় । দেবীর বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ কুব-
 রার ভক্তিভাবে করিলে অর্পণ । তাপ-নিবারিণী কালী অতি তুষ্ট হন ॥
 নারিকেল ভক্তিভাবে যেই জন দেয় । বহ্নিকটোম যাগফল সেই জন পায় ॥
 জ্বর লবণী ধাত্রী সুরমা ত্রীকল । যে জন দেবীরে দেয় এই সব ফল ॥
 বহ্নিকটোম যাগফল পায় সেই জন । অন্তকালে দেবীধামে করে বিচরণ ॥
 দিতা-যুক্ত দ্রাক্ষা আর নাগরঙ্গ ফল । দেবীর উদ্দেশে দিলে পায় বহুকল ॥
 বেহ তাজি পরজন্মে সুজন সে জন । মহাধনী হয়ে তিনি ধরেন জনম ॥
 ধন্যক পৃথুক দিলে বিঘল অন্তরে । সেজন শ্রীমান হয় ধরণী ভিতরে ॥
 যোক্ষণ্ড ইক্ষুদণ্ড আর নবনীত । যে জন দেবীরে দেয় হয়ে একচিত ॥
 পরম বিভূতি ভোগ করি ইহলোকে । অধিকা নিকটে সেই যায় দিব্য লোকে ॥
 নবনী মিশ্রিত তিল করিলে অর্পণ । অস্ত্রমে নিকর্ষণ পদ পায় সেই জন ॥
 দ্রুত মধু মিতা দধি আর ক্ষীর নীর । এই সব মিলাইয়া সাধক সুধীর ॥
 পানার্থ তৈজস পাত্রে দেবীর উদ্দেশে । নিবেদন করে যদি একাত্ম মানসে ॥
 তাহার পুণ্যের ফল কে বর্ণিতে পারে । কোটি কম্প থাকে সেই দিব্য দেবী-
 গুরে ॥ অবশেষে সার্বভৌম পদবী লইয়া । জনম ধরয়ে সেই ধরাতলে গিয়া ॥
 বস্তু পুণ্য যশোলাভ করিয়া ধরায় । অন্ত্রমে নিকর্ষণ পদ অনায়াসে পায় ॥
 দধিসূক্ত অন্ন আর কলায় নীবার । অর্পিলে সুমিষ্ট হয় বাসনা তাহার ॥
 দেবীরে তিস্তিড়ী দিলে অতি ভক্তিভরে । জ্যোতিষ্টোম ফল পেয়ে যায় দেবী-
 গুরে ॥ নারিকেলোদকদানে অগ্নিকটোম ফল । সুগন্ধ জঘীর দিলে অথবা
 ত্রীকল ॥ বহ্নিকটোম ফল পেয়ে দেবীলোকে যাবে । ইহাতে সংশয় নাহি কহিবু
 তোমায় ॥ দ্রাক্ষা নাগরঙ্গ দিলে হয় রূপবান । লক্ষ্মীলাভ হয় চিপটক দিলে
 দান ॥ ইক্ষুদণ্ড গমপিলে আর নবনীত । মোভাগ্য অতুল হয় দেবীলোকে
 স্থিত ॥ নবনী মিশ্রিত তিল করিলে অর্পণ । অস্ত্রমে অমর-ধামে যায় সেই
 জন ॥ পবিত্র বিশুদ্ধ অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন । করিবে দেবীরে ভক্তি-যোগে নিবে-
 দন ॥ দধি লাজ দ্রুত মধু করিবে অর্পণ । নারিকেলোদক দিবে হয়ে একমন ॥
 ভক্তি-যোগে যদি দেয় ভগবতী প্রতি । কোটি কম্প দেবীলোকে করয়ে
 বসতি ॥ পরে সার্বভৌমেশ্বর ক্ষিতিতে নিশ্চয় । তদন্তে কৈবল্য প্রাপ্তি-
 নাহিক সংশয় ॥ কলায় নীবার দধি-যুক্ত করি দিলে । ইষ্টকাম সিদ্ধ হয়
 পুরাণেতে বলে ॥ তিস্তিড়ী মিশ্রিত গুড় দিলে নিবেদন । অগ্নিকটোম ফলে
 দেবীলোকেতে গমন ॥ পালঙ্গী মশুর বরবাটি কাল শাক । মুমল কলায় ত্রাঙ্গী
 করি দিবে পাক ॥ বাস্তক কলয়ী হিলমোচিকা কঙ্কটে । বিক্রম ও পুনর্নবা
 আদি যাহা ষটে ॥ ভক্তিভরে দিলে হয় দেবীলোকে বাস । ইচ্ছাধিক্য

ফলাধিক্য আছয়ে প্রকাশ ॥ নৈবেদ্য-অধাব বলি শুন অতঃপর । ১৬৮
 সুবর্ণ তাম্র অথবা প্রস্তর ॥ পান্নপত্র কিয়া হবে ধাত্রপাত্র অন্য । দান
 করিবেক যজ্ঞকর্ত্ত জন্ম । সকলের অভাবেতে যথায় করিবে । নির্মাণ করি
 স্বয়ং নৈবেদ্যাদি দিবে ॥ নৈবেদ্যের বিধি এই হৈল সমাপন । তদন্তরে ভক্তি
 ভাবে করিবে বন্দন ॥ বলির বিধান হবে শুন মহামতি । বলিতে চাই
 পান বড়ই সংপ্রীতি ॥ নর বলি যদি কেহ দেয় ভক্তিভরে । মহেশ্বর
 তৃপ্ত রাখে চণ্ডিকারে ॥ মনুষ্য মাংসেতে তুংহাঙ্গার বংশর । কামাখ্যা বান্দী
 দেবী প্রফুল্ল অন্তর ॥ জগন্ময়ী জগন্মাতা নেদে ভগবতী । পরিচয়
 তিনি নরমাংসে অতি ॥ নর-রক্ত মঙ্গল যদি কহু হয় । পৌষ মাস
 তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥ রক্তমাখা বর্শাস শালিকা উদ্দেশে । যেই জন
 দান ভক্তি পবনশে ॥ সুশালান সমস্ত সেই দান পায় । তন্নিমিত্ত
 পায় কালী-রাজ্য পায় ॥ মন্য মাংস ইন্দ্রপুত্র কুমার মন্য । এ মন্য
 হয় বলি তুল্য ফল ॥ ছাগ বলি দানে য' দেবী মহামায়া । এ মন্য
 তথা প্রকৃষ্ণিত-কায়া ॥ কাট দিতে বহ্মাণ্ডের বিন্যাস দিলে । মন্য
 হয় সেই মর্কট শাস্ত্রে বলে ॥ শঙ্খমাণ্ড দান দিলে বৈষ্ণব
 ক্রকচ্ছেন্দ্রে মন্য কম্প বলে ॥ যুবতে শব্দ বা ভবে করিবে
 তাহারে কহে শাস্ত্রে বান ॥ ইহ তিন মন্য অঙ্গে দিয়া বিন্যাস
 শমন গৃহে অবিনশে চান ॥ হস্ত বাবা পদ পানি বিন্যাস
 পাপে তিনি ছন নিমিত্ত । বিন্যাস যেনে খসে কদু বিন্যাস
 বিন্যাস বিফল জানিবে ॥ দেবী পূজনে মন্য বান্যে কান্যে
 স্বরূপ পদ পরে বদনে উচ্চারি ॥ গোহন ও পদ পাবে
 খজারে শেষে মন্য দিয়া ॥ অবশ্য খজার খনি
 রাত্রি মন্ত্র যোগে করিবে মন্ত্রণ ॥ মন্ত্রোতে দিলে
 বর্ধে নেত্রীজ করিবে লিখন ॥ কলি কালি দুই পদ করি উচ্চারণ
 বিকট দংষ্ট্রে পরেতে যোজন ॥ হান্ডানি পূতীর খব
 করি দিবে নানাবিন্দু পরে ॥ বিবচন করি যোগ
 ছেদয় পদ বদনেতে বনি ॥ সন্দ্রুতেনির পর মাংস
 উহা মর্কট শাস্ত্রে কর ॥ সুগন্ধি খজার
 ইহা বলিয়া তখন ॥ কিল কিং কিচি চিচি চিচি
 শেষে কোঁ কোঁ কিরি কিরি । এতক বান্যে শেষে করিবে
 রাত্রি মহামন্ত্র এই কহিলাম ॥ করিলে একপ মন্ত্রে
 রাত্রি সেই খজা অধিষ্ঠিতা হন ॥ এই কাপে
 সাধক পাণের ফল কহু নাহি পান ॥ সৃষ্টিকর্ত্তা
 অঁখ মুখে দেবদেব বলেছেন সার ॥ যজ্ঞ হেতু
 পশু চাদি যদি বধ হয় । মো

বধ বধ মধ্যে কভু গণ্য নয় ॥ পূর্বমুখে পশু আদি করিয়া স্থাপন । সাধক
উত্তর মুখে করিবে ছেদন ॥ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র কিম্বা কাংসমোর আধারে । যজ্ঞ কাষ্ঠ
পাত্রে রক্ত নিবেক দেবীরে ॥ লৌহপাত্রে সুকুম্ব অথবা বজ্রকল । এ সবের রুপির
দিলে সকলি বিফল ॥ অতুল বিভূতি বাঞ্ছা করে যেই জন । পানে চটে ধরা-
তলে না দিবে কখন ॥ রুপির স্তম্ভ পাত্রে নরপতি দিবে । পত্রপুষ্টে কভু
নাহি ভ্রমেও অর্পিবে ॥ অশ্বমেধে অশ্ব মাত্র দিবে বলিদান । দিকপাল
যজ্ঞোত্তে গজ করিবে প্রদান ॥ দেনীর উদ্দেশে অশ্ব হস্তী নাহি দিবে । হরা-
কর্ষে যুগ পুরু চামর অর্পিলে ॥ সিংহ ব্যাস্ত্র স্ত্রী নর স্বগাত্ত রুপির । না দিবে
দেবীরে কভু ব্রাহ্মণ সূর্য্যের ॥ যেই বিপা সিংহ ব্যাস্ত্র নরদান করে । মহাপাপী
পাচে সেই নরক ভিতরে ॥ বিপ্র হয়ে গাত্ররক্ত করিলে অর্পণ । আত্মহত্যা
পাপে সেই হয় নিমগ্ন ॥ মন্য দান করে সেই হইয়া ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণ্য তাহার
দেহে না থাকে কখন ॥ ক্ষত্রিয় সদাশি হব মহা পনবান । কুকুমার বলি সেই
করিবে প্রদান ॥ নৈলে কুমার বলি করিলে অপন । ব্রহ্মহত্যা পাপে সেই
হয় নিমগ্ন ॥ সিংহ ব্যাস্ত্র নরবধ বিহিত যথায় । স্নাত্ত্বারা বলি কার্য্য করিবে
তথায় ॥ স্নাত্ত্বারা বলিযুক্তি করিয়া নির্ধাণ । অতি তীক্ষ্ণ চন্দ্রহাসে দিবে
বলিদান ॥ মথাবিধি যদ্ব পাঠ করিতে হইবে । নিদিমতে চন্দ্রহাসে ছেদন
করিবে । ভৈরবী ভৈরবোদ্দেশে সাধক যখন । মহিম ভকতি ভরে করিবে
অপন ॥ অথৈ এই মন্ত্র দ্বারা বলিরে পুজিবে । তবে ত শান্তি অস্ত্রে ছেদন
করিবে ॥ তুমি মম দেব্য গুহে মহিম মোহন । মহামায়া চণ্ডিকারে করিছ
বহন ॥ যমের বাহন তুমি পিঙ্গিত ভুবন । মম শুভ স্তম্ভাপন কর অনুক্ষণ ॥
শায় বিত্ত যশ বুদ্ধি করহ আমার । পুনঃ পুনঃ তব পদে করি নমস্কার ॥
এইরূপে বলি-পূজা করি অবশেষে । পূজিবে শান্তি তেজো ভকতির বশে ॥
পবিত্র মলিলে তাহা করি অদ্যক্ষণ । মন্ত্রপাঠ ভক্তিভরে করিবে সুদমন ॥ তুমি
খজা মক কাংসে কল্যাণদায়ক । মম কাংসে হও তুমি অরি বিনাশক ॥ কর-
বাল নাম তব তুমি গুহাজাত । পুনঃপুনঃ তব পদে করি প্রণিপাত ॥ কুকু-
মার বলি যবে করিবে অর্পণ । এই মন্ত্র সেই কালে করিবে কীর্ত্তন ॥ ব্রহ্ম-
তেজো-বিবর্জন তুমি কুমার । চতুর্বেদময় তুমি জ্ঞানের আধার ॥ ব্রহ্মযুক্তি-
ময় তুমি বিজ্ঞের প্রধান । আমারে উত্তমা বুদ্ধি করহ প্রদান ॥ যখন শরভ
বলি করিবে অর্পণ । যে মন্ত্র বলিবে তাহা করহ শ্রবণ ॥ অনন্ত মুরতি তব
ভৈরব আখ্যান । পুনঃপুনঃ করি আমি তোমারে প্রণাম ॥ ভৈরব আকৃতি
তুমি করিয়া ধারণ । পূর্বোত্তে বরাহ তুমি করেছ নিদন ॥ এখন শরভরূপে
মম রিপুণ্য । রূপা করি মহাবাহো করহ সংক্ষয় ॥ হিরুরূপে সদা তুমি
ত্রিপুরাসুন্দরী । আনন্দ ভকতিভরে ধর পৃষ্ঠোপরি ॥ পুনঃপুনঃ তব পদে
করি নমস্কার । মম বিদ্যরাশি তুমি করহ সংহার ॥ প্রচণ্ড সিংহের রূপ করিয়া

ধারণ । ধরাতলে সদা তুমি করিছ ভ্রমণ ॥ তুর্দান্ত নৃসিংহ রূপ করিয়া ধারণ ।
 হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করেছ নিধন ॥ আমার অশুভরাশি করহ সংহার । তব
 পদে ভক্তিভরে করি নমস্কার ॥ নরবলি যেইরূপে করিবে অর্পণ । তাহার
 বিশেষ কথা করহ শ্রবণ ॥ সূক্ষ্মত ভূষিত নর করি আনয়ন । তদন্তে দেবতা-
 গণে করিবে পূজন ॥ বৈদিক মন্ত্রেতে তারে করিয়া অর্চনা । করিবেক ত্রৈলো-
 ক্যে ত্রৈলোক্য সাধনা ॥ নামারক্ষে যেদিনীর করিয়া পূজন । কর্ণদ্বয়ে আকা-
 শের করিবে অর্চন ॥ পূজিবেক জিহ্বাদেশে বরুণদেবেরে । সর্ব মুখে পূজি-
 বেক দেব দিবাকরে ॥ দ্যোতিষিরে নৈত্রয়ে করিয়া পূজন । বদনেতে বিষ্ণু-
 দেবে করিবে অর্চন ॥ মঙ্গলাখ্য শিবে পূজা ললাটে করিয়া । পুরন্দরে দক্ষ
 গণ্ডে পরেতে পূজিয়া ॥ পূজিবেক বাম গণ্ডে দেব হতাশন । পূজিবেক ঐবা-
 দেশে সবল শমন ॥ কেশাগ্রে নৈঋতদেবে করিয়া অর্চন । ভ্রমধ্যেতে প্রচে-
 তারে করিয়া সাধনা ॥ নামানুলে পূজিবেক সূর্য্য-বহন । পূজিবেক স্কন্ধ-
 দেশে ধর্ম্মের রাজন ॥ অহিপতি অনন্তরে স্কদয়ে পূজিবে । অঙ্গদেব যত সব
 এক্রূপে অর্চিবে ॥ পরিশেষে করিবে বে মন্ত্র উচ্চারণ । বলিতেছি মন দিয়া
 করহ শ্রবণ ॥ নরের প্রধান তুমি সর্বদেবময় । মহাভাগ বলি তুমি জানি
 পরিচয় ॥ পুত্র কন্যা দারা সহ লয়ে বন্ধুজন । একান্ত অনুরে লই তোমারে
 শরণ ॥ আমারে করহ রক্ষা ওহে নরবর । তোমার শরণাগত আমরা সকল ॥
 তপ জপ যজ্ঞ দান ধর্ম্ম করম । যাহা কিছু ধরাপামে করেছি অর্জ্জন ॥ সেই
 সব পুণ্য রাশি ওহে নরোত্তম । অকাতরে তোমারে সে করি অনু অর্পণ ॥ তোমার
 পাতকরাশি করি অনুগ্রহণ । পাপহীন হইবে তুমি শুনহে সূজন ॥ তোমার শোণিত-
 রাশি সুদার সমান । অম্বিকা জননী দেবী তাহে তৃপ্তি পান ॥ এখন মানব
 দেহ করিয়া বর্জ্জন । একাল-করালে এবে হও নিপতন ॥ আমার যতক
 পুণ্য করিয়া গ্রহণ । দেবের কর্তৃক এবে করহ গ্রহণ ॥ ইহার অন্যথা
 যদি কর নরবর । না লবে চণ্ডিকা দেবী তব কলেবর ॥ এইরূপে পূজা
 করি করিবে ছেদন । মহামায়া তুচ্ছ ইথে শাস্ত্রের বচন ॥ কাণ খণ্ড রুদ্ধ ক্রীষ
 আর অধিকাজ । রোগযুক্ত শিত্রিযুক্ত অথবা হীনান্দ ॥ এইরূপ বলি সদা
 করিবে বর্জ্জন । শিশু বলি তাজ্য হয় শাস্ত্রের লিখন ॥ মখন বলির শির
 করিবে ছেদন । উচ্চারণ দেবনাম সদ্যপি তখন ॥ অতুল বিভূতি হয় বলি-
 প্রদাতার । মহাবিক্ত হয় সেই বিদ্যার আদার ॥ মহিষের শির যবে করিয়া
 ছেদন । রুধির দেবীর জন্য করিবে গ্রহণ ॥ ছিন্ন কায হতে যদি মূত্রশ্রাব
 হয় । মরিবে প্রদানকর্তা জানিবে নিশ্চয় ॥ ছিন্নকায় বামপাদ করিলে
 ক্ষেপণ । কর্তার মহত রোগ জনমে তখন ॥ অন্য পাদ বিক্ষেপিলে মঙ্গল-
 দায়ক । মহাকল পায় সেই জানিবে সাধক ॥ ঈশান নৈঋতে যদি নরশির
 পড়ে । সে দিকে রাজার রাজ্য বিনাশিত করে ॥ লক্ষ্মীলাভ পূর্বদিকে হইলে

পতন । পড়িলে আগেয়ে হয় পুষ্টির কারণ ॥ বারুণে বায়ব্যে যদি নিপতিত হয় । ধনলাভ হয় তাহে জানিবে নিশ্চয় ॥ নয়নাশ্রু শিরে যদি হয় নিপতন । রাজার রাজত্ব নাশ শাস্ত্রের বচন ॥ বলির বিধান কিছু করিলু কীর্তন । বিশেষ ভাষায় সব না হয় বর্ণন ॥ বলি অন্তে স্তব পাঠ মতাস্তরে কর । শুন বলি মম দিয়া ওহে গুণময় ॥ প্রকৃতি পরমা দেবী বিশ্বের জননী । পরাৎপরা সারাৎ-সারা ব্রহ্মসনাতনী ॥ জগতের সার ভূমি সৃজনকারিণী । নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী কল্যাণদায়িনী ॥ সকল আশার ভূমি পরমা ঈশ্বরী । হৈমবতী ভগবতী মহিব-দাতিনী । বিপদ-নাশিনী ভূমি দেবী পরাৎপরা । পরমা ঈশ্বরী ভূমি সার হতে সারা ॥ মহেশ্বরী ভূমি মাতঃ অখিলের গতি । আদ্যাশক্তি ভূমি দেবী তোমা হতে মুক্তি ॥ ভূমি লজ্জা ভূমি ক্ষমা ভূমি বুদ্ধি বৃষ্টি । ভূমি প্রতি শাস্তি নিদ্রা ভূমি তন্দ্রা পুষ্টি ॥ ভূমি লক্ষ্মী বেদমাতা ভূমি বীণাপাণি । ভূমি রাধা ভূমি শ্যামা দিবস বাসিনী ॥ তব তত্ত্ব কেবা জানে ভূমি বিশ্বমাতা । স্বাবর জঙ্গম সবে ভূমি বিরাজিতা ॥ যোগমায়া ভোগমায়া নিত্য স্বরূপিণী । তারণ কারণ ভূমি উদ্ধারকারিণী ॥ ভূমি সন্ধ্যা ভূমি রাত্রি ভূমি কালাকাল । নারীরূপে ধর ভূমি ভুবন বিশাল ॥ লক্ষা বিষ্ণু রক্ত আদি তোমার রূপায় । নিত্যদামে নিত্য মুখ নিত্য নিত্য পায় ॥ ভূমি নদ ভূমি নদী পর্বত বিশাল । ভূমি চন্দ্র ভূমি সূর্য আকাশ পাতাল ॥ হাবর জঙ্গমা অক পদার্থ নিয় । তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতেই লয় ॥ জগতের হিতকরী জগতের কন্যা । তোমা হতে জন্মে সব নিখিল যুবতী ॥ কে জানে তোমার স্তব এগো রূপাময়ী । মোরে রক্ষা কর দেবী ভূমি মায়াময়ী ॥ রূপা কর মম প্রতি ওগো ভগবতী । জগত-পালিনী ভূমি জগত-প্রসূতি ॥ তব তত্ত্ব কে বুঝিবে তত্ত্বময়ী তারা । কালভয়-বিধ্বংসিনী ভব-ভয়-হরা ॥ বিশ্বের কল্যাণকরী মঙ্গলদায়িনী । বিশ্ব-বিনোদিনী ভূমি জগতমোহিনী ॥ জগতের সার জানি পুরন প্রকৃতি । উভয়ের মধ্যে ভূমি শ্রেষ্ঠতরা অতি ॥ নাশিয়াছ শত শত অস্তুর প্রবল । সুরগণে রক্ষা কর দিয়া ভূমি বল ॥ তব ইচ্ছাবশে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রগল । তোমা হতে হয়ে থাকে বিশ্ব সৃষ্টি সব ॥ আদ্যাশক্তি ভূমি দেবী শিববিমোহিনী । হর-বক্ষহিতা দেবী নিস্তারকারিণী ॥ সকলের আদি ভূমি সৃষ্টির কারণ । লক্ষ্মী মরস্বতী তব অংশেতে সৃজন ॥ সাবিত্রী করিয়া আদি তব অংশে হয় । যোগরূপা যোগময়ী ভূমি তত্ত্বময় ॥ ভক্ত প্রতি কভু দেবী নিদয়া হও না । ভক্তজনে কভু যেন যাতনা দিও না ॥ বিশ্বের জননী ভূমি শিবের ধরণী । সাবিত্রী রূপেতে ভূমি বেদ-প্রসবিনী ॥ লক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুমন করেছ হরণ । জাহ্নবীরূপেতে কর পাপ বিমোচন ॥ ইচ্ছাময়ী মহামায়া ত্রিলোকতারিণী । ব্রহ্মাণ্ড বিভাগোদরা নিত্যাস্বরূপিণী ॥ অদম অজ্ঞান নর কি জানে ভজনা । রূপাংশে গুণময়ী পূরাও বাসনা ॥ তব পদে অপরাধ করেছি প্রচুর । অজ্ঞান ভক্ত জনে ভ্রুংখ কর দূর ॥

অরুদেহে সড়রিপু অতি ভূনিবার । কেমনে জানিবে দেবী ভকতি তোমার ॥
 কি দ্রব্যে পূজিব তোমা তোমারি সকল । একমাত্র ভক্তি মম প্রধান মহল ॥
 বিশ্ববিনাশিনী দেবী তুমি রূপাময়ী । অজ্ঞান তিমির মম নাশ গুণময়ী ॥
 নরদেহ ঠিক যেন অরুণা সমান । ছয় রিপু সিংহ মম ভ্রমে অবিরাম ॥
 মন মতি ক্ষুদ্র জীবে বধিবারে তরে । ঘুরিছে মতত যেন রহি অনাহারে ॥
 কি করি উপায় দেবী বলহ এখন । পর পর কাঁপে দেহ সঙ্কট জীবন ॥
 শমন নিকটপায় কাঁতর স্বদয় । রূপাময়ী রূপা করি দেহ পদাশ্রয় ॥ বল
 নাই বুদ্ধি নাই কি বলে ডাকিব । নাহি জানি তত্ত্ব মন্ত কি দিয়ে পূজিব ॥
 চরণ তরণী দিয়া ভক্তিহীন জনে । ত্রাণ কর তত্ত্বময়ী সংসার জীবনে ॥
 তোমা হতে হইতেছে সৃষ্টি স্থিতি লয় । জগত জৈশ্বরী তুমি সর্ব শাস্ত্রের কয় ॥
 সগুণা নিগুণা তুমি হিগুণ ধারিণী । দেবের দেবতা তুমি দুবন মোহিনী ॥
 ত্রিগুণ হারিণী তুমি কল্বন-নাশিকা । অমরা অমর তুমি ত্রিলোক-পালিকা ॥
 দুর্ভগের বল তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান । নিগুণের গুণ তুমি হিম বিশ্ব প্রাণ ॥
 কে বুঝিবে তব তত্ত্ব কভু নিরাকার । মায়াবশে কভু হস্ত মাকার আকার ॥
 তব মত্যা তব তথা বোঝ অতি ভার । কখন কি ভাব মর মায়ায় আধার ॥
 মৃত জনে কি বুঝিবে তোমাব ছলনা । অদভুত মত সব তোমার ঘটনা ॥ কেবা
 পুত্র কেবা স্বামী কেবা আমি হই । লোচন নিম্নিলে আর আমি আমি নই ॥
 তথাপি অবোধ নর কিছু নাহি জানে । না দেয় আপন মন তোমার চরণে ॥
 অতুল ঐশ্বর্য দেবী যারে দেও মত । শুখের না হয় কিছু ভ্রুংখ বাড়ে তত ॥
 রূপা করি যারে তুমি দেও উচ্চপদ । তোমারে ভুলিয়া যায় বাড়ে তার মদ ॥
 তোমার চরণপদ্ম করি আরাধনা । অনয়কমলে আমি পুরাও বাঁসনা ॥ সুষা
 ণিত অমিদরা জলধবরণী । নলিনী শোভিছে পদে কটিতে কিঙ্কণী ॥ কান
 ভয় বিনাশিনী করালবদনী । গিরিবর সুতে মাতঃ দেবী কাতায়নী ॥ তব
 পদে নৈন কর ভকত সৃজন । তোমার কটাঞ্চে হস শমন দমন ॥ শিবের
 স্বয়ং-ধন তুমি দিগম্বরী । দৈবকুল কর নাশ করে আমি ধরি ॥ কত দৈত্য
 বধিয়াছ দীমা নাহি তার । উদ্ধার সকলে পায় নামেতে তোমার ॥ শ্মশানে
 ভৈরব সহ শ্মশান-বাদিনী । কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শিবের ধরনী ॥ কত স্থানে
 কত রূপে করিছ বিরাজ । তোমার চরণ বিনা অন্যে কিবা কাজ ॥ তব নাম
 স্মৃতিপথে বারেক আনিলে । চরণে পরম পদ পায় কুতূহলে ॥ মুক্তকেশী কর
 ত্রাণ গুণো মহামারা । মিত্যানন্দে সনাতনি দেহ পদছায়া ॥ সদা যেন থাকে
 মন চরণকমলে । পূর্ণ করণমনস্কাম ভক্ত জন বলে ॥ এইরূপে স্তব করি করিবে
 পূজন । কবচ করিবে পাঠ করহ শ্রবণ ॥ সর্বসিদ্ধি লাভ হয় কবচ পাঠেতে ।
 ধারণে মুক্তি পায় সঙ্কট হইতে ॥ না জানি কবচ কভু মন্ত্র না জপিবে ।
 জপিলে বিনষ্ট কল নরকে মজিবে ॥ গুহ্য হতে গুহ্যতম কবচ প্রধান । বর্নি-

লাস স্নেহবশে শুভ বিদ্যমান ॥ যতন করুন উমা মন্তক রক্ষায় । ললাট করিয়া
রক্ষা রক্ষুন আমায় ॥ খেচরী করিয়া আদি দ্বার-নিবাসিনী । অশোক-বাসিনী
আর মর্কট-সংসাদিনী ॥ বজ্রধরা মহাবলী ললিতা চণ্ডিকা । বিষ্ণু-নিবাসিনী
মহাবলী নৌভদ্রিকা ॥ ইত্যাদি বহুদেবী বহুধা প্রকার । কণ্ঠ ভালু জিহ্বা
আদি রাখুন আমার । শুভ ও কবচ পাঠ করে যেই জন । সে জন অবশ্য
করে সমাধা সাধন ॥ ধন ধান্য সূত দারা হয় হুতী হয় । চতুর্ভুজ ফল
পায় জানিবে নিশ্চয় ॥ প্রভাতে উঠিয়া যেন করে অধ্যয়ন । মর্কট তীর্থ ফল
পায় শাস্ত্রের বচন ॥ কবচ দেহেতে দেবা ভক্তিভাবে ধরে । বিঘ্নরাশি তারে
হ্রাসি উণি যায় দূরে ॥ ভুত প্রেত পিশাচাদি সকলে পলায় । মর্কট বিজয়ী
মেটে জানিবে ধরায় ॥ যথায় তথায় নাহি করিবে প্রকাশ । প্রকাশে মহত
হানি ফলের বিনাশ ॥ সে জন ভক্তি-হীন পরের মিত্রক । তাহারে না দিবে
ইহা অঙ্গন সাধক ॥ ইত্যাদি জনেরে কড় কবচ না দিবে । শুভ ও কবচ দিলে
নরকে মজিবে ॥ শিবের বচন ইহা নাহিক সংশয় । দেবতা-ভুল ভবন্ত
জানিবে নিশ্চয় ॥ নিবদ্ধ জনেরে দিলে সিদ্ধি নাশ হয় । পরাশ্রয় হয়ে মন্ত্র
শাখা দিয়া যায় ॥ অমঙ্গল পদে পদে হইবে তাহার । যতনে রাখিবে গুপ্ত
শাস্ত্রের বিচার ॥ পুরুষে দক্ষিণ হস্তে নারী বাম করে । ধরিবে কবচ দিব্য
শক্তি ভক্তিভরে ॥ আদি ব্যাপি তার দেহে না রহে কখন । দুঃখ শোক নাহি
হেরে তারে কদাচন ॥ তাহারে দেখিয়া বাদী মুক হয় যায় । রাজগণ দেখা-
মাত্র কিঙ্কর হু পায ॥ অপুত্রের পুত্র হয় দরিদ্রের ধন । রিপুকুল অবিলম্বে
হয় বিনাশন ॥ নমস্কার বিধি 'এবে করহ শ্রবণ । নমস্কার বহুবিধ ওহে মহা-
ত্মন ॥ প্রথমেতে প্রদক্ষিণ করিবেক ধীর । দক্ষ হস্ত প্রসারিত হবে নতশির ॥
দক্ষ পার্শ্ব দেখাইয়া মাধু বিচক্ষণ । এক কিম্বা তিনবার করিবে ভ্রমণ ॥
অটোত্তর শত যদি প্রদক্ষিণ হয় । সকল কামনা সিদ্ধ জানিবে নিশ্চয় ॥
তিনরূপ নমস্কার প্রথম কাণ্ডিক । বাচনিক তদন্তর আর মানসিক ॥ উত্তম
মধ্যম আর তৃতীয় অধম । প্রত্যেকের তিনরূপ করহ শ্রবণ ॥ হস্ত পদ প্রসা-
দিয়া পড়ে দণ্ডবত । মন্তক পৃথিবী-এদ্র হয় ভক্তিরত ॥ উত্তম কাণ্ডিক নতি
জানিবে ইহায় । ইহাতে দেবতা প্রীত কহিলু তোমায় ॥ জানু শির পৃথি-
বীতে লগ্ন মাত্র হয় । কাণ্ডিক মধ্যম নমস্কার তারে কয় ॥ পুটোঞ্জলি করি
মাত্র শিরে দেয় হাত । অধম কাণ্ডিক তারে বলে বিশ্বনাথ ॥ স্বরচিত গদ্য
পদ্যে যেনা শুভ করে । বাচনিক নমস্কার শ্রেষ্ঠ বলি তারে ॥ পুরাণ বৈদিক
মন্ত্রে করে শুভ পাঠ । মধ্যবিধ বাচনিক বলে পবিত্রাট ॥ যথা তথা কাণ্ড-
নিক বাক্যে করে গান । অধম প্রণাম সেই জানিবে ধীমান ॥ মানসিক তিন-
রূপ প্রথমে মনন । পরেতে মানস করা মনেতে ঘটন ॥ কহিলাম নমস্কার
ত্রিবিধ প্রকার । কাণ্ডিক সকল হতে শ্রেষ্ঠ নমস্কার ॥ নৈবেদ্য প্রদানে ধর্ম

অর্থ কাম যোক্ষ । মৈবেদ্য সকল যজ্ঞে দেবগণ-ভক্ষ্য ॥ জ্ঞানদ মানদ পুণ্য-
প্রদ তুষ্টিকর । মনেও করিবে দান হইয়া তৎপর ॥ মনে যদি করে করে
দেখিব পার্বতী । করিব দেবীর পূজা করি স্তুতি নতি ॥ সে জন সকল কাম
অমায়ামে পায় । মনেতে করিলে পূজা দেবীলোকের যায় ॥ দেবতা গন্ধক
বক্ষ রাখন কিন্নর । নমস্কারে পরিভূষ্ট পায় নিকর ॥ মৎস্যক্ষেপে বলিষ্ঠ যব
ওহে তপোধন । আশ্রমের ধর্মকথা শুনহ এখন ॥ পূর্বাতের সার ব্রহ্মবিশ্ব
পুরাণ । শুনিলে সে জন লভে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মচার্য্যগ্রাম ও গৃহস্থগ্রাম কথন ।

বাস উবাচ । অহিংসা সেননা দানং তীর্থপদাটনং নমস্কা

ওক্ষসেবা শাস্ত্রমতিশাস্তিকং মনসোবৃত্তিঃ

স্বানন্দোপপদৈকং ব্রহ্মচারী সমাচরেৎ ॥

জাবালিরে মহোদয়! বাস মহামতি । কহিলেন শুন শুন অপরূপ ভাষায় ।
অহিংসা অস্তেয় সত্য ইত্যাদি কথন । বনিবাছিত ব পাশে ওহে তপোধন
এখন আশ্রম-কথা কর অবধান । শুনিলে জানবে পাবে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান
অতিথির সেবা দান তীর্থপদাটন । গুরুসেবা শাস্ত্র মতি ওহে মহাত্মন
অস্তিত্ব লজ্জা আর স্বান তর্পণাদি । করিবেক ব্রহ্মচারী হইয়া স্মৃতি
ভিক্ষা করি যেই দ্রব্য লভিবে সূজন । করিবেক গুরুদেবে সব নিবেদন
গুরুগৃহে নিরন্তর করিবে বসতি । গুরুগৃহে কিন্তু রহে যে সব যুবতী
তাদের মহিতে কথা কভু না কহিবে । যুবতীরে যদি ভুল্য অন্তরে জানিবে
পুরুষেরা দ্রুত সম জানিবে সূজন । একত্র থাকিলে হয় নিশ্চয় দহন ॥
ব্রহ্মচারী গুরুসেবা কভু না করিবে । চন্দনাদি কলেবরে কভু না মাখিবে
বুর্জ্জন মহিতে কথা না কবে কখন । করিবে ব্রহ্মচারী সেই স্বান আচরণ
নিরন্তর বেদপাঠ করিবে যতনে । সাদরে বৈদ্যার্থ সব বুঝিবেক মনে ॥
গুরুদেবে আভিলাষ কভু না করিবে । তাহা উপভোগে শেষে নরকে যজিবে ॥
মসুর আমিষ তৈল করিবে বর্জ্জন । ব্রহ্মচারী না করিবে বাভার কখন ॥
বটগায়ে শয়ন নাহি কদাচ করিবে । হবিষ্যন্ন প্রতিদিন যতনে খাইবে ॥
হৈমন্তিক দান্য হতে তণ্ডুল লইরে । তাহাতে করিবে অন্ন একাগ্র-হৃদয়ে ॥
দুগা তিল সব মুলা মৈন্ধব-লবণ । কলার বাস্তুক হিকা পনস মাখন ॥ বঙ্গল

শাক যম্বু হুত জীরক শিপলী । হরীতকী নাগরঙ্গ তিস্ত্রী কদলী ॥ আম-
 লতী ধাত্রী আর মানুদ-লবণ । ব্রহ্মগরী এই সব করিবে ভক্ষণ ॥ বিধবা
 রমণী যারা এ ভব সংসারে । তাহারও এই সব খাইবে মাদরে ॥ ইবিষ্যন্ন
 দশো গণ্য এই সব হয় । বলিষ্ঠ ভোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥ যে নারীর পতি
 করে সুরপুরে গতি । এসব খাইবে সেও ওহে মহামতি ॥ ইহাই পরম ব্রত
 বিধবার হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ ব্রহ্মচর্যাশ্রম-কথা করি
 বচন । গৃহস্থ আশ্রম কথা শুনহ এখন ॥ ব্রাহ্মিক মুহূর্ত্তে গৃহী করি গাত্ৰো-
 খান । গুরুদেবে প্রণমিবে ওহে মতিমান ॥ গৃহ হতে দূরে পরে করিয়া
 গমন । করিবেক মলত্যাগ শাস্ত্রের বচন ॥ লোকের সম্মুখে মল-কড়ু না
 ত্যজিবে । বৃক্ষতলে মল ত্যাগ সর্বথা বজ্জিবে ॥ সূর্য-অভিমুখে বসি গৃহী
 সেই জন । মলত্যাগ না করিবে শাস্ত্রের বচন ॥ ক্রমকে ক্রমের কার্য করেছে
 প্রথায় । মলত্যাগ না করিবে কখন তথায় ॥ মল মুত্র যেই কালে করিবে
 বর্জন । না করিবে লিঙ্গস্পর্শ কখন তখন ॥ যথাবিধি শৌচকার্য করি তার
 পর । দশনধাবনে অন্তে হইবে তৎপর ॥ গৃহস্থ করিবে যবে দশনধাবন ।
 তৎপরে পশ্চিম দিক করিবে বর্জন ॥ পূর্বদিক রক্তবর্ণ এখন হইবে । প্রাতঃ-
 ১ - সেই কালে গৃহীরা করিবে ॥ করিবে ভাস্করোদয়ে পরে দিবায়ান ।
 ২ - তৎপরে শাস্ত্রের বিধি ওহে মতিমান ॥ বিদানে সংকল্প পরে করিয়া সূজন ।
 ৩ - ন - তৎপরে শুদ্ধ যম্বু করিবে ধারণ ॥ করিবেক পঞ্চ যজ্ঞ শুন তার পর ।
 ৪ - তৎপরে তে নানীতৈতি ওহে মুনিবর ॥ ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ আর । নর-
 যজ্ঞ পিতৃবলি শাস্ত্রের বিচার ॥ অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ শাস্ত্রের বচন । পিতৃযজ্ঞ
 নামে তারে সা হয় তর্পণ ॥ দেবযজ্ঞ হোমে কহে ওহে মহামতি । নরযজ্ঞ বলি
 খাত পুজিলে অতিথি ॥ পিতৃদের ভ্রাক্ষ আদি করিলে সাধন । পিতৃবলি তারে
 কহে শাস্ত্রের বচন ॥ স্বর্গ অর্থাবর্ণনাভ পঞ্চযজ্ঞ হয় । শাস্ত্রের বিধান ইহা
 ওহে মহোদয় ॥ অতিথি যদ্যপি নাহি করে আগমন । ব্রাহ্মণেরে অন্তদান
 করিবে সূজন ॥ বৈশ্বদেবে বলি দিবে বিহিত বিদানে । নবগ্রাহ আদি করি
 পুজিবে মত্তনে ॥ সূর্য আদি দেবপূজা করিয়া সাধন । গাভীপূজা করিবেক
 করিয়া মত্তন ॥ পরান্ন গৃহস্থ সদা করিবে বজ্জন । এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে
 মহামতি ॥ প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করা সমুচিত হয় । ফল মূল তুঙ্গে তুটে পিতৃগণ রয় ॥
 তদন্তে গোঘ্রাম গৃহী করিবে অর্পণ । যথাযথ মন্ত্রপাঠ করিলে সূজন ॥ *
 অতিথি পুজিবে শেষে যতন করিয়ে । যথাশক্তি সমাদরে নানাদ সদয়ে ॥
 বেদপাঠে তত পুণ্য কড় নাহি হয় । অতিথি পুজনে তত পুণ্য গৃহীত ॥
 অগ্নিহোত্রে তত পুণ্য কড় নাহি পায় । জানিবে নিশ্চয় ইহা কহিলু ভোমার ॥

* মঙ্গ যথা—ওঁ সৌবভ্যঃ সৰ্বভিঃ পবিত্রাঃ পুণ্যবশমঃ ।

অভিগৃহ্য মে গোমং গাবষ্ট্রৈলোকাসাতরঃ ॥

কিংবা যজ্ঞে কিংবা তপসে নাহি তত কল । অতিথি পূজিলে গৃহী লভয়ে সফল ॥
 অতিথির পূজা করে যেই গৃহীজন । ধন্য গণ্য সেই হয় এ তিথ ভূবন ॥
 অতুল সুখ্যাতি পায় অবনীমাঝারে । দীর্ঘ আয়ু হয় তার শাস্ত্রের বিচারে ॥
 অতিথি পূজিলে স্বর্গ বেদের বচন । বলিলু নিগূঢ় কথা তোমার মদন ॥
 এইরূপে অতিথিরে পূজিয়া মানরে । তার পর খাবে গৃহী মৌনভাব ধরে ॥
 অন্ন দেখি মহানন্দ করিবে সৃজন । তেজোকপা বোধে তন্ন করিবে স্পর্শন ॥
 প্রণাম করিবে অন্তে ভকতির ভরে । তার পর শুন শ্রবণ বলিব তোমার ॥
 মণ্ডল অঁকিবে গৃহী চতুর্দশে কবি । পঞ্চভাগ তন্ন ভাবে দিবে ভক্তি কবি ॥
 যেইরূপে মন্ত্র আছে শাস্ত্রের নিখন । সেইরূপে দিবে তন্ন গৃহে মহাত্মন ॥
 তার পর মধ্যমন্ত্র করি উচ্চারণ । গণ্ডমে মলিল পান করিবে সৃজন ॥
 প্রাণ আদি পঞ্চ নাম উচ্চারিয়া পরে । পঞ্চগ্রাস এইবেক চতুর্দশ মানরে ॥
 আয়ু অভিলান করে যেই জন । পৃষ্ঠস্থে বসি খাবে সেই সৃজন ॥
 উদরস্থে বসিবে যতনে । শ্রীকাম পশ্চিম মুখে বসিবে বিধান ॥
 যেই জন অবনী ভিতর । বসিবে পশ্চিম মুখে সেই বচন ॥
 থাকয়ে জীবিত । দক্ষিণ মুখে নাহি বসিবে নিশ্চিত ॥
 শ্রীচরণে পান করিয়া স্থাপন । বামদিকে জলপাত্র রাখিয়া সৃজন ॥
 ভোজন করিবে গৃহী মৌনভাব ধরে । কহিলু নিগূঢ় কথা তোমার শেখরে ॥
 চতুর্দশী । ভাস্করসংক্রান্তি বসি বাসব দ্বাদশী । ইহ তিথ ধন্য ধন্য পুণ্যোৎসাহ
 কালে । মৎস্য মাংস নাহি খাবে শাস্ত্রের বিচারে ॥
 মৎস্য মাংস নিষেধ জন
 মস্তুর কলায় । রবিবারে নাহি খাবে কহিলু তোমার ॥
 শনিবারে চৈত্র নাহি
 করিবে সেবন । শাস্ত্রের বচন ইহা গৃহে মহাত্মন ॥
 শোণিত পান
 সফরানি করে । শুক্লবর্ণ মৎস্য খাবে এ ক্ষণ নিশ্চিত ॥
 মৎস্য নাহি
 করিবে ভোজন । সর্ষাপুলী দিয়া খাবে শাস্ত্রের নিষেধ ॥
 ভোজন সময়ে
 হস্ত কড়া না কাঁপাবে । নিঃশব্দে ভোজন কায়া সমাধা করিবে ॥
 প্রণম্য
 স্নাত দিয়া করিবে ভোজন । তার পূর্ব শাক আদি যতক বাঞ্জন ॥
 দুগ্ধাদি
 ভোজন গৃহী করিবেক পরে । এবং ভ্রমেও নাহি কড়া দিবে ক্ষেপে ॥
 অল্পমধ্যে
 খুড় নাহি দিবেক কখন । আমিষান্তে ফল নাহি করিবে ভোজন ॥
 কদলী
 পত্রিতে কিছা প্রস্তুত আধারে । ভোজন করিবে গৃহী কহিলু তোমারে ॥
 ভো
 কাংসো কড়া নাহি করিবে ভোজন । তাম্রপাত্র সমতনে করিবে বর্জজন ॥
 তাম্রপাত্রে
 জল গৃহী কড়া নাহি খাবে । শৌচক্রিয়া তাম্রপাত্রে কড়া না
 করিবে ॥
 মল মূত্র ত্যাগকালে শৌচের কারণ । তাম্রাধারে জল নাহি করিবে
 গ্রহণ ॥
 ভোজনে বিলম্ব যার হয় অতিশয় । মহাপাপ ধরে তারে শাস্ত্রের
 নির্ণয় ॥
 রিতে ভোজন করে যেই মাধুজন । মহাপুণ্য সেই জন কহিলু উপা
 ভজন ॥
 যেরূপ নিয়ম এই করিলু কহিলু । বিপ্র অনুরোধে পারে করিতে

খণ্ডন ॥ বহুজন্ম একত্রেতে ভোজনের কালে । এক জন না উঠিবে অতি ত্বর।
করে ॥ রূপা অন্ন বিকীরণ কভু না করিবে । অকারণে ছড়াইলে পাণেতে
ভুবিবে ॥ উচ্ছিষ্ট হস্তেতে নাহি থাইবে কোথায় । শাস্ত্রের বচন ইহা কহিছু
তোমায় ॥ উচ্ছিষ্ট মুখেতে ধৌ ক কভু না পড়িবে । শাস্ত্রার্থ কখন গৃহী মর্কষণ
তাজিবে ॥ উচ্ছিষ্ট-বদনে যন্ত্র কভু না পড়িবে । পুরাণের কথা মুখে কভু না
বলিবে ॥ স্নানাদি স্পষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণ নিকর । স্পর্শন করিবে নাহি ওহে
দুনিবর । নারীজনে ঘেঁই অন্ন করয়ে স্পর্শন । সেই অন্ন কভু নাহি লইবে
ব্রাহ্মণ ॥ আহারীয় অন্ন যদি কুকুরে দেহারে । তাজিবে সে অন্ন বিপ্র কহিছু
তোমারে ॥ কুকুরের স্পষ্ট অন্ন না লবে ব্রাহ্মণ । শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে
তপোদন । হাতেতে করিয়া দ্রব্য কভু নাহি খাবে । বসনে আহার দ্রব্য
কভু না রাখিবে ॥ চাঁওকাতে কভু নাহি করিবে ভোজন । হুৎপাত্রে মলিল
পান করিবে বর্জজন ॥ জলপান করি বাহা অবশেষ রবে । সে জল পুনশ্চ
নাহি সেবন করিবে ॥ উচ্ছিষ্ট পাত্রেরে দূত না লবে কখন । অনিবেদ্য বস্তু
নাহি করিবে ভোজন ॥ আদ্রবস্ত্রে কোন দ্রব্য কভু নাহি খাবে । এক বস্ত্রে
আহার্য মর্কষণ তাজিবে ॥ ভাগ্যমানে বসি নাহি থাইবে কখন । শয়ন করিয়া
নাহি করিবে ভোজন ॥ অঞ্জলি করিয়া জল না করিবে পান । জল-মধ্যে
দুগ নাহি করিবে প্রান । অতি প্রাতে কভু নাহি আহার করিবে । সন্ধ্যা-
কালে খাদ্য দ্রব্য মর্কষণ তাজিবে ॥ সান্নিধ্যাম্বিক রাত্রি হইলে বিগত ।
কভু নাহি খাবে সাধু শাস্ত্রের বিহিত ॥ কিন্তু যদি সুখরাত্রি হয় কোন দিন ।
সে দিনে খাইতে পাবে হুৎ প্রবণ ॥ অনাগত স্থানে নাহি করিবে ভোজন ।
অর্দ্ধপক্ক বস্তু ভোগ করিবে ॥ অর্দ্ধ পক্ক দ্রব্য হয় প্রেতের আহার ।
দ্রব্য করিয়া খাবে শাস্ত্রের বিহিত ॥ সূতারে কিরণে গুপ্ত হইলে প্রথম ।
এক পদ হয় তাহা শাস্ত্রের বচন । তপোপরে তাহাবে পাক করিয়া বিধান ।
বিক্রি করিয়া খাবে পুনরিত মনে ॥ ইহা ভিন্ন অন্যকোপে করিলে ভোজন ।
মহাপাপ হয় তাহে শাস্ত্রের বচন ॥ কুমিযুক্ত দক্ষ কিয়া বাসি যাহা হয় ।
কভু নাহি খাবে তাহা শাস্ত্রের নির্ণয় ॥ এইরূপে যথাবিধি করিয়া ভোজন ।
গণ্ডূষ করিবে শেষে ওহে তপোদন ॥ হস্ত মুখ দন্ত ধু(ই)বে মৃত্তিকাতে পরে ।
প্রস্তুত তার পর করিবে সান্নিধ্য ॥ তাহুল ভ্রাম্যদীপ করিয়া গ্রহণ ।
ত্রিহরিরে মনে মনে করিয়া অরণ ॥ মুখ শুদ্ধি করিবেক বিহিত বিধানে ।
বলিছু শাস্ত্রের কথা ওহে মহামুনে ॥

এইরূপে আহালাদি করি সমাপন । মনমুখে পুরাণাদি করিবে শ্রবণ ॥
করিবেক অবশেষে রাজদরশন । সন্ধ্যাকালে পুনঃ সন্ধ্যা করিবে সাধন ॥
অদৌপ জ্বালিয়া পরে প্রণাম করিবে । এক সঙ্গে জল অগ্নি কভু নাহি লবে ॥
সন্ধ্যাকালে না করিবে শাস্ত্রের চিন্তন । শয়ন গমন ক্রীড়া মৈথুন ভোজন ॥

এই সব সন্ধ্যাকালে তাজিবে মানয়ে। কহিনু শাস্ত্রের বিধি তোমার গোচরে ॥
 তাঁর পর পাদ আদি করি প্রক্ষালন। নিত্যকর্ম যথাবিধি করি সমাপন ॥
 যথাকালে বিধিযুক্তে করিয়া আহার। শয়ন করিতে যাবে শাস্ত্রের বিচার ॥
 দারুময়ী খট্টাপরি করিবে শয়ন। পরিষ্কৃত হবে শয্যা ওহে মহাত্মন ॥ অতীত
 বিস্তীর্ণ শয্যা কভু নাহি হবে। সমতল পরিষ্কৃত সর্বদা রাখিবে ॥ ভগ্ন খট্টা-
 পরি নাহি করিবে শয়ন। অনারত শয্যা সাধু করিবে বর্জন ॥ কীট আদি
 শয্যাপরি যদি কভু রয়। তাহাতে শয়ন নাহি করিবে নিশ্চয় ॥ পূর্বদিকে
 দক্ষিণে বা মস্তক রাখিয়ে। শয়ন করিবে গৃহী মানন্দ স্বদয়ে ॥ নন্দীশ্বরে
 'প্রণমিয়া সে করে শয়ন'। রাজ আদি ভয় তার না রহে কখন ॥ পদ্মনাভ
 নাগদেবী গৃহদেবী আর। সর্পগণ এই সব করি নমস্কার ॥ পরেতে গৃহ
 জন করিবে শয়ন। তৈলাক্ত শরীরে নাহি শুইবে কখন ॥ আত্মবস্ত্রে আত্ম
 পদে কভু নাহি শোবে। শয়ন কালেতে কভু উদয় না রবে ॥ উত্তর শিয়রে
 নাহি করিবে শয়ন। শাস্ত্রের নিয়ম ইহা ওহে তপোধন ॥ শয়নের পূর্বে
 গৃহী নিজ মনে মনে। অনিস্ট চিন্তিবে নাহি শাস্ত্রেতে বাঞ্ছনে ॥ কামা
 যদি হয় রাত্রিকালে মন। করিবে আনন্দে তবে স্বনাবী মন ॥ চরিত্র
 অমাবস্যা পূর্ণিমা অষ্টমী। রবি সংক্রান্তান্তি দিনে ওহে মহাত্মনি ॥ এই
 পূর্ণদিনে গৃহী সাধু জন। নারী তৈল মাংস তিন করিবে বর্জন ॥ ঘেট
 এই বিধি কভু নাহি পালে। বিষ্টাম্র-নরকেতে পাতে অন্নভোগ ॥ রসি
 কুজ শুক্র এই কর বারে। তৈল ক্ষৌর মাংস নারী তর্পণে মানরে ॥ হস্ত
 চিত্রা শ্রবণেতে গৃহী সাধু জন। তৈল অস্ত্রে কভু নাহি করিবে মর্দন ॥
 ভাদ্রপদ যুগশিরা বিশাখ্য। ক্ষৌরকর্ম না করিবে কহিনু তোমার ॥ উ
 ভাদ্রেতে আর যথা নক্ষত্রেতে। মাংস নারী তৈলগিলে আহুতে শাস্ত্রের
 যত্নে সোল দিন যতক রমণী। পূর্ণি শাস্ত্রে অভিহিতা ওহে মহাত্মনি ॥
 ইতি মধ্যে সূর্য্যনিনে হইবে মনম। পূজরত্ন জন্মে তাহে ওহে মহাত্মন ॥
 রমণী-গমন কথা বলিছু তোমারে। গৃহিদের বর্ষ আর শু.ছ এবারে ॥ গম
 মধ্যে উজ্জিষ্ট না করিবে ক্ষেপণ। মলমূত্র জলে নাহি তাজিবে কখন ॥
 পদাঘাত জলোপরি কভু না করিবে। শ্লেষ্মাত্ম্য জনমধ্যে সর্বথা বর্জিবে ॥
 এইরূপ বহিঃক্ষেপে জানিবে যুজন। কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বচন ॥
 জলামি সম্মুখে মল মূত্র আদি করে। কভু না তাজিবে গৃহী শাস্ত্রের বিচারে ॥
 দশায়ুক্ত বস্ত্র গৃহী করিবে ধারণ। রজকের দৌত বস্ত্র শুদ্ধ না কখন ॥ পূ
 দিনে যেই বস্ত্র হইয়াছে দৌত। কভু তাহা শুদ্ধ নহে জানিবে নিশ্চিত ॥
 নারীজাতি দৌত করে যে সব বসন। অশুদ্ধ সর্বথা তাহা জানিবে যুজন ॥
 বিবিধ বর্ণের সূত্র যে বসনে রয়। পূজাতে না দিবে তাহা ওহে মহোদয় ॥
 পূর্বাস্ত্র হইয়া উত্তরাস্ত্র হয়ে। বিদ্যমান করিব পূজা একান্ত স্বদয়ে ॥

এই-

ব । ইহার অধিক যদি খাটায় কখন । গোবধপাতকী হয়
 ॥ উজ্জ্বল কল্প নাহি গোগণে অর্পিবে । যাত্রাকালে বৎস-
 সহ ধেনুরে দেখিবে ॥ তাহা হলে বিষ নাহি হইবে কখন । সুখেতে আপন
 কার্য্য করিবে সাধন ॥ শুক পুষ্প দধি হস্তী সুন্দরী রমণী । দূর্বা অশ্ব কুল
 ধান্য ওহে মহামুনি ॥ জলপূর্ণ দট বিপ্র শৃগালী ঝঞ্জন । শঙ্খচিল মাদ্রুজন
 মঙ্গল বচন ॥ বিলুপ্ত মুক্তা শঙ্খ দায়িত্বীকরে । যাত্রাকালে দেখিবে বা-
 স্ত্রিবে অন্তরে ॥ একাকী সুরদেবে না যাবে কখন । তিন জনে কল্প নাহি
 করিবে গমন ॥ বারবেলা পাপনিব ভদ্রা রিক্ত আর । দিগ্দেশেতে নাহি
 যাবে শাস্ত্রের বিচার ॥ অষাঢ় কার্তিক যাপ বৈশাখ যে আর । এই কয়
 পূর্ণিমাতে ওহে গুণাধার ॥ যুগাদা দিনেতে আর রবিসংক্রমণে । ব্যতীপাতে
 আর চন্দ্র সূর্যের যখন ॥ মাঘমাঘে মধুমীতে ভাদ্রের অষ্টমী । শিবরাত্রি
 চতুর্দশী ওহে মহামুনি ॥ মোনবার যুক্তা যেই অমাবস্যা তিথি । মহাপূজানিবে
 আর ওহে মহামতি ॥ অর্ক মধুমীতে কিম্বা শ্রাব্দের বাসরে । জম্বা দিনে দিন-
 ক্ষয়ে কহিনু তোমারে ॥ অক্লোদয় একাদশী আর যে বারুণী । এই সব দিনে
 দানে মহোপুণ্য গণি ॥ মনঃশুদ্ধি করি গৃহী এই সব দিনে । দান করি মহা-
 পুণ্য লভিবে বিধান ॥ তীর্থ স্নান মাধ্ব-মঙ্গ দেবতারাদন । পুরাণ শ্রবণ আর
 রাজ দরশন ॥ এই সব পুণ্যান্বিনে এ সব করিবে । মৈথুন কলহ আদি
 মর্কষণ ত্যজিবে ॥ বদীপারে নাহি যাবে শুন তপোদান । পৃথিবী খনন নাহি
 করিবে কখন ॥ আমিষ ভোজন ত্যাগ মর্কষণ করিবে । গোগণে ঐসব দিনে
 কল্প না খাটাবে ॥ ক্ষারেতে ক্ষালন নাহি করিবে বর্ষন । এ সব করিলে হয়
 নরকে পতন ॥ সুখবাড়া যেই গৃহী করে নিজে মনে । রাজার অমান্য নাহি করি-
 বেক ভ্রমে ॥ কালসন্ধাকালে বিজ না খাবে কখন । বৃথা বাক্য বৃথা কাটা
 করিবে বর্জ্জন ॥ যেখানে জানিবে আছে বিবস্ত্রা রমণী । সেখানে না যাবে গৃহী
 ওহে মহামুনি ॥ যুবতী রমণী যথা করে অবস্থান । গৃহী নাহি যাবে তথা
 শাস্ত্রের বিধান ॥ কল্প না দেখিবে তারে আপন নয়নে । শাস্ত্রের নিয়ম চৈহা
 জানিবেক মনে ॥ অপরেরে লিঙ্গ নাহি দেখাবে কখন । নারীগণে কল্প নাহি
 করাবে দর্শন ॥ চিকিৎসক কিম্বা ভিক্ষু পামণ্ড যে জন । ইহাদের অন্ন নাহি
 করিবে ভোজন ॥ শাস্ত্রিকের অন্ন গৃহী মর্কষণ ত্যজিবে । শাস্ত্রের বিধান ইহা
 অন্তরে জানিবে ॥ স্ত্রীচিহ্নের অধোদিক ব্যারত যাহার । অশ্ব বা কুরাকৃতি
 ওহে গুণাধার ॥ তাদৃশী রমণী মঙ্গ কল্প না করিবে । পর্ণাকৃতি চিহ্ন দেখি
 তাহারে লইবে ॥ সেই গর্ভে যেই পুত্র লভয়ে জনম । ঈর্ষ্যকর্ষ-অর্থকর্তা সেই
 সে নন্দন ॥ সুলক্ষণ পুত্র জন্মে যাহার আগারে । ভাগ্যবান সেই নর শাস্ত্রের
 বিচারে ॥ দ্বাদশ প্রকার পুত্র জানিবে মুজন । তাহাদের নাম বলি করহ
 শ্রবণ ॥ ঔরস ফেব্রঙ্গ দন্ত চতুর্ধ কৃত্রিম । গুঢ়জাত অপবিদ্ধ কানীন মপ্তম ॥

কঠম মহোত্তর আর ক্রীত তার পরে । পৌনর্ভব স্বয়ংদত্ত কহিনু তোমারে ॥
 দ্বাদশ তনয় শৌর্য ওহে মহাত্মন । দ্বাদশ পুত্রের নাম করিনু বর্ণন ॥ পর-
 ম্পর ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ তনয় । উত্তরাধিকারী হয় ওহে মহাশয় ॥ বিধানে
 বিবাহ করি যেই নারী লয় । তার গর্ভে ঔরসেতে জন্মে যে তনয় ॥ ঔরস
 তনয় হয় তাহার আখ্যান । বলিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান ॥ স্বীয়
 ক্ষেত্র পরবীক্ষ্যো যাহার জন্ম । ক্ষেত্রজ তাহার নাম ওহে তপোধন ॥
 আপৎকালে পিতৃগণ দান করে যায় । দত্ত পুত্র নাম তার কহিনু তোমার ॥
 পরপুত্রে পুত্ররূপে কল্পনা করিলে । কৃত্রিম তাহার নাম শাস্ত্রে হেন বলে ॥
 গৃহেতে অজ্ঞাতভাবে জন্ম যাহার । শুন স্বর্ষে নাম হয় গুঢ়জাত তার ॥ মাতৃ-
 পিতৃ-পরিভাক্ত পুত্রে লইলে । অপবিত্র তার নাম শাস্ত্রে হেন বলে ॥
 অনুচাবহার যদি পিতার আচারে । কোন কন্যা পুত্র ধরে আপন জঠরে ॥
 কানীন তাহার নাম জানিবে সৃজন । বলিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বচন ॥
 অপত্যার্থে চূলা দিয় কিনিয়া লইলে । ক্রীতপুত্র নাম তার শাস্ত্রে হেন বলে ॥
 অন্য পতি যেই নারী করিয়া গ্রহণ । তাহার ঔরসে পুত্র করয়ে ধারণ ॥
 পৌনর্ভব এই নাম সেই পুত্র ধরে । বলিনু শাস্ত্রের কথা তোমার গোচরে ॥
 স্বয়ং কামি পুত্র ভাব যে করে স্বীকার । স্বয়ংদত্ত নাম তার শাস্ত্রের বিচার ॥
 শিশুর ঔরসে আর শূদ্রাণী-জঠরে । জনমিলে পুত্র দেই শৌর্য নাম ধরে ॥
 দ্রাক্ষপুত্রে পুত্রবান নরগণ হয় । শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে মহোদয় ॥ দ্বাদশ
 পুত্রের মদ্যে ঔরস প্রধান । পিতৃবিত্ত-অধিকারী দেই মতিমান ॥ অপর
 অপরে পাবে ঔরসপোষণ । শাস্ত্রের বিধান এই ওহে মহাত্মন ॥ বীৰ্য্য ব্রহ্ম
 বলি স্বর্ষে জা-নিবে অন্তরে । কাম্যত্রি-গলিত ইহা কহিনু তোমারে ॥ বিধানে
 বিবাহ করি করিয়া গ্রহণ । কাম্যত্রি জঠরে তার করিলে ক্ষেপণ ॥ সেই গর্ভে
 পুত্রফলে জন্মিলে তনয় । মহাপুত্র হয় তাহে ওহে মহাশয় ॥ যোনি তিন
 অন্য স্থানে বীৰ্য্য না ফেলিবে । পরযোনি ন্যস্তনে বর্জ্জন করিবে ॥ রুখা
 গুরু ব্যয় নাহি করিবে কখন । রুখা ব্যয় ব্যয়ে হয় পাতক অর্জ্জন ॥ ভগ-
 নক নিজ শব্দ পরের গোচরে । কভু নাহি উচ্চারিবে কহিনু তোমারে ॥ কন্যা
 পুত্র মাতা শিষ্য প্রভৃতি গোচরে । কভু না বলিবে ইহা ওহে মুনিবর ॥ ভগ-
 রূপা ভগবতী জানিবে সৃজন । ভগলিঙ্গরসপ্রিয়া মহাদেবী হন ॥ এই হেতু
 মহেশ্বরী তুষ্টির কারণ । করিবেক ভগপূজা ওহে তপোধন ॥ আমার বচন
 এবে শুন মহামুনি । সববিধ মাতা হয় ম. ১ হেন জানি ॥ জননী গুরু পত্নী
 শাশুড়ী যে আর । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ মামী ওহে গুণাধার ॥ মাসী পিসী
 পিতৃব্যাক্তী জ্যেষ্ঠা যে ভগিনী । মাতা বলি এই নয় জান মহামুনি ॥ কনিষ্ঠা
 ভগিনী কন্যা পুত্রের রমণী । কনিষ্ঠ ভ্রাতার মারী ওহে মহামুনি ॥ ভ্রাতৃ-
 পুত্রী ভাগিনেস্বী শিষ্যা সেই হয় । কন্যা বলি এই সব আছে পুরিচয়

এই প্রকারে স্নেহ করিবে সাদরে । লালিবে পালিবে সবে অতি সমাদরে ॥
 বে তাহে শাস্ত্রের বচন । বলিছু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন ॥
 তে রত যেই জন্ম হয় । জাতিভ্রষ্ট হয় সেই শাস্ত্রে হেন কয় ॥
 যখনই সহিতে যেই করয়ে সঙ্গম । দেবতার শাপ তারে করেন অর্পণ ॥ শিবের
 বচন ইহা জানিবে অন্তরে । অলঙ্ঘ্য শিবের বাণ্য কহিছু তোমারে ॥ ধর্মেরে
 পরম সূক্ষ্ম জানিবে শ্রুজন । যতনে ধরম সদা করিবে রক্ষণ ॥ রাত্রিকালে
 দধি নাহি করিবে ভোজন । দিক্ত ছাত্ত দিল রাত্রে করিবে বর্জ্জন ॥ কণ-
 নাসাকণ্ডুরন রাত্রে না করিবে । প্রণাম বা আশীর্বাদ সর্বথা ত্যজিবে ॥
 উচ্চৈঃশব্দে কারে নাহি করিবে আহ্বান । পরনিন্দা ত্যাগিবে ওহে মতি
 মান ॥ রাত্রিকালে এই সব কভু না করিবে । যতনে শাস্ত্রের বিধি পালিতে
 ছইবে ॥ দিবাতে শয়ন নাহি করিবে কখন । মৈথুন সর্বথা দিনে করিবে
 বর্জ্জন ॥ না করিবে দিবাভাগে কভু পরিহাস । বেদের সিখন ইহা শাস্ত্রেতে
 প্রকাশ ॥ গৃহীজন নিরন্তর একান্ত অন্তরে । দেবোৎসবক্রিয়া আদি করিবে
 সাদরে ॥ প্রতিদিন দেবতার করিবে পূজন । দেবতারে সর্ব কর্ম করিবে
 অর্পণ ॥ গৃহস্থ-ধরম এই বলিছু তোমারে । বাণপ্রস্থ ধর্ম এবে শুনিহ সাদরে ॥
 শেষেতে ভিক্ষুকপ্রম করিব কীর্তন । পুরাণে ধর্মের কথা অতি বিমোহন ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুকপ্রম বর্ণন ।

বাস উবাচ । গৃহস্থ যদা পশ্চেষ্টনীপলিতমাত্মনঃ ।
 অপত্যমৈব চাপত্যং তদাবণ্যং সমাপ্নয়েৎ ॥
 মার্কণ্ডেয়পুৰাণতঃ চণ্ডীসপ্তশতীকৃতং ।
 শ্রীমদ্রামায়ণ ভাষ্যেণ বিপ্রঃ সঙ্গাশ্রমঃ পঠেৎ ॥

বাস কহে শুনি শুন ওহে মহাত্মনি । বলিব তোমার পাশে অর্পণ
 কাহিনী ॥ যখন দেখিবে গৃহী নিজ কলেবর । পলিত হয়েছে তাহা ওহে
 মুনিবর ॥ পুত্র পৌত্র আদি করি জন্মেছে সংসারে । তখন যাইবে গৃহী
 অরণ্য-যাকারে ॥ মার্কণ্ডপুরাণে আছে ঠিকুর শ্রব ॥ গীতাশাস্ত্র ভারতেতে
 হয়েছে উদ্ভব ॥ যে কোন আশ্রমে বিপ্র করে অবস্থান । সর্বদা পড়িবে উহা
 ওহে মতিমান ॥ যেই জন ~~কৈ~~ নাহি করে অধ্যয়ন । বিফল জন্ম তার
 শাস্ত্রের বচন ॥ চণ্ডী গীতা হরিনাম যেই নাহি গায় । গঙ্গাস্নানহীন কিবা

কহিনু তোমার ॥ ধরাধামে ইহাদের জন্ম বিকল । কহিলাম সার
তোমার গোচর ॥ পলিতশরীর গৃহী হইবে যখন । অপত্যের পূজকর্ম করিবে
দর্শন ॥ তখন আহাববৃষ্ণা করি পরিহার । পরিচ্ছদ তৈয়াগিয়া ওহে গুণা-
ধার ॥ পুত্র প্রতি ভাষাভার করিয়া অর্পণ । অপবা পত্নীর সঙ্গে করিয়া
গ্রহণ ॥ গমন করিবে গৃহী কানন-মারারে । মুনিরস্তু আচরিবে একান্ত
অন্তরে ॥ শাক মূল ফল আদি করিবে ভোজন । চীরবাস নিজ অঙ্গে করিবে
ধারণ ॥ প্রতিদিন প্রাতঃকালে করিবেক স্নান । জটাম্বল-মধুধারী হইবে
ধীমান ॥ স্বাধায়-নিরত দাস্ত্র সমাহিত হবে । অরিহোত্র অনুষ্ঠান বিধানে
করিবে ॥ চাতুর্দশ আচরণ করিবে বিধান ॥ চরু পুরোডাশ দিবে যত দেব-
গণে ॥ অবশেষে নিজে কিছু করিবে ভোজন । লবণ কদাপি নাহি করিবে
গ্রহণ ॥ ব্রহ্মচারী ভাবে সদা রবে যতিমান । শয়ন করিবে ভূমে শাস্ত্রের
বিধান ॥ সর্বত্র সমান ভাব ভাবিবে অন্তরে । রক্ষমূলে যথা তথা রহিবে
সাদরে ॥ তপস্বিতে নিজ দেহ করিবে শোধন । যোগাভ্যাস নিরন্তর করিবে
সাধন ॥ পাতক শোধন হেতু একান্ত অন্তরে । বন্য-স্নেহ-সেবারত হইবে
সাদরে ॥ বাণপ্রস্থ-অবশেষে চতুর্থ আশ্রম । ভিক্ষুক লাহার নাম ওহে তপো-
ধন ॥ সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে । একহানে বহুদিন কছু নাহি রবে ॥
সর্বদা করিবে ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান । ক্ষুদিমাঝে কোপ নাহি রবে বিদ্যমান ॥
জ্ঞেতেন্নিয় হতে হবে একান্ত অন্তরে । আত্মজ্ঞানে সদা বাঞ্ছা করিবে সাদরে ॥
একশ্রম হতে পুনঃ অনাশ্রমে যাবে । এককাল মাত্র সুখে ভিক্ষার খাইবে ॥
নিরন্তর ধ্যানে রত রহিবে যুজন । ভিক্ষুর ধর্ম ইহা ওহে তপোধন ॥ গৃহস্থ-
জালয়ে কছু করিলে গমন । বহুকণ তথা নাহি রহিবে কখন ॥ গোদোহনে
যত কাল সময়তীত হয় । ততকণ রবে তথা ওহে মহোদয় ॥ গৃহস্থ যদ্যপি
কোন দ্রব্য দান করে । খাইবে আনন্দ তথা পুলক অন্তরে ॥ মধু মাংস
কিন্তু নাহি খাইবে কখন । অমংকণা পরনিন্দা করিবে বর্জন ॥ তীর্থসেবা
করি দিন মতত কাটাবে । ভিক্ষুর নিয়ম এই অন্তরে জানিবে ॥ চতুর্বিধ
আশ্রম যে করিনু বর্ণন । গৃহাশ্রম সর্বশ্রেষ্ঠ ওহে তপোধন ॥ পুত্র উৎপাদন
নাহি করি যেই জন । বেদ অধ্যয়ন আদি করিয়া বর্জন ॥ গৃহাশ্রম পরি-
ত্যাগ যদি কেহ করে । অধোগতি হয় তার শাস্ত্রের বিচারে ॥ ধৃতি ক্রমা দয়া
শৌচ ইন্দ্রিয়-দমন । লজ্জা বিন্যা সদা তুষ্টি ধর্মের লক্ষণ ॥ সন্ন্যাস আশ্রম
করে যেই মহামতি । অস্ত্রমে সে জন লভে পরমা সুগতি ॥ সন্ন্যাস হইতে
ধর্ম আর কিছু নাই । শাস্ত্রের বচন ইহা কহি তব ঠাই ॥ বিশেষতঃ কলি-
কালে সন্ন্যাস ধর্ম । পরম দুর্জিত হয় ওহে তপোধন ॥ আশ্রম-ধর্ম-কণা
বলিনু তোমারে । এবে কি শ্রমিতে বাঞ্ছা বলহ আমারে ॥ পুরাণে লুপ্ত
কথা অতি গনোহর । সাধুজন্ম শুনি হয় প্রফুল্ল অন্তর ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

স্ত্রীধর্ম কথন ।

বাস উবাচ । লবতয়া ভবেদ্রারী মলজ্জা শিত্তাধিকী ।
অনালস্তা সদা সিত্তা মিত্তা গুলোভনজ্জিহা ।
নাস্তি স্ত্রীণাং পুংসু যজ্ঞো ন যতং নাপ্যপোষণং ।
পতিং শুশ্রুষতে যঃ তু সৈব ধর্মে মহীযতে ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুংঃ ওহে ভগবন । স্ত্রীধর্ম আমার পাশে করহ
কীর্তন ॥ নারীর চরিত্র বল কিবা রূপ হয় । শুনিবারে কুতূহলী হতেছে হৃদয় ॥
এতেক বচন শুনি কুরু-দ্বৈপায়ন । কহিলেন শুন বলি ওহে তপোধন ॥
‘স্বাধীনা রমণী-জাতি কভু নাহি হবেন । মহাশয়-ভাষিণী হয়ে সদত রহিবেন
মলজ্জভাবেতে সদা করিবে বসতি । নিরলস হয়ে সদা করিবেনক ত্রিতি ॥
সুসিদ্ধ-স্বভাব সদা হইবে রমণী । মিতবাক্ হবে সদা ওহে মহামুনি ॥ না
রাখিবে লোভ কভু হৃদয়-মাঝারে । শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু তোমারে ॥
যজ্ঞ ত্রুত উপবাস সকলি বিফল । পতিসেবা রমণীর ধর্ম কেবল ॥ নিরন্তর
পতিসেবা যেই নারী করে । পূজনীয়া হব সেই গিয়া সুরপুরে ॥ বিধবা হইয়া
যেই অবনী-মাঝারে । ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান নিরন্তর করে ॥ অপূত্র হলেও সেই
সুরপুরে যায় । শাস্ত্রের বিধান ইহ কহিনু তোমায় ॥ পতিরে ইন্দের সম
করিবে দর্শন । পতি বিনা গতি নাহি নারীর কখন ॥ সুরূপ কুরূপ কিয়া
যেইরূপ হয় । তথাপি পতিরে ত্যাগ সমুচিত নয় ॥ সদবা রমণী যারা এ
ভব সংসারে । ব্রহ্মতে তাদের বল কিবা ফল করে ॥ উপবাসানিতে ফল
কিছুমাত্র নাই । পতিমাত্র মার ত্রুত কহি তব ঠাই ॥ পতি যবে যেই আজ্ঞা
করিবে প্রদান । তাহাই তাদের ত্রুত ওহে মতিমান ॥ পতির মরণে যদি
সহগামী হয় । পতিরে উদ্ধার করে সে নারী নিশ্চয় ॥ ইহা হতে শ্রেষ্ঠ
ধর্ম রমণীর নাই । বলিনু শাস্ত্রের কথা শ্রবণে তব ঠাই ॥ সহগামী পতি সহ
যেই নারী হয় । মন্বন্তর সেই নারী পতি সহ রয় ॥ পতি সহ সুরপুরে করে
অবস্থিতি । আনন্দে কাটায় কাল শাস্ত্রের ভারতী ॥ বিধব রমণী যারা
ওহে তপোধন । ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান তাদের ধর্ম ॥ রক্তবস্ত্র বিধবারা কভু
না পরিবে । ঋত্নাতে শয়ন করা সর্বথা বর্জ্যবে ॥ করিবে না অন্য সহ
যৈশুম কখন । শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে তপোধন ॥ পতি-পুত্র হীনা যদি

নারীজাত হয় । অবারা তাহার নাম শাস্ত্রে হেন কর ॥ অবীরা বিবিধ হয়
ওহে মহাত্মন । দত্তা ও অদত্তা নাম শাস্ত্রের কথন ॥ অদত্তার অন্ন আদি
কড় নাহি লবে । দত্ত-দত্ত অন্ন লবে সম্বন্ধ পৌরবে ॥ বিকলাঙ্গ ললাটোচ্চা
যেই নারী হয় । দশন বিকট যার ওহে মহাত্মন ॥ তুমুদয় পরস্পর অহিদূরে
যার । লজ্জাহীন নারী যেই ওহে গুণাধার ॥ সে জন বিধব হয় শাস্ত্রের
বচন । কহিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন ॥ পত্নিহীন হবে যেই ওহে
মহাত্মন । কোটিল্য তাদের স্বনে নিরতুর রয় ॥ তাহার মুগ্ধ হয় শাস্ত্রের
বচন । নারীর ধরম এই করিনু কীতন ॥ দেবপূজা ধর্ম্য হবে শুন মহামতি ।
পুরাণে পুরোয় কথা অপেক্ষ ভারতী ॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মাদি পূজাধর্ম্য ও তৎপুসকে গণেশব্রত,
সূর্যব্রত প্রভৃতি ব্রত কথন ।

ম্যাস উবাচ । সর্বনন্দসকারণ্যে গণেশাকাঙ্ক্ষ তাবিকাঃ ।
শিবঞ্চ পশুপতান বৈ পূজয়েদুৎসাহবিশি ॥
ইন্দ্রমগ্নিঃ ফলৈশ্চ নৈবাতং বরুণস্তথা ।
বায়ুঃ কুবেরশচানং ব্রহ্মানন্তৌ চ পূজয়েৎ ॥

বাস কহে শুন শুন ওহে হপোদন । যে কোন বঙ্গল কার্য্য করিবে
মখন ॥ গণপতি সূর্য্য বিষ্ণু শিবিকা সে আর । শিব এই পক্ষে পূজা শাস্ত্রের
বিচার ॥ তার পর ইন্দ্র অগ্নি শমন রাজন । নৈবাত বরুণ যক্ষ-অদিপ পবন ॥
ঈশান ব্রহ্মাবে পূজি অনন্তে পূজিবে । সোম কুজ সৌম্য ওর শুক্রে
অর্জিবে ॥ শনি রাহু বেহু পরে করিয়া পূজন । তার পর শুভ কর্য্য করিবে
সাদন ॥ যে দেবের ব্রত কায্য করিতে হইবে । এই সব দেবে আগে যতনে
পূজিবে ॥ ব্রতদেবে তার পর করিবে পূজন । কহিনু শাস্ত্রের কথা তোমার
সদন ॥ গণেশ ব্রতের কথা শুন মহাত্মন । এই ব্রতে বিষদূর শাস্ত্রের বচন ॥
ফাল্গুনে চতুর্দশী তিথি যেই দিন হয় । সেদিনে করিবে ব্রত ওহে মহোদয় ॥
তিলান্ন ভোজন হয় ব্রতের বিধান । ইহাতে করিবে ব্রতী তিলোদক পান ॥
তিল দ্বারা অষ্টাহুতি অর্পিয়ে সাদরে । শাস্ত্রের বিধান ইহা কহিনু তোমারে ॥
এই ব্রত যেই জন করয়ে সাধন । বিশ্বরাশি তার শাপে না আসে কখন ॥

পূজা অস্ত্রে মনস্কর করিবে সূজম । যেমন আছে মনু শাস্ত্রের লিখন ॥ *
 দুই বর্ষ এই রূপে ত্রৈতের বিধান । ইহাতে পরম তুষ্ট গণগতি পান ॥ তাঁহার
 প্রসাদে হয় বাসনা সফল । সর্বদা সে জন পায় পরম মঙ্গল ॥ গণেশ ত্রৈতের
 কণা করিনু কীৰ্তন । সূর্য ত্রৈত বলি তবে শুন তপোধন ॥ সূর্য ত্রৈত-কালে
 লোক রোগমুক্ত হয় । সপ্তমীতে এতের বিধি গুহে মহোদয় ॥ ষষ্ঠীতে যখন
 হয়ে একান্ত অন্তরে । হবিষ্যন্ন-ভোজী হয়ে তবে ভক্তিভরে ॥ সপ্তমীতে
 উপবাস করিবে সূজম । যথাবিধি সূর্যদেবে করিবে পূজন ॥ একবর্ষ এই-
 রূপে সূর্যদেবে পূজিলে । ধন ধান্য বৃদ্ধি হয় সেই পুণ্যকলে ॥ রোগনাশ
 হয় তার শাস্ত্রের বচন । পরকালে হয় তার কল্যাণ সাধন ॥ পুনরায় জন্ম
 তার কভু নাহি হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ ইহা ভিন্ন সেই
 রূপে সূর্য তুষ্ট হয় । বলিতেছি সেই কথা শুন তপোধন ॥ রবিবারে ভক্তি-
 ভরে সূর্যদেবে পূজিবে । দিব্যভাগ উপবাসে ঘাপিতে হইবে ॥ রাত্রিকালে
 যথাবিধি করিবে ভোজন । পুরলোকে যাবে সেই শাস্ত্রের বচন ॥ অন্যরূপ
 সূর্য ত্রৈত করিব কীৰ্তন । মন দিয়া শুন তাহা গুহে মহাত্মন ॥ যদ্যপি রবি
 সংক্রান্তি রবিবারে হয় । ভাস্করে পূজিবে তাহে গুহে মহোদয় ॥ দিব্য-উপ-
 বাসী থাকি রাত্রিতে খাইবে । আদিত্য সনয় জপ বিধানে করিবে ॥ যাবন
 ভাস্কর নাহি অন্তালে যায় । তাবত চিন্তিবে তাঁরে কহিনু তোমাগ ॥ মিন
 ত্রয়া বিপ্রগণে করাবে ভোজন । আপনি পায়স মাত্র করিবে ভক্ষণ ॥ এই-
 রূপে সূর্যপূজা ঘেই জন্ম করে । সর্ব কাম সিদ্ধি তার শাস্ত্রের বিচারে ॥
 অন্যরূপ ত্রৈত আছে শুন তপোধন । যাবমাসে সপ্তমীতে করিবে অক্ষয়
 সপ্তমীতে রবিবার যদি কঁড় হয় । মহা মহাকল তাহে জানিবে নিশ্চয় ॥
 বিজয়-সপ্তমী নাম তাহারেই বলে । স্নান দান তপ হোম করিবে সাদরে ॥
 উপবাসে সূর্যপূজা করিবে সাধন । মহাকল হবে তাহে গুহে তপোধন ॥
 শুক্লপক্ষে সপ্তমীতে রবি সংক্রমণ । মহাজয়া নাম তার শাস্ত্রের বচন ॥
 রবিতুষ্টিপ্রদা তিথি জানিবে অন্তরে । স্নান দান আদি করি করিবে সাদরে ॥
 স্নাত কিম্বা দ্রব্ধে সূর্য করিলে অর্পণ । পাপমুক্ত হয়ে যায় ভাস্কর-ভবন ॥
 পূর্ণ এক বর্ষ হয় ত্রৈতের বিধান । জাতিমাত্রে অধিকার ইহাতে সমান ॥
 অষ্টোদ্ধার্য দিবাকরে করিলে অর্পণ । মহাকল হয় তাহে শাস্ত্রের বচন ॥
 দারুপাত্রে হুৎপাত্রে স্বর্ণাদি আধারে । অষ্টোদ্ধার্য সমর্পিবে কহিনু

* মনস্কর মনুষ্য যথা—দিব্যায় শুরায় গজাননায়

। লম্বোদরায়ৈকরাযুধায় ।

নগাশ্বজালেহসমুত্তরাং

কৃষ্ণরহস্যায় নমো বরায় ॥

† সূর্যদেবের দ্রব্য যথা—জল, দুগ্ধ, হুশীরা, হুত, দধি, মধু, বজ্রকবচীর ও রক্ত চন্দন ।

তোমারে ॥ শিবব্রত বলি এবে শুম মহাত্মন । ফাক্তমের শুক্লপক্ষে করাবে
 নাধম ॥ চতুর্দশী দিনে ত্রৈত আরম্ভ করিবে । একবর্ষ প্রতিমাসে শিবেরে
 পূজিবে ॥ রাত্রিকালে ফলমাত্র করিবে ভোজন । পরদিনে বিপ্রগণে করাবে
 ভক্ষণ ॥ ইহাতে পরম তুষ্ট হন পশুপতি । শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহা-
 মতি ॥ মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা অষ্টমী পাইয়ে । রাত্রিতে পূজিবে শিবে একান্ত
 স্নবয়ে ॥ মহাপুত্র হয় তাহে শাস্ত্রের বচন । অমারূপ শিবব্রত শুনহ
 এখন ॥ শম্বরে পূজিবে পৌর্বে কৃষ্ণাষ্টমী দিনে । স্নত মাত্র খানে ত্রতী বিহিত
 বিধান ॥ রাজপেরক্ষণ তাহে হইবে অর্জুন । শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহা-
 ত্মন ॥ মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষে সূত্রিণি পাইয়ে । পূজিবেক মহেশ্বরে একান্ত
 স্নবয়ে ॥ দুহ্মমাত্র রাত্রিকালে করিবে ভোজন । গোমেষধ যজ্ঞের ফল হবে
 উপার্জন ॥ ফাল্গুনমাসেতে শিবে পূর্ণি ভক্তিভরে । তিলমাত্র যদি খায় সেই
 ত্রতী নরে ॥ রাজসূয় হতে অষ্টগুণ ফল পায় । সত্য সত্য এই কথা কহিমু
 তোমায় ॥ চৈত্রমাসে অষ্টমীতে একান্ত যতনে । ঝাণু নামা মহেশ্বরে পূজিয়া
 বধানে ॥ যবমাত্র ত্রতীজন করিলে ভোজন । অশ্বমেধফল পাবে সেই
 পশুজন ॥ চৈত্রমাসে শিবোৎসব করিবে সকলে । নৃত্য গীত মহোৎসব আদি
 আশাহলে ॥ ত্রিসন্ধা করিবে স্নান ত্রতী, যেই জন । রাত্রিকালে হবিষ্যন্ন
 করিবে ভোজন ॥ জিহেক্সিয়া হয়ে রবে বিহিত বিধানে । মহাপ্রীত হবে তাহে
 মহেশ্বর মনে ॥ শিবদ্বন্দ্বপতা পাবে সেই ত্রতী জন । শাস্ত্রের বচন উহা ওহে
 নরপাধন ॥ সর্ষপক্ষ পরিত্যাগ করিবে সূচন । শিবোৎসবপরায়ণ হবে
 পশুজন ॥ রাত্রিকালে জাগরণ করিবে করিবে । নানাবিধ মহাবাদ্য করিবে
 বৈলাসে ॥ মনসুখে নৃত্য গীত যদি ত্রতী করে । শঙ্কর পরম তুষ্ট তাহার
 উত্তরে ॥ যন্যপি প্রসন্ন হন নব পঞ্চানন । করিতে পারেন স্ত্রী অথচ
 পুটন ॥ দুগ্ধপা অগতে তার কিছু নাহি রয় । এ হেতু পূজিবে শিবে ওহে
 মহোদয় ॥ শিবপাশে ষড়্বাদ্য কভু না করিবে । শঙ্খজল শিবপাশে সর্ষপা
 তাজিবে ॥ গ্রাম হতে বহির্ভাগে করিয়া গমন । আমন্দেতে শিবোৎসব করিবে
 নাধম ॥ মংক্রান্তিতে হোম আদি করি উপবাস । সমাপিবে ত্রৈতবিধি শাস্ত্রেতে
 প্রকাশ ॥ বৈশাখেতে শিবসূজ্য করিয়া যতনে । রাত্রিকালে কুশোনক খাইবে
 বিধান ॥ সর্ষফল লাভ তাহে হইবে নিশ্চয় । শাস্ত্রের নিয়ম ইহা কভু
 বিখ্যা নয় ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে ভক্তিভরে পূজি পশুপতি । গোগৃক্স-উদক পান করিবে
 স্নমতি ॥ গো-কোটি দামের ফল হইবে তাহার । শাস্ত্রের বিধান এই কহিমু
 তোমায় ॥ উগ্রমাঘা মহাদেবে জ্বাটে পূজিয়ে । ষোড়শ যন্যপি খায় আমন্দ-
 স্নবয়ে ॥ দিব্য শতবর্ষ থাকে কৈলাস মগরে । মহাতুষ্ট হন শিব তাহার উপরে ॥
 শর্কর নামা মহেশ্বরে পূজিয়ে প্রাণে । অর্করত্ন রাত্রিকালে খাইবে যতনে ॥
 গোমেষধ যজ্ঞের ফল পাবে সেই জন । শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে মহাত্মন ॥

তাদ্রম্যসে কৃষ্ণাষ্টমী স্মৃতিধি পাইয়ে । ত্রাঘকে পূজয়ে যেই একান্ত মনয়ে ॥
 বিলুপত্র-রস নিজে করয়ে ভোজন । বাজপেয় ফল পায় সেই মাদুজন ॥
 ঈশ নামা মহেশ্বরে পূজিয়া আশ্বিনে । তণ্ডুল-উদক পান করিলে যতনে ॥
 পৌণ্ড্রক-ফল পায় সেই মাদুজন । শ্যামের নিয়ম মিথ্যা নহে কদাচন ॥
 কাষ্ঠিকে অষ্টমী তিথি হবে সেই দিন । ঈশানে শিবের পূজা করিবে সে দিন ॥
 রাহিতে গোময়মাত্র করিবে ভোজন । পদাঘ্র-ফল পাবে সেই মাদুজন ॥
 সঙ্কটমূর্ত্ত এই ত্রুত করি আচরণ । বিপ্রগণে মিট দ্রব্য করাবে ভোজন ॥
 দ্ব্যতবুদ্ধ পায়মান কৃদ্রে অর্পিবে । কৃষ্ণবনা পরশ্বিনী অর্পণ করিবে ॥
 কৃষ্ণাষ্টমী ত্রুত এই করিয়া সাধন । দক্ষিণা বিশেষে দিবে ওহে মহামুনী ॥
 এইরূপে শিবত্রুত সেই জন করে । অভ্যুত সাধন তার হয় শিববরে ॥
 বৈষ্ণবের ত্রুতবিধি করিব কীটন । মন নিয়া শুন এবে ওহে তপোদন ॥
 পুরাণের সার বৃহৎসংহিতা পুরাণ । শুনিলে সে জন ছোর স্বর্গের সোপান ॥

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

বৈষ্ণব-ত্রুত কথন ।

বাস উগাচ । একাদশীতিথিঃ পুণ্যং বৈষ্ণবী পাপনাশিনী ।
 শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা তত্রোপোষ্য চরিৎ বজ্জেৎ ॥
 একাদশ্যাং নিবাহাবো দ্বাদশ্যাং পারণং চবেৎ ।
 একাদশ্যাং ভোজনাত নাস্তং পাপতবং পরং ॥

বাস বলে শুন শুন ওহে তপোদন । বৈষ্ণবের ত্রুতবিধি করিব কীটন ॥
 একাদশী পুণ্য তিথি পাতকনাশিনী । কিবা শুক্লা কিবা কৃষ্ণা ওহে মহামুনী ॥
 এই দিনে উপবাসী রহিবে সূজন । অন্নিমে ত্রীহরিপুরে করিবে গমন ॥
 এই দিনে নিরাহারে করি অবস্থান । দ্বাদশী দিনেতে পরে পারণ বিধান ॥
 একাদশী দিনে যদি করয়ে ভোজন । ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয় সেই জন ॥
 ইহা হতে পাপ আর কিছুমাত্র নাই । বলিলাম শাস্ত্র-কথা ঋষে তব ঠাই ॥
 ব্রহ্মহত্যা আদি করি পাতক-নিকর । অন্নে আশ্রয় করি ওহে মুনিবর ॥
 একাদশী দিনে সব করে অবস্থান । এই হেতু উপবাসী রহিবে ধীমান ॥
 সর্ব জাতি সর্বাত্মী কিবা নর মারী । উপবাসী হবে তবে অতি ভক্তিরি ॥
 নিবা গতি পাবে সেই শাস্ত্রের বচন । ইহা হতে শ্রেষ্ঠ কর্ম নাহিক কখন ॥
 সধবা, বৃন্দা, যদি একাদশী করে । রাহিকালে জল পান করিবারে পারে ॥ কিবা

কুলা কিবা শুক্লা যেই পক্ষ হয়। একাদশী দিনে নাহি খাইবে নিশ্চয় ॥
 কিবা গৃহী বানপ্রস্থ যতি আদি করে। উপবাসী রবে সবে জীহরিবাসরে ॥
 হরিরে পূজিবে সাধু একাদশী দিনে। মহাকল হবে তাহে শাস্ত্রের বিধানে ॥
 একাদশী সম ভ্রাত ভ্রাত আর নাই। কহিলাম গুঢ় কথা তবে ঠাই ॥
 ত্রিভুবনে যত কৰ্ম কর দরশন। ইহা হতে শ্রেষ্ঠ কৰ্ম না হয় কখন ॥
 নরকভ্রত-সার ভ্রত একাদশী হয়। কৃষ্ণ-প্রীতি হয় তাহে জানিবে নিশ্চয় ॥
 দেবমধ্যে যথা কৃষ্ণ সবার প্রধান। নাহি কোন দেবী যথা রাধিকা সমান ॥
 বিদ্যার সমান ধন নাহিক যেমন। অম্বিকা শক্তির শ্রেষ্ঠ আছেন যেমন ॥
 গুরুমধ্যে মাতা যথা বন্ধু-মধ্যে পতি। বল-মধ্যে নৈব বল তেজে দিব্যপতি ॥
 ক্ষমা-মধ্যে ক্ষিতি শ্রেষ্ঠ বিদিত যেমন। ছন্দেতে গায়ত্রী যথা শাস্ত্রের বচন ॥
 আশ্রমেতে গৃহাশ্রম যেমন প্রধান। শঙ্কর বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শুন বুদ্ধিমান ॥
 তীর্থেতে জাহ্নবী যথা তৈজসে কাকন। শাস্ত্র মধ্যে বেদ শ্রেষ্ঠ আছেন যেমন ॥
 অশ্বথ রক্ষের শ্রেষ্ঠ যেমন বিদিত। তুলসী পত্রের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের বিহিত ॥
 ভারত বর্ষের মধ্যে যেমন প্রধান। রাজ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ যথা দাশরথি রাম ॥
 দিক্কেতে কপিল যথা সবার প্রধান। যেমতি রূপেতে শ্রেষ্ঠ রতিপতি কাম ॥
 ব্রহ্মহির শ্রেষ্ঠ যথা দেব রূহ-পতি। নদী-মধ্যে শ্রেষ্ঠ যথা নদী সরস্বতী ॥
 বৌদীর প্রধান যথা সনত-কুমার। সুরতি পশুর শ্রেষ্ঠ বিদিত সংসার ॥
 ইরাবত গজ শ্রেষ্ঠ বিদিত যেমন। হিমাদ্রি শৈলের শ্রেষ্ঠ জানে গর্ভজন ॥
 যক্ষের প্রধান যথা দেব ধনেশ্বর। কৌস্তুভ মণির শ্রেষ্ঠ জানে চরাচর ॥
 সূর্য্যলী রাক্ষস শ্রেষ্ঠ যেমন বিদিত। নারী-মধ্যে শত্রুরূপা যথা পরিচিত ॥
 গন্ধর্ব্বের শ্রেষ্ঠ যথা নাম চিত্ররথ। তেমতি ভ্রাতের শ্রেষ্ঠ একাদশী ভ্রত ॥
 একাদশী দিনে যেই করয়ে ভোজন। মহাপানী বলি সেই বিদিত ভুবন ॥
 ইহকালে মহাকষ্ট পেয়ে সেই জন। অস্ত্রিমে নরক মাঝে সে করে গমন ॥
 কুম্বীপাকে পড়ি সেই দুষ্ট দুরাগর। একাদশ যুগ কষ্ট পায় অনিবার ॥
 পুনশ্চ চণ্ডাল হয়ে ধরয়ে জনম। সপ্তজন্ম কুটরোগী হয় সেই জন ॥ একাদশী-
 ভোজনেতে যেই ফল ফলে। বলিলাম বিবরিয়া ভোমার গোয়ে ॥ দ্বাদশী
 গজেন দোষ করিব বর্ণন। মন দিয়া শুন তাহা বিধির মন্দন ॥ দশমীতে
 একাদশী দ্বাদশী মিলন। যেই দিনে তিথিত্রয় হইবে স্পর্শন ॥ সেই দিন
 ভোজনেতে নাহি কোন পাপ। সে দিনে খাইলে কিছু নাহি থাকে তাপ ॥
 দ্বাদশীতে উপবাস হরির অর্চন। ত্রয়োদশী দিনে পরে করিবে পারণ ॥
 সম্পূর্ণ দিবস হয় একাদশী ভোগ। পর দিন হয় যদি ঐবৎ সংযোগ ॥ তা
 হলে দ্বিতীয় দিনে হবে উপবাস। যদি দণ্ড হলে রুদ্ধি নাহি হয় ভ্রাস ॥ পর
 দিনে রুদ্ধি তিথি যদি কষ্ট হয়। দ্বাদশী ভ্রাসেতে ত্রয়োদশী যদি হয় ॥ পূর্ব
 দিনে উপবাসী রবে গৃহী জন। পর দিন অপারেতে রবে অনশন ॥ পর দি

পারগণ্ডেশে যেই সাধু জন । যথাবিধি নিত্যকর্ম করে আচরণ ॥ পূর্বদিনে মঙ্গল
 কার্য্য ত্রৈলোক্যগণ । পর দিনে হরি পূজি হইবে পারণ ॥ একাদশী সমতীতে
 পারণা হইবে । শাস্ত্রের লিখন ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ গৃহী বৈষ্ণবাগ্নি মনে
 আমনিত-মনে । শুক্লপক্ষে উপবাসী রবে একমনে ॥ অপার বৈষ্ণব আদি
 কৃষ্ণপক্ষে করি । পাইবে উচিত ফল শাস্ত্রের বিচারি ॥ বেদের লিখন এই
 করিষু বর্ণন । ত্রৈলোক্য বিধান এবে করহ প্রবণ ॥ হবিষ্য করিবে একাদশী-
 পূর্ব-দিনে । শয়ন করিবে সুখে কুশের আসনে ॥ ত্র্যম্বক মুহূর্ত্তে উঠি পরে
 সাধু জন । প্রাতঃকৃত্য যথাবিধি করিবে সাধন ॥ কৃষ্ণের প্রীতির জন্য হয়
 উপবাস । সঙ্কল্প করিবে যথা শাস্ত্রেতে প্রকাশ ॥ করিবেক পূজাদ্রব্য ক্রমে
 আয়োজন । বোড়শোপচার পরে হবে আনয়ন ॥ অবশেষে ধৌতবাস করি
 পরিধান । আচমন স্তুতিবাক্য যতেক বিধান ॥ ধান্যের উপরে ঘট করিবে
 স্থাপন । আত্মশাখা সিন্দুরাদি করিবে অর্পণ ॥ গাণপতি সূর্য্য বহ্নি আর
 নারায়ণ । শিব শিবা সব দেবে করিবে পূজন ॥ যথাবিধি পূজা করি প্রণাম
 করিবে । মনে মনে শ্রীহরিরে হৃদয়ে স্থরিবে ॥ এই ছয় দেবে অগ্রে না করি
 পূজন । অন্য দেবে পূজা যদি করে কোন জন ॥ বিফল হইবে সব জানিবে
 নিশ্চয় । শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদমতে কয় ॥ অবশেষে কৃষ্ণ-পূজা বোড়শো-
 পচারে । করিবেক যথাবিধি হরিস-অন্তরে ॥ পূজা শেষ করি পরে করিষ্য
 স্তবন । মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি করিবে অর্পণ ॥ করিবেক স্তব পাঠ পুশক-অন্তরে ।
 কোথা কৃষ্ণ নরায়ণ এস হে অন্তরে ॥ সংসার-বন্ধন হতে করহ উদ্ধার । তব
 পাদপদ্মে করি কোটি নমস্কার ॥ ভবভয় নাশ কর ওহে জনার্দন । এক্রমে
 অনেক স্তব করিবে সূজন ॥ ত্র্যম্বকে দক্ষিণা দিবে শক্তি অনুসারে । রাহু
 জাগরিতে হবে হরিস অন্তরে ॥ নিদ্রা নাহি যাবে রাত্রে কহিণু বচন । না
 করিবে জলপান শাস্ত্রের লিখন ॥ নিদ্রা যায় কিম্বা যদি করে জলপান ।
 একাদশী অর্দ্ধ ফল সেই জন পান ॥ পর-দিনে স্তবচিন্তে হবিষ্য করিবে ।
 এক্রমে হরির পদযুগল পূজিবে ॥ যেই জন এইরূপে করেন পূজন । শত-জন্ম
 পাপ তার হয় বিনাশন ॥ পূর্ব পক্ষ পর পক্ষ পুরুষ তাহার । নিশ্চয় হইবে
 জেনো তাহাতে উদ্ধার ॥ মাসে মাসে একাদশী যেক্রমে করিবে । বিশেষ বলি
 তাহা শুভ ঋষে এবে ॥ একাদশী-দিনে কৃষ্ণ করিবে পূজন । ধূপ দীপ আদি
 করি করিবে অর্পণ ॥ অগ্নি বিপ্র জল কিম্বা শালগ্রামোপরে । অথবা প্রতিমা
 করি পূজিবে সাদরে ॥ মানে মাসে নৈবেদ্যাদি করিয়া অর্পণ । ভক্তি করে
 শ্রীহরিরে করিবে অর্চন ॥ মার্গশীর্ষ মাসে তাঁরে পরমাত্র দিবে । ভক্তি হরি
 দুহু চিনি অর্পণ করিবে ॥ পৌষমাসে হরিধনে করিবে অর্চন । অতি প্রাতে
 উকাদকে করাবে স্নান ॥ সুগন্ধি স্নেহদ্রব্যে করাইবে স্নান । মুগ মাষ ঘৃত
 আদি কুহিবে প্রণাম ॥ হিঙ্গু পত্রে সুবাসিত করিয়া সাদরে । শাল্যঙ্গ অর্পিবে

মাধু ত্রীহরি দেবেরে ॥ বাস্তুক নামেতে শাক ঘুতেতে ভাজিয়ে । তাহা আর
 দধি দিবে পুলকিত হয়ে ॥ এইরূপে মাঘ মাসে করিবে পূজন । কাঙ্কনেতে
 গুড় দিবে হয়ে একমন ॥ শাক ছোলা গব্যাস্ত করিবে প্রদান । মশকর দধি
 দিবে গুহে মতিমান ॥ পূর্ণিমাতে দোলযাত্রা করিবে বিধান । দোলাবে
 গোবিন্দে সবে পুলকিত-মমে ॥ গোবিন্দে দোলাবে যত গোপনারীগণ । মানা-
 বিধ বিভূষণ করিয়া ধারণ ॥ অপরূপ রূপবতী হইবে সকলে । করিবেক হস্ত
 পরিহাস কুতুহলে ॥ কমল-লোচনা হবে যত মারীগণ । নৃত্য গীত বাদ্য সবে
 হবে নিমগন ॥ পুষ্প-অলঙ্কার সবে ধারণ করিবে । চারিদিকে ~~পুষ্প~~ ^{পুষ্প}রক্তি
 করিতে থাকিবে ॥ নিরন্তর মন রবে ত্রীগোবিন্দ দেবে । দোলাবে যে সব
 নারী এইরূপ হবে ॥ চৈত্রমাসে সুবাদিত কুমুম-নিকরে । পূজিবে ত্রীহরিধনে
 অতি সমাদরে ॥ কুমুম চন্দন আদি করিবে প্রদান । মনোহর নৈবেদ্যাদি
 দিবে মতিমান ॥ আর্দ্রক হরিরে দিবে ভক্তিপূতমনে । আত্র চিনি আদি
 দিবে একান্ত যতনে ॥ বৈশাখে শীতল জলে করাইবে স্নান । তুলসী মল্লি
 সহ করিবে প্রদান ॥ ভূগের নৈবেদ্য আর তাম্বুল অর্পিবে । ঘৃত সহ অন্ন-
 দান বিধান করিবে ॥ কপূর-বাগিত জল করিবে প্রদান । এইত শাস্ত্রের
 বিধি গুহে মতিমান ॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে পল্ল আত্র দুধ আর চিনি । তাম্বুল প্রভৃতি
 দিবে গুহে মহামুনি ॥ ছত্র উপানহ মাধু করিবে প্রদান । সূক্ষ্ম বস্ত্রকৃত শয্যা
 করিবে প্রদান ॥ হরিরে চামর দিবে অতি মনোহর । মুক্তিবাঞ্ছা হৃদে করে
 সেই সব নর ॥ আষাঢ়ে তুলসী আর পদ্মপুষ্প দিয়ে । পূজিবেক কেশবেরে
 ভক্তিয়ুক্ত হয়ে ॥ ভক্তজনে বশ প্রভু সদা সর্করণ । আষাঢ়ে পনস দধি
 করিবে অর্পণ ॥ ঘৃত দুধ নৈবেদ্যাদি করিবে প্রদান । করিবেক রথযাত্রা
 যেমত বিধান ॥ নৃত্য গীত মহোৎসব করিবে কোটকে । ভোজন করাবে
 বিপ্রে অতীব পুলকে ॥ শ্রাবণেতে সূক্ষ্মবস্ত্র লাজ আনি করি । ভক্তিভরে
 দিলে দ্রষ্ট নেবদেব হরি ॥ ভাদ্রমাসে ঘৃতযুক্ত তালফল দিলে । কেশব পরম
 দ্রষ্ট তাহার উপরে ॥ আশ্বিনেতে গুল দিবে ভক্তিয়ুক্ত হয়ে । সঘৃত পায়স
 দিবে একান্ত হৃদয়ে ॥ নানাবিধ মিষ্ট আর নৈবেদ্যাদি করি । অর্পিলে কেশব
 দ্রষ্ট তাহার উপরি ॥ পাবণপার্বণেতে দিবে নারিকেল-ফল । তাহাতে ত্রীকু
 হন অতীব শীতল ॥ শালগ্রাম রুক্ষেরে দিবে অতি ভক্তিভরে । ইন্দ্রীর পুষ্পে
 পূজা করিবে সাদরে ॥ জম্বীরের রসযুক্ত করিয়া মে আর । শাক দিবে রুক্ষ-
 দনে গুহে গুণাধার ॥ লবঙ্গাদিযুক্ত কপি তাম্বুল অর্পিবে । বিষ্ণুর খদির
 ব্রহ্মে কভু নাহি দিবে ॥ দ্বিজেরা খদির নাহি করিবে ভোজন । শাস্ত্রের বচন
 ইহা গুহে মহামুন ॥ কার্তিকে সঘৃত অন্ন করিবে প্রদান । ঘনীকৃত ক্ষীর দিবে
 গুহে মতিমান ॥ শর্করা মরিচ দিবে কেশব দেবেরে । চন্দ্রাতপ ভক্তিভরে
 দিবেক সাদরে ॥ এইরূপে যেইকালে যেই দ্রব্য হয় । তাহা দিয়া পূজিবেক

হরি দয়াময় । সাধ্যমতে বিভূষণ করিবে প্রদাম । এইরূপে পূজা করে সেই
মতিমান ॥ সৰ্বসিদ্ধি হয় তার নাহিক সংশয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কহু মিথ্যা
নয় ॥ বিষ্ণুর পরম প্রিয় তুলসীর দল । বিষ্ণু নাম লবে সদা হইয়া বিমল ॥
জাহ্নবী গায়ত্ৰী গীতা শবিত্র এ তিন । হরির পরম প্রিয় জানিবে প্রবীণ ॥
শ্রবণ কীর্তন আর চরণ-সেবন । স্মরণ অর্চন বন্দ আত্মনিবেদন ॥ দাস্য কথা
এই নববিধ ভক্তিযোগে । পূজিবে যতন করি হরি মহাভাগে ॥ সংক্ষেপেতে
বিষ্ণুপূজা করিহু কীর্তন । দুর্গাপূজা বলি এবে করহ শ্রবণ ॥ অগ্নিহোত্র বেদ
যজ্ঞ-ঋক্ কিছু হয় । চণ্ডীপূজা সমতুল্য কিছুমাত্র নয় ॥ দুর্গারে প্রণাম করে
যেই মহাজন । অথবা ভক্তিভরে করয়ে অর্চন ॥ তাহারেই যোগী কহে
শাস্ত্রের বিচারে । মুনি নাম যোগ্য সেই কহিহু তোমারে ॥ মহাবুদ্ধি সেই জন
নাহিক সংশয় । শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা ওহে মহোদয় ॥ আশ্বিনের শুক্লপক্ষে
নবমী তিথিতে । দুর্গাপূজা করে সেই ভক্তিয়ুক্ত চিতে ॥ অশ্বমেধকল পায়
সেই সাধুজন । সন্দেহ নাহিক ইথে ওহে তপোধন ॥ সূর্যের গিরির তুল্য
পুণ্য রাশি রাশি । সে জন অর্জুন করে ওহে মহাশমি ॥ অনলে পতঙ্গ মরে
পুড়িয়া যেমন । চণ্ডীপূজা পাপরাশি বিনাশে তেমন ॥ দুর্গাপদে মতি রাখে
সদা যেই নর । মহাপাপ নাহি ঘেরে তার কলেবর ॥ পদ্মপত্রজন যথা না
লাগে পাতায় । সেরূপ পাতক নাহি আক্রমে তাহার ॥ বর্ষ অন্তে দুর্গাপূজা
সেই নাহি করে । দেবপূজাফল তার বিনাশে অচিরে ॥ সংক্ষেপে বলিহু
দুর্গাপূজার কথন । অন্য অন্য বিধি পূর্বে করিছি কীর্তন ॥ নাগব্রত বলি
এবে কর অবধান । আবণের শুক্লপক্ষে ইহার বিধান ॥ পঞ্চমীতে নাগপূজা
করিবে পূজন । দুর্দাস্কুর কুশ দপি করিবে অর্পণ ॥ গন্ধ পুষ্প জল আদি
দিবে উপহার । বিপ্রেরে করিবে তুষ্ট ওহে গুণদার ॥ তার পর ভাদ্রমাসে
পঞ্চমী তিথিতে । পায়স গুণ্ডলু মর্পি এ সব দ্রব্যোতে ॥ নাগের করিতে
পূজা শাস্ত্রের বিধান । এ ব্রত জানিবে নাগপঞ্চমী আখ্যান ॥ সংক্ষেপে
নাগের পূজা করিহু কীর্তন । এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মহাত্মন ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহোদয় । সূর্য আদি এহ যাহে পরিবৃষ্ট
হয় ॥ সেই কথা মোর পাশে করহ কীর্তন । কোন্ এহ কোথা থাকে কহ
মহাত্মন ॥ বাস বলে শুন শুন ওহে মহামতি । বলিব তোমার পাশে অপূর্ণ
ভারতী ॥ স্থির বায়ু যেই স্থানে আকাশ উপরে । এহগণ সেই স্থানে সদত
বিহরে ॥ সোজন সহস্র সৌল ধরা হতে দূরে । এহগণ আছে সবে শূন্যের
উপরে ॥ এই স্থানে স্থিরভাব করিয়া এহগণ । বায়ুদেব ধরিতেছে যত দেব-
গণ ॥ এই স্থানে মেঘগণ করি অবস্থান । ভূমিতলে জল বর্ষে ওহে মতিমান ॥
সহস্র বোজন দূর ইহা হতে পরে । চন্দ্র সূর্য্যে গরাসিতে রাহু স্থিতি করে ॥
অধিকঙ্ক কেতুএহ করে বিচরণ । তার উর্দ্ধে সূর্য্যদেব ওহে তপোধন ॥ বি

সপ্ততি যোজনের পর দিবাকর । করিছেন অবস্থিত ওহে মুনিবর ॥ লক্ষ
যোজনের পর চন্দ্রদেব রয় । তার উর্দ্ধে তারাগণ ওহে মহোদয় ॥ চন্দ্র হতে
এক লক্ষ যোজনের অন্তরে । তারাগণ আছে সবে ঈশ্বর-আজ্ঞাতে ॥ তার উর্দ্ধে
এক লক্ষ যোজনের পর । শুক্র গ্রহ অবস্থিত ওহে মুনিবর ॥ তার পর দুই
লক্ষ যোজন দূরেতে । মঙ্গল আছেন স্থিত জাম্ববৈক তিতে ॥ দ্বিলক্ষ যোজন
উর্দ্ধে তাহার উপর । বুধগ্রহ অবস্থিত ওহে মুনিবর ॥ বুধ হতে দুই লক্ষ
যোজন উপরে । বৃহস্পতি অবস্থিত কহিনু তোমারে ॥ তার পর দুই লক্ষ
যোজন উপর । অবস্থিত করি আছে গ্রহ শনৈশ্চর ॥ এইরূপে, গ্রহগণ করে
অবস্থান । শুভফলপ্রদ সবে ওহে মতিমান ॥ গ্রহগণ সঙ্গ তুষ্ট যাহার
উপরে । অমঙ্গল করু নাহি সেই জনে ধরে ॥ গ্রহবিপ্র বলি খ্যাত গণকেরা
হয় । তাদের পূজায় তুষ্ট যত গ্রহচর ॥ স্তবপাঠে তুষ্ট হয় যত গ্রহগণ । বলি-
তেছি গ্রহস্তব শুনহ এখন ॥ পুরাণের মার বৃহত্তরম পুরাণ । শুনিলে সে জন
লভে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

গ্রহস্তব ।

বাস উবাচ ।

শুণু দ্বিজশাস্ত্র ল সূর্য্যোক্তোক্ত মহাশয় ।

যচ্ছবাস্তব পশ্যিমা চ মঙ্গলপাণিঃ প্রমুখ্যতে ॥

বাস বলে শুন শুন ওহে তপোদন । সূর্য্যোক্তোক্তব পাশে করিব কীর্তন ॥
পড়িলে অথবা মনি করয়ে শ্রবণ । মঙ্গল পাণে মুক্ত, এই সূর্য্যোক্ত
“ও ওঙ্কাররূপে ভগবান্ ভাস্করশ্চ বিকর্তনঃ । সূর্য্যোক্তোক্ত দেবচাহ্যো ওঙ্কার-
নির্মকরঃ প্রভুঃ ॥ লোকপ্রকাশকঃ সাক্ষী জীবাৎমানসকরঃ সুরঃ ॥ ধীমণো
মালী সপ্তাশ্বিনিগুণঃ কমলামনঃ ॥ গ্রহেশ্বরো গুণাধারো ব্রহ্মবিজ্ঞীবনপ্রদঃ ॥
জ্যোতিষ্মান্ জ্যোতিষাং মাথো ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদৈবতঃ ॥ ত্রৈলোক্যমারকো ব্রহ্মা
লোকবন্ধুর্ভূতাপহঃ । তিমিরারৌ রশ্মিমণী সহস্রকিরণঃ করী ॥ শূরঃ কবীজ্ঞো
মৈত্রেয়ঃ কেবলো অর্থামায়লঃ । পদ্মপ্রকাশকো ধাতা বিষ্ণুস্তোত্রস্তরেব চাষোদাস্ত-
বেদবেদশ্চ সমকর্তাধ্বনীপতিঃ । মাসত্যদব্রজমকো জ্ঞানজ্যোতিঃ সমাভয়ঃ ॥
পূবা বিবস্বানাদিত্যো দ্বাদশাত্মা দিবাকরঃ । অহঙ্করঃ প্রভারামাশী রোগহা
রক চিকিৎসকঃ ॥ যজ্ঞোষধিঃ স্মৃতিঃ পুণ্যঃ পরমার্থঃ স্মৃতির্ভিহা । ঋষিস্ততে

পশুপতীং গায়ত্রীজনকোহব্যয়ঃ ॥ গায়ত্রীকপসুপতীতন্ত্রিসম্ভা পরমুপ্রিয়ঃ ।
 শিবপূজকসুপতীতো বিষ্ণুপূজকসুপ্রিয়ঃ ॥ গঙ্গাস্নানপ্রিয়পতীতো তুর্গাপূজা
 সুন্দরঃ । পিতৃমাতৃভক্তিভক্তো ধর্মো ধর্ম্যাত্মদণ্ডকঃ ॥ রক্তবর্ণঃ স্যামবর্ণো
 ধবলঃ কালভেদকঃ । স্ববস্ত্ররসদো বারিপ্রদো স্বরূপসারথিঃ ॥ পিতা পিতা-
 মহো দেবো দক্ষিণাশাপতিঃ সুরকৃৎ আকাশরত্নং তরুণীশ্চিত্রভানুর্কিরোচনঃ ॥
 মার্গগুকে বারিকর্তা সম্পদাতা রূপাময়ঃ । প্রাথম্যাক্ষ-মায়াক্ষ-মধ্যাবন্দন-
 কৃতপ্রিয়ঃ ॥ প্রাতঃপ্রাক্ষণহস্তাক্ষলাঞ্জলিসুখী মদা । তপনস্তাপনো বিশ্ব-
 স্তীর্থোদর উদারধীঃ ॥ ভুরনামাহকশেতি সূর্য্যনামশতং পরং । সাক্ষিকং
 কথিতং পূর্ব্বং পাপরোগহরং পরং ॥ সর্ব্বজরপ্রশমনং সর্ব্বব্যাদি-মহৌষধং ॥
 সূর্য্যশতাক্ষিক স্তোত্র করিষু কীর্ত্তন । রোগহর স্তুত এই পাতক-নাশন ॥
 ইহার প্রভাবে জ্বর বিদূরিত হয় । রোগমাত্রে মহৌষধি জানিবে নিশ্চয় ॥
 পবিত্র পুণ্যদ স্তব পড়ে যেই জন । সর্ব্ব সিদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥
 সংকল্প করিয়া স্তব যদি কেহ পড়ে । বিশ্ব দূর হয় তার শাস্ত্রের বিচারে ॥
 রবিবারে সূর্য্যপূজা করি যেই জন । সূর্য্যস্তোত্র ভক্তিভরে করে অধ্যয়ন ॥
 ভাস্কর-মণ্ডল ভেদ করি সেই জন । ব্রহ্মলোকে যায় সুখে ওহে তপোদন ॥
 এখন চন্দ্রের স্তব শুন ঋষিবার । শুনিলে পুলকে পূর্ণ হইবে অন্তর ॥
 "ও চন্দ্রোহমৃতময়ঃ খেতো বিষ্ণুর্দ্বিমলরূপবান্ । বিশালমণ্ডলঃ ত্রীমান্ পীযুষ-
 কিরণঃ করী ॥ দ্বিজরাজঃ শশধরঃ শশী শিবশিরস্হিতঃ । ক্ষীরাক্ষিতনয়ো
 দিব্যো মহাত্মামৃতবহণঃ ॥ রাত্রিনাথো ধ্যানুহন্তা নির্মলো লোকলোচনঃ । স্পৃধা
 তৃষ্ণাদিনাশকস্তারাপতিরর্থিণ্ডিতঃ ॥ বোড়শাত্মা কলানাত্মো মদনঃ কামবজ্রভঃ ।
 হংসস্বামী ক্ষীণরুদ্ধো গৌরঃ সততসুন্দরঃ ॥ মনোহরো দেবভোগো ব্রহ্মকর্ণ-
 বিবর্দ্ধনঃ । বেদপ্রিয়ো বেদকর্ম্মকর্তা হরী হরো হরিঃ ॥ উর্দ্ধরশ্মিনির্শানাপঃ
 শৃঙ্গারভাবকর্ণণঃ । মুক্তদ্বারশিরাত্মা চ ত্রিগিকর্তা কলানিদিঃ ॥ ওষধীপতি-
 রজস্চ সোমো ঐষবাতৃকঃ শচিঃ । যুগাক্ষো য়োঃ পুণ্যনামা চিত্রকর্ম্ম সুরা-
 নাং হোমিষ্ঠীশ্চ বৃধপিতা আত্রেয়ঃ পুণ্যকীর্ত্তনঃ । নিরাময়ো মন্তুরূপঃ
 জাবালি জিজ্ঞাসুঃ সৌন্দর্য্যদায়কো দাতা রাহুগ্রাসপরাশুগঃ । শরণাঃ
 হয় ॥ সেই "হই" ভগবানপি ॥ পুণ্যারণ্যপ্রিয়ঃ পূর্ণঃ পূর্ণমণ্ডলমণ্ডিতঃ ।
 মহাজন । ন্যাকর্তা শুদ্ধঃ শুদ্ধস্বরূপকঃ ॥ শরৎকালপরিস্কীতঃ সুন্দরঃ কুসুম-
 পত্রকোঁ ড্রামগির্দক্ষজামাতা যক্ষ্মারিঃ শাপনোচনঃ ॥ ইন্দুঃ কলঙ্কনাশী চ
 সূর্য্যাসঙ্গমণ্ডিতঃ । সূর্য্যোদ্ভূতঃ সূর্য্যগতঃ সূর্য্যপ্রিয়পরঃ পরঃ ॥ সিন্ধুরূপঃ
 প্রসন্নশ্চ মুক্তাকপূরসুন্দরঃ । জগদাক্লাদনদর্শো জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রমাণকঃ ॥
 সূর্য্য্যভাব-দুঃখহরী বনস্পতিগতঃ স্তুতী । যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যো বিদ্যা-
 বিশারদঃ ॥ রশ্মিকোটিদীপ্তকরী গৌরভানুরিতি বিজ । নাম্যাম্যোত্তরশতং
 চন্দ্রস্য পাপনাশনং ॥" চন্দ্রস্তব এই হয় পাতকনাশন । অকৌত্তর শত নাম

ওহে মহাজ্ঞান ! চন্দ্রোদয়কালে যেই ভক্তি করি পড়ে । সুরূপ সে জন হয়
চন্দ্রমার বরে ॥ বিশেষতঃ পূর্ণিমাতে পড়িবে সৃজন । করিবেক তিন সঙ্খা
স্তব অধ্যয়ন ॥ ইহার প্রসাদে হবে সুস্থির অন্তর । পাপ তাপ না রহিবে ওহে
মুনিবর ॥ অমৃত সমান স্তব জানিবে অন্তরে । পড়িবেক শ্রাদ্ধকালে অতীব
সাদরে ॥ স্তববলে দাহ ছর হয় বিনাশন । দুঃখপ্ৰমাণন আর পুণ্যবিবর্জন ॥
বিপ্রগণ স্তব পাঠ করিবে সাদরে । শুনিবে স্ত্রী শূদ্র আদি একান্ত অন্তরে ॥
বিপ্রমুখে বিপ্রগণ করিলে শ্রবণ । অধ্যয়ন সম কল হয় উপার্জন ॥ মঙ্গ-
লাদি স্তব এবে শুন যতিমান । শুনিলে লাভিবে স্বদে দিবা তত্ত্বজ্ঞান ॥
৩৪ মঙ্গলো ভূমিপুত্রশ্চ রক্তাক্ষোহরুণলোচনঃ । অঙ্গারকো দীপ্তধোরঃ শস্ত্র-
পাণিধনাপহাঃ ॥ মেঘরাশ্যধিপো রক্তো রক্তাহরধরস্তপা । শূকরাশ্যধিপো
দেবো যাত্ৰামঙ্গলরুহিনঃ ॥ সমুদ্রশোনকশ্চৈব বসিনেন্দ্র-প্রতাপবান্ । ধনদঃ
পীতবদনঃ শ্রলয়াত্মা প্রমোদনঃ ॥ ইত্যেকবিংশতিং নাম্নাং মঙ্গলস্ত যঃ পঠেৎ ।
স এব নিৰ্দ্ধাণো ভূত্বা পার্থক্যশ্চ ধনী ভবেৎ ॥" মঙ্গলের স্তব এই করি
কীৰ্তন । পড়িলে নিৰ্দ্ধাণী হয় সেই সাধুজন ॥ ধনবান্ ধৰ্ম্মনিষ্ঠ সেই সাধু হয় ।
বলিষ্ঠ তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥ কুজবৃক্ষের রক্তপুষ্প করিয়া পূজন ।
এই স্তব পাঠ করে যেই সাধুজন ॥ ঋণশূন্য হয়ে সেই মহাধনী হয় । শাস্ত্রের
বচন ইহা কহু মিথ্যা নয় ॥ বুধের পবিত্র স্তব শুন এই বার । শুনিলে বুদ্ধির
বৃদ্ধি শাস্ত্রের বিচার ॥ "৩ বুধো গৌরতনুঃ সৌম্যো মানবীশঃ শুভাননঃ ।
শুভগ্রহঃ পুণ্যকীর্তিতারেষশ্চ ইলাপতিঃ ॥ পুরুরবঃ পিতা ধীরঃ কুমারো রাজ-
বলভঃ ॥ রাজপুত্রো রাজ্যদাতা ব্রহ্মরাজ উদকপুং ॥ চন্দ্ররাশ্যধিপশ্চৈব
দ্বিহরাশ্যধিপস্তপা । নবগ্রহপ্রয়শ্চৈতি নাম্নামৈকবিংশতিং ॥" যাত্রাকালে
যদি কেহ পড়ে । কাৰ্য্যমিদ্ধি হয় তার আনন্দে বিচরে ॥ প্রসন্ন তাহার
চ গ্রহগণ । পুত্রবান্ ধনবান্ হয় সেই জন ॥ পাণ্ডিত্য-শক্তি তার
নিশ্চয় । ধৰ্ম্মজ্ঞান জন্মে তার নাহিক সংশয় ॥ শুনহ জাবালে ঋষে
অতঃপর । মহাপুণ্য গুণেশ্বর অতি মনোহর ॥ "৩ দেবাচার্য্যো গুরু-
জীবঃ কমনীয়ঃ সুরেশ্বরঃ । বাচস্পতিঃ পণ্ডিতশ্চ সৰ্ব্বশাস্ত্রকরঃ সুরঃ ॥ ধীমণো
গীষ্পতিত্র ক্ষা ত্রাক্ষণশ্চ বৃহস্পতিঃ । ত্রিমানাশ্রিত্যস্তারাবল্লভো জীবনপ্রদঃ ॥
জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠগ্রহো বিজ্ঞো ধনুর্মীনাধিপো জয়ঃ । শুভগ্রহো যজ্ঞকর্তা কুড়ী
চিত্রশিখণ্ডিজঃ ॥" গুরুস্তোত্র এইরূপ যদি কেহ পড়ে । বুদ্ধি বৃদ্ধি হয় তার
বৃহস্পতি-বরে ॥ বিপ্রগণ যদি ইহা করে অধ্যয়ন । বেদবেত্তা হন তাঁরা শাস্ত্রের
বচন ॥ যাত্রাকালে এই স্তব যদি কেহ পড়ে । কাৰ্য্যমিদ্ধি হয় তার বৃহস্পতি-
বরে ॥ শুক্লস্তব এইক্ষণ করিব কীৰ্তন । মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন ॥
৩ শুরো দৈত্যগুরুঃ ত্রিমানু কবিঃ কাব্যশ্চ ভার্গবঃ । সিতঃ শুরঃ শুভি-
প্রদশ লক্ষ জ। শঙ্করঃ প্রভুঃ ॥ উশমা উত্তমোজাশ্চ উদয়ী উজ্জল প্রভুঃ ॥

ঐজ্ঞানী বৃন্দাশীলস্তলারামধিপশুধা ॥ মৃতমঞ্জীবনজাতো বিদ্যাবিনয়পতিতঃ ।
 সঙ্গঃ সাধুশীলশ্চ যযাতিশুশুরো বশী ॥ শুক্রেণ পবিত্র স্তব করিনু কীর্তন ।
 পড়িবে সজ্জনগণ করিবে শ্রবণ ॥ শুক্রেণ এই স্তব পড়ে যেই জন । তার
 প্রতি শুক্রে দেব পরিতুষ্ট হন ॥ শ্বেতপুষ্পে শুক্রেদেবে পূজিয়া সাদরে । পড়িবে
 এই স্তব সাধু একান্ত অনুরে । শতবার এইরূপ পড়ে যেই জন । মহাকবি
 হুয় সেই শাস্ত্রের বচন ॥ প্রতিদিন ভক্তিভাবে যেই জন পড়ে । সুমতি
 তাহার হুয় ধর্মের উপরে ॥ শুক্রেণ মাহাত্ম্যকথা করিনু বর্ণন । শনিস্তব
 শুম এবে ওহে তপোধন ॥ “ওঁ সূর্য্যপুত্রঃ শনিঃ স্যামো মন্দোহমন্দঃ শনি-
 শচরঃ । ছায়াগর্তোদ্রবো বীরো দীর্ঘবক্ত্রঃ প্রসাদবান্ ॥ একাঙ্কঃ সর্বসম্ভারী
 দীর্ঘবাসী শুভালক্ষঃ । এতানি শনিনামানি যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ । তস্মাস্তম-
 গতোপোষো ভবেদেকাদশস্থবৎ ॥” শনিনামস্তোত্র যেই করে অধ্যয়ন । অষ্ট-
 মেত শনি যদি রহে সেইক্ষণ ॥ একাদশ সম কল সেই জন পায় । শাস্ত্রের
 বিধান এই কহিনু তোমায় ॥ শনিবারে শনিদেবে করিয়া পূজন । এই স্তব
 ‘যেই জন করে অধ্যয়ন ॥ বাঞ্ছিত সফল তার শনিবার হয় । হুয়দোষ
 নাশ পায় শাস্ত্রের নির্ণয় ॥ প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠি যেই জন । ভক্তিভরে
 শনিস্তব করে অধ্যয়ন ॥ সর্বগ্রহ তুষ্ট হয় তাহার উপরে । কল্যাণ লভয়ে
 সেই জানিবে অনুরে ॥ এইত শনির স্তোত্র করিনু কীর্তন । রাহুস্তোত্র মন
 দিয়া শুন তপোধন ॥ “ওঁ পীষ্মপারী মন্ত্রাখ্যো রাহুভিঃ সত্যিস্তমঃ । উপবাস-
 গ্রহঃ পুণ্যচরিত্রপুষ্পবদ্ভুতঃ ॥ রাহুনামাষ্টকমিদং রাহুপ্রীতিকরং পরং । যঃ
 পঠেৎ শৃণুয়াদ্ভাপি রাহুদোষৈর্ন মোহিতঃ ॥” রাহুনামাষ্টক এই করিণু
 কীর্তন । পড়িলে পরম প্রীত রাহুগ্রহ হয় ॥ যেই জন পড়ে কিম্বা শুনে ভক্তি-
 ভরে । রাহুদোষ তারে নাহি ঘেরিবারে পারে ॥ কেতুনামস্তোত্র এবে করিব
 কীর্তন । মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন ॥ “ওঁ সৈংহিকেরো ধূমনামা
 দীর্ঘাক্ষো বহুরূপবান্ ॥ ক্ষতরূপভনুঃ কেতুমহাতীমগ্রহো গ্রহঃ ॥ শেষগ্রহাখ্যো
 নবমগ্রহশ্চেতি দ্বিজ্ঞোত্তম । কেতুনাং চারুনামানি কথিতানি ময়া তব ॥” কেতু-
 নামস্তোত্র এই করিণু কীর্তন । পড়িলে পরম প্রীত কেতুগ্রহ হয় ॥ পুত্রবান্
 ধনবান্ সেই জন হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কহু মিথ্যা নয় ॥ নবগ্রহস্তোত্র এই
 করিণু কীর্তন । মহাপুণ্য প্রদ ইহা পাতকনাশন ॥ এ ছেতু শনিবে কিম্বা
 পড়িবে সাদরে । মহাপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বিচারে ॥ প্রাতঃকালে গাত্রো-
 খান করি যেই জন । পবিত্র অধ্যায় এই করে অধ্যয়ন ॥ গ্রহগণ মহাতুট
 তাহার উপরে । ধনধান্য বাড়ি তার গ্রহগণ-বরে ॥ ধর্ম কীর্তি আয়ু বশ লক্ষ্মী
 বাড়ি তার । পুত্র পৌত্র কত লভে সেই গুণাধার ॥ পবিত্রতা ভাষা পায়
 সেই সাধু জন । গোবিন্দ-উপরে হয় ভক্তির জন্ম ॥ অন্তকালে পাপহীরে সেই
 জন মর্ত্যে দুঃখনি বিনাশ হয় গ্রহগণ-বরে ॥ পিতৃগণ তুষ্ট ।

শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মুনিবর ॥ সর্বগ্রহশ্রেষ্ঠ সূর্য্য ওহে তপোধন । সূর্য্য
হতে হয় বার-প্রস্তুতি গণন ॥ বলিলু সকল কথা ওহে মুনিবর । আর কি
শুনিতে বাঞ্ছা কর অতঃপর ॥

ষাটছারিংশ অধ্যায় ।

চতুর্গুণের পরিমাণ, হিংসা, কামনা ও ব্যাধি
পদ্ধতির উৎপত্তি কথন ।

মস উবাচ । তত্রাদৌ তু রুদ্রযুগং যঃ সত্যযুগমুদ্যতে ।
ধর্ম্মশূন্যস্থানং যৎপূর্ণো যুবকপববস্তদা ॥
বর্ণানামাশ্রমানাকং তদা ধর্ম্মো হন্যতিতঃ ।
তদ্বিন্ কালে শোকমোহজ্বরাহুখানি ন ক্ষতিং ॥

জাবালি বলেন যে ওহে ভগবন্ । এইস্তব তব পাশে করিলু শ্রবণ ॥
চতুর্গুণ-পরিমাণ শুনিতে বামনা । রূপা করি বিবরিয়া পুরাত্ন কামনা ॥
আদি ব্যাধি হিংসা আদি ক্রুরপে জনমে । রূপা করি কর তাহা অধীন
মননে ॥ এতেক বচন শুনি রুষ্টদ্বৈপায়ন । কহিলেন শুন শুন ওহে
তপোধন ॥ কালক্রি নিমেষে হয় অতি সূক্ষ্ম তাহা । পক্ষের পলক গীমা বলে
লোকের মায়া ॥ এই সূক্ষ্ম হতে হয় স্কুলের একাশ । ক্রমে ক্রমে সে সকল
পাইবে আভাস ॥ অষ্টাদশ নিমেষেতে কাষ্ঠার সৃজন । ত্রিংশত কাষ্ঠার
হয় কলা নিক্রপণ ॥ ত্রিংশত কলায় হয় ক্ষণ পরিমাণ । মুহূর্ত্ত দ্বাদশ ক্ষণে
এইত সম্মান ॥ ত্রিংশত মুহূর্ত্তে হয় দিবা নরমান । পঞ্চদশ দিবসেতে পক্ষ
পরিমাণ ॥ দুই পক্ষে মাস হয় বহু বার মাস । দেবলোকে দিন তাহা জানিহ
নিশাম ॥ বৎসরে অয়ন দুই জানিহ নিশয় । উত্তর দক্ষিণ নাম সকলেতে
কর ॥ দক্ষিণ অয়ন হয় পিতৃ তৃপ্তি-কর । উত্তর অয়ন হয় দেব-তৃষ্টি-
কর ॥ দুই মাসে হয় ঋতু জানে সকলজন । তিন ঋতু গণনায় অয়ন কথন ॥
প্রথম সফার মাস বৈশাখ হইতে । পুন চৈত্রে হয় তাহা শেষ গণনাতে ॥
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হয় গ্রীষ্ম নিক্রপণ । বরষার হির জেনো আষাঢ় প্রাবণ ॥
ভাদ্র আশ্বিনীতে হয় শরৎ সময় । কার্ত্তিক আর মার্গশীর্ষে হেমন্ত নির্ণয় ॥
পৌষ মাঘ দুই মাসে শীত অধিকার । ফাল্গুন চৈত্রেতে হয় বসন্ত সফার ॥
এইরূপে ঋতুকাল আছে নির্দ্ধারিত । তাহা হতে কাল-ভাগ হইল উন্নত ॥
সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি অমুত । নয় গণনায় সত্য যুগ পরিমিত ॥

লক্ষ ছেদান্নই হাজার বৎসর । ত্রেতা যুগ নির্ধারিত আছে পূর্বাণর ॥ আট
লক্ষ চৌষষ্টি হাজার পরিমাণ । দ্বাপরের সংখ্যা এই আশ্বয়ে সম্ভান ॥
বিংশতি সহস্র চতুর্লক্ষ হয় কলি । ক্রমে যুগ-অধিকার নৃপতি মণ্ডলী ॥
দেবগণে গণনায় দ্বাদশ হাজার । মনুষ্যের সংখ্যা হয় বত যুগ তার ॥ দেবের
সমুত্তি যুগে হয় মনুষ্যের । নৈবের গণনা হয় (দু)হাজার বৎসর ॥ ত্রৈলোক্যে দিন
রাত্রি তাহাতে প্রকাশ । চারি যুগ দুহাজার মনুষ্য আভাস ॥ চতুর্দশ মন-
ভরে ত্রৈলোক্য দিন হয় । তিন শত বাঁটি দিনে বরষা নিশ্চয় ॥ পঞ্চ শত বৎসরেতে
পরাক্রীর্ণগণনা । শত বর্ষ ত্রৈলোক্যে কাল বিবেচনা ॥ ঈশ্বরের দিবা রাত্রি
মনুষ্যের মত । জাগ্রত কালেতে সৃষ্টি নিদ্রাকালে মৃত ॥ মহৎ প্রলয় হয়
সুষুপ্তি সময় । ত্রৈলোক্যে সকল জীব পোয়ে থাকে লয় ॥ নির্দিকার নিরাকার
নিরবদা যেই । জ্যোতির্ময় অদ্বিতীয় পূর্ণ ত্রৈলোক্যে সেই ॥ দিবা রাত্রি কাল-ভেদ
নাহিক তাঁহার । ইচ্ছাতেই সৃষ্টি স্থিতি করে নির্দিকার ॥ পুরাণেতে কল্প-
নাতে তাঁর মত কার্য । করিয়াছে তাঁর ইচ্ছা জানি শিরোপার্ধ্য ॥ ত্রৈলোক্য
শতক বর্ষ হলে সমাধান । বিষ্ণু সৃষ্টি প্রযোজনে হন আশ্রয়ান ॥ এই জন্য
সকলেতে অনাদি বলিয়া । তাঁরে মনোহর করে প্রণত হইয়া ॥ তিনি সন্-
লের মূল সবার আশ্রয় । তাঁহার করুণা ভিন্ন থাকিবার নয় ॥ কল্পান্তে
ত্রৈলোক্য নাশ হয়ে থাকে যবে । সেকালেতে উগ্ধতর হয় সূর্য্যদেবে ॥ স্থাবর
জঙ্গমে তেজ করি বিকীরণ । জলাশয় হতে জল কবেন শোষণ ॥ দেবমানে
শত বর্ষ করিয়া বিশীর্ণ । দ্বাদশ আদিত্য রূপে হইবে উদীয় ॥ উগ্ধতেজ
এ সংসার হলে ভারথার । কন্দুকপী মহাদেব হইয়া প্রচার ॥ স্বর্গ মরু
পাতালের যত জীবগণ । একে একে তাঁর হাতে হইলে পতন ॥ তুর-
গেচর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর । সকলি পাইবে লয় সেকালে মনুর ॥ পরে মহা-
বায়ু আগি হয়ে উপনীত । শতবষ অবিচ্ছিন্ন করিবক দ্বিত ॥ দেখাইবে
ঘোর তেজ উড়াইবে মবে । প্রাবর জঙ্গম আদি কেহ নাহি রবে ॥ যেসে মহা-
তেজ মনে হইয়া মিশ্রিত । পরিবেক রৌদ্র মুক্তি অর্ভবে বিস্তৃত ॥ মনুষ্য
পুঙ্কর আদি যত মেবগণ । সেকালেতে তার সঙ্গে মিশ্রিবে তখন ॥ ঘন ঘন
ঘোর নাদ করি মেঘদল । রক্তি ধারা আচ্ছাদিবে এই ভূমণ্ডল ॥ তার পর
কন্দুকপী দেব জনার্দন । নিজ মুখ হতে বায়ু করিয়া সৃজন ॥ খণ্ড খণ্ড করি
মেঘ করিয়া সংহার । উড়াইয়া দিবে চিহ্ন না রবে তাহার ॥ তার পর মহা-
কাল আপন ইচ্ছাতে । আকাশ পাতাল চূর্ণ করি প্রভাবেতে ॥ পাখিব-
অংশেতে জল ক্ষিতিতেই ক্ষিতি । যথাস্থানে পঞ্চ ভূতে রাখি পশুপতি ॥
আদিত্যের রূপ ধরি শুষ্ক সব জল । তেজোরূপে প্রকাশিবে এই ধরাতল ॥
ক্রমে মহাতেজ হতে তেজ পাবে লয় । আকাশ উড়িয়া যাবে শুদ্ধ তমোময় ॥
সেকালে নাকরণ তেজ ত্রৈলোক্যে শরীরে । আশ্রয় করিবে তাহা অতি ধীরে

ধীরে ॥ শেষে নারায়ণ-দেহ হতে নিরাকার। স্তূল নয় সূক্ষ্ম নয় রহিত
বিকার ॥ এইরূপে বারবার সৃষ্টির সূচন। বার বার লয় পাবে আছে
নিরূপণ ॥ পুনর্ব্বার লয় অন্তে হবে এই মত। ঈশ্বরের এই কার্য ইচ্ছা
অনুগত ॥ শুনহ জাবালে খসে বলি তার পরে। মতায়ুগ কৃতযুগ আখ্যান যে
থরে ॥ মতায়ুগ চতুষ্পাদ আছিল ধরম। ব্যবস্রপধর ধর্ম ওহে মহাত্মন ॥ সেই
বর্ণে সেই ধর্ম করিবে পালন। সকলে করিত তাহা ন্যায় আচরণ ॥
আশ্রম-উচিত কর্ম সকলে করিত। সর্বজনপাশে ধর্ম ছিল অখণ্ডিত ॥ সেই
কালে শোক মোহ জরা দুঃখ আদি। বিন্দুমাত্র নাহি ছিল ওহে মহামতি ॥
ব্যাপি নাহি তাপ নাহি উদ্বেগ না ছিল। হিংস-দ্বেনশূন্য ছিল মানব সকল ॥
কলহ ভুক্তিঃ দুঃখ না ছিল তখন। পীড়া ভোগ না করিত কভু কোন জন ॥
অশ্রয়ন দান সদা করিত সাধরে। বলী-পলিতাদি নাহি হইত শরীরে ॥
দীর্ঘ-আয়ু সেই কালে ছিল নরগণ। শুদ্ধবাসী চতুর্ভুজ ছিল নারায়ণ ॥
মোক্ষের সাধন ধর্ম আছিল মেকালে। মতায়ুগ-বিবরণ বলিনু তোমারে ॥
ত্রেতায়ুগে ধর্ম হয় একপদ ভ্রাম। যজ্ঞ আদি ধর্মধামে হইল প্রকাশ ॥
নরগণ এই কালে ধর্মপরায়ণ। নানাবিধ ক্রিয়া আদি করিত সাধন ॥
তপোদানপরায়ণ সর্ব বর্ণ ছিল। স্বধর্মস্থ ক্রিয়াবন্ত মানব সকল ॥ অশ্ব-
মৈধ অগ্নিকোম আর রাজসূয়। অতিব্রত আদি করি আর বাজপেয় ॥
ইত্যাদি বিবিধ যজ্ঞ হৈত অনুষ্ঠান। এ যুগে মৎকল্প-সৃষ্টি ওহে মতিমান ॥
এই কালে ভগবান্ রক্তবর্ণ হয়ে। অবতীর্ণ হন আসি মানব-জাতিতে ॥
দ্বাপরে দ্বিভাগ হয় ধরমের ভ্রাম। নানাবর্ণ হন বিকৃত শাস্ত্রেতে প্রকাশ ॥
হিংসা দ্বৈষ মৎসরতা পিশুন কলহ। শোক রোষ পাপ ব্যাধি জরা মিথ্যা
মোহ ॥ ঈশা লোভ এই সব জনমে দ্বাপরে। ধর্মালম্ব চতুরতা শিখে যত
নরে ॥ জাতি-মৎসরতা জন্মে ওহে তপোদন। তার পর কলিকাল অতি
বিভীষণ ॥ পাণ্ডুর উন্নতি শুধু এই কালে হয়। স্নাত আছে সেই সব ওহে
মহোদয় ॥

জাবানি এতেক শুনি কহে পুনবাস। শুন গুন ভগবন্ নিবেদি
তোমায় ॥ হিংসা দ্বৈষ জরা ব্যাধি স্রষ্টা আদি করে। ক্রুরপে জন্মিল তাহা
বলহ আমারে ॥ ক্রুরপে ধর্মের ভ্রাম হয় তপোদন। রূপা করি মম পাশে
করহ কীর্তন ॥ এতেক বচন শুনি ব্যাস মহামতি। কহিলেন শুন বলি অপূর্ব
ভারতী ॥ পূর্বে কোন কালে ব্রহ্মা আত ক্রুদ্ধ হন। তাহে একাদশ রুদ্র
লভিল জনম ॥ ভয়স্কররূপ নরকে জগন্নাশকর। ঈর্ষাবন্ত অতিহিংস্র ওহে
মুনিবর ॥ ক্রোধ হিংসা জরা আদি জন্মিয়া তখন। অনুগামী রূপে সব দিল
দরশন ॥ এইরূপ তাহাদিকে করি দরশন। দক্ষেরে আদেশ দেন দেব পদ্মা-
সন ॥ রুদ্রগণে শাস্ত কর তুমি মহামতি। কিন্তু তাহে নাহি হইল দক্ষের

শক্তি ॥ সঙ্গদোষে দক্ষরায় কুমতি হইল । তার পর শত্ৰু তথা স্বয়ং
আমিল ॥ ক্রোধ হিংসা জরা আদি সব দুক্টগণে । স্ববশে রাখিল শত্ৰু আপ-
নার গুণে ॥ গুপ্তভাবে এই সব রহিল তখন । মহেশ্বরের ভয়ে সবে অপ্র-
কাশ্য রন ॥ ক্রমে ক্রমে তমোত্তম বাড়িল যখন ॥ দ্বাপর নামক যুগ নিল
দরশন ॥ সেই কালে হিংসা আদি প্রকাশিত হয়ে । শত্ৰুরে নাশিতে চলে
মহাবেগে ধৈর্যে ॥ তাহা দেখি ভীত হয়ে দেব পঞ্চানন । স্বরূপে শূল
করে করেন ধারণ ॥ শিবের করেতে শূল করি দরশন । হিংসা আদি সবে
হৈল অস্তিত্বভীতমন ॥ বিনয়-বচনে সবে মহেশ্বরে কথ । দ্বিগুণেশ দ্বিলো-
চন ওহে মহোদয় ॥ মোদের বচন শ্রবণ করহ শ্রবণ । আমরা সকলে হই
বিধির নন্দন ॥ তব ভয়ে ভীত হয়ে আছিহু সকলে । থাকিবার স্থান নাহি
ছিল সেই কালে ॥ এবে দেখিতেছি আছে থাকিবার স্থান । অতএব শুন শুন
ওহে ভগবান ॥ মোদের বসতিস্থান কর নিরূপণ । কি কহ্য করিব মোরা
বলহ এখন ॥ যদি ইহা দ্বির নাহি কর মহোদয় । তোমারে ভক্তি মোরা
করিব নিশ্চয় ॥ বিকট আকার সেই হিংসা আদিগণ । এরূপ বলিল যদি
দারুণ বচন ॥ পরম পুরুষ শিব কহিতে লাগিল । শুন শুন মম বাক্য তোমরা
সকল ॥ যা বলিলে সভ্য বটে তোমরা সকলে । আমার বচনে যাও ত্রাসের
গোচরে ॥ করিবেন পদ্মাসন সব নিরূপণ । সৃষ্টিকর্তা ভগবান চতুর-আনন ॥
তাহা হতে জন্মিয়াছ তোমরা সকলে । উপায় করিবে যদি কহিহু সবারে ॥
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । হিংসা আদি সবে গেল বিধির নন্দন ॥
বিধিপাশে উপনীত হইয়া সকলে । প্রণাম করিয়া সবে রহে মোড়করে ॥
তাহাদিগে সমাগত করি দরশন । মিত্রভাবে মহোদয় কহে পদ্মাসন ॥
কি জন্য তোমরা সবে আগত এখানে । কে তোমরা কহ তাহা আমার
নন্দন ॥ মহাভীমকর সবে করি দরশন । কোপায় নিবাস কর কাহার
নন্দন ॥ বিধির নন্দন শুন হিংসা আদি সবে । মদিননে কহে শুন বলিতেছি
তবে ॥ হিংসা আদি নাম করি সকলে ধারণ । ওহে পিতা মোরা হই তোমার
নন্দন ॥ স্থান নাহি পেয়ে দোরা অতি ভীতমনে । আছিহু লুকায়ে সবে
অতীব গোপনে ॥ অবশ্য এবে সবে করি দরশন । আনিয়াছি তব পাশে
ওহে পদ্মাসন ॥ শিবের আদেশে মোরা আনিহু হেথায় । কি করিব এবে
তাহা বল সবার ॥ কোন স্থানে সবে মোরা করিব বসতি । কি কাজে
রহিব লিপ্ত ওহে মহামতি ॥ আদেশ করহ তাহা অধীন সবার । ভক্তিতরে
নতি করি তব রাম্য পায় ॥ এতেক বচন শুনি দেব প্রজাপতি । কহিলেন
শুন শুন আমার ভারতী ॥ কামনামে আছে মম পুত্র এক জন । তাহার
সহিতে সবে রহ অনুক্ষণ ॥ শরীর জন্মেছে জান সেই কাম হতে । ধর্ম্য হতে
ক্রোধোৎপত্তি জানিবে জগতে ॥ ক্রোধ হতে সন্দোহের জন্মিবে মৃজন ।

সম্মোহ হইতে জান আশার জনম ॥ আশা হতে ব্যামোহের জানিবে উৎপত্তি ।
 ব্যামোহ হইতে লোভ শাস্ত্রের ভারতী ॥ লোভ হতে চিন্তা আর জরা চিন্তা
 হত । জরা হতে ব্যাধি জন্মে জানিবেক চিতে ॥ ব্যাধি হতে হয় শেষে
 জানিবে মরণ । মৃত জীবে কাম পুনঃ করে উৎপাদন ॥ এইরূপ চক্রবৎ ঘুরিছে
 সংসার । এই হেতু শুন সবে বচন আমার ॥ অর্ধেক মতি সদা রাখে যেই সব
 জন । তাদের নিকটে নাহি করিও গমন ॥ অর্ধেক হরিদ্রের ভয় করে নিরন্তর ।
 হরিই জগতে সার হরি পরাংপর ॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 কামেরে সহায় করি রহে মর্দন ॥ অর্ধেকের পুত্র হৈল মৃত্যু নাম তার ।
 অর্ধেক বলিল তারে ওহে গুণাধার ॥ মারণ কার্যেতে তুমি রহ অনুক্ষণ ।
 লোকহিংসা কার্যে ত্রুটি হইবে নন্দন ॥ এতেক বচন শুনি মৃত্যু তবে কয় ।
 শুন শুন মম বাক্য পিতা মহোদয় ॥ লোকেরে হিংসিতে আজ্ঞা করিছ প্রদান ।
 কি হেতু করিব পাপ ওহে মতিমান ॥ অর্ধেক এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 নাহিলেন শুন শুন আমার বচন ॥ লোকহিংসা হেতু তুমি পাতকী না হবে ।
 সরা ব্যাধি আদি সবে সহ্যে পাইবে ॥ তাদের সহ্যে সব করিবে বিনাশ ।
 আমার মনের কথা করিণু প্রকাশ ॥ আত্মার আদেশে তুমি সবার শরীরে ।
 শদিষ্ঠি রহ সদা কহিণু তোমাতে ॥ মৃতজনে অনুগত রবে নিরন্তর । জন্মিলে
 গানশচ রবে হয়ে সহসর ॥ যেই স্থানে আমি সন্নি করিব বসতি । তথায় রহিবে
 তুমি আমার ভারতী ॥ নারায়ণ-পরায়ণ হয় সেই জন । পরাধুখ আমি তথা
 গুনহ বচন ॥ অর্ধেকের বাক্য শুনি মৃত্যু ভয়ঙ্কর । হিংসা কলহাদি সবে লয়ে
 সহসর ॥ করিতে লাগিল তুমি সদা বিচরণ । আজন্ম মরণাবধি ওহে তপো-
 দন ॥ অর্ধেক হইতে পরে নানাব্যাধি জন্ম । মক্ষকোষ্ঠে জ্বর তাহে জানিবেক
 মনে ॥ চিন মাথা ছয় হাত নয়টি লোচন । অক্ট দন্তু ভ্রমরবর্ণ মলিন বসন ॥
 লোল চক্ষু ত্রিযাক্ তার উল্লসনা তার । উল্লসাস অতি ভীম ওহে গুণাধার ॥
 বহুসংখ্য ব্যাধি জন্মে কেবা নাম করে । শোথ শূল তুলা প্রবাহিকা আদি
 করে ॥ তার পর জরা কন্যা অপত্য কারণ । মনে মনে পতি বাঞ্ছা করিয়া
 তখন ॥ মৃত্যুর নিকটে আসি উপনীত হয় । করঘোড়ে কহে তারে করিয়া
 বিনয় ॥ আমার বচন শুন দেহো মহাত্মনু । পত্নীকপে মোরে তুমি করহ
 গ্রহণ ॥ এতেক বচন শুনি জরা তবে কয় । আমি তব নাহি পতি শুন পরিচয় ॥
 বিদ্যি হতে তব পতি আছে নিরূপণ । প্রহ্মার নামেতে আছে ব্যাধির রাজন ॥
 মহাবীৰ্য্যবানু সেই ভ্রাতা যে আমার । সেই জন হবে পতি জানিবে তোমার ॥
 কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী তুমি বিমোহিনী । এহেতু তোমাতে দেখি যেমন ভগিনী ॥
 এতেক বচন শুনি জরা তবে কয় । শুন শুন মম বাক্য ওহে মহোদয় ॥ কৃপা
 করি সেনা মোরে করহ অর্পণ । নতুবা কি রূপে যাব প্রজ্ঞান সদন ॥ ৩৪

শুনি যত্নে তারে সেনা দাম করে । সেনা সহ গেল জরা প্রজ্বার গোচরে ॥
 প্রজ্বার দয়িতা লাভ করিয়া তখন । অদ্ভুত মতেক সেনা করি দরশন ॥
 আমন্দে প্রফুল্ল হৈল আপন অন্তরে । জরারে কহিল পরে সুমধুর স্বরে ॥
 শুন শুন প্রিয়তমে আমার বচন । আমার সহিতে তুমি থাক সর্বক্ষণ ॥
 কলহাদি সৈন্য লয়ে আপনার মনে । মর্দন করহ সদ্য যত জীবগণে ॥
 বিধি হতে এই কার্য আছে নিরূপণ । এই দেখ যত ব্যাধি মম সৈন্যগণ ॥
 মহাবল-সৈন্যগণ জানিবে আমার । ক্রোধ হিংসা আদি যত এ সব তোমার ॥
 এদের সহায়ে প্রিয়ে মোরা দুই জন । হাবর জঙ্গম বিশ্ব করিব নিধন ॥
 দুই জনে এইরূপ করিয়া নির্ণয় । সৈন্য সহ যায় দৌড়ে মানব-আলয় ॥
 জীবের মর্দন হেতু দুই জন । সৈন্য সহ লোকমাঝে দিল দরশন ॥
 তাহা দেখি সব লোক অতি রোমাঞ্চে । প্রজ্বার সহিতে যুদ্ধ দোরতর করে ॥
 সে যুদ্ধে প্রজ্বার হৈল অতীব গীড়িত । শিবেরে শরণ লইল হইয়া বিভীত ॥
 শরণাগতেরে দেখি দেব পতানন । ভকত জানিয়া তারে করেন রক্ষণ ॥
 এদিকে জরারে ধরি যত লোকগণ । বহু কষ্ট দিল করি কেশ আকণ ॥
 পরাজিতা হয়ে জরা বিনয়-বচনে । মহোদধি কহিল পরে লোক আদি গণে ॥
 শুন শুন মম বাক্য যত নরগণ । রক্ষ আদি পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম ॥ শরণ
 লইলু আমি তোমা সবাকার । আমার উপরে কর করুণা বিস্তার ॥ ভাষা-
 রূপে মোরে তবে করহ গ্রহণ । প্রজ্বার আমার পতি হয়েছে নিধন ॥ তোমা-
 দের হাতে পতি হয়েছে বিনাশ । আমার উপরে কর করুণা প্রকাশ ॥
 বিধবা হয়েছে আমি শুন মর্ক জন । পতি হয়ে পত্নীরূপে করহ গ্রহণ ॥
 কাতর-বচন শুনি যত জীবগণ । জরার উপরে করে রূপা বিতরণ ॥ ধর্ম-
 বুদ্ধি সবাকার জন্মিল অন্তরে । আশ্রয় অর্পিল সব শরণাগতেরে ॥ দুস্তার
 চাকুরী তবে বুঝিবারে নারি । মুক্তবুদ্ধি হৈল তবে যাই বলি হারি ॥ হিংসাদি
 সহিতে জরা মানন্দ অন্তরে । স্থাবর জঙ্গম আদি দেহগণ সবাকারে ॥ ক্রমে
 ক্রমে সবাকারে জীর্ণ করি দিল । সময়ে পুনশ্চ আমি প্রজ্বার মিলিল ॥
 প্রজ্বার পরম ভক্ত মহেশের হব । মিলিল নারীর সহ ওহে মহোদয় ॥
 মিলিয়া রমণী সহ আর সৈন্যমানে । দেহপুর বিমণ্ডিত করে ফুল্লমনে ॥ নব-
 প্রজ্বার দেহপুর করিয়া আশ্রয় । দুঃখগণ রহে সদা ওহে মহোদয় ॥ পক্ষ শ্রাব
 দেহ-মাঝে সদা বাস করে । তাহাতে জীবন থাকে এই দেহপুরে ॥ প্রজ্বার
 জরার সহ মিলিত হইয়ে । মর্দিত করয়ে দেহ মানন্দ স্বদয়ে ॥ দেহ ধরি
 হরিভক্ত হয় যেই জন । নাহি থাকে কোন ভয় তাহার কখন ॥ জরা ব্যাধি
 ভয় তার কভু নাহি রয় । হরিপদে এই হেতু রাখিবে হৃদয় ॥ জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলে যাহা তপোধন । যথামথ সেই সব করিলু কীর্তন ॥ এবে কি
 শুনিতে বাঞ্ছা কর মহোদয় । পুরাণ শুনিলে হয় ভববন্ধ ক্ষয় ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

—॥००০০০০০০—

সম্ভব জাতির উৎপত্তি কথন ।

জাবালিকৃপাচ । অমৃতং ভবতা পর্কঃ সত্যকৈবল্যমুৎসবঃ ॥
কৌতুহলং সত্যকৈবল্যমুৎসবঃ সত্যকৈবল্যমুৎসবঃ ॥
বাস উদাচ । পুত্রা বেণোঃ ধর্মপুত্রমুৎসবঃ সত্যকৈবল্যমুৎসবঃ ॥
তত্ত্বাধিকারকালে তু সত্যকৈবল্যমুৎসবঃ ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে তপোধন । শুনিলু তোমার মুখে অপূর্ব
কথন ॥ সম্ভব জাতির জন্ম কোন্ রূপে হয় । কৃপা করি বল তাহা ওহে মহো-
দয় ॥ বাস বলে শুন শুন ওহে মহানতি । বর্ণন করিব এবে অপূর্ব ভারতী ॥
পুরাকালে বোরাঙ্গা বিদিত ভুবন । ধর্মপুত্র সেই জন করি অতিক্রম ॥
করিয়াছিলেন তিনি ঐশ্বর্য বিস্তর । শুন শুন তার পর ওহে মুনিবর ॥
তার অপিকার-কালে ওহে তপোধন । সম্ভব জাতির যত হইল জন্ম ॥
জাবালি এতক শুনি কহে পুনরায় । কাহার তনয় বেণ বলহ আমায় ॥
কোন বংশে সেই বেণ লভেন জন্ম । কি কর্য্য করেন তিনি ওহে তপোধন ॥
ধর্ম অতিক্রম বেণ কিকপেতে করে । কৃপা করি বল তাহা অধীন-গোচরে ॥
বাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন । জিজ্ঞাসিলে সাহা তাহা করিব বর্ণন ॥
ব্রহ্মার তনয় জন্মে দ্বাপয়ুগ নাম । দুই পুত্র জন্মে তার ওহে মতিমান ॥
প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ তার ওহে তপোধন । কনিষ্ঠ উত্তানপাদ ধর্মপরায়ণ ॥
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহোদয় । যার কীর্তি ধরাতলে আছে পরিচয় ॥
সুনীতির গর্ভে জন্মে সেই মহাত্মন । পঞ্চবর্ষ করে শিশু তপ আচরণ ॥
কৃষ্ণ আরাধনা করে পঞ্চম বরষে । দর্শন লাভিল রূপে ধ্রুব পরিশেষে ॥ পাইল
বিমল পদ সেই মহোদয় । বৎসর তাঁহার পুত্র আছে পরিচয় ॥ ভূমিগর্ভে
জন্ম ধরে সেই মে নন্দন । পুষ্পার্ণ তাহার পুত্র বিদিত ভুবন ॥ পুষ্পার্ণের
পুত্র হয় ব্যাক্তপুত্র নাম । তার পুত্র যশ্ মিনি অতি মতিমান ॥ উলুক মনুর
পুত্র বিদিত ভুবন । অঙ্গ নামে পুত্র লাভ করে সেই জন ॥ অঙ্গের ঔরসে
জন্মে বেণ মহাশয় । সুনীধার গর্ভজাত আছে পরিচয় ॥ মহাবল বেণ
রাজা বিদিত ভুবন । তাঁহার চরিত্র কথা শুন তপোধন ॥ সুনীধা যস্যার
কন্যা জানিবে অন্তরে । অঙ্গর-অপত্নী তিনি খ্যাত চরাচরে ॥ পুত্র হেতু যজ্ঞ
করে অঙ্গ মহাশয় । তাহাতে বেণের জন্ম আছে পরিচয় ॥ এইরূপে পুত্র

লভি অঙ্গ নরপতি । আনন্দেতে মনে মনে পুলকিত অতি ॥ রাজপুত্র বেণ
জন্মি মানব-আগারে । দিবানিশি সবাকারে প্রসীড়িত করে ॥ জন্তুগণে ধরি
বধে রাজার কুমার । সকলেরে দেয় কটেকি বলিব আর ॥ যাহার তাহার
গৃহে করিয়া গমন । শিশুগণে বল করি করে আকর্ষণ ॥ রক্ত্রুতে সবারে
বান্ধি ফেলি দেয় জলে । আপনি আনন্দনৈরে ভাসে কুতূহলে ॥ এইরূপে
কত কট দেয় নিরন্তর । পুত্রশোক প্রজাগণ অতিব কাতর । সকলে
আসিয়া পরে রাজার গোচরে । কুমারের মত কাণ্ড নিবেদন করে ॥ পুত্রের
ব্যভার দেখি অঙ্গ নরপতি । মনোদুঃখে বনমধ্যে করিলেন গতি ॥ অরাজক
হৈল রাজ্য অতি ভয়ঙ্কর । তাহা দেখি রাজ্যবাসী তাপসমিকর ॥
বেণেরে বসান মবে রাজসিংহাসনে । স্বভাবতঃ উগ্র বেণ বিদিত ভুবনে ॥
সিংহাসনে বসি পরে রাজার কুমার । রাজ্যেতে দোষণ এই করিল প্রচার ॥
ধর্ম্য কর্ম্য কেহ নাহি করিতে পাইবে । বর্ণাশ্রম কুলোচিত কর্ম্ম বর্জিবে ॥
বিপ্রগণ না করিবে যজ্ঞ-সমুষ্ঠান । না করিবে কভু ভ্রমে কিবা হোম দান ॥
ভৈরব রবেতে বেণ ঘোষণা করিল । ধর্ম্মলোপ ভয়ে বিপ্র সমবেত হৈল ॥
একত্র হইয়া গিয়া বেণের গোচরে । ধীরে ধীরে মিস্ত্রভাসে নিবেদন করে ॥
ঋষবংশে জন্ম তব ওহে মহাত্মন ! মহাভাগ তুমি বেণ রাজার নন্দন ॥
পিতৃ-সিংহাসন তুমি করি অধিকার । এরূপ দোষণ কেন করিলে প্রচার ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ কর কিমের কারণে । ধর্ম্ম হতে শেষ্ঠ কভু নাহি কোন স্থানে ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করে যেই জন । আহুংশেষ হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥
ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে যেই নরপতি । কে করে তাহারে ভয় গৃহে মহামতি ॥ সদ্যপি
নৃপতি করে ধর্ম্ম বিমর্ছন । প্রজাগণ কেন ধর্ম্ম করিবে পালন ॥ ধর্ম্ম ত্যাগ
যদি করে মানব নিকর । তবে বল কিমে স্তম্ভ অবনতিভিতর ॥ যার ধন
তার ধন কভু নাহি রয় । যার নারী তার নারী কখন না হয় ॥ যার গৃহ তার
নাহি রহে অধিকার । কত যে অনর্থ ঘটে কি বলিব আর ॥ অদার্ম্মিক যেই
রাজা ওহে মহামতি । ধনাগার সে রাজার ভীষণ-মুরতি ॥ যে রাজ্যে বিকুর
পূজা কভু নাহি হয় । অরাজক সেই রাজ্য জানিবে নিশ্চয় ॥ অরাজক
রাজ্য হলে যত দুঃটেগণ । সবলে পরের নারী করয়ে হরণ ॥ বিপ্র হয়ে
ক্ষত্রিয়াতে উপরত হয় । বিপ্রাণীরে ক্ষত্র হয়ে সূখে হরি লয় ॥ এরূপে সঙ্কর-
জাতি লভয়ে জনম । কর্ম্মফল শেবে যাত্র নরকে গমন ॥ এতেক বচন শুনি
বেণ মহাশয় । কহিলেন শুন শুন ওহে বিপ্রচয় ॥ যা বলিলে তোমা মবে
করিনু শ্রবণ । নরকের জন্ম হয় সঙ্কর জনম ॥ যাহাতে সঙ্কর-জাতি জন্মে
ধরায় । করিব সে কাজ আমি কহিনু সবায়ে ॥ এত বলি নরপতি উঠিয়া
সত্বর । ক্ষতগতি চলি যান অন্তর-ভিতর ॥ বিপ্রগণ স্নানমুখে বিষাদিত-মনে ।
চলিয়া গেলেন মবে আপনার স্থানে ॥ তার পর বেণ রাজা আনন্দিতমনে ॥

সবলে হরিল যত বিপ্রমারীগণে ॥ সেই গর্ভে ক্ষতপুত্র করে উৎপাদন ।
 বৈশ্য শূদ্রা বহু সহ করিল সঙ্গম ॥ বিপ্র দ্বারা ক্ষত্রাণীতে জন্মিল সন্তান ॥
 বৈশ্যগর্ভে কত ক্ষত্র জন্মে যতিমান ॥ বিপ্রাণীতে কত বৈশ্য লভিল জনম ।
 বৈশ্যগর্ভে কত দ্বিজ হৈল উৎপাদন ॥ এরূপে সঙ্কর জাতি জন্মিল ধরায় ।
 কত যে হইল জাতি বলা নাহি যায় ॥ শূদ্রাণীতে জন্মিল করণ আখ্যান ।
 বৈশ্যগর্ভে জন্মিল যত বৈদ্য অভিধান ॥ বিপ্রের গুহরমে আর বৈশ্যের জঠরে ।
 বৈদ্যগণ জন্মিল কহিনু তোমারে ॥ কাংস্যকার শঙ্ককার গন্ধবেণে আর ।
 এইরূপে জনমিল গুহে গুণাধার ॥ বৈশ্যগর্ভে ক্ষত্র হতে রাজপুত্র জন্মে ।
 গাওরী জন্মিল আর জানিবেক মনে ॥ শূদ্রের গুহরমে আর ক্ষত্রিয়-জঠরে ।
 কুম্ভকার তন্তুদায় জন্মিল পরে ॥ এইরূপে কর্মকার দাসের জনম । বলিনু
 তোমার পাশে গুহে তপোদন ॥ মাগধ গোপের জন্ম ক্ষত্রিয়-উদরে । বৈশ্যের
 গুহরমে ইহা জানিবে অন্তরে ॥ ক্ষত্র হতে শূদ্রাণীতে জন্মে দুই জন । নাপিত
 মোদক আর শাস্ত্রের বচন ॥ বিপ্র হতে শূদ্রাণীতে বারজীবী জন্মে । শাস্ত্রের
 বিধান ইহা জানিবেক মনে ॥ ক্ষত্র হতে বিপ্রাণীতে জন্ম মাল্যকার । জাম্ব-
 লিক শূদ্রাণীতে গুহে গুণাধার ॥ বৈশ্যের গুহরমে হয় উহার জনম । উত্তম
 সঙ্কর জাতি এই সব জন ॥ মধ্যম সঙ্কর-জাতি যারা যারা হয় । বলিতেছি
 এবে তাহা শুন মহোদয় ॥ করণ-গুহরমে আর বৈশ্যের উদরে । তক্ষা ও রজক
 দৌহে নিজ জন্ম পরে ॥ স্বর্ণবেণে স্বর্ণকার এই দুই জন । বৈদ্য হতে বৈশ্য-
 গর্ভে লভসে জনম ॥ গোপের গুহরমে আর বৈশ্যের উদরে । আভীর ও তৈল-
 কার জন্মিল পরে ॥ গোপ হতে শূদ্রগর্ভে জনমে দীবর । আর জন্মে শুড়ি-
 জাতি গুহে মুনিবর ॥ নট ও শারক জন্মে মাল্যকার হতে । শেখর জালিক
 দৌহে জন্মে শূদ্রাণীতে ॥ মাগধ হইতে জাত এই দৌহে হয় । মধ্যম সঙ্কর
 এই গুহে মহোদয় ॥ প্রথম সঙ্কর-জাতি করিব বর্ণন । মন দিয়া শুন তাহা
 গুহে তপোদন ॥ বৈদ্যপুত্রী মাতা আর পিতা স্বর্ণকার । মলমহি জাতি সেই
 গুহে গুণাধার ॥ স্বর্ণবর্ণকের বৈশ্য বৈদ্যের জঠরে । কুড়ব নামেতে জাতি
 জনমিল পরে ॥ শূদ্র হতে বিপ্রাণীতে চাণাল-জনম । বলিনু তোমার পাশে
 গুহে মহাত্মন ॥ আভীর হইতে গোপকন্যার উদরে । বড়ুর জাতির জন্ম
 কহিনু তোমারে ॥ তক্ষা হতে বৈশ্যগর্ভে জন্মে চর্মকার । দোলাবাহী বৈশ্য-
 গর্ভে পিতা তৈলকার ॥ দীবর হইতে আর শূদ্রার জঠরে । মণ্ডজাতি জন্-
 মিল জানিবেক পরে ॥ অধম সঙ্কর জাতি এই সব হয় । বর্ণাশ্রম-বহিষ্কৃত
 গুহে মহোদয় ॥ এই যে সঙ্কর-জাতি করিনু বর্ণন । বিংশতি ইহার মধ্যে
 জানিবে উত্তম ॥ ষোড়শি ত্র্যক্ষগণ পুরোধা তাহার । বলিনু তোমার পাশে
 গুহে গুণাধার ॥ দেবল হইতে আর বৈশ্যের উদরে । গগক বাদক দৌহে
 জনমিল পরে ॥ স্নেচ্ছনামে পুত্র জন্মে বেণ-রজ হতে । স্নেচ্ছের অনেক পুত্র

বিদিত জগতে ॥ পুলিন্দ পুষ্ক শম আর যে যবন । কাষোজ শবর সুক ধর
আদিগণ ॥ এই সব স্বেচ্ছগণ করি দরশন । রোমবশে সমাকুল হৈল মুনিগণ ॥
বেণের বিনাশ বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে । ক্রতগতি যায় তবে অতি ক্রোধভরে ॥
হুকার নিমাদ করি যত ঋষিগণ । বেণরাজে অবিলম্বে করিল নিধন ॥ মথিয়া
বেণের হস্ত ঋষিগণ পরে । পৃথুনামে এক পুত্র উৎপাদন করে ॥ অর্পিল
তাহার করে রাজসিংহাসন । ধর্মমতে পৃথু করে প্রজার শাসন ॥ জগত হইল
স্থির এত দিন পরে । বিষ্ণুপূজা হয় পুনঃ প্রতি ঘরে ঘরে ॥ দেব-গো-বিশ্বেশ্বর
পূজা পুণরপি হয় । ধর্ম কার্য ব্যাপ্ত হৈল পুনঃ বিশ্বময় ॥ জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলে যাহা তপোধন । বলিলু তোমার পাশে সে সব কথন ॥ মঙ্গর-জাতির
জন্ম সেই রূপে হয় । বলিলু সে সব কথা ওহে মহোদয় ॥ যেরূপে জন্মিল
পৃথু করিলু কীর্তন । অতীব অপূর্ব কথা ওহে তপোধন ॥ পুরাণের মার
বৃহদ্ধরম পুরাণ । শুনিলে সে জন লভে অন্তিমে নির্বাণ ॥ ভক্তি করি এই
এক পূজিলে মাদরে । আর নাহি বন্দী হয় ভবকারণারে ॥ জপ তপ যাহা
রল কিছু কিছু নয় । বিষ্ণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ওহে মহোদয় ॥ শুনিলে পুরাণ-
কথা অন্তিমে মুকতি । শাস্ত্রের বচন ইহা সুধীর মুকতি ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

—■■■■■■■■—

মঙ্গর-জাতির বৃত্তি নিরূপণ ।

জাবালিকবাচ । ততঃ কিমকরোক্তামা পৃথুন্যাবাষণাম্বকঃ ।

মঙ্গরাণাঞ্চ জাতিনাং কি বচুঃ মহামতে ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন । শুনিলু তোমার মুখে অপূর্ব
কথন ॥ এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মহোদয় । কি করিল পৃথুরাজা দেহ
পরিচয় ॥ যে সব মঙ্গর জাতি জন্মিল ধরায় । কি হৈল তাদের তাহা বলহ
আমায় ॥ এতক বচন হুনি কুল-দ্বৈপায়ন । কহিলেন শুন বলি ওহে
তপোধন ॥ পৃথুরাজা অভিধিত্ত হয়ে সিংহাসনে । ধর্ম অনুমারে পালে যত
প্রজাগণে ॥ কিছুতে না মন স্থির কিন্তু হয় তাঁর । চকল তাঁহার মন রহে
অনিবার ॥ তাহা দেখি বিপ্রগণে করি সোধোধন । বলিলেন সকাতরে বিনয়-
বচন ॥ শুন শুন বিপ্রগণ নিবেদি চরণে । রাজা হয়ে রাজ্যরক্ষা করিছি
সিগনে ॥ তথাপি মনের স্বাস্থ্য নাহিক আমার । প্রজাগণ অন্তঃস্থ পায়
অনিবার ॥ ইহার কারণ কিবা বল বিপ্রগণ । এই হেতু যম যম সদা

উচাটন ॥ রাজার এ হেন বাণী শুনিয়া তখন । উত্তর-বচনে কহে স্বত
 বিপ্রপণ ॥ আমাদের বাক্য শুন ওহে নরপতি । ছিলেন তোমার পিতা
 ধর্মশূন্য অতি ॥ তব পিতা ধর্মকর্ম করি বিসর্জন । মঙ্গর জাতির বহু
 করিল সৃজন ॥ অধর্ম হইতে তারা জন্মিল ভুতলে । সে হেতু প্রজারা দুঃখ
 পেতেছে অন্তরে ॥ তব মন কলুষিত সেই হেতু হয় । বলিলু তোমার পাশে
 ওহে মহোদয় ॥ সেই সব পাপীগণে করিতে ধারণ । বসুমতী পৃথ্বীদেবী না
 হন সক্ষম ॥ সেই হেতু শাস্ত নাহি জন্মিছে ধরায় । কহিলু তোমার পাশে
 ওহে নররায় ॥ এতেক বচন শুনি পৃথু নরপতি । হইলেন মনে মনে অতি ক্ষু
 মতি ॥ সকাতরে বিপ্রগণে কহেন তখন । ইহার উপায় কিবা কহ সর্বজন ॥
 বধিলে মঙ্গরগণে অথবা রাখিলে । কল্যাণ হইবে বল এই ভূমণ্ডলে ॥ বিধির
 ইচ্ছায় হৈল তাদের সৃজন । কিরূপে তাদের আমি করি বিনাশন ॥ এদিকে
 যদ্যপি তারা রহে বিদ্যমান । বসুমতী শাস্ত নাহি করিবে প্রদান ॥ উত্তর
 মঙ্গট যোর করি দরশন । ইহাতে উপায় কিবা কহ বিপ্রগণ ॥ কিরূপেতে
 প্রজাগণ শান্তিলাভ করে । রূপা করি বল তাহা আমার গোচরে ॥ পৃথুর
 ধর্মবাক্য করিয়া শ্রবণ । আনন্দ-সাগরে ভাসে যত বিপ্রগণ ॥ মধুর-বচনে
 পরে মনোপি ঈহায় । কহিলেন শুন বলি ওহে নররায় ॥ একমাত্র প্রভু
 তুমি জানিলু অন্তরে । আমরা তোমার বশ জামিবে সকলে ॥ তুমি
 রাজা মহাবল ধর্মপরায়ণ । ঈশ্বর হইতে হবে কল্যাণ সাধন ॥ এখন
 মোদের বাক্য শুন নরপতি । যাতে নাহি হয় আর মঙ্গর উৎপত্তি ॥ তাহাতে
 করহ মতু ওহে মহাত্মন । অন্য জাতি মঙ্গ যেন না হয় কখন ॥ নিজ জাতি
 তাজি ঘাছে অন্য জাতি মনে । রত নাহি হয় কেহ করহ বিধান ॥ পূর্বেতে
 যাহারা জন্ম করেছে গ্রহণ । তাহাদের যথা রুত্তি কর নিরূপণ ॥ সবাচারে
 ডাকি আন আপন গোচরে । আত্মা দেহ ধর্মপথে সদা রহিবারে ॥ তব
 আত্মা সেই জন করিবে লঙ্ঘন । করিবে তাহারে বধ শুনহ রাজন ॥ এই ত
 যুক্তি হয় মোদের অন্তরে । এখন উচিত নয় সবে বধিবারে ॥ মোদের
 বাসনা যাহা করিলু কীর্তন । অভিমত হয় যাহা করহ রাজন ॥ ব্রাহ্মণগণের
 বাক্য শুনি নরপতি । মঙ্গরগণেরে সবে ডাকি শীত্ৰগতি ॥ কহিলেন শুন সবে
 আমার বচন । কি হেতু তোমরা সবে মলিন বদন ॥ হেরিতেছি সবাচার
 বিকৃত আকার । মলিন বদন হেরি পরা সবাচার ॥ জীর্ণ শীর্ণ কলেবর
 কিনের কারণ । প্রকাশ করিয়া বল আমার মদন ॥ এতেক বচন শুনি মঙ্গর
 সকলে । উত্তর-বচনে কহে রাজার গোচরে ॥ কি বলিলে নরপতি আশ্চর্য
 বচন । নয়ন থাকিতে তুমি বিহীন-নয়ন ॥ আমরা সকলে হই সুন্দর
 আকার । উত্তম বদন দেখে দেহে সবাচার ॥ বিমল আনন যোরা করিছি
 ধারণ । বিপরীত বল রাজা কিনের কারণ ॥ বেণ মম মোরা সবে জানিবে

অন্তরে । তাঁহার পালিত হই আমরা সকলে ॥ বেণ হতে মোরা সবে লভেছি
 জীবন । রাজরাজেশ্বর তিনি জানিবে রাজন ॥ মহাবল ধরি মোরা নিষ্ক-
 কলেবরে । ত্রুক্ষা বিষ্ণু আদি সবে কি করিতে পারে ॥ তাহা হতে শ্রেষ্ঠ
 মোরা জানিবে রাজন । বলিনু তোমার পাশে স্বরূপ বচন ॥ সঙ্করগণের বাক্য
 করিয়া শ্রবণ । হাসিতে লাগিল যত বিপ্র আদি জন ॥ নরপতি ক্রোধাবিস্ট
 হইয়া তখন । সঙ্করগণেরে পরে করিল বন্ধন ॥ পীড়ন করিল বহু পৃথু নর-
 পতি । তাহে কষ্ট পেয়ে যত সঙ্কর-সন্ততি ॥ রক্ষ রক্ষ বলি কান্দে অতি
 ঘন ঘন । অশ্রুজল অধিরল করে বিমর্জ্জন ॥ হইল মলিন মুখ সকলে কাতর ।
 সবে বলে রক্ষা কর ওহে নৃপবর ॥ আজ্ঞাধীন মোরা সবে হইনু তোমার ।
 উচিত বিধান যাহা কর এইবার ॥ কৃপণ মোদের যাহে যক্রপে দাঁড়ায় ।
 রূপা করি কর তাহা ওহে নররায় ॥ আমাদের বর্ণ বৃদ্ধি কর নিরুপণ । বেণ-
 বুদ্ধিদোষে মোরা অতি নরাধম ॥ অপরাধ ক্ষম পূর হইয়া সদয় । বিধান
 করহ এবে উচিত যা হয় ॥ এতেক বচন শুনি পৃথু নরপতি । বিপ্রগণে
 সম্বোধিয়া বলেন ভারতী ॥ শুন শুন বিপ্রগণ আমার বচন । তোমরা সকলে
 কর ধর্ম নিরুপণ ॥ সঙ্কর জাতিরা যত আছে বিদ্যমান । ইহাদের বর্ণ বৃদ্ধি করহ
 বিধান ॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । আমন্দে প্রাঙ্গণগণ হলেন
 মগন ॥ সম্বোধি সঙ্করগণে কহিলেন পরে । মোদের বচন শুন বলি সবাকারে ॥
 প্রধান ছত্রিশ জাতি আছে বিদ্যমান । কি করিবে বল আমাদের সন্নিধান ॥
 যেই কাণ্ড যেই জন করিবারে পার । প্রকাশ করিয়া বল মোদের গোচরে ॥
 কর্ম অনুরূপ নাম হইবে সবার । মনে মনে ভাবি দেখ বলিলাম সার ॥
 এইরূপে বিপ্রগণ বলিলে বচন । করণ নামক জাতি বলিল তখন ॥
 কি বলিলে দ্বিজগণ মুচের সমান । অশান্তিগে জিজ্ঞাসিত কেন মতিমান ॥
 বিধানের কর্তা আছ তোমরা সকলে । বিবেচিয়া কর যাহা যুক্তি অন্তরে ॥
 সর্ব্বত্র তোমরা সবে ওহে দ্বিজগণ । নিবেদিনু যাহা বুকি সবার মন ॥
 তাহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । পুলকে পূরিত হয় যত দ্বিজগণ ॥ রাজারে
 সম্বোধি পরে মধুর-বচনে । কহিলেন শুন নৃপ কহি তব ভানে ॥ ইহারা করণ
 নাম করিয়া ধারণ । শ্রীযুক্ত হইয়া ভূমে থাক সন্দর্শন ॥ বিনয়-আচারবানু
 ইহারা সকলে । বলিল শোভন বাক্য সবার গোচরে ॥ নীতিবানু ইহাদিগে
 করি দরশন । রাজকাণ্ড করিবেক মোদের বচন ॥ বিপ্রগণে ভক্তিমানু
 ইহারা হইবে । দেবতার প্রতি ভক্তি সর্ব্বদা রাখিবে ॥ ইহারা সংশুদ্ধ হইল
 ওহে নররায় । ইহাতে সন্দেহ নাহি কহিনু সবার ॥ সংশুদ্ধ-লক্ষণ এবে
 করহ শ্রবণ । বিশ্রোপরি 'ভক্তিমানু' হবে সন্দর্শন ॥ দেবতারাধনে মতি
 সর্ব্বদা রাখিবে । মৎসরতা যদি হতে বর্জন করিবে ॥ সুশীল হইবে সবে
 ওহে নরপতি । সংশুদ্ধ-লক্ষণ এই শাস্ত্রের ভারতী ॥ এতেক বচন শুনি

যিময়ে সঙ্গর । প্রণাম করিল বিপ্রগণ-উপর ॥ আশীন করিয়া বলে যত
 দ্বিজগণ । সুখে থাক ভূমিতলে শুনহ করণ ॥ রাজকার্যে সুশাগ্ৰুগ তোমরা
 হইবে । লিপিকর্মে নিপুণতা সবার জন্মিবে ॥ ভক্তিমান হবে সবে বিপ্রের
 উপর । মাৎসর্য্য-বিহীন হবে সবার অনুর ॥ সন্তোষে নিরন্তর হবে সর্ব-
 জন । কুশলে থাকিবে সবে মোদের বচন ॥ বংশবৃদ্ধি হবে জেনো উত্তর-
 উত্তর । মোদের বচন কড় না হবে অনুর ॥ যেমন এ সব কথা বলিল ব্রাহ্মণ ।
 অমনি করণ হৈল মুকুট তখন ॥ রাজারে সম্বোধি পরে ব্রাহ্মণ নিকর । বলি-
 লেন শুন শুন ওহে নরবর ॥ অপর সঙ্গর এই কর দরশন । অহর ইহার নাম
 বৈশ্যাতে জনম ॥ মহাপাপ পরনিন্দা করে এই জন । ইহার সংস্কার করা
 উচিত এখন ॥ বিস্কৃত হইয়া পরে ওহে নরপতি । পুনর্জ্ঞাত সম হবে কহিনু
 ভারতী ॥ এত বলি দ্বিজগণ পুলকিতমনে । স্মরণ করিল হৃদে অশ্বিনী-
 নন্দনে ॥ স্মৃতিমাত্র দুই জন করে আগমন । অম্বষ্ঠেরে আয়ুর্কেন্দ করিল
 অর্পণ ॥ তদবধি বৈদ্য নাম ধরিল সকলে । পাপশূন্য হৈল দেহ জানিবে
 অনুরে ॥ বিকৃত-আকার সবে করিয়া বর্জন । মনোহর রূপ বৈদ্য করিল
 ধারণ ॥ বিপ্রের আদেশ পরে ধরি শিরোপরে । ভক্তিভরে প্রণমিল চরণ-
 উপরে ॥ ক্রতাজ্বলপুটে গারে রহিল দাঁড়ায়ে । বিপ্রগণ বলে তবে মানন্দ
 জনয়ে ॥ আমাদের রত শাস্ত করিনু অর্পণ । মনুসুখে এই সব করহ গ্রহণ ॥
 ফিকিৎসা-কুশল হবে মোদের বচনে । কুশলে থাকহ সবা মানব ভবনে ॥
 শূদ্রদ্রব্য সমাশ্রয় করি সর্বক্ষণ । করিবে বৈদিক কর্ম্ম সব আচরণ ॥ আয়ু-
 ক্বেদে বিচক্ষণ হবে সর্বক্ষণ । করিবে নিমিত্ত পুরাণাদি অধ্যয়ন ॥ একমাত্র
 হবে আয়ুর্কেন্দে অধিকার । বংশে বংশে এইরূপ কহিলাম মার ॥ বিপ্রগণ
 এত বলি মৌনভাবে রয় । বিপ্র-আজ্ঞা শ্রবণে শিরোপরি লয় ॥ রাজারে
 সম্বোধি পরে অশ্বিনীকুমার । মনুসুখে চলি যান আপুন আগার ॥ তার পর
 সম্বোধিয়া যত বিপ্রগণ । রাজারে পুনশ্চ কহে শুনহ রাজন ॥ উগ্রনামা এই
 জাতি কর দরশন । মাহুদে বলিষ্ঠ অতি শুনহ রাজন ॥ ইহার যুদ্ধের কার্য্য
 মতত করিবে । ক্ষত্রপ্রতি মনুসুখে সবা আচরিলে ॥ মাগধ নামেতে এই আর
 এক জাতি । ইহারাও উগ্র সম হবে নরপতি ॥ ইহারাও উগ্র সম করিবে
 সময় । করিলাম নিরূপণ ওহে নরবর ॥ বিপ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 মাগধ বিনয়বাক্যে কহিল তখন ॥ নমস্কার বিপ্রগণ সবার চরণে । আমাদের
 আদেশ নাহি করিবেন রণে ॥ অগ্রধারী হতে আমি নারিব কখন । অন্য
 রাজকর্মে মোরে কর নিয়োজন ॥ রাজার সম্মুখে যাহে হয় অবস্থান । এরূপ
 কার্য্যের ভার করহ প্রদান ॥ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য যাহে কর অনুমতি । সে কাজ
 সাধিব প্রভু যতেক শক্তি ॥ এতেক বচন শুনি যত বিপ্রগণ । কহিলেন শুন
 তবে মোদের বচন ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যারা অবনীমাঝারে । তাঙ্গের করিবে

স্বপ্ন ভোঁদরা সকলে ॥ বন্দী মাথে খ্যাত হবে সংসার-মাঝার । স্তুতিপাঠে
 নিয়োজিত হবে অমিবার ॥ গুণের প্রশংসা সদা করিবে কীর্তন । লিপিপত্র-
 বাহী হবে মোদের বচন ॥ উত্তম মঙ্গল জাতি হইবে নিশ্চয় । রাজগণ তবে-
 পরে হইবে সদয় ॥ সমাদরে তোমা সবে করিবে পালন । বংশরাজি হবে
 ভূমে মোদের বচন ॥ মহাত্মখে ধরাধামে কর অবস্থান । বর্ণরসি তোমাদের
 করিছু বিধান ॥ মাগধেরা বিপ্র আজ্ঞা ধরি শিরোপরে । রহিল মনের সুখে
 অবগী-মাঝারে ॥ তন্তুবায়ে ডাকি পরে যত বিপ্রগণ । বসন নির্মাণ-ভার
 করেন অর্পণ ॥ বণিকেরা গন্ধদ্রব্য করিবে বিক্রয় । এক্রপ বিধান কৈল যত
 বিপ্রগণ ॥ নাপিতে দিলেন বিপ্র ক্ষৌরকর্মভার । করিবেক লৌহকর্ম যত
 কর্মকার ॥ তৈলিকে দিলেন আজ্ঞা গুবাক বিক্রয়ে । তাহুল বিক্রয় হেতু
 তাহুলী মিচয়ে ॥ করিবে যুদ্ধিকাপাত্র যত কুস্তকার । তাম্র কাংশ্র আদি
 কাজ নিল কংসকার ॥ গড়িবে শাখারীগণ শঙ্খ বিভূষণ । করিবেক কৃষিকাষ্য
 যত দাসগণ ॥ মোদকেরা গুড়কর্ম করিবে যতনে । মালাকার হবে সদা পুষ্প
 আহরণে ॥ করিবেক স্বর্ণকার যত বিভূষণ । রজতে নিগ্ধিত হবে অথবা
 কাঞ্চন ॥ স্বর্ণরোপা-গুণাগুণ পরীক্ষার তরে । নিযুক্ত রহিবে সদা বণিক-
 নিকরে ॥ এইরূপ জাতিভেদ করিয়া বিচার । দিলেন ব্রাহ্মগণ করমের
 ভার ॥ বিকৃত আকার ত্যজি মঙ্গল নিকর । দেখিতে দেখিতে হৈল রমা
 কলেবর ॥ সুবুদ্ধি হইল সবে ওহে তপোদন । ধর্মপথে মন সবে কৈল নিয়ো-
 জন ॥ হীনাচার পরিত্যাগ করিল যতনে । জনমিল দণ্ডাঙ্গান তাহাদের মনে ॥
 গুণকেরে জ্যোতিঃশাস্ত্র দিল বিপ্রগণ । এহবিপ্র বলি তারা বিনিত ভুবন ॥
 এইরূপে বর্ণরসি হলে নিরূপণ । মঙ্গলেরা মিন্টবাক্যে বলিল তখন ॥ শুন
 শুন বিপ্রগণ নিবেদি চরণে । মোদের করম বল হবে কি বিধান ॥ আমরা
 করম কার্য করিব যখন । পুরোহিত আমাদের হবে কোন্ জন ॥ এতেক বচন
 শুনি ব্রাহ্মণ-নিকর । কহিলেন শুন বলি যতেক মঙ্গল ॥ বিংশতি মঙ্গল জাতি
 সর্বোত্তম হয় । পুরোহিত হব মোরা তাহাদের নিশ্চয় ॥ আমরা শ্রোত্রিয় যত
 হব পুরোহিত । সবাকার কর্ম মোরা করিব নিশ্চিত ॥ অপর ষোড়শ যারা
 অবশিষ্ট হবে । তাহাদের করিলে কাজ পতিত হইবে ॥ তাহাদের পুরোহিত
 হবে যেই জন । নিশ্চয় পতিত হবে সে সব ব্রাহ্মণ ॥ পতিত জাতির কর্ম
 করিলে ব্রাহ্মণ । সেই জাতীয়ত্ব পায় শাস্ত্রের বচন ॥ এইরূপে বিপ্রগণ
 মঙ্গল-নিকরে । স্থাপন করিল যথাবিহিত আচারে ॥ নরপতি সুস্থচিত্ত হলেন
 তখন । করিলেন বিপ্রগণে বিধান অর্চন ॥ আনন্দেতে বিপ্রগণ করিল
 গ্রহান । আনন্দ-মাগরে ভাসে রাজা যতিমান ॥ নানা শস্যে পরিপূর্ণ হৈল
 বহুমতী । দোহন করিল শস্য পৃথু নরপতি ॥ জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওহে
 তপোদন । তব পাশে সেই সব করিছু কীর্তন ॥ মঙ্গলের-উপাখ্যান পুণ্যপ্রদ

অতি । পড়িলে সে জন পায় অস্ত্রিমে মুকতি ॥ শ্রবণ করিলে পায় দিব্য তত্ত্ব-
জ্ঞান । পুরাণের সার বৃহত্তরম পুরাণ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

দান কথন ।

ব্যাশ উবাচ । শ্রবণং পরমং দানং শ্রবণং দক্ষিণা পরা ।
সার্বাং হস্তে শ্রবণং ত্রাস্তবৈশ্ব বিশেষতঃ ॥
দশ পুণ্ড্রং পরাশ্চাপি দশ বাশান্ সযশ্বনা ।
অপি পাপশাতং বৃদ্ধা দয়া বিপ্রেষু হারয়েৎ ॥

বাস বলে শুন শুন ওহে মহামতি । বলিব তোমার পাশে অপূৰ্ব ভারতী ॥
বেদভাগ করি আমি দ্বাপর যুগেতে । বিপ্রভেদ হয় তাহে জানিবে জগতে ॥
একবেদী তাহে হয় কোন কোন জন । কেহ যজু কেহ সাম ওহে তপোধন ॥
কেহ ঋক্বেদী হয় অবনীমাঝারে । এ রূপে বিপ্রের ভেদ কহিছু তোমারে ॥
এইরূপ শাস্ত্রভেদ নানারূপে হয় । নানাবিধ ক্রিয়া জন্মে ওহে মহোদয় ॥
রজোক্তগময় প্রজা ক্রমেতে হইল । মনুষ্যেরা অল্প-আয়ু হইয়া পড়িল ॥
মন্দভাগ্য হিংসারীল ক্রমে ক্রমে হয় । বেদচার-শূন্য হয়ে নানাভাবে রয় ॥
মহাভারে মহাকষ্ট পায় বয়ুমতী । তাহ' দেখি ভগবান্ অতি খিন্নমতি ॥
বনুধার ভারনাশ করিবার তরে । অবতীর্ণ হন আমি মানব-আগারে ॥
বাসুদেবরূপে আমি অবতীর্ণ হন । দৈবকীর গর্ভে হয় তাঁহার জনম ॥
অষ্টম গর্ভেতে হয় জন্ম তাঁহার । সহায় হলেন বলদেব গুণাপার ॥ শস্ত্র চক্র
গদা আদি চতুর্ভুজ ধারী । ভগবান্ নিরঞ্জন বিনোদবিহারী ॥ দ্বিভাগ
রূপেতে তিনি অবতীর্ণ হন । বাসুদেব বলরাম এই দুই জন ॥ দ্বিভুজ হইয়া
প্রভু ধরেন জনম । নন্দগৃহে ব্রজধামে দানে সর্বজন ॥ পৃথনারে বধ করি
শেষেতে মুরারি । কংসের বিনাশ করিলেন মধুপুরী ॥ ধরার দুর্ব্বহ ভার
করিয়া মোচন । নিজকুল যদুকুল করেন ধ্বংসন ॥ ধরীতে ধর্ম্মরক্ষা করিলেন
হরি । অধর্ম্ম করিল লোপ বিপিনবিহারী ॥ যখন পৃথিবী হয় অধর্ম্মে মগন ।
অবতীর্ণ হন হরি জানিবে তখন ॥ বলিছু তোমার পাশে ওহে ঋষিবর ।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ অতঃপর ॥ ব্যাসের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন ॥ কি দানে সম্ভব হইবে দেবদেব হরি ।
সেই কথা বিবরিয়া বল কৃপা করি ॥ দাতা বলি গণ্য হয় ভূমে কোন্ জন ।

দান-উপযুক্ত পাত্র বল কেবা হই ॥ কোন্ দানে কিবা ফল কহ মহাশয় ।
 শুনিতে কৌতুকী বড় হতছে হৃদয় ॥ এতেক বচন শুনি বাস মহামতি ।
 কহিলেন শুন শুন অপূর্ব ভারতী ॥ সুবর্ণ পরম দান শাস্ত্রের বচন । প্রধান
 দক্ষিণা হয় সুবর্ণ অর্পণ ॥ ধরিবে বিপ্রেরা স্বর্ণ আপনার করে । পরম
 পবিত্র স্বর্ণ খাত চরাচরে ॥ স্বস্তায়ন ভূলা ইহা ওহে মহাশয় । বিশেষ করিয়া
 বলি শুন পরিচয় ॥ শত শত পাপ করি স্বর্ণদান দিলে । পরিত্রাণ পায়
 পাপী সেই পুণ্যফলে ॥ দশমংখ্য উদ্ধৃতন পুস্তক তাহার । সেই ফলে পায়
 জ্ঞান অবশ্য উদ্ধার ॥ দশম পুস্তক পরে এইরূপে তরে । শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা
 জানিবে অন্তরে ॥ প্রীতমনে স্বর্ণদান করে যেই জন । সে জন দেবত্ব পায়
 শাস্ত্রের বচন ॥ আনন্দেতে সুরপুরে সেই করে গতি । দেবগণ সহ তথা
 করয়ে বসতি ॥ স্বর্ণদানে পাপরাশি বিনাশিত হয় । মুক্ত হয় সেই জন
 নাহিক সংশয় ॥ সুবর্ণ হারালে হয় গাতকে মগন । স্বর্ণদানে পুণ্য হয়
 পাপবিমোচন ॥ গোদান প্রধান বলি শাস্ত্রের বিচারে । সেই ফলে দাতা জন
 অবশ্য উদ্ধারে ॥ পূরকালে পিতামহ দেব পদ্মাসন । যাবতীয় জীবগণে
 করিয়া সৃজন ॥ সবার প্রীতির হেতু সানন্দ অন্তরে । গোগণে সৃজন করে
 প্রজাপতি পরে ॥ গোগণের জাতিকথা করিব কীর্তন । মন দিয়া শুন তাহা
 ওহে তপোধন ॥ সর্বশ্রেষ্ঠ হয় গৌরকপিলা আখ্যান । দ্বিতীয়া গৌর-
 পিঙ্গলা ওহে মতিমান ॥ শুক্র-পিঙ্গ-অক্ষী পরে ওহে মহাশয় । পরেতে শুক্র-
 পিঙ্গলা আছে পরিচয় ॥ তার পর হয় চিত্রপিঙ্গাকী আখ্যান । পরেতে
 -বভ্রুরোহিণী ওহে মতিমান ॥ শ্বেত পিঙ্গ-অক্ষী নাম অন্য ধেনু ধরে । শ্বেত
 পিঙ্গলা আখ্যান পরয়ে অগরে ॥ ইহার কপিলা বলি গণনীয় হয় । এই মন
 ধেনু দানে পুণ্য অতিশয় ॥ সবস্তা সদমা ধেনু মাচ্চায়ে ভূষণে । যদি দান
 করে কেহ সজ্জন ব্রাহ্মণে ॥ রোমসংখ্য বর্ষ সেই সুরপুরে রয় । শাস্ত্রের বচন
 ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ শুদ্ধচিত্তে ধেনুদান করে যেই জন । অস্ত্রিমে সে জন
 যার ভয়-ভবন ॥ দেবগণ সহ তথা করয়ে বসতি । শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে
 মহামতি ॥ অন্নদানে মহাপুণ্য শাস্ত্রের বচন । শ্রেষ্ঠদান বলি গণ্য বিদিত
 ভূবন ॥ ক্ষুধিতেরে অন্নদান যেই জন করে । মহাফল পায় সেই শাস্ত্রের
 বিচারে ॥ সত্যবাদী অন্নদাতা এই দুই জন । এক স্থানে দেহ-অন্তে করয়ে
 গমন ॥ প্রাণীর জীবন অন্ন জাণিবে অন্তরে । অন্নদানে প্রাণদান-ফল লাভ
 করে ॥ অন্নভিক্ষু যদি কেহ করে আগমন । তারে নাহি দিয়া যেই করয়ে
 ভোজন ॥ মরিয়া কুল্লুরীবিষ্ঠা সেই জন খায় । শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু
 তোমায় ॥ অন্নদান সদা করে যেই সাধুজন । হরিনাম মুখে গায় সদা সর্ব-
 ফণ ॥ গঙ্গাস্নান প্রতিদিন বিধানেন্তে করে । অন্যায়সে সেই জন ভবসিদ্ধ তরে ॥
 আপন উদর হেতু যেই অভাজন । অন্ন আদি পাক করে হয়ে স্বষ্টমন ॥

কুমি কীট সেই জন করয়ে আহ্বার । শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে গুণাধার ॥
 অতএব অন্ন পাক করি মাধুজন । অপরেয়ে কিছু তার করিবে অর্পণ । অন্ন-
 দানে যেই কল করিহু কীর্তন । ভূমিদান-কথা এবে করহ শ্রবণ ॥ ভূমি-
 দান শ্রেষ্ঠদান শাস্ত্রের বিচারে । ভূমিদান স্ফটচিত্তে যদি কেহ করে ॥ বাইট
 হাজার বর্ষ সুরপুরে রয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ ভূমিদান
 শ্রেষ্ঠ দান শাস্ত্রের বচন । ভূমিদান স্ফটমনে করে যেই জন ॥ কমলা অচলা
 হন তাহার আগারে । শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বলিহু তোমায়ে ॥ ভূমিদাতা
 দেহ-অস্ত্রে সুরপুরে গিয়ে । দেবগণ সহ রহে মানন্দ স্বদয়ে ॥ বহুকাল
 সুরপুরে করি অবস্থিতি । পুনরায় জন্ম লভে হইয়া ভূপতি ॥ স্বর্ণ যৌপা
 ভাস্ম যনি মুক্তা আদি করে । যত দান আছে বুনে অবনীভিতরে ॥ ভূমিদান
 সম কভু কিছু নাহি হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ তপ যজ্ঞ মতঃ
 বাক্য শাস্ত্র অপায়ন । সুশীলতা গুণ দেব ইত্যাদি পূজন ॥ ভূমিদান পাশে
 সব কভু শ্রেষ্ঠ নয় । বলিহু তোমার পাশে ওহে মহাশয় ॥ বিশুদ্ধ পণ্ডিত
 বিপ্র হয় সেই জন । উপযুক্ত পাত্র তারে করিবে গণন ॥ তাদৃশ জনেরে
 দান করিবে নিশ্চয় । তাহা হলে হরি তুষ্ট নাহিক সংশয় ॥ মনস্বী পৃথিবী
 দান যদি কেহ করে । অস্ত্রিমে পরম পদ পায় সেই নরে ॥ ভূমিদান করে
 সেই ওহে তপোদন । সেই দান যেই জন করয়ে গ্রহণ ॥ দুই জনে অন্তকালে
 সুরপুরে যায় । শাস্ত্রের বচন ইহা কহিহু তোমায় ॥ ভূমি দান ভূমিতলে
 না করে যে জন । পরজন্মে ভূমি নাহি পায় সেই জন ॥ বস্ত্রদান নাহি করে
 সেই দুরমতি । বস্ত্র নাহি পায় সেই শাস্ত্রের ভারতী ॥ দানেতে দেবতা তুষ্ট
 শাস্ত্রের বচন । দানেতে জানিবে হয় দুর্গতি মোচন ॥ দানেতে স্বরগ লাভ
 জানিবে অন্তরে । দানেতে মুক্তি শেষে শাস্ত্রের বিচারে ॥ দরিদ্র অথবা
 ধনী যেই কোন জন । সাধ্যমতে বিপ্রগণে করিবে অর্পণ ॥ ধনীজন যদি
 করে বহু বহু দান । দরিদ্রের স্বস্পদান তাহার সমান ॥ জনমিয়া কভু দান না
 করে যে জন । পরদ্রব্য নিতে সদা করে আকিঞ্চন ॥ শৃগাল-বোন্নিতে জন্মে
 সেই দুরাশয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ একমাত্র দানপাত্র
 ব্রাহ্মণ-নিকর । ভ্রমে নাহি লবে দান অন্য কোন নর ॥ অন্য জনে দান
 দিলে বিফল নিশ্চয় । শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাশয় ॥ জিজ্ঞাসা করিয়া-
 ছিলে যাহা তপোদন । সেই কথা তব পাশে করিহু কীর্তন ॥ এবে কি
 শুনিতে বাঞ্ছা কহ মতিমান । পুরাণের শ্রেষ্ঠ রহস্করম পুরাণ ॥

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়

বরাহাবতার কথন ।

বাস উবাচ । দেবদেবো জগন্নাথো বৃষা বরাহরূপতঃ ।

দশনেন চ ঘোরেন সমুদ্ভবাব মেদিনীং ॥

জাবালি ব্যাসেরে কহে ওহে ভগবন্ । শুনিবু তোমার মুখে অপূর্ব কথন ॥
এখন নিবেদি প্রভু তোমার চরণে । বরাহাবতার-কথা কহ মম স্থানে ॥
বরাহমূরতি ধরি দেব নারায়ণ । কি কাজ করিল তাহা করহ কীর্তন ॥
কিরূপে বরাহদেহ করে পরিহার । সেই কথা শুনিবারে বাসনা আমার ॥
বাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন । বলিব সে সব কথা তোমার সদন ॥
বরাহ-আকার ধরি দেব নারায়ণ । বমুদারে দন্ত দিয়া তুলেন যখন ॥ সেই
কালে ঋতুমতী আছিল অবনী । বরাহেরে লভি তুষ্ট হলেন ধরণী ॥ বিহারে
বাসনা তাঁর হইল মনেতে । বরাহ মনেতে রচি করে স্তুতিতে ॥ ঋতুমহ
বাস কার ধরা গর্ভবতী । হইলেন মনে মনে পুলকিত অতি ॥ বমুদার গর্ভ-
ভার দেখি সুরগণ । মনে মনে মহাচিন্তা করেন তখন ॥ কি জানি বিপদ
বুঝি হয় উপস্থিত । কি জানি কুগ্রহ আগি হয় উপনীত ॥ কি জানি জঠরে
কোন দৈত্য-আবির্ভাব । কি ঘটে দুর্ভাগ্যে আজি নাহি বুঝি ভাব ॥ শেষে
পরামর্শ করি শিবের সহিত । বরাহের সমীপেতে হন উপনীত ॥ জানালেন
সকলের দুঃখের কাহিনী । বুঝি বা বিলুপ্ত হয় এবার মেদিনী ॥ তুমি লীলা-
পরবশ হয়েছ এখন । জান না কি দুর্নিমিত্ত হতেছে ঘটন ॥ ভোগযুখে রত
আছ জানিবে কি করে । আমাদের মর্গপীড়া হয় দোরতরে ॥ তুমি দেব ইচ্ছা-
ময় সর্ব-যজ্ঞময় । তেজোময় তপোময় গুণের আশ্রয় ॥ দেবের দেবতা তুমি
অনাদি অব্যয় । তোমা ছাড়া এই বিশ্ব রহিবার নয় ॥ তোমার বিহনে ক্ষিতি
পাইতেছে ক্লেশ । তুমি কিন্তু তার তথ্য না জান বিশেষ ॥ অশক্ত ধরণী
এবে তোমার ধারণে । তুমি না রাখিলে যায় পাতাল ভবনে ॥ তাজহ
বারাহীমূর্তি ওহে দয়াময় । নতুবা সংসারে বুঝি ঘটে বা প্রলয় ॥ তোমার
অমহ তেজ করিয়া ধারণ । ধরা প্রপীড়িত এবে কষ্টের কারণ ॥ দুর্জয়
তেজেতে ধরা রসাতল প্রায় । যাইতেছে দেখে মোরা না পাই উপায় ॥
বমুদার গর্ভে যত জন্মিবে সন্তান । তোমার অংশেতে সবে হবে বলবান ॥
কার মাধ্য বিরোধিবে তাদের মনেতে । পতঙ্গের মূঢ়্য হয় পড়িলে অগ্নিতে ॥
দুর্জয় অমুর তারা দেবতাবিদ্বেষী ; যজ্ঞ ধ্বংস করিবেক হয়ে অধিনাশী ॥

হইবে অনিষ্টকারী করিবে পীড়ন । এই জন্য আমাদের হেথা আগমন ॥
 বিপদের চিহ্ন পূর্বে করেছি প্রত্যক্ষ । জানাইতে আসিলাম ওহে অমুজাফ ॥
 বিপদ বারণ তুমি বিপদ-তারণ । তোমা ভিন্ন কে তারিবে বল না এখন ॥
 আমাদের বল বুদ্ধি গতি নারায়ণ । তোমা বিনা তিষ্ঠিবারে নারি কদাচন ॥
 তোমার আদেশে মোরা যজ্ঞভাগ পাই । তাই স্বচ্ছন্দে মোরা সর্বত্র বেড়াই ॥
 তোমার রূপায় কারে লক্ষ্য নাহি করি । তোমার রূপায় সবে মনে নাহি ধরি ॥
 এখন উপায় এর কর সমুচিত । যাহাতে উদ্বৈগ সব হয় অন্তর্হিত ॥
 নৃষ্টি রক্ষা হয় তার প্রতীকার । করিয়া জানাও দেব মহিমা অপার ॥ শুনিয়া
 দেবের বাক্য দেব ভগবান । তাঁহাদের প্রতি এই বলেন বিধান ॥ আমার
 এ দেহ কেহ না করিবে ক্ষয় । শিবের হাতেতে মোর মরণ নিশ্চয় ॥ তার
 জন্য রুখা চিন্তা কেন দেবগণ । করিতেছ ভবিষ্যত দুঃখ আমন্ত্রণ ॥ আমার
 ইচ্ছায় কভু তোমাদের ক্ষতি । নাহি হবে হির কথা জানিও সংপ্রতি ॥
 এত কহি তিরোধান ছন ভগবান । দেবগণ সঙ্গে শিব চলেন স্বস্থান ॥
 এখানে বরাহ কামে হয়ে অভিভূত । পৃথিবীর মনে প্রতি করে ইচ্ছামত ॥
 সবেতে জ্বরে তার তিন পুত্র হয় । মহাবল-পরাক্রান্ত অতীব দুর্জয় ॥ সুরত
 সৌন্দর্য নাম মন কনক । কনিষ্ঠের নাম ঘোর যাতনাদায়ক ॥ আকার
 মূগুণ করে বিসদৃশ কার্য । দেবতা ব্রাহ্মণে করে নাহি করে গ্রাহ ॥ পুত্র
 পুত্রী সহ হরি করেন বিহার । ধরিয়া বরাহ তনু অতি চমৎকার ॥ পদভরে
 টানমল করিতেছে ক্ষতি । জীবজন্তু সশঙ্কিত নাহি অব্যাহতি ॥ অনন্ত অসং
 বোধ করেন তখন । বরাহ ক্রীড়াতে রত হয়েন যখন ॥ কুর্য না সহিতে
 পশু হইল অধীর । বাসুকি কম্পিত প্রাণে নহে কভু স্থির ॥ তিন পুত্র
 মনস্থখে যেখানে সেখানে । ক্রীড়া করে কারে লক্ষ্য না হবে সন্ধান ॥ স্বর্গ
 মর্ত্য পাতালেতে করয়ে ভ্রমণ । গিরিশৃঙ্গ বেগবলে করে উৎপাটন ॥ অপূর্ব
 মানস সর তার শোভা যেই । দেখিয়া বিনাশ কৈল তিন বিশ্বজয়ী ॥ দেবের
 ভয় ভেজ ধরি তিন জন । যাহা ইচ্ছা অনায়াসে করয়ে সাধন ॥ বাধা
 দিতে কার সাধ্য হয় অগ্রসর । বরাহ দেখিয়া সবে পায় বড় ডর ॥ সাগর
 উপলে নদী প্লাবিত পৃথিবী । কম্পতক উৎপাটিত নষ্টপ্রায় দিবি ॥ ত্রিলোকে
 কম্পিত সবে না দেখে উপায় । হাহাকার রবে সবে চতুর্দিকে ধায় ॥ কোন
 খানে গিয়া সুস্থ তাহারা না হয় । সর্বত্রই স্বেচ্ছাগতি বরাহ-তময় ॥ ভূধর-
 কন্দর কিম্বা সাগরের জলে । স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে তারকা মণ্ডলে ॥ কোন
 খানে তাহাদের গতি নিবারণ । করিতে না পারে কেহ সদা ভীতমন ॥
 চন্দ্র সূর্য্য ভয় পেয়ে স্বকন্যা সাধন । নাহি করে হেরি ঘোর অশুভ লক্ষণ ॥
 ক্রীড়ায় বরাহ যত্র সহ পুত্র জায় । তাজিতে বাসনা নয় অপরূপ কার্য ॥
 ইচ্ছাময় ইচ্ছা করে বরাহ-শরীরে । ভুঞ্জিবারে কাম মুখ সহ পৃথিবীরে ॥ বরা-

হের আবির্ভাবে যত সুরগণ । ক্ষতগতি যাম যথা দেব পদ্মানন ॥ কহেন
 কাতরে তাঁরে ওহে প্রজাপতি । মোদের দুর্দশা সব শুনহ সংপ্রতি ॥ দ্বিভু-
 বনে কোন খানে তিষ্ঠিতে না পারি । আগিয়াছি তব পাশে শুন কৃপা করি ॥
 মদুপায় আমাদের কর পিতামহ । নতুবা সংসারে আর না রহিবে কেহ ॥
 যেরূপ ভীষণ কাণ্ড হতেছে ভুবনে । দূরে থাকি তুমি দেব জানিবে কেমনে ॥
 দুর্জয় বরাহ-পুত্র প্রবল সংসারে । কারে নাহি গ্রাস করে এ মহীমণ্ডলে ॥
 আমরা হয়েছি ভীত না পারি তিষ্ঠিতে । তাই সবে উপস্থিত তোমার
 পুরোহিত ॥ এমন বিপদ মোরা কভু দেখি নাই । কিরূপে নিস্তার পাব ভাবি
 মোরা তাই ॥ শুনিয়া কমলযোনি দিলেন উত্তর । নিত্য নিরঞ্জন প্রভু যিনি
 পরাংপর ॥ সেই দেবদেব বিকৃত অনন্ত অমায় । তিনি ভিন্ন এ বিপদে
 নাহিক উপায় ॥ এত বলি সন্দেহ করি যত দেবগণ । গিরুর উদ্দেশে যান
 দেব পদ্মানন ॥ বৈকুণ্ঠে যাইয়া সবে হয়ে একমন । বিকৃত করেন স্তব যত
 দেবগণ ॥ নমস্তেজ দেবদেব পুরুষ প্রদান । জগত-কারণ কালরূপ ভগবান ॥
 তুমি স্থল তুমি সূক্ষ্ম তুমি সর্বকর্তা । অনানি অনন্ত তুমি তুমি লোকপাতা ॥
 তুমি নারী-রূপে জগৎ করিলে মোহিত । ত্রিলোক আভ্রায় তব আছে নিয়ো-
 জিত ॥ তুমি ভূত তুমি ভবী তুমি বর্তমান । সারাসার পরাংপর স্রাববাদি
 স্থান ॥ অর্থার্থীর অর্থ তুমি কামার্থীর কাম । ধর্মার্থীর ধর্ম তুমি তুমি মোক্ষ
 কাম ॥ তুমি অর্থ তুমি ধর্ম তুমিই কামুক । জগৎপ যাগ মজা তুমি দুঃখ
 সুখ ॥ তব মুখে জন্মে বিপ্র কক্লিয় বাহুতে । উরুযুগে বৈশ্য জন্মে শূদ্র রে
 গেষ্টে ॥ নেত্র হতে সূর্য্য জন্মে মনে শলধর । শ্রবণে জন্মিল বায়ু প্রাণাদি
 অপার ॥ উর্দ্ধ স্বর্গ আদি ভুব মস্তকে তোমার । নাভি অশোভাগ তব ক্ষিতাদি
 বিস্তার ॥ পাদতল অশোভাগ হইল পাতাল । কর্ণাঘেষে দশদিক জ্যোতিতে
 কাল ॥ নিগূর্ণ মণ্ডলাতীত তুমি পরাংপর । চিদানন্দময় নিত্য জ্ঞানের
 গোচর ॥ সংসার রন্ধের বীজ শেষে তুমি ফল । পদ্মানরা সহ তুমি কারণ
 কেবল ॥ প্রপন্ন প্রেমর হও করি নমস্কার । দেবদেব জগৎপাতে চরণে
 তোমার ॥ এইরূপ স্তব শুনি যত দেবতার । গুণের সাগর দেব দয়ার
 আধার ॥ কহেন মধুর ভাসে কেন দেবগণ । মলিন বদন সবে কিমের
 কারণ ॥ সুশোভন দেহযন্তি হেরি অবসন্ন । বদন-কমল যেন নীহারে আচ্ছন্ন ॥
 কি কহিব দিননাথ কহে দেবগণে । বিশীর্ণ বসুধা আদি বরাহ পীড়নে ॥
 শুষ্ক পত্র পদাঘাতে যেন জর্জরিত । সেইরূপ ক্ষতিভাগ হইল ক্ষোভিত ॥
 বরাহের তিন পুত্র মহা বলবন্ত । কালাগ্রি সমান তেজে অতীব দুরন্ত ॥
 যানমানি নদী যত করেছে কর্দম । ভয় কৈল দেবতর নাহি উপশম ॥
 লবণ-সাগরে পড়ি করে আক্ষালন । পৃথিবী প্রাণিত জলে প্রলয়ে যেমন ॥
 দর্পভরে স্বর্গে যার দেবতা পলায় । আঘাতে পর্বতকুল করে চূর্ণপ্রায় ॥

চারি জনে মহাবল করে সৃষ্টি নাশ। তুমি প্রভু রক্ষ করি করুণা প্রকাশ ॥
 এতক শুনিয়া হরি দিলেন উত্তর। আমার বচন শুন বিধি গঙ্গাধর ॥
 অধুনা বরাহ পশু-ভাব প্রাপ্ত প্রায়। না তাজিবে নিজকায়া আপন ইচ্ছায় ॥
 লইয়া পরম তেজ আপনি শঙ্কর। পশু হয়ে পশু বধ করহ সত্ত্বর ॥
 যদি বল মম কায়া অবশ্য সে বটে। স্বজন্মলা গমমে তাহাতে পাপ ঘটে ॥
 সেই মহাপাপে দেহ হইবে নিধন। কহিলাম আমি এই স্ততার কারণ ॥
 কহেন শঙ্কর বিধি শুন নারায়ণ। অগ্রে তুমি তার তেজ করিবে হরণ ॥
 হইলে নিস্তেজ দ্রুত বিনষ্ট হইবে। মনুষ্য কাহার সাধ্য তার বল সবে ॥
 তপাস্ত বলিয়া হরি দিলেন আশ্বাস। হরিয়া তাহার তেজ নিল পীতবাস ॥
 ক্ষণেকে শরভ-মূর্ত্তি ধরিল শঙ্কর। দ্বিলক্ষ যোজন উর্দ্ধে হৈল কলেবর ॥
 দেড় লক্ষ যোজন যে পার্শ্ব পরিমাণ। চারি পদ উর্দ্ধে চারি অঙ্গ বিদ্যমান ॥
 মস্তকে চৈকিল চন্দ্র দীর্ঘ নামাশুর। দীর্ঘ বক্র দীর্ঘ পুচ্ছ দীর্ঘ কর্ণধর ॥
 কৃকাকার সম তনু পৃষ্ঠে চারি পদ। চলিল আক্রম করি অতি মহামদ ॥
 যথায় বরাহ-পুত্র আছে তিন জন। ক্রতগতি সেই স্থানে উপনীত হন ॥
 তথায় শরভ আদি হৈল উপনীত। দেখিয়া বরাহ পুত্র হইল ক্রোধিত ॥
 গুরোতে আজ্ঞাড়ে ক্ষিতি চাড়ে দিহনাদ। শরভ সহিত শেষে বাধিল
 বিবাদ ॥ করিল অনেক যুদ্ধ শরভ সহিত। সত্যে সাগরে শেষে হয় লুপ্তা-
 য়িত ॥ বরাহ দেখিয়া তবে অতি ক্রোধাঘ্রিত। শরভ নিকটে আমি হৈল
 উপনীত ॥ সাগর হইতে তিন জন উঠে ক্রমে। মিলিয়া দুরাহ্মা চারি
 আদিল সংগ্রামে ॥ একাকী শরভ মনে বাধিল সমর। অদৃষ্ট অশ্রুত যুদ্ধ হয়
 ঘোরতর ॥ দন্তে দন্তে শুণ্ডে শুণ্ডে নুণ্ডে চেলাচেলি। করে করাঘাতে পদা-
 ঘাতে ফেলাফেলি ॥ পৃথিবী কম্পিত হৈল ভাঙ্গয়ে পর্কত। জীবজন্তু আদি
 কত মরিল তাবত ॥ হইল নক্ষত্রপাত গ্রহগণ ছুটে। দেব ঋষিগণ ভয়ে তপ-
 তাজি উঠে ॥ ক্ষণেক পৃথিবীমধ্যে ক্ষণেক সাগরে। পাতালে পলায় অসু-
 রাদি সবে ডরে ॥ এইরূপে চল রণ মহত্বে বৎসর। কেহ না পরাস্ত পক্ষ
 জনের সমর ॥ চরাচর নষ্টপ্রায় বীর-আশ্রফালনে। অনন্ত অশঙ্ক অতি
 ধরিভী ধারণে ॥ চারি পদে ধরি কর্ণ রাখেন ধরণী। অসুর অমর কাঁপে ভর
 মনে গণি ॥ সৃষ্টিনাশ দেখি বিধি চিন্তায় কাতর। বিকৃতব করি বলে ভুবন
 ঈশ্বর ॥ সুরাসুর বহুধরা স্বাবর জঙ্গম। নষ্টপ্রায় রক্ষ দেব কর উপশম ॥
 নিজ কায়া বরাহেরে করহ সংহার। তোমা বিনা বিভু বল কে করে নিস্তার ॥
 শুনিয়া বিধির স্তব আপনি অচ্যুত। মৎস্যরূপে ভগবান হন সমুদ্ভূত ॥
 নিজ পৃষ্ঠে জীবজন্তু করিয়া ধারণ। শঙ্করে করিতে শান্ত করিল গমণ ॥
 বিকু হতে বাহিরায় নৃসিংহ আকার। শরভ সহায়ে যুদ্ধ করে অমিবার
 বরাহ নৃসিংহে দেখি তাজিল নিখাস। বরাহ হইল বহু ক্রমেতে প্রকাশ

শরভ নৃসিংহ সমে বাধিল সময় । নানা মূর্তি ধরি যুদ্ধ করিছে শূকর ॥ ক্ষণে
 বহাগবীরুপী ক্ষণে সিংহানন । ক্ষণেকে ভল্লুক ঋক্ষ গজের বদন ॥ মায়াবী
 বরাহ এইরূপে করে যুদ্ধ । দেখিয়া শঙ্কর তবে হইলেন ক্রুদ্ধ ॥ বিষ্ণু তেজ
 শঙ্করেরে করেন অর্পণ । শরভে বাড়িল তেজ স্থলস্ত তপন ॥ ছাড়িল নিনাদ
 ঘোর কাঁপে ত্রিভুবন । তাহাতে জন্মিল যত বোর সৈন্যগণ ॥ বরাহে নাশিতে
 তারা নানা মূর্তি ধরে । স্থাবর জঙ্গম সব হস্তারে শিহরে ॥ উচ্চমুখ অশ্বমুখ
 কেহ গজমুখ । বিড়াল-বদন কেহ কেহ ছাগমুখ ॥ ঋক্ষরূপী ব্যাঘ্ররূপী সিংহ-
 রূপী কেহ । সর্পাকার মৎস্যাকার কেহ রুকদেহ ॥ কেহ বা মন্তকহীন কবন্ধ
 সমান । এক দুই তিন চারি পদ বিদ্যমান ॥ কেহ একবাহু কেহ দুই
 পাঁচ ছয় । কেহ দশ কেহ বিশ ত্রিশ বাহু হয় ॥ লম্বোদর মহোদর দীর্ঘো-
 দর কেহ । শূল ক্ষুদ্র বৃষ শুক দীর্ঘাকার দেহ ॥ কেহ কেশহীন কেহ জটা-
 শ্রবণারী । দস্তুর করাল বস্ত্র করে মহামারি ॥ মুসল মুদার শূল কেহ শেল
 ধরে । গদা ভিন্দিপাল অসি চর্ম কারো করে ॥ কপাল ত্রিশূল শক্তি খট্টাঙ্গ
 পট্টিশ । ধনুর্বান ধরে কেহ কেহ বা কুলিশ ॥ রত্নতুল্য রূপ কেহ রুষভ-
 বাহনে । অর্দ্ধনারীশ্বর কেহ চলিয়াছে রণে ॥ কেহ বা বনিতারূপা পরমা
 সুন্দরী । কেহ বা বিকৃতাকারা যেন নিশাচরী ॥ কেহ নানাবর্ণ কেহ শুক্ল
 রক্ত পীত । কেহ ধূম্র কেহ শ্যাম আসে তুরাহিত ॥ ডিঙিম নাগরা ভেরী
 তুরী শঙ্খ বাজে । করতালি দিয়া কেহ নাচে রণমাঝে ॥ এইরূপে শিবসৈন্য
 আসে রণধাম । বরাহ সৈন্যের সহ বাধিল সংগ্রাম ॥ কিলাকিলি চড়াচড়ি
 করে লাথিলাথি । জড়াজড়ি হুড়াহুড়ি শেষে হাতাহাতি ॥ দস্তাদন্তি মাথা-
 নাথি কুরে ঘোর রণ । কেহ অসি মারে কেহ বাণ বরিষণ ॥ তুরন্ত দুর্জয়
 দর্পী শিব-সৈন্যগণ । বরাহের সৈন্য ক্রমে করিল নিধন ॥ বরাহ সৈন্য
 নাশ দেখি হতজ্ঞান । বিশেষ বরাহ-তেজ হয়ে ভগবান ॥ বরাহ শরভে
 ডাকি কহিছে তখন । মম দেহজাত সৈন্য হইবে নিধন ॥ নিবেদি তোমায়
 পূর্বে ওহে মহাভাগ । লোক হিত হেতু আবশ্যক দেহত্যাগ ॥ এক্ষণে আমায়
 ভূমি করহ বিনষ্ট । আর ভূমি যুদ্ধ করি কেন পাণ্ড কষ্ট ॥ মম তিন পুত্র
 হবে যজ্ঞ অগ্নি তিন । এতেক বরাহ বলি হলো তেজোহীন ॥ বরাহে শরভ
 আসি দশনে বিদরে । পড়িয়া বরাহকায় ধূলায় ধূসরে ॥ তিন পুত্র নষ্ট
 তার করিল মহেশ । বরাহের তেজ হৈল বিষ্ণুতে প্রবেশ ॥ অনন্তর নৃসিং-
 হকে কৈল দুইখান । নরনারায়ণ রূপ হৈল বিদ্যমান ॥ নরভাগে মহামুনি
 তপস্বী প্রধান । সিংহভাগে নারায়ণ-রূপী ভগবান ॥ নরনারায়ণ এই রূপেতে
 উৎপত্তি । পারিষদগণ বেড়ি রাহে পশুপতি ॥ ছত্রিশ হাজার গণ হইল প্রমথ ।
 শিব সঙ্গে ফিরিবেক তারা অবিরত ॥ জটাজুটধারী অর্দ্ধ চন্দ্রেতে ভূষিত ।
 ধ্যান-পরায়ণ তারা ঐশ্বর্য সহিত ॥ ষোলকোটি ধৃতব্রত শিবের সংহতি ।

সর্বদা তৎপর ধ্যানে ভাবে পশুপতি ॥ অষ্টকোটি গণ সবে শিবভূলা হবে ।
সমরূপা নারীগণ প্রত্যেকের রবে ॥ দিব্য মালা গন্ধবস্ত্রে হইয়া ভূষিত ।
মতত শৃঙ্গার রসে হবে আমন্দিত ॥ অর্দ্ধনারীশ্বর যারা হবে দ্বারপাল । শিব-
তুল্য হয়ে তারা রবে চিরকাল ॥ আর নবকোটি গণ যুদ্ধে বিশারদ । নানা
অস্ত্রধারী হয়ে হবে পারিষদ ॥ পরে তিনকোটি গণ হইবে গায়ক । নানা
যন্ত্রধারী নৃত্য গীতে সুপারগ ॥ এককোটি গণ পরে হইবে মায়াবী । শাস্ত্রার্থ-
পারগ বীর সবে সমভাবী ॥ শীকরে জম্বিল যত হলো ক্রুরকর্ম । ক্রুরদৃষ্টে
ক্রুররূপে করিবে অধর্ম ॥ অনিবেদনীয় দ্রব্য সে জন ভুঞ্জিবে । মহাবল
ক্রুরগণ তাহারে নাশিবে ॥ কীর্তন করিぬ এই দেব শঙ্করগণ । দীর্ঘ-আয়ু
হয় সেই যে করে শ্রবণ ॥ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিবর । বলিनु সে
সব কথা তোমার গোচর ॥ এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কর মহাত্মন । পুরাণ
শুনিলে স্মৃতে ভবের বন্ধন ॥ পুরাণের সার বৃহদ্রম পুরাণ । সাধুগণ শুনি হয়
সুখে ভাসমান ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।



মথুরাপুরীর উৎপত্তি, বসুদেবের দিবাহ, কংস কর্তৃক আকাশ-
বাণী শ্রবণ ও দৈবকী-বধে উপক্রম প্রভৃতি
বর্ণন ও কৃষ্ণের জন্ম ।

বাস উবাচ । পুবা গোবশবাবেণ শক্রব্রাহ্মণে বিষ্ণুনা ।
মদুনাশ্রয়ং হুহা নিম্মমে মথুরা পুদী ॥
তত্রোগ্রসেননাগাজুদাজ্জা পরমধাঞ্চিকঃ ।
তস্তান্নশক্স জাতাসীদেবকাথো মহামনাঃ ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহাত্মন । কিরূপে জনম লভে দেব জনা-
র্দ্দন ॥ কিরূপে বিহার করে ভূমিতলে আমি । প্রকাশিয়া বল তাহা ওহে
মহাঋষি ॥ কলিধর্ম্ম শুনিবারে বাসনা আমার । প্রকাশ করিয়া বল ওহে
গুণাধার ॥ এতেক বচন শুনি ক্লঞ্চদ্বৈপায়ন । কহিলেন শুন বলি ওহে তপো-
ধন ॥ পুরাকালে ত্রেতাযুগে দেব জনাৰ্দ্দন । চারিভাগে ভূমিতলে অবতীর্ণ
হন ॥ তার মাঝে গৌরঙ্গপী শক্রব্র আকারে । জিনম ধরেন এক সুমিত্রা-
জঠরে ॥ শক্রব্র মহাত্মা সেই আপনার করে । মদুনায়া দানবেরে বিনাশিত
করে ॥ দানবে বধিয়া তথা করেন নগর । মথুরা তাহার নাম ওহে ঋষিবর ॥
উগ্রসেন নামে তথা ছিল নরপতি । পরম ধার্মিকবর অতি মহামতি ॥ তাঁহার

অনুজ ছিল দেবক আখ্যান । মহামনা মহোদয় অতীব ধীমান ॥ রূপবতী
 সপ্ত কন্যা আছিল তাঁহার । বশুদেব মহামতি পতি সবাংকার ॥ কনিষ্ঠা
 কন্যার নাম দৈবকী সুন্দরী । সর্বশেষে তারে লন পরিণয় করি ॥ শূরসেন-
 সূত বশুদেব মহামতি । ভাগ্যবশে হন তিনি দৈবকীর পতি ॥ দেবক তাঁহারে
 কন্যা করেন প্রদান । বশুদেব কন্যা পেয়ে সুখে ভাসমান ॥ জাবালি এতক
 শুনি কহে পুনরায় । শুন শুন ভগবন্ নিবেদি তোমায় ॥ বশুদেব কেবা
 হয় কহ মহোদয় । 'কে হয় দৈবকী দেবী জানি বাঞ্ছা হয় ॥ কিরূপে দৌহার
 হয় বিবাহ ঘটন । এই সব বিবরিয়া কহ তপোধন ॥ কিরূপে ক্রকের হয়
 ধরায় জন্ম । প্রকাশ করিয়া তাহা বল মহাত্মন ॥ এতক বচন শুনি ব্যাস
 মহামতি । কহিলেন শুন বলি অপূর্ব-ভারতী ॥ কশ্যপ অমরপিতা খ্যাত
 চরাচর । বশুদেব তাঁর অংশ ওহে ঋষিবর ॥ অদিতির অংশে জন্মে দৈবকী-
 সুন্দরী । কৃষ্ণ তাঁর সূতরূপে জন্মে দয়া করি ॥ শূরসেনসূত বশুদেব মতিমান ।
 দেবক রাজার কন্যা দৈবকী আখ্যান ॥ দৈবকী পরম মতী রাজার নন্দিনী ।
 কঠোর তপস্তা করে সেই বিমোহিনী ॥ যদুকুল-কুলাচাৰ্য্য গর্গ তপোধন ।
 বশুদেব সহ করে বিবাহ ঘটন ॥ পুলকেতে বিভাংকায় সমাধা হইল । রত্নাদি
 যৌতুক বহু দেখক অর্পিল ॥ পুলকেতে বশুদেব নিজের আলয়ে । চলিলেন
 আনন্দেতে নববধূ লয়ে ॥ রথে চড়ি বশুদেব করেন গমন । কি বলিব-রথ-
 শোভা অতি বিমোহন ॥ সুবর্ণে রচিত রথ অতি মনোহর । কাঞ্চনপতাকা
 তাহে করে বলমল ॥ দুন্দুভি যুদঙ্গ আদি বাজে রথোপরে । ভেরী ঢকা কত
 বাজে কে গণিতে পারে ॥ ঘন ঘন ঘণ্টা বাজে শ্রেতিমনোহর । জয়শব্দে
 প্রপূরিত দিক-দিগন্তর ॥ আনন্দেতে নৃত্যগীত রথোপরি হয় । শঙ্খশব্দে
 নিনাদিত দিক-সমুদয় ॥ অস্ত্র শস্ত্র শোভে কত রথের উপরে । সজ্জিত কত
 বা খাদ্য আছে থরে থরে ॥ রূপবতী কত দাসী বধুরে ঘেরিয়ে । রথোপরি
 আছে সবে বিময়ে দাঁড়ায়ে ॥ উগ্রসেন-পুত্র কংস অতি দুরমতি । ভয়ীর
 বিবাহ দেখি আনন্দিত অতি ॥ সায়ণি হইয়া নিজে চালাইয়া গেল । মহা-
 বেগে অশ্বগণ ধাবিত হইল ॥ অকস্মাৎ দৈববাণী উঠে শূন্যভরে । "শুন
 শুন কংসরায় বলি যে তোমারে ॥ এই ভয়ী হতে হবে তোমার বিনাশ ।
 সত্য কথা তব পাশে করিছু প্রকাশ ॥ জন্মিলে অষ্টম গর্ভে ইহার মন্দন ।
 সেই পুত্র হতে হবে তোমার মিথন ॥" শুনিসা আকাশবাণী কংস দুরমতি ।
 হইলেন মহাভয়ে সচিন্তিত অতি ॥ কণকাল মনে মনে করিয়া চিন্তন ।
 রোষভরে অগ্নি করে কর্শন ধারণ ॥ ক্রোধবেগে দৈবকীর ধরি কেশপাশ ।
 উত্তোলন করে অগ্নি করিতে বিনাশ ॥ কংসভয়ে কার মুখে বাক্য নাহি
 লরে । সাহস না হয় কারো তাহারে নিবারে ॥ মনে ভাবে দৈবকীরে করিব
 সংহার । 'নিশ্চয় আমার ভয় না রাহিবে আর ॥ এ হেন বিষম কাণ্ড করি

দরশন । অতঃপাতি বহুদেব ধূরেন তখন ॥ কংসহস্ত বহুদেব করিয়া ধারণ ॥
 কহিলেন শুন শুন আমার বচন ॥ রমণী-নিদনে হয় নরকেতে গতি । বুঝিয়া
 বুঝ না কেন ওহে মহামতি ॥ অধিকন্তু ভগ্নীবধ সমুচিত নয় । শাস্ত্রের প্রমাণ
 এই জানিবে নিশ্চয় ॥ প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার ওহে মহামতি । মিছা কেন
 কর তবে পাপকাণ্ডে মতি ॥ অযুজ্য ভগিনী তব দৈবকী যে হয় । ইহারে
 বধিলে পাপে ভুবিবে নিশ্চয় ॥ পালনের যোগ্য হয় দৈবকী সুন্দরী । ইহার
 উপরে দয়া কর রূপা করি ॥ ইহার নাহিক দোষ শুনহ সৃজন । শিশুবুদ্ধি
 কেন হও তুমি হে রাজন ॥ ইহার নাহিক দোষ শুন নরনার । অবলা কামিনী
 জাতি কহিনু তোমায় ॥ অই দেখ বিধুদুখ মলিন এখন । ঘন ঘন তব হস্ত
 করিছে দর্শন ॥ নারী-বধে কত নাহি হইবে সুখ্যাতি । কেবল অশেষ হবে
 পূর্ণ বশুমতী ॥ পুরুষত্ব নারী-বধে নাহিক কখন । আমার বচনে ক্ষান্ত হও
 মহাত্মন ॥ জন্মিলে মরণ আছে বিধির বিধান । লজ্জাবে তাহারে কেবা কহ
 মতিমান ॥ শত্রু যিত্ত গুরু বন্ধু কেহ কিছু নয় । সকলি কেবল হরি জানিবে
 নিশ্চয় ॥ অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ । একান্ত অনুরে লও হরির শরণ ॥
 দৈবকীর কেশপাশ কর পরিহার । অধিকন্তু বলি যাহা শুন গুণাধার ॥
 অষ্টম জন্মে জন্ম হইবে যাহার । আনিয়া তাহারে দিব হস্তেতে তোমার ॥
 কিয়া দৈবকীর গর্ভে যত পুত্র হবে । আনিয়া তোমার করে দিব তাহা সবে ॥
 করিবে যেমন ইচ্ছা হইবে তোমার । করিতু তোমার পাশে এই অঙ্গীকার ॥
 বহুদেব-বাক্য শুনি কংস দুরজন । দৈবকীরে ছাড়ি তবে স্থিরচিত্ত হন ॥
 সকলেরে সাঙ্গী রাখি কংস দুরমতি । হইলেন তার পর অতি সুহৃমতি ॥
 পরেতে মঙ্গলকায়া হইল সাধন । বধু সহ বহুদেব গেলেন ভবন ॥
 এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে । জন্মিল এক পুত্র দৈবকী-জন্মে ॥
 বহুদেব সেই পুত্রে লইয়া তখন । কংসের করেতে গিয়া করিল অর্পণ ॥
 প্রতিজ্ঞা-পালন কংস করি দরশন । বিস্মিত হইয়া কহে শুন মহাত্মন ॥
 পুত্র লয়ে যাহ তুমি আপন আগারে । এ পুত্র নাহিক কাজ কহিনু তোমারে ॥
 অষ্টম গর্ভেতে জন্ম হইবে যাহার । তাহারে আনিয়া দিবে করেতে আমার ॥
 সেই পুত্র হতে মম মৃত্যু নিরূপণ । এই ত আকাশবাণী ওহে মহাত্মন ॥
 কংসের বচনে বহুদেব মহামতি । পুত্র লয়ে নিজগৃহে করিলেন গতি ॥
 মহাসা নারদ আসি উপনীত হন । বলিলেন শুন কংস আমার বচন ॥ রাজ-
 বুদ্ধি নাহি কিছু তোমার অন্তরে । কেন পুত্র দিলে ফিরি বহুদেব-করে ॥
 দৈবকীর গর্ভে হবে যতেক নন্দন । সবারে উচিত্ত হয় করিতে হনন ॥ অষ্টম
 নন্দন যাহে নিঃসহায় হয় । তাহার উপায় কর ওহে মহোদয় ॥ সহায়
 থাকিলে সাধ্য না হবে তোমার । অন্যায়সে তোমা নৃপে করিবে সংহার ॥
 অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ । যত পুত্র জন্মিবে করিবে ব্রিধন ॥ এত

বলি দেবস্বাধ কারল প্রস্থান । কংসরায় বিবাদেতে হয় দ্বিসমাণ ॥ পুনশ্চ
 শিশুরে আনি করিল হনন । নিরদয় দুরাচার অতি দুরজন ॥ ক্রমে ক্রমে
 ছয় পুত্র জনম ধরিল । সবাকারে ডুষ্ট কংস বিনাশ করিল ॥ দৈবকী সপ্তম
 গর্ভ ধরিল যখন । পরম পুরুষ বিষ্ণু করেন চিস্তন ॥ এ গর্ভ রাগিতে হবে
 দেহরূপে পারি । এত চিন্তি কামরূপে চলিলেন হরি ॥ নিমেষেতে কামরূপে
 করিয়া গমন । কামাখ্যা দেবীরে স্তব করেন তখন ॥ জানালি এতেক শুনি
 কহে পুনরায় । শুন শুন ভগবানু নিবেদি তে যায় ॥ কামাখ্যার স্তব করে
 দেব নারায়ণ । জানিহু কামাখ্যা দেবী অতি শ্রেষ্ঠ হন ॥ কামাখ্যার পীঠ-
 স্থান কহ মহোদয় । শুনিবারে কুতূহলী হতেছে হৃদয় ॥ কামরূপ-বিনির্গম
 কহ গোপাধার । কোণায় কিরূপ পীঠ করিয়া বিস্তার ॥ এতেক বচন শুনি
 কৃষ্ণবৈশ্যনব । কহিলেন শুন শুন ওহে তপোদন ॥ অপরূপ কামরূপ ভূমে
 মনোহর । যাহার দর্শনে তরে পাতকী-নিকর ॥ ইহার সদৃশ তীর্থ আর
 কোথা নাই । কহিহু নিগূঢ় কথা শ্রবণে তব ঠাই ॥ এই স্থানে বহুরোকা নামে
 তুরঙ্গিনী । কলকল রবে বহে শুন ওহে মুনি ॥ বহুরোকা চারিদিক করিয়া
 ভ্রমণ । উত্তরবাহিনী হয়ে হতেছে বহন ॥ তার পূর্বে কামরূপ অতি শোভা
 পায় । হেন মহাপীঠ আর নাহিক পরায় ॥ সুরস নামেতে গিরি মনোরম
 অতি । কামরূপ-অভ্যন্তরে করে অবস্থিতি ॥ বহুরোকা বাহিরিয়া সেই গিরি
 হতে । রম্যপ্রদা নাম ধরি বহিছে ধরাতে ॥ মহারস নামে লিঙ্গ নিকটে তাহার ।
 মাহেশ্বরী শক্তি সহ রহে অনিবার ॥ চতুর্ভুজ মহারস বরাভয় করে । পূজিলে
 সে শূলধারী ভবভয় হরে ॥ উহার নিকটে গোভে পাপবিমোচন । বশিষ্ঠের
 কুণ্ডবিল বিদিত ভুবন ॥ তথায় বশিষ্ঠ ঋষি বসি যোগাসনে । কামাখ্যারে
 পূজিছিল আনন্দিত-মনে ॥ এ কুণ্ড না দেখি যেন যায় কামরূপে । পুন-
 র্ভ্রমণে হয়ে পড়ে নরকের কূপে ॥ সেই কুণ্ডে ভক্তিভাবে যোবা করে স্নান ।
 অন্তকালে সুরপুরে তার নিত্য স্নান ॥ সুরস গিরির পূর্বে কুণ্ডবাস নাম ।
 বিরাজিছে রমণীয় পবিত্র প্রধান ॥ চন্দ্রিকা নামেতে নদী বহিছে তথায় ।
 যাহাতে করিলে স্নান সুরপুরে যায় ॥ ভাদ্র মাসে শুক্ল পক্ষে চতুর্থী পাইয়া ।
 চন্দ্রিকার পূজা জলে স্নান সমাধিয়া ॥ কুণ্ডবাসে পূজে যেই একান্ত অনুরে ।
 বহু কীর্ত্তি পায় সেই অবনী ভিতরে ॥ ভাদ্র মাসে প্রতিদিন স্নান করিয়া ।
 কুণ্ডবাসে হেরে যেই পবিত্র হইয়া ॥ সর্বপাশে মুক্ত হয়ে শিবপুরে যায় ।
 ধরায় তাহার যশ সর্বলোকে গায় ॥ ফেনিলা নামেতে নদী চন্দ্রিকার পূর্বে ।
 বহিতেছে অবিরল কল কল রবে ॥ শতানন্দ ধরাধামে আশ্রয় ইহার । গঙ্গা
 নামে সুবিখ্যাত হইল ধরায় ॥ যথাবিধি ফেনিলায় দেখা করে স্নান । দিনে
 দিনে বাড়ে তার অশেষ কল্যাণ ॥ ফাল্গুনে যখন কুস্ত্র যান দিনকর । তখন
 ইহাতে স্নান করে সেই নর ॥ আটপনেরক জয় করি সেই জন । আমন্দে

অমর ধামে করয়ে গমন ॥ কামরূপ-পূর্ব-ভাগে উত্তর-বাহিনী । শোভিত
 তেছে অনুপমা সিতা তরঙ্গিনী ॥ মধুমালে পূর্ণিমাতে যেই করে স্নান । বহু
 ফল পায় সেই জাকবী সমান ॥ সিতার পূর্ব ভাগে দ্বিযোজন দূরে ।
 সুমদনা নামে নদী অতি শোভা ধরে ॥ জনক রাজার শ্রেষ্ঠ মিথিলার পতি ।
 পূজিছিল পূর্ব তটে বসি পশুপতি ॥ সুতীক্ষ্ণ নামেতে গিরি করেন স্থাপন ।
 ভক্তিভাবে করে যেই তাহে আরোহণ ॥ অবশেষে সুমদনা নদীর সলিলে ।
 ভক্তিভাবে করে স্নান পুলক অন্তরে ॥ ইহলোকে থাকি সুখে সেই নরবর ।
 অন্ত্রিমে কৈলাসে যায় শিবের গোচর ॥ কামরূপ-নৈঋত-ংশে ভুবনমোহিনী ।
 শোভিতেছে কত নদী উত্তর-বাহিনী ॥ পাঠগিরি নামে গিরি তথা শোভা
 পায় । ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী বিরাজে যথায় ॥ জগদম্বা দুর্গা সহ দেবদেব
 হর । করেন নৈঋতে স্থিতি প্রফুল্ল অন্তর ॥ ভক্তিভাবে কামরূপ করিয়া
 গমন । হরদুর্গা-মূর্তি যেন করেন দর্শন ॥ পাপমুক্ত হয়ে সেই পায় দিবা
 জ্ঞান । শঙ্কর নিকটে দেন তারে নিত্য স্থান ॥ এত বলি বৈশাখ মাসে
 মুনিরে । কহিছেন মিষ্টভাষে অতি সমাদরে ॥ হিমালয় হতে যত সমুদ্র-
 গামিনী । বাহিরিয়া যায় শুন দক্ষিণ-বাহিনী ॥ অগদের উর্দ্ধভাগে ভদ্রা-শোভা
 পায় । বাহাতে করিলে স্নান দিবা লোকে যায় ॥ পূর্বভাগে সুভদ্রাখ্যা অতি
 পুণ্যতোয়া । পাইলে করিলে স্নান বৈশাখী তৃতীয়া ॥ মানসা নামেকে নদী
 অতি শোভা ধরে । মহামুক্তি দেয় যার পবিত্র সলিলে ॥ বিভ্রটা নামেতে গিরি
 অতি শোভমান । হিমালয় নিকটেতে করে অবস্থান ॥ তথায় ভৈরবরূপ করিয়া
 ধারণ । নিরন্তর বাস করে দেব ত্রিনয়ন ॥ বিভ্রটা নদীর রূপ করিয়া ধারণ ॥
 ভৈরবী নামেতে বহে মদা সর্বক্ষণ ॥ তাহাতে বসন্তকালে করিলে স্নান ।
 মহাসুখে যায় স্বর্গে যত-বিদ্যমান ॥ যেই জন ভৈরবীতে স্নানাদি করিয়ে ।
 কামাখ্যা দেবীরে পূজে ভক্তিয়ুত হয়ে ॥ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয় পুরাণেতে
 কয় । সত্য সত্য কহিলাম নাহিক সংশয় ॥ সুমদনা-পূর্বভাগে অতি শোভা-
 কর । মহাক্ষত্র যাহে রহে দেব দিবাকর ॥ তত্ত্বাহবয় নামে গিরি কামরূপে
 স্থিতি । যথায় সতত রহে দেব দিনপতি ॥ কপোতাখ্য কুণ্ড আছে তত্ত্বের
 পূর্বে । যথায় সূর্যোরে পূজে নিখিল মানবে ॥ যথাবিধি ন্যাস করি যদি
 কোন নর । বীজমন্ত্রে পূজা করে দেব দিনকর ॥ সর্ব পাপ যায় দূরে পূরে
 মনস্কাম । অন্ত্রিমে আনন্দে যায় সূর্য-বিদ্যমান ॥ তথায় দক্ষিণে শুভ অচল
 মহান । শৃঙ্গেতে শঙ্কর-লিঙ্গ করে অধিষ্ঠান ॥ যে জন তাহারে পূজে সদা
 ভক্তিভরে । অনুচররূপে থাকে শিবের গোচরে ॥ পূর্বদিকে শোভে নদী
 কুসুম-মালিনী । স্কীরোদাখ্যা নদী আর দক্ষিণ-বাহিনী ॥ মহাপুণ্যতোয়া
 হয় এই নদীদ্বয় । ইহার প্রসাদে লোক পায় শিবালয় ॥ ইহার পূর্বেতে
 শোভে নীলা নামা নদী । বাহার অগাধ বল নাহিক অবধি ॥ যেই জা

নীলাঙ্কলে' কররে সিনান । মহামায়া-পদ পেয়ে শিবলোকে যাম ॥ কণ্ঠিকা
 নামেতে গিরি-ধ্বলাখা গিরি । উভয়ের শোভা কিবা আছা মরি মরি ॥
 নীলার পূর্বেতে এরা অতি শোভাদার । শিবলিঙ্গ আছে দুটী নিকটে উহার ॥
 লিঙ্গের ভুক্তোশ দূরে গোলোক শঙ্কর । উভয়ে করেন বাস প্রফুল্ল অন্তর ॥
 কণ্ঠিকাতে স্নান করি ভক্তিযুক্তচিত্তে । আরোহিয়া মহানন্দে ধবল গিরিতে ॥
 দক্ষিণ-সাগর পরে করি দরশন । বন্দিবে গোলোকে তার শঙ্কর-চরণ ॥
 অনন্তর শৃঙ্গপীঠে পুন আরোহিয়া । বিধানে পূজিবে হরে গন্ধ পুষ্প দিয়া ॥
 পূরিবে মন্দের কাম শিবত্ব পাইবে । অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম সুরুল ফলিবে ॥
 শুন শুন অতঃপর ওহে তপোধন । গন্ধমাদনক গিরি দৈশানে মোহন ॥ গন্ধা-
 ধর শিবলিঙ্গ বিরাজে তথায় । ভক্তজনে করে পূজা সতত যাহার ॥
 অন্তরাল নামে কুণ্ড অতি শোভমান । পাপমুক্ত হস তাহে করে যেই স্নান ॥
 তাহাতে করিয়া স্নান ভ্রংশে পূজিলে । গাণপত্য পায় সেই জানিবে অচিরে ॥
 মণিকূট-পূর্বভাগে দেব নারায়ণ । করেছিল হয় গ্রীষ্ম-মুরতি ধারণ ॥
 দিমশিয়া জ্বায়াসুরে মহা সরোবর । করিলেন রক্ষাকর্তা দেব গদাধর ॥
 যেই জন করে স্নান সরোবর-নীরে । নীরোগী হইয়া সেই আনন্দে বিচরে ॥
 মণিকূট-পূর্বদিকে সুন্দর সূচাম । অনুপম গিরি যার নাম ভদ্রকাম ॥ কামা-
 ধ্বয় নামে লিঙ্গ বিরাজে তথায় । তার কাছে কুণ্ড এক কিবা শোভা পায় ॥
 অপুনর্ভূসর সেই কুণ্ডের আখ্যান । ভদ্রকাম গিরি যার চীবে বিদ্যমান ॥ হয-
 গ্রীষ্ম নামে শিলা তথায় বিরাজে । মহাবোগী মহাদেব আছে তার মাঝে ॥
 যে জন সে যোগীবরে করে দরশন । নিরীশ-পদনী পায় বেদের বন্দন ॥
 গোকর্ণ নামেতে এক শঙ্কর-মুরতি । উক্ত শিলা পরি সদা করে অবস্থিতি ॥
 গোকর্ণের দৈশানেতে কেনারাখ্য শিব । যাহার মরণে যায় যাবত অশিব ॥
 তথায় মদন গিরি বিখ্যাত ভুবন । তদুপরি কমলাখা শিব অনুপম ॥ পুন-
 র্ভূসলিলে স্নান করি সেই জন । গোকর্ণ ও মহাবোগী করে নিরীক্ষণ ॥ আর
 তারে পাপভার না হয় বহিতে । দেবতুল্য রহে সন্যাসানব-পূরিতে ॥ মাধবে
 দর্শন করি দেখিবেক কাম । পূরিবে তাহার ইথে যত মনস্কাম ॥ এইরূপে
 যেই জন করে অনুষ্ঠান । নিজ বংশে সপ্তকুল করে পরিচাণ ॥ পুনর্ভূসলিলে
 স্নান করিবে বধন । করিবে তখন এই মন্ত্র উচ্চারণ ॥ “শুন শুন পুন-
 র্ভব ওহে মহীধর । বিনাশ করহ মোর পাতক-নিকর ॥ যথায় থাকিতে
 বাঞ্ছা করে সুরগণ । তথায় করিব গতি হয়েছে মনন ॥” এইরূপে মন্ত্র
 পড়ি করিবেক স্নান । হইবে সকল সিদ্ধ পাবে মনস্কাম ॥ হযগ্রীবে যেই-
 রূপে করিবে চিন্তন । মন দিয়া শুন বলি ওহে তপোধন ॥ “কুন্দ পুষ্প সম বর্ণ
 কপূর সমান । সুললিত তনুধর সুন্দর সূচাম ॥ খেতপদ্মে সমাসীন চারি
 বাহ ধরে । একপের ছটায় দিক অংলোকিত করে ॥ কেশর কুণ্ডল আদি

বিবিধ ভূষণ। মানারত্ন অঙ্গে তার হয় সুশোভন। বরাভয়ধারী দেহ
বাম দুই করে। পুস্তক ও খেত পন্ন দক্ষ করবরে। শ্রীবৎস কৌস্তভ শোভে
বক্ষের উার। দেখিলে দুড়ায় চক্ষু রূপ মনোহর। কখন কখন দেব গুরু
নামনে। বসিয়া করেন লীলা পুণ্যকিতমনে। উত্তর তম্বেতে আছে পূজার
বিধান। করিবেক সেই মতে পূজা অনুষ্ঠান। দুই লক্ষ মন্ত্র জপ করে যেই
জন। সিদ্ধিপদ পায় সেই শাহুর বচন। যাবকের পায়মেতে স্নত মিশা-
ইয়া। করিবে হোমের কাজ সংঘত হইয়া। এইরূপে পুরশ্চর্যা করে যেই
জন। চরণে বৈষ্ণবধামে দে করে গমন। পঙ্করত্ন মহামন্ত্র করি উচ্চারণ।
পঙ্কমূর্তি আরাধনা করিবে সূজন। তৎপুত্র মন্ত্রে মদা কামাদি পূজিবে।
তৎপুত্রম বলি কামে জদয়ে জানিবে। যে সব দেবের নাম করি নু কীর্তন।
এ সব পূজায় দুই হর-গৌরী হন। হরগ্রীব-পূর্বভাগে স্থায়াভোগ
নাম। অনুপম রমনীয় যোগীজন-জান। ভোগবতী নামে তথা মনোহর
পুত্রী। সাহার শোভার কথা বর্ণিবারে নারি। সেই জন মণিকুট করি
দর্শন। পুনর্ভবে সকৌতুকে করেন গমন। সর্বার্থ যাত্রা-ফল সেই জন
পায়। তার সম পুণ্যবান নাহিক ধরায়। জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চদশী
য়ে। যথাবিধি করে স্নান পুনর্ভবে গিয়ে। গুরুভ-আমন বিকৃত করে
দর্শন। নিজকুল করে দ্রাণ সেই নাপুজন। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রতিদিন বিকৃত
হেরিলে। হরি-দেহে লীন হয় দেহভাগ-কালে। বারণসী হতে পুণ্য
মণিকুটে হয়। সিন্ধু সাদ্য সবারাধ্য জানিবে নিশ্চয়। ইহার মাহাত্ম্য-কথা
কহিলে শ্রবণে। বেদপাঠ ফল পায় বত দ্বিজগণে। ধর্ম পুরাণে মণিকুট
উপাখ্যান। কীর্তন করি নু এই তব বিদ্যমান। পুরাণ অমৃত-কথা ভক্তিযুত-
মনে। নর কিহা নারী যদি শুনয়ে শ্রবণে। মপ্ত-জন্মকৃত পাপ দূরে চলি
যায়। কাশিকা-পরম পদ অন্তকালে পায়। মণিকুট-পূর্বদিকে দর্পণ
তথ্য। কুবেরের বাস-ভূমি অতি মনোহর। রোহণাখ্য গিরি আছে তথা
বিদ্যমান। লৌহাদি স্পর্শিলে হয় কাঞ্চন সমান। দশার্ণা নামেতে নদী
নিকটে তাহার। মরণ করিছে কেলি বাহে অনিবার। ইহার পবিত্র ভলে
ধেবা করে স্নান। লৌহিত্য সমান ফল পায় সে ধীমান। কান্তিকে দর্পণা-
চলে করিয়া গমন। ভক্তিভাবে করে যেই কুবের-পূজন। অনায়াসে মহা-
যুধ সেই জন পায়। অন্তকালে ব্রহ্মপুরে দিব্য রথে যায়। অগ্নিমালা নামে
গিরি শোভার আধার। দর্পণের পূর্বে শোভে ভুজঙ্গ আকার। মপ্ত শত
হস্ত হয় গিরি-আয়তন। দৈর্ঘ্যের প্রমাণ তত জ্ঞানিবে সূজন। কি কব
তাহার শোভা অতি মনোশোভা। তার কাছে পায় লাজ সিন্ধুরের প্রভা।
তথ্য ত্রিলোকবন্দ্য দেব হতাশন। বিরাজ করেন সদা আমন্দে মগন।
সগণে বেষ্টিত হয়ে বহি মহামতি। অগ্নিমালা গিরিপরে করে অবস্থিতি।

লোহিতা-সলিলে আগে স্নানাদি করিয়ে । অগ্নিমালা-স্থলে যায় ভক্তিয়ুত
 হৰে ॥ অবশেষে অগ্নিদেবে করয়ে অর্চন । অস্ত্রিমে নিশ্চয় যায় বিষ্ণুর মদন ॥
 অগ্নিমালা-পুরোভাগে কুণ্ড মনোহর । বরুণ আখ্যান তার লোক-হিতকর ॥
 কংসকর নামে গিরি বরুণের তীরে । কি কব তাহার শোভা মুনিমন হরে ॥
 জলের অবিপাষিনি বরুণ আখ্যাতি । আনন্দে সতত তথা করে অবস্থিতি ॥
 ভক্তিভরে কংসকরে করি আরোহণ । বরুণেরে করে পূজা ঐকান্তিক-মন ॥
 অবশেষে সেই কুণ্ড স্নান আদি করে । বারুণ লোকেতে গিয়া সে জন বিহরে ॥
 বহুবীজ্যে বহুপূজা করিবে সুজন । করিবে বারুণ বীজ্যে বরুণে অর্চন ॥
 বরুণাচলের পূর্বে বায়ুকূট গিরি । তথায় আছে ন বায়ু মৃদবন-বিহারী ॥
 তথায় বায়ুর পূজা করে যেই নর । বায়ুলোকে যায় সেই পবন-গোচর ॥
 মারুতাচলের পূর্বে চন্দ্রকূট নাম । দ্বিকোণ মোহন গিরি সুন্দর সূচ্যাম ॥
 তামার সমান গিরি শোভার আধার । যাহার উপরে শশী করেন, বিহার ॥
 তথায় চন্দ্রের পূজা করিবে সুজন । পূজাকালে চন্দ্রবীজ্য করিবে স্মরণ ॥
 সোমকুণ্ড নামে সর উহার পূর্বে । মুক্তি-পদ আশে যায় যথায় মানবে ॥
 “চন্দ্রকুণ্ড মহোদধে সুধা-প্রস্রবণ । আমার কলুষ-রাশি কর বিমোচন ॥”
 এত বলি চন্দ্রকুণ্ডে করিবেক স্নান । তদন্তরে গিরিস্থলে করিবে পয়ান ॥
 অবশেষে সোমদেবে পূজিবে বিধান । পুত্র পৌত্র ধন পান্য পাবে সেই জন ॥
 কামিনী লভয়ে সেই উর্ধ্বশী সমান । অন্তরালে চন্দ্রলোকে করে অধিষ্ঠান ॥
 কিছু কাল থাকি তথা ঈশের রূপায় । পরম নির্বাণ পদ অন্যায়ামে পায় ॥
 চন্দ্রকূট-তীরে গিরি নামেতে নন্দন । নন্দন কানন সম অতীব মোহন ॥
 দেবরাজ পুরন্দর বিরাজে তথায় । দিবানিশি কামাখ্যারে হৃদয়ে ধেরায় ॥
 চন্দ্রকূট গিরি আর পর্বত নন্দন । ভক্তিভরে একচিন্তে যে করে দর্শন ॥
 তথায় স্নানাদি কৃত্য করি অনুষ্ঠান । পুরন্দরে করে যেই পূজার বিধান ॥
 অনুভব ফলরাশি সেই জন পায় । তাহার সমান বল কে আছে ধরায় ॥
 নন্দনের পূর্বে শোভে ভস্মকূট গিরি । যাহার মোহনরূপ আহা মরি মরি ॥
 ভর্গের বসতি তথা অতি সুখধাম । শান্তির আলয় দেব করুণা-নিধান ॥
 করিলে তাঁহার পূজা শান্তি লাভ হয় । অশ্বমেধ-যজ্ঞ-ফল জানিবে নিশ্চয় ॥
 উর্ধ্বশী নামেতে দেবী উহার দক্ষিণে । বিরাজ করেন সদা আনন্দিত-মনে ॥
 সুধাপূর্ণ পাত্র লয়ে উর্ধ্বশী কামিনী । কামাখ্যার করে বেশ সে কামচারিণী ॥
 সুধাপাত্র আবর্জন করি পশুপতি । শিলারূপে দিবানিশি করে অবস্থিতি ॥
 অতঃপর কুণ্ডমধ্যে বিভাগ করিয়া । কামাখ্যা রাখেন সুধা আনন্দে মজিয়া ॥
 ভস্মকূট-কাছে শোভে সে কুণ্ড মোহন । দ্বাত্রিংশ ধনুক যার হয় আয়তন ॥
 বিস্তারে পঞ্চাশ ধনুক কি কহিব আর । পরম অমৃতকুণ্ড মুক্তির আধার ॥
 স্নান পাশ-তথা করে যেই ভক্তিমান ॥ সত্য সত্য সেই জন্ম পাইবে নির্বাণ ॥

কামাখ্যা সুন্দরী দেবী যোনির ঈশানে । গমন করেন সদা আনন্দিতমনে ॥
 তথা হতেভঙ্গ্য কুটে প্রবেশ করিয়া । উর্বশীরে বেন সুখা প্রসন্ন হইয়া ॥
 ভঙ্গ্য-কুট-ঈশানেতে মণিকুট নাম । মণিকর্ণ হয় সার দ্বিতীয় আখ্যান ॥
 পরম সুন্দর গিরি অতি উচ্চতর । সদোচ্ছ্রাত মন্ত্রে তারে পূজে যত নর ॥
 চন্দ্রতীর্ণ দেখি আগে মানব নিকর । করিবে দশন পরে মণিকর্ণেশ্বর ॥
 ভঙ্গ্যালে পরিশেষে করিবে গমন । মুক্তিপন পাবে ইথে বেদের বচন ॥
 শুন শুন মন দিয়া ওহে তপোদন । মণি-কর্ণেশ্বর-রূপ করিব বর্ণন ॥
 রজত অঙ্গে সম খেত কলেবর । পরিধান কিবা শুভ্র অমূল্য অংঘর ॥
 বিবিধ রতন তাঁর অঙ্গেতে শোভন । আকর্ণ বিশ্রান্ত মৈত্র সহস্রা বদন ॥
 শোভিছে বিশাল গদা স্ন্যকোমল করে । উন্নত রয়েছে হাত বরদান ভরে ॥
 লোচন-রাজিতে শোভে বদন কমল । গীতরাগে সুশোভিত শরীর অমল ॥
 বাম করে বজ্র শোভে অন্তর্যম্যান । বারণ অক্ষুণ্ণ দক্ষে বিশাল মহান ॥
 সশর তুণীর শোভে কটিতে তাঁহার । ঐরাবতে সমাক্রান্ত ভীষণ আকার ॥
 কামাখ্যার আরাধনা করি নিরন্তর । পুণ্যে পরিত তনু সানন্দ অন্তর ॥
 শক্রবৈজে ভক্তগণ পূজিবে ইহার । অতুল বিভূতি সেই পাইবে ধরায় ॥
 মণিকুট-পূর্ব-অংশে সুমঙ্গলা নদী । কল কল রবে স্তবী বহে নিরবধি ॥
 তাহার বিমল জল কিবা শোভা পায় । সমীরণ তাঁরে তার ধীরে ধীরে বয় ॥
 আরোহণ নিরীক্ষণ মণিকুটে করি । সুমঙ্গলা দেখে যেই নর কিবা নারী ॥
 জাকবী দর্শন সম মহাকল হয় । মনোরথ হয় সিদ্ধ জানিবে নিশ্চয় ॥
 ইহাতে করিলে স্থান মহাকল পায় । অন্তিমে ত্রিদিব-স্তানে অনায়াসে যায় ॥
 মণিকুট-পূর্ব-অংশে মৎস্যধ্বজ গিরি । কামেরে করেন দক্ষ যথা ত্রিপুরারি ॥
 অবশেষে করি কাম তা আচরণ । পুরায় দিবা দেহ করেন গ্রহণ ॥
 মৎস্যরূপ পরি কাম সেই কুলান্তলে । মদত করেন সেবা কামাখ্যা দেবীরে ॥
 কামপর নাম তথা তাঁহার আখ্যান । শাশ্বতী নদীর তাঁরে তাঁর অধিষ্ঠান ॥
 পবিত্র-মলিলা নদী দক্ষিণ-বাহিনী । কল কল রবে বহে দিবস যামিনী ॥
 শাশ্বতী নদীর জল অতি পুণ্যকর । স্পর্শিলে সাহসে পায় দিব্য কলেবর ॥
 অন্তিমে কৈলাসে যায় সেই সে সুজন । হর-সমুদররূপে করে বিচরণ ॥
 গন্ধমাদনের পূর্বে সুকান্ত অঙ্গল । সাহার ললিত কান্তি ছায়া সুশীতল ॥
 তাহার পাশেতে এক কুণ্ড মনোরম । যথায় বসিলে যায় হত পরিশ্রম ॥
 অমৃত পূরিত কুণ্ড সুখার আধার । বাসবাখ্য মীর তার জগতে প্রচার ॥
 পুরন্দর ক্লান্তদেহে করিয়া গমন । তৃষ্ণা হেতু সেই সুখা করেন ভোজন ॥
 সেই হেতু বাসবাখ্য কুণ্ডের আখ্যান । বিধিমতে ভক্তজনে করিবেক স্থান ॥
 ইহাতে স্থানাদি করি সুকান্তেশ্বরে । আরোহণ করে যেই অতি ভক্তিভরে ॥
 বাসবের প্রিয়পাত্র সেই জন হয় । ইন্দ্রধামে যায় সেই জানিবে নিশ্চয় ॥

সুকান্ত অচল-পাশে রক্ষকুট গিরি। যাঁহার শোভার কথা বলিবারে নারি ॥
 নৈঋতে রাক্ষসপতি থাকেন তথায়। হুঙ্কারী ভীমরূপ সুবিশালকার ॥
 দক্ষকরে অগ্নি শোভে বামকরে ঢাল। বাহন গজেন্দ্র সম গর্দভ বিশাল ॥
 জটাজুট শোভে শিরে অতি অনুপম। গিরিশৃঙ্গ সম ভূজ সুন্দর গঠন ॥
 জলদ সমান বর্ণ নবীন যৌবন। পদভরে থর থর কাঁপে ত্রিভুবন ॥
 নৈঋত-বীজেতে পূজা করিবে ইহার। পরম সমৃদ্ধি হয় তাহে চণ্ডিকার ॥
 ভক্তিভরে যেই জন পূজে অনুক্ষণ। রাক্ষসাদি-ভয় তার না রহে কখন ॥
 শিখা বৈতাল আদি তাহারে দেখিয়া। দেব বোধে ভয়ে দূরে যায় পলা-
 ইয়া ॥ তবে জানে এই কথা বেদেতে রাখান। অন্য পূজা নহে কিছু নৈঋত
 সমান ॥ নৈঋত উদ্দেশে যদি করে কেহ দান। পুণ্যবান নাহি ভ্রমে তাহার
 সমান ॥ নৈঋত লোকেতে সেই অমৃত বৎসর। মহানন্দে সদাকাল রহে
 নিরন্তর ॥ ভক্তিভাবে নৈঋতেরে সেই পূজা করে। অসংখ্য বৎসর থাকে
 অমর নগরে ॥ দীন জনে দিলে অন্ন যে পুণ্য হইবে। নৈঋতে পূজিলে ততো
 'অধিক বাড়িবে ॥ তা হতে ইহার পুণ্য শতগুণ হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে
 নিশ্চয় ॥ রবি শশী ধরাধামে রবে যতবধি। নৈঋত লোকেতে সেই রবে তত-
 বধি ॥ নৈঋতেরে গন্ধপুষ্প যেই জন দেয়। অমৃত বৎসর রহে নৈঋত আশ্রয় ॥
 পাটুকা তাঁহারে যেনা করয়ে অর্পণ। ভক্তিভরে তাঁর পূজা করে সেই জন ॥
 দ্বিশ-সহস্র বর্ষ আনন্দ উৎসবে। নৈঋত-আলয়ে সুখে সদত রহিবে ॥
 মহামূল্য শুভ্র শয্যা যেই যতিমান। নৈঋত উদ্দেশে সাধু করেন প্রদান ॥
 অশ্রুমে নৈঋত-লোকে বাস হবে তার। অন্যায়মে সেই জন যাবে ভবপার ॥
 উজ্জ্বল প্রদীপ যেই নৈঋতেরে দেয়। সুরধাম তার ভাগ্যে জানিবে নিশ্চয় ॥
 মন্বন্তর মহাসুখে রহিবে তথায়। ধনাধিপ হয়ে পুণ্য আসিবে ধরায় ॥
 যমলোকে সেই জন কভু নাহি যাবে ॥ অনুকালে সুরধাম সেই জন পাবে ॥
 অমল জাহ্নবী-জল যেই মহাজন। ভক্তিভরে নৈঋতেরে করেন অর্পণ ॥
 দেবলোকে সে জনের হইবে বসতি। সর্বদা থাকিবে সুখে দেবতা সংহতি ॥
 ভক্তিভাবে সন্যাস তথা দেবতা পূজিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মুক্তি হইবে ॥
 এখন পূর্বের কথা শুন দিয়া মন। ভৈরব মাধব মূর্তি সুন্দর গঠন ॥
 রক্ষকুট-পূর্বদিকে করে অবস্থান। বামকরে সুবিশাল গদা শোভমান ॥
 অপর করেতে শোভে কমল সুন্দর। চক্র শক্তি শোভে অঙ্গ অতি মনোহর ॥
 চতুর্ভূজ মহাবাহু সুরূপ-মুরতি। রক্তপদ্মোপরে সদা করে অবস্থিতি ॥
 শিরেতে মুকুট শোভে অতি মনোহর। কাকন কুণ্ডলে তথা শ্রবণ্যুগল ॥
 শ্রীবৎসে চিহ্নিত ছদি অতি শোভমান। আকর্ষণ বিস্তৃত হস্তে পলাশ সমান ॥
 সপ্তাঙ্গুরী মূলমন্ত্রে করিবে পূজন। চতুর্ভূজ ফল পাবে শাস্ত্রের বচন ॥ ব্রহ্ম-
 কুণ্ড নামে এক রম্য সরোবর। পঞ্চাঙ্গ ধনুক যার হয় পরিসর ॥ এক শত

ধনু তার দাঘ-পারমাণ। পাণ্ডুনাথ-উত্তরাংশে করে অবস্থান ॥ অরুণ-
করিতে স্থান এই-সে কারণ। ব্রহ্মকুণ্ড প্রজাপতি করেন সৃজন ॥ “কমণ্ডলু-
মুদুদ্ভূত গুহে মরে বর। দূর নর হুমি মম পাতক-নিবর ॥ যাহার প্রমাদে
যায় অমর-নগরে। সে পুণ্য বলরূপে দেহ হুমি যোগে ॥” এই মন্ত্র ভক্তি-
ভরে উচ্চারি বসনে। করিবে স্নান-নি ব্রহ্মকুণ্ডর জীবনে ॥ তদন্তরে
পাণ্ডুনাথে করিবে অচ্চনা। বিষ্ণুর মায়ুজ্য পাবে স্তুতি-য যাতনা ॥ উহাতে
করিয়। স্নান পূজিলে মহেশে। মুক্তিপদ পেয়ে যায় ভবেন্দু-মকাশে। পাণ্ডু-
নাথ-পুঙ্খনিকে বিচিত্র পর্বত। যাহার দর্শনে নাশে পাতক তাপত ॥ আশু-
তোষ মহাদেব সতত সেখানে। বিরাজেন হরি সহ আনন্দিতমনে ॥ তাহার
পাশেতে নীল-কূট বিরাজিত। কামাখ্যা-নিলয় যথা অতি সুশোভিত ॥ ইহার
পূর্বেতে ব্রহ্মশৈল অধিষ্ঠান। পদাশোনি ব্রহ্মা তথা করে অবস্থান ॥ ইহার
পূর্বেতে ভূমিপীঠ অল্পপম। কামাখ্যা নাভি-মণ্ডল তথা মনোরম ॥ উগ্র-
তারূপে দেবী সে নাভিমণ্ডলে। মিত্র করেন কেলি মানন্দ অন্তরে ॥ দেব
যক্ষ-মানবদি বহু উপচারে। উগ্রতার পূজা করে ভক্তির ভরে ॥ উগ্রতার
মুদ্রি এবং করহ শ্রবণ। যোগীগণ শিন্তে যাহা মনে অনুক্ষণ ॥ নীরদ বরগী
দেবী অতি দোন্দরী। রক্তমাখা দন্ত পঙ্ক্তি অপ্সরী সুন্দরী ॥ চতুর্ভুজা
ফল-অগ্নী ভীষণ-বদনা। পদ-ভরে দল কীংপে অদ্ভুত ললনা ॥ কাটারি ধর্মর
শোভে করে বামভাগে। দক্ষভাগে পদে আর স্তম্ভ স্থাপনে ॥ শিরে শোভে
জটাভার কিবা তার ঘটা। চারিদিকে আনো করে সে রূপের চটা ॥ বাম পদ
শব উরে করিয়া স্থাপন। দক্ষিণ চরণ কিছু করি উত্তোলন ॥ দাঁড়য়ে আছেন
শব-স্নান-উপর। অটু তট হৈয়া মুখে অতি ভরস্কর ॥ নাগহারে কণ্ঠ শির কিবা
শোভা পায়। জীবের বাসনা পূরে যাহার রূপায় ॥ দেবীর ত্রিকোণ যন্ত্র
করিয়। লিখন। তাহাতে বিশদমতে করিবে অর্চন ॥ উগ্রতার পূজা যেই
করে ভক্তি ভরে। প্রসন্ন হইয়া দেবী তাহার উপরে ॥ উর্বশী নদীতে স্থান
করি যেই জন। পাণ্ডুশিলা স্পর্শ করি করয়ে গমন ॥ আরোহণ করে শেষে
নীলকুটোপরে। সে জন না আসে পুনঃ সংসার ভিতরে ॥ “পূরন্দরপ্রিয়ে
দেবি উর্বশী সুন্দরী। সুধাময় জনপুর্ণে ভবভয়হারী ॥ সুধাময় তব বারি
করি যোগে দান। তুমুর পাতক হতে কর পরিহার ॥ অমরত্ব দেহ দেবি
ধরি তব পায়। দুর্গতি বিনাশ হয় তোমার কৃপায় ॥ পূরন্দরপ্রিয়তমে কাশী-
ফলাধিকে। তোমার মহিমা বল কি বলি তোমাকে ॥ তব জলে স্থান আদি
করি এইক্ষণ। আমার পাতকরাশি কর বিমোচন ॥” এইরূপে করি স্তুতি
স্থান অনুষ্ঠান। করিলে তাহার হয় বৈকুণ্ঠে পয়ান ॥ দ্বিভুজধারিণী দেবী
উর্বশী সুন্দরী। পীমোদ্রত-পয়োধরা আছা মরি মরি ॥ অতর্কি কুশুম সম
শরীরের আভা। শ্বেতাশ্বর পরিধান অতি মনোহোভা ॥ সুবর্ণ কুক্ষণ শোভে

করেতে তাঁহার। সৰ্ব্বাঙ্গে বিরাজে কিবা রত্ন-অলঙ্কার ॥ সুবিশুদ্ধ-কলেবরা
 ত্রিলোকমোহিনী। যোগিজন-নিদ্ধর্জন-হনয়-হারিণী ॥ যে জন মতত করে
 বিদ্যুতি কামনা। ভক্তিভরে উষ্ণীশে করিবে অর্চনা ॥ গণেশ কামাখ্যা-
 পূজা করে অবস্থিতি। দ্বারদেশে শোভে অগ্নি বেতাল মুরতি ॥ ইহারে
 রূপ যত্ন করিব কীৰ্ত্তন। মন দিয়া শুন ওহে মহাতপোদন ॥ ওঁ নম উচ্চা-
 রণ করি উচ্চারণ। সিদ্ধ গণপতি সদা করিবে অর্চন ॥ মন দিয়া শুন
 কামাখ্যা-পূজার। সিদ্ধ হয় সৰ্ব্ব কাঙ্ক্ষা রূপায় যাহার ॥ গজেন্দ্র বদন দেব
 অতি মনোহর। ত্রিলোচন চতুর্ভূজ লহিত উদর ॥ নাগবন্ধ উপবীত কর্তে
 শোভে তার। শ্রবণ-যুগল ঘেন শূর্ণের আকার ॥ এক দন্ত দীপ শুণ্ড শূল-
 হস্ত তার। দক্ষ করে শোভে দন্ত অতি ভয়ঙ্কর ॥ অপর দক্ষিণ করে নীল
 পদ্ম ধরে। লজ্জুক পরশু শোভে বাম দুই করে ॥ রক্তধারা দন্তমূলে হতেছে
 পতন। রুহংকাব রহৎসঙ্গ ঘৃনিকবাহন ॥ কিবা স্তূল অজিহ্বর অতি
 শোভা তার। রক্তমা পরিছে দিক শরীর-প্রভায় ॥ যেই মন্ত্রে পঞ্চবাক্য
 গণেশ পূজিবে। সে মন্ত্রে ইহার পূজা সদত করিবে ॥ এখন শুনহ বলি
 ওহে তপোদন। অগ্নি-বেতালের রূপ করিব কীৰ্ত্তন ॥ জবা পুষ্প সম তার
 মৃণালোচন। বদন অতীব স্তূল মুরতি মোহন ॥ শিরোপরে জটাজুট কিবা
 তার শোভা। ত্রিভুজ বরদ দেব অতি মনোমোহন ॥ দক্ষ করে তীক্ষ্ণ চূর্ণ
 করেন গ্রহণ। বাম করে রক্তপাত্র করেন ধারণ ॥ শ্রবণে পাশে তার
 মুণ্ডাঠার স্বর। ঘন ঘন থর থর কাঁপে কলেবর ॥ অগ্নিবীজ বহুধারে সংযোগ
 করিয়া। পূজিবে ইহারে সেই মন্ত্র উচ্চারিয়া ॥ এই মন্ত্র যেই জন করে
 উচ্চারণ। নিভয়ে সর্বত্র সেই করয়ে গমন ॥ এই বীজ মন্ত্রে অগ্নি-বেতানে
 পূজিবে। ভূতানি-বিভীতি তার কভু নাহি রবে ॥ অষ্ট যোগিনীর মন্ত্র শুন
 দিয়া মন। একে একে সব আমি করিব কীৰ্ত্তন ॥ প্রত্যক্ষর বীজে কিবা দুর্গা
 বীজ অরি। পূজিবে সদত অষ্ট যোগিনী সুন্দরী ॥ কালরাত্রি মন্ত্রে কান-
 র ত্রিণে পূজিবে। দুর্গামন্ত্রে কাত্যায়নী সদত অর্জিবে। মহামায়-মন্ত্র পাঠ
 করি সাধুদন। ভুবন-ঈশ্বর সদা করিবে পূজন ॥ যে জন যোগিনী-পূজা করে
 অনুষ্ঠান। যোগিনীলোকেতে অন্তে সে করে পয়ান ॥ ভস্মকূট দক্ষভাগে
 এক গিরিগর। দপট তাহার নাম অতি শোভাকর ॥ কৃষ্ণবর্ণ যান্য-শিলা
 শোভিছে তথায়। সদাকাল অবস্থিতি যমের যথায় ॥ মহিষবাহন দেব
 ত্রিভুজ শমন। মুকুট কিরীট শিরে অতি যুগোভন ॥ পরিধিয়া কৃষ্ণবস্ত্র
 অমূল্য বসন। মৃত্যু হুঁকার হস্তে করিয়া ধারণ ॥ ভয়াভয় বিতরিছে মানব
 নিকরে। ঘন ঘন চালে পদ মহিষ উপরে ॥ যামাবীজ শিলামূর্ত্তি করিলে
 পূজন। অষ্টক সুসিদ্ধ হয় শাস্ত্রের বচন ॥ উপান্ত বর্ণের আদি বর্ণ আগে
 পড়ে। চক্ষুবিন্দু তার সহ সংযোগ করিবে ॥ যামাবীজ হির করি করিবে

পূজম। যন্তের উদ্ধার এই শাস্ত্রের লিখন ॥ দর্পট-অচলে যেই অতি ভক্তি-
ভরে। শূলপদ যমে পূজা বিধিমতে করে ॥ তাহার নাহিক হয় কভু সর্পভয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু নিশ্চয় ॥ দর্পটের পূর্বভাগে এক গিরিবর। বিচিত্র
তাহার নাম শোভার আকার ॥ তার পূর্বে ব্রহ্মগাহ স্তান মনোরম। পাকগিরি
বলি তারে কহে ঋষিগণ ॥ নবগ্রহ-বাসস্থান সে পাক-পর্কতে। করিবে গ্রাহের
পূজা তথা বিদ্যমতে ॥ নবগ্রহ-পূজা তথা করে যেই জন। তাহার বিপদ
নাহি হয় কদাচন ॥ দিনে দিনে পায় রুদ্ধি সম্পদ তাহার। কহিলাম সত্য
সত্য শাস্ত্রের বিচার ॥ যেরূপ পূজিবে চন্দ্রে তার দিনকরে। সে বিধি বলেছি
পূর্বে তাপস তোমারে ॥ এবে মণ্ডুগ্রহ-মন্ত্র করিব কীর্তন। তাহাদের রূপকথা
করহ শ্রবণ ॥ চতুর্ভুজ মেনোপরি মঙ্গল ধীমান। ভক্তে বরপ্রদ রক্তবস্ত্র পরি-
ধান ॥ শূল শক্তি গদাবর মুদ্রা শোভে করে। চিত্তিবে এরূপে সবে মঙ্গল
দেবেবে ॥ সিংহ পৃষ্ঠে দেবদেব কিবা শোভা পান। বরদানে রত পীতবস্ত্র
পরিধান ॥ শূল মালা অনুলেপ শোভে এক করে। জ্ঞান করে খজা চর্ম মহা-
গদা ধরে ॥ এ রূপে বুধেরে সঙ্গ করিবে চিত্তন। বিদ্যমতে পূজা তাঁর করিবে
সুজন ॥ সুরাধিপা রহস্পতি কাকন আকার। পীতবস্ত্র পরিধান শোভার
আধার ॥ চতুর্ভুজ দেবগুরু মোহন-দুরতি। মালা পদ্ম কমণ্ডলু বামকরে স্থিতি ॥
বাম করে অহিনিষি করে বরদান। এরূপে চিত্তিবে তাঁরে সুজন ধীমান ॥
দৈত্যাগুরু শুক্রাচার্য শেত কলেবর। পরিধান মনোহর ধবল জ্বর ॥
পৃষ্ঠক অভয় বর অক্ষমালা করে। চতুর্ভুজ মহামতি কিবা শোভা ধরে ॥
দৈত্যের মঙ্গল সঙ্গ করিতে বিধান। নিরন্তর শুক্রাচার্য রহে যতুবান ॥
শরৈশ্চর মহাকায় তপন-ভর্য। ইন্দ্রবর সম কান্তি গুণোপরি রয় ॥ পিনাক
ত্রিশূল শোভে সে কমলকরে। তীক্ষ্ণবাণ পাশ তার ত্রিশ শোভা ধরে ॥ কাম-
বীজে মঙ্গলেরে পূজে সেই জন। গ্রহ শান্তি হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥ দুর্গা-
দেবী নৈবদীজে বধেবে পূজিবে। তাহার মনের বাঞ্ছা অচিরে পূরিবে ॥
গুরুদেবে গাণপত্য বীজেতে পূজিলে। মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে অচিরে ॥
মহের নামের আদি অক্ষর লইয়া। অনুসার সংযোজন তাহাতে করিয়া ॥
সেই বীজ ধরি পূজা করিবে সুজন। ইষ্টসিদ্ধি হবে তাহে বেদের বচন ॥
চতুর্ভুজ রাহুগ্রহ খজা চর্মপারী। বরাভয় দুই করে বসি সিংহোপরি ॥
ঘন বন চারিদিকে করে দৃষ্টিপাত। চিত্তিবে এরূপে তারে করি শ্রমিপাত ॥
পুচ্ছরূপী কেতুগ্রহ ধূম্র কলেবর। নয়ন বিশাল অতি বসে শিবাপর ॥ খজা
চর্ম গদা বাণ শোভে চারি করে। যথাবিধি মন্ত্র বলি পূজিবে ইহারে ॥
চিতাচলে ভক্তিযোগে করিয়া গমন। গ্রহগণে বিধিমতে পূজে সেই জন ॥
ইষ্টসিদ্ধি হয় তার শান্তিলাভ হয়। ইহধামে সেই জন মহাসুখ পায় ॥
অন্তকালে নিত্য ধামে করয়ে গমন। ইহাতে অন্যথা নাহি ভাব্যতপোধন ॥

কঙ্কালশৈলের পূর্বে শুভ গিরিবর । শরী সহ মদা তপা রহে পুরন্দর ॥
 কপিল-গঙ্গিকা নামে সলিল-বাহিনী । শুভগিরি পূর্বে বহে দিবস যামিনী ॥
 ইহাতে করিলে স্নান জাহ্নবী সমান । ফল পেয়ে সেই মাদু দিবা লোকে যান ॥
 বিরাজিছে সেই স্থানে কামাখ্যা-নিলয় । ত্রৈলোক্য তার প্রাণে দক্ষিণেতে রয় ॥
 ত্রৈলোক্য হতে সিতা নদী বাহিয়ায় । কল কল রবে বহে কিবা শোভা পায় ॥
 সিতাজলে যেই করে স্নান আশ্রয়ন । জাহ্নবী সমান ফল পায় সেই জন ॥
 এই হেতু নাম তার কপিল-গঙ্গিকা । গঙ্গা সম পুণ্যকরী মুক্তি-দায়িকা ॥
 ইহার পূর্বেতে শোভে দমনিকা সতী । ক্লৃষ্ণবর্ণ যার জল বহে নিরবধি ॥
 জীবের পাতকরাশি করেন দমন । এই হেতু দমনিকা বলে নাম জন ॥
 ছবিবিদ্ধা নামে নদী ইহার পূর্বে । বহিতেছে নিরন্তর কল কল রবে ॥
 ইহাতে করিলে স্নান মহাকল হয় । জাহ্নবী সমান ফল জানিবে নিশ্চয় ॥
 যাহ্যামে এই জলে দেবা করে স্নান । নিশ্চয় সে জন পায় অমিত শ্রদ্ধা ॥
 ইহার পূর্বে দিব্য যমুনা বিরাজে । যার জল করে স্নান মানব সমাজে ॥
 ক্রান্তিকে পবিত্র যামে যদি করে স্নান । ইহা লোকে পারি স্তখে আছে মোক্ষ পান ॥
 দিব্য যমুনার মাঝে দুর্জয় ভূধর । যথায় ভৈরব দেব রহে নিরন্তর ॥
 দাক্ষায়ণী সহ মদা আছেন কৌতুকে । ভক্তজন নিরন্তর ভাবয়ে যঁতারে ॥
 ভৈরব নামেতে তথা অগুরু সরগী । নীচনা মসিলে মন হরে দিব্য শক্তি ॥
 ইহাতে করিলে স্নান শিবলোকে যায় । আর না সে জন কভু জন্মবে পরায় ॥
 শরাসন নামে পূর্বে ইহার দক্ষিণে । যাহার লগ্নের দ্বারা নাহিক ভয়ন ॥
 ইহার দক্ষিণে শোভে ক্ষোভক ভূধর । পদমোচনপে দেবী আছে নিরন্তর ॥
 ইহার পূর্বেতে কান্তা সলিলবাহিনী । কল কল রবে যান উত্তর বাহিনী ॥
 দিব্য কুণ্ড মহাকুণ্ড তথা শোভা পায় । যাহার প্রসাদে মন হরপুরে যায় ॥
 ভক্তিভরে ইথে স্নান করি যেই মর । পাপরাশি পূর্ণ করে প্রফুল্ল-ভর ॥
 জঠর-যাতনা সেই না পায় কখন । দুর্জয় পায় সেই শাখের বন ॥
 ফল মহাগিরি অতি শোভমান । কোভকের ঈশানেতে আছে বিদ্যমান ॥
 তপস্বী বসিষ্ঠ গনি মুনির প্রধান । করিছেন এই স্থানে তপ-অনুষ্ঠান ॥
 নিমির শাপেতে তিনি যাতনা পাইয়া । করেছিল মহাতপ সংসত হইয়া ॥
 বহুতপে তৃপ্ত হয়ে দেব নারায়ণ । গরুড় আসনে তথা উপনীত হন ॥
 পেয়ে আনন্দিত মুনির প্রধান । করিলেন তথা এক কুণ্ডে নিদ্রা ॥
 কুণ্ডে স্নান পান করে সেই মর । অবিলম্বে পায় সেই দিব্য কলবর ॥
 কুণ্ড নাম তার মঙ্গললোকে জানে । করিবে সে কুণ্ডে স্নান ভক্তিযুত মনে ॥
 তাহা হতে মন্দ্য নামে নদী বাহিয়ায় । যাহাতে করিলে স্নান দিব্য লোকে যায় ॥
 রোগ নাহি থাকে তার শরীর ভিতরে । দীর্ঘজীবী সেই জন অবনী বাসরে ॥
 শ্রীচণ্ড ললিতা নামে আর এক নদী । মঙ্গ্যাকল-পূর্বভাগে বহে

নিরবধি ॥ বৈশাখের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে । যেই জন করে স্নান ভক্তি-
যুক্ত চিতে ॥ পাপরাশি হয় তার সদা বিমোচন । অনায়াসে শিবপুরে সে
করে গমন ॥ পূর্বদ্বারে গিরি এক নামে অগমান । লিঙ্গরূপী বিকৃত
করে অধিষ্ঠান ॥ শুক্লক্ষে দ্বাদশীতে নিহিত বিদ্যানে । স্নান আদি করি
নর আনন্দময়নে ॥ তৎপরে স্নান করি আরোহণ । চিত্ত করে এক
চিত্তে সেই নিতাপন ॥ মণ্ডপেরে বিকৃতপুরে সেই জন যায় । আর না আশিতে
হয় তাহারে ধরায় ॥ প্রথমত মহাপীঠ করি দরশন । উর্দ্ধশী-মলিলে স্নান
করি আচরণ ॥ এ সব নদীতে পরে করিবেন স্নান । নিশ্চয় সে জন পাবে
অস্ত্রমে নিৰ্বাণ ॥ শাস্ত্রতী নদীর পূর্বে নামে দীপবতী । মনোরমা নদী এক
বাহে নিরবধি ॥ দীপশিখা সম প্রভা দীপবতী ধরে । এ হেহ রাখিল
নাম অমর-নিকরে ॥ হিম সম সুশীতল বারি মানোহর । স্পর্শমান সুশীতল
হয় কলেবর ॥ শৃঙ্গাট নামেতে গিরি উহার পূর্বে । অতি উচ্চ মনোহর
আছে সমভাবে ॥ ভার্গলিঙ্গ তটপরি করে অধিষ্ঠান । যাহারে পূজিলে পায়
অনন্ত মোক্ষদাম ॥ ইহার নিকটে এক নদী মনোরমা । যাহার শোভার কভু
না দেখি বলনা ॥ কোমল কমল ভাসে মলিল-উপর কেলি করে হংস আদি
সুখে নিরন্তর ॥ ব্রহ্মাচারী তাহার নাম মলিল-বাহিনী । কল কলবে হয়
মাংগর-গামিনী ॥ ইহাতে করিয়া স্নান পদে সেই জন । শৃঙ্গাট শিখরাপরি
করে আরোহণ ॥ অবশেষে ভার্গলিঙ্গ করয়ে অর্চনা । না পায় সে জন কভু
মাংগর-যাতনা ॥ পবিত্র-শরীর হয় রোগ নাহি থাকে । দেব সম সদানন্দে
থাকে ইহলোকে ॥ কামনা পূরণ তার করেন ঈশ্বর । মুক্তিপথ পেয়ে যায়
শিবের গোদর ॥ শৃঙ্গাট গিরিতে মদ দেব শূলপাণি । উমা সহ করে কেলি
দিবস যামিনী ॥ বামদেব-মন্ডু তথ নানা উপহারে । ভক্তের করিবে পূজা
আর চণ্ডিচারে ॥ গৃহদেবী নামে নদী অতি মনোহর । পদ্মগুণ আখ্যান যার
খ্যাত চরাচরে ॥ ভার্গলিঙ্গ পূর্বপাশে আছে শোভমান । সেই জলে সুরগণ
করে স্নান পান ॥ তটট্রিকা নামে নদী ইহার অন্তরে । কুবুদ কল্লার আদি
যাহে শোভা ধরে ॥ সেই স্থানে সমবেত হয়ে দেবগণ । করিয়াছিলেন পর-
ব্রহ্ম আরাধন ॥ ইহাতে যে জন করে স্নান অনুষ্ঠান । সে জন অস্ত্রমে পায়
নিশ্চয় নিৰ্বাণ ॥ দেহ-অন্তে বিকৃতদূত বিদ্যানে করিয়া । বিকৃতপদে চলি যায়
তাহারে লইয়া ॥ অতঃপর শুন বলি ওহে দুনিবর । মাটক অঙ্গে শোভে
স্নান সরোবর ॥ রমণীয় সেই সরে দেব দ্রোণাচন । শৈলপুত্রী সহ সদা
ক্রীড়ায় মগন ॥ বিকসিত স্বর্ণপদ্ম শোভে সরোবরে । কারুণ্য আদি জীব
জলকেলি করে ॥ সরসীর তিন দিকে তিন তরঙ্গিনী । বাহিরিয়া যায় চলি
দক্ষিণ-বাহিনী ॥ দিক্করিকা নামে নদী উহার পশ্চিমে । রমণীয়া বলি খ্যাত
এ তিন ভুবনে ॥ বৃদ্ধগঙ্গা নামে এক মলিলবাহিনী । জাকবী সমান যিনি

পবিত্রকারিণী ॥ দিক্করিকা-মধ্য হতে লভিয়া জনম । কল-কলরবে বহে অতি
মনোরম ॥ ইহার পূর্ব্বোক্ত গিরিবরা শোভা পায় । স্বর্ণশ্রী বলিয়া তিনি বিদিত
ধরায় ॥ কুর্কুভী নামেতে সর বিরাজে তথায় । আশুতোষ সদা ক্রীড়া করেন
যথায় ॥ স্বর্ণবহা নামে নদী আছে সুশোভন । যথায় সতত রহে দেব
ত্রিলোচন ॥ চৈত্রমাসে কুম্ভপক্ষে চতুর্দশী পেয়ে । যেই জন করে স্নান ভক্তি-
মুত হয়ে ॥ দেবগৃহে বাস তার চিরদিন তরে । আর না আসিতে হয়
সংসার ভিতরে ॥ বিশ্বনাথ লিঙ্গ শোভে রত্নগঙ্গাতীরে । যোনিরূপা মহা-
মায়ী কিবা শোভা ধরে ॥ পূবাকালে সেই স্থানে দেব নারায়ণ । ইয়গ্রীব
দানবেগে করিয়া নিধন ॥ মণিকুট অভিমুখে করেন পয়ণ । এ হেতু পরম
পুণ্যকর সেই স্থান ॥ মণিকুটে ভক্তি ভাবে গিয়া যেই জন । সারদা-মন্ত্রেতে
করে দুর্গার অর্চন ॥ ইহলোকে ধন যশ মহাহুশ পায় । অন্তকালে দুর্গা-
লোকে বিমানেতে যায় ॥ নোমনমা রমোদকা কামাখ্যা আখ্যান । বহুবিশ
ননী তথ করে অদিষ্ঠান ॥ পরমমঙ্গলকরী কল্যাণদায়িনী । কল কল রবে
সুবে সাগরবাহিনী ॥ কামরূপা রমোদকা-পূর্ব্ব শোভা পায় । জগদম্বা মহা-
মায়ী বিরাজে যথায় ॥ দিক্করবাসিনী নাম ধরিয়া জননী । বিরাজ করেন
তথা দিবস-যামিনী ॥ মিতগঙ্গা নামে নদী মঙ্গল দায়িনী । উপানুদীমায়
বহে বিমলবাহিনী ॥ মিতগঙ্গা-জলে স্নান করে যেই জন । হর-হরি ব্রহ্মাপদ
করে দরশন ॥ ললিতকান্তার পদ অতি ভক্তিভরে । মনুয্যে যেই জন দর
শন করে ॥ তাহার পুণ্যের কথা না যায় বর্ণনা । আর নাহি পায় কভু অচৈ-
র্যাতনা ॥ লিঙ্গরূপী দেবদেব শত্ৰু ভগবান । মিতগঙ্গাতটে সদা করে অদি-
ষ্ঠান ॥ শিলারূপে শোভে তথা দেব নারায়ণ । ইহারে হেরিলে শুদ্ধ মানব-
জীবন ॥ দিক্করবাসিনী তথা দিক্কপিনী হয়ে । রমণে আসক্ত সদা আনন্দে
মজিয়ে ॥ তীক্ষ্ণকান্ধা নামে আর পরম-রমণী । শোভিনেছে মহাদেবী অতি
সুন্দরিনী ॥ মঙ্গলচণ্ডিকা এই নারীর আখ্যান । ইহার অপূর্ণ রূপ শুন মতিমান ॥
কুম্ভবর্ণা লম্বোদরী শিরে জটাভার । পরম-মঙ্গলকরী রূপের আধার ॥ বিধানে
ত্রিকোণ যত্ন করিয়া নিদ্রাণ । ন্যাসমন্ত্রে করিবেক পূজা-অনুষ্ঠান ॥ চামুণ্ডা
করাল ভগা সুভগা ভীষণা । বিকটা যোগিনী অঙ্গে করিবে অর্চন ॥
এইরূপে চণ্ডিকারে করিয়া পূজম । বিকটচণ্ডীর পরে করিবে অর্চন ॥ তদন্তরে
বিসর্জনে শাস্ত্রের বিধান । করিবে সাধকবর আনন্দিত-মনে ॥ যুগ্ময়ী
মালিকা কিবা রত্নাকের মালা । মঙ্গলচণ্ডীরে নিলে ধুচে সব জ্বালা ॥ ভক্তি-
ভরে নরবলি করিবে প্রদান । ইহাতে পরম তৃষ্টি চণ্ডীদেবী পান ॥ যদিরা
যাদক মাংস বিবিধ বাঞ্ছন । নারিকেল চণ্ডিকারে করিবে অর্পণ ॥ প্রকৃত
ললিতকান্তা মঙ্গলচণ্ডিকা । জগত-মাঝারে যিনি কল্যাণদায়িকা ॥ তাঁহার
স্বরূপ বলি শ্রুত উপোধম । ভক্তিভরে একচিন্তে করহ শ্রবণ ॥ বিভূজ-

ধারিণী দেবী মঙ্গল-নিধান । বরাভয় করব্রয়ে আছে শোভমান ॥ পীতবর্ণ
কলেবর রক্তপদ্মোপরি । উজ্জ্বল মুকুট শোভে মস্তক উপরি ॥ ত্রিভুবনে
নাহি হেরি রূপের তুলনা । যৌবনে পূরিতা ধনী প্রসন্নবদনা ॥ একাক্ষরী
উমামন্ত্রে উইঁরে পূজিবে । সাধক সুমিদ্ধি তাহে শিষ্যে পাইবে ॥ গায়ত্রী
পড়িয়া স্তব করি অধ্যয়ন । করিবে সাধকবর প্রীতি উপাদান ॥ বসন্তের
মিতাক্ষরী অথবা নবমী । পূজিবে চণ্ডিকাদেবী মঙ্গলদায়িনী ॥ ভৌমবারে
শুদ্ধাচারে সাধক সূজন । ঘটে পটে প্রতিমাতে করিবে পূজন ॥ অক্ষত কুমুদ
গন্ধ দুর্বা সহকারে । অর্পিবে ভক্তিভরে মঙ্গলচণ্ডীরে ॥ সাধকের মনোরথ
হইবে পূরণ । দেবীলোকে সেই জন করিবে গমন ॥ অতঃপর ব্রহ্মপূজা শুন
মুনিবর । অরণে পরম শুদ্ধ হবে কলেবর ॥ ব্রহ্মবীজে ব্রহ্মমন্ত্রে করিলে
অর্চনা । সাধক পাইবে মুক্তি দৃঢ়িবে বাতনা ॥ ব্রহ্মবীজে যেই জন ব্রহ্মারে
পূজিবে । চিরদিন ব্রহ্মলোকে বসতি করিবে ॥ ব্রহ্মার স্বরূপ এবে করহ
জ্ঞাপন । কমণ্ডলু নামকরে করেন ধারণ ॥ কমণ্ডলু পরিপূর্ণ জাহ্নবী-সলিলে ।
মনোহর দিবা সুক শোভে দক্ষকরে ॥ অন্য দক্ষকরে শোভে জপের মালিকা ॥
জগতে বিখ্যাত বাহ্য কল্যাণদায়িকা ॥ অন্য এক সুক শোভে অন্য বাহ-
করে । আশাঙ্কালী পুরোভাগে কিবা শোভা ধরে ॥ বেদাদি পুরাণ বাম-
ভাগে শোভা পায় । সার্বভৌম রূপমী নারী আছেন তথায় ॥ চতুষ্কোণ যন্ত্র
এক করিবে নির্মাণ । অষ্টদলে সমাযুক্ত শাস্ত্রের বিধান ॥ চতুর্দ্বার হবে তার
শাস্ত্রের লিখন । তাহাতে ব্রহ্মার পূজা করিবে সূজন ॥ আরক্ত কোষেয়
বস করিলে প্রদান । চতুর্দ্বার ব্রহ্মা তাহে অতি তুষ্টি পান ॥ পাশসার যুত
মিষ্ট মতিশ সন্ধান । সর্বাসিদ্ধি গন্ধাদক রক্ত চন্দন ॥ এসব ব্রহ্মারে যেরা
করে নিবেদন । ব্রহ্মশাস্ত্রে সেই জন করিবে গমন ॥ পদ্মবীজ-মালা লয়ে অতি
ভক্তিভরে । ব্রহ্মমন্ত্রে মহামন্ত্র যদি জপ করে ॥ ইহলোকে সুখভোগে থাকে
সেই জন । অন্তিম ব্রহ্মার পুরে করিবে গমন ॥ অমাবস্থা পৌর্ণমাসী
স্মৃতিখি পাইয়া । করিবে ব্রহ্মার পূজা সংবত হইয়া ॥ দুর্বাফল-যুক্ত
অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ । ব্রহ্মোদ্দেশে ভক্তিভাবে করিবে অর্পণ ॥ অতঃপর
শুন বলি শুধে তপোদন । বিষ্ণুর দ্বাদশাঙ্গ মন্ত্র কারব বর্নন ॥ প্রণব
প্রথমে মুখে করি উচ্চারণ । নমঃ শব্দ তার পর করিবে যোজন ॥ ভগবতে
এই শব্দ বলিয়া বদন । চতুর্দ্বার বায়ুদেব আনিবে জানন ॥ দ্বাদশাঙ্গ
মন্ত্র এই করিহু উচ্চারণ । এই মন্ত্র মহামন্ত্র জগতের সার ॥ পরম
বৈষ্ণব যারা বিষ্ণুপরায়ণ । এই মন্ত্র সদা হৃদে করিবে স্মরণ ॥ বিষ্ণু-
যন্ত্র বিষ্ণু-মন্ত্র যেই জন জানে । বন্দী নাহি হয় সেই সংসার বন্ধনে ॥ বহু-
বিদ বিষ্ণুরূপ শাস্ত্রেতে বাগানে । একে একে বলিতেছি তোমার সন্মানে ॥
পূর্ণচন্দ্র সম কান্তি গরুড় বাহন । চতুর্ভূজ পীতাস্বর মুরতি মোহন ॥ শঙ্খ

চক্র গদা পদ্ম শোভে করবরে । ত্রীবৎস কৌস্তভ শোভে হৃদয়-উপরে ॥
 কক্ষের বায়েতে করি তুগীর ধারণ । দক্ষভাগে খজ্জাবর করিয়া গ্রহণ ॥
 কটাক্ষ বিক্ষেপ সদা করিছে নয়নে । কুণ্ডল তুলিছে কিবা যুগল অবণে ॥
 আজানুলম্বিত বাহু গলে বনমালা । যাহারে হেরিলে মুখে সংসারের দ্বালা ॥
 মুকুট শোভিছে শিরে আহা মরি মরি । দেবদেব কংস-অরি নিপিন-বিহারী ॥
 বায়ভাগে খেতাঙ্গিনী দেবী বীণা পাণি । দাক্ষিণ্য কমলা শোভে কমলবাসিনী ॥
 এক্রূপ চিত্তে যদি মাগক সূজন । অন্ত্রিমে পরম পদে করয়ে গমন ॥ অন্য-
 বিধ রূপ তাঁর করিব কীর্তন । মন নিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন ॥ নীলোৎ-
 পলঙ্গ সম শ্যাম কলেবর । চতুর্ভুজ দীর্ঘবাহু পরম সুন্দর ॥ গদা চক্র পাশে
 জন্ম পদ্ম শোভে করে । হেরিয়া যাহার রূপ জনমন হরে ॥ এইরূপ হৃদে
 সরা করিলে চিত্তন । দুর্গতি তাহার যত হবে বিমোচন ॥ হরির গুণের কথা
 না পারি কহিতে । পঞ্চমুখে পঞ্চানন না পারে বর্ণিতে ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ
 সতত পেয়ায় । হিন্দুমাত্র ভক্তি জন্মে বহু তপস্যায় ॥ জগতের আদি তিনি
 জীবের জীবন । সকলের প্রভু তিনি অশম-ভারণ ॥ নিমিত্তকার সদানন্দ
 তিনি ভগবান । সর্বভূতে সদা তাঁর আছে অধিষ্ঠান ॥ জগতের সার তিনি
 বিশ্বের আধার । ভাবাব ব পারে যেতে তিনি কণ্ঠহার ॥ নবীন নীরদ সম
 শ্যামকলেবর । নবীন যৌবন তাঁর বেণ মনোহর ॥ লাজ পেয়ে কামদেব
 রূপের আভায় । বিরহী জনের হৃদে যতনে লুকায় ॥ কটিনটে গান্ধব
 অতি সুশোভন । রমণীয় দেহে শোভে অমূল্য রতন ॥ এইরূপে তাঁর রূপ
 চিত্তে যেই জন । বরকের ভয় তার না রহে কখন ॥ বিষ্ণুদেব নিতাপন রূপের
 আপার । তাঁর হাতে ধর্মার্থ বিচারের ভার ॥ এইরূপে বিদ্যুচ্চিন্তা হৃদয়ে
 করিয়া । পূজিবে ভক্তগণ পান্য অর্ঘ্য দিয়া ॥ যথাবিধি যন্ত্র আদি করিয়া
 নির্ধান । নামাদি করিবে যত শাস্ত্রের বিধান ॥ অঙ্গপূজা যথাকালে করিবে
 সূজন । সোণিনীগোরে পরে করিবে পূজন ॥ অঙ্গপূজা আদি করি বিহিত
 বিধানে । লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করিবে যতনে ॥ যন্ত্র যন্ত্র ভাষাচ্ছন্দে বাক্য
 নাহি হয় । এজন্য সংক্ষেপে সব নিম্ন পরিচয় ॥ দীপমধ্যে যন্ত্রদীপ দীপের
 প্রধান । মলয়জ চন্দ্র দিবে শাস্ত্রের বিধান ॥ অর্ঘ্যপাত্র ভোজ্যপাত্র হবে
 তাত্রময় । ইহাতে দেবতা তুষ্ট জানিবে নিশ্চয় ॥ কদম্ব কুসুম পদ্ম মনোহর
 জাতি । বিকুর পরম প্রিয় মল্লিকা মালতী ॥ হরির উদ্দেশে দিবে তলসী
 চন্দন । ইহাতে পরম তুষ্ট দেব নারায়ণ ॥ এইরূপে পূজে যেই জগত-আধার ।
 কোটি কুল সেই জন করে সমুদ্রায় ॥ জন্মার্দন সম হয়ে বিশুদ্ধ শরীরে বিমানে
 চড়িয়া যায় বৈকুণ্ঠ নগরে ॥ বিশ্বের আধার দেব হরি এইরূপে । সতত করেন
 লীলা থাকি কামরূপে ॥ এত বলি ব্যাস কহে শুন তপোধন । কামাখ্যার
 বিবরণ করি নি বর্ণন ॥ অনুত্তম উপাখ্যান করিলে অবণ । শাপভয় তাপজয়

না রহে কখন ॥ পুত্র পৌত্র ধন রত্ন সেই জন পায় । দীর্ঘজীবী হয়ে শেষে
 সুরপুরে যায় ॥ কামরূপ-লীলন্তান জানে যেই জন । দিব্যজ্ঞান পায় সেই
 শাক্তের বচন ॥ ভক্তিভাবে কামরূপ উদ্দেশ করিয়া । যাত্রা করে যেই জন
 স্বর্গহ হাড়িয়া ॥ উপনীত হয়ে তথা ভক্তিয়ুত মনে । দেবীর অর্চনা করে
 বিহিত বিধানে ॥ উল্লস দশ অধো দশ পুরুষ তাহার । দেবীর প্রসাদে হবে
 অচিরে উদ্ধার ॥ প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে আমি বলিব বিস্তর । পূর্বকথা বলি এবে
 শুন দুনিবর ॥ পরম পুত্রব বিকৃত কামরূপে গিয়ে । দেবীরে করেন শুব মানন্দ
 স্বদরে ॥ নব-গন নৈল-কণা গুণো ভগবতী । তোমার চরণে দেবি করি গো
 প্রণতি ॥ পদ-নখ শোভে তব চন্দের সমান । বিজয়-দায়িনী বুঝি করি গো
 প্রণাম ॥ ব্যাধি-দুঃখ পরিধান তোমার শরীরে । দক্ষের নন্দিনী মাগো বিনিত
 সংসারে ॥ কাদম্বিনী সম শোভা অতি মনোহর । দীর্ঘ কেশপাশ তব অতি ব
 সুন্দর ॥ কিবা উপ তব দেবি অপূর্ব জঘন । যদিমাঝে ছরি মদা তোমার
 চরণ ॥ চতুর্ভুজ-ব-দেবি কিবা শোভা পায় । তোমার করুণা মদা দেবগণ
 চায় ॥ দৈত্যগণ-বিনাশিনী বিজয়-দায়িনী । নমস্কার করি তোমা শুন গো
 ভবানী ॥ নৈল-কণা শোভে তব ললাট উপরে । সুখ বর্ষে মদা যেন সুরগণো-
 পরে ॥ দৈত্যগণ-বিনাশিনী প্রসন্ন-বদনা । করুণা করিয়া মম পুরাত কামনা ॥
 চন্দ্রকণা শোভে তব ললাট উপরে । ছিলক শোভিতে যেন জনমম হয়ে ॥
 রবিচোটি জিনি প্রভা নিরখি তোমার । বিজয়-দায়িনী দেবী করি নমস্কার ॥
 চন্দ্রকণা-পূর্ণিণী গুণো ভগবতী । তোমার চরণে করি কোটি কেটি নতি ॥
 বিধি শিব আমি করি অমর-মিকর । তব পদ চিন্তা করে স্বদয়-ভিতর ॥
 ভূগমে দুর্গাচর্য নিরখি ভবানী । বিজয়-দায়িনী দেবী চরণে নবামি ॥
 ভবানী দৈত্যগণ-বিনাশিনী । প্রসন্ন প্রসন্ন দেবি মনোবিশ্বময়ী ॥
 মঙ্গল-সিদ্ধি দাও আমি বিনিত সংসারে । তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে ॥
 ঈশান উপরে আমি কর অধিষ্ঠান । তোমার চরণে আমি করি গো প্রণাম ॥

বাস বলে শুন শুন গুহে তপোধন । এইরূপে ভব করে দেব নিরঞ্জন ॥
 স্ববে হুঁকা হুঁকা কবে কামাখ্যা-বাদিনী । আবিভূত হন আমি যথা চিন্তা-
 যণি ॥ ভগবানে সর্ষোদিয়া কহেন তখন । কি হেতু করিছ শুব গুহে নিরঞ্জন ॥
 কি কাজ করিতে হবে করহ উত্তর । সে কাজ করিব আমি করিব গোচর ॥
 আমার বচন নাহি হইবে লজ্জন । এত শুনি ভগবান কহেন তখন ॥ ভূভার
 হরিতে আমি ধরাভলে যাব । জানিয়া তাহাতে চাহি সহায়তা তব ॥
 এতেক বচন শুনি কহেন ভবানী । শুন শুন মম বাক্য গুহে নৈলমণি ॥ ধরা-
 ভলে জন্ম বুঝি করহ ধারণ । হইবে দেবকী গড়ে অষ্টম নন্দন ॥ গোকুলে
 যশোদা-গুহে জন্মিব আমি । নন্দের বাসনা পূর্ণ করিবে হে ভূমি ॥ যথুরা
 নগর আমি করি আগমন । তব শত্রু দ্রুত কংসে করিব বধন ॥ তব জ্যেষ্ঠ

বলদেব দেবকী-জ্যেঠে । জনম ধরিবে গিয়া কহিনু তোমারে ॥ সেই গর্ভ
তথা হতে করি আকর্ষণ । রোহিণী-জ্যেঠে লয়ে করিব স্থাপন ॥ একরূপ করিব
আমি জানিবে অন্তরে । রটিবে তোমার কীর্তি জগত-মাঝারে ॥ এত বলি
ভগবতী হন অন্তর্ধান । শুন শুন তার পর শুহে মতিমান ॥ দেবকীর গর্ভ
দেবী করি আকর্ষণ । রোহিণী-জ্যেঠে লয়ে করিল স্থাপন ॥ দেবকীর গর্ভ-
পাত হৈল এই বলে । জনরব হৈল রাষ্ট্র সমস্ত নগরে ॥ এদিকে নন্দ
গৃহে গোকুল নগরে । রোহিণী ধরিল গর্ভ জানিবে অন্তরে ॥ যথাকালে
নন্দগৃহে সুন্দরী রোহিণী । বলরামে প্রসবিল যিনি হলপানি ॥ অতীত
মোহন রূপ ধবল বরণ । কিবা কেশ কিবা বেশ অতি বিমোহন ॥ এইরূপে
বলদেব লভিলে জনম । দৈবকী-জ্যেঠে আগিলেন জনার্দন ॥ পূর্বদিক
শোভে যথা অরুণ উদয়ে । দৈবকী শোভিল তথা গর্ভবতী হয়ে ॥ দৈবকী
জ্যেঠে রূপ রহেন যখন । সেই কালে শ্রব করে বন দেবগণ ॥ পুরাণ পুত্র
ভূমি শুহে ভগবান । বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর তব নাহি পরিমাণ ॥ অখিল বিদ্যের
পতি ভূমি জ্ঞানময় । অমল ভুবননাথ শুহে দয়াময় ॥ সনাতনপী ভূমি এত
অনন্ত আখ্যান । তব শ্রব করে মোরা গুণ কর কাম ॥ সুরাসুর নার নার
কিন্নরাদি করি । তব শ্রব করে সন্য বিপিন-বিহারী ॥ একমাত্র ঈশ ভূমি
শুহে দয়াময় । তোমার বন্দনা করি হও গো সদয় ॥ তোমার ইচ্ছায় হয়
জগত সৃজন । ইচ্ছাবশে করিতেছ অখিল পালন ॥ ইচ্ছাবশে পুনঃ কর
সমুদয় লয় । ইচ্ছাবশে দেহ ধর শুহে জগন্ময় ॥ অনন্তম দেহ ভূমি পরিবার
ভরে । আগিমাছ শুহে প্রভু দৈবকী-জ্যেঠে ॥ তোমার চরণে নতি করি মাখ
জন । তোমার চরণে যেন মদা রহে মন ॥ যাহারি অধিলে গভ্রভঙ্ঘ নাহি
মন । সেই ভূমি জ্যেঠেতে হস্ত উদয় ॥ ইহার নিগুত তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে ।
মদা যেন মন রহে তোমার উপরে ॥ ইন্দ্রাদি নান্যলোক সব কারি সমুদয় । নিত
নিজ বাসে যান আনন্দিত ॥ এদিকে দোহাকীর্ণ নর দরশন । তাহার
বদিতে কহন করিল মনন ॥ কিন্তু পরে বিবেচনা করিয়া অন্তরে ॥ ক্ষান্ত হৈল
বিনাশিতে দৈবকী দেবীরে ॥ দেবকী ও বসুদেব এই দুই জনে । বাঙ্কিয়া
রাখিল দুট নিগড়-বন্ধনে ॥ কারাগারে দোহাকারে করিল স্থাপন । দ্বারদেশে
বত রক্ষা করিল রক্ষন ॥ অনন্তর ভাদ্রমাঘে ক্রশাস্তমী তিথি । সেই দিন দিবা
গতে যবে অর্ধরাত্রি ॥ হুহু হুহু শূন্যতল বহিছে পবন । আনন্দে প্রসন্নমন
যোগী স্বদিগণ ॥ কিন্নর গন্ধর্ব আর বিদ্যাধরী গবে । গাইছে নাচিছে
কত আনন্দেতে ভবে ॥ শূন্যোপরে পুষ্পরঞ্জি হয় ঘন ঘন । ছেনকালে ক্রশধন
লভিল জনম ॥ নবদুর্লাদল-শ্যাম যেন জলধর । মরি কি রূপের আভা অতি
মনোহর ॥ তুলিছে কুণ্ডলদ্বয় যুগল অরণে । কিবা শোভা মুখ-আভা না যায়
বর্ণনে ॥ চরণে নুপুর কিবা রতনে গাঠিত । অঙ্গবস্তি মনোহর ভূষণে ভূষিত ॥

দীপ্তবাস পরিধান অতি মনোহর । সুগন্ধি চন্দনে সিক্ত দিব্য কলেবর ॥
 শিশিপুচ্ছ শিরোপরি আহা মরি মরি । কিরীট শোভিছে কিবা অপূর্ব
 মাধুরী ॥ গলদেশে বনমালা কিবা শোভা পায় । দ্বিভঙ্গ ভঙ্গিম চাম অপূর্ব
 তাহায় ॥ বিধুমুখে শোভে কিবা বক্ষিম লোচন । বক্ষেতে শ্রীবৎসচিহ্ন অতি
 বিমোহন ॥ চতুর্ভুজ শোভে কিবা আহা মরি মরি । শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি
 ভুজে ধরি ॥ সুন্দর করিয়া আদি পারিষদগণ । চারিদিকে বেড়ি দেবে করিছে
 বন্দন ॥ কমললোচন রক্তে নরশয়ন করি । বহুদেব আর সূতা দেবকী সুন্দরী ॥
 দুই কনে জগন্নাথ করিয়া প্রণাম । করপুটে করে স্তব ওহে ভগবান ॥ জানি-
 য়াছি রমানাথ তুমি বিশ্বপতি । তুমি হে মাদন দেব শ্রীধর ভূপতি ॥ কমলীর
 কলানিধি পূর্ণ ভগবান । যাহার ভক্ত হই ত্রিলোক বিধান ॥ ভূভুব
 করিয়া আদি লোক সমুদয় । তোমা হতে সন্তোষের ওহে দয়াময় ॥ তোমা
 হতে পুনঃ হই সে সব বিনাশ । সত্বরপী তুমি প্রভু জগতে প্রকাশ ॥ অখিল-
 আদার সমুদ্ভূতি সনাতন । ধরাভার নাশিবারে তোমার জনম ॥ দ্বিভুবনে
 যত কান্দি আছে অবস্থিত । সকলি তোমার দেহে হেরি সমুদিত ॥ তোমার
 একপ কপ করিতে দর্শন । কত না সক্ষম হবে মোদের নয়ন ॥ একপ রূপেতে
 তুমি ভ ভার নাশিতে । কত না পারিবে দেব জানিবেক চিতে ॥ ভক্তজনে
 অশ্রুস্রব করি বিহরণ । একপ মহদেব এই আকিঞ্চন ॥ গোবিন্দ গুরুভূ-
 ত্ত্ব পুত্র উদয় । দলৌকিক রূপ প্রভু মহদেব এখন ॥ কি করিব জ্ঞানদ্বিন
 তোমার প্রসঙ্গে । কপা করি বল তাহা মোদের মদনে ॥ তেঁকে বচন শুনি
 বহু ভগবান । শুদ্ধ করিবে তবে যেকপ বিধান ॥ পূর্ণ ভগবান আমি
 প্রভু নিরঞ্জন । বালরূপে ধরাধামে আমার জনম ॥ শুন শুন বসুদেব বচন
 আমার । আমিরাহি দয়া করি তোমার আগার ॥ একপ এখন আমি করি
 সঙ্গরণ । মনোহর শিশুরূপ করিব ধারণ ॥ আমারে লইয়া যাও গোকুল
 নগরে । সেখানে রাখিবে মোরে নন্দের আগারে ॥ যেই কালে মম জন্ম হয়েছে
 হেথায় । সেকালে যশোদাকন্যা জন্মেছে তথায় ॥ মনোহর রূপবতী সেই
 কন্যা হই । তাহারে আনিবে তুমি শুন মহাশয় ॥ ঐতিমিধি-রূপে মোরে
 করিয়া স্থাপন । যশোদা-কন্যারে হেথা কর আনয়ন ॥ কংসেরে ছলিবে তুমি
 এ ছেন প্রকারে । বিহার করিব আমি গোকুল-নগরে ॥ বহুসংখ্য দুষ্টগণে
 করিব বিনাশ । তব পাশে অভিলষ করিষু প্রকাশ ॥ গোকুলে যাইতে
 পথে যমুনা তটিনী । তোমারে নিবেন পথ সেই তরঙ্গিনী ॥ অনায়াসে যাবে
 তুমি যমুনার পার । তবে নিদ্রাগত হের জগত সৎসার ॥ কংসভয়ে ভীত
 নাহি হও দুইজন । নিগড়-বন্ধন দেখ হয়েছে মোচন ॥ অই দেখ খোলা আছে
 মন্দিরের দ্বার । অনায়াসে গোকুলেতে কর আগমন ॥ গোকুলে গোকুল-বাসী
 যত কেহ আছে । নিদ্রাগত আছে সব কহি তব কাছে ॥ কেহু কিছু না বলিবে

কহিনু তোমায় । বাসুদেব বলি মোরে ডাকিবে সবার ॥ তব নামে মম নাম
হইবে প্রচার । কহিনু তোমার পাশে গুহে গুণাধার ॥ বসুদেবে এত বলি দেব
নিরঞ্জন । শিশুরূপে সেইকণে করেন ধারণ ॥ এ দিকেতে বসুদেব হয়ে ক্রততর ।
অবিলম্বে চলি যান গোবুল নগর ॥ শিশুকোলে উপনীত যশোদা-আগারে ।
দেখিলেন কন্যা এক রূপে আলো করে ॥ রক্তের তথায় রাখি কন্যার
লইয়ে । বসুদেব গেল কিরি আপন আলয়ে ॥ যেমন ছা'সেন কিরি আপন
আগারে । পূর্ববৎ বন্দী হন পুনশ্চ নিগড়ে ॥ পূর্বমত বদ্ধ হৈল মন্দিরের
দ্বার । কান্দিয়া উঠিল কন্যা গহের মাঝার ॥ সকলে জামিল শূনি কন্যার
রোদন । ভুরাচার কংস আমি উপনীত হন ॥ মুক্তকেশ অবিহঙ্গ মৃগিত-
লোচন । পদাঘাতে দ্বার আনি করিল ভঞ্জন ॥ বসুদেবে মহোদয়্যি কহিত
লাগিল । দৈবকী ঈশ্বরে আজি তনয় জন্মিল ॥ আমার হস্তেতে হবে তাহার
মরণ । বিধির লিখন ইহা কে করে খণ্ডন ॥ আমারে অর্পণ বর তোমার
মন্দন । দৈবকী এতেক শুনি করেন রোদন ॥ কংসপানে ধীরে ধীরে নির-
খেন সতী । বলে কন্যা জন্মিয়াছে গুহে মহামতি ॥ এত বলি কন্যাদনে করে
আচ্ছাদন । সবলে ভুরাভ্যা তারে করিল গ্রহণ ॥ অন্য অন্য যতে যত করেতে
হনন । হাসিতে হাসিতে তথা করিল গমন ॥ কন্যার অমূল্য ধর্মি ভীত
করে । বধ হেতু দুই কংস উভোনন করে ॥ পাতক-উপায়ে দুই পেলিল
বেশন । কর হাতে দিব্যকন্যা করে গলায়ন ॥ শূন্যদাঁতের বদন দাঁত
আকার । অট্ট অট্ট হাস্য মুখে বদন বিশাল ॥ অস্ত্র-চূড়-শোভে কিবা তপস্ব
বাহার । খড়্গা চর্দ শূল অসি শোভে চমৎকার ॥ বাণ পাশে যষ্টি আর পরশু
এ চারি । শোভিতেছে করে-স্তার অশ্রুধর মদুরী ॥ আরোহকে দেব দেবী কে
করে গণন । দেবীরে করিছে তুষ করিতে অচ্চন ॥ বন-ল মণ্ডোদর্য হনতে
গগনে । দশদিক নিবাসিত বাজিতেছে কানে ॥ শুনিতে হইয়া দেবী পরিয়া
তখন । কংসেরে মহোদধি কহে শুনরে দুর্জয় ॥ আমারে করিবে বধ করেছ
বাসনা । তুমি রে অধম নৃপ কিছুই বুঝনা ॥ কতু নাহি যিহা হয় আকাশ-
ভারতী । তব শত্রু জন্মিয়াছে গুন দুর্মতি ॥ এত বলি ভগবতী হন বিরো-
ধান । বিমলা হইয়া কংস করে অপমান ॥ বসুদেব দেবকীরে করিয়া বিনয় ।
আপন গৃহেতে শেষে গেল ভুরাশয় ॥ যজ্ঞা করে দুই মর্দ্যপণ মনে । গবিএ
ভারতী-গাথা ধরম পুরাণে ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

—■■■■■■■■—

শ্রীকৃষ্ণের জন্মে নন্দোৎসব, কৃষ্ণের বাঙ্গাদিলীলা, পুত্নাবধ,
শকটভঞ্জন, তৃণাবহাদি বিবিধ অম্বর সংহার,
অক্রুর সংবাদ ও কংসবধ এবং
কৃষ্ণের দ্বারকায়া প্রস্থান ।

বাস উদাচ । প্রাণগোপনো নন্দ মা কনা পুত্রনতঃ ।
বশন সমু স্যোচ্চকো চন্দ্রকো যশোবিনঃ ॥
দাশ গণে গোকুলে চ যশোদাপুত্রসম্বতঃ ।
বাক্যকর্ণেণ বলবান্ বাচরম্মনোদয়ঃ ॥

বাস-যশে শুন শুন ওহে তপোপন । বলিব তাহার পর অপূর্ণ কথন ॥
প্রতিফালে নোহে কৃষ্ণ নন্দ মহামতি । শুনিয়া পুত্রের জন্ম পুলকিত অতি ॥
শনিমানে মহোদধি উথলো যেমন । আনন্দে ত্রিহার মন পুরিল তেমন ॥
মহোৎসব করে কত সানন্দ অম্বরে । সংবাদ রটিল ক্রমে প্রতি ঘরে ঘরে ॥
মহোদাদ পুত্রপুত্র শুনিয়া চঞ্চল । ঘরে ঘরে হয় কত মঙ্গল করম ॥ পুত্রোৎস-
বে পুণ্যকিত হইয়া সকলে । সানন্দ অম্বরে আসে নন্দের আগারে ॥ গোপী-
গণ মনস্কণ্ঠে করে আশ্রয়ন । বিবিধ ভূষণ অঙ্গে করিয়া ধারণ ॥ অমূল্য বসন
পরি কামিনা সকলে । মালা চন্দনাদি ধোয়ে মলার শরীর ॥ কল-মুখপদ্ম
মণে করে দাশম্য । অমূল্য লাবণ্য হেরি বিমোহিতমন ॥ ধান্য দৃক্য হাতে
বসে যত গোপিনীরে । কণ্ঠেরে আশীষ করে তিরংহরি বসি ॥ এইরূপে আশী-
কাদ করিয়া সকলে । কলম্বর হেরে সব বেদিকে নেহারে ॥ কৃষ্ণে আলিঙ্গিতে
যাবে করে অশ্রুলাঘ । মনে ভাবে কেহ কিছু না করে প্রকাশ ॥ দধিভার
গোপগণ করিয়া স্থাপন । কৃষ্ণেরে আশীষ করে সুখেতে তখন ॥ মাখায়
হরিদ্রা তৈল যত ধেনুগণে । বৎস সহ নাচে তারা আনন্দিত মনে ॥ পুচ্ছ
দুর্গি নাচে সব দেখিতে সুন্দর । এরূপে উৎসব হয় প্রতি ঘরে ঘরে ॥ সদা-
শাস্তময় হৈল গোকুলনগরী । কৃষ্ণের অপূর্ণ লীলা গাই বলি হারি ॥ বালিকা
যুবতী আর কত বৃদ্ধাগণ । নন্দের আগারে আসে কে বলি গণন ॥ বিজনারী
আসে কত গণিতে না পারি । আশীষ করয়ে কত বৃকমুখ হেরি ॥ আনন্দে
গোকুলধাম কোলাহলময় । কেহ গায় কেহ নাচে সানন্দ হৃদয় ॥ অঙ্গেতে
হরিদ্রা মাখে কেহ মাখে দধি । বাজনা বাজে বা কত নাহিক অবধি ॥ গোপ
গোপী হানে হানে সমবেত হয়ে । মঙ্গল-সংগীত গায় হরিষ-হৃদয়ে ॥ অসংখ্য

অসংখ্য বিপ্র করিল ভোজন । গোপরাজ বহু অর্থ করে সমর্পণ ॥ অবাদে
গোকুলে চলে মহা মহোৎসব । সুরগণ শূন্য থাকি দেখিতেছে সব ॥ শূল-
হস্তে করি দেবদেব পঞ্চানন । শূন্যাপরি পুলকেতে নাচেন তখন ॥ ঘন ঘন
পুষ্পরশ্মি গোকুলেতে হয় । দিন দিন বাড়ি রক্ত যেন চন্দ্রোদয় ॥ এতক
সংবার পেয়ে কংস তুরমতি । পাঠাইল পুতনারে অতি দ্রুতগতি ॥ কংসের
আদেশে দ্রুতা গোকুলেতে যায় । কংসের হাতেতে শেবে জীবন হারায় ॥ কংস
হস্তে নিজ প্রাণ করি বিসর্জন । মুক্ত হয়ে গেল পরে অমর-ভবন ॥ শিশু-
কালে ভগবান বধিলেন তার । তাহা দেখি গোপকুল সর্বাশ্মিত-কায় ॥ মঙ্গল
কারণে সব করে স্বস্তায়ন । কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না পারে গোপগণ ॥ এতক
বচন শুনি জাবালি তখন । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে ভগবন ॥ কিরূপে
করিল কংস পুতনা সংহার । সেই কথা বল মোরে করিয়া বিস্তার ॥ কেবা
ছিল সে পুতনা বলহ আমারে । কি প্রকারে গেল দ্রুতা গোকুলনগরে ॥ এতক
বচন শুনি কহে দ্বৈপায়ন । শুন শুন বলিতেছি ওহে তপোধন ॥ একদা
সভাতে বসি কংস দ্রুতমতি । চারিদিকে মন্ত্ৰীবর্গ পাঁত্র মিত্র আদি ॥ সহসা
আকাশবাণী গগনেতে হয় । “শুন শুন কংসরাজ ওহে মহোদয় ॥ দেবকী-
জঠরে জন্মে অষ্টম নন্দন । কিন্তু সে বাহুয়ে কোথা আন না রাজন ॥ বনগতে
সেই পুত্র করে অবস্থান । কংস বলি বিশ্বনাথের চটিয়াছে নাম ॥ নৈদর্শন-
বলি জানহ সাহসারে । যশোদার কন্যা সেই জানিবে অন্তরে ॥ দাস্যবলে সেই
কন্যা ছলিয়া তোমায় । তব হস্ত হতে শূন্য পলাইয়া যায় ॥ আর এক কথা
বলি শুনহ রাজন । সপ্তম গর্ভের কথা শুদ্ধত ঘটন ॥ মনে মনে ভেবেছিলে
হৈল গর্ভপাত । গর্ভপাত নহে তাহা বিনয় প্রমাদ ॥ আকস্মিক শক্তিবলে
রোহিণী-উদরে । সে গর্ভ গিয়াছে চলি জানিবে অন্তরে ॥ সে গর্ভে জন্মেছে
পুত্র রাম অভিধান । তোমারে বধিবে দৌহে ভেছে নতিমান ॥ অকস্মাৎ দৈব-
বাণী করিয়া শ্রবণ । চিন্তার মাগরে কংস হয় নিমগ্ন ॥ অশনি গড়িল যেন
মস্তক উপরে । যে দিকে ফিরায় নৈত্র শূন্যময় হেরে ॥ কিরূপে উদ্ধার হবে
করিয়া চিন্তন । পুতনারে সম্বোধিয়া কহিল তখন ॥ “আমার বচনে সাহ
গোকুলনগরে । কংসেরে মারিবে ভূমি যে কোন প্রকারে ॥ হলাহল মাখি শুনে
করহ গমন । কংসেরে করাবে পান আমার বচন ॥ তা হলে মরিবে দ্রুত নাহিক
সংশয় । তবে ত হইবে মম অন্তর নির্ভয় ॥” পুতনা কংসের ভগ্নী অতি মায়া-
বিনী । স্বীকার করিল যেতে গোকুলে তখনি ॥ বিপ্রনারী-বেশ ভরা করিয়া
ধারণ । অবিলম্বে গোকুলেতে করিল গমন ॥ মনোহর বেশ ধরে সিন্দূর
কপালে । কমলবদন কিবা জন্মন হরে ॥ শুভ অঙ্গে শোভে কিবা বিবিধ
ভূষণ । দশদিক আলো করে অঙ্গের বরণ ॥ বক্ষোপরি উচ্চ কুচ অতি মনো-
হর । তাহাতে মাখিল দ্রুতা বিষ হলাহল ॥ পদভরে ধরা কাঁপে অতি ঘন

দন । পাণ্ডীয়সী মনানন্দে করিল গমন ॥ ক্ষণমধ্যে উপনীত যমুনার তীরে ।
 গোষ্ঠ দেখি মায়াবিনী বিমুগ্ধ অন্তরে ॥ মনে মনে ভাবে ত্রুটা অতি মনোহর ।
 ছেন গোষ্ঠ নাহি হেরি ভুবন ভিতর ॥ বৎস সহ ধেনুগণ করে বিচরণ ।
 অভিনব শপ্পরাশি করিছে ভক্ষণ ॥ নবদৃক্য কিবা শোভে আহা মরি মরি ।
 অদূরে বিরাজে কিবা মনোহর পুরী ॥ পুরীর মোহন শোভা করি নিরীক্ষণ ।
 বুকিতে পারিল ত্রুটা নন্দের ভবন ॥ ধীরে ধীরে রত্নপদে পুষ্টমাঝে যায় ।
 তাহারে হেরিয়া নবে বিমোহিত প্রায় ॥ তাহারে হেরিয়া যত গোপনারীগণ ।
 মনে ভাবে কেবা এই রমণী-রতন ॥ গোকুলে কখন নাহি দেখিছু ইহারে ।
 কোথা হতে আগমন কি ভাব অন্তরে ॥ দেবী বা দানবী হবে বুঝিবারে নারি ।
 দক্ষরমণী হবে অথবা অঙ্গুরী ॥ মনে মনে এত চিন্তি গোপগোপীগণ ।
 ভক্তিভাবে যাবে গিয়া করিল বন্দন ॥ যিহঁত নামে কহে পরে শুন গো জননী ।
 কি হেতু আসিলে হেথা বল দেখি শুনি ॥ কাহার সকাশে বল তব আগমন ।
 যে আমি কাহার নারী বলহ এখন ॥ এতেক বচন শুনি কহে মায়াবিনী ।
 বিপের রমণী আমি যশোদামিনী ॥ গোকুলে নন্দের গৃহ উৎসব হেরিতে ।
 আসিয়াছি শুন যবে প্রাকটিকিতে ॥ শুনলাম ক্ষদ্ররাণী লভিল নন্দন ।
 নেশারিব পুত্রমুখ এই আকিঞ্চন ॥ আশীষ্য করি পুত্রে যাইব আগারে ।
 বলি নন্দের কথা সবার গোচরে ॥ পুতনার প্রভাষণা বুঝিবারে নারি ।
 স্তব্ধের ন্যায় ভাবে যশোদা অঙ্গুরী ॥ ক্রতগতি কণ্ঠে আনি কোলেতে করিয়ে ।
 পুতনা করে দিল মানন্দে ফেলিয়ে ॥ ক্রম্বরে কোলেতে করি পুতনা তখন ।
 তখন কথাবে মুখে হৃতি দন দন ॥ স্তল করি যশোদার মিশ্রবাক্য কয় ।
 লভি-
 রাত ভাষ্যমাণে অগ্নির তনয় ॥ এত বলি বিবমাখা উচ্চ পয়োদর ।
 মুখেতে দেয় শুন দুনিবর ॥ তাহা দেখি মনে মনে হাসে নিরঞ্জন ।
 সুধা সম
 তানে ধোপ করে জনানন্দ ॥ অনশেষে পুতনারে বধিবা তরে ।
 স্তনেতে
 দিলেন টান পতি বল করে ॥ প্রসূপে দিলেন টান বৈ জনাৰ্দ্দন ।
 পুতনা
 চৈতন্য করি তাজিল জীবন ॥ বিকট আকার ধরি পাড়িল ধরায় ।
 বক্ষেতে
 পড়িয়া শিশু হামাগুড়ি খায় ॥ পুতনা কঠোর তাজি দিব্য দেহ ধরি ।
 বিমানে
 চড়িয়া গেল অমর-নগরী ॥ তাহা দেখি পোপ গোপী বিষয়ে মগন ।
 নিকাক
 নিষ্পন্দ রহে পুতলি সেমন ॥ অমঙ্গল দেখি পরে যশোদা সুন্দরী ।
 বিপ্রগণে
 ডাকি আনে হৃতি তুরা করি ॥ যথাবিধি স্বস্তায়ন করান তখন ।
 পুতনারে দক্ষ
 করে গোপের রাজন ॥ এইরূপে পুতনারে করিয়া বিনাশ ।
 তৃণবর্ষ আদি
 ধ্বংস করে ক্রীনিবাস ॥ শুনিয়া জাবালি পুন্ড জিহ্বাসে মাদরে ।
 শুন শুন ভগ-
 বন্ নিবেদি তোমারে ॥ মহান্দহ জন্মিল এক অন্তরে আয়ার ।
 নন্দেহ ভঞ্জন কর
 গৃহে গুণাপার ॥ পুতনার স্তনপান করে জনাৰ্দ্দন ।
 প্রকাশ করিয়া বল ইহার
 কারণ ॥ কি হেতু করিল পান বল রূপা করি ।
 হরির অপক্ল লীলা বুঝিবারে

নারি তৃণাবর্ত আদি করি যত দুষ্টগণে । বধিয়াছে জমাদর্শন কহ মোর স্থানে ॥
 এত শুনি দ্বৈপায়ন কহে পুনরায় । শুন শুন বলিতেছি সকল তোমায় ॥
 বসি রাজ্য করেছিল যত্ন-অনুষ্ঠান । বাম-দ্বাকার তাহে হন ভগবান ॥
 বলিরে চলিতে যান হইয়া বামন । হরির নন্দিনী ছিল ব্রহ্মণীরতন ॥ রত্নাবলী
 নাম তার অতি রূপবতী । বামনের রূপ হেরি বিমোহিত মতী ॥ পুত্রভাবে
 মতী তারে করেন দর্শন । মনে মনে নিজের মতী কহিল তখন ॥ আহ' মরি
 কিবা রূপ অতি মনোহর । এরূপ লভিলে পুত্র ভূতাত অনুর ॥ কোলে করি
 স্তনদুগ্ধ করাতাম পান । হৃদয়ে চুষিয়া মুখে যুগে ভাসমান ॥ মনে মনে
 রূপ করয়ে চিন্তন । * জানিলেন অনুযায়ী অনুরে তখন ॥ দৈববাণীক্কেলে
 কহেন মতীরে । পূরিবে তোমার দাপ কন্যা কল্যাণেরে ॥ কল্যাণেরে স্তনদুগ্ধ
 করিব দে পান । এত বলি শূন্যবাণী হয় নিরোপান । প্রতিজ্ঞা পাশনে
 রূপ নিত্যাধন । পুতনার স্তনপান করেন তখন ॥ সেই পুত্র যুবপুত্র
 গতি । শুনিলে অপূর্ব কথা ওহে মহামতি ॥ এখন শুনত তৃণাবর্তর সংহার ।
 * শুনিলে সে জন পাষ পাতকে নিস্তার ॥ একদিন পুত্র কোলে বসি মনোহর ।
 গৃহকর্মে আছে বাস্তু ওহে মহামতি ॥ কোলেতে নির্ভীত হন দেব মনোহর ।
 যশোদা রাখিতে কোলে না হন সক্ষম ॥ গৃহস্থের শয্যাতেলে শোয়াইলেন পরে ।
 শয্যাতেলে শিশু নিদ্রা যায় অকারণে ॥ পুত্রেরে রাখিয়া যত্নে যশোমতী মতী ।
 জল আনিবারে করে যদুনাতে গতি ॥ এদিকে কংসের আশ্রয় আসে শিশুর
 পরে । তৃণাবর্ত দৈত্য আসে গোকুল নগরে ॥ বাহুর পরি ত্রুটি করে দাপ
 মন । যশোদার গৃহ গিয়া পশিল তখন ॥ বাহুতে বসিয়া ভর সেই পাপ
 চারী । কল্যেতে বসিয়া লয় শূন্যের উপরি ॥ * গগনে উঠিল দৈত্য ভীষণ
 আকার । তদুগ্ধ স্তনেতে গতি করে দুরাতার ॥ তাহা দেখি নিরোপন
 নিত্যাধন । গলা চাপি তৃণাবর্তে করেন নিধন ॥ হরির করেতে পান করি
 দুরাতার । বিমানে চড়িয়া গেল গোলোক আগার ॥ এদিকে যশোদা মতী
 আদিয়া আগারে । পুত্রে না হেরিয়া কান্দে ব্যাকুল অনুরে ॥ কাতর হইয়া
 মতী করেন সোদন । গোপ গোপী সবে হৈল ব্যাকুলিতমন ॥ কল্যেতে
 সবে করে চারিভিতে । অকস্মাৎ দেখে পুত্র অপার ধরেতে ॥ আনন্দে
 কোলেতে নিল নন্দ মহামতি । বিমর্জিল আনন্দাশ্রু যশোমতী মতী ॥
 'রোহিণী আনন্দে কল্যেতে লইয়ে । স্নেহভরে চুষে কত মানন্দ স্বদরে ॥
 স্বস্তায়ন করে সবে আনন্দে তখন । বিপ্রগণে দান করে অসংখ্য রতন ॥
 তীর্থজলে কল্যেতে করাইল স্নান । তৃণাবর্তনাশ-কথা বলিলু ধীমান ॥ জীবিল
 জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন । তৃণাবর্ত দৈত্য পূর্বে ছিল কোন্ জন ॥ হরির
 হাতেতে হৈল কি হেতু সংহার । দিব্যগতি হৈল বল কেন বা তাহার ॥
 শুনিয়া পুনঃ কহে বৃক্শদ্বৈপায়ন । শুন শুন বলিতেছি ওহে তপোধন ॥

সহস্রাব্দী নামে রাজা ছিল পূর্বকালে । সহস্র রমণী সহ রহে কুতুহলে ॥
 পাণ্ডাদেশে রাজ্য করে সেই নরপতি । নৈবেদ্য ঘটনা দেখে ওহে মহামতি ॥
 রমণীগণেরে লয়ে সেই নরবর । রত্নরসে অতি মত্ত রহে নিরন্তর ॥ স্থানে
 স্থানে নারীগণে সঙ্কটে করিয়ে । বিহার করয়ে নৃপ মানন্দ হৃদয়ে ॥
 গন্ধমাদনের পরে পুষ্পভদ্রা নদী । একদিন সেই স্থানে যায় নরপতি ॥ সহস্র
 দুরতি রাজা করিয়া ধারণ । সহস্র নারীর সহ করেন রমণ ॥ তার পর জল-
 কেলি করেন হরিবে । নারীগণ বিবসনা অজি রত্নরসে ॥ সহস্রা দুর্কীনা
 নুনি শঙ্করে পড়িতে । গমন করিতেছিল কৈলাসের পথে ॥ পশিমাঝে নৃপ-
 তিরে করেন দর্শন । মদনে মাতিয়া রাজা আছেন তখন ॥ নুনিরে প্রণাম
 নাহি করে নরপতি । তাহা দেখি নুনিবর রোষাবিষ্ট অতি ॥ ধন ঘন কাঁপে
 গঙ্গা পারন্ত নয়ন । মুখে নাহি বাক্য মরে অস্তির তখন ॥ রাজারে মর্ষোধি
 কহে তরে তুরাগির । কামে মত্ত হইবে তব এ হেন ব্যাভার ॥ নিজের মঙ্গল
 ব্যাধি নাহি কর মন । সমুচিত ফল পাবে ইহার কারণে ॥ দানবকুলেতে
 জন্ম হইবে তোমার । বহুদিন হবে হয়ে অতুর-আকার ॥ গোকুলে জনম লবে
 দেবদেব হরি । তাহার লইবে তুমি বায়ুকপ ধরি ॥ হরির পরশে মুক্তি
 হইবে তোমার । শুন শুন নারীকুল বচন আমার ॥ আমার বচনে জন্ম লহ
 দৈত্য জন । কিছুকাল থাক গিয়া এই পাপফলে ॥ এত বলি তপোধন করেন
 গমন ॥ এদিকেতে নরপতি বিস্ময়িতমন ॥ অবশেষে অগ্নিকুণ্ড করি নর-
 পতি । প্রবেশ করেন তাহে হুগে দুঃখমতি ॥ নারীগণ অগ্নিমাঝে পশিল
 তখন । সকলে আপন প্রাণ দিল বিসর্জন ॥ তৃণাবর্ত-কপে জন্মে সেই নর-
 পতি । হরির পরশে শেষে লভিল সুগতি ॥ শুনিলে অপূর্ব কথা ওহে তপো-
 ধন । শকটভঞ্জন এবে করহ প্রবণ ॥ একদিন কৃষ্ণকোলে যশোমতী মতী ।
 গৃহকর্ষ করিতেছে তাহে ব্যস্ত অতি ॥ অকস্মাৎ গোপীগণ করে আগমন ।
 শয্যাতে ক্রম্বেরে রাণী শোয়াইল তখন ॥ সকলেরে দর্শন করেন মাদরে ।
 ভোজন করান সবে একান্ত অন্তরে ॥ সবারে দিলেন বস্ত্র আর অলঙ্কার ।
 সম্বন্ধে হইল সবে লতি পুরস্কার ॥ অকস্মাৎ নিদ্রাভঞ্জে উঠে কৃষ্ণধন । সূর্য্য
 কাতর হয়ে করেন রোদন ॥ গৃহকর্ষে অন্যমনা ছিল যশোমতী । কৃষ্ণের রোদন
 নাহি শুনিলেন মতী ॥ ক্রোধেতে শ্রীহরি করে নিক্ষেপ চরণ । রহৎ শকট
 তাহে হইল ভঞ্জন ॥ দধি দুগ্ধ বহুদ্রব্য আছিল তাহার । শকট ভাঙ্গিয়া সব
 গড়াগড়ি যায় ॥ সেই স্থানে শিশুগণ খেলিতে আছিল । ধেয়ে গিয়ে যশোদারে
 সকলি কহিল ॥ ক্ষতগতি যশোমতী করে আগমন । দেখে শিশু উঠেঃস্বরে
 করিছে রোদন ॥ শকট পতিত আছে হইয়া ভঞ্জন । দেখি যশোমতী মতী
 বিস্ময়ে মগন ॥ ব্যস্ত হুগে কৃষ্ণধনে করিলেন কোলে । শুন দুগ্ধ দেন মুখে অতি
 সহভরে ॥ গোপ গোপী সবে ছয় বিস্ময়ে মগন । দুগ্ধপোষ্য বালকের ছেন

আচরণ । যেন যেন মন্দগোপ হইয়া বিষয় । রজগণে ডাকি আনে আশন
আলয় । স্বতন্ত্র করে কত বিহিত বিধান । বিজগণে দান করে অতীব
যতনে । কৃষ্ণের অপূর্ব লীলা করিলু কীর্তন । এইরূপে শিশুকালে দেব নির-
ঞ্জন । বহু বহু দৈত্যগণে করিয়া বিনাশ । রাম কৃষ্ণ নামে দৌহে হলেন
প্রকাশ । বলিলু তোমার পাশে ওহে তপোধন । আর কি শুনিতে বাকী
বলই এখন । পুরাণে অমৃত কথা সুধার আধার । শুনিলে সে জন যার
তবনিন্দু পার ।

উনপঞ্চাশৎ অধ্যায় ।

বকাসুর ও প্রলম্বাদি দৈত্য সংহার, গোপগোপী সহ কৃষ্ণের রন্দাবন
বাস, রন্দাবনের যাবতীর লীলা, কৃষ্ণ বলরামের মথুরাগমন,
কুজাসংবাদ, রজকবধ, বহুসংখ্য মল্লনাশ, কংসবধ
ও কৃষ্ণের সবাক্ষবে দ্বারকার গমন ।

যাগ উবাচ । তত্তস্তো প্রাপ্তনামানৌ রামকৃষ্ণৌ শুভাবিভি ।
গোপানাং মন্ত্রণাদেব বৃন্দারণ্যং প্রমথতুঃ ॥
বহু গোবর্দ্ধনো নাম পিবির্ধমুনযাষিতঃ ।
বিমলৈঃ সলিলৈঃ পূর্ণা যমুনা তটিনী শুভা ॥

আবালি জিজ্ঞাসে পুমঃ ওহে ভগবন্ । শুনিবু তোমার মুখে অপূর্ব কথন ॥
। পর কি করিল দেবদেব হরি । বিস্তার করিয়া তাহা কহ কৃপা করি ॥
শুনি কহে পুমঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন । শুন শুন কৃষ্ণলীলা ওহে তপোধন ॥
দিন রামকৃষ্ণ শিশুগণ সনে । খেলিতে খেলিতে যান গহম কাননে ॥
। সঙ্গে ধেনুগণ করিছে গমন । নব নব দুর্বাদল করিছে ভঞ্জন ॥ ক্রমে
ক্রমে যদুবনে পশিল সকলে । সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে ধেনুগণ চলে ॥ সেই বনে
বকদৈত্য করে অবস্থান । ভীষণ মুরতি তার ওহে মতিমান ॥ শিশুগণে সেই
দ্রুত করি দরশন । বদন ব্যাদান করি করে আগমন ॥ তাহা দেখি ভয়ে ভীত
বালক-নিকরে । চীৎকার করিয়া সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ অক্লর অপরি সবে
দেব নিরঞ্জন । বকের সম্মুখে আসি উপনীত হন ॥ কৃষ্ণের মেহারি বক অতি
রোষভরে । বদন ব্যাদান করি যায় গিলিবারে ॥ অহনি ক্রীড়ক তার খরি
চতুর্দয় । বিখণ্ড করিয়া ফেলে দেব দরায়ন ॥ তাহা দেখি সবিস্ময় হৈল
শিশুগণ । আনন্দে সকলে গৃহে করিল গমন ॥ এইরূপে বকাসুরে করিয়া

নিধন । কাশ্মের ভয় হরি করে বিনাশন ॥ একদিন জনাঙ্গন খেলিতে
 খেলিতে । তালবশে যান ক্রমে বালক সহিতে ॥ প্রলয় নামেতে দৈত্য তথায়
 আছিল । ক্রক্ষেপে হেরিয়া দুই খাইয়া আসিল ॥ রুমরূপী সেই দৈত্য ভীষণ
 আকার । শিশুগণে মারিবারে হয় আশুনার ॥ ভয় পেয়ে শিশুগণ করমে
 রোদন । আশ্বাসবশে শান্ত করে জনাঙ্গন ॥ আশ্বাসিয়া দেবদেব বৈকুণ্ঠ-
 বিহারী । উজ্জ্বলে তুলিল দৈত্যে শৃঙ্গদ্বয় ধরি ॥ ঘুরায়ে ঘুরায়ে তারে ফেলেন
 ধরায় । আছাড় খাইয়া দৈত্য পরাণ হারায় ॥ তাহা দেখি হর্ষে মগ্ন যত
 শিশুগণ । ক্রক্ষেপে চরণে সবে লভিল শরণ ॥ দেবগণ শূন্য থাকি আনন্দে
 মগন । ঘন ঘন পুষ্পারসি করে বরিসন ॥ দুই দৈত্য এইরূপে দেহ পরিহারি ।
 বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল বিমানেন্তে চড়ি ॥ কে বুঝিবে হরি-তত্ত্ব অতি চমৎকার ।
 ভবের কাণ্ডারী তিনি জগতের মার ॥ এইরূপে দৈত্যবধ করি ক্রন্দন । শিশু-
 গণ সহ গৃহে করেন গমন ॥ এ সব অদ্ভুত কাণ্ড করি দরশন । গোপ গোপী
 সবে হৈল ভয়াকুলমন ॥ মনে মনে ভাবে সবে এ কিবা ঘটিল । গোকুলে
 দোরাঅ্যা বহু ঘটিতে লাগিল ॥ এত ভাবি পরামর্শ করে সবে মার । এ স্বাক্ষ
 ছাড়িয়া যাব নিশ্চয় এবার ॥ নিরন্তর ভয় হয় গোকুল ভবনে । কিরূপে
 থাকিব বল এইরূপ স্থানে ॥ গোচারণ করা হয় আমাদের রীতি । ছাড়িতে
 না পারি তাহা নিশ্চয় ভারতী ॥ এ স্থান ছাড়িয়া সবে চল বন্দাবনে । অতি
 মমোরম স্থান সকলেই জানে ॥ একুণ্ড মন্থণা করি গোপ গোপীগণ । গোকুল
 ত্যজিয়া সবে করিল গমন ॥ নিজ নিজ দ্রব্য যত শকটেতে পূরি । আনন্দে
 চলিল সবে বন্দাবনপুরী ॥ রামকৃষ্ণ দুই জন মঙ্গল-আলয় । চলিলেন বন্দা-
 বনে সুখে ভ্রাতৃদ্বয় ॥ গোবর্দ্ধন গিরি তথা অতি মমোহর । যমুনার শব্দ কিবা
 শ্রুতি-সুখকর ॥ বিমল মলিলে পূর্ণা যমুনা তটিনী । কল কল রবে সদা
 হতেছে বাহিনী ॥ আনন্দে চলিল সবে বন্দাবন বনে । কেহ গায় কেহ নাচে
 প্রফুল্লিতমনে ॥ ধেনুগণ বৎস সহ মহাবেগে ধায় । হয়ারবে ঘন ঘন পিছু-
 দিকে চায় ॥ বহুসংখ্য দ্বিজগণ করিল গমন । নানা যামে নানা লোক কে
 করে গণন ॥ ক্রমে ক্রমে সবে আসি হৈল উপনীত । বন্দাবন বন হেরি সবে
 পুলকিত ॥ সব নব শশ্যক্ষেত্র করি দরশন । আনন্দে ভাসিল যত গোপ-গোপী-
 গণ ॥ বিশ্রাম করয়ে কেহ তরুতলে বসি । কেহ চিন্তা করে দেখি সমাগত
 নিশি ॥ গৃহ নির্মাণের জন্য যত গোপগণ ॥ দ্রুতগতি ব্যস্ত হয়ে করে
 আয়োজন ॥ তাহা দেখি কালশশী নিবারে সবার । বলে অদ্য কাল রহ
 আমার কথায় ॥ বনদেবী-পূজা আজি করহ যতনে । প্রভাতে করিবে যাহা
 আছে নিজমনে ॥ এতেক বচন শুনি যত গোপগণ । দ্রুতগতি সবে করে পূজা
 আয়োজন ॥ ধূপ দীপ আদি করি আনিয়া মাদয়ে । বনদেবী-পূজা করে অতি
 ভক্তিভরে ॥ বনদেবী-পূজা আর ভিন্ন কিছু নয় । চণ্ডিকার পূজামাত্র ওহে

মহোদয় ॥ বিধানেন চতুীর পূজা করিয়া সাধন । চতুীর প্রসাদ সবে করিল
ভোজন ॥ পথশ্রমে ছিল সবে অতীব কাতর । নিদ্রিত হইল সবে ওহে মুনি-
বর ॥ তরুতলে কেহ কেহ ঘুমে অচেতন । নব দুখাপরি কেহ করিল শয়ন ॥
কেহ কেহ শূন্যমাঠে শুইয়া হরিসে । নিদ্রিত হইল সুখে মনের উল্লাসে ॥ হরির
অপূর্ব লীলা দেখ চমৎকার । তাঁহার খেতক মায়া জগতে প্রচার ॥ নিদ্রাগত
হৈল সবে নিশায় মখন । বিশ্বকর্মা দেবে ক্লম করেন স্মরণ ॥ স্মৃতিমাত্র বিশ্বকর্মা
উপনীত হয় । যলে প্রভু কিবা আজ্ঞা কহ দয়াময় ॥ ক্লম বলে শুম এনে
আমার বচন । অপূর্ব নগরী এক করহ গঠন ॥ রাত্রিমধ্যে নিরমিবে আমার
বচনে । গোলোক সদৃশ হবে কহি তব স্থানে ॥ হরির আদেশ ধরি নিচ্ছ
শিরোপর । বিশাই হইল বাস্তব নির্দোষিতে ঘর ॥ বিশ্বকর্মা নারায়ণে কবিচর
স্মরণ । গড়িতে লাগিল পুরী অতি বিমোহন ॥ সারি সারি রত্নস্তম্ভ গড়িল
সুন্দর । রত্নের সোপান হৈল অতি মনোহর ॥ সুচিত্র পুতলি কত করিল
স্থাপন । দ্বারেতে কবাট হৈল সুন্দর গঠন ॥ স্থানে স্থানে কত মঞ্চ গড়িল
বিশাই । অগণন গৃহ কত লেখাজোখা নাই ॥ এক্ষণে নগরী হৈল সুন্দর
বন । পুষ্পবন শোভে কত কে করে গগন ॥ এইরূপে পুরী করি অমি জন-
দর্শনে । বিশাই চলিয়া গেল আপন ভবনে ॥ হরির অপূর্ব মায়া দেবকিতে
পারে । তাঁহার মায়ায় পুরী হইল সংসারে ॥ রাত্রিকালে নিদ্রাগত ছিল
গোপগণ । প্রভাতে উঠিয়া সবে বিশ্বয়ে মগন ॥ দেখে সবে নাহি বন গুহ
মনোহর । রাত্রাতি কে গড়িল এমন সুন্দর ॥ ফলফুলে সুশোভিত অসং
তরুগণ । এ হেন করম রাতে কৈল কোন জন ॥ বন উ বন গোতে গিয়া
মনোহর । সরোবর-জলে খেলা করে জলধর ॥ এই মায়া কন্যাব মোদা বহি
বারে নারি । বোধ হয় কোন শত্রু করিয়াছে পুরী ॥ মোদের বিনাশ হে
যত দৈত্যচর । নিশ্চিয়াছে এই পুরী নাহিক সংশয় । কেন না ভোজিত মোরা
গোকুলনগর । এখন কোথায় যাই ভাবিয়া কাতর ॥ এইরূপে চিন্তাকুল যত
গোপগণ । রুদ্ধ এক হেনকালে কহিল বচন ॥ কেন সবে চিন্তা কর নিচ্ছ মনে
মনে । ক্লমের মায়ায় পুরী হয়েছে এখানে ॥ যাঁহার ইচ্ছায় হয় বিদ্যে
সৃজন । যাঁহার ইচ্ছায় হয় প্রলয় ঘটন ॥ সেই ক্লম মায়ায় সমস্ত বিশ্বময় ।
তাঁহার ইচ্ছায় পুরী হয়েছে নিশ্চয় ॥ এত বলি সব গোপ চারিদিকে যায় ।
প্রতিদ্বারে নাম লেখা দেখিবারে পায় ॥ সেই গৃহে যেই গোপ করিলে বসতি ।
দ্বারে তার নাম লেখা আছে মহামতি ॥ তাহা দেখি গোপগণ আনন্দে মগন ।
আপন আপন গৃহে পশিল তখন ॥ উৎসবে পূরিত হৈল বৃন্দাবন-বন । বন
গিয়া হৈল পুরী অতি বিমোহন ॥ আনন্দে করিল সবে তথা অবস্থিতি ।
জনানন্দ করে লীলা আনন্দিতমতি ॥ একদা শ্রীকৃষ্ণ পশে কানন ভিতর ।
সঙ্গে সঙ্গে শিশুগণ চলে বহুতর ॥ খেলিতে খেলিতে যায় গহন কাননে ।

ক্ষুধার্ত হইয়া রহে বিশুদ্ধ বদনে ॥ কৃষ্ণেরে কহিল সবে শুন গদাধর । ক্ষুধায়
আকুল মোরা জ্বলিছে জঠর ॥ শীঘ্র খাদ্য দেহ সবে তা না হলে মরি । এত
শুনি কহে তবে বিনোদ-বিহারী ॥ শুন শুন শিশুগণ আমার বচন । বনমাঝে
বাস করে বহু বিপ্রগণ ॥ দয়ার আধার তারা বিচক্ষণ অতি । সবে মিলি
মৈত্রী স্থানে সাহ ক্রতগতি ॥ বিপ্রগণ যজ্ঞকাষ্য করে অনুষ্ঠান । তাদের
নিকটে শীঘ্র করহ পরণ ॥ যদি তারা কোন কথা নাহি শুনে কাণে । তার
পর যাবে বিপ্রনারীগণ স্থানে ॥ বলিবে শ্রীকৃষ্ণ বলদেব দুই জন । বনমাঝে
ক্ষুধাকুল আচ্ষে এখন ॥ তাহা শুনি বিপ্রগণ অবশ্য অর্পিবেন । তাহা হলে
সবাংকার ক্ষুধাশান্তি হবে ॥ এত শুনি ক্রতগতি যত শিশুগণ । দ্বিজগণ-পাশে
তবে করিল গমন ॥ বলিল যিন্মে তারা ওহে বিপ্রগণ । ক্ষুধার্ত সবারে অন্ন
করহ অর্পণ ॥ বিপ্রগণ মদ্যকন্ডে বসন্তু আছিল । শিশুদের বাক্য কণে কিছু
না শুনিল ॥ তাহা দেখি শিশুগণ অতি ক্রতগতি । বিপ্রনারীগণ-পাশে করি-
লেক গতি ॥ নারীগণ-পাশে সবে করিয়া গমন । বলিল শুনহ সবে মোদের
বচন ॥ রামকৃষ্ণ আছে দৌহে কানন-মাঝারে । আমরা আসিনু সবে সত্তার
গোচরে ॥ ক্ষুধার্ত রামকৃষ্ণ আর শিশুগণ । তপা করি অন্ন সবে করহ অর্পণ ॥
এত শুনি নারীগণ জিহ্বাসে সবায় । তোমাদের রামকৃষ্ণ আছেন কোথায় ॥
শীঘ্র করি চল মোরা অন্ন আদি দিব । দৌহারে অর্পিয়া মোরা আনন্দে
ভাসিব ॥ এত বলি স্বর্ণথালে লইয়া ওদন । শিশুগণ সহ সবে করিল গমন ॥
উপনীত সবে গিয়া কানন-মাঝারে । রামকৃষ্ণ-রূপ সবে নয়নে নেহারে ॥
কৃষ্ণের মোহন রূপ করি দরশন । প্রণাম করিল পদে যত নারীগণ ॥ তার
পর স্তব করে বিনয় বচনে । স্তব শুনি জনাঙ্গন আনন্দিত-মনে ॥ বলিলেন
শুন শুন বিপ্রনারীগণ । বর মাগ নাহ, ইচ্ছা সবার এখন ॥ বিপ্রগণ কহে
শুন ওহে দয়াময় । মুক্তিবরে বাঞ্ছা মাত্র আর কিছু নয় ॥ তথাস্ত বলিয়া
হরি কহেন তখন । রক্ষণত্রে শিশুগণ করহ ভোজন ॥ এত শুনি সারি সারি
বসিল সকলে । মধ্যস্থলে রামকৃষ্ণ বসে কুতুহলে ॥ স্বর্ণথালে অন্ন আদি লয়ে
নারীগণ । মানন্দে সবার পাত্র করিল অর্পণ ॥ সতৃপ্তি আহার করি শিশুরা
সকলে । আচমন করি বসে মনরুতুহলে ॥ দেখিতে দেখিতে শূন্য আসিল
বিমান । কৃষ্ণ-অন্তর সবে তাহে অধিষ্ঠান ॥ বিপ্রাণে রথোপরি লইয়া
সাদরে । শূন্যভরে লয়ে গেল গোলোক-নগরে ॥ এইরূপে নারীগণে করিয়া
মোচন । শিশু সহ কৃষ্ণ রাম আসিল ভবন ॥ তার পর একদিন কৃষ্ণ দয়া-
ধার । প্রভাতে উঠিয়া যান কানন-মাঝার ॥ শিশুগণ খেলু লয়ে সঙ্গে সঙ্গে
চলে । বলরাম সেই দিন গেছে অন্যস্থলে ॥ শিশুগণ সহ কৃষ্ণ করিল গমন ।
কালীন্দ্র হৃদের কাছে উপনীত হন ॥ বিবম কালীয় সাপ হৃদের মাঝারে ।
বাগ করে নিরদয় ভীষণ আকারে ॥ তাহার বিষেতে জল-অতি বিষময় ।

স্পর্শমাত্র হবে তার জীবন সংশয় ॥ গাভীগণ তৃষাতুর হইয়া তখন । সেই
জল পান করি তাজিল জীবন ॥ কোন কোন শিশুগণ জলপান করি ।
ভাসিতে লাগিল সবে সলিল উপরি ॥ তাহা দেখি অবশিষ্ট যত শিশুগণ ।
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া করিল রোদন ॥ শ্রীকৃষ্ণ অভয় দিয়া হৃদপাশে গিয়ে ।
বাঁচায়ে দিলেন সবে মানন্দ হৃদয়ে ॥ তাহা দেখি মহাশয় যত শিশুগণ ।
কৃষ্ণ কিন্তু মনে মনে করেন চিন্তন ॥ দুরাত্ম কালীয় হৃদে করে অবস্থিতি ।
ইহার বিনাশ হয় সমুচিত অতি ॥ মৈলে রন্দাবন ক্রমে হবে চারখার । এত
বলি কাঁপ দেন হৃদের মাঝারে ॥ দেখিতে দেখিতে জলে হলেন মগন । তাহা
দেখি শিশুগণ করয়ে রোদন ॥ এদিকে কালীয় দ্রুত কৃষ্ণেরে নেহারি । লগ্নে
আসে সর্পগণে নিজ সঙ্গে করি ॥ ঘন ঘন কৃষ্ণ-অঙ্গে করয়ে দংশন । তাহে
মনে মনে হাসে বিপদভঞ্জন ॥ এদিকে যশোদা সতী আছেন আগারে ।
অমঙ্গল কত তিনি ভাবেন অন্তরে ॥ ঘন ঘন কাঁপে তাঁর দক্ষিণ নয়ন । তাহা
দেখি উচ্চঃস্বরে করেন রোদন ॥ বলে আজি যম ভাগ্যে কিবা বুঝি ঘটে ।
রামেরে ছাড়িয়া কৃষ্ণ গিয়াছেন গোষ্ঠে ॥ এত শুনি সবে মিলি গোপ গোপী-
গণ । কৃষ্ণে অন্বেষিতে সবে করয়ে গমন ॥ এ বন সে বন খুঁজি সকলে
চলিল । কালীয় হৃদের কাছে আগত হইল ॥ দূর হতে দেখে সতী যত শিশু-
গণ । অধোমুখে বসি সবে করিছে রোদন ॥ তাহা দেখি ক্রতগতি নাইশা
তথায় । জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণখন আমার কোথায় ॥ শিশুগণ বলে হায় বিধি নি-
দয় । হৃদমাঝে কাঁপ দিল কৃষ্ণ দয়াময় ॥ তাহা শুনি দৃষ্টিগত যশোমতী সতী ।
নন্দ আদি ব্যাকুলিত হইলেন অতি ॥ ক্ষণ পরে সংজ্ঞা পেয়ে নন্দের গৃহিণী ।
কান্দিয়া বলেন সতী কোথা নীলমণি ॥ কি দোষে হিরণি বিধি অতুল্য রতন ।
এ ছার জীবনে যম কিবা প্রয়োজন ॥ এত বলি ক্রতগতি যশোমতী যায় ।
কালীয় হৃদের মাঝে কাঁপিবারে যায় ॥ গোপ গোপী সবে তাঁরে ধরিল তখন ।
সবার নয়নে বারি হতেছে বর্ষণ ॥ হেনকালে বলদেব আগিয়া তথায় ।
প্রবোধবচনে শান্ত করেন সবায় ॥ বলে সবে শ্রিত হও কি হেতু এমন ।
শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের মূল জগত-জীবন ॥ তাঁহারে নাশিতে পারে হেন শক্তি কার ।
এখনি উঠিবে ভাই শ্রীকৃষ্ণ আমার ॥ রামের প্রবোধ-বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
দৈর্ঘ্য ধরি রহে কষ্টে গোপগোপীগণ ॥ এদিকে কালীয় সর্প অতীব দুর্জয় ।
কৃষ্ণেরে গিলিয়া ফেলে সেই দুরাশয় ॥ তাহা দেখি মনে মনে হাসি জমাদিন ।
ব্রহ্মতেজ জঠরেতে প্রকাশে তখন ॥ তাহে দক্ষীভূত হয় কালীয়-জঠর ।
উদগার করিয়া কৃষ্ণ ফেলিল মত্বর ॥ আঘাত করিয়া কৃষ্ণে তাহার দশন ।
ভাজিয়া গিয়াছে সব ওহে তপোধন ॥ শক্তি আর নাই তার জীর্ণ কলেবর ।
মন্তকে উঠিয়া তার বসে গদাধর ॥ কৃষ্ণেরে বহিতে সর্প না হয় সক্ষম । যম
ঘন রক্তপুঞ্জ করয়ে বমন ॥ তাহা দেখি ভীত হয়ে যত মাগকুল । পলাইয়া

যায় তবে নাহি দেখে কুল ॥ সুরমা পতির দশা করি দরশন । বিনয়ে
 ক্রক্ষেপে স্তব করিছে তখন ॥ অজ্ঞান আমার পতি ওহে দয়াময় । ক্ষমা কর
 নিরঞ্জন ওহে বিশ্বময় ॥ যেমন করম কল লভিল তেমন । নিজগুণে ক্ষম
 এবে ওহে নিরঞ্জন ॥ এইরূপে স্তব করে শামিনী রূপসী । স্তবে তুষ্ট হয়ে
 তবে নামে কাশশশী ॥ সপের মস্তকে হস্ত বুলায়ে তখন । কহিলেন শুন
 এবে আমার বচন ॥ রহিল আমার পদচিহ্ন নিরোপরে । ইহাতে আঘাত
 যদি কোন জীব করে ॥ মহাপাপে লিপ্ত হয়ে সেই দুঃজন । অন্তিমে মরক-
 কুণ্ডে করিবে গমন ॥ এখন আমার বাক্য শুন দুই জনে । বর মাগ যাহা
 বাঞ্ছা দোঁহাকার মনে ॥ ভুজগদম্পতী কহে করিয়া বিনয় । আর কোন বরে
 বাঞ্ছা নাহি দয়াময় ॥ সদা যেন রহে মন তোমার চরণে । রূপা কর ওহে
 দেব এই দুই জনে ॥ তথাস্থ বলিয়া কক্ষ কহেন তখন । আমার বচন দোঁহে
 করহ শ্রবণ ॥ এস্থান ছাড়িয়া দোঁহে যাহ দ্রুতগতি । গমনকে গিয়া সবে
 করহ বসতি ॥ নিজ জাতি মর্পণে মস্তেতে করিয়ে । সুখে বান কর তথা
 সানন্দ স্বদয়ে ॥ কক্ষের এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ । প্রণমিয়া দুই জনে
 করিল গমন ॥ দেখিতে দেখিতে কক্ষ আনন্দিতমনে । হ্রদের উপরে উঠে
 সবার মদনে ॥ তাহা দেখি সবে করে হৃৎকোলাহল । যশোদার যদি হৈল
 আনন্দে বিহ্বল ॥ জয় জয় কক্ষজয় বলিয়া সকলে । নিজ নিজ গৃহে সবে
 গেল কুতূহলে ॥ এইরূপে কিছুকাল সমতীত হয় । ইন্দ্রপূজা করিবার আগত
 সময় ॥ বর্ষে বর্ষে নন্দঘোষ লয়ে গোপগণে । ইন্দের করেন পূজা বিহিত
 বিধান ॥ যথাকাল সমাগত করি দরশন । বিধিতে পূজাদ্রব্য করে আয়ো-
 জন ॥ কোলাহলে পূর্ণ হৈল রন্দাবন পুরী । হেনকালে উপনীত মুকুন্দ
 মুগারি ॥ পিতারে সম্বোধি কক্ষ কহেন তখন । এ কি আয়োজন পিতঃ করি
 দরশন ॥ নন্দ বলে শুন শুন বিনোদ-বিহারী । কুলদ্রুমাগত রীতি ইন্দ্রপূজা
 করি ॥ বর্ষে বর্ষে করি যোরা ইন্দের অর্চন । তাহে ভূমিতলে হয় বারি বরি-
 মণ ॥ শস্ত্রে পরিপূর্ণ তাহে হয় বয়ুমতি ॥ এ হেতু ইন্দেরে পূজি করিয়া
 ডকতি ॥ এত শুনি হাস্য করি কহে জনাধিন । হেন আচরণ কভু না করি
 দর্শন ॥ ইন্দের কি সাধ্য আছে করিতে মঙ্গল । মঙ্গল-আলস মাত্র ব্রাহ্মণ
 সকল ॥ বিশ্রের আশীষে হয় কল্যাণ বিধান । বিশ্রের পূজিলে হয় অন্তিমে
 নিকর ॥ বিশ্রের অধিক কিছু নাহিক সংসারে । বিশ্রের দ্বাপার সৃষ্টি সৃষ্টি-
 কর্তা করে ॥ বরঞ্চ আমার বাক্য করহ শ্রবণ । গোবর্দ্ধনে পূজা কর যত গোপ-
 গণ ॥ তাহাতে মঙ্গল হবে জানিবে অন্তরে । সুফল ফলিবে তাহে সংসার-
 মাঝারে ॥ কক্ষের বচন শুনি যত দ্বিজগণ । গোবর্দ্ধনে পূজিবারে কহিল
 তখন ॥ তাহা শুনি নন্দগোপ করি আয়োজন । কক্ষের বচনে পূজি গিরি
 গোবর্দ্ধন ॥ দক্ষিণা দিলেন নন্দ যত দ্বিজগণে । তুষ্ট হয়ে গেল কবে আপন

ভবনে ॥ 'গোবর্দ্ধনে অংশরূপে দেব জনার্দন । পশিয়া পূজার দ্রব্য করিল
ভোজন ॥ তাহা দেখি গোপগণ বিস্মিত অন্তর । স্তববাক্যে কহে শুন ওহে
গদাধর ॥ সদা যেন মতি রহে তোমার উপরে । হরিভক্তি জন্মে যেন সবার
অন্তরে ॥ এত শুনি অন্তর্গামী কহেন বচন । বাসনা পূরণ হবে ওহে গোপ-
গণ ॥ এত বলি তিরোধান হন গদাধর । আনন্দে পরিণত যত গোপের অন্তর ॥
ইন্দ্রোৎসব বস্তু হৈল শুনি শতীপতি । মনে মনে গোপোপরে মহাক্রুদ্ধ অতি ॥
উদ্দেশে বলেন শুন ওরে গোপগণ । যেমন রক্ষের বাক্য করিলি অরণ ॥
তাহার উচিত ফল দিব সবাশয় । এত বলি দেবরাজ চারিদিকে চায় ॥ মেদ-
গণে সম্বোধিয়া কহেন তখন । অবিলম্বে ব্রজধামে করহ গমন ॥ রন্দাবন
যাহে শীঘ্র হয় চারখার । অতি করবে তাহা বচনে আমার ॥ আক্সা পেয়ে
মেঘগণ করিল গমন । ব্রজধামে অনিলল বারি বরিষণ ॥ ভীষণ ঝটিকা উঠ
রন্দাবন পুরে । কল বাড়ি পড়ে কত কে গতিতে পারে ॥ শিলারষ্টি খন খন
পড়ে বহুতর । মেঘেতে ঢাকিয়া গেল দেব দিবাকর ॥ থাকি থাকি মৌনামিতি
চমকে সম্মনে । মহাশব্দ হয় কত বারি বরিষণে ॥ ব্রজপতি তাহা দেখে ভয়েতে
কাতর । ভয়েতে অসংখ্য জীব তাহে কলেশ্বর ॥ একদা হইল যত গোপ-
গোপীগণ । নন্দরাণী কহে একি বিপদ ঘটন ॥ শিশুর বচন শুনি হইল প্রমাদ ।
'দৈব-বিড়ম্বন ইথে ঘটে অকস্মাৎ ॥ কেন গোবর্দ্ধনে আজি করিলু মর্জ ॥
উপায় নাহিক এবে করি নিরীক্ষণ ॥ কলশাবারে নন্দদান কহেন বচন । হেন
বিপৎপাত আর না দেখি কখন ॥ দাক্ষণ শাণ্ডেতে দেহ কাঁপে থর থর । দুঃ-
খুচ্ছ শিলারষ্টি তাহার উপর ॥ এবে কি উপায় বল ওগে যশোমতী । রাম
রক্ষ লয়ে ভূমি যাহ শীঘ্রগতি ॥ আমার বাক্যেতে ত্বর কর পলায়ন । নচেৎ
নারিবে আজি রাখিতে জীবন ॥ এদিকে বিবাদভরে ব্রজবাসীচয় । ঘন ঘন
কাঁপে সবে ভীত অতিশয় ॥ নিজ নিজ শিশুগণে নিজ কোলে করি । ত্বরায়
পলায় সবে দুবাহু পমারি ॥ কান্দিতে কান্দিতে সবে কাতর অন্তরে । সমাগত
হয় আসি নন্দের আগারে ॥ কহে ওগো নন্দরাজ এ কিবা ঘটন । জীবন
হারায় যত ব্রজবাসীগণ ॥ তোমা ছাড়া মোরা আর কারে নাহি জানি । ভীষণ
বিপদে রক্ষা এবে কর ভূমি ॥ ইন্দ্রোৎসব নষ্ট কৈল তোমার নন্দন । সে হেতু
বিপদ এত ওহে মহাত্মন ॥ এতক বচন নন্দ শুনিয়া তখন । ষোড়শের স্তব
করে দেবেন্দ্রে তখন ॥ দেবরাজ ভূমিদেব ওহে দয়াদান । শিশুমতি নাহি
বুদ্ধি আমার কুমার ॥ দয়া করি ক্ষম নাথ কিস্করের দোষ । সমুচিত নহে
প্রভো দাস প্রতি রোষ ॥ না বুঝিয়া ওহে প্রভু আমার নন্দন । করিয়াছে
দোষ ক্ষম সহস্রলোচন ॥ আমাকে করিয়া ক্ষমা রক্ষ গোপগণে । তোমারে
অর্চিব সবে ঐকান্তিক মনে ॥ এইরূপে করে স্তব গোপের রাজন । অকস্মাৎ
কল আসি কহেন তখন ॥ করিছ কাহার স্তব মুখের সম্মান । কেন পিত দেখি-

তেছি শোকাকুল প্রাণ ॥ আমার সমক্ষে কারে করিছ স্তবন । কি শক্তি অনিষ্ট
 করে সহশ্রলোচন ॥ সুররাজে কিবা ভয় ওগো মহাশয় । ক্ষণেকে করিতে
 পারি শত ইন্দ্র ক্ষয় ॥ আমার বচন পিত শুনহ এখন । হেরিব কেমন বলী
 সহশ্রলোচন ॥ মূঢ়বুদ্ধি দেবরাজ নিতান্ত অজ্ঞান । কি শক্তি নাশিতে পারে
 এই ব্রজধাম ॥ আমি বর্ত্তমানে তাহা কখন নারিবে । তার যত বল পিত
 সকলে হেরিবে ॥ কেন ভয় কর তাত শুনহ এখন । কার স্তব করিতেছ করছ
 কীর্তন ॥ সুররাজে কিবা ভয় ওগো মহাজ্ঞান । কি হেতু তাঁহার স্তব করিছ
 এখন ॥ কত শক্তি ধরে সেই সহশ্রলোচন । কেন রথা করিতেছ তার আরা-
 ধন ॥ মাহার করেছ পূজা ওগো মহাশয় । সে জন রক্ষিবে জেন ব্রজবাসী-
 চয় ॥ বৎস ধেনু শিশু আর লয়ে গণীগণ । অচিরে গুহার মধ্যে প্রবেশ
 এখন ॥ কি ভয় কি ভয় পিত শিলারক্তি হেরি । উল্কাপাতে কি করিবে
 কহ দয়া করি ॥ এত বলি বামহস্তে টানি পোবর্দ্ধন । মস্তক উপরে হরি
 ডুলেন তখন ॥ পার্শ্বতেতে আবরিল ব্রজবাসীগণে । গুহামধ্যে রহে সবে
 পুলকিতমনে ॥ তাহা হেরি সুররাজ কোপপরায়ণ । মেদগণে রোষভরে করি
 নন্দোদন ॥ কহিলেন ঘোর রক্তি করছ সকলে । আজ্ঞা পেয়ে তারা সবে নিজ
 কার্য্য করে ॥ মূবল পারায় রক্তি পড়িতে লাগিল । উল্কাপাত বজ্রপাত হইতে
 থাকিল ॥ মেঘেতে ঢাকিল সূর্য্য ঘোর অন্ধকার । ভীষণ গর্জ্জনে কাণ পাতি
 হৈল ভার ॥ প্রখর বাতাস বহে শনু শনু শব্দে । শুনিলে জীবের প্রাণ অমনি
 শিহরে ॥ গিরিমাঝে আছে যত ব্রজবাসীগণ । কিছু না জানিতে পারে এ
 সব ঘটন ॥ তৃণমাত্র নষ্ট নাহি হইল তথায় । তাহা হেরি সুরপতি ব্যাকু-
 লিতকার ॥ ঘন ঘন বজ্রপাত পার্শ্বতেতে করে । কত বজ্র পড়ে তাহা কে
 গণিতে পারে ॥ চূর্ণ হয়ে গেল বজ্র করি নিরীক্ষণ । মনে মনে চিন্তাকুল
 সহশ্রলোচন ॥ শত শত ইন্দ্র যার নিগমেতে হয় । কি শক্তি দেবেন্দ্র করে
 তারে পরাজয় ॥ মনে মনে সুরপতি করেন চিন্তন । বজ্র বার্থ হৈল আজি
 কিসের কারণ ॥ এত চিন্তি চারিদিকে করেন দর্শন । চারিদিক ক্লময় হয়
 নিরীক্ষণ ॥ নয়ন ফিরায়ে ইন্দ্র সেই দিকে চায় । সেই দিকে পীতবাস দেব
 শ্যামকায় ॥ নববনশ্যাম বর্ণ অতি বিমোহন । দেখি ইন্দ্র বিমোহিত হলেন
 তখন ॥ শিখিচূড়া শোভে শিরে অতীব সুন্দর । গলে দোলে বনমালা অতি
 মনোহর ॥ নুপুর বিরাজে কিবা সেই রান্ন পায় । তেমন রূপের তুলনা না
 দেখি ধরায় ॥ বাহিরে যেমন রূপ করেন দর্শন । অন্তরে তেমতি ইন্দ্র হেরেন
 তখন ॥ হেরিলেন কুপাময় গোপরূপধারী । অবতীর্ণ গোকুলেতে বিপিন-
 বিহারী ॥ তখন ভয়েতে ইন্দ্র করপুট করি । বলিলেন স্তববাক্যে ওগো
 বংশীধারী ॥ তুমি দেব নারায়ণ অধমতারণ । না জেনে করেছি বোধ ক্ষমহ
 এখন ॥ আজ্ঞাহীন দাস আমি ওগো বিশ্বপতি । ভক্তি করি তবপদে করি

গো শ্রুতি ॥ কে জানে তোমার লীলা তুমি সর্বাধার । পরব্রহ্ম সনাতন সার
হতে সার ॥ আদি অন্তহীন তুমি সকলের গতি । সৃষ্টি-স্থিতি-হেতু তুমি ওগো
রম্যপতি ॥ যুগে যুগে তুমি দেব মনুষ্য আকারে । দৈত্যবধ হেতু আস অবনী-
মাঝারে ॥ তোমার মুরতি হেরি অতি বিমোহন । গোপিকা-রমণ তুমি রাধিকা-
মোহন ॥ তব তত্ত্ব কে বুঝিবে তুমি তত্ত্বময় । অসীম তোমার লীলা ওগো
কৃপাময় ॥ মূঢ়বুদ্ধি আমি অতি কি বলিতে পারি । আদি-অন্ত-শূন্য তুমি
গোলোক-বিহারী ॥ না জানি করেছি দোষ ওগো নিরঞ্জন । ক্ষমা কর নিজ
গুণে লইলু শরণ ॥ এইরূপে বহু কৃত্য করে পুরন্দর । শুবে তুমি হন শেষে দেব
দাশোদর ॥ কৃষ্ণের নিকটে শেষে লইয়া বিদায় । সুরপতি নিজধামে মনস্থে
যায় ॥ বড় রক্তি উল্কাপাত হৈল নিবারণ । বিম্বিত হইল মত ব্রজবাসী-
গণ ॥ মায়াবলে গোপগণ কিছু না বুঝিল । যশোমতী কৃষ্ণে আসি অঙ্কেতে
লইল ॥ পুনঃপুনঃ পুত্রমুখ করেন চুঘন । আনন্দে পুরিল যত ব্রজবাসীগণ ॥
এইরূপে জনানন্দ থাকি বৃন্দাবনে । কত লীলা করে সদা আনন্দিতমনে ॥
ভয়ঙ্কর বশাসুরে করিয়া নিধন । করিলেন নিরাপদ বৃন্দাবন বন ॥ রাধা সহ
মিলি পরে করেন বিহার । ব্রজনারী লয়ে খেলা করে গুণাদার ॥ রামলীলা
স্বহোৎসব করেন হরিন্দে । জলকেলি করে কত মনের উল্লাসে ॥ সে সব
বর্ণিত আছে অন্যান্য পুরাণে । অতঃপর বলি শ্রমে শুন অবধানে ॥ মথুরা-
লীলার কথা অতি চমৎকার । শুনিলে সে জন তরে ভবসিন্ধু পার ॥ দুর্যোদ
তুমি কংস মথুরার পতি । একদা নিদ্রিত আছে শুন মহাবতি ॥ সহসা কুৎস
রাজ্য করে দরশন । শিরোপরি বজ্র যেন হতেছে পতন ॥ চারিদিকে বেখে
মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর । উল্কাপাত হয় কত গগন উপর ॥ মনে মনে কংস-
রাজ্য করেন চিন্তন । শয্যাতে বসিয়া পরে করেন ক্রন্দন ॥ প্রভাতেতে আসি
নৃপ সভার গোচরে । বসিলেন বিষাদেতে সিংহাসনোপরে ॥ পাত্র যিহে
সম্বোধিয়া কহেন তখন । উপায় সকলে এবে করহ চিন্তন ॥ দুঃস্বপ্ন দেখিলু
আজি ঘোর রাত্রিকালে । বজ্রপাত পড়ে যেন মম শিরোপরে ॥ চারিদিকে
মূর্তি দেখি অতি ভয়ঙ্কর । কহিতেছি বিবরিয়া সবার গোচর ॥ ব্রজবাস পরি-
দাম বিকট ললন । মুক্তকেশী খজা হাতে চঞ্চল রসনা ॥ কৃষ্ণবর্ণা নামাঙ্গীনা
খর্পর লইয়ে । নাচিছে নগরে আসি পুলক-হৃদয়ে ॥ উলঙ্গিনী ভীমবেশা সেই
মুক্তকেশী । আলিঙ্গন দেহ কহে ধীরে ধীরে আসি ॥ এক্রপ কুৎস আজি
করি নিরীক্ষণ । কাঁপিছে হৃদয় মম অতি ধন ধন ॥ বজ্রপাত হয় যেন বারিদ
বিহনে । অমঙ্গল চারিদিকে দেখিছি লোচনে ॥ পড়িছে হাতের ধনু খসিয়া
এখন । এই সব দেখি মম ব্যাকুলিত মন ॥ কৃষ্ণ-করে বুঝি প্রাণ হারানু
এবার । না পাই চিন্তিয়া কিছু উপায় ইহার ॥ কিরূপে কৃষ্ণেরে নাশ করি-
বারে পারি । তাহার উপায় সবে দেখহ বিচারি ॥ এইরূপে মরপতি শুভঃ-

ধিতমনে । মন্ত্ৰণা করয়ে কত পাত্ৰমিত্র সনে ॥ কংসের এতেক বাণী শুনিয়া
 তখন । পুরোহিত বলে তাঁরে সুমিষ্ট বচন ॥ কেন ভীতি মহীপতি করিছ
 অন্তরে । উপায় ইহার আমি বলি গো তোমারে ॥ ধনুৰ্ঘট কর নৃপ আমার
 বচন । অবশ্য বিমষ্ট হবে তাহে অরিগণ ॥ করিবেন কৃপাদৃষ্টি শিব গুণময় ।
 মঙ্গল হইবে তাহে বলি নু নিশ্চয় ॥ বাণ নৃপ পূজিছিল যেই শরাসন । পরেতে
 ভাগব বীর করেন পূজন ॥ নন্দীশ্বরে সেই ধনু দেন দিগম্বর । সে ধনু পূজিলে
 হবে মঙ্গল সত্বর ॥ ধনুৰ্ঘট ছলে সবে করি নিমন্ত্ৰণ । ত্বর করি আন নৃপ জগ-
 তের জম ॥ সেই ধনু ভান্ডিবারে যদি কেহ পারে । অশুভ হইবে তবে জানিবে
 অন্তরে ॥ যদি নাহি ভান্ডিবারে পারে কোন জন । অবশ্য মঙ্গল তাহে হইবে
 রাজন ॥ বিপ্রেস এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ । বলিলেন নরপতি বিনয় বচন ॥
 আমার পরম অরি রহে ত্রৈলোক্যপুৰে । শুনেছি আকাশবাণী বলি নু তোমারে ॥
 একমাত্র অরি সেই নন্দের নন্দন । মতুবা আমার অরি নাহি কোন জন ॥
 সেই হেতু সদা মম অস্ত্রির অন্তর । বলি নু তোমার কাছে ওহে বিপ্রবর ॥
 আমার ভগ্নীরে হরি করেছে হনন । পদাঘাতে কণে সেই শকট ভঞ্জন ॥
 গোবর্দ্ধন ধরে সেই স্বীয় বামকরে । শিশুকালে সেই কৃষ্ণ এত কাণ্ড করে ॥
 তাহারে যেহে 'পারি' করিতে হনন । তাহার উপায় বল বিপ্রেস নন্দন ॥
 কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে আনিবার তরে । উপায় করহ সবে অতি শীঘ্র করে ॥
 নৃপের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ । শুন শুন বলি কহে বিপ্রেস নন্দন ॥
 আমি নাহি আনিবারে পারিব দোঁহারে । বসুদেবে কিয়া ত্বর পাঠাও অক্রুরে ॥
 এইরূপে কংস করে যত্ন আয়োজন । শুনিলে পাপের নাশ শাস্ত্রের বচন ॥
 তার পর বসুদেবে করি সন্মোদন । বলিলেন মহীপতি শুনহ বচন ॥
 রন্দাবনে যাও তুমি অতি ত্বরগতি । কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে আনহ সংপ্রতি ॥
 কহিবে যতেক গোপে মম নিমন্ত্ৰণ । আমার ভবনে যেম করে আগমন ॥
 বলিলেন বসুদেব ওহে মহামতি । কি কাজ আনিলে কহ ক্রকরে সম্প্রতি ॥
 বিবাদ ঘটিবে মাত্র বলিলাম সার । তাহারে আনিতে মত না হয় আমার ॥
 শুনিয়া এতেক বাক্য কংস নরপতি । রক্তবর্ণ নেত্র করে ভীষণ মূরতি ॥
 খজা হস্তে বসুদেবে বধিবারে যায় । পাত্ৰ মিত্রগণ কর নিষেধ তাহার ॥
 মিষ্টভাষে শান্ত করি অমাত্য-প্রবর । বসালেন কংস নৃপে সিংহাসনোপর ॥
 বসুদেব সভা হতে করিল গমন । পুরোহিত রাজা প্রতি বলেন তখন ॥
 ধনুৰ্ঘট আয়োজন কর নৃপবর । বিদ্রুণ কর ত্বর দেশ-দেশান্তর ॥
 অক্রুর যাউক ত্বর নন্দের সদনে । কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে আনিতে এখানে ॥
 দূত দ্বারা নৃপগণে কর নিমন্ত্ৰণ । আপনি উদ্ধার হবে বলি নু রাজন ॥
 পুরোহিতবাক্যে রাজা পুলক অন্তরে । পাঠালে দূতগণে দেশ-দেশান্তরে ॥
 আয়োজন করে নররায় । অনুচরগণ দ্রব্য স্বতমে যোগায় ॥

সভাখর হৃৎভরে সাজাতে লাগিল। অতি উচ্চ এক মঞ্চ গঠন করিল ॥
 কুবলয় গজে দ্বারে করিল বন্ধন। চানুর মুক্তি করে দ্বারের রক্ষণ ॥
 আপনি মঞ্চতে বসি দানব-রাজন। অক্রুর সকাশে দূত করেন প্রেরণ ॥
 অক্রুরে ডাকিয়া পরে দানব-রাজন। সখিনয়ে মিলি বাক্যে কহেন তখন ॥
 উপকার কর ভূমি ওহে দয়াধার। ব্রজধামে দ্রুতগতি যাহ একবার ॥
 রাম কৃষ্ণে নিযন্ত্রিয়া আনহ এখানে। নিমন্ত্রণ কর নন্দ আদি গোপগণে ॥
 কংসের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ। ব্যাকুলিতমনা হয় অক্রুর সৃজন ॥
 মনে মনে পুলকিত সেই মহাশয়। মনে ভাবে দেখিব যে সেই দয়াময় ॥
 নয়নে দেখিব তাঁর যুগল চরণ। সফল হইবে মম এ ছার জীবন ॥
 ব্রজপুরে যাব আমি পুলকিতমনে। হরত গোষ্ঠেতে দেখা পাব সেই মনে ॥
 অথবা কদম্বতলে যমুনার তীরে। দেখিব গোকুলপতি যশোদ-কুমারে ॥
 আজ কিবা শুভদিন হইল আমার। জগন্নাথে দেখি পাব নিশ্চয় উদ্ধার ॥
 জগত-আধার বিনি ব্রজ সনাতন। নেহারিব আজি তাঁর যুগল চরণ ॥
 এত চিন্তি অক্রুর সে অতি ভক্তিভরে। মুর্ছিত হইয়া পড়ে ধরার উপরে ॥
 উদ্ধব দেখিয়া কত প্রশংসা করিল। অক্রুর উঠিয়া পরে বিদায় লইল ॥
 এদিকেতে জনার্দন আনন্দিতমনে। ব্রজধামে ক্রীড়া করে গোপীগণ মনে ॥
 দেবদেব কৃষ্ণ-ধন লয়ে রামেশ্বরী। নানামতে করে ক্রীড়া শয্যার উপরি ॥
 নিদ্রাগত হন পরে সেই গুণবতী। উঠিলেন স্বপ্ন দেখি হয়ে ভীতমতি ॥
 কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরি কহেন তখন। কেন দেখি অকস্মাৎ বিপদ ঘটন ॥
 চঞ্চল হতেছে প্রভু আমার স্বয়ং। শিরোপরি বজ্রপাত সদা যেন হন ॥
 অদৃষ্টে বিপদ বুঝি কিছু বা দটিবে। অভাগী-ভাগ্যোতে নাহি কি জানি হইবে ॥
 দুঃস্থপ্ন দেখিয়া আজি আমার অন্তর। কাঁপিতেছে ওহে প্রভু অতি থর থর ॥
 স্বপ্নে দেখি সেন এক বিপ্রবর। কর্ণে বচন বলি আমার উপর ॥
 ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল সমুদ্র-গলিলে। শোকেতে কাতর হয়ে ভাসিছি অকূলে ॥
 ত্রাহি ত্রাহি বলি ডাকি তোমা ঘন ঘন। চারিদিক শূন্য যেন করি নিরীক্ষণ ॥
 এক জন মম কাছে করি আগমন। কহে শুন সুলোচনে আমার বচন ॥
 চলিলাম আমি প্রিয়ে অন্য দেশান্তরে। এতেক দুঃস্থপ্ন প্রভু দেখেছি অহরে ॥
 এখন উপায় কর ওহে কৃপাময়। কপালে দুর্গতি বুঝি এইবার হয় ॥
 রাখার এতেক বাণী শুনিয়া তখন। কোলে করি লন তারে দেব কৃষ্ণধন ॥
 বলিলেন শুন প্রিয়ে আমার বচন। তোমা তাজি নাহি রব তিলেক কখন ॥
 আদিমা প্রকৃতি ভূমি ওগো রূপবতী। শ্রীদামের অভিলাষে আসিয়াছ ক্ষিতি ॥
 তব লাগি বৃন্দাবনে মোর আগমন। এত কহি দেহ স্বরি প্রবোধ তখন ॥
 এইরূপে রাধিকারে অঙ্কেতে লইয়ে। প্রবোধ অর্পণে হরি পুলক-হৃদয়ে ॥
 তার পর রামকণ্ঠে করিয়া গমন। রত্ন-শয্যাতে দোহে করেন শয়ন ॥

বিহার করেন দৌহে পুলক-অন্তরে । সুখে নিদ্রাগত রাধা হইলেন পরে ॥
 রাধিকারে নিদ্রাগত করি দরশন । মনে মনে ক্লম-ধন করেন চিন্তন ॥
 কহে হরি বরানমে করহ বিদায় । কিছুদিন থাক তুমি একাকী হেথায় ॥
 তুমি যোর প্রাণধন ওগো রামেশ্বরী । তোমারে তাজিয়ে বল কিসে প্রাণ ধরি ॥
 তোমারে তাজিতে মন নাহিক আমার । কি করি দুরন্ত এই জানিবে সংসার ॥
 একুপ বচন কহি দেব রুমধন । তথা হতে যেতে পারে করেন মনম ॥ অক-
 স্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন । শ্রীমতী কাতর হয়ে করেন ক্রন্দন ॥ বলে
 প্রভু বিশ্বনাথ কি কথা কহিলে । আমারে তাজিয়া তুমি যাবে কোন স্থলে ॥
 সমুদ্রে ফেলিয়া মোরে করিছ গমন । এই কি উচিত তব ওহে প্রাণধন ॥
 আমারে ছাড়িয়া প্রভু করিলে গমন । ক্লম-ক্লম বলি জেন তাজিব জীবন ॥
 অপরাধী হয়ে থাকি যদি গো চরণে । ক্ষমা কর কিস্করীরে আপনার গুণে ॥
 অভিলাষ ঘটিবেক জানি গো নিশ্চয় । শতবদ কি প্রকারে রব দয়াধর ॥
 এত কহি রাধা সতী মূর্ছাগত হয় । বাস্তব হয়ে ক্লমধন কোলে তুলি লয় ॥
 মধুর বচনে করে প্রবেশ অর্পণ । না মানেন রাধা সতী করেন ক্রন্দন ॥ তাহা
 হেরি ক্লমধন পুলকিত-মনে । শযায় শয়ন করে শ্রীমতীর মনে ॥ মনস্থখে
 দুই জনে করেন বিহার । তাহাতে রাধিকা পায় আনন্দ অপার ॥ অবশেষে
 নিদ্রাগত হইলেন সতী । হেনকালে উপনীত দেবতা-সংহতি ॥ শুভ করি
 ক্লমধনে কহে দেবগণ । ভূভার নাশিতে প্রভু তোমার জনম ॥ নিদ্রাগত
 আছে রাধা শুন জগন্নাথ । গমন করহ শীঘ্র এই ত সময় ॥ এত বলি দেবগণ
 করেন প্রস্থান । ধীরে ধীরে ক্লমধন করেন পয়াণ ॥ অবিলম্বে মন্ডালয়ে
 করেন গমন । এদিকে আগত তপা অক্রুর সৃজন ॥ ক্লমের মোহন রূপ
 দরশন করি । অক্রুর শ্রবণ করে করঘোড় করি ॥ তার পর নন্দদোষে করি
 সম্বোধন । কহিলেন শুন শুন গোপের রাজন ॥ ২৯-আয়োজন করে কংস
 মতিমান । নিমন্ত্রিতে আসিয়াছি শুনহে ধৈর্যমান ॥ ক্লম বলরাম দৌহে সঙ্কটে
 করিয়ে । মথুরা নগরে যাবে গোপগণ লয়ে ॥ যথাবিধি যজ্ঞ আদি করি
 দরশন । পুনশ্চ আসিবে ফিরি ওহে মহাত্মন ॥ এত শুনি নন্দগোপ
 আনন্দে ভাসিল । অক্রুরেরে বিধিমতে আতিথ্য করিল ॥ ঘোষণা করিল পরে
 যত গোপগণে । যজ্ঞেতে যাইতে হইবে মথুরা-ভবনে ॥ এতেক বচন শুনি যত
 গোপগণ । মথুরা-ভবনে বেতে করে আয়োজন ॥ শকট-চালক কত সাজিতে
 লাগিল । বহুদ্রব্য শকটেতে পূরিতে থাকিল ॥ কংসের লাগিয়া নিল নানা
 রত্ন ধন । যজ্ঞ দেখিবারে সবে করে আকিঞ্চন ॥ এইরূপ আনন্দেতে নিশা
 অবসান । প্রাতঃকালে করে সবে যাত্রার বিধান ॥ যথাবিধি মঙ্গলাদি করিয়া
 সকলে । মথুরা উদ্দেশে চলে মন-কুহুহলে ॥ ক্লম বলরাম দৌহে আনন্দে
 মগন । অক্রুরের সহ রথে করে আরোহণ ॥ মহাবেগে অশ্বশণ ধাবিত

হইল। ক্রমে আসি মথুরাতে দরশন দিল ॥ মথুরার মহাশোভা করি
দরশন। কৃষ্ণের হৃদয় হয় আনন্দে মগন ॥ স্থানে স্থানে সরোবর শোভে
মনোহর। নানাবিধ তরু শোভে অতীব সুন্দর ॥ রাজপথ পরিষ্কার অতি
বিমোহন। মাঝে মাঝে রহিয়াছে কত রণীগণ ॥ গৃহের অপূর্ব শোভা যাই
বলি ছারি। তাহা দেখি সুখে ভাসে বিপিনবিহারী ॥ এইরূপে রথে চড়ি যান
কৃষ্ণধন। পথিমধ্যে কুজা সহ হয় দরশন ॥ যক্তি হাতে যায় বুড়ী জরাজে
কাতর। চন্দনের পাত্র লয়ে চলিছে নগর ॥ কুৎসিত আকার তার কি করি
কীর্তন। ছেন কদাকার রূপ না হয় দর্শন ॥ তাহে পৃষ্ঠে উচ্চ কুজ অতি
কদাকার। তাহারে দৈখেন পথে কৃষ্ণ দয়াধার ॥ মনে মনে ভাবে কুজা
লইয়া চন্দন। কৃষ্ণের মোহন অঙ্গে করিবে লেপন ॥ অন্তর্গামী দেব তাহা
মনেতে জানিল। কুজার বাসনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছিত ॥ এদিকে রথের পাশে
কুবুজা আসিয়ে। কৃষ্ণের সমীপে কহে বিনয় করিয়ে ॥ নিজ অঙ্গে মাখ কৃষ্ণ
লইয়া চন্দন। এত কহি কৃষ্ণ-অঙ্গে করিল লেপন ॥ সুদৃষ্টি কুবুজা প্রতি
করিয়া তখন। শ্রীকৃষ্ণ শরীরে মাখে লইয়া চন্দন ॥ সুদৃষ্টি নিক্ষেপে কুজা
সুন্দরী হইল। দয়া করি মুর-অগ্নি রূপসী করিল ॥ বোড়শী যুবতী হৈল
দেখিতে দেখিতে। মুগ্ধ হৈল সর্বজন কুজার রূপেতে ॥ কিবা সে নয়ন-শোভা
যদি কি বাহার। দেখিলে ভ্রম শোভা লাগে চমৎকার ॥ বক্ষ-মাঝে কিবা
উচ্চ গীন পয়োধর। নিতম্ব বিরাজে কিবা জন-মোহর ॥ কামে মত্ত হয়ে
কুজা ছুরিরে নেহারে। ঘন ঘন কটাক্ষ সে হরি প্রতি করে ॥ ইঙ্গিতেতে
দামোদরে করিল বরণ। জানিলেন মনে মনে দেব সনাতন ॥ এদিকে কুবুজা
গেল আপন আগারে। ঘরেতে যাইয়া পরে আশ্চর্য্য নেহারে ॥ হয়েছে আপন
পুরী অমর-ভবন। কত গৃহ কত দ্রব্য আছে সুশোভন ॥ নানাবিধ স্থান্য
কত স্থানে স্থানে রয়। কত দাস কত দাসী আছে সমুদয় ॥ সুবাসিত জল
আদি করিয়া ভোজন। রত্ন-শয্যা-পরে কুজা করিল শয়ন ॥ দাসদাসী পদ-
সেবা করিতে লাগিল। কুবুজা চিন্তিয়া হরি শয়ন করিল ॥ মনে মনে
চিন্তে কুজা কৃষ্ণ-আগমন। চারিদিকে ঘন ঘন করে দরশন ॥ বলে শ্রু
কৃপাময় দয়ার আধার। কিঙ্করী উপরে কর করুণা বিস্তার ॥ এইরূপে
চিন্তে সদা হরির চরণ। হরির চিন্তায় হৈল বিমোহিতমন ॥ কুজারে
রূপসী করি মুকুন্দ মুরারি। চলিলেন ধীরে ধীরে মথুরা-নগরী ॥ সম্মু-
খেতে মালাকার হয় দরশন। মনোহর মালা লয়ে করিছে গমন ॥ চলিছে
সে মালা দিতে কংস নৃপবরে। তাহা দেখি বনমালা ভাবেন অন্তরে ॥
কৃষ্ণের অপূর্ব রূপ করি নিগ্নীক্ষণ। মালাকার প্রেমে হয় আনন্দিতমন ॥
মনে মনে চিন্তে ছেন রূপ নাহি ছেরি। সাধামত এ জন নয় ভবের কাণ্ডারী ॥
এত চিন্তি কৃষ্ণপদে করিয়া প্রণাম। বলে কৃপা কর শ্রুত ওহে গুণধাম ॥

তাহার এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ । বলিলেন মিষ্টবাক্যে দেব নিরঞ্জন ॥
 মনোহর পুষ্পমালা তোহার হাতেতে । পরাইয়া দেহ উহা মোদের গলেতে ॥
 কৃষ্ণের আভ্যায় পরে সেই মালাকার । পরাল সে মালা তবে গলে দোঁহাকার ॥
 কৃষ্ণ-অঙ্গ স্পর্শে জ্ঞান জনমে তখন । জানিল যে ইচ্ছাময় গোলোক-রঞ্জন ॥
 বলে ওহে কৃপাময় অখিলের পতি । অঙ্গীন জনেরে এবে করহ মুকতি ॥
 মিষ্টবাক্যে আশীষিয়া দেব নিরঞ্জন । মথুরানগরে পরে করেন গমন ॥ পশ্চি-
 মধ্যে দেখে হরি রজক সুন্দর । নানারূপ বস্ত্র লয়ে যায় শীঘ্রতর ॥ মহা-
 অহঙ্কারী সেই ধোবা ডুরাচার । মিষ্টভাসে ডাকে তারে দেব দয়াধার ॥ ক্ষণেক
 দাঁড়ায়ে শুন আমার বচন । বসন লইয়া কোথা করিছ গমন ॥ কৃষ্ণের বচন
 শুনি কর্শ-বচনে । বলিল রজক যাই কংসের ভবনে ॥ শুনিয়া এতেক বাক্য
 কহে জনার্দন । কতিপয় বস্ত্র যোগে করহ অর্পণ ॥ শুনিয়া রজক বলে করি
 অহঙ্কার । এ হেন বচন মুখে নাহি বল আর ॥ তব যোগ্য নহে এই অপূর্ণ
 বসন । রাজার বসন ইহা শুনহ বচন ॥ রাখাল হইয়া চাহ রাজার বসন ।
 মনে মনে জেন এই নহে বৃন্দাবন ॥ লম্পটতা হেথা জেন কতু না খাটিবে ।
 বাড়াবাড়ি নর যদি বিপদে পড়িবে ॥ রজকের এই বাক্য শুনি জনার্দন ।
 হাসিলেন মনে মনে আপনি তখন ॥ চপেট-আঘাত করে তাহার উপরে ।
 অমনি পড়িল সেই ধরার উপরে ॥ হাহাকার করি সবে করে গলায়ন । হা
 মা কা হা মা কা বলি করয়ে গমন ॥ রজকে নাশিয়া কৃষ্ণ বসন বে লয় ।
 বসন পরিয়া হন সানন্দ সনয় ॥ কৃষ্ণ হাতে দেহ তাজি রজক দুর্জয় । দিবা
 পুষ্পরণে তবে করে আরোহণ ॥ বিজুদূত লয়ে গেল বৈকুণ্ঠ আলয়ে । রজক
 বিমানে যায় পুলক-হৃদয়ে ॥ মথুরা ভবনে গোল হৈল ঘোরতর । হাতে মাথা
 কাটে সেই কৃষ্ণ গদাধর ॥ এতেক সংবাদ কংস শুনিতা তখন । ভীত হয়ে
 মনে মনে করেন চিন্তন ॥ দারুণ চিন্তায় মন কান্ডর হইল । চারিদিক কৃষ্ণ-
 ময় দেখিতে লাগিল ॥ রজকেরে এইরূপে করিয়া হনন । ধীরে ধীরে যাম
 কৃষ্ণ মথুরাভবন ॥ এদিকে ক্রমেতে হৈল দিবা অবসান । গোষ্ঠ হতে গবী-
 গণ করিছে পয়াণ ॥ মোড়হস্ত করি তবে অক্রুর কহিল । ওগো প্রভু দেখ
 এই রজুনী আসিল ॥ পরম ভক্ত কেবা কহত বচন । কাহার আশ্রয়ে প্রভু
 করিবে গমন ॥ অক্রুরের বাক্য শুনি কহে জনার্দন । পরম ভক্ত আছে
 শুনহ এখন ॥ কুরন্দ নামেতে ভক্ত আছে আমার । অদ্য রাত্রি যাব আমি
 তাহার আগার ॥ কৃষ্ণের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ । গোপ সহ সেই দিকে
 যায় সর্বজন ॥ অক্রুর আপন ঘরে গমন করিল । বিশ্বনাথ ভক্তগৃহে সমা-
 গত হৈল ॥ শ্রীকৃষ্ণেরে উপনীত করি নিরীক্ষণ । কুরন্দ মুখের নীরে হয় মিশ-
 গন ॥ অর্চিল কৃষ্ণের পদ আর গোপগণে । ভক্তিভরে কৃষ্ণে পূজে বিহিত
 বিধানে ॥ ভাস্ত্র প্রতি কৃপা কৈল দেব নিরঞ্জন । দাস্তবর কুরন্দেয়ে করেন

অর্পণ ॥ তাঁর পর তাঁর ঘরে ভোজন করিয়ে । নিদ্রিত হ'লেন কৃষ্ণ সানন্দ-
 স্বদয়ে ॥ যখন নিদ্রায় সবে হৈল অচেতন । শ্রীহরি তখন বাম কুজার সদন ॥
 ঘুমায়ে আছিল কুজা নিবা শয্যাপরে । বলিলেন কৃষ্ণধন সুমধুর-স্বরে ॥
 আমার বাক্যেতে উঠি গুণে রূপবতী । মনোমত আলিঙ্গন দেহ গুণবতী ॥
 জন্মান্তরে ছিলে আমি র বণ-ভগিনী । পূরাব তোমার সাধ হবে সুবদনি ॥ এত
 কহি শয্যাপরে উঠি কৃষ্ণধন । কুজারে ধরিয়া করে গাঢ় আলিঙ্গন ॥ নানা-
 বিধ যতে কৃষ্ণ বিহারি করিল । কুব্জা কৃষ্ণেরে লভি পুলকে মাতিল ॥ দেখিতে
 দেখিতে হৈল রাত্রি অবসান । অকস্মাৎ রমণীর আগিল বিমান ॥ সেই রূপে
 চড়ি কুজা গোলকেতে গেল । কৃষ্ণের কিস্করী হয়ে পুলকে রহিল ॥ চলিলেন
 কৃষ্ণধন পুলকিতমনে । জনক জননী যথা শৃঙ্খল-বন্ধনে ॥ তাঁহাদের দোহা
 সহ সভাষণ করি । কুরন্দ-আলয়ে পুনঃ গেলেন শ্রীহরি ॥ এদিকেতে নিদ্রা-
 বশে মথুরা-ভূপতি । দুঃখপ্ন হেরিয়া হৃদ ব্যাকুলিত অতি ॥ ভীষণ আকার
 যেন দণ্ড লয়ে করে । উলঙ্গ হইয়া আসে নৃপের গোচরে ॥ মহাভীষ দণ্ড দিয়া
 প্রহার করিল । প্রহারেতে নৃপবর কাঁপিয়া উঠিল ॥ নিদ্রাভঙ্গে উঠি নৃপ
 কাঁপে থর থর । স্বপ্নের রত্নানু কহে সবার গোচর ॥ যন্ত্র শূনি ভয় পায়
 যত পৌর জন । অনর্গল নেত্রজল করে বিসর্জন ॥ নিষত কম্পিত হয় নৃপের
 হৃদয় । কাতর হইয়া নৃপ স্তব্ধ ভাবে রয় ॥ মন্দের উপরে তাঁরে সকলে বদান ।
 প্রতি দ্বারে মত্ত হস্তী বন্ধন করিল ॥ দ্বারেতে অংখ্য রক্ষী হৈল নিয়োজন ।
 চারিভিতে করে সবে শাস্তি হস্তায়ন ॥ বসিলেন সভামধ্যে কংস নরবর ।
 দ্বারেতে প্রহরী রহে অতি ভয়ঙ্কর ॥ অসি হাতে করি নৃপ করেন চিন্তন ।
 যেমন আসিবে হেথা নন্দে নন্দন ॥ অমনি অমির দ্বায়ে যন্তুক কাটিব ।
 অন্তরে ক্রোধরাশি তবে নিবারিব ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তে নররায় । অক-
 স্মাৎ রাব কৃষ্ণ অসিল দোহায় ॥ হেরিয়া পুরীর শোভা আনন্দ অন্তরে ।
 প্রবেশিল দুই ভাই পুরীর ভিতরে ॥ যে ঘরে আছিল সেই হর-শরাদন ।
 সেই ঘরে দুই জনে করেন গমন ॥ অবহেলে হরধনু ভাঙ্গিয়া ফেলিল । হেরিয়া
 সবার হৃদে বিষয় জন্মিল ॥ ভীষণ নিমাদে স্তব্ধ হইল নগর । কাঁপিয়া উঠিল
 তাহে জীবের অন্তর ॥ কুবলয় গঞ্জে পারে করি নিরীক্ষণ । ক্রতগতি তারে
 কৃষ্ণ করেন হমন ॥ দন্ত উৎপাটন তার করিলেন হরি । বধিলেন বহু দৈত্য
 বিমোদ বিহারী ॥ এইরূপে দ্বারদেশে করিয়া হনন । সভার মাঝেতে শেষে
 বাম জন্মর্দিন ॥ বাম কৃষ্ণ দোহে বাম সভার ভিতর । কুব্জ হলে দেখে যত
 তাপস-নিকর ॥ প্রণমি দ্বিজের পদে দেব নিরঞ্জন । কংসের মিকটে ক্রমে
 করেন গমন ॥ তাহা হেরি ভয়াকুল কংসের হৃদয় । যে দিকে ফিরায় নেত্র
 ছেরে কৃষ্ণধন ॥ অক্ষপদ মরণতি করেন চিন্তন । অরিভাব আর নাহি
 চিন্তে সেই জন ॥ ছেরিতে ছেরিতে হরি চক্রে ছাড়িল । চক্র আসি নৃপ-

তির যন্তুক কাটিল ॥ চারিভিতে শব্দ যাত্র উঠে হাহাকার । কংসশির
 গড়াগড়ি যায় অমিবার ॥ কংসের নিধন-কথা শুনিয়া তখন । অস্তঃপুরে
 কংসরাণী করেন ক্রন্দন ॥ ক্রন্দনের শব্দ উঠে নগর মাঝারে । করাবাত করি
 কেহ কান্দে উঠেঃশ্বরে ॥ ক্লক-করে দেহ তাজি কংস নরবর । বিমানে আরোহি
 যায় বৈকুণ্ঠ নগর ॥ কংসের নিধন কথা শুনিয়া তখন । মহারাণী বিষাদেতে
 করেন ক্রন্দন ॥ কহে বিধি একি দশা অদৃষ্টে ঘটিল । আমারে ছাড়িয়া নাথ
 কোথায় চলিল ॥ একবার দেখা দাও ওহে প্রাণপতি । কহ দেখি কিবা হবে
 আমার দুর্গতি ॥ তবতুল্য বীরবর নাহিক ধরায় । এখন তোমার দেহ ভুতলে
 লোটায় ॥ কেন নিদারণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে । কেন রন্দাবন হতে ক্লকরে
 আনাগলে ॥ অকালে কালের হস্তে হইলে নিধন । ঘুচিল সকল আশা মথুরা-
 রাজন ॥ কেন প্রভু মিত্রগণে ছাড়িয়া চলিলে । পিতামাতা সকলেরে ভাষালে
 অকূলে ॥ শূন্য হৈল মথুরার রাজসিংহাসন । অন্ধকার হৈল আজি রাজ-
 নিকেতন ॥ একবার দেহ দেখা ওহে কংসরায় । কহ নাথ মোর ভাগ্যে কি
 হবে উপায় ॥ এইরূপে শোক করি বিবাদ অস্তরে । স্নত স্বামী অন্ধ করে
 অতি শোকভরে ॥ বলে উঠ প্রাণনাথ জীবনের স্বামী । আমারে ত্যজিয়া বল
 কোথা যাবে তুমি ॥ একবার উঠি চাহ এ নারীর পানে । উঠ প্রভু কহ কথা
 মহাত্মা জাননে ॥ ভূমিতলে কেন নাথ করিয়া শয়ন । কেনবা মুদিয়া আছ
 যুগল-লোচন ॥ তোমার রমণী আমি মথুরার রাণী । হইয়াছি তব শোকে যেম
 উন্মাদিনী ॥ আমারে ত্যজিয়া নাথ চলিলে কোথায় । তবপ্রেমে বান্ধা আদি
 কি হবে উপায় ॥ এইরূপে খেদ করি করেন ক্রন্দন । অকস্মাৎ ক্লক তথা
 করেন গমন ॥ কহিলেন কেন সতী কান্দ অকারণে । গমন করহ এবে নিজ
 নিকেতনে ॥ হৃদয় হইতে দুঃখ ত্যজ রূপবতী । চল গোলাকপূরে তব
 প্রাণপতি ॥ কেন রথা মহারাণী করিহ ক্রন্দন । সূসার-যাতনা যত হৈল
 বিনাশন ॥ কর্মফল লভে জীব জামিবে নিশ্চয় । এত চিন্তি হির কর
 নিজের হৃদয় ॥ কর্মবশে কংসরায় ত্যজিল জীবন । কেন তবে দুঃখভরে
 করিহ ক্রন্দন ॥ ক্লকের এ হেন বাণী করিয়া শ্রবণ । জানিলেন কংসরাণী
 দেব নারায়ণ ॥ বিনয়েতে স্তব বাক্যে বলিতে লাগিল । ওহে প্রভু তোমা
 হতে এ বিশ্ব হইল ॥ সমগ্র বিশ্বের তুমি একমাত্র পতি । তোমা হতে জীব-
 কুল লভয়ে মুক্তি ॥ কেজানে তোমার তত্ত্ব ওহে রূপাময় । তোমা হতে
 হয় প্রভু ভবভয় ক্ষয় ॥ পুরুষের শ্রেষ্ঠ তুমি ওগো নারায়ণ । পরাৎপর
 সারাস্ব্যার নিত্য নিরঞ্জন ॥ আসিয়াছ অবনীতে নাশিবারে ভার । মায়া
 করি গোপবেশী ওহে গুণাধার ॥ দাসীরে করহ দ্রাণ ওহে রূপাময় । এত
 কহি কান্দে রাণী কাতর হৃদয় ॥ মিষ্টবাক্যে বলে তবে দেব জন্মার্দন । ঐশ্বর্য
 ধরি নিজ ধরে করণ গমন ॥ সাস্তুনা বাক্যেতে রাণী হয়ে হিরযক্তি । আপন

আগারু শেষে করিলেন গতি ॥ তাঁহারে বিদায় করি দেব নিরঞ্জন । কংসের
অস্বাস্থ্যার্থি কার্য্য করেন সাধন ॥ অনাথ দুঃখীকে ধন করেন অর্পণ । শত শত
বিপ্রগণ করিল ভোজন ॥ কংস পিতা উগ্রসেনে মাত্রাজ্য অপিল । তার
পর ভগবান হৃদয়ে ভাবিল ॥ পিতা মাতা আছে যথা বদ্ধ কারাগারে । চলি-
লেন সেই স্থানে মানন্দ অন্তরে ॥ দেখেন ভূপতি পড়ি জননী তাঁহার ।
কান্দিছে হা কৃক বলি মতী অনিবার ॥ হা পুত্র হা পুত্র বলি করিছে ক্রন্দন ।
ক্রতুগতি জনার্দন করিল যোচন ॥ অশ্বতে লইয়া পুত্রে দৈবকী সুন্দরী ।
বলে কৃক বিবেচনা এই কি তোমারি ॥ পিতা মাতা দোহে দিলে একুণ
যাতনা । নিষ্ঠুর অন্তর তোর নাহি বিবেচনা ॥ কত দুঃখ লভিয়াছি থাকি
কারাগারে । অনর্গল ভাসে বক্ষ লোচনের জলে ॥ হা কৃক হা কৃক বলি
করেছি ক্রন্দন । নিষ্ঠুর জীবন তোর ওরে কৃকধন ॥ আবার মোদের তাকি
কোথায় যাইবে । পুনশ্চ মোদের বুঝি যাতনা খটিবে ॥ সত্য করি কহ বাবা
আমার সদন । পুন কি যাইবে তুমি সেই বৃন্দাবন ॥ বসুদেব কৃকধনে
অশ্বতে করিয়ে । নয়ন জলেতে ভাসে হরিষ হৃদয়ে ॥ রামকৃক দুইজনে
করিলেন কোলে । ভাসিল হৃদয় দেশ আক্লাদ সলিলে ॥ দৈবকী কংসের
কহে ওহে বাছাধন । পুনশ্চ যাবে কি বাপ সেই বৃন্দাবন ॥ এত শুনি
শেষে বলে দেব জনার্দন । শাস্ত্রের বচন মতে শুনহ এখন ॥ জনক জননী
রক্ষা করিবে তনয় । এইত শাস্ত্রের বিধি আছে পরিচয় ॥ সেই জন মাতা
পিতা না করে রক্ষণ । তাঁহার সদৃশ পাণী না দেখি কখন ॥ শিত্র হই
শ্রেষ্ঠ হয় জানিবে জননী । শতগুণে বন্দনীয় হায়েন জননী ॥ জননী সদৃশী
বন্ধু নাহিক ধরায় । তাঁরে ঘৃণা কৈলে সেই নরকৈতে যায় ॥ বৃক্সের এ হেন
বাণী করিয়া শ্রবণ । দৈবকী আক্লাদ নীরে হলেন মগন ॥ পিতৃ মাতৃ-
পদে শেবে করিয়া প্রণাম । রামকৃক দুই ভাই করেন প্রয়াণ ॥ দরিদ্র
দুঃখীকে অর্থ করে বিতরণ । অকাতরে দ্বিজগণে করান ভোজন ॥ তার
পর উগ্রসেনে দিয়া রাজ্যভার । দ্বিজগণে দেন ধন কৃক গুণাধার ॥ সকলে
চলিল ক্রমে নিজের আলয় । গমনে উদাত হয় ব্রজবাদীচয় ॥ হরিরে
ডাকিয়া কহে গোপের রাজন । আসিয়াছি বহুদিন ওরে কৃকধন ॥ চল
যাই তুরা করি বৃন্দাবন ধামে । অকল্যাণ হতে পারে রক্ষিলে এখনে ॥ এ
হেন বচন শুনি কহে নারায়ণ । আমার বচন তাত করহ শ্রবণ ॥ সবার
মনেতে তুমি যাহ ব্রজালয় । আমি না যাইব তথা ওহে রূপাময় ॥ বলি-
বেক যশোদারে সান্ত্বনা বচন । মম তরে নাহি যেন করয়ে ক্রন্দন ॥ ব্রজে
নাহি যাব আর বলিহু নিশ্চয় । যাহ তুমি শীঘ্রগতি নিজের আলয় ॥ কৃক্সের
এ হেন বাণী শুনিয়া তখন । উচ্চঃস্বরে নন্দগোপ করেন ক্রন্দন ॥ বলে
কৃক্স কি কহিলে আমার সদনে । চল পিত অশ্ব করি যাই ব্রজধামে ॥ ব্রজের

জীবন ভূমি ওহে ক্লেশধন । কান্দাও আমারে কেন ওরে বাছাধন ॥ যশো-
মতী পথ চেয়ে আছে নিরন্তর । চল বাপ নীলমণি মাই শীঘ্রতর ॥ মথুরা
রাক্ষসপুরী শুনহ বচন । এখানেতে রহিবার নাহি প্রয়োজন ॥ এত শুনি
বলে তবে দেব নিরঞ্জন । আর না ভ্রজেতে আমি করিব গমন ॥ অনিত্য
সংসার নন্দ জানিবে আমার । মুহূর্তেক তরে জীব আসে বারেকার ॥ মায়াতে
হয়েছে এই বিশ্বের সৃজন । মায়াবশে বিমোহিত আছে সর্বজন ॥ তবে
কেন দুঃখ কর গোপের রাজন । মম কাছে তত্ত্বজ্ঞান করহ গ্রহণ ॥ এত
কহি তত্ত্বজ্ঞান করেন প্রদান । আরো শোকাকুল হয় মন্দ মতিমান ॥ কহে
ক্লেশ কি কহিলে আমার সদন । শেল সম হৃদে মম বাজে অনুক্ষণ ॥ তোমা
বিনে মা বাঁচিবে ব্রজবাসীগণ । সবার আধার ভূমি যশোদার ধন ॥ ওরে
বাছা যশোদারে কি বলে বুঝাব । তোরে তাজি ব্রজপুরে কি প্রকারে যাব ॥
তোমার সমীপে আমি তাজিব জীবন । পিতৃহত্যা পাপী হবে ওরে বাছা-
ধন ॥ মরিবে তোমার তরে যশোমতী মতী । জননী নাশের ভাগী হইবে
সম্প্রতি ॥ কেন আর অভিমান কর বাছাধন । এখানে তোমারে অঙ্কে লবে
কোনজন " এত কহি শ্রীদামেরে করি সম্বোধন । বলিলেন নন্দগোপ শুনহ
বচন ॥ শ্রীদাম ক্লেশেরে ভুমি ডাক একবার । শ্রীদাম শুনিয়া তাহা হৈল আশ্চ-
সার ॥ বলে ভাই ও কানাই চল শীঘ্রগতি । হরিদে সকলে এবে ভ্রজে করি
গতি ॥ তব তরে পিতা তব করিছে ক্রন্দন । রাখাল সকলে হের ব্যাকুল জীবন ॥
নির্দয় হইয়া কটু বলিহ পিতারে । কেন কষ্ট দিবে বল যশোদা দেবীরে ॥
শীঘ্রগতি চল ভ্রজে ওহে নিরঞ্জন । শ্রীদামের বাক্যে হরি বলেন তখন ॥
শ্রীদাম শুনহ কথা ভ্রজে নাহি যাব । মথুরাপুরীতে আমি বসতি করিব ॥
তোমরা তুরায় যাও বৃন্দাবন-ধামে । কিছু ফল নাহি গরে থাকিয়া এখানে ॥
ক্লেশের এ ছেন বাণী করিয়া শ্রবণ । কান্দিয়া কাতর হয় শ্রীদাম তখন ॥ দুর্জ-
গত হয়ে পড়ে নন্দ মহামতি । ফণেকে চেতন লভি উঠিল স্রুতি ॥ বলে
ছার প্রাণে আর কিবা প্রয়োজন । যমুনার জলে পশি তাজিব জীবন ॥ করা-
ঘাত বক্ষোপরে ঘন ঘন করে । খেয়ে গিয়া ক্লেশধনে লইলেন কোলে ॥ বলে
বাছা চল যাই সেই বৃন্দাবন । ক্লেশ কহে কেন পিতা করিছ ক্রন্দন ॥ শাস্ত্রের
বচন শুন ওগো মহামতি । কেবা পিতা কেবা মাতা বলহ সংপ্রতি ॥ ঈশ্বরের
লীলামাত্র জানিবে সকল । তাঁহারে বিবেকে হয় সকল মঙ্গল ॥ রাত্রিকালে
নানাপক্ষী রহে বক্ষোপরে । প্রভাতে সকলে যায় দিগ্ দিগন্তর ॥ জীবমাত্র
সেইরূপ জানিবে সকলে । নানারূপ ফল পায় নিজ কর্মফলে ॥ সকলি
আমার মায়া জানিবৈ সৃজন । এখন আশ্রয়ে সবে করহ গমন ॥ মিছা মায়া-
বদ্ধ হয়ে নাহি কোন ফল । উপায় করহ সবে হইবে মঙ্গল ॥ যেই জন মায়া-
ত্যাগ করিবারে পারে । তাহার ভকতি জন্মে আমার উপরে ॥ তব পুত্র নাহি

আমি শুন মহোদয় । অগতের পতি আমি বলি নু নিশ্চয় ॥ আমার আদেশে
 ভ্রমে সূর্য্য শশধর । আমা হতে সৃষ্টি এই সব চরাচর ॥ আমার আদেশে কাল
 করিছে সংহার । সর্ব্বময় আমি শুন বচন আমার ॥ ত্রিদামের অভিধানে
 রাধা রামেশ্বরী । আদ্যাশক্তি আসিয়াছে মানবের পুরী ॥ শত বর্ষ তাঁর সহ
 রিচ্ছেদ ঘটবে । নাহি যাব এই হেতু মনেতে জানিবে ॥ অবনী'র মহাভার
 বিনাশ করিয়ে । রুদ্ধাবনে যাব পুন পুলক স্বদয়ে ॥ পুনরায় সেই কালে দিব
 দরশন । সঙ্কে করি সবে যাব গোলোক ভবন ॥ আনন্দে থাকিবে তথা
 বলি নু নিশ্চয় । এখন সকলে যাও আপন আলয় ॥ কহিবে যশোদা মায়ে
 মম নিবেদন । মম তরে যেন নাহি করেন ক্রন্দন ॥ সর্ব্ব জীবে আছি আমি
 শুন পরিচয় । প্রকৃতি আমার অংশ কহি নু নিশ্চয় ॥ প্রলয়েতে বসুমতী
 ডুবিবে যখন । আমাতে মিশাবে আমি সর্ব্ব জীবগণ ॥ যে জন আমারে সেবে
 আনন্দিতমনে । অন্তকালে যায় সেই গোলোক ভবনে ॥ ভক্তগণে সদা আমি
 করি যে রক্ষণ । ভক্তের নাহিক ক্ষয় শুধে মহাশ্রম ॥ তবতুল্য নাহি ভক্ত
 অথনী ভিতরে । অন্তকালে যাবে তুমি গোলোক নগরে ॥ তব স্মৃত নাহি
 আমি শুনহ রাজন । তোমাদের প্রভু আমি নিত্য নিরঞ্জন ॥ যশোমতী নহে
 মাতা বলি নু বচন । মায়াবশে বদ্ধ হয়ে আছে সর্ব্বজন ॥ স্মৃতভাব তাকি
 মোরে দেব নিরন্তর । তাহলে হইবে জেন অতীব মঙ্গল ॥ কহিবে গোপিকা-
 গণে আমার বচন । বলিবেক যশোদারে মম নিবেদন ॥ সকলে আমার পদ
 সদা যেন সেবে । সকলেই তুমি জ্ঞান প্রদান করিবে ॥ ব্রহ্মপুরে এবে তুরা
 করহ গমন । এত শুনি নন্দঘোষ কহিল তখন ॥ উপদেশ দেহ মোরে শুধে
 নিরঞ্জন । কেমনে করিব ষণ তোমার পূজন ॥ নাহি জানি তন্ন মন্ন শুধে
 কৃপাময় । কৃপা কহে শুন বলি সব পরিচয় ॥ অনিত্য সংসার এই কিছু মাত
 নয় । বারি বিহ সম বিশ্ব সব মায়াময় ॥ মায়াবশে মুগ্ধ আছে যত জীবগণ ।
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড হয় মোহেতে মগন ॥ পঞ্চভূতময় সব শুনহ স্মৃতি । ময়া-
 বশে লভে জীব বিস্তর দুর্গতি ॥ সকল শরীরে মম আছে অদিষ্টান । এ
 কারণে মম নাম হয় আত্মারাম ॥ আমি যদি জীবদেহ করি বিসর্জন । শূন্য-
 দেহ হয় তবে জানিবে সূজন ॥ যখন শরীরে নাহি থাকয়ে জীবন । পঞ্চভূত
 দেহ হয় অচল তখন ॥ মোহবশে জীবকুল দুঃখ খেদ করে । নিকোষ তাহার
 হর্গ বিশ্বের মাঝারে ॥ জ্ঞানীজনে দুঃখ নাহি করে কদাচন । কহিলাম সার
 কথা তোমার মদন ॥ কিবা বিধি কিবা হর কিবা পুরগণ । আমার অংশেতে
 সবে লভেছে জনম ॥ আমা হতে সৃষ্টি হিতি আমা হতে লয় । মম ভক্ত হয়
 যেই শুন পরিচয় ॥ তাহার নিধন নাই জেন কোনকালে । অন্তকালে যায়
 সেই গোলোক বন্দিরে ॥ শ্রীমধুসূদন মুক্ত জপ অনিবার । বলিলাম সার কথা
 মদনে তোমার ॥ হইবে সমস্ত সিদ্ধ জানিবে নিশ্চয় । একান্তে জপিবে মনু

ওহে মহাশয় ॥ বিলম্বিতে নাহি ফল শুনহ বচন । শীঘ্রগতি ব্রজধামে করহ গমন ॥ ক্লেশের এহেন বাণী করিয়া শ্রবণ । নন্দের হৃদয়ে জ্ঞান হৈল উৎপাদন ॥ ক্লেশের কথায় হৈল জ্ঞানের সঞ্চার । তথাপি কান্দেন নন্দ স্নেহে অনিবার ॥ মায়াশূত্র কভু নাহি ছেদিবারে পারে । ঘন ঘন মেত্রজল বিষাদেতে ঝরে ॥ তাহা হেরি মিষ্টবাক্যে কহে গদাধর । ব্রজপুরে যাহ তাত অতি শীঘ্রতর ॥ এখানে রহিলে বিঘ্ন হইবে নিশ্চয় । মিছা কেন কালক্ষেপ ওহে মহাশয় ॥ ক্লেশের এহেন বাণী করিয়া শ্রবণ । জিহ্বাগিল নন্দস্নেহে সুমিষ্ট বচন ॥ কলিকাল কি প্রকারে জানিতে পারিব । মোর কাছে বল তাহা ওহে শ্রীমাধব ॥ ক্লেশধন বলে তবে গোপের রাজনে । পাপেতে মজিবে পৃথী কলি আগমনে ॥ গ্রামাদেব নাহি রবে ধরণী ভিতর । পাপেতে উন্নত হবে মানব নিকর ॥ জাতিভেদ না থাকিবে শুনহ বচন । সত্য ক্রমা দয়া ধর্ম হবে বিসর্জন ॥ অনাচারে রত রবে ব্রাহ্মণ নিকর । মিথ্যা প্রবঞ্চনা কথা কবে নিরন্তর ॥ যজ্ঞশূত্র ফেলি দিবে গলদেশ হতে । শূদের সনেতে সবে খাইবে সুখেতে ॥ মদ্য মাংস খাবে সবে পুলকিত হয়ে । বেষ্টামনে রত রবে পুলক হৃদয়ে ॥ নাস্তীগণ পাপাচার করিবে তখন । কদাচিত পতিব্রতা রবে কোমল জন ॥ পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিশূন্য হইবে তনয় । তুমিবে যতনে সদা মারীর হৃদয় ॥ গুরু-ভক্তিশূন্য হবে যত শিষ্যগণ । নৃপ হয়ে প্রজাগণে করিবে পীড়ন ॥ শত্রু শূন্য বসুমতী হইবে নিশ্চয় । ভীষণ দুর্ভিক্ষ আমি হইবে উদয় ॥ অনশনে জীবগণ মরিবে তখন । জলদে না হবে জল যেন বরিষণ ॥ গোবাহনে যাবে সবে পুলক হৃদয়ে । মিথ্যাসাক্ষ্য দিবে সবে বিচার আলায়ে ॥ শূদ্রাণীতে রত হবে যত দ্বিজগণ । শূদ্র সনে ব্রাহ্মণীরা করিবে রমণ ॥ ভ্রষ্টা হয়ে পতিনাশ করিবে রমণী । স্নেহে পরিপূর্ণ হবে এইত ধরণী ॥ কলিকালে হবে জেন একরূপ আকার । কলিগতে সত্যযুগ হবে পুনর্বার ॥ কহিনু সকল কথা তোমার মদন । এখন নিজের গৃহে করহ গমন ॥ কেন দুঃখে সমাকুল করিছ হৃদয় । দুঃখে মগ্ন কভু নাহি জ্ঞানীজন হয় ॥ সমাদরে তুমি মোরে করেছ লালন । কত দুঃখ সহিয়াছ আমার কারণ ॥ দৌরাষ্ট্র্য কতই আমি করেছি তথায় । স্বীয় গুণে ক্রমা কর সেই সমুদয় ॥ যশোদা রোহিণী দৌহে মোদের কারণ । দুঃখিত হইয়া যেন না করে ক্রন্দন ॥ কহিবে সবার কাছে সুমিষ্ট বচনে । সুখ দুঃখ চক্রাকারে অবিরত চক্ষম ॥ কালবশে হয় সুখ কালে দুঃখ হয় । কালেতে ঘটায় সব জানিবে নিশ্চয় ॥ কর্মফল ভোগ করে যত জীবগণ । কর্মফল কভু নাহি হইবে ধ্বংস ॥ বশুদেব পিতা মম জানিবে সৃজন । জননী দৈবকী মোর বলিনু বচন ॥ কংসভয়ে রাখে মোরে তোমার আগারে । আমারে লালন তুমি করিলে স্নাদরে ॥ এখন আসিনু আমি পিতার ভবন । কেন তাহে মুগ্ধ হয়ে করিছ ক্রন্দন ॥ পুলকেতে হৃদ্যবনে ফলহ মহোদয় ।

বিলম্বেতে নাহি ফল কহিনু নিশ্চয় ॥ রাধারে সান্ত্বনা তুমি করিবে অর্পণ ।
 গোপীগণে মিষ্টবাক্যে কহিবে বচন ॥ কৃষ্ণের এ হেন বাণী শুনিয়া তখন ।
 বিশ্বম্বেতে সমাকুল গোপের রাজন ॥ কহে বৎস একেবারে কেমনে ভুলিলে ।
 দারুণ বচন মুখে ক্রুরূপে আনিলে ॥ মুহূর্ত্তেক তরে চল সেই বৃন্দাবন ।
 আসিবে প্রবোধ দিয়া যশোদা জীবন ॥ শুনিয়া এ হেন বাণী কহে কৃষ্ণ ধন ।
 ত্বরগতি সবে পিত করহ গমন ॥ ত্বরিতে উদ্ধবে আমি পাঠাব তথায় ।
 সান্ত্বনা অর্পিবে সেই ত্রজেতে সবার ॥ অগত্যা গোপের রাজা স্তুঃখিত মনে ।
 কান্দিতে কান্দিতে গেল পুনঃ বৃন্দাবনে ॥ এইরূপে মথুরাতে থাকে জনার্দন ।
 কংসের মরণ শুনে মগধরাজন ॥ মগধের রাজা সেই জরাসন্ধ নাম । সসৈন্যে
 মথুরাপুরে আসে বীর্যবান ॥ কৃষ্ণের সহিতে যুদ্ধ করে ঘোরতর । তাহাতে
 মগধসৈন্য মরিল বিস্তর ॥ রাম কৃষ্ণ দুই জন মহাক্রুদ্ধ মনে । দারুণ
 সংগ্রাম করে জরাসন্ধ সনে ॥ যুদ্ধ কথা শুনি কালম্বন ধীমান । মথুরা
 নগর মুখে হৈল আশ্রয়ান ॥ জরাসন্ধ প্রিয় করি সেই বীরবর । এদিকে
 সৎবাদ পেয়ে দেব গণাধর ॥ তাহার ভয়েতে গিয়া সাগর মাঝারে । সুরমা
 দ্বারকাপুরী বিনির্মাণ করে ॥ যদুগণ সহ তথা করেন বসতি । পুরাণে অমৃত
 গাথা বধুর ভারতী ॥

পঞ্চাশৎ অধ্যায় ।

কৃষ্ণিণী হরণ, জাম্বুবানের নিকট হইতে কৃষ্ণ কর্তৃক মণি উদ্ধার,
 জাম্বুবতীলাভ, শিশুপালাদি বধ প্রভৃতি বর্ণন ।

বাস উগাচ । দ্বারকায়াং বসন্ কৃষ্ণো কৃষ্ণিণাস্তু স্বয়ম্ভব ।
 সমাকর্ণ তত্রগত্বা কৃষ্ণিণীং প্রাপ্ত মিচ্ছতীং ।
 অহাং ভীষকস্তাতঃ শিশুপালাদিবধা ॥

বাস বলে শুন শুন ওহে মহামতি । এরূপে দ্বারকায় থাকে কৃষ্ণ বিপ-
 পতি ॥ কৃষ্ণিণীর স্বয়ম্বর শুনিয়া শ্রবণে । তাহারে হরেন কৃষ্ণ আনন্দি-
 মনে ॥ কৃষ্ণের চাভিতে মগ্ন কৃষ্ণিণীর মন । তাহারে হরণ করে নিত
 নিরঞ্জন ॥ শিশুপাল আদি করি বহু সংখ্যজন । কৃষ্ণের নিকটে সবে খর্ব
 দর্প হন । জাবালি এতেক শুনি কহে পুনরায় । নিবেদন ওহে প্রভু করিগে
 তোমায় ॥ কৃষ্ণিণী হরণ বার্তা করিয়া বিস্তার । কৃপা করি কহ মোরে ওহে
 গুণাধর ॥ বাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন । জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা
 করিব বর্ণন ॥ ভীষক নামেতে ছিল জনেক নৃপতি । বিদর্ভ নগরে তাঁর

আছিল বসতি ॥ রুদ্ৰিণী নামেতে তাঁর ছিল এক কন্যা । রূপে গুণে অপ-
 রূপা হয় সেই ধন্যা ॥ স্বয়ম্বর হেতু নৃপ চিন্তিত হইল । দূতগণে দেশে দেশে
 পাঠাইয়া দিল ॥ অকস্মাৎ এক দূত পত্র সংগ্রহ করি । উপস্থিত হৈল আসি
 দ্বারকানগরী ॥ সভামাঝে আসি দূত প্রণাম করিল । নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া
 পরেতে কহিল ॥ হইবেক স্বয়ম্বর ভীষ্মক দুহিতা । সেই হেতু পত্র সহ
 আসিলাম হেথা ॥ এসেছে অনেক নৃপ মহারাজগণ । যত্নকুল লয়ে তথা
 করণ গমন ॥ অতীব রূপমী কন্যা রুদ্ৰিণীরমণী । রূপবতী তার তুল্য না
 দেখি অবনী ॥ নবীনা যুবতী কন্যা অতীব সুন্দরী । তুলনা তাহার আমি
 দিতে নাহি পারি ॥ এতবলি দূত তবে হইল বিদার । হরির ঝেল মনে
 চাকল্য ঘটায় ॥ সংবাদ পাইয়া প্রভু ক্রীহরি তখন । রুদ্ৰিণী কারণে হন
 সচিন্তিত মন ॥ এ দিকেতে শতানন্দ তাপস প্রবর । ভীষ্মকে সম্বোধি কহে
 ওহে নরবর ॥ তনয়ার যোগ্য পাত্র পড়িয়াছে মনে । শুন শুন মহারাজ
 বলি তব স্থানে ॥ নাশিতে ধরার ভার গোলোক ত্যজিয়া । হয়েছেন অব-
 তার ক্রীহরি আসিয়া ॥ সেই জনার্দনে কন্যা দেহ মহাশয় । পুলকেতে মুক্তি-
 পদ পাইবে নিশ্চয় ॥ যম অভিলাষ এই শুন নরবর । পাঠাইয়া দেহ পত্র
 দ্বারকানগর ॥ রাজা বলে শুন ধামে তার বিবরণ । পাঠায়েছি দূত আমি
 দ্বারকাভবন ॥ স্বয়ম্বর চল করি পাঠায়েছি তার । কখন আসিবে সেই
 গোলকের রায় ॥ দুইজনে এই মুক্তি করিতে লাগিল । অকস্মাৎ রাজপুত্র
 সমাগত হইল ॥ রুদ্ৰ নাম পরে সেই ভীষ্মক তনয় । জলন্ত বহির সম জ্বলিল
 হৃদয় ॥ রুদ্ৰ কহে গুণে তাঁতঃ একি অসম্ভব । জাননা যে অর্থলোভী বিপ্র-
 গণ সব ॥ ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি রুক্ষে কন্যা দিবে । নীচাশয় তার তুল্য
 নাহি এই ভবে ॥ চৌধারভি করে সেই পাপে সদা রত । যে সব বলিল বিপ্র
 মিথ্যা যেন তাত ॥ পর বাক্যে নীচাশয় বদনে মারিল । সর্বদা হরিয়া নিজ
 ভাণ্ডার পূরিল ॥ কংস নাশি পাণ্ডার রাজ্য নিশি তার । বিনা দোষে
 মাতুলেরে করিল সংহার ॥ জরাসন্ধ ভয়ে প্রাণ লইয়া পালাল । দ্বারকানগর
 গিয়া লুকাইয়া রহিল ॥ গোকুলে খাইত ননী করিয়া হরণ । বেড়াইত বনে
 বনে লয়ে শিশুগণ ॥ যদি রাজা তারে দুমি কন্যাদান দিবে । তবেত দুজনে
 মহা কলহ ঘটবে ॥ যোর কথা শুন রাজা দেহ অন্য বরে । কিম্বা দেহ এই
 কন্যা সেই ভার্গবেরে ॥ অথবা গো শিশুপালে দেহ কন্যাদান । কিম্বা ইন্দ্রে
 দেহ তাতঃ বাড়িবে যে মান ॥ এ কন্যার যোগ্য পাত্র সে অধম নয় । জরাসন্ধ
 ভয়ে সেই লুকাইয়া রয় ॥ তারে কন্যা দিলে তাতঃ পরাণ ত্যজিব । নতুবা
 এস্থান হতে চলিয়া যাইব ॥ গোকুল ভিতরে বেটা গোপাল সাজিয়া । দিবা-
 নিশি ক্রীড়া করে গোপীনী লইয়া ॥ বলবান শিশুপালে কন্যাদান কর ।
 সুষম রহিবে তব অবনী ভিতর ॥ যদু কথা শুন নৃপ কর অনুমতি । নিমন্ত্রণ

করি আনি যতেক নৃপতি ॥ শুনিয়া পুত্রের বাক্য দুঃখিত অন্তরে । পুরোহিত
 সনে রাজা যায় স্থানান্তরে ॥ শতানন্দ ডাকি বলে শুনহে রাজন । তব বাক্যে
 অন্যমত হবে না কখন ॥ এদিকেতে নারায়ণ পেয়ে নিমন্ত্রণ । মোৎকঠ অন্তরে
 বস লয়ে সঙ্কিগণ ॥ উদ্যোগ করেন যেতে পুলক অন্তরে । রুদ্রিণী জানিল তাহা
 অন্তর ভিতরে ॥ এদিকেতে রাজসুত রুদ্র মহোদয় । শিশুপালে ভগ্নি দিবে
 ইচ্ছা অতিশয় ॥ পিতৃমনে বাদ করি কুপিত অন্তরে । দূতেরে পাঠায় শিশুপালে
 আনিবারে ॥ পত্র লুতি শিশুপাল দেখানে আসিল । ত্বরিতে বিদর্ভপুরে আনিয়া
 পৌছিল ॥ যদুকুল এখানেতে পুলকিত হয়ে । বিবাহের তরে যায় ক্রোধে
 লইরে ॥ চলিল অনেকংগাপ সহিতে সবার । আর সব সঙ্গে যায় যাদবকুমার ॥
 বলদেব আদি করি সকলে চলিল । পরম হরিষে রথে সকলে চড়িল ॥
 ঘোর রবে ধায় রূপ বিদর্ভ নগর । ভীষ্মক নৃপতি পায় এসব খবর ॥
 যথাযোগ্য আলাপন সকলে করিল । পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিধে পূজিতে লাগিল ॥
 ঋষি যতি আদি করি অনেক আসিল । সমতনে সবাকারে অর্চনা করিল ॥
 যথাযোগ্য স্থান দিল থাকিবার তরে । মহানন্দে সকলেতে রহে সমাদরে ॥
 নামা দেশ হতে আসে রাজরাজেশ্বর । পাইল সকলে যথাযোগ্য সমাদর ॥
 নিজ স্বামী আসিয়াছে শুনিয়া রুদ্রিণী । মনে মনে পুলকিত হইতেছে ধনী ॥
 আনাইল পিতা ক্রোধে বিবাহের তরে । প্রতিবাদী ভাই তাহে জানিল অন্তরে ॥
 শিশুপালে আনাইল বিবাহ কারণ । দুঃখিত হইল সতী শুনিয়া বচন ॥
 কান্দিয়া কাতর সতী কহে সকাতরে । কোথা হরি এসময় বাঁচাও আমারে ॥
 অন্তরে জানিল তাহা দেব অন্তর্গামী । প্রবোধ প্রদান তারে করে চক্রপাণি ॥
 শূন্যবাণীহলে তবে কহে জনার্দন । কেন প্রিয়ে রথা ভয় করিছ এখন ॥
 ধৈর্য ধর মিছা কেন কান্দিছ অন্তরে । পাবে স্বামী তুমি ধনী অবশ্য আমারে ॥
 পাঁচাচার শিশুপাল প্রতিকূল পাবে । অপমান হয়ে সেই গৃহে ফিরে যাবে ॥
 নিজ স্থানে ফিরে যাবে হয়ে অপমান । তুমিত লভিবে পতি ক্রম মতিমান ॥
 পুলকিত হৈল ধনী শুনি দৈববাণী । এদিকে ভীষ্মক নৃপ চিন্তিত আপনি ॥
 শুভদিনে শুভকণে করে অধিবাস । পুরনারীগণ করে হরিষ প্রকাশ ॥ তবে
 সে রুদ্রিণী দেবী সহ সঙ্কিগণ । মহানন্দে সরোবরে করেন গমন ॥ অকস্মাৎ
 নারায়ণ চড়ি নিজ রথে । রুদ্রিণীরে তুলি নিল গগনের পথে ॥ অন্তরে
 পুলক বড় পাইলেন সতী । শ্রীকৃষ্ণের পদে তবে করিল প্রণতি ॥ করপুটে
 স্তব করে বলে কৃপাময় । তুমি দেব নির্বিকার দুঃখীর আশ্রয় ॥ গংসারের
 গতি তুমি ওহে ষড়পতি । কে জানে তোমার প্রভু তুমি সর্ব গতি ॥ আদি
 অন্ত হীম তুমি সবাকার সই । বিশ্বের ঈশ্বর তুমি ওহে দয়াদার ॥ বংশী-
 ধারী ওহে হরি গোলক-বিহারি । দেবের কারণ তুমি জগতের হরি ॥ রমা-
 পতি বিশ্বপতি গোপীক-জীবন । জলদবরণ তব রূপ বিমোহন ॥ মূল্যধার

সর্ব আত্মা পুরুষপ্রধান। আমারে করিলে দয়া ওহে কৃপাবান ॥ যবে ডুই জনার্দন তখন হইল। রুক্মিণীর প্রতি তবে বলিতে লাগিল ॥ কন্যাতীর্থ ভয় করিছ অন্তরে। লক্ষ্মী অংশে জন্ম তব ধরনী মাঝারে ॥ কি কারণ ওহে দেবী হতেছ ব্যাকুল। পরমা প্রকৃতি ভূমি সবাচার মূল ॥ এইরূপে উভয়েতে পুলকে ভাসিল। শুনিলে যুবরাজ জ্বলিয়া উঠিল ॥ শুনিল সে রুক্মরাজ কন্য আচরণ। শুনিল জ্বলিল নৃপ অগ্নির মতন ॥ যুবরাজ কহে একি আশ্চর্য্য বারতা। যম ভগ্নী হরে কন্য হেরিব ক্ষমতা ॥ আমার সমক্ষে হরে আমার ভগিনী। কত শক্তি ধরে সেই দেখিব তা আমি ॥ ১০৮ ॥ রীতি আছে তার আমি ভাল জানি। গোকুলে বেড়াত চুরি করিয়া নবনী ॥ মনে নাহি জানে ঠিহা নহে রন্দাবন। এ নহে জানিবে সেই মথুরাভবন ॥ সমুচিত ফল আমি তাহারে যে দিব। কেমন সে ননীচোরা তাহারে হেরিব ॥ এত কহি যুবরাজ পিতৃ কাছে কয়। শ্রীহরি কেমন যোগ্য দেখ মহাশয় ॥ যারোষ অন্তরে বলে শুন মহামতি। দেখ সে পাপীর হস এ কেমন রীতি ॥ যম ভগ্নী রুক্মিণী হরণ করিল। অবশ্য তাহারে আজি ডেকেছে যে কাল ॥ মতুবা এমন কাহা করিল কেমনে। এখন পাঠাব তারে শমন সদনে ॥ এইরূপে কটু কথা বোলে লাগিল। শুনিল ভীষ্মক নৃপ তাহারে কহিল ॥ কন্যা উপযুক্ত বর হইবে মিলন। কেন বৎস রোষ ভূমি কর অকারণ ॥ রোষ ছাড় শান্ত হও আমার বাক্যেতে। কেন বা বিবাদ কর এ শুভ কাহ্যেতে ॥ শুনিল পিতার কথা কন্য মতিমান। জ্বলিয়া উঠিল বীর অগ্নির সমান ॥ কহে পিতা হেন কথা না বলিছ আর। করিতাম অন্য হলে এখনি সংহার ॥ তথা হতে রোষ ভরে গমন করিয়া। বলিল রক্তান্ত সব নৃপগণে গিয়া ॥ কহে দেখ দুই মতি কন্য আচরণ। যথা ছিল শিশুপাল আদি নৃপগণ ॥ আমার ভগিনী ছিল মর্দঙ্গ সুন্দরী। তাহারে দুরাত্মা হার করিল যে রীতি ॥ ব্রজপুরে নন্দালয়ে পালন হইল। শ্রীমদনন্দন তারে সকলে কহিল ॥ গোপাল ভোজন করে গোপাল রক্ষক। রাখালের সহ বাস করে সে বালক ॥ জাতির বিচার তার নাহিক নির্ণয়। কদাচারি তাহারে যে সকলেই কয় ॥ ক্ষত্রবংশে জন্ম তার গোপের রক্ষিত। শিশুকালে পৃথনার করে বিনাশিত ॥ স্ত্রীহত্যা গোহত্যা তার কোন জ্ঞান নাই। এ হেন দুরাত্মা লোক দেখিতে না পাই ॥ মথুরা পুরীতে আমি কংসকে নাশিল। তার পর মাতুলানী হরণ করিল ॥ প্রথমা তাহার কহ আছে কোন স্থানে। সদা ম কাহ্যে রত জানে সর্বজনে ॥ এবে সে ভীষ্মক কন্যা হরণ করিল। এখনি লভিবে তার সমুচিত ফল ॥ রুক্মের শুনিল কথা কোপে রাজাগণ। রোষে উঠে শিশুপাল করি আশ্ফালন ॥ কহে একি কথা শুন ওহে যুবরাজ। হরিল তোমার ভগ্নী জনার্দন আজ ॥ দেবঋষি রাজপুত্র থাকিতে এ স্থানে ॥ গোপালের এত শক্তি হৈল কি কারণে ॥ কি

কারণে সেই দুষ্ট এখানে আসিল । রাজসভা যোগ্য নহে সে নন্দতুলাল ॥
 হৃদ্যবনে গোপগৃহে তাহার গৌরব । এ স্থানেতে তার শোভা নহে অনুভব ॥
 এত যদি শিশুপাল বলিয়া উঠিল । যদুগণ তাহা শুনি কুপিত হইল ॥ বলরাম
 মহারোসে করি আক্ষালন । লোহিত নরনে বাণ করে বরিসন ॥ কাশ্মুকেতে
 গুণ যদি দিল হৃদয় । মার মার ধ্বনি মনে করে ভয়ঙ্কর ॥ রুদ্র নৃপ প্রতি
 শর করেন ফেপণ । রথ ভগ্ন করি তায় হানে দশবাণ ॥ বিরপি হইল তবে
 ভীষ্মক নন্দন । এইরূপে দুইজনে হয় ঘোর রণ ॥ কেহ পারে নাহি জিনে
 সদৃশ উভয় ॥ রুদ্রে নাশিবার আশে বলদেব ধার ॥ অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি
 করে দুইজনে । পাশুপত শর রাম মারে সেইক্ষণে ॥ শরাঘাতে কলেবর ছিন্ন
 হইল । অস্ত্রাঘাত মাত্রে রুদ্র অচেতন হইল ॥ বলরাম তবে রথ ভাঙ্গিল
 তাহার । অশ্বসহ সারথিরে করিল সংহার ॥ মহারোসে রুদ্র নৃপে নাশিবারে
 যায় । অকস্মাৎ দৈববাণী হইল তথায় ॥ ভূমি না পারিবে নাশ করিতে
 উহারে । ওহে মহামতি নাশ না করিহ ওরে ॥ তাহা শুনি বলদেব বিরত
 হইল ॥ শিশুপাল বীর তবে যুদ্ধেতে পশিল ॥ মহারোসে দম্ভবক্র এড়িল যে
 বীণ । শরে বলদেব তাহা করিল নিৰ্ব্বাণ ॥ লাঙ্গল লইয়া করে দেব হন
 পাণী । দম্ভবক্র প্রতি ধায় যেন কালফণী ॥ মারিল রথের অশ্ব লাঙ্গল
 আঘাতে । রথচূর্ণ কৈল তার মারিল নিধাতে ॥ অকস্মাৎ শিশুপালে করিতে
 'হনন । রোমবশে ধার রাম ধরিতে তখন ॥ দৈববাণী এইকালে হইল
 তখন । হির হও বলদেব শুনহ এখন ॥ ইহারে না নাশ ভূমি ওহে বীরবর ।
 করিবে ইহারে নাশ বিশ্বের ঈশ্বর ॥ এত শুনি বলদেব কুপিত হইল । লাঙ্গ-
 লের বাড়ি তার বনে মারিল ॥ দম্ভভগ্ন হইল তার লাঙ্গলের মায়ে । কাণিতে
 লাগিল সুরগণ হেরি ভয়ে ॥ হইল ভীষণ যুদ্ধ মহ যদুগণ । পলাইল ভয়
 দিরা যত নৃপগণ ॥ শিশুপাল আদি করি সকলে পলাল । সকল রণান্তে হুমে
 ভীষ্মক শুনিল ॥ ভীষ্মক আজ্ঞায় শতানন্দ ঋষিবর । দ্রুতগতি চলিলেন
 কৃষ্ণের গোচর ॥ বলিলেন শতানন্দ কৃষ্ণের মননে । আর কেন ওহে প্রভু
 কান্ত হও রণে ॥ ঋষির বাক্যেতে তুষ্ট হইরে জনার্দন । সংগ্রাম ত্যজিয়া
 হির হলেন তখন ॥ শতানন্দে সঙ্গে করি যত যদুগণ । পুরিতে প্রবেশে গবে
 পুলকে মগন ॥ ভীষ্মক নৃপতি শেষে পুলক অন্তরে । বিবাহ জনোতে সভা
 বিনির্দ্দাণ করে ॥ নারীগণ যথাবিধি পূজকিত মনে । শুভ আচরণ করে
 বিবাহ কারণে ॥ লক্ষ্মী অংশে অবতীর্ণা রুক্মিণী যুবতী । আনাইল সভা-
 মাঝে মোহন মুরতী ॥ বিভূষণে বিভূষিতা হইয়া তখন । সভামাঝে সে
 রুক্মিণী করে আগমম ॥ সভামাঝে জনার্দনে করি দূরশন । গুণবতী সে
 রুক্মিণী হরিশে মগন ॥ মনে মনে নারায়ণে করেন প্রণাম । রূপ দেখি গুণ-
 বতী মুখে ভালমাম ॥ রুক্মিণীরে নেছারিয়া দেবজনার্দন । গুণের জলধিনীরে

ছিলেন মগন ॥ সভা যাবে রুক্ষিণীয়ে বসাইয়া পরে । বিধানে নৃপতি কর্ষ
 সমাধান করে ॥ যন্তু পড়ি নরনাথ করেন অর্পণ । স্বস্তি বলি নারায়ণ করেন
 গ্রহণ ॥ বিধানে যতেক কর্ষ সমাধা হইল । রুক্ষিণী পাইয়া কৃষ্ণ পুলকে
 ভাসিল ॥ ভীষ্মক যৌতুক কত করিলেন দান । আনন্দ সাগরে হরি হৈলা
 ভাসমান ॥ কাষ্যসিদ্ধি করি শেষে ভীষ্মক রাজন । কন্যার লাগিয়া করে
 অশ্রু বিসর্জন ॥ কন্যার বিবাহ হলে যত রাজাগণ । সুখের-সাগর-নীয়ে
 ছিলেন মগন ॥ রুক্ষিণী জননী আর যত সব নারী । জাগাতা হেরিতে এল
 সভার ভিতরি ॥ কৃষ্ণকপ দেখি সবে বিমোহিত হয় । যতনে কন্যারে তবে
 কোলে তুলি লয় ॥ অশ্রুতে করিয়া কন্যা রাজার মহিসী । শীরে ধীরে অশ্রু-
 রেতে গেলেন রূপমৌ ॥ যত নারীগণ সবে সমাগত হইল । ভগবতী শীঘ্রগতি
 আসিয়া পৌঁছিল ॥ রোহিণী সারিঙ্গী তবে তথায় আসিল । আদরে রুক্ষিণী
 মাতা বসিবারে দিল ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা সবে পুলকিত । শচীমতী মহা-
 নন্দে হৈল উপনীত ॥ স্বাহা স্বধা আদি করি যত সুরনারী । কৃষ্ণের পুলক
 হেতু আগে সারি সারি ॥ একাঘনে বসি সবে রতন মন্দিরে । নারায়ণে বহুবিধ
 কৌতুক যে করে ॥ ভগবতী বলে প্রভু দরশন কর । নবীন যৌবন এই রুক্ষিণী
 দেবীর ॥ সুখ ভোগকর তুমি মন অভিলাষে । আমরা এখন যাই নিজ নিজ
 বাসে ॥ আর কেন রম্যপতি লজ্জা তুমি কর । রুক্ষিণী রতনে একবার অশ্রু
 কর ॥ রাধা কহে ওহে প্রভু বিশ্বের জীবন । অশ্রু কর একবার রুক্ষিণী
 রতন ॥ তব তুল্য রূপবতী এরুক্ষিণী ধর্মী । বারেক দেখেছে প্রভু দেবচক্র-
 পানি ॥ সারিঙ্গী কহেন যথা কন্যা গুণবতী । মনোমত বর আজি পাইয়াছ
 মর্তী ॥ রতী কহে নারায়ণ কি আর বলিব । ভীষ্মক নৃপের কন্যা যোগ্য
 নারী তব ॥ সরস্বতী কহে প্রভু শুন এক কথা । রাধা তুল্য হবে কি এ
 ভীষ্মক দুহতা ॥ এইরূপে যত সব সুরনারীগণ । কৌতুকে আনন্দ করে লয়ে
 নারায়ণ ॥ রাজরাণী এইরূপে সম্ভাষণ করে । মিষ্ট আলাপন সবে করেন
 আদরে ॥ কৌতুকে বাসরে সবে পুলকে মগন । সবাকারে রাজরাণী করেন
 যতন ॥ সকলে করিল পূজা বিবিধ বিধানে । রাজরাণী পুলকিত হৈল
 মনোমনে ॥ শেষে আশীর্ব্বাদ করি যত রামাগণ । নিজ নিজ স্থানে সবে করিল
 গমন ॥ এখানে ভীষ্মক রায় অতীব উন্মাদে । নৃপগণে সুরগণে পূজিল
 বিশেষে ॥ যতনে সবাকারে করায় ভোজন । আশীষ করিয়া সবে চলিল
 তখন ॥ এইরূপে রুক্ষিণীয়ে লভি নারায়ণ । পরম সুখের নীয়ে হন নিমগন ॥
 দ্বারকা নগরে গিয়া সানন্দ অন্তরে । সঙ্গণ সহ সদা সুখেতে বিহারে ॥
 এদিকেতে হস্তিনা ধামে রাজা সুধিষ্ঠির । পাণ্ডুর তনয় সেই অতীব সুধীর ॥
 কৃষ্ণেরে হেরিতে বাঞ্ছা করেন রাজন । কাজে কাজে যান তথা দেব নারায়ণ ॥
 সভাযায়ে আছে বসি পাঁচটি পাণ্ডব । সমাগত ধীরে ধীরে তথায় শাশ্বব ॥

যুধিষ্ঠিরে মিষ্টবাক্যে করে সম্ভাষণ । নারায়ণে নতি করে আর চারিজন ॥ চারি
 জনে আশীর্বাদ করি তার পর ॥ বসিলেন দেবদেব আসন উপর ॥ মঙ্গল
 জিজ্ঞাসা করে যুধিষ্ঠির রায় । সকল কল্যাণ কহে ত্রীহরি তাহার ॥ জিজ্ঞাসে
 ত্রীহরি শেষ শুনহ রাজন । কিসের কারণ মোরে করিলে স্মরণ ॥ বলিলেন
 সবিনয়ে ধর্ম্মের তনয় । রাজসূয় যজ্ঞ ইচ্ছা ওহে দয়াময় ॥ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে
 ইচ্ছা হরেছে আমার ॥ অরিয়াজি 'এই হেতু ওহে দয়াদার ॥ পাণ্ডবের গতি
 তুমি পাণ্ডবের নাথ । পরামর্শ দেহ মোরে ওহে বিশ্বনাথ ॥ ত্রীহরি বলেন শুন
 ধর্ম্মের তনয় । এ কর্ম্ম তোমার করা সমুচিত হয় ॥ কিন্তু বিশ্ব আছে তাহে
 শুনহ এখন । জরাসন্ধ নাশ নাহি হয় যতক্ষণ ॥ তারত একর্ম্ম নাহি হবে
 অনুষ্ঠান । কহিলাম সত্য কথা তব বিনামান ॥ কর দিবে অবনতিতে যত রাজ-
 গণ । কিন্তু দুঃসংগে বিশ্ব করিবে রাজন ॥ শিশুপাল আদি করি পাতকী
 নিকর । করিবে যজ্ঞের বিশ্ব ওহে নৃপবর ॥ জরাসন্ধ নরপতি মহাবীরাবান ।
 মিত্রীয় নাহিক কেহ তাহার সমান ॥ এই হেতু মম বাক্য করহ শ্রবণ । তাহার
 বিনাশ আগে করহ রাজন ॥ তাহারে নাশিয়া মুক্ত কর রাজগণে । বশীভূত
 হবে সবে সেই সে কারণে ॥ তার পর যজ্ঞ কর্ম্ম করিবে রাজন । সকল কল্যাণ
 হবে আমার বচন ॥ ভীমার্জ্জুনে মম সঙ্গে করহ অর্পণ । অবহেলে দুরাচার
 হইবে নিধন ॥ শুনিয়া এতক বাণী কহে যুধিষ্ঠির । সমুচিত হন যাহা করহ
 সুধীর ॥ এত কহি ভীমার্জ্জুন দুই সহোদরে । অপিলেন যুধিষ্ঠির কক্ষ সমি-
 ভাগে ॥ দুইজনে সঙ্গে করি দেব নারায়ণ । জরাসন্ধে বদিন্যারে করেন গমন ॥
 ছদ্মবেশে দৌহামনে চলে গদাধর । হর পূজা করে যথা মগধঈশ্বর ॥ নিঃশব্দ
 করিয়া করে হরের পূজন । হেনকালে সমাগত হন তিনজন ॥ দ্বিজকৃপী তিন
 জনে করি দরশন । জরাসন্ধ ভক্তিভাবে প্রণমে তখন ॥ তারপর জরাসন্ধ
 জিজ্ঞাসে সবার । কি হেতু আসিলে সবে কহিত আমায় ॥ কিবা দাম মাগ
 তাহা বল শীঘ্রতর । যা মাগিবে দিব তাহা বলিবু সত্বর ॥ শুনিয়া এতক
 বাক্য কহে জনার্দ্রন । ধন ভিক্ষা নাহি মাগি তোমার মদন ॥ বিশেষ বচন
 আছে শুন নররায় । বাহিরে আসিলে সব কহিব তোমায় ॥ কৃষ্ণের এ হেন
 বাণী করিয়া শ্রবণ । জরাসন্ধ বাহিরেতে করেন গমন ॥ কৃষ্ণেরে ডাকিয়া শেবে
 বলিতে লাগিল । তোমাদের দেখি মনে অত্যন্ত জন্মিল ॥ সত্য করি কহ সবে
 কেন আগমন । কোথায় নিবাস সবে হও কোন জন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ওহে
 নরবর । আমাকে জানিবে নৃপ দ্বারকাস্থর ॥ এরা দৌহে হন জেন পাণ্ডুর
 মন্দন । যুদ্ধ তরে তব পাশ করি আগমন ॥ এতক শুনিয়া বলে মগধঈশ্বর ।
 কিরূপে আসিলে বল আমার গোচর ॥ উপবাস করিতেছি শিব আরাধনা ।
 অকস্মাৎ করু বিশ্ব কি হেতু বলনা ॥ এখানে আসিতে ভীতি না হৈল অন্তরে ।
 পুনরায় মাগ রণ আমার গোচরে ॥ মম ভয়ে আই গিয়া মাগরের পার । তব

সহ যুদ্ধ বল কি করিব আর । স্বস্থানে পলাও তুরা আমার বচন । মতুবা
অকালে যাবে যমের ভবন ॥ শুনিয়া ক্রীহরি বলে ওহে নররায় । রাখিয়াছ
বন্দী করি অসংখ্য রাজার ॥ তাঁদের মোচন হেতু রাজা যুধিষ্ঠির । রাজসূয় অনু-
ষ্ঠান করিবে সুধীর ॥ সেই হেতু ভীমার্জ্জুন সহিত আমার । আসিয়াছে রণ হেতু
নিকটে তোমার ॥ তিনের মণোতে তব যারে বাঞ্ছা হয় । তার সহ কর যুদ্ধ
ওহে মহাশয় ॥ বিনা রণে অব্যাহতি নাহিক কখন । বলিলাম তথা কথা
তোমার মনন ॥ এতক বচন শুনি কুপিত অন্তরে । জরাসন্ধ কটুকথা কহে
সবাকারে ॥ কহিলেন রুক প্রতি ওহে পাপাচার । তোর সহ যুদ্ধ বল কি করিব
আর ॥ অস্তাদেশবার রণ করি যোব মনে । পলাইয়া গেছি দুই লইয়া পরাণে ॥
অর্জ্জুন অতীব শিশু পাণ্ডুর নন্দন । ইহার মনেতে আর কি করিব রণ ॥
বীর বলি বোধ হয় বায়ুর নন্দনে । ইহার মনেতে রণে বাঞ্ছা হয় মনে ॥
এত কহি জরাসন্ধ কুপিত অন্তরে । ভয়ঙ্কর গদা এক লয় নিজকরে ॥
ভীমেরে অপর গদা করিয়া অর্পণ । রণ হেতু মজ্জীভূত হলেন রাজন ॥
দ্রুই জনে হয় যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর । মত্তহস্তী তুল্য দৌড়ে অতি বীরবর ॥
মুখেরে মুখেরে শব্দ হইতে লাগিল । বজ্রের সমান শব্দ উঠিতে থাকিল ॥
দ্রুই জনে পরস্পর করেন প্রহার । এক্রূপে দাক্ষিণ যুদ্ধ চলে অনিবার ॥
তিন দিন মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল । কেহ নাহি হারে কেহ বিজয়ী হইল ॥
উপবাসে ছিল নৃপ মগধ-ঈশ্বর । এজোহীন হৈল ক্রমে তাঁর কলেবর ॥
কোথভরে ভীমসেন গদা লয়ে করে । গর্জ্জন করিয়া হানে জরাসন্ধ পরে ॥
শিরেতে লাগিয়া গদা চুলমার হৈল । বাত পাসরিয়া তারে ভীম যে ধরিল ॥
ধরায় ফেলিয়া ভীম মগধ-ঈশ্বরে । বিদীর্ণ করিয়া দেহ দুই ভাগ করে ॥
হেরিতে হেরিতে নৃপ ত্যজিল জীবন । যেমন সন্মম তার তেমন মরণ ॥
এক্রূপে জরাসন্ধে করিয়া হনন । বন্দীভূত নৃপগণে করেন মোচন ॥
তার পর ভীমার্জ্জুনে সঙ্গেতে করিয়ে । হস্তিনাতে যান রুক পুলক স্বদয়ে ॥
বিনাশিয়া জরাসন্ধে দেব গদাধর । আসিলেন পুলকেতে হস্তিনা-নগর ॥
ধর্মপুত্র রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভিল । দেশ দেশান্তর হতে রাজারা আসিল ॥
শিশুপাল আদি করি অসংখ্য রাজন । যজ্ঞস্থলে পুলকেতে করে আগমন ॥
রাজসূয় যজ্ঞ কর্য সমাধা করিয়ে । চিন্তা করে যুধিষ্ঠির আপন স্বদয়ে ॥
ভীম্বরে সঙ্ঘোধি শেষে কহেন রাজন । প্রথমে কাহারে অর্চি কহ মহাত্মন ॥
ভীম্ব কহে শুন শুন পাণ্ডুর তনয় । সবাকার পূজনের হরি ইচ্ছাময় ॥
এত শুনি ধর্মরাজ, ভীম্বের বচনে । আগেতে অর্চনা করে দেব নারায়ণে ॥
তাহা হেরি শিশুপাল কুপিত অন্তরে । কটুকথা কহে কত ভীম্ব মহাবীরে ॥
কহে ওহে ভীম্ব তব মার্হি কোম জ্ঞান । কুলের কলঙ্ক নাহি তোমার সমান ॥
কি হেতু আগেতে পূজ দৈবকী-নন্দনে । বাস করে অই বেটী গোপের ভবনে ॥

রাখাল মনেতে তথা করিত ভ্রমণ । ওরে আগে পূজা কর কিসের কারণ ॥
 রাজা বলি যদি ওরে পূজা কর তুমি । কোন্ দেশে রাজ্য ওর কহ দেখি শুনি ॥
 শত শত নৃপ আছে সভার মাঝারে । তবে ত্যজি কর পূজা গোপের কুমারে ॥
 বীর বলি যদি ওরে করহ অর্চন । জরাসন্ধ-ভয়ে ক্লান্ত করে পলায়ন ॥
 মতি তুমি ভীষ্ম কি কহিব আর । তোমা হতে পাণ্ডবেরা হৈল ছারখার ॥
 গোকুলে গোপিনী সহ কাননে কাননে । বেড়াত শ্রীকৃষ্ণ এই বিদিত ভুবনে ॥
 মনী চুরি করি সদা করিত ভক্ষণ । উছারে সবার আগে করিলে অর্চন ॥
 এইরূপে শিশুপাল কত কটু ভাষে । সভামধ্যে বসি ক্লান্ত মনে মনে হাসে ॥
 শত অপরাধ ক্ষমা করে নারায়ণ । পূর্বের প্রতিজ্ঞা হৃদে করিয়া স্মরণ ॥
 ধর্ম সাক্ষী করি শেষে কহেন শ্রীহরি । শুন শুন শিশুপাল বচন আমারি ॥
 শত অপরাধ ক্ষমা করিনু তোমার । এখন উচিত ফল লভ শিশুপাল ॥
 শুনি শিশুপাল কহে দৈবকী নন্দন । কত শক্তি ধর তুমি কর প্রদর্শন ॥
 তব কাছে ক্ষমা বল চাহে কোন জন । গরব এতেক কর কিসের কারণ ॥
 এশোক বচন শুনি দেব চক্রপাণি । সূদর্শনে অনুমতি করেন তখনি ॥
 আজ্ঞামাত্র বেগে ধায় চক্ৰ সূদর্শন । শিশুপাল শির কাটি করে নিপাতন ॥
 কাটামুণ্ড ভূমিতলে পতিত হইল । গড়াতে গড়াতে ক্লান্ত-পদ কাছে গেল ॥
 কাটামুণ্ড ক্লান্ত স্তব করে ভক্তি ভরে । কহে দেব জনার্দিন ক্ষমাকর মোরে ॥
 তোমার কটাক্ষে হয় সৃষ্টি-হ্রিতি লয় । আত্মরূপে আছ তুমি সর্ব বিশ্বময় ॥
 তুমি বিধি তুমি হরি তুমি ত্রি-নয়ন । অনন্ত-আকারে পৃষ্ঠে ধরিছ ভুবন ॥
 শরণ লইনু আমি তোমার চরণে । নিশ্চয়ে মুকতি হয় ওপদ স্মরণে ॥
 এইরূপে স্তব করে সেই শিশুপাল । মুকতি দিলেন তারে দেব দয়াদার ॥
 পুষ্পরথে শিশুপাল বৈকুণ্ঠে গেল । হরি-দ্বারী হয়ে পুনঃ আনন্দে রহিল ॥
 এইরূপে শিশুপালে করিয়া হনন । দ্বারকা আগারে পুনঃ যান জনার্দিন ॥
 কিছু দিন বাস করি দ্বারকা আগারে । পুনশ্চ আসেন ক্লান্ত হস্তিনা নগরে ॥
 তথা মুখিষ্ঠির নৃপ ধর্মের নন্দন । অশ্বমেধ যজ্ঞকর্ম করেন সাধন ॥
 তার পর মুর-অরি সানন্দ অন্তরে । পুনশ্চ ফিরিয়া যান দ্বারকানগরে ॥
 দ্বারকাতে রহে বিশ্বশ্রুতি । কিছু দিন এইরূপে যায় মহামতি ॥
 তার পর জাম্বুবানে করিয়া নিধন । তাহার কন্যারে শ্রদ্ধা করেন হরণ ॥
 কন্যা জাম্ববতী নাম । রূপের নাহিক তুল্য সুন্দর সূচ্যাম ॥
 জাম্বুবানে বধ করি দেব জনার্দিন । সত্রাজিতে স্যামন্তক করেন অর্পণ ॥
 স্যামন্তক মহামণি বিদিত ভুবনে । সত্রাজিত দৈন হরি ওহে মহামুনে ॥
 এহেতু কলঙ্ক হৈল জগতে ঘোষণ । কলঙ্কের হেতু নষ্ট চন্দ্র দরশন ॥
 নারায়ণ পাশে শুনি এতেক কাহিনী । পুনশ্চ নারদ বংশে ওহে মহামুনি ॥
 মণি কথা বিস্তারিয়া করহ কীর্তন । মনের সন্দেহ যোর নাশু'ভগবন্ ॥
 কৃষ্ণের কলঙ্ক বল ঘটিল

কেমনে । কৃপা করি বল তাহা আমার মদনে ॥ এত শুনি নারারণ কহেম
তখন । শুন শুন মুনিবর অপূর্ব কথন ॥ কোন কালে কামে মত্ত হয়ে
শশধর । গুরু দারা হয়ে ছিল ওহে মুনিবর ॥ গুরুপত্নী শশধর যেই দিন
হরে । সেই দিনে চন্দ্র দেবে যে জন নেহারে ॥ কলঙ্ক হইবে তার ওহে
তপোধন । শাস্ত্রের বচন ইহা বলে বিচক্ষণ ॥ শাস্ত্রে তার হয় হরি তালিকা
আখ্যান । বলি নু তোমার পাশে ওহে মতিমান ॥ সে দিনে চন্দ্রের যদি
করে দরশন । কলঙ্ক তাহার হয় ভগতে, দোষণ ॥ বিনাদোষে দোষী হয়
নাহিক সংশয় । বিধির বিধান ইহা কভু মিথ্যানয় ॥ সেই দিনে চন্দ্র হেরে
দেব জর্নাদিন । এহেতু ঘটিল তাঁর কলঙ্ক রটন ॥ সম্রাজিত নামে ছিল
প্রবল নৃপতি । সূর্য্য আরাধনা মদা করিত স্মৃতি । মহাবল পরাক্রান্ত
ধর্ম্ম পরায়ণ । তার প্রতি সূর্য্য দেব পরিতুষ্ট হন ॥ অভিমত বর পায় সেই
নরপতি । আরো এক কথা বলি শুন মহামতি ॥ হুট হয়ে দিবাকর হরিষ-
অন্তরে । সামন্তক মণিদেয় নৃপতির করে ॥ মণি লভি নরপতি আনন্দে
মগন । অপূর্ব মণির শোভা অতি বিমোহন ॥ পরাধামে হেন মণি নাহি
কোথা আর । পরিল সে মণি রাজা গলে আপনার ॥ মণি লয়ে দ্বারকাতে
করিল গমন । মণি হেরি যত লোক বিস্ময়ে মগন ॥ ধন্য ধন্য নৃপবরে করিতে
লাগিল । মণি দেখি পুলকিত সকলে হইল ॥ আপন আগারে পরে আসি
নরপতি । ভ্রাতারে দিলেন মণি ওহে মহামতি ॥ নৃপতির ভ্রাতা ধরে
প্রসেন আখ্যান । গলদেশে মণি পরি দুঃখ ভাগমান ॥ কিবা শোভা টেঁহল
তাহে গলদেশে পরি । হেরিলে অপূর্ব শোভা যাই বলি হারি ॥ শত সূর্য্য
সম দীপ্তি গলে শোভা পায় । প্রসেন পরিয়া তাহা পুলকিত কায় ॥ গল-
দেশে মণি পরি সানন্দ অন্তরে । প্রসেন গেলেন পরে বনের ভিতরে ॥
সুগয়ার লাগি যান কানন মাঝার । গহন কানন সেই আপদ-আধার ॥
চারিদিকে সিংহ জন্তু করে বিচরণ । রাক্ষাদি কত আছে কে করে গণন ॥
সূর্য্য-আভা নাহি যায় কানন ভিতর । হেরিলে ভীষণ ভাব কাঁপে কলেবর ॥
বিকট চীৎকার মাত্র চারিদিকে হয় । নিজ পদ শব্দে কাঁপে আপন হৃদয় ॥
ধেনিকে নয়ন মেলি করি দরশন । ভীষণ আঁধার মাত্র হয় মিরীক্ষণ ॥
হেন বন আলোকিত মণির প্রভায় । প্রসেন সানন্দে তাহা ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
বক্ষোপরি মণি শোভে অতি মনোহর । হুগ মারি ভ্রমে বীর কানন ভিতর ॥
বিধির বিচিত্র লীলা কে বুঝিতে পারে । নালের করাল হতে কে বল উদ্ধারে ॥
কাল বশে জন্মে জীব কাল বশে ক্ষয় । কাল বশে দীর্ঘ আয়ু ওহে মহোদয় ॥
সখন আসিয়া কাল করিবে ধারণ । নিস্তার নাহিক আর জামিবে তখন ॥
আছিল ভীষণ-সিংহ কানন ভিতরে । প্রদেনেরে সেই সিংহ নয়নে নেহারে ॥
মণি দেখি পশুরাজ লোভেতে মগন । সহসা আসিয়া করে প্রসেনে নিধন ॥

মুহূর্ত মথোতে মরে নৃপ মহোদর । যুতদেহ বিলুপ্ত কানন ভিতর ॥ রক্ত-
 খারা শ্রোত ধারে বহিতে লাগিল । প্রাণপাখী দেহ খাঁচা হইতে পলাল ॥
 মহাবল জাম্বুবান আছিল কাননে । গোপনে থাকিয়া সব দেখিল নয়নে ॥
 অকস্মাৎ দ্রুত আদি সেই মহাকায় । সিংহেরে বধিয়া মণি লইয়া পলায় ॥
 মণিলয়ে নিজগৃহে করিল গমন । এদিকেতে সত্রাজিত ব্যাকুলিত মন ॥
 মহোদর ভরে তাঁর ব্যাকুল অন্তর । অহেষি ভ্রমেণ রাজা কানন ভিতর ॥
 বহুস্থান অহেষিয়া দেখেন নয়নে । প্রসেনের যুত দেহ লুপ্ত কাননে ॥
 তাহা দেখি নরপতি করেন চিন্তন । প্রসেনেরে বধিয়াছে দেব জনাৰ্দ্দন ॥
 তাহারে নাশিয়ে মণি লয়েছে হরিয়ে । এইরূপ ভাবে নৃপ আপন স্বদশে ॥
 ক্রমে ক্রমে সকলেরে কহিল রাজন । কৃষ্ণের হইল দৌম জগতে রটন ॥
 নষ্টচন্দ্র দেখিছিল দেব গদাধর । এ হেতু কলঙ্কী হন জগত ভিতর ॥
 কলঙ্ক শুনিয়া হরি চিন্তি নিজমনে । অবিলম্বে চলি যান গহন কাননে ॥
 দেখিলেন সিংহ এক জীবন ত্যজিয়ে । ধূলায় ধুসর অঙ্গ রয়েছে পড়িয়ে ॥
 তাহারে দেখিয়া হরি করেন চিন্তন । প্রসেনেরে এই সিংহ করেছে নিধন ॥
 তাহারে মারিয়া মণি লয়েছে হরিয়ে । সিংহেরে মেরেছে জাম্বু লোভেতে
 পড়িয়ে ॥ অন্তর্গামী মনে মনে বুঝিয়া তখন । দ্রুতগতি চলি যান ভল্লুক-
 ভবন ॥ তথা গিয়া দেখিলেন দেবদেব হরি । ভ্রমিতেছে শত্রুী এক শিশু
 কোলে করি ॥ দেখাতেছে স্যামন্তক মণি মূল্যবান । মিস্তবাক্যে করিতেছে
 প্রযোধ প্রদান ॥ তাহা হেরে পুলকিত দেব নারায়ণ । দ্রুতগতি গিয়া মণি
 করিল গ্রহণ ॥ বালকের হস্ত হতে নিলেন যেমনি । শত্রুী গিয়া প্রভু
 পাশে বলিল তখন ॥ শত্রুীর বদনে সব করিয়া শ্রবণ । অবিলম্বে জাম্বুবান
 করে আগমন ॥ উপনীত হৈল আদি কৃষ্ণের সকাশে । প্রণাম করিল পরে
 মনের উল্লাসে ॥ অষ্টাদশ প্রণাম পরে ভল্লুকের পতি । শ্রব বাক্যে কহে
 শুন ওহে বিশ্বপতি ॥ জগতের প্রভু তুমি সবার আপার । তোমার চরণে
 করি শত নমস্কার ॥ আদি-অন্ত-হীন তুমি অখিলের পতি । তোমারে ভজিলে
 তবে নির্বাণ মুক্তি ॥ বিশ্বের কারণ তুমি ওহে জনাৰ্দ্দন । তোমার চরণে
 করি নিরন্তর বন্দন ॥ ধরণীর বহু ভার নাশিবার তরে ॥ অবতীর তুমি দেব
 অবনী মাঝারে ॥ কে বুঝিবে তব তত্ত্ব ওহে জনাৰ্দ্দন । অধীনেরে রূপাদান
 করহ এখন ॥ আমার অন্তরে শুদ্ধ কেবল বাসমা । অন্ত্রিমে চরণ দেও
 এইত কামনা ॥ তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি তোমা হতে লয় । তোমা হতে ওহে
 প্রভু ভববন্ধ ক্ষয় ॥ অনায়াসে বিশ্ব তুমি করিছ ধারণ । অবহেলে করিতেছ
 জগত পালন ॥ তোমার কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার । তোমার চরণে
 করি কোটি নমস্কার ॥ যোগাগমে নিরন্তর বলি যোগীগণ । এক মনে চিন্তে
 তোমা ওহে নিরঞ্জন ॥ যোগীগণ দেখে তোমা স্বদয় মাঝারে । তব পদে

নতি করি ভকতির ভরে ॥ সৃষ্টির কারণ ভূমি জগতের পতি । তোমা হুতে
 জন্মিয়াছে পরমা প্রকৃতি ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব অধীন তোমার । তোমার
 চরণে করি কোটি নমস্কার ॥ বিরাজিছ বিশ্বমাঝে ভূমি নিরন্তর । তোমার
 মায়ায় মুক্ত মানব-নিকর ॥ কে বুঝে তোমার তত্ত্ব অখিলের মার । তোমার
 চরণে করি কোটি নমস্কার ॥ ভবপারে কর্ণধার ভূমি মাত্র হরি । কৃপা করি
 কিস্করেরে দেহ পদতরি ॥ ভক্ত ক রাজের স্তর করিয়া শ্রবণ । মহানন্দে পুল-
 কিত দেব জনার্দন ॥ জাম্বুবানে আলিঙ্গন দিলেন শ্রীহরি । জাম্বুবান দিল
 তাঁরে তুহিতা সুন্দরী ॥ কন্যা পেয়ে জনার্দন আনন্দে মগন । বিধামে বিবাহ
 তারে করেন তখন ॥ কন্যা সহ তার পর আনন্দিত মনে । চলিলেন জনার্দন
 দ্বারকা ভবনে ॥ স্যামশুকমণি সবে করান দর্শন । মণি দেখি পুলকিত নগ-
 রীয় জন ॥ সে মণি দিলেন হরি সত্রাজিত করে । মণি পেয়ে নরপতি প্রফুল্ল
 অন্তরে ॥ মনে মনে তবে রাজা করেন চিন্তন । জনার্দন নাহি করে প্রসেনে
 নিধন ॥ নষ্টচেন্দ্র দরশন করিল শ্রীহরি । তাহাতে কলঙ্কী হৈল বিপিনবিহারী ॥
 তার পর মণি আনি করিলে প্রদান । কলঙ্ক মোচন হৈল ওহে মতিমান ॥
 সত্রাজিত নরপতি ধর্ম পরায়ণ । তাঁহার আছিল এক তনয়া রতন ॥ সত্য-
 ভামা নাম তার পরমা রূপসী । তাহারে বিবাহ কৈল কৃষ্ণ কালশশী ॥ নর-
 পতি সমাদরে কন্যা বিভা দিল । রূপসীরে লভি হরি আনন্দে ভাসিল ॥
 এইরূপে দেব দেব জন্মিয়া ভূতলে । কত মতে কত খেলা পুলকেতে খেলে ॥
 ক্রমে বহু নারী কৃষ্ণ করেন গ্রহণ । পুত্র পৌত্র হয় ক্রমে কে করে গণন ॥
 কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পরে বিনোদবিহারী । পার্থের মারধি হন মুকুন্দমুরারি ॥
 দ্রৌপদরাজ কাশিরাজ দন্তবক্র আর । পৌণ্ড্রক ইত্যাদি বীরে মাশে গুণাধার ॥
 এইরূপে নরদেহ করিয়া ধারণ । ধরণীর ভারনাশ করে জনার্দন ॥ ব্রহ্মশাপ-
 ছলে শেষে যাদব নিকরে । সমূলে বিনাশ করে জানিব অন্তরে ॥ তার পর
 নিঃপ্রাণে করেন গমন । মহাবল হয় কলি জানিব তখন ॥ অধর্মের নিরাস
 হয় মানব-নিকর । হিংসা দম্ব শঠতাতে পূরিত অন্তর ॥ মৎসরতা কোপা-
 দিতে সতত মগন । অলস হইয়া রহে যত নরগণ ॥ কলির মানবগণ যেইরূপ
 হয় । মন দিয়া শুন তাহা ওহে মহোদয় ॥ পুরাণে সুধার কথ্য অতি মনোহর ।
 শুনিলে সে জন তবে মৎসার-মাগর ॥

একপঞ্চাশৎ অধ্যায় ।

কলিধর্ম্য কথন ।

বাস উবাচ । শৃণু ত্বং য়ে ধর্ম্মা মুনিভিঃ কথিতাঃ পুরাঃ ।

তপঃ পবং সত্যযুগে ক্রোতাষাঃ জ্ঞানমুচ্যতে ।

হাপরে দানমেবৈকং কলৌ দানং তথা মতং ॥

বাস বলে শুন তুমি ওহে তপোধন । কলির ধর্ম্ম এবে করিব কীর্ত্তন ॥
মুনিগণ যেইরূপ করেছে বিধান । বলিব সে সব কথা ওহে মতিমান ॥ সত্য-
যুগে দান মাত্র আছিল ধর্ম্ম । ত্রেতাতে ধর্ম্ম মাত্র জ্ঞান উপাধ্বজন ॥ দ্বাপরে
প্রধান মাত্র জানিবেক দান । কলিযুগে সেই দান সবার প্রধান ॥ মহাঘোর
কলিযুগে এক দয়াময় । পৃথিবী ত্যজিয়া গেলে আপন তালয় ॥ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম
সবে করিবে বর্জ্জন । সত্যলোপ হবে আর ওহে তপোধন ॥ অস্প-অয়ু
হবে যত মানব-নিকর । বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন লোভেতে তৎপর ॥ ক্রোধবশ
হবে সবে ওহে তপোধন । জীবগণ হবে ক্ষুদ্রা-কাম-পরায়ণ ॥ পরস্পর বদ-
বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে । শত্রুতা করিবে সদা কহিনু তোমাঝে ॥ হীনজাতি শ্রেষ্ঠ
হবে শ্রেষ্ঠ হবে হীন । ভাষ্যার বশগ হবে হইয়া প্রবীণ ॥ অস্পমান জল
হবে মেঘে বরিষণ । নদী সরোবরে জল না রবে তেমন ॥ দেহগণ অস্পন্দ
করিবে প্রদান । রক্ষে নাহি হবে ফল ভূরি পরিমাণ ॥ দানে পরাধুগ হবে
যত নরপতি ! অস্প-অয়ু হবে নর ওহে মহামতি ॥ বিপ্র হয়ে বেদপাঠ
করিবে বর্জ্জন । করিবে বিজাতি-ধর্ম্ম সদা আচরণ ॥ নারীগণ রত রবে মন
ব্যভিচারে । দুর্ম্মুখ হইবে তারা জানিবে অন্তরে ॥ শূদ্রেতা করিবে মন
পুরাণ কীর্ত্তন । ধর্ম্মব্যাখ্যা রত রবে সদা সর্ব্বকণ ॥ পুরাণার্থ ব্যাখ্যা শূদ্র
সর্ব্বণ করিবে । শূদ্রের মুখেতে সবে শ্রবণ করিবে ॥ শূদ্রেতা করাবে বিপ্র
গণে অধ্যয়ন । সর্ব্ব শাস্ত্র শিক্ষা দিবে আর ব্যাকরণ ॥ এই হেতু বিপ্রগণ
হীনতেজা হবে । শূদ্রগণ আত্মবাতী-পাপেতে মজিবে ॥ অক্ষয় নরকে
তারা করিবে বসতি । কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি ॥ কলিতে পাব-
ধর্ম্ম শ্রবল হইবে । বেদমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে ॥ নিজের বুদ্ধিতে সচে-
করিয়া কল্পনা । করিবে মনের সুখে শাস্ত্রাদি রচনা ॥ ধর্ম্মশাস্ত্র সযত-
করিবে বর্জ্জন । করিবে শাস্ত্রের নিন্দা সদা জীবগণ ॥ প্রাকৃত ভাষাতে শা-
কল্পনা করিয়ে । শূদ্রেতা বলিবে তাহা সানন্দে জনয়ে ॥ অশাস্ত্র দেবতার্ম্ম

করিয়া নির্মাণ । তাহাতে করিবে সবে পূজার বিধান ॥ কৃষ্ণের পবিত্র নাম কারবে
 বর্জ্জন । ধরম করিবে নাশ পাশও যবন ॥ কলিযুগে দেবলিঙ্গ করিমা' আপন ।
 অর্জ্জন করিবে ধন তাহে নরগণ ॥ অর্থলোভে বশীভূত হইয়ঃ সকলে ।
 অযোগ্য পাত্রে মন্ত্র দিবে কুতুহলে ॥ বাহিরে বৈষ্ণববেশী হবে নরগণ ।
 অতি শঠ মহাকুর রবে মর্দক্ষণ ॥ পরদ্রব্যে অভিলাষ সতত করিবে । এই-
 রূপে মথা তথা ভ্রমিয়া বেড়াবে ॥ সাধুশীল বিপ্রগণে করিলে দংশন । করিবে
 তাদের নিন্দা যত নরগণ ॥ দেবদেবী হইবে নর জানিবে, অন্তরে । কৃষ্ণের
 পবিত্র নাম তাজিবে সাদরে ॥ অবনী তাজিয়া কক্ষ করিলে গমন । প্রবল
 হইবে ভ্রমে যত বৌদ্ধগণ ॥ সমস্ত স্থানে তারা করিবে মতন । শাস্ত্রেতে
 বিভিন্ন মত হইবে তখন ॥ পুরাণে দশনে ভেদ দেখি পরস্পর । কান্দিবেন
 মরুতী তুংখে নিরন্তর ॥ তাঁহার তুংখের শাস্তি করিবার ৷ শিব বিমু
 তুই জন আমিবে ভূতলে ॥ আচার্য উপাধি দৌহে করিবে ধারণ । বৌদ্ধগণে
 পরাভব করিবে তখন ॥ শঙ্কর-আচার্য নাম ধরিবেন হরি । মন্যাস-আশ্রমী
 হবে মুকন্দমুরারি ॥ মরুতী ভাষ্যরূপে লভিবে জনন । নৈয়ায়িকমতে হবে
 বৌদ্ধেরা দমন ॥ এরূপে শঙ্করাচার্য নিজ শক্তিবলে । বৌদ্ধগণে নিবারিয়া
 মনকুতুহলে ॥ নানাবিধ দেনস্তুত করিবে রচন । কবচ করিবে কত কে করে
 গণন ॥ দশন শাস্ত্রের গ্রন্থ করিবে প্রচাঁর । কতশাস্ত্র প্রকাশিবে অবনী-
 মাঝার ॥ যুত মঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া আশ্রয় । ভিন্ন ভিন্ন দেহ' রী' হয়ে
 মহোদয় ॥ ব্যাকরণ আদি শাস্ত্র করিবে রচন । পুণ্যগ্রন্থ হবে কত কে
 করে গণন ॥ তার পর ধরাতল করি পরিহার । আচার্য উত্তরে যাবে আ'ণ
 আগার ॥ কলির প্রবল রন্ধি হইবে তখন । ধর্মহানি ক্রমে ক্রমে হইবে
 ঘটন ॥ এই সব বিবেচনা করিয়া অন্তরে । নার'ণ ভক্তি কর কহিনু
 তোমারে ॥ হরির উপরে ভক্তি রাখে যেই জন । কলি' এ তারে নাহি ঘেরিবে
 কখন ॥ কলির এতক দোন ভাবি নিজ মনে । সাধুশীল হয় যেই সংসার-
 কাননে ॥ তুর্জ্জন-সংসর্গ সদা করিয়া বর্জ্জন । পরধামে মনস্থখে সে করে
 গমন ॥ কলিতে দুর্গুখ হবে মানব নিকর । মহাগর্ভী হবে সবে ওহে মুনি-
 বর ॥ শিস্যাগণ না করিবে গুরুর সম্মান । নারীরা করিবে সদা পত্নি-
 অপমান ॥ পুত্র হয়ে অপমান করিবে পিতারে । বিনসম কটুবাক্যে দাঁহিবে
 তাহারে ॥ পিশুন দাস্তিক খল হইবে মৎসর । সাধুগণ অপবাদ দিবে
 নিরন্তর ॥ কলিকালে ডুটা নারী বাহারা হইবে । খুদীক আকার তারা
 ধারণ করিবে ॥ দস্তুর হইবে আর ক্রোধ পরায়ণ । খর্কাকৃতি হবে কিছা
 ওহে তপোধন ॥ কলিকালে শঠ হবে যেই বিপ্রগণ । শ্যাম বর্ণ দীর্ণ দেহ
 তাদের লক্ষণ ॥ দস্তুর হইলে তারা জানিবে অন্তরে । বলি' শি' কথ
 তোমার গোচরে ॥ গুন শুন এবে শঠ শূত্রের লক্ষণ । অত্যন্ত গৌরীক হবে

ওহে তপোধন ॥ অম্পমাত্র শ্রদ্ধাধারী হইবে সকলে । দম্ভর হইবে তারা
 কহিনু তোমারে ॥ কলিকালে কত বুদ্ধ হবে দরশন । নিম্নচক্ষু দীর্ঘজঙ্ঘ কে
 করে গণন ॥ বহুভোজী হবে কত কে গণিতে পারে । সদা দম্ভপ্রায়ণ
 জানিবে অন্তরে ॥ মন্দভাণ্ডা উচ্চভালা হবে নারীগণ । দুর্ভাক্যে পূরিত
 হবে তাদের বদন ॥ এইরূপে কলিকাল হইলে প্রবল । দেবগণ চলি যাবে
 তাজিয়া ভুতল ॥ বিপ্রগণ মদাণান করিবে যতনে । মন নাহি দিবে কভু
 বেদ অধ্যয়নে ॥ অম্পমাত্র শাস্ত্রে পূর্ণা হইবে ধরণী । অম্পক্ষীর হইবে ধেনু
 ওহে মহামুনি ॥ মিরমিত নাহি রবে মরণের কাল । গৃহে গৃহে অবিরত
 ঘটিবে জঙ্ঘাল ॥ আগুন আশ্রম মাবে করিয়া বর্জ্জন । পরধর্মী হবে সদা
 ওহে মহামুনি ॥ এইরূপে কলিকাল হইলে প্রবল । প্রথমতঃ গ্রামাদেব
 তাজিবে ভুতল ॥ তার পর গজ, নাহি রহিবে ধরায় । বিপ্রের বিপ্রত্ব যাবে
 কহিনু তোমায় ॥ তুলসীর তুলসীত্ব আর নাহি রবে । বিলের বিলুপ্ত ধ্বংস
 তখনি যাইবে ॥ তার পর পুরাণাদি যত শাস্ত্রগণ । ভূতগণ তাজিয়া মবে
 করিবে গমন ॥ স্নেহহতে পুরিবে পরে অবনিগণ্ডল । যবনের বন ক্রমে হইবে
 প্রবল ॥ বর্ণভেদ নাহি রবে জানিবে অন্তরে । অনারুড়ি পুনঃ পুনঃ হইবে
 সংসারে ॥ বিবাদ করিয়া পরে সবে পরস্পর । নিহত হইবে শ্বশুর করিনু
 গোচর ॥ তার পর নিকে হরি কল্কিনাম ধরি । অবতীর্ণ হবে আশি মানব-
 নগরী ॥ স্নেহগণে বলে হরি করিয়া নিধন । অন্তর্হিত হবে পরে ওহে
 তপোধন ॥ গোময়পিণ্ডের মত হইবে ধরণী । উঠিবে প্রবল বায়ু ওহে
 মহামুনি ॥ বায়ুবশে হবে পৃথ্বী জলেতে মগন । সত্যযুগ হবে পুনঃ ওহে
 তপোধন ॥ পুনরায় বিপ্রগণ পূর্ববত হবে । পূর্বের সমান ধর্ম জগতে
 উদিবে ॥ মহাদেৱ কলিধর্ম করিনু কীর্তন । গোবিন্দের নাম মাত্র ভয় বিনা
 শন ॥ বথায় কীর্তন হয় গোবিন্দের নাম । তপায় থাকিবে সদা সাধু মতি-
 মান ॥ হরিনাম যেই জন করয়ে শ্রবণ । অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধুজন ॥
 পুরাণের মার হৃৎকরম পুরাণ । ইহার প্রসাদে পায় দণ্ডিমে নির্দাণ ॥

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

মহাপাপ প্রভৃতি কথন ।

আমালিকবাচ । কলিকর্ষাণি লোকেষু ব্রহ্মহত্যাদি পাপবৎ ।

তদ্বদন্ত মত্যাভাগ পাপমবক্ষ্যবজ্জিত ॥

বাস উবাচ । ব্রহ্মহত্যা স্মরণানং স্ত্রেয়ং গুরুত্বনাগমঃ ।

মহাস্তি পাতকস্তাৎ স্তম্ভসংগী চ পকমঃ ॥

জাবালি জিহ্বাসে পুনঃ ওহে মহোদয় । নিবেদি তোমারে প্রভু সন্দিক্ত
বিষম ॥ কোন্ কর্ম কলিকালে করিলে সাধন । ব্রহ্মহত্যা সম পাপ হয় উপা-
জ্জ্বলন ॥ বাস বলে শুন শুন ওহে মহামতি । বলিব সে সব কথা অপূর্ব ভারতী ॥
ব্রহ্মহত্যা স্মরণান গুরুত্বগী-সঙ্গম । অথবা পরের দ্রব্য করিলে হরণ ॥
মহাপাপে লিপ্ত হয় জানিবে অন্তরে । মহাপাপ বলি ইহা বিদিত সংসারে ॥
ইহাদের সংসর্গেতে রহে যেই জন । তাহারেও মহাপাপী জানিবে স্নেহন ॥
শূদ্র হয়ে যদি করে ব্রাহ্মণী-সঙ্গম । মহাপাপ ধরে তারে শাস্ত্রের বচন ॥
শূদ্রপক্ষে স্মরণান মহাপাপ নয় । কহিলু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥
বিশ্বের যদ্যপি নাহি করয়ে সম্মান । বিশ্ববধ-পাপ তাহে হয় মতিমান ॥
শূদ্র হয়ে যদি কভু পুরাণাদি পড়ে । ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় শাস্ত্রের বিচারে ॥
সেই জন শাস্ত্র নাহি করে অধ্যয়ন । শাস্ত্রকথা নিদ্ভুৎ করে উচ্চারণ ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় জানিবে তাহার । বলিলু তোমার পাশে শাস্ত্রের বিচার ॥
দেবতার নিন্দা যদি করে কোনজন । দেববধ পাপী হয় সেই অভাজন ॥
অত্যাচার মহাপাপ সে জনের হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা নৈহিক সংশয় ॥
পরের রচিত শ্লোক নিজহস্ত দলে । স্মরণান-মহাপাপ তার শিরে ফলে ॥
গুরুত্ব কর্ম যেই নিজহস্ত কয় । ব্রহ্মহত্যা মহাপাপী সেই দুঃখায় ॥
শাস্ত্রার্থ অন্যথাক্রমে ব্যাখ্যা যেই করে । ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ সেই জনে ঘেরে ॥
রচনা করিয়া শ্লোক পূরণ-মাঝারে । যে জন স্থাপন করে মানন্দ অন্তরে ॥
ব্রহ্মহত্যা-মহাপাপী সেই জন হয় । শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥
পরের সুখ্যাতি লোপ যেই জন করে । ব্রহ্মহত্যা হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥
পরোপকারের বাধা দেয় যেই জন । বহুল অধর্মে সেই হয় নিমগন ॥ কোন
কালে সুখ তার কভু নাহি হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ পুণ্য-
কাণ্ডে নিব্র করে সেই দুঃখজন । ব্রহ্মহত্যা হয় সেই শাস্ত্রের বচন ॥ আহা-

রের বিশ্ব করে যেই দুরমতি । সেই অভাজন ঋষে হয় আত্মঘাতী ॥ আত্ম-
 হত্যা-পাপে ডুবে সেই দুরজন । বলিছু শাস্ত্রের কথা তোমার মদন ॥
 আলাপন গাত্রস্পর্শ একত্র ভোজন । একাসনে স্থিতি আর নিশ্বাসস্পর্শন ॥
 এই সব পাপ-স্পর্শ হইবে শরীরে । এ সব তাজিবে তাই কহিছু তোমারে ॥
 যবন-সংসর্গ যদি করে কোন জন । অথবা যাবনী ভাবা করে উচ্চারণ ॥
 সুরাপান মম পাপ সে জনের হয় । ততোধিক যবনানে জানিবে নিশ্চয় ॥
 জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে বাহ্য তপোধন ; তোমার নিকটে তাহা করিছু কীৰ্ত্তন ॥
 রচনা করেছি ব্রহ্মকরমপুরাণ । উপপুরাণের মধ্যে সবার প্রধান ॥ সেই সব
 তব পাশে করিছু কীৰ্ত্তন । সুপাঠ্য শ্রোতব্য ইহা ওহে তপোধন ॥ মহাপুণ্য-
 প্রদ ইহা পাতক-নাশক । গুহ্য হতে গুহ্যতর মোক্ষের সাধক ॥ অষ্টাদশ
 সংখ্য আছে ত্রিমহাপুরাণ । তাহে ভাগবত মধ্য সবার প্রধান ॥ উপপুরা-
 ণেতে তথা এই ঐক্য হয় । ইহাতে অন্তরে নাহি রাখিও সংশয় ॥ সূত্র বলে
 শুন শুন ওহে ঋষিগণ । জাবালিরে এত কহি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ॥ আমারে
 সম্বোধি কহে শুন মহামতি । শুনিলে সকল ভূমি অপূর্ব ভারতী ॥ গোপ-
 নীয় এই শাস্ত্র জ্ঞানের আকর । প্রকাশ না কর কহু সবার গোচর ॥ উপ-
 মুক্ত পাত্র-পাশে করিবে কীৰ্ত্তন । মহাপুণ্যপ্রদ ইহা শাস্ত্রের বচন ॥ ওদ-
 দ্বিতীয় মম শিষ্য লোম-হরষণ । পুরাণস্ত্র মেই সাধু অতি বিচক্ষণ ॥ তার
 গুলে ভূমি সাধু অতি জ্ঞানবানু । তোমারে করিছু ইহা সাধরে প্রদান ॥ এত
 বলি ব্যাসদেব মধুর কথায় । জাবালিরে সম্বোধিয়া কহে পুনরায় ॥ বাহ
 বৎস নিজ স্থানে করহ গমন । এখন যাইব আমি বিশেষ মদন ॥
 ব্যাসের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে । জাবালি ভকতি-ভরে প্রণাম চরণে ॥
 ইচ্ছামত স্থানে পরে করিল গমন । আমিও আমিহু শেষে নৈমিব কানন ॥
 কীৰ্ত্তন করিছু ব্রহ্মকরম পুরাণ । শুনিলে তাহার হয় হরিপুরে স্থান ॥

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায় ।

—■■■■■■■■—

পুরাণ ফলশ্রুতি ।

সূত উবাচ । ইদং পাপহরং পুণ্যং দশমং ধর্মবদ্ধকং ।
পঠেৎ পুণ্যদ্বাপি সৰ্বং কৃপাঃ প্রসূচাতে ॥
ইদং হি বৈদ্যদং শাস্ত্রং শৈবং শাক্তং তথৈব চ ।
সাংখ্যযোগং পবিত্রতং সাধাৎ জ্ঞানদং দ্বিজাঃ ॥

সূত বলে শুন শুন ওহে পণ্ডিতগণ । করিহু সবার পাশে পুরাণ কীর্তন ॥
পাপহারী পুণ্যপ্রদ যশের আদান । ধর্মপ্রদ হয় রহস্করম পুরাণ ॥ পড়িলে
শুনিলে ইহা সারপাপ হরে । অষ্টোত্তর শত বার যদি কেহ পড়ে ॥ অথবা
একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ । অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধুজন ॥ ইহাই বৈকব
শাস্ত্র জানিবে অন্তরে । শৈব শাক্ত সব ইহা কহিহু সবারে ॥ সাংখ্যযোগ-
কণ হয় এ উপপুরাণ । অধ্যায় চারদ ইহা শাস্ত্রের বিধান ॥ বিপ্রের
মুখেতে ইহা করিবে শ্রবণ । করাবে বিপ্রের দ্বারা কিহা অধ্যয়ন ॥ বিপ্রের
বদনে ব্যাখ্যা শুনিবে মানরে । মহাপুণ্য হয়ে ইহা জানিবে অন্তরে ॥ ভাগ-
বত মম ইহা পুণ্যের আধার । শ্রুতিতে নাহিহু কালকালের বিহার ॥ যখন
তখন ইহা করিবে শ্রবণ । মহাপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বচন ॥ ভক্তিহীন যেই
নর দেব ভেদকর । তাহে না শুনাবে এত উপাসন নিকর ॥ নারদের পাশে
সব করিয়া শ্রবণ । শ্রেকি যবে রচে ইহা সারবৈপারন ॥ তাঁর কাছে থেই
রূপ করেছি শ্রবণ । সকলি কহিহু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ । এই গ্রন্থ নিখি
তাহা পুজিবে মানরে । ভক্তি করি নিরন্তর রাখিবে সবারে ॥ পুনর্দিনে
এই গ্রন্থ করিবে শ্রবণ । বিপ্রের দক্ষিণা পঠে করিবে অর্পণ ॥ পুণ্যতীর্থে
শিবালয়ে বিষ্ণুর মন্দিরে । সবার মধ্যে দিয়া গিয়া সাক্ষীর তীরে ॥ শুদ্ধভাবে
দ্বিজগণ করিয়া গমন । পড়িবে মানরে ইহা শুধে পণ্ডিতগণ ॥ পড়িবার কালে
যদি অন্য কথা কয় । ব্রহ্মহত্যা-পাপে তবে ছুবিবে নিশ্চর ॥ সেই পাপ হতে
যদি শুদ্ধিবাঞ্ছা করে । করিবেক প্রায়শ্চিত্ত দিবি অনুসারে ॥ জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলে যাহা পণ্ডিতগণ । সবার নিকটে তাহা করিহু কীর্তন ॥ এখন যুখেতে
থাক তাপস-নিকর । জলদে দিউক জল ভগত ভিতর ॥ সবার রোগে আমি
করিয়া প্রণাম । ইচ্ছামত স্থানে এবে করিব পয়ান ॥ হরিনাম নিরন্তর পাও
রমনায় । মুচিবে তাহার বলে ভববন্ধ-দায় ॥

সম্পূর্ণ ।

